











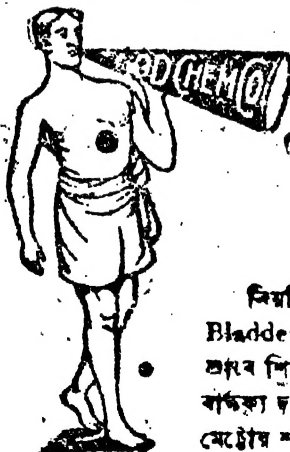




New Series,  
January 1919.

মৃত্যু সংস্করণ।  
জানুয়ারী ১৯১৯।

Vol. XIII.  
No 1.



শানমেটো।  
SANMETTO.

দ্রুত ও কার্যকরী বালিকাশ্রমের মূল এবং জননবস্ত্রের বাবতীর পীড়া নিবারক  
সকলপ্রতি-বলকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত পক্ষে প্রমাণিত হইয়া শানমেটোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রবস্ত্রের (Kidney and Bladder) বাবতীর পীড়ার প্রত্যেক প্রকারে পীড়ন বহনকারী বহু মিশ্রিত প্রত্যাব বা অন্যান্য প্রকার শিশু ও কলিকগণের শয্যা মূত্রের দ্বারা, ব্যতিক বা দেহটিতে যে কোন পীড়ার অকাল বাক্য দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন বস্ত্রের বহুবিধান করিতে শানমেটোই শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র প্রস্তুত ও নিরাপদ ঔষধ।

অর্থাৎ অধিক দ্রুত নেশার জিনিষ নাই। - কলক, বহু সকলেরই নির্দিষ্ট ব্যবহার্য। - এটি পুষ্টি শানমেটো বাক্য উচিত প্রত্যেক শিশুর সহিত ব্যবহার্য থাকে। - মূল্য প্রতি শিশু ৩/- সকল প্রকারের বাবতীর পীড়ার বাব।

অমেরাই শানমেটোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

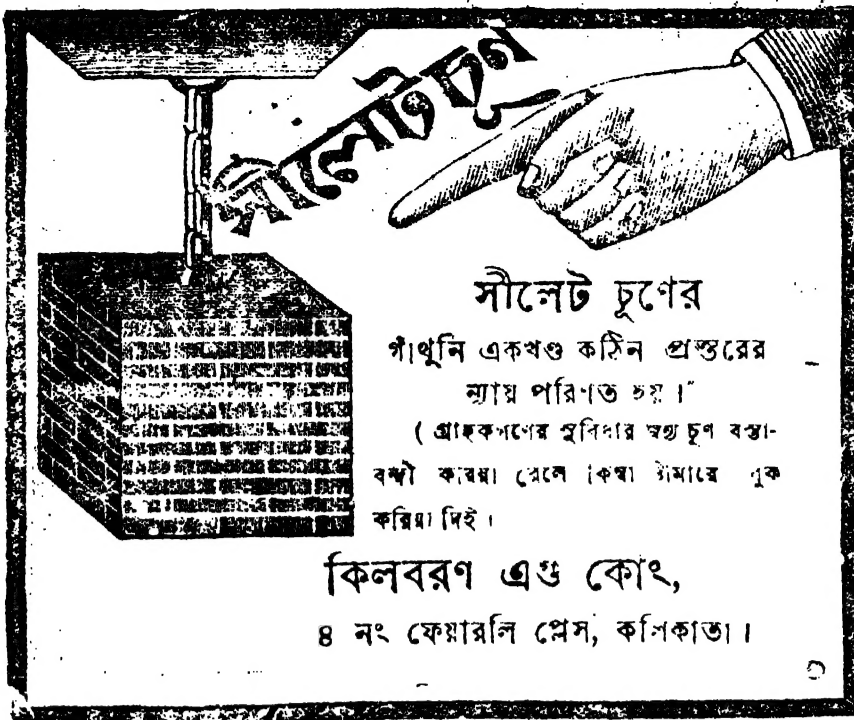
আমেরিকার নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকের উপরে দেখিয়া লইবেন।

সকল চেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক, ইউ. এস. এ।

OF CHEM CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A.

বঙ্গদেশের কলিকতা, ১৭ নং কলিকতা রোডের সেন, বহুপ্রকার, বালিকাশ্রম

কাজের লোক, কলিকাতা



**সীলট চূণের**  
গাথুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের  
আয় পরিণত হয়।  
(গ্রাহকগণের সুবিধার বস্তু চূণ বস্তা-  
বন্দী করিয়া হেলেকিষা গীমারে এক  
করিয়া দিই।

**কিলবরণ এণ্ড কোং,**  
৪ নং ফেয়ারলি প্রেস, কলিকাতা।

## বাটলিওয়ালার ঔষধ।

ভারতের সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল একত্রবিন্দনে  
বর্ণ ও রোপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাটলিওয়ালার বালাম্বুর্ড, দুকল শিউর  
জনা ১/০।

বাটলিওয়ালার অলকিয়োরবার, সর্কিমকার  
শিউরীড়া আশাতজনিত ও  
বংগার জনা ১/০।

বাটলিওয়ালার টনিক পিল, রক্তাক্ততা এবং  
দুর্গলতার জনা ১/০।

বাটলিওয়ালার (কলেগোল) কলেগার এবং  
রক্তাশ্রয়র জনা ১/০।

বাটলিওয়ালার আসল কুইনাইন টেবলেট  
প্রত্যেক বোতল (১ ড্রেন  
করিয়া) ১/০।

ভারতের সর্কিম পাওয়া যায়।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by  
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.

Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address :-

BATLIWALLA, WARLI Bombay

## স্ট্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও ALETRIS CORDIAL RIO

বাস্তবিক স্ট্রীলোক যথা বাধক, অগ্রিম, এবং খেতপ্রসব, জরায়ুর দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির অল্প সময়ে  
অগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবহৃত করেন, কারণ স্ট্রীলোগের একপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।  
ইহা স্ট্রীলোগের সমস্ত দুর্গলকর উপসর্গ বিদ্রবিত করিয়া অচিরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। দোষনোশুধী  
বালিকাগণের ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ  
সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রত্যাহিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্যতা দেখিয়া প্রভাবকগণ আলি করিতেছেন। জেরের সময় লেবেলের উপর Rio  
Chemical Company, New York City; J. H. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি  
৩৫০ আনা মাত্র।

মে: রাইও কেমিক্যাল কোং,  
১৮৭০ সালে স্থাপিত।  
১২ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,  
আমেরিকা।

**RIO CHEMICAL COMPANY.**

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

কাষের লোক, কলিকাতা।

ম্যানেজরিয়া করে  
নবোদয়।

# জারমলীন

সর্বপ্রকার জ্বরের  
মহোদয়।

মূল্য ৥০ আনা, ডজন ৫২ টাকা।

জ্বরের বিষজ্বরের সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর হাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্বান আহ্বার স্বাভাবিক।

জারমলীন বিক্রেতাগণের টাকার-টাকা লাভ।

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আবু, গেভিম এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

## THE London Directory

(Published Annually)

enables traders throughout the World to communicate direct with English

### MANUFACTURERS & DEALERS

in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and Suburbs, it contains lists of

### EXPORT MERCHANTS

with the goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply ; also

### PROVINCIAL TRADE NOTICES

of leading Manufacturers, Merceants, etc., in the principal Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom.

Business Cards of Merchants and Dealers seeking

### BRITISH AGENCIES

can now be printed under each trade in which they are interested at a cost of £1 for each trade heading. Larger advertisements from £3 to £12.

A copy of the directory will be sent by post on receipt of postal orders for £1 10-0.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,

25, Abchurch Lane, London. E. C. 4.

## কমলা মধু।

শ্রীশ্রী দেবী কমলা বাগানের সৌচক  
হইতে সংগৃহীত বাঁটা কমলা মধু যিনি  
একবার খাইয়াছেন তিনি জীবনে তাহা  
ভুলিতে পারেন না। মহারাজা, রাজা,  
উকীল, ব্যাটিক্টার, জমিদার ও ধনী বড় লোককে  
আমরা এই মধু সরবরাহ করিয়া আসিতেছি।  
সাধারণতঃ এক পাউণ্ড টিন মধুর মূল্য ২২  
একটাকা। অল্পমূল্যে কি ততোধিক পরিমাণ  
একত্রে লইতে চাহিলে পত্র লিখিয়া দর অবসর  
হউন। অবিলম্বে চাহিলে প্রতি অর্ডারের  
জন্য অগ্রিম ২০/- হুড়ি টাকা পাঠাইতে হইবে।  
যদি খরচ অবশিষ্ট মূল্য তিন-পাঁচ আদায়  
করা হইবে।

কে, চৌধুরী ও কোং

স্বান পত্র, কলিকাতা

অভাবনীয় সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত ৫০ টী সেট

## “কাজের লোক”

২৭ টকা মূল্য মাত্র ১২৯০ টকা।

আমরা কিহু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

“Kajer-Loke” or Businessman—  
is replete with useful articles on art and Industry.  
*Indian Empire.*

“Contains interesting articles on trade and speculation.”  
*Indian Daily News.*

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture  
*Bengalee.*

“A special and heathy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartily wish our contemporary all success in his noble endeavours.”  
*The Indian Nation.*

“The Businessman” is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike.”  
*Telegraph.*

“There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading “Kajerloke.”  
*Gardeners Magazine.*

“কাজের লোকের” বিখ্যাত সমালোচনা আমাদের পক্ষে সন্দেহের নহে। বাণিজ্য প্রতি প্রবন্ধই একরূপ সুন্দর, সুশিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আভ্যন্তরীণ পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকা-খানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।” বশোহর।

“সত্য বলিতে কি, একরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা কলিকাতা-প্রদেশে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ সহঃ উদ্দেশ্যে সমর্পণা হইতে হইবে।” সময়।

“আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া ধন্যমান্যতা জানিতে হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেহেতু সারগর্ভ, সেহেতুই উপযোগী।” বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথার ও সরলভাবে ব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহার কার্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা একরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুকুর্ভে বসিতে পার “কাজের লোক” পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া বাহু \* \* \*

বৈদিকচন্দ্রিকা।

“আমরা ‘কাজের লোক’ পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্বাধিক ও উচ্চ কামনা করি।”  
খুলনাবাসী।

“কাজের লোক” গৃহস্থ মাত্রেই পাঠ করা কর্তব্য।”

বেদিনী বার্বিষ।

একরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অল্প জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। “কাজের লোক” পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রযুক্তি জ্ঞান, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি সরিষা, আম্রবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়কীয় “বেকারের” বন্ধু। \* \* \* জ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী বাহাতে চাকুরীর মায়ী কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্সা করে, বাঙ্গালী বাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অল্প জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালার এ প্রেমের মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ বধা “হিতবাদী”, “বঙ্গবাসী”, “বঙ্গভূমি”, এবং অন্যান্য কয়েক সংবাদপত্রের তুলনায় প্রাথমিক করিয়াছেন, হুঃখের বিষয়, স্বাধীনতাযুদ্ধে সকলগুলি দিতে পারিলেন না।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

এনোপ্যাথিক বিভাগ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এনোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেট ঔষধ, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি, মৃৎস্থিতি ইত্যাদি আনয়ন করিয়া বখাসমূহ স্বলভমূল্যে বিক্রয় করি। মফঃস্বলের অভ্যন্তরীণ গাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ।

(অস্বাস্থ্য নহে) শিশু আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশুর প্রতি ড্রাম ৫ ও ১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাস ঔষধ কোটা ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি বখাক্রমে ২, ৩, ৩০, ৫০, ৬০ ও ১১০। সুদার মোবিউন পিল, কর্ক ইত্যাদিও স্বলভ। মফঃস্বলের গাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চশমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, হেড্‌ আফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হারিসন রোড।

পিনি সোনার প্রস্তুত চিকলী, চেন, পার্সী ও ইয়লী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর রতন বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ঘোড়াদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বন্দে মাতরম্" "সুখে থাক ইত্যাদি লেখা ট্রোট প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রক, টাইম্পিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আনয়ন করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

দেশীয় ছাপার  
কালী

ব্যবহার করুন।

সমস্ত সংবাদপত্রে ভূয়সী প্রশংসিত।  
পোটকার্ড লিপিগেই আমাদের প্রতিনিধি  
বাইদ্য নমুনা দেখাইয়া আসিবেন। অস্ত্রই  
লিখুন।

মেঃ দাস গুপ্ত এণ্ড সন্স,

ইন্ড. মাস্কাকচারার্স

৩৫ নং চকুডাঙ্গা রোড, কলিকাতা।

অতি সুলভে ছাপার কাজ।

- ১। রক খোদাই, ইলেকট্রো রক, জিঙ্ক, হাপটোন রক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ২। সকল সকল ছাপার কাজ, চেক দাখিলা, পুস্তক, লেটার হেডিং, শ্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্রাক্ট, প্রভৃতি অতি সম্বরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ৩। বিবাহের অতি সুন্দর শ্রীতি উপহার মার কবিতা পর্যন্ত লিপিরা প্রস্তুত করিয়া দিই। কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয়।

ম্যানেজার

"কাজের লোক"

১৭ নং অক্ষয় দত্তের লেন, কলিকাতা।



কাজের লোক, কলিকাতা।

১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত

## কাজের লোক।

অপূর্ব সুযোগ—২৭ টাকারস্থলে ১২৪০ সাড়ে বার টাকার বিক্রয় হইতেছে। যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও হইত তাহা হইলে প্রবিধি বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে। /০ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল প্রদর্শনীর মুচীপত্র পাঠান যায়, মুচীপত্র পাইলে না লইয়া থাকা শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পত্র লিখুন।

ম্যানেজার “কাজের লোক”

১৭ নং অক্সফোর্ড রোডের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

## শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং ইকনমিক ফার্মেসী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড-অফিস—৮৩ নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাক—১ নং বনফিল্ড লেন, ১৬২ নং বহুবাজার স্ট্রীট, ২০০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ৩১২ নং রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ডাক ও ফ্রিষ্টা।

বিভিন্ন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব শিশিতে ড্রাম /১০ ও /১৫ পরমা।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাস্ক, ফোঁটা-ফেলা যন্ত্র ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২১০, ৩৮০, ৪৮০, ৭১০ ও ১২৪০ টাকা। ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, গ্লোবিউল্‌স, পিলিউল্‌স ইত্যাদিও মূল্যে।

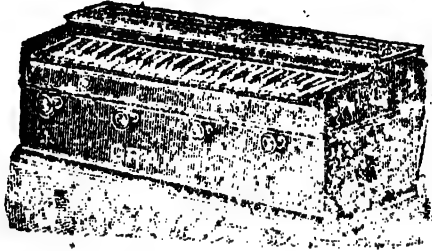
- ১। পারিবারিক চিকিৎসা—২ম সংস্করণ; সচিত্র পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত; কাপড়ে বাধান মূল্য ১০।
- ২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাধান মূল্য ৮০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকারী।
- ৩। ওলাউঠাত্ত্ব ও চিকিৎসা—প্র্যাকটিস ও মেটেরিয়া-মেডিকা; কাপড়ে বাধান মূল্য ৮০ আনা।
- ৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ; মূল্য ১০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকারী।
- ৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও কাম্বোকেপিয়া; ৪র্থ সংস্করণ; কাপড়ে বাধান মূল্য ১০ টাকা।
- ৬। ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—স্ববহু মেটেরিয়া-মেডিকা, ২ খণ্ডে সমাপ্ত; কাপড়ে বাধান মূল্য ৭৪০ টাকা।
- ৭। জমেনেল্রিয়ের সীড। (উপদংশ প্রমেহ প্রকৃতি রক্তকরোগ সম্বলিত)—মূল্য ৮০ আনা।
- ৮। ব্যবসায়ী—শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত; ৩য় সংস্করণ; কাপড়ে বাধান মূল্য ৮০ আনা।

আমাদের এলোপ্যাথিক স্টোর—১০ নং বনফিল্ডস লেন, কলিকাতা।

বিলাতী ঔষাদি বিলাত হইতে একাইক আমদানী; মূল্য যথাসম্ভব মূল্যে, অতি তৎপরতাসহ প্রব্যাধি সরবরাহ।

কাগজের লোক, কলিকাতা।

## ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



১০ বৎসর পূর্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত আজিও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই স্থপাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সহজে ধারণ করা না। ইহার স্বর অতীব সুধুর। শুণের ভুলনায় ইহার নাম অতি অল্প।

৩ অক্টেভ, একসেট রীড, ৩ বা ৪ টপ মূল্য ২৪

ঐ দুই সেট রীড, ৪ বা ৫ টপ মূল্য ৩৬ ৩ ৫০

দক্ষিণাবাণু প্রণীত হারমোনিয়ম শিক্ষা, মূল্য ২১

সদীচাচার্য লিখিকেশ বিশ্বাস প্রণীত নূতন পুস্তক সরল হারমোনিয়ম শিক্ষা মূল্য ১১

Write for Illustrated Catalogue.

**DWARKIN AND SON**  
**No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.**

নূতন প্রত্নের সুযোগ।

নূতন প্রত্নের কাগজের লোকের মূল্য ২৪০ এবং মাত্র ১০ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩ মূল্যের একখানি "কাগজের লোক" তাতে তাতে পাইবেন। মফস্বনে ভিঃ পিঃ ও ডাকমাওল পত্রে লাগিবে। ম্যানেজার, কাগজের লোক।

### EUROPEAN AGENCY.

**WHOLESALE** having agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery, Knives, Shoes and Leather, Chemicals and Druggists' Sundries, China, Earthenware and Glassware, Cycles, Motor Cars and Accessories, Drapery, Millinery and piece Goods, Fancy Goods and perfumery, Hardware, Machinery and Metals, Jewellery, Plate and Watches, Photographic and Optical Goods, Provisions and Oilmen's Stores, etc., etc.

Commission 2½% to 5%.

Trade Discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Orders from £5 to £10 upwards.

Commissions of Produce Sold on Account.

**WILLIAM WILSON & SONS**

(Established 1814).

25, Abchurch Lane, London, E.C.

C. Address: "A. & S. WILSON, LONDON."

### বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্থান পরিবর্তন।

যেসময় নিরদবরণ সেন এণ্ড সন্স ১ নং বেটিং স্ট্রীট হইতে ৮১২ নং বেটিং স্ট্রীট কলিকাতা উঠিয়া আসিয়াছেন। লালবাজারের মোড় হইতে বাম দিকের ফুটপাথের উপর ৫১০ খানা মাত্র বাড়ী গবেহ দেখিতে পাইবেন। মোড় হইতে অতি নিকটেই।

### উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন্ করা কার্টের প্রস্তুত—সুন্দর অতিষ্ঠ বাক্সি ধারা স্বর বাক্স—বাক্সের হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটা স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অন্যত্র যাইবেন। ১ সেট্ রিড যুক্ত ১৫১, ২০১ এবং ২৫১। ২ সেট্ রিড যুক্ত ২৫১, ২৭১, ৩০১, ৩৫১, ৪০১, ৫০১ এবং তৎসকল মূল্যের সর্বদাই বিক্রয়ার্থে আছে।

গ্রামোফোন এবং বিবিধ নূতন রেকর্ড—আবু গোয়েন পালা ১০ খানা রেকর্ড সম্পূর্ণ ৩২৪০ টাকা, ডিসমিস ৪ খানা রেকর্ড (ডবল সাইডেড) ১০১ এডভান্স অসংখ্য সুগায়ক গায়িকার বাছা বাছা গান রাখাই আমাদের বিশেষত্ব। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুবের জন্য ২ বৎসর গারান্টি দেওয়া হয়।

নিরদবরণ সেন এণ্ড সন্স,

৮১২ নং বেটিং স্ট্রীট, (লালবাজারের মোড় হইতে দক্ষিণ দিকে বাম ফুটপাথে) কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

# কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীট নষ্টকরবার ঔষধ

## মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে, ইহা অপ্রত্যক্ষ নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূল্যবান পশুপক্ষীর পাত্তকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লন্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ মিঃ টনাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত “কিটিংস পাউডার” মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা অস্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেয়ই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

### সাবধান !

অনেক প্রতারক ছারপোকায় ঔষধ বলিয়া ঠকায়, যেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কৌটার কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

### মূল্যাদি।

বড় শিশি ৥৩/০

মাঝারী ৥১/০

ছোট ৥১/০

স্বাক্ষরিত, ডিঃ পিঃ সত্যজিৎ।

কিটিংসের কক সজ্জেলস—সর্বপ্রকার নর্দি কাপড়ের অমোঘ ঔষধ ৥১/০।

কিটিংসের বন্বন—সর্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৥১/০।

### মিঃ বি. কে. পাল এণ্ড কোং,

৭মঃ বোর্ডফিস লেন, কলিকাতা।

## কে চৌধুরীর—মুন্সী কালীর বড়ী।

বোতল কালী ও কালির পাউডার বাচুন।

আমরা নানাবিধ অতি উৎকৃষ্ট লিথিয়াম কালি সরে ও মফস্বলে বিক্রয় করিতেছি। অন্যান্য কালি হইতে আমাদের কালি ভাল অথচ সুলভ। আমাদের কালিতে লিথিয়াম কলমে মরিচা ধরে না। কাগজ চপিয়া যায় না। অক্ষরগুলি উজ্জ্বল ও স্থায়ী রং বিশিষ্ট হয়। বড়ী কালির একটি বড়িতে এক দোখাত মুদ্রাক কালি হয়। স্কুলের ছাত্রগণ ও সর্বসাধারণ তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেছেন। স্কুলের নাষ্টার এজেন্ট হইতে চাহিলে উপযুক্ত কমিশনে কালির এজেন্সী দিয়া থাকি।

কালির বড়ী একশত ১২

বোতলকালী ১নং প্রতি বোতল ৮০ ২নং ১/০

এজেন্টগণের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করা হয়। সর্বত্র আমাদের কালির এজেন্ট ১০ অর্ডারনা টিকিটসহ পত্র লিখুন।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং, মুদ্রামণ্ডল, ব্রিহট।

## প্রত্যেক দূরদর্শীকে



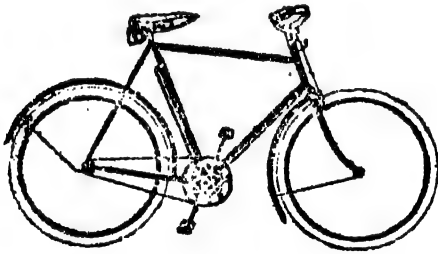
অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বস্তুর উৎপত্তি হইলে চিকিৎসাকার্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিশুদ্ধ—টাকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ার্লিক টাকেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, বার, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এণ্ড; নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; কীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; হিপিনবিকারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি স্বীকৃতিসহ সমস্ত আমাদের ঔষধের বিশ্বস্ততার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। সুলভে পণ্য বাচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাচে না—এইটাই ভয়।

আমাদের মালারটিচার ৮০; ১—১২ প্রতি ডান ১০, ৩০ ক্রম পণ্য ৮০; ২৪৫৫ কমে আমরা পারি না। মূল্যভালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

গোমিওপ্যাথিক কমিউন,

১০ নং হ্যারিসন রোড, কলকাতা ট্রাট অংশন, বাক:—৪৫ নং ওয়েলসলি ট্রাট, কলিকাতা।



প্রত্যেক কাঙ্কের লোকেরই সাইকেল আবশ্যিক। যেহেতু অল্প সময়ে অধিক কাজ করার দরকার। কাঙ্কেরলোক মাকেরই যে ইহা সর্বপ্রথম আবশ্যিক, ইহা বলাই নিস্তো-  
জন। আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল উচ্চ সরঞ্জাম সর্বদা পাওয়া যায়। ছই পণ্যের টিকিটসহ, পত্র লিখিলেই সচিব ক্যাটালগ পাঠান দায়।

## স্যাণ্ডোর স্পিণ্ড ডাম্বেল



টেরিস গ্রিপ, ও চেষ্ট-  
এক্সপার্টার দ্বারা  
নিয়ম মত ব্যায়াম  
করিলে শক্ত, সবল ও  
দীর্ঘায়ু হওয়া হয়,  
ইহা প্রবাসী স্টু-  
বল খেলার আমোদ  
কাতাকেও বসিতে

হইবে না। স্টবল ব্রিকেট, টেনিস, হকি  
ইত্যাদি খেলার যাবতীয় ক্রীড়াসম্পত্তি নিম্ন-  
লিখিত ঠিকানায় সর্বদা প্রচুর পাইবেন  
মূল্য তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠান যায়।



যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িকা  
দিগের মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিত্ত  
আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একটি  
কলের গান বাজুন, ১২ পানা উৎকৃষ্ট গানসহ  
একটি উৎকৃষ্ট কলের দাম ৬০ টাকা মাত্র।  
গীতদের প্রমোফন আছে, তাঁহারা যদি  
অগ্রগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের  
নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রাণি  
মানে নতুন রেকর্ডের তালিকা যথাসময়ে  
ভালদিককে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

## স্বাস্থ্য-পুস্তক ।

### বিনামূল্যে বিতরণ ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু: কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম যথাযথরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে। এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্য-শালী করিবে।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক খরচার প্রেরিত হয়।

### আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা ।

অত্যধিক বা অবৈধ ইন্ড্রিয় সেবনের ফলে জননেদ্রিয়ের যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না কেন, উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দোষ ঔষধ। এই বটিকা স্বপ্নমোহ ও অনিচ্ছার উৎপত্তি একেবারে সম্পূর্ণরূপে অরোগ্য করিয়া দেয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জীবিত করে, সুখ বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, যুবক, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রেমহ, প্রদর ও রক্তস্রাব আরোগ্য করে ও ভীষনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজস্বিনী করে। সংসার-সুখ-সন্তোষ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটেই সহায়তা করে।

মূল্য ৩২ বটিকার কোটা ১ টাকা।

### কাসাস্তক

এই বটিকার নান যেরূপ ইহার গুণও সেরূপ। ইহা যক্ষ্মা, কফ, হাঁপানী, বরফ, গলা খুসখুস প্রভৃতি ও ফুস-ফুসের ও খাস ঘসের অত্যন্ত সর্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ। যখন ইহা কফ, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের অত্যন্ত যেরূপ, তখন সামান্য সর্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখ্য বাহ্য্য মাত্র।

মূল্য ৫০ বটিকার কোটা ১ টাকা।

### হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির ঔষধ। যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেবনে অচিরেই আরোগ্য হইবে।

মূল্য ১ শিলি ১ টাকা।

### কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বজ্রবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা ঔষধালয় :- ১১১১ বজ্রবাজার, কলিকাতা।

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

## কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহিত্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১৩শ বর্ষ।	New Series	নব পর্যায়।	Vol. XIII
১ম সংখ্যা।	January 1919.	জানুয়ারি ১৯১৯।	No. 1

শ্রী শ্রী দুর্গা

শরণম্।

ভগবানের ইচ্ছায় “কাজের লোক” এয়োদশ বৎসরে পদার্পণ করিল। সাহসিকগণের অগ্রগণ্য যে “কাজের লোক”কে এয়োদশ বর্ষ জীবিত রাখিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মনে। আমরা তাঁহাদের সেই অগ্রগণ্যের এগনও প্রত্যাশা রাখি। পরমেশ্বর “কাজের লোক”কে রক্ষা করুন, আমাদের ইহাই প্রার্থনা।

কাগজের অসম্ভব দক্ষদ্ব্যতায় “কাজের লোকের” কলেবর অপেক্ষা কৃত ক্ষুদ্র ও শ্রীঘ্ট হইয়াছে, যুদ্ধের প্রারম্ভ কাল হইতেই এদেশের সংবাদ সমূহ কাগজের অত্যন্ত দক্ষদ্ব্যতায় সহ করিয়াও আজও জীবিত রহিতে পারিয়াছে। এই দক্ষদ্ব্যতায় কি কোন প্রতিকারই হইবে না। গবর্ণমেন্ট কি ইহার প্রতিকারের জন্ত

মনোযোগী হইবেন না? ক্রমে ক্রমে কি এদেশের সংবাদ পত্রগুলি লোপ পাইবে? ইহার আশ্চর্য্য প্রতিকার হওয়ায় আবশ্যক হইয়াছে। কাগজগুলি যেকোন ভাবেই হইয়াছে, তাহাতে সংবাদ পত্র পরিচালন করিতে আর প্রাণ নাই। আমরা এগনান্ত মনে কাজের “কাজের লোক” ছাপিতে ছিলাম, কিন্তু মাদা কাগজ যেকোন ভাবে ও ওষুণা হইতেছে, তাহাতে আমাদের কখনও বা বাস্তব কাগজে ছাপিতে হয়। বসান কাগজ অগ্রমূল্য। বাহাদের একটু গ্রাহক সংখ্যা অধিক তাহাদের পক্ষে রক্ষণ কাগজের মলাট দেওয়া যে কিরূপ কষ্টসাধ্য এবং কঠিন, তাহা সাধারণই বুঝিতে পারেন। সমস্ত সংবাদপত্র এবং মাসিকপত্রই শ্রীঘ্ট হইয়া পড়িয়াছে, জানি না কতদিনে এ দুর্গতি থগুন হইবে। যুদ্ধের অবসান হইয়াছে, আশা ছিল, জিনিস পত্র আমদানী হইয়া আমাদের দুর্গতির থগুন

হইবে। কিন্তু তাহা হইল কৈ? সমস্ত গাইত আবশ্যকীয় দ্রব্যেরই মূল্য বরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। জানি না, আরও কত দুর্গতিই এদেশের ভাগে এখনও আছে।

কিন্তু যত দুর্গতিই হউক, আমরা কখনও তাহার প্রতিবিধানের জন্ত যত্নবান নহি। আমরা মুখে হাথ হার করিব, আর তদুপায় একশেষ লোপ করিয়া মরিব, তথাপি প্রতি বিধানের জন্ত কোন উপায়ই করিব না, এইটাই আমাদের বাঙ্গালাদেশের মজাঘত পীড়া। কতই আর দেখাইব?

পূজার পূর্বে একবার দয়া উঠিল যে, কাপড়ের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, অতঃপর তুলার চাষ এবং দেশী চরকার সাহায্যে এ তদুপায় মোচন করিতে হইবে। সংবাদ পত্রে এ সম্বন্ধে কত প্রবন্ধ বাহির হইল, মনে কারিলান, বোধ হয় লোকের এই তুলার চাষের কথাটি

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত /০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

মাথায় প্রকৃতই প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছে, এবার আর তুলার চাষ না হইয়া যায় না। কিন্তু এখন আর সে আলোচনা শ্রোত নাই! এবং কোন স্থানেই দেখিলাম, না যে তুলার চাষে কেহ যত্নবান! সুতরাং আমরা আমাদের নিজের হৃদশা মোচনের জন্য যে সকল বিধি ব্যবস্থা আছে, তাহা লইয়া হৈ চৈ করা বাতীত প্রকৃত প্রতিকারের জন্য আন্তরিক যত্ন কখনও করি না, সেই জন্যই আমাদের হৃদশা।

কাগজ, কাপড়, চাউল, চিনি, ধান, খড়, তৈল, মসলা, গুড়, আলু, শাক সজ্জি সমস্তই হুঁল্যা। এক টাকার বাজার একটা কোঁচার খুঁটেই চলিয়া আইসে। দেশের হৃদশার বাকি কি?

সেকালে লোকে গৃহ প্রাপ্তি ও পতিত স্থানে শাক সজ্জির চাষ করিত। সরিষার চাষ করিয়া যে সরিষা পাইত, তাহা কল ঘরে বাণি দিয়া তৈল প্রস্তুত করাইয়া সারা বৎসর স্বচ্ছল তৈল ব্যবহার করিয়াও ফুরাইতে পারিত না। গমের চাষ ছিল, প্রচুর বিস্তৃত খাঁতা ভাঙ্গা ময়দা পাইত, ভেজাল ময়দা পাইয়া প্রাণ হারাইতে হইত না। প্রচুর আলু কপি শাক সবজী পুকুরের মাছ, ক্ষেত্রের ধাত্তের চাউল, কার্পাসজাত তুলা, গোয়ালভরা গাভী সমূহের দুগ্ধ-জাত স্কৃত, দধি, ঘোল দ্বারা অতি সুখেই দিনাতিপাত হইত। এখন আমরা এ সকল বস্তুতে বাইতে চাচি না। দাসত্ব-লব্ধ টাকায় শ্রমতিদের জন্য কিঞ্চিৎ বস্ত্রালঙ্কার দিয়া নিজের পোষাক পরিচ্ছদ চালাইতে পারিলেই আমাদের জীবনের সার্থকতা ভাবিতে শিক্ষা করিয়াছি। পয়সা স্ফল হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের সময়বধি জিনিষ পত্রের হুঁল্যাভাষ কত অবস্থাপন্ন লোককেও ত্রস্ত হইতে

হইয়াছে। সামান্য দাসত্ব লব্ধ করেক মুদ্রার এখন সংসার চালানর হৃদশা আর বলিতে হইবে কেন।

তৈলের সের ৮০, ময়দা ১/০ ১/০, রেড়ীর তৈল ৮০, মকম্বলে কেরোসীন তৈল ১/০ আনা বোতল বিক্রয় হইতেছে, তাহাও পাওয়া যাইতেছে না। কাপড়ের দামেরত কথাই নাই। আলু ৮/১০ ১/০ সের, ঘৃত ৮০ টাকা মণ অর্থাৎ ২০ টাকা সের, তাহাও বিস্তৃত নয়। শাক সজ্জি মাছ কোন দ্রব্যেরই দর সুবিধা নহে। কিন্তু এসকল আমাদেরই কৃতকর্মের ফল। আমরা কৃষি কার্যকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়াই আজ তাহার ফল ভোগ করিতেছি। রেল কোম্পানী গাড়ী দিতেছেন না। এক প্রদেশের মাল অল্প প্রদেশে যাইতে পারিতেছে না। সেই জন্য সমস্ত দ্রব্যেরই মূল্য এত চড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার আশ্রয় প্রতিকার না হইলে আরও যে এদেশের অদৃষ্টে কত হৃদশা আছে, তাহা বিধাতাই জানেন।

পশ্চিমের আমদানী গম সর্বপ্রকার প্রভূতির জন্য বাঙ্গালায় এ সকল দ্রব্যের চাষ কমিয়া গিয়াছে, আগে যে পরিমাণ রবি শস্তের চাষ এ দেশে হইত, এখন আর তাহা হইতেছে না। এখন আমদানী রপ্তানী কার্যতঃ বন্ধ। সেইজন্য প্রত্যেক স্থানীয় বাজারে বিক্রেতার ইচ্ছার উপরই দর দাঁড়াইতেছে। আমরা একচক্ষু হরিণের জায় এমন যে একটা হৃদশা আসিতে পারে, স্বপ্নেও তাহা ভাবি নাই। সেই অপরিণাম দর্শিতার ফল এখন ফলিতেছে, কর্ম ফল যাইবে কোথায়?

কেন? তুমি কি আন্তরিক চেষ্টা করিলে এই সকল হৃদশার প্রতিকার করিতে পার না? তিন আনা বেগুনের সের শুনিয়া লাফাইয়া উঠ, কিন্তু বেগুন চাষ কি নিজেরা কিছু কিছু করিতে পার না? রবি শস্তের চাষ

করিয়া, তৈল ময়দা চাউল সমস্ত দ্রব্যেরই স্বচ্ছলতা করা অসম্ভব নহে। পূর্বে এই সকল গর্হিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্যের উৎপন্ন অধিক হইত বলিয়াই সুখে দিন কাটিত। বাঙ্গালার হৃদশার এক শেষ হইয়াছে। ইহার কারণ সর্ব বিষয়েই আমাদের ঔদাসীন্য ভাব। যত আনুকে কাজে বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজ অথবা মস্তিষ্ক নিয়োজিত করিয়া থাকেন। সেই জন্যই বাঙ্গালার এত হৃদশা। দারিদ্র অহুতোগীর নিজস্ব, উতোগীর নিকট দীনতা অগ্রসর হইতে পারে না। বাঙ্গালাতেই সকল দেশ অপেক্ষা শিক্ষিতের সংখ্যা অধিক, কিন্তু সে শিক্ষায় দেশের উপকার হইল না। বাঙ্গালার স্বাধীনতার জন্য শিক্ষিত সমাজ কি করিতেছেন, তাহারা সহরে আসিয়া বাস করিতেছেন, পল্লীগাম বমালয়ে পরিণত হইতেছে। চিকিৎসার ব্যয়ে, ডাক্তারের কবিরাজের ফি দিতে দিতে দেশ নিঃস্ব হইয়া পড়িল। শিক্ষিতগণের দীন দরিদ্রের সহিত সহানুভূতি নাই—দরিদ্রের শোণিত শোষণ করাই এক শ্রেণীর শিক্ষিতগণের কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পল্লী গ্রামের অবস্থার উন্নতি না হইলে, পল্লীর কৃষকগণের স্বাস্থ্য ভাল না হইলে, পল্লীর কৃষির উন্নতি না হইলে দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে না। এ সমস্তই আমাদেরই উপেক্ষার বিষময় ফল। দেশ যদি এখনও কল্যাণ চান, তাহা হইলে পল্লীর উন্নতি বিধানে সচেষ্টিত হউন, নচেৎ ৫-৬ বৎসরে পল্লী আশানে পরিণত হইয়া আরও দেশের হৃদশা বৃদ্ধি হইবে। কি ভয়ানক ব্যাপার! এবারের ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে অসংখ্য নরনারী কি অসহায় অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে! শেষে সদ্ধতিও হইতে পায় নাই। কেন? আমরা কি সকলে মিলিয়া দেশের পচা পুকুর, বন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সেই সেকালের স্বর্ণ সদৃশ পল্লী পুনরায় গঠন



করিতে পারি না? আমাদের প্রত্যেকের ঐক্যবদ্ধ, সহায়ত্বের অভাব, মনোবাহীনতাই কি এই সকল দুর্দশার কারণ নহে? আমরা পরমুখাপেক্ষী, পরপ্রত্যাশী হইয়া পড়িয়াছি। কল্যাণময়ী চিন্তা আমাদের নাই, কর্তব্যজ্ঞান নাই, স্বার্থক হইয়া নর পিঁশাচে পরিণত হইয়াছি! তাই আমাদের এত দুর্দশা। কাহার মুখের পানে তাকাইয়া আমরা আমাদের কর্তব্য কার্য উপেক্ষা করিয়া নিজেরা আত্ম-হত্যা করি, জানি না। কিন্তু এটা স্থির, নিজে দাঁড়াইতে চেষ্টা না করিলে, নিজের অভাব নিজের দ্বারা না বুচাইলে কখনও কোন দেশের কেহ স্বধের আশা করিতে পারে না। কবে আমাদের ভ্রম নুটিবে? কবে আমরা মানব হইব?

অতিরিক্ত ব্যয় বাহুল্য করিয়া, আমরা যে বিলাসী হইয়া আমাদের আসন্ন অভাব আমন্ত্রণ করিয়া আনিতেছি, আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার এইটুকু মাত্র ফল দাঁড়াইয়াছে।

“Plain living and high thinking” এদেশের এখনকার শিক্ষিত সমাজের আছে কি? এইখানেই গলদ। এই গলদ না সারিলে যেপরিভ্রাণের উপায় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। অতি সামান্য আহার এবং পরিচ্ছদে তখনকার মনোযোগ কত উচ্চ বিষয়ে গবেষণা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন—সে আদর্শ আজ আমাদের চক্ষে উপেক্ষার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, মুড়ী খাইলে বৃদ্ধি খুলে না, ডিম, নাংস, চপ, কাটলেট না হইলে মস্তিষ্কের চৈতন্য আনয়ন করা যায় না, এখনকার শিক্ষায় আমরা এইগুলি শিখিয়াছি। চাষের কার্যে আমরা দেখিয়াছি, বৈদেশীক সারে খুব পাতা জন্মে, কিন্তু ফসল তেমন ফলে না। পাশ্চাত্য শিক্ষার এ দেশের মস্তিষ্কে খুব বাচলতা করি-

বার শক্তি জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু মনুষ্য ব্যতীত কাজে তেমন সুফল প্রদান করে নাই। মিতব্যয়িতার পরিবর্তে বিলাসিতা ও অপব্যয়িতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। শুষ্কগৃহে তেঁতুল পাতার ছোল খাইয়া, সংযমী হটয়া তাঁহারা যেকপ বিশ্বের হিতকামী হইতে পারিয়াছিলেন, আমরা পরিকার পরিচ্ছন্নতার অভাৱে বিলাসী হইয়া আপনাকেই ঠেকাইতে পারিতেছি না, তা—বিশ্বের কথা তো ত্বরের কথা—প্রতিবাদীর হিত চিন্তাও করিতে পারি না।

অভাবেরই অভাব নষ্ট করিয়া দেয়। ভিতরে ভিতরে আমরা সকলেই অন্ন বিস্তার অভাবী।—যেখানে অভাব, সেই স্থানেই স্বার্থপরতার জননগৃহ। সেই স্বার্থের বশবর্তী হইয়া পরস্পরের রক্ত খাইবার জন্ত লালায়িত। পরের বা দেশের বা বিশ্বের হিতচিন্তা তেমন কলুষিত হৃদয় মন্দিরে প্রবেশও করিতে প্রয়াসী হয় না। যে দেশের এই ভাব, সে দেশের সমস্ত প্রাণী অহরহ নারকীয় যন্ত্রণায়, আসন্ন দুর্দশার কাল যাপন করিতে বাধ্য হয়। এ দেশের সেই অবস্থাই দাঁড়াইয়াছে। সে কালেব ত্রিকালজ্ঞ পরিগণ ইহা ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া গিয়াছেন। কক্ষফল বাটবে কোথায়?

## বাঙ্গালার রেশম শিল্প।

বাঙ্গালার রেশম শিল্প এক সময়ে সুদূর সমুদ্রপার হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এদেশে টানিয়া আনিয়াছিল। অতীত যুগের সে সমৃদ্ধির ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করা এখন বৃথা। কালের আবর্তে ভারতীয় রেশমের আদর কমিয়াছে; এক সময়ে স্তব্ধ বিনিময়ে যাহা বিক্রীত হইত, এখন তাহা মাটির দরেও বিক্রয় না। কেন

এমন হইল—কোন পাপে বাঙ্গালার তুঁত জমিগুলি শ্মশানে পরিণত হইতেছে, ইহা অনুসন্ধান করিবার জন্ত বাঙ্গালা গবর্নমেন্ট ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এক কমিশন বসাইয়াছিলেন। কমিশনের তদন্তে স্থির হয় যে, অগুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষিত নীরোগ রেশম কীটের বীজ সরবরাহ করিতে পারিলেই তুঁতের আবাদ আবার লাভজনক হইবে। এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের কর্তৃপক্ষ মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও রাজসাহী জেলায় কয়েকটা রেশম বীজের কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সকল কারখানা হইতে অগুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষিত রেশম কীটের বীজ প্রজা-সাধারণকে সরবরাহ করা হয় বটে; কিন্তু তাহার ফলে বাঙ্গালার রেশম শিল্পের আশাশ্রু-রূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। বরং সরকারী বীজাগার সমূহের প্রতিষ্ঠার পর অনেক রেশম কুঠি উঠিয়া গিয়াছে, কয়েকটা সুপ্রতিষ্ঠা যেতান্ড কোম্পানী রেশমের কারবার একে-বারে বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বঙ্গীয় রেশম বিভাগের জন্ত গবর্নমেন্ট প্রতি বৎসর লক্ষাধিক টাকা খরচ করেন, অথচ বাঙ্গালার রেশম শিল্প দিন দিন অবনতির মুখে ছুটিতেছে দেখিয়া কর্তৃপক্ষ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে পুর্বা কৃষি কলেজের কীটতত্ত্ববিৎ মিঃ মাক্সওয়েল লেফরে ও মিঃ ই-সি আনসেজ্জি সি-এস, এই দুই জনকে সারা ভারতের রেশম শিল্প সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্ত নিয়োগ করেন। তাঁহারা তিন বৎসর কাল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য এক রিপোর্ট দিয়া-ছেন,—

“বাঙ্গালার রেশম শিল্পের অবনতির কারণ এই—(১) জাপানী রেশমের প্রতিযোগিতা (২) ভারতীয় রেশম কীটের পীড়া (৩) অজ্ঞান শত্রুর মূল্যবৃদ্ধি (৪) বঙ্গীয় রেশম কীটের অব-নতি।” ইহার প্রতিকারকল্পে তদন্তকারিগণ

৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা লইব।



বলিয়াছেন যে, এ যাবৎ যে সকল নিকট জাতীয় রেশম কীট এদেশে পালিত হইয়া আসিতেছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট সঙ্কর জাতীয় কীট পালন করিতে হইবে এবং একজন উপ-যুক্ত ষেভান্স কর্মচারীকে উহার তত্ত্বাবধানে নিয়োগ করিতে হইবে।

শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করিতে হইলে নূতন আবিষ্কারের আশ্রয় লইতেই হইবে—কেবল পুরাতনকে ধরিয়া থাকিলে চলিবে না। বাঙ্গালার ‘ছোট পলু’ ও ‘নিস্তারী পলু’ জাপানী রেশম কীটের জায় উৎকৃষ্ট ও অধিক রেশম উৎপাদন করিতে একান্ত অপারক। জাপানের একটা রেশম কীট যে পরিমাণে রেশম সূত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে; এ দেশের ৩৪টা ‘ছোট পলু’ বা ‘নিস্তারী পলু’ সেই পরিমাণে রেশম দিতে পারে না। সেকালের ‘চিনা’ ও ‘বুলু’ জাতীয় রেশম কীট ত আজকাল আর দেখাই যায় না। ‘বড় পলু’ও বৃদ্ধি অদৃশ্য হইয়াছে। যত করিলে ‘বড় পলু’কে কাজে লাগান যাইত, কিন্তু বঙ্গীয় রেশম বিভাগ সে চেষ্টা করেন নাই। বাহা হউক, বর্তমান অবস্থায় সঙ্কর কীট পালন ব্যতীত বঙ্গীয় রেশমের উন্নতির আশা সূর্যপরাহত। এজন্য অবশ্য বিশেষজ্ঞ কীটতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের প্রয়োজন; কিন্তু তিনি ষেভান্স (European) হওয়াই চাই, এমন জেদ কেন? ষেভান্স না হইলে কি কীট বিচার পারদর্শী হওয়া অসম্ভব? বাঙ্গালার রেশম শিল্পের উন্নতির জন্ত যিনি সর্বপ্রথমে অক্লান্ত পরিশ্রমে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, সেই রেশম-তত্ত্ববিৎ কর্মী নৃত্যাগোপাল মুখো-পাধ্যায় এম-এ মহাশয় ত এই বাঙ্গালার জন্মিয়া ছিলেন। তিনি জীবিত থাকিলে এদেশে রেশম শিল্পের অবস্থা সম্ভবতঃ আমরা অন্তরঙ্গ দেখিতে পাইতাম।

বাহা হউক, গবর্ণমেন্ট যে এখনও রেশম

শিল্পের উন্নতিসাধনে সচেষ্ট রহিয়াছেন, ইহাই আনন্দের কথা। তদন্তকারীগণ বলিয়াছেন,—“এ দেশ হইতে সে কালের মত রেশম রপ্তানির আশা আর নাই; তবে সম্ভবতঃ স্থানীয় প্রয়োজন এখন হইতেই মিটিতে পারে। এখন দেখিতে হইবে যে, জাপানীরা কি উপায়ে এত সত্য রেশমী কাপড় যোগাইয়া থাকে। তাহা নির্দিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত এ দেশ হইতে রেশমী বস্ত্র রপ্তানির আশা সূর্যপরাহত।” তাঁহার আরও বলিয়াছেন,—“It is also certain that nothing but a real business-like effort will achieve anything. The mere creation of schools, institutes etc. will do nothing. It will be easy to have a large permanent staff and to really achieve nothing” অর্থাৎ ঠিক কার্যোপ-যোগী ব্যবস্থা না করিলে কোন ফললাভ হইবে না। কেবল কতকগুলি স্কুল বা প্রতিষ্ঠান রাখিয়া লাভ নাই। বহুসংখ্যক স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ করা সহজ; কিন্তু তাহা দ্বারা ফল কিছুই হইবে না।

উল্লিখিত মন্তব্য কি বঙ্গীয় রেশম বিভাগের প্রতি প্রয়োজ্য নহে? সুখের বিষয় মিঃ লেফয়ে প্রকৃত রোগ ধারিয়াছেন। তিনি যে প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা এই,—ভারত গবর্ণমেন্টের অধীনে একটা কেন্দ্রীয় রেশম প্রতিষ্ঠান বসিবে। ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্কর কীটের উৎপাদন, বীজ সরবরাহ এবং কীট পালন চলিবে। তাহার পর প্রতিষ্ঠানের কর্তারা বয়ন বিষয়ক উন্নতিতেও মন দিবেন। এই সকল ব্যবস্থা চারি বৎসর কাল বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা খরচ পড়িবে, ইহাই অসম্ভব। আমরা এই রিপোর্টের ফলাফল জানিবার জন্ত উদগ্রীব রহিলাম।

(বঙ্গবাসী)

পুরাতন ‘কাজের লোক’ শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

## Notes of Interest.

### আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য তথ্যসংগ্রহ।

#### যুবাদের ধূমপান নিবারণ আইন।

বঙ্গদেশে ও পঞ্জাবে যুবাদের ধূমপান নিবারণ আইন প্রণীত হইয়াছে। আগামী ১২ই মার্চ মেজর কারগিস বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় এই মহৎ উদ্দেশ্যে এক বিল উপস্থাপন করিবেন। আমরা আশা করি, ভারতবর্ষের সর্বত্র ধূমপান নিবারণ আইন প্রবর্তিত হইবে।

দেশীয় নৃপতিরাজ্য সমূহের মধ্যে মহীশূর মিরশুর ও আলোয়ার ধূমপান নিবারণ আইন প্রবর্তিত করিয়াছেন।

#### দীর্ঘজীবন লাভের উপায়।

১৮৩৮ হইতে ১৮৫৪ সাল পর্য্যন্ত মানুষের গড় আয়ু ৪০ বছর ধরা হইত। ১৯০৮ হইতে ১৯১৮ সালে ৫১ বৎসর ধরা হইতেছে।

সার নিউম্যান মানুষের এই অল্প আয়ুতে সন্তুষ্ট নহেন। তিনি বলেন ৫০।৬০ বছর বয়সেই মানুষ মরিবে কেন? মানুষ স্বভাবতঃই ১০০ বছর বা তাহারও বেশী কেন বাঁচিবে না?

বৈজ্ঞানিকেরা সকলে একমত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, মানুষ যদি তাহার শরীর হইতে ক্ষয়কারী জিনিস ও রোগের কারণ বাহির করিয়া ফেলিতে পারে, তাহা হইলে সে ১০০ বছর কেন, পূর্ণ দৈহিক ও মানসিক শক্তি লইয়া ৫ শত, এমন কি ১০০০ বছর পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে।

শিয়া, প্রিশিয়া ও গ্রিগুণ্ডলির মধ্যে চুপ জাতীয় জিনিস জন্মিয়া মানুষকে বৃদ্ধ করিয়া দেয়। ক্রমে দেহ কশ্মের অল্পপযুক্ত হয় ও

পরিণামে যুত্ব ঘটে। এই ক্ষয়কারী জিনিষ দেহ হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিলে বিজ্ঞানমতে দীর্ঘজীবন লাভে কোন বাধা থাকিবে না।

দধি, ঘোল এবং আপেল ফলের মধ্যে এমন জিসিষ আছে, যাহাতে দেহের জমাট চূর্ণ গলাইয়া বাহির করিয়া দিতে পারে। এইরূপ কথিত হয় যে, আদিম জনক জননী যে জীবন তরুর ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন, ঐ বৃক্ষ আপেল গাছ। বৌদ্ধ ও হিন্দু সাধুরা এই ফল খাইয়াই দীর্ঘজীবী হন।

বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম ও কাকসা নিবাসী গোপী ডোমের দল দ্রুতস্থিত জাতি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

### পিপীলিকার বুদ্ধি।

মিঃ চার্লস জোরডেইল পাখী ধরিবার জন্ত আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলের আলজিরিয়া দেশের এক উদ্ভানে বহু সংখ্যক খাঁচা রাখিয়াছিলেন। পাখী শুলিকে প্রলুব্ধ করিবার জন্ত তিনি খাঁচার মধ্যে শস্ত রাখিয়া দিতেন কিন্তু এক জাতীয় কাল পিপড়া তাহা খাইয়া ফেলিত। তাই তিনি লম্বা বাঁশের অগ্রভাগে খাঁচা ঝুলাইয়া রাখিতে বাধ্য হন। একদিন দেখিলেন, পিপড়া শুলি সারি সারি বাঁশ বাহিয়া উপরে উঠিতেছে এবং শস্ত লইয়া অতি ক্রেশে নামিয়া আসিতেছে। এক দিন এইরূপে কটুটিয়া গেল। পরদিন দেখিলেন, এক দল পিপড়া বাঁশ বাহিয়া উপরে উঠিল, আর একদল নীচে রহিল, বাহারা উপরে উঠিল, তাহারা খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করিয়া শস্তগুলি তলায় কেলিতে লাগিল, বাহারা নীচে ছিল, তাহারা উহা বাহিয়া বাসার লইয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে কে শস্ত তাহারা হরণ করিল। মিঃ জোর-

ডেইল শস্ত হরণ নিবারণ করিবার জন্ত বাঁশের গারে আঁঠা লাগাইয়া দিলেন। পিপড়া শুলি পরদিন বাঁশ বাহিয়া, কিঞ্চিদূর্বে যাইবামাত্র দেখিল, আঁঠা রহিয়াছে, তাহা পার হইতে চেষ্টা করিলে প্রাণে মারা যাইবে। তাহারা কিরিয়া আসিয়া প্রত্যেকে এক একটা মাটির ছোট ডেলা লইয়া গেল এবং আঁঠার উপর লাগাইয়া দিল। তখন অক্ৰেশে সেই মাটির উপর দিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

মিঃ জোরডেইল পিপীলিকার বুদ্ধির নিকট পরাস্ত হইয়া উদ্যানস্থ জলাশয়ের মধ্যে ত্রিপদের উপর খাঁচা রাখিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন পিপড়া জল পার হইয়া খাঁচার যাইতে পারিবে না। কিয়ৎকাল পরে দেখা গেল, পিপড়ারা শুকনা পাতা লইয়া জলাশয়ের ধারে উপস্থিত হইল এবং উহা জলে ভাসাইয়া ক্রমে ত্রিপদের পাশদেশে পৌছছিল, এবং ত্রিপদ বাহিয়া খাঁচার প্রবেশ করিল।

পিপীলিকার বুদ্ধির অনেক কাহিনী শুনা গিয়াছে কিন্তু তাহারা যে বুদ্ধি খাটাইয়া নতুন বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে পারে, তেনন গল্প বেশী শুনা যায় নাই। (সজ্ঞা:।)

(চয়ন)

### আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা।

ভগবান্ প্রত্যক্ষ হইয়া প্রহ্লাদকে মুক্তিবর গ্রহণ করাইতে বহুনির্বন্ধ প্রকাশ করিলে, ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ ভগবানকে এই বলিয়া নিরস্ত করেন—

প্রায়েণ দেব মুনয়: স্ববিমুক্তিকামা  
মোনঃ চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।  
নৈতান্ বিহার কুপগান্ বিমুমুক্ষ একো  
নাত্তং বদন্ত শরণং ভ্রমতোহিমুপস্তে ॥

[শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১৮।৪৪]

'দেবগণ ও মুনিগণ প্রায়ই স্ব স্ব মুক্তি

কামনার বিজনে তপস্তা করেন; তাহারা পরের কার্যে বিমুখ রহিয়াছেন। আমি কিন্তু দীনহীন জগতের জীবগণকে পরিত্যাগ করিয়া একলা মুক্তির ইচ্ছা করি না; তুমি ভিন্ন এই সংসারে আর কে গতি আছে?

প্রহ্লাদের এই উক্তি বিশেষভাবে আমাদের স্বরণ রাখা কর্তব্য। কারণ, ইদানীং হিন্দু-জাতি সবিশেষভাবে স্বার্থপর হইয়াছে। এই স্বার্থপরতা তাহার আধ্যাত্মিকতাকেও স্পর্শ করিয়াছে। সেই জন্ত দেখা যায়, আধুনিক কালে যাহারা—হিন্দু সাধকের শীর্ষস্থানীয়, সেই মুনি যতিগণ স্ব স্ব নির্দোষ মুক্তির চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত। তাহাদের পরের ভাবনা ভাবিবার অবসর নাই। এগনকার সম্মানী পরমহংসেরা 'স্ববিমুক্তিকামা' তাহাদের মধ্যে 'পরার্থনিষ্ঠার' অবকাশ নাই। জগৎ উৎসন্ন যায় ক্ষতি নাই, জগতের জীবগণ অনন্তকাল সংসারপাশে আবদ্ধ থাকুক ক্ষতি নাই, মানবজাতি অবনতির অধস্তন সোপানে অবতরণ করে ক্ষতি নাই,—আমার যেন কর্মপাশ ছিন্ন করিয়া সংসারের বন্ধন এড়াইয়া নির্দোষ পথের পথিক হইতে পারি। ইহাই আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা। হিন্দুজাতির ও ধর্মের অবনতির ইহাই মূল কারণ। যতদিন না হিন্দুজাতির মর্দনস্থান হইতে এই বিষকালিত হইতেছে, ততদিন উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র।

স্বর্গীয় ভূদেব চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাহার স্মৃতিস্তম্ভ "সামাজিক প্রবন্ধে" এই বিষয়কে লক্ষ্য করিয়াছেন। ভূদেব বাবুর নিকট এক সাধু মহাত্মার গতিবিধি ছিল। তিনিই এ সম্বন্ধে ভূদেববাবুর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তাহাকে লোকে 'অত্যাশ্রমী' বলিত। তাহার কারণ এই যে, তিনি বলিতেন যে ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

আশ্রমেই স্বার্থপরতা প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে চতুর্থ বা চরম আশ্রমই আধ্যাত্মিকস্বার্থপরতার লীলাক্ষেত্র। সেই জন্ত তিনি নিজেকে উক্ত চতুর্থ আশ্রমের বহিষ্ঠূত বলিয়া খ্যাপন করিতেন। অত্যাশ্রমী মহাশয়ের এই মত ছিল যে, যে দিন হিন্দু-ধর্মের মধ্যে ঐ আধ্যাত্মিকস্বার্থপরতা প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই দিন হইতে হিন্দুধর্মের উন্নতির ভাব তিরোহিত হইয়াছে।

পূর্বে কিন্তু এরূপ ছিলনা। উপনিষদ ও পুরাণ প্রভৃতির আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে জীবমুক্তপুরুষেরা নানাভাবে জগতের হিতসাধনে এবং পরার্থপালনে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। বেদান্তদর্শনে একটা সূত্র আছে যে, অধিকারী পুরুষগণ অধিকারপরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত স্ব স্ব অধিকারের ভার বহন করেন, (যাবদধিকারমবস্থিতিঃ আধিকারিকাগাম্) ইহার ভাষ্যে সকল সিদ্ধজীব সাধনার ফলে ভগবানের জগদ্ব্যাপারকার্যে সহায়তা করিতেছেন (তে ঈশ্বরঃ পরমেশ্বরস্ত নিদেশেন,) তাঁহারা যে যে কার্যের অধিকারে নিযুক্ত আছেন, সেই অধিকারের সমাপ্তি পর্য্যন্ত তাঁহারা সেই সেই ভার বহন করেন। দৃষ্টান্ত স্থলে শ্রীশঙ্করাচার্য্য সূর্যের উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমান কালে যে সিদ্ধ মহাপুরুষ বিশ্বমণ্ডলে উত্তাপ ও আলোক দানের গুরুভার গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কল্পপরিসমাপ্তিপৰ্য্যন্ত ঐ ভার বহন করিবেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যাসদেবেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, অপাস্তুরতমা নামে একজন পুরাতন ঋষি জীবমুক্তিলাভ করিয়াও বেদ-বিভাগরূপ গুরুতরকার্য সাধন জন্ত ভগবানের আদেশক্রমে ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল সিদ্ধ মহাত্মাগণ ইচ্ছা করিলে নির্কীর্ণের ভূমানন্দ উপভোগ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া এবং জীবের

হিতার্থে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহারা পরার্থ-পরতার চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। এইরূপ দেখা যায় যে, বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অংশে কোন মন্তব্যে কে কে ইন্দ্র, সপ্তর্ষি, মনু, গণদেবতা প্রভৃতির অধিকার পালন করিবেন, তাহার তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহারা সকলেই জীবমুক্তপুরুষ; কিন্তু পরার্থনিষ্ঠ হইয়া নির্কীর্ণের চরম সুখকেও অবহেলা করিয়া তাঁহারা জগতের হিতার্থে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে এইরূপ একজন মহাত্মার পূর্ববিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সুরথ-রাজা রাজ্যভ্রষ্ট ও বিতাড়িত হইয়া বেদস্মৃতির পরামর্শ অনুসারে মহামায়ার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। সে আরাধনায় যখন তিনি সিদ্ধিলাভ করেন, তখন মুক্তি তাঁহার কর-তলগত হয়। কিন্তু তিনি সে মুক্তির ফলের আশ্বাদন না করিয়া, ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে মনু হইবার গুরুভার বহন করিতে স্বীকৃত হন। ইনিই সার্বণি মনু। আগামী মন্বন্তরে ইনিই মনুর অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। এইরূপ করতলগত নির্কীর্ণ হেলার পরিত্যাগ করিয়া জীবের হিতব্রতে আত্মোৎসর্গ পরার্থপরতার চরম দৃষ্টান্ত। ইন্দ্রাদি দেবগণ মুক্তপুরুষ। তাঁহারা প্রত্যেকে এক এক অধিকারের ভার বহন করিতেছেন। পূর্বকল্পের সাধনায় যখন তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করেন, তখন নির্কীর্ণ তাঁহাদের অনাগ্রাসলভ হয়; কিন্তু জগদ্ব্যাপার নির্কীর্ণের জন্ত তাঁহারা নির্কীর্ণ তুচ্ছ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবত্বের ভার বহন করিতেছেন। অধিকার-পরিসমাপ্তি-পর্য্যন্ত তাঁহারা ঐ ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। তারপর অপর সিদ্ধ পুরুষ সেই ভার বহনে ব্রতী হইবেন। এইরূপ পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে “বলিরিক্সো ভবিষ্যতি”—বলি কোনও ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে ইন্দ্রত্বলাভ করিবেন; “দ্রোণিবর্গাসো

ভবিষ্যতি”—অশ্বখানি আগামী মন্বন্তরে বেদব্যাস হইবেন।

দেবতারা যে মুক্তপুরুষ, সে সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। সাংখ্যেরা নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, বেদে যে সকল ঈশ্বরপ্রতিপাদক মন্তব্য দৃষ্ট হয়, তাহাতে মুক্ত পুরুষেরই প্রশংসা বা উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে।

মুক্তাত্মনঃ প্রশংসী উপাসা সিদ্ধস্ত বা।

[ সাংখ্যসূত্র—১।৯৫ ]

অনেকের ধারণা যে দেবতারা কেবল ভোগসুখ উপভোগ করেন, তাঁহাদের কোন রূপ দায়িত্ব বা কার্যভার নাই। তাঁহাদের দৃষ্টিতে যেন ইন্দ্র শতীনাথ হইয়া কেবল পারিজাতের আশ্রাণ ও স্বর্গের সুখ পান করিতেছেন। এ ধারণা ভ্রান্ত। দেবতা-দিগকে ব্রহ্মাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কর্ম-কাষকের দায়িত্ব ও গুরুভার বহন করিতে হয়। সে ভারের পরিমাণ মনুষ্যবুদ্ধির কল্পনাতীত। তাহার তুলনায় পৃথিবীর প্রধানতম সাম্রাজ্যের প্রধান সচিবের কার্য-ভার নগণ্যমাত্র। অথচ, তাঁহারা কোন প্রত্যাশায় এই ভার বহন করিতেছেন না। কারণ, তাঁহারা মুক্ত পুরুষ; তাঁহাদের কোন কিছু অপ্রাপ্য বা প্রাপ্তব্য নাই। ভগবান্ গীতাতে নিজের কর্মসম্বন্ধে বাহ্য বলিয়াছেন, তাঁহারাও সেই কথাই বলিতে পারেন।

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।  
অনবাপ্ত মবাপ্তবাম্ বর্ত্তনং তু কর্মণি ॥

[ গীতা। ]

পরার্থে আত্মত্যাগের ইহা বরণীয় দৃষ্টান্ত।

এইরূপ বুদ্ধদেব সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, যখন তিনি পরিনির্কীর্ণের অধিকারী হইয়া সাধনানন্দিরের গন্তুগৃহের অর্গল উন্মোচনের জন্ত হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন,

এমন সময়ে নিখিল বিশ্বের মর্মান্তিকী আর্জ-  
নর তাঁহার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইয়াছিল।  
বুদ্ধদেব চকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন,  
যেন অগণ্য জীব—পাপক্লিষ্ট, হৃৎদগ্ধ, দীন  
হীন, মলিন জীব তাঁহার উদ্দেশে বলিতেছে  
'প্রভু আপনি ত জগতের সম্পর্ক ছাড়িয়া  
নির্কারণের অনন্তস্থানে নিমগ্ন হইতেছেন।  
কিন্তু আমাদের কি গতি হইবে? বুদ্ধ-  
দেবের আর নির্কারণ গ্রহণ করা হইল না।  
তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতদিন একটা  
জীবও অমুক্ত থাকিবে, ততদিন তিনি জগ-  
তের মধ্যে থাকিয়া জীবের হিতার্থে উদযুক্ত  
থাকিবেন। তদবধি বুদ্ধদেব নিশ্চায়কায়  
গ্রহণ করিয়া পরার্থনিষ্ঠ হইয়া সর্বভূতের  
হিতসাধনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। মানবের  
হর্ভাগ্য যে, এই সকল মহৎ দৃষ্টান্ত চক্ষুর  
সম্মুখে থাকিতেও, সে নিজের মুক্তির জন্য  
প্রয়াসী হইয়া আধ্যাত্মিকস্বার্থপরতার বিড়-  
ঘনা ভোগ করে। বুদ্ধদেবের মহাত্ম্যের  
অনুসরণ না করিয়া বোদ্ধেরা "প্রত্যেক  
বুদ্ধমান" আশ্রয় করিয়াছে। এমতে প্রত্যেক  
নিজে নিজে বুদ্ধ হইবার চেষ্টা করিতেছে;  
অপরের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টিপাত করা  
আবশ্যক বোধ করিতেছে না। ইহাই আধ্যা-  
ত্মিকস্বার্থপরতা। আমরা যেমন দেবতা ও  
ঋষিদিগের দৃষ্টান্তের অবহেলা করিয়া  
"স্ববিমুক্তিকাম" হইয়াছি, বোদ্ধেরাও সেইরূপ  
বুদ্ধদেবের অনুসরণ না করিয়া "প্রত্যেক  
বুদ্ধদের" নিঃসলসাধনায় চেষ্টার অপব্যয়  
করিতেছেন। তাহার ফলে উভয় ধর্ম  
সম্প্রদায়েরই বর্তমান মলিন অবস্থা। (যমুনা)  
শ্রীশ্রীরজন্যনাথ দত্ত।

## Home Industries

### গার্হস্থ্য-শিল্প।

Fruit-salt

ফ্রুট সল্ট

ইহা এক প্রকার মুছ জ্বালাপের কার্য  
করে। অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে মধ্যে  
মধ্যে এক গ্লাস জলে চা চামচের এক চামচ  
পরিমাণ দিলে উপাদেয় পানীয় স্বরূপ হইবে,  
অথচ একবার দান্ত পরিষ্কার হইবে মাত্র।

প্রস্তুত প্রক্রিয়া

Castor sugar	1 ½ oz lb
Epsom salt	2 oz
Cream of Tartar	2 oz
Bicarbonate of Soda	2 oz
Tartaric acid	2 oz
Citrate of Magnesia	2 oz

এই গুলিকে পেট মটর বা প্রস্তরের ধলে  
বারবার পিষিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিতে  
হইবে। এই চূর্ণ পূর্ণ বয়স্কের জন্য চা খাইবার  
চামচের এক চামচ গাঁতল জলের সহিত  
সেবা।

বোতল খুব ভাল করিয়া কঁক বদ্ধ করিয়া  
রাখিতে হয়। বাজারে অনেক বিলাতী  
পেটেন্ট ফ্রুট সল্ট বিক্রয় হয়, এদেশের প্রস্তুতও  
বিক্রয় হয় না?

To soften hard sponge

স্পঞ্জ শক্ত হইয়া যাউলে তাহাকে কোমল  
করিবার উপায়।

১। স্পঞ্জটাকে গাঁতল খোল অথবা  
ছানার জলে ভিজাইয়া রাখিবে। ভাল করিয়া  
কাচিয়া লইলে কোমল হইয়া যায়।

২। ১ বোতল রুটির জলকে খুব গরম  
করিয়া তাহাতে চা চামচের এক চামচ সোডা  
ও একটু সাবান মিশাইয়া সেই জলে স্পঞ্জ

টাকে ১০ মিনিট ফেলিয়া রাখিয়া ভাল জলে  
কাচিয়া লইলে কোমল হইবে।

• Water proof Ink

ওয়াটার প্রুফ কালি

ভারদিগ্ৰিস	১ আউন্স
জাল-আমোনিয়াক	১ "
ভূঁসা	আধ আউন্স
জল	অর্ধ পাইন্ট

একটা মৃত্তিকা পাত্রে এই গুলিকে মাড়িয়া  
মিশাইতে হইবে কিন্তু ধাতু নির্মিত দ্রব্য দ্বারা  
মিশ্রিত করিবে না। ব্যবহারের পূর্বে বোতল  
নাড়িয়া ব্যবহার করিবে এবং পরিষ্কার  
ইসের পেনে লিখিতে হইবে।

( 2 )

ক্লোরাইড অব প্লাটিনম ৫ গ্রেণ, ডিষ্টিল্ড  
ওয়াটার বা রুটির জলে দ্রব করিয়া কেবলি  
উত্তম কালী হইবে। জলের পরিমাণ ১  
আউন্স। লিখিবার আগে বোতল নাড়িয়া  
মিশাইয়া লিখিতে হয়। এই লেখা জলে  
উঠে না।

### SOME GOOD ESSENCES

কয়েকটা এসেন্স প্রস্তুতের ফর্মুলা

Jasmine Extract জুঁই ফুলের গন্ধসার।

Mix--Jasmine essence 4 oz

Vanilla Tincture ½ oz

Tinct Amberggris 2 dr

পড়তা—৬০ হইতে ৭০ টাকা এক পাইন্টের  
দাম পড়িবে।

### JOCKEY CLUB

Extract Musk 1½ Pt.

„ Cires 2 oz

„ Benjoin 1½ oz

„ Orrage flower 4 oz

„ Otto of Rose 2 Dr

Alcohol 1 Dr

Water 1 Pt.

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের দ্বারা ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

Note.—The water should not be put in untill the oils are all cut or dissolved by alcohol and after that the extract should have time—say one night so as to digest fully. S. A.

### বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যে সকল আমেরিকান ও ইংলিশ পুস্তক সাহায্যে আমরা “কাজের লোকের” বিবিধ প্রস্তুত প্রণালী প্রকাশ করিয়াছিলাম, সেই সমুদয় পুস্তক সেকেন্ড হাও দরে বিক্রয় হইবে, গ্রাহকগণের কেহ লইতে ইচ্ছুক হইলে অবিলম্বে পত্র লিখিলে মূল্যাদি জ্ঞাপন করিব। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত দ্বন্দ্ব পুস্তক, বহু ব্যয়ে পৃথিবীর নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া-ছিলাম।

কাঃ সঃ

### সোণা পাতা।

(গল্প)

(১)

ভুবন দত্ত ছিল জাতিতে কঁাসারি। সে দাদন লইয়া মহাজনের কাজ করিত না। ফরাসডাঙ্গার হাটখোলার গঙ্গার ধারে তাহার একখানি ছোট দোকান ছিল। তাহার দোকানের পাশ দিয়া পারঘাটার পথ। দোকান ঘরের পশ্চাতে অর্থাৎ উত্তর দিকে তাহার তিনখানি চালা ঘর। নিকটে আর লোকের বাড়ী ছিল না, দুই তিন খানি বাগান ছিল। যে স্থানে এখন বিপনি শ্রেণী ও সুরস হাফ সকল শোভা করিতেছে, সেখানে তখন কেবল ভুবনের একখানি বাড়ী ছিল, আর সমস্তই সেওড়া ও ভজ্জাতীয় ছোট ছোট গাছের বন—লোকে তথায় মলমূত্র ত্যাগ করিতে আসিত।

জাতিতে কঁাসারি বটে, কিন্তু তাহার কাজটাই ভুবন বৃষ্টি ও করিত ভাল। তাহার বাহা ইচ্ছা গড়িতে দাঁও, ভুবনের মত সুন্দর করিয়া নির্মাণ করিতে কেহ পারিবে না। তাহার পুত্র কন্যা ও আত্মীয় কুটুম লইয়া খাইতে পরিতে অনেকগুলি পোষা; কিন্তু উপার্জন তেমন নয়, সুতরাং তাহার দারিদ্র্য আর ঘুচে না। সমস্ত দিন ও অধিক রাত্রি পর্যন্ত কাজ করিয়া সে বাহা উপার্জন করিত, তাহাতেই অনেকগুলি প্রাণীর প্রাণ বাচিত। নির্জন স্থানে বাস হইলেও অনেক লোকের পদধূলি তাহার দোকানে পড়িত এবং তামাক খরচ ও মন্দ হইত না। তাহার দোকান ঘরে আগুন সর্বদাই জলিত, হাঁকা কলিকাও অনেকগুলি ছিল। দাদাঠাকুর গাড়ী হাতে করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাকে দুই তিন ছিলাম তামাক না খাওয়াইলে চলিবে কেন? পরাণ মণ্ডল ওপারে বেগুন কিনিতে গাইতেছে, এখনও খেয়ার লোক হয় নাই, কাজেই তাহাকে ভুবনের দোকানে বসিয়া তামাক খাইতে হইবে। খেয়া নৌকা ওপারে রহিয়াছে, যাত্রীগণ যতক্ষণ অখণ্ড তলায় বসিয়া থাকিবে, ততক্ষণ ভুবনের দোকানে তামাক খাইলে কাজ হইবে। সময়ে সময়ে তাহাকে শীতল জলও যোগাইতে হইত, আর গ্রীষ্ম কালে গুড় ছোলার ব্যবস্থা ত ছিলই। ভুবনের খাতায় কেবল যে বাজে খরচই পড়িত, এখন নহে; মাছটা, শাকটা, তরকারীটা জমার দিকেও পড়িত। ভুবন সময়ে সময়ে গাঁজা খাইতে; কিন্তু তাহার সঙ্গী বেশী ছিল না। সাধু সন্ন্যাসী আসিলে ভুবন তাঁহাদিগকে যত্ন পূর্বক বড় তামাকই খাওয়াইত। স্বখে দুঃখে ভুবনের দিন গুলি কাটিতেছিল মন্দ নয়।

(২)

একদিন বড় চারেক বেলা হইয়াছে, এখন সময়ে তাহার কি একটা ভৈরব প্রস্তুত

করিবার জন্ত ভুবন তামা গলাইতেছে। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া তখনও তাহার স্বপ্ন প্রকাশন করা হয় নাই। দাঁতন করিবার জন্ত অনেকগুলি পত্র সহিত কি একটা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া আনিয়াছে। ডালটা হাপরের কাছে পড়িয়া আছে। তামা গলিতে বিলম্ব আছে, এখন সময়ে তাহার দোকানে একজন সন্ন্যাসীর পদধূলি পড়িল। ভুবন তাঁহাকে দেখিয়াই বলিল, কি বাবা! তত দিন পরে ব্রহ্ম কুণ্ড থেকে ফিরলেন? গিয়েছিলেন ত আজ নয়। সন্ন্যাসী লোটা, কঞ্চল ও চিমটা রাখিয়া একটা ভাঙ্গা বাঁশের মোড়া টানিয়া লইয়া তাহাতে উপবেশন করিয়া বলিলেন, হাঁ বাবা! আসাম থেকে এসেছি। কি জানি, এক বছর তিনমাস হলে এখান থেকে গিয়েছিলাম। ভুবন হাপরে বাতাস দেওয়া বন্ধ করিয়া একটু সরিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল এবং বলিল, একটু বসুন, তামাটা ঠিক হলেই তামাক সেবন করছি। সন্ন্যাসী বলিলেন, ঠিক হয় বেটা! রস দেও।

ভুবন তাঁহার কথার মর্ম বৃষ্টিতে না পারিয়া বাতাস দড়ি ধরিয়া হাঁ করিয়া বসিয়া রহিল। সন্ন্যাসী তাহাকে আরও বাতাসদিতে উত্তত দেয়িয়া, “বিগড় যায়েগা, আওর হাওয়া মাং দেও” বলিয়া ক্ষিপ্ৰহস্তে সেই দাঁতন করিবার জন্ত আনীত শাখা হইতে পত্র গুলি ছিন্ন করিয়া দুই হস্তে মর্দন করিলেন এবং সেই গলিত তামাতে রস নিস্কাড়াইয়া দিলেন। তামাতে রস পড়িয়া মাত্র উহার বর্ণের পরিবর্তন হইল। তদর্শনে সন্ন্যাসী বলিলেন “আব উতারো।” ভুবন অবাক হইয়া সন্ন্যাসীর কাণ্ড দেখিতেছিল, এক্ষণে তাঁহার আদেশ পাইয়া যে মুচিতে তামা গলিতেছিল, তাহা হাপর হইতে নামাইল। নামাইবা মাত্র তামা জমাট বাধিল। কিন্তু

৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৯০ টাকা লইব।

একি! এ যে ঠিক একটা সোণার বাট, ওজনে দেড় ভরির কম হইবে না।

ভুবন নিতান্ত নির্বোধ নহে, সন্ন্যাসী তাহার বিশ্বয় বুঝিতে পারিলেন না। এ প্রকার ঘটনা যে অসাধারণ এবং ভুবন এই প্রথম প্রত্যক্ষ করিল, সন্ন্যাসীকে তাহা বুঝিতে দিল না। দ্রবীভূত তায়ে পাতার রসটা কোন্ সময়ে দেওয়া কর্তব্য, যেন কেবল সেই টুকু ঠিক করিতে পারে নাই, এই ভাব দেখাইল। সন্ন্যাসী বুঝিলেন, সোণা করিবার জন্তই ভুবন তামা গলাইতেছিল এবং উহাতে রস দিবার জন্তই পাতাগুলি আনিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিল, তবে রস দিবার সময়টা স্থির করিতে না পারিয়া বিলম্ব করিতেছিল।

সন্ন্যাসী গাঁজা খাইয়া প্রস্থান করিলেন। ভুবনও তাঁহাকে আর এক ছিলিম খাইবার জন্ত অগ্র-রোধ করিল না। সন্ন্যাসী অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন দেখিয়া ভুবন সোণার বাটখানা পরীক্ষা করিল, হাঁ, পাকা সোণা বটে! ভুবন পাতাটাও চিনিল, প্রক্রিয়াও শিখিল। হাপরের আগুন যে নিবিত্তে লাগিল, তাহাতে আর দূকপাত নাই। মানুষের যাহা আকাঙ্ক্ষার বস্তু, ঘটনাক্রমে বিনা আয়াসে ঘরে বসিয়া ভুবন তাহা পাইল।

( ৩ )

ভুবন একখানা বড় ঘর ভাড়া লইয়া বাসনের দোকান খুলিল, কিন্তু তাহার একটা হাপরও রহিল; তবে উহাতে দিবসে অগ্নি জলিত না, কোন কোন দিন রাত্রিতে কিয়ৎকালের জন্ত জলিত। বাসনের দোকানে ক্রয় বিক্রয় অধিক না হইলেও ব্যবসারে লাভ যথেষ্ট হইতে লাগিল। ভুবন দোকান খুলিবার সময়ই একটা লোহার সিন্দুক ক্রয় করিল। মহাজনের টাকা ভাল করিয়া রাখা চাই ত? মহাজনের টাকা! হী তাহাই বটে। হাট খোলার সকলেই

জানিয়াছিল যে, ভুবন দত্ত, গোসাইদাস বড়ালের নিকট হইতে টাকা কর্জ লইয়া দোকান খুলিয়াছে—সময়ে সময়ে সে সুদ জমা দিয়া আসে, আসলও মধ্যে মধ্যে শোধ করে।

এক একখানি করিয়া ভুবনের স্ত্রীর অনেক গুলি সোণা রূপার গহনা হইল। পুত্র কন্যা-দিগেরও পায়ে রূপার মল, কোমরে রূপার নিখ ফল, হাতে সোণার বালা ও গলায় সোণার হেলে হার দেবিত্তে পাওয়া গেল। কেহ আর ভুবনকে বা তাহার স্ত্রীকে ময়লা আট হাতি কাপড় পরিত্তে দেখিত্তে পায় না, তাহার পোষ্যবর্গের পক্ষেও এ কথা। বাজারে গেলে ভুবন বড় মাছটা, বড় কাঁটাগলটা, মিষ্ট আম্রগুলি সর্বাপেক্ষা বেশী দাম দিয়া ক্রয় করে। ক্রমে গঙ্গার কুলে তাহার ইটের পাজা পুড়িতে লাগিল এবং সালের চকের চাঁরয়া কড়ি, বরগা, দরজা জানালাও প্রস্তুত হইতে লাগিল। সহরের বড় রাস্তার ধারে এক বিধা আন্দাজ জমি ও একটা পুকুরিণী বিক্রয়ার্থ ছিল। কে যাইয়া ভুবনকে ক্রয় করিত্তে বলিল, “আমি গরীব মানুষ, টাকা কোথায় পাবো। আচ্ছা, দেখি যদি কেউ কর্জ দেয়” ইত্যাকার নানা কথা বলিয়া অবশেষে গ্রায্য মূল্যের অধিক দিয়াই ক্রয় করিয়া ফেলিল। বাগান বাগিচা জমি জহরৎ এখন যে যাহা বিক্রয় করে, সমস্তই ভুবন দত্ত ক্রয় করে।

ভুবনের প্রকাণ্ড দোতলা ইমারত উঠিল, ঝাড় লঠন, কোচ কেদারা, গালিচা হুলিচা দিয়া উহা সজ্জিত হইল, দ্বারে দ্বারবান বাসিল। চাকর চাকরাণী অনেক নিযুক্ত হইল। পাড়ার লোককে হাতে রাখিবার জন্ত ভুবন তেজা-রতিও আরম্ভ করিল, লোকের সর্বনাশ করিবার যথার্থ পথে পা দিল। অর্থে যাহা যাহা হইতে পারে, ভুবনের সকলই হইল; কিন্তু পূজা অর্চনা, দান ধান, দোল ভূর্গোৎসব এ সমস্ত তাহার কোঠীতে লেগা ছিল না। দ্বারে

ভিনুক আসিলে দ্বারবান তাহাকে বলিয়া দিত, “বাও, কাম করকে খাও।”

( ৪ )

ভুবনের বৈঠকখানায় বাই খেমটার নাচ হইতে আরম্ভ হইল। বাছা বাছা বন্ধু বান্ধব জুটিল, হরদম চরস গাঁজা পুড়িতে লাগিল। কুলোকে রটনা করিল যে, ফরাসী দেশে যে লাল আরকু হয়, যাহা খাইয়া ফরাসীদের চেহারা লাগ হইয়া উঠে, যাহা কাচের বোতলে বাস করে, ভুবনের মজলিসে কোন কোন দিন সন্ধ্যাকালে তাহাও আসে।

অল্প দিনের মধ্যেই সঙ্গ দোষে তাহার চরিত্র থারাপ হইয়া উঠিল। তাহার বাটীতে কোন বারনারীর পদধূলি পড়িত্তে আর বাকী রহিল না। ইহাট যথেষ্ট নহে সতী সাধবী গৃহস্থের বউ ঝির প্রতিও তাহার দৃষ্টি পড়িল। তাহার বাটীর সম্মুখ দিয়া যে সকল স্ত্রীলোক গঙ্গাস্নান করিত্তে যায়, তাহাদিগকে বারান্দায় বসিয়া দেখে। ভগবতী নামে এক অসচ্চরিত্রা প্রৌঢ়া নাপিতনী ছিল, সে প্রলোভনের বশী-ভূত করিয়া হুই একটা কুলবধুর সর্বনাশ করিল; বল প্রয়োগের দ্বারাও কাহাব বা ধর্ষ নষ্ট হইল। ভুবনের টাকার জোর আছে, কেহই তাহার বিপক্ষে কথা বলিত্তে সাহস করে না। রাজদ্বারেও দেখা গেল যে, তাহার শত খুন মাক। প্রতিবেশীগণ সর্বদা ভয়ে ভয়ে বাস করিত্তে লাগিল, স্ত্রীলোকদিগের পথে ঘাটে বাহির হওয়া বন্ধ হইয়া গেল। ভুবনের সাহস ক্রমে এত বাড়িয়া উঠিল যে, পাঁচকড়ি থানসামা একদিন সার্বভৌম মহাশয়ের বিধবা ভগ্নীর হাত ধরিয়া টানাটানি করিল। বিধবার চীৎকারে লোক আসিয়া না পড়িলে তাহার সর্বনাশ হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্ত্রী, পুরুষ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলেই ভুবনকে অভিসম্পাত দিতে আরম্ভ করিল। তাহার

পুরাতন ‘কাজের লোক’ শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।



নিপাত কামনা না করিয়া কেহ জলগ্রহণ করে না। সার্কভৌম মহাশয় বলিলেন, “ভূবন মরলে বা নির্বংশ হলে ত সব ফুরিয়ে গেল, বেটা অন্ধ হয়ে একশ আট বছর বেঁচে থাক”।

সকলেই পরামর্শ করে, কি প্রকারে ভূবনকে শাসন করা যায়; কিন্তু কোন প্রস্তাবই ফলদায়ক হয় না। একজন প্রতিবেশী বলিল, “বেটার ঘরে ডাকাতি করে সর্বস্ব লুট কর। যা পাও, গঙ্গার জলে ফেলে দাও। আর এক জন বলিল, তাতে কি হবে? ভূবনের ধন রক্তবীজের রক্ত, এক বাবে, আর হবে”। তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, বেটা কি সত্যি সত্যি পরশ পাথর পেয়েছে? তা না হলে, তিন দিনে ফেঁপে উঠতে পারে? অল্প একজন বলিল, “বেটাকে ধনজয় করে দাও”। আর একজন বলিল, “হুদিন সবুজ কর, দর্পহারী মধুহৃদন কারও দর্প সঙ্ক করেন না—অতি বাড় পতনের লক্ষণ।”

( ৫ )

গঙ্গার ধারে শেওড়া বন হইতে সাত বৎসর ভূবনের বাস উঠিয়াছে। তাহার দোকান বা চালাঘরগুলির চিহ্ন মাত্র নাই—কোন কোন স্থানে মাটির স্তূপ আছে, তদুপরি গাছ পালা জন্মিয়াছে। শেওড়া বন আজিও যেমন তেমনই আছে। পার বাটা উঠিয়াও অল্পই যায় নাই। নৃতনের মধ্যে একখানি ঘর হইয়াছে, তাহাতে বসিয়া এক হুত্বধর কাজ করে।

গ্রীষ্মের অপরাহ্ন, তখনও রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। এমন সময়ে থেয়া পার হইবার অভিপ্রায়ে একজন সন্ন্যাসী সেই শেওড়া বনে উপস্থিত হইলেন এবং যেন কি অন্বেষণ করিতেছেন, এই ভাবে চারিদিক দেখিলেন। বাহা অন্বেষণ করিলেন, তাহা না পাইয়া একটু হতাশ হইয়া হুত্বধরের ঘরখানিতে বাইয়া উপস্থিত হইলেন। হুত্বধর তাঁহাকে দেখিয়া

ভক্তিতরে প্রণাম করিল এবং তাঁহার গৃহ পবিত্র হইল মনে করিয়া যত্নপূর্বক তাঁহাকে একখানি কাষ্ঠাসনে বসাইল। হুত্বধর তামাক সাজিল, সন্ন্যাসী ধূমপান করিলেন। দুই চারি কথায় হুত্বধরের সহিত আলাপ করিয়া সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন “এই স্থানে এক কাঁসারির দোকান ছিল, তাহার কি হইয়াছে? তাহার পরিবারবর্গই বা কোথায় গেল? বোধ হয় অনেক দিন তাহার বাড়ী ঘর ভাঙ্গা হইয়াছে।”

এই সময়ে পারে যাইবার জন্ত কয়েকজন লোক সেখানে সমবেত হইল, নিকটেই তাহার বাড়ী। হুত্বধর বলিল, “আপনি ভূবন দত্তের কথা বলছেন? হাঁ, এখানে তার ঘর ছিল বটে। এখন এই সহরে বড় রাস্তার ধারে তার মস্ত বাড়ী, দোয়ারে দারোয়ান পাহারা দিচ্ছে। আর সে ভূবন দত্ত নেই—যে সমস্ত দিন খেতে পাঁচ গণ্ডা পয়সা রোজগার করতে পারতো না, সে এখন মস্ত বড় মানুষ। তার ঐশ্বর্যের সীমা নেই, রাজা রাজড়া কোথায় লাগে।

হাঁ! এমন হয়েছে! কতদিন থেকে?”

“বছর আঠেক নয় হবে।”

“কিসে তার এত ধন দৌলত হল?”

সে কেউ জানে না, পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে। কেউ বলে বাসনের কারবার করে, কেউ বলে তেজারতি করে—”

পারে যাইবার যাত্রীদের মধ্যে একজন বলিল, “ও সব বাজে কথা, ওতে আর কি হয়? ভূবন বাবুর দৈব সহায়—লোকে বলে, যথের ধন পেয়েছে—সে অনেক কলসী মোহর।” অল্প একজন যাত্রী বলিল, “যথের ধন না তোর বাপের মাথা! বলুন কেন, তার এক সন্ন্যাসী বন্ধ ছিল, সে মাঝে মাঝে আসতো; সেই একবার এসে একখানা পরশ পাথর দিয়ে গেছে। সন্ন্যাসী মানুষ, নিজে নিয়ে কি করবে?” আর একজন বলিল,

হাঁ, সন্ন্যাসীরই দয়া বটে, তবে পরশ পাথর নয়—সোনা করতে শিখিয়ে দিয়ে গেছে আমি শুনেছি, এখনও করে; বাড়ীতে একটা লুকান জারগার একটা হাপর আছে, তাতে আশ্বিন জেলে কি জানি কি করে সোনা করে।”

সন্ন্যাসী বলিলেন, যে উপায়েই ধনবান হয় হোক, লোকটার ধর্মে মতি আছে ত? দেবতা ব্রাহ্মণ, অতিথি কাঙ্গালী এদের সেবা করে ত? বিপদে পড়িয়া তার কাছে গেলে উদ্ধার করে ত? এই কথা শুনিয়া সকলেই হাসিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, “তোমরা হাসিলে যে?” হুত্বধর বলিল, “না ঠাকুরমশাই ও সব তার নেই—ও দিকেও সে যায় না। কার টাকা কড়ি, জমি জারগা ঠকিয়ে নেব, কাকে ফাঁকি দিয়ে দু টাকা উপার্জন করবো, কাকে পথে বসাব, কার বউ ঝির ধর্ম নষ্ট করবো এই কেবল তার চেষ্টা। বড় মানুষ হলে লোকে যা করে, সেও তাই করছে।

“কম বখৎ” বলিয়া সন্ন্যাসী গর্জন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এই সময়ে ও পারের যাত্রীগণ পাটনীর আশ্রানে নৌকার বাইয়া উঠিল। সন্ন্যাসীর আর পারে যাওয়া হইল না।

( ৬ )

ভূবন দত্ত নিদ্রা ভঙ্গ হইলে চোখে মুখে জল দিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া আল-বোলাব নলটী মুখে দিয়া সুবাসিত তামাকের ধূমপান করিতেছে, একজন ভৃত্য টানা পাখা টানিতেছে। ঘরটা বেশ সজ্জিত। সবুজ পরদা ফেলাতে আলোক অধিক আসিতে পারিতেছে না। ফুল ও গন্ধ দ্রব্যের গন্ধে ঘর আমোদিত। ভূবন দত্ত একাকী বসিয়া আছে। দারবান আসিয়া বলিল, হুজুর! একজন সন্ন্যাসী এসেছে। সে কিছুই চায় না, কেবল আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। সে বলছে, সে নাকি আপনার বিশেষ

পরিচিত। ভুবন দত্ত সন্ন্যাসীকে আনিবার জন্ত বারবানকে পাঠাইয়া দিল; কিন্তু তাহার প্রাণটা হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল। যে ভৃত্য পাখা টানিতেছিল, সে বিদায় পাইল।

সন্ন্যাসী আসিলেন। ভুবন তাঁহাকে প্রণাম করিল, তাঁহার পদধূলি লইয়া মস্তকে দিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, “এই বাড়ী করেছে? বড় সুন্দর হয়েছে। ত! এতে অনেক টাকা লেগেছে দেখছি, কোথা পেলি রে?”

“আপনারই টাকা বাড়ী ঘর সবই আপনার প্রসাদে।”

“আমায় প্রসাদে? সোণা করতে শিখে?”

“হাঁ, প্রভু! সব আপনার দয়া।”

“এখনও তোমা গলাইয়া সোনা পাতার বস দিয়ে সোণা করিস?”

“সময়ে সময়ে করি প্রভু!”

“সে গাছ আর কেউ চিনে? কারেও দেখাইয়াছিস?”

“না, প্রভু! আমি এত কাঁচা লোক নই।

“ঠিক ত?”

“ঠিক প্রভু! আপনার সাক্ষাতে কি মিথ্যা বলতে পারি?”

তাকে বিশ্বাস নাই, আমি তোর যে গুণের কথা শুনে এলাম, তাতে তোর মিথ্যা বলা অসম্ভব নয়।

ভুবন মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া রছিল। সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন, “অনেক গুলি পোষা পালন করতে হয়, তাই মধ্যে মধ্যে এক আধ তোলা সোনা মনে করে সে দিন আমি তোর তামাতে সোনা পাতার রস দিয়ে তোকে সোনা করে দিয়েছিলাম। তুই জানতিস নে, আমার কাছে দৈবাৎ শিখে নিয়ে সেই অবধি যে কত সোনা করেছে, তার ঠিক নেই। তবে কম বখৎ! তার ফল এমন হবে, তা কি আমি জানতাম?”

যা হক, আর কারেও যে গাছটা চিনাস্ নি, এই যথেষ্ট!”

ভুবন সন্ন্যাসীর চরণ ধরিয়া বলিল “প্রভু! ক্ষমা করুন। যা হবার, তা হয়ে গেছে, আর কখন হবে না। আপনি প্রসন্ন হন।

“আর যেন হয় না, দেখিস! এখনও তোর অনেক পরামায়, এই বেলা ধর্ম্ম মন দে। আর কত পাপ সঞ্চয় করবি?”

হাঁ, প্রভু! আপনার কথা মত সংপথেই চলবো।”

“আহা, আমাকে এক ঘটি জল এনেদে, দেখি।”

সন্ন্যাসী জলপান করিবেন মনে করিয়া একখানি পাথরের রেকাবে কতকগুলি সন্দেশ ও সোনার গেলাসে জল লইয়া ভুবন তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। সন্ন্যাসী তাহার হস্ত হইতে জল পাত্র লইয়া এক হস্তে একটু ঢালিলেন এবং মন্ত্রপুতঃ করিয়া উহা ভুবনের চক্ষে ঝাপটা দিলেন।

ভুবন আর্তনাদ করিয়া বলিল, “একি কল্লেন! কিছুই যে দেখতে পাই নে! কি সর্বনাশ হল!”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “তোর অদৃষ্ট, আমি কি করবো? পাঁচ বৎসর পরে আবার দেখা হবে। যদি সংপথে থাকিস, তখন তোর চক্ষু ভাল হবে দিয়ে যাব।”

সন্ন্যাসী তথায় আর তিলমাত্র দাঁড়াইলেন না।

শ্রীসিন্ধু রায়।

নং শীতলাতলা লেন, নারিকেলডাঙ্গা।

কলিকাতা।

স্বাস্থ্য ও সুরোদয়।

লেখক—শ্রীশ্রবেন্দ্র চন্দ্র বস্তু।

স্বাস্থ্যের সহিত নিখাস প্রখ্যাসের খুব নিকট সম্বন্ধ, তাহাতে কাহারও মতবৈধ আছে

বলিয়া মনে হয় না। স্বরোদয় শাস্ত্র এই নিখাস-প্রখ্যাস সম্বন্ধে বিষদ আলোচনা করিয়াছেন।

শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিবার জন্ত মানবের দুইটি নাসাপুট আছে বটে, কিন্তু এই দুই নাসাপুট দ্বারাই এক সঙ্গে সমভাবে শ্বাস প্রখ্যাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, কখনও দক্ষিণ নাসিকায়, কখনও বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইয়া থাকে। এইরূপে এক এক নাসিকায় আড়াই দণ্ড কাল নিখাস প্রবাহিত হয়। তার পর উহা পরিবর্তিত হইয়া অপর নাসিকায় যায়।

সাধারণতঃ মনে হয় যে, আমাদের উভয় নাসিকা দ্বারাই আমরা সমভাবে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া থাকি। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। একটু প্রাণিধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক সময় এক নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, অপরটি তখন প্রায় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রহিয়াছে।

এখন এইরূপ ঘটনা কেন হয়, তাহার কোন বৈজ্ঞানিক কারণ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কেহ আলোচনা করিয়াছেন কি না জানি না। কি ঈশ্বরাজি, কি আধুনিক বাঙ্গলা, কোন ডাক্তারি পুস্তকেই ইহার সম্বন্ধে কেহ কোন আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। অথচ ইহা শারিরিক ক্রিয়ার মধ্যে একটি অত্যন্ত কৌতূহল জনক ও বিশেষ দরকারী বিষয় তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ইহার সম্বন্ধে যাহা কিছু আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কয়েক খানি প্রাচীন যোগ শাস্ত্রে ও স্বরোদয় শাস্ত্রে।

দেহ মধ্যে নানা প্রকারের আকৃতি বিশিষ্ট সুবিস্তৃত নাড়ী সকল বিস্তারিত রহিয়াছে। ঐ নাড়ী সকল নাড়ীর নিম্নে মূলধার নামক স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে শরীরভাস্ত্রের দ্বিসংগতি সহস্র নাড়ী



চক্রাকারে অবস্থিতি করিতেছে। ইহাদের মধ্যে তিনটি নাড়ী বিশেষ প্রকারে শ্রেষ্ঠ লাভ করিয়াছে। তাহারা ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে খ্যাত।

বাম নাসিকাপুট দিয়া যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা ইড়া, দক্ষিণ নাসাপুটে পিঙ্গলা এবং উত্তর নাসাপুট দ্বারা যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা সুষুম্না নাড়ী দ্বারা সাধিত হয়। ইড়া চন্দ্র স্বরূপা, পিঙ্গলা সূর্য্য স্বরূপা ও সুষুম্না অগ্নি স্বরূপা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইড়া অমৃত রূপে জগতের আপ্যায়নে অর্থাৎ তৃপ্তি সাধনে নিযুক্ত, পিঙ্গলা রোদ্র অর্থাৎ তেজঃ রূপে জগতের পরিশোধনে নিযুক্ত। যখন ঐ নাড়ীতে শ্বাস বহন আরম্ভ হয়, তখন মহা তাপ প্রকাশ পায় এবং যখন সুষুম্না নাড়ীতে বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন সর্ব্বকার্য্য বিনাশ প্রাপ্ত হয় ও মৃত্যু হয়।

এই ত গেল শাস্ত্রের কথা। স্বাস্থ্যের সহিত ইহার সম্পর্ক কি? তাহাও শাস্ত্র আলোচনা করিতে বিরত হন নাই। আমরা তাহারই অবলম্বনে ইহার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

স্বরোদয় শাস্ত্রে মানবের ব্যাধি ও মৃত্যুর সহিত, সমস্ত কার্য্যের সফলতা ও নিষ্ফলতার সহিত এই নাড়ীত্রয়ের কি সম্পর্ক, তাহা বিষদ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সে সকল অতি বিস্তৃত, সাধারণের বুঝিবার পক্ষে তাহারা কতদূর সুবিধা জনক, সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। ঐশ্বর্য্যচ্যতিরও একটু আশঙ্কা যে না আছে তাহাও সাহস করিয়া বলা যায় না। কাজেই আমরা সাধারণের নিকট তাহার বিষদ আলোচনায় বিরত রহিলাম। কৌতুহলি পাঠক এ সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে স্বরোদয় শাস্ত্র হইতে ইহা পাঠ করিয়া লইতে পারেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক নাসিকায় আড়াই দণ্ড কাল শ্বাস প্রবাহিত

হইয়া তাহা পরিবর্তিত হইয়া আবার অল্প নাসিকায় গমন করে। কোন সময়ে যদি এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবেই বুঝিতে হইবে যে, তাহার শরীরে হয় কোন ব্যায়াম আক্রমণের পূর্ব্বাবস্থা হইয়াছে। যাহারা এই পরিবর্তনটি সৌভাগ্যক্রমে সময় মত বুঝিতে পারেন, তাহারা ব্যায়ামের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন।

যোগ শাস্ত্রে কথিত আছে যে, ব্যায়ামের সময় যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হয়, অথবা যে নাসিকায় শ্বাস বহনের ব্যতিক্রম ঘটায় ব্যায়াম আরম্ভ হইয়াছে, সেই নাসিকা হইতে অল্প নাসিকায় লইয়া যাইতে পারিলেই ব্যায়াম আরোগ্য পথে অগ্রসর হইবে। স্বভাবতঃ ব্যায়াম আরোগ্য হইবার পূর্বে ও এই অনিয়মিতভাবে প্রবাহিত বায়ুর পরিবর্তন ঘটনা থাকে এবং শ্বাস স্বাভাবিক হয়।

এই বায়ু পরিবর্তন দ্বারা কি কি রোগ আরোগ্য হইতে পারে তাহার একটা বিষদ তালিকা যোগশাস্ত্রে না থাকিলেও, আমরা যে কতিপয় ব্যায়ামে ইহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আপাততঃ তাহারই সম্বন্ধে কিছু বলিব। কিন্তু আমার বিশ্বাস, অনেক ব্যায়ামই এই প্রণালীতে আরোগ্য হইতে পারে।

প্রবল নাখা ব্যাথা, কয়েক প্রকারের জ্বর, অজীর্ণ, শ্বাসের ব্যারাম (Asthma) প্রভৃতি রোগে ইহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া লক্ষিত হয়। শ্বাসের ব্যারামে ইহা ইচ্ছাক্রমে মত ক্রিয়া করিয়া থাকে। প্রবল শ্বাসের টানের সময় রোগী যখন জলমগ্ন ব্যক্তির মত হাবু ভুবু পাইতেছে বলিয়া বোধ হয়, কিছুতেই শান্তি পাইতেছে না, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া এই বুঝি প্রাণ গেল, সর্ব্বক্ষণ যখন এই আশঙ্কা করিতেছে, সেই সময় এই বায়ু পরিবর্তনের

ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করিলে ১০।১৫ মিনিট মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিতে পারে।

এমন কি প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা এই সকল রোগ আরোগ্য লাভ হইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে আমরা সচরাচর তিনটি উপায় অবলম্বন করিয়া থাকি।

প্রথম। যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে সেই পার্শ্বে, শয়ন করিলে সাধারণতঃ শ্বাস পরিবর্তিত হইয়া অল্প নাসিকায় যায় যেমন, বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত অবস্থায়, বাম পার্শ্ব চাপিয়া অর্থাৎ বাম কাণ হইয়া শয়ন করিলে শ্বাস দক্ষিণ নাসিকায় যায়। কিন্তু কোন কোন ব্যারামের সময় এই প্রক্রিয়া দ্বারা প্রায়ই সফল কাম হওয়া যায় না। তখন অল্প প্রকার প্রক্রিয়ার আশ্রয় লইতে হয়।

দ্বিতীয়। যে নাসিকায় বায়ু বহিতেছে, তাহা তুলার পুঁটুলি (Plug) দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া। অরণ রাখিতে হইবে যে, সে সময় যেন মুখ দ্বারা শ্বাস প্রবাহিত ক্রিয়া সম্পন্ন করা না হয়। তুলা দ্বারা সফল কাম না হইলে অঙ্গুলির সঞ্চাপনে ঐ একই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অথচ ইহা অপেক্ষাকৃত অধিক নিশ্চিত। এইরূপ করিতে প্রথম হই এক মিনিট খুবই কষ্ট হয়, যেন দম বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। কিন্তু একটু ধৈর্য্যের সহিত কিছুকাল করিলেই আর কষ্ট থাকে না।

তৃতীয়তঃ। প্রাণায়াম বিশেষ দ্বারা। ইহা বুঝিতে হইলে অনেক গুলি কথার অবতারণা করিতে হইবে। সেই জন্ত কি প্রকারে শ্বাসের ব্যারামের (asthma) রোগীর এই প্রক্রিয়া দ্বারা উপকার হয় তাহাই সংক্ষেপে বলিলেই বোধ হয় ইহা অনেকটা পরিস্ফুট হইবে। ব্যায়ামের সময় যে নাসিকায় বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ধরিয়া লওয়া যাক সেটা দক্ষিণ নাসিকা, তাহা হইলে তদ্বিপরীত অর্থাৎ বাম নাসাপুট বন্ধাঙ্গুলি দ্বারা সঞ্চাপিত করিয়া সেই

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের দ্বারা /০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

একি! এ যে ঠিক একটা সোণার বাট, ওজনে দেড় ভরির কম হইবে না।

ভুবন নিতান্ত নিরোধ নহে, সন্ন্যাসী তাহার বিন্ময় বৃত্তিতে পারিলেন না। এ প্রকার ঘটনা যে অসাধারণ এবং ভুবন এই প্রথম প্রত্যক্ষ করিল, সন্ন্যাসীকে তাহা বৃত্তিতে দিল না। দ্রবীভূত তাম্রে পাতার রসটা কোন সময়ে দেওয়া কর্তব্য, যেন কেবল সেই টুকু ঠিক করিতে পারে নাই, এই ভাব দেখাইল। সন্ন্যাসী বুকিলেন, সোণা করিবার জন্তই ভুবন তামা গলাইতেছিল এবং উহাতে রস দিবার জন্তই পাতাগুলি আনিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিল, তবে রস দিবার সময়টা স্থির করিতে না পারিয়া বিলম্ব করিতেছিল।

সন্ন্যাসী গাঁজা খাইয়া প্রস্থান করিলেন। ভুবনও তাঁহাকে আর এক ছিলিম খাইবার জন্ত অনুরোধ করিল না। সন্ন্যাসী অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন দেখিয়া ভুবন সোণার বাটখানা পরীক্ষা করিল, হাঁ, পাকা সোণা বটে! ভুবন পাতাটাও চিনিল, প্রক্রিয়াও শিখিল। হাপরের আশুন যে নিবিত্তে লাগিল, তাহাতে আর দুঃপাত নাই। মানুষের যাহা আকাজ্জক বস্তু, ঘটনাক্রমে বিনা আয়াসে ঘরে বসিয়া ভুবন তাহা পাইল।

( ৩ )

ভুবন একখানা বড় ঘর ভাড়া লইয়া বাসনের দোকান খুলিল, কিন্তু তাহার একটা হাপরও রহিল; তবে উহাতে দিবসে অগ্নি জলিত না, কোন কোন দিন রাত্রিতে কিয়ৎকালের জন্ত জলিত। বাসনের দোকানে ক্রয় বিক্রয় অধিক না হইলেও ব্যবসারে লাভ যথেষ্ট হইতে লাগিল। ভুবন দোকান খুলিবার সময়ই একটা লোহার সিন্দুক ক্রয় করিল। মহাজনের টাকা ভাল করিয়া রাখা চাই ত? মহাজনের টাকা! হাঁ তাহাই বটে। হাট খোলার সকলেই

জানিয়াছিল যে, ভুবন দত্ত গোস্বাইদাস বড়ালের নিকট হইতে টাকা কর্জ লইয়া দোকান খুলিয়াছে—সময়ে সময়ে সে হ্রদ জমা দিয়া আসে, আসলও মধ্যে মধ্যে শোধ করে।

এক একখানি করিয়া ভুবনের স্ত্রীর অনেক গুলি সোণা রূপার গহনা হইল। পুত্র কন্যা-দিগেরও পায়ে রূপার মল, কোমরে রূপার নিষ ফল, হাতে সোণার বালা ও গলায় সোণার হেলে হাব দেখিতে পাওয়া গেল। কেহ আর ভুবনকে বা তাহার স্ত্রীকে ময়লা আট হাতি কাপড় পরিতে দেখিতে পার না, তাহার পোষ্যবর্গের পক্ষেও এ কথা। বাজারে গেলে ভুবন বড় মাছটা, বড় কাঁটাগটা, মিষ্ট আম্রগুলি সর্বাপেক্ষা বেশী দাম দিয়া ক্রয় করে। ক্রমে গঙ্গার কূড়ে তাহার ইটের পাঁজা পুড়িতে লাগিল এবং সালের চকোর চিরিয়া কড়ি, বরগা, দরজা জানালাও প্রস্তুত হইতে লাগিল। সহরের বড় রাস্তার ধারে এক বিঘা আন্দাজ জমি ও একটা পুষ্করিণী বিক্রয় করিল। কে যাইয়া ভুবনকে ক্রয় করিতে বলিল, “আমি গরীব মানুষ, টাকা কোথায় পাবো। আচ্ছা, দেখি যদি কেউ কর্জ দেয়” ইত্যাকার নানা কথা বলিয়া অবশেষে ভ্রাতা মূল্যের অধিক দিয়াই ক্রয় করিয়া ফেলিল। বাগান বাগিচা জমি জহরৎ এখন যে যাহা বিক্রয় করে, সমস্তই ভুবন দত্ত ক্রয় করে।

ভুবনের প্রকাণ্ড দোতলা ইমারত উঠিল, ঝাড় লণ্ঠন, কোচ কেদারা, গালিচা হলিচা দিয়া উহা সজ্জিত হইল, দ্বারে দ্বারবান বসিল। চাকর চাকরাণী অনেক নিযুক্ত হইল। পাড়ার লোককে হাতে রাখিবার জন্ত ভুবন তেজারতিও আরম্ভ করিল, লোকের সর্বনাশ করিবার যথার্থ পথে পা দিল। অর্থে যাহা যাহা হইতে পারে, ভুবনের সকলই হইল; কিন্তু পূজা অর্চনা, দান ধ্যান, দোল দুর্গোৎসব এ সমস্ত তাহার কোজীতে লেগা ছিল না। দ্বারে

ভিক্ষুক আসিলে দ্বারবান তাহাকে বলিয়া দিত, “যাও, কাম করকে যাও।”

( ৪ )

ভুবনের বৈঠকখানার বাই থেমটার নাচ হইতে আরম্ভ হইল। বাছা বাছা বন্ধু বান্ধব ছুটিল, হরদম চরস গাঁজা পুড়িতে লাগিল। কুলোকে রটনা করিল যে, ফরাসী দেশে যে লাল আরক হয়, যাহা খাইয়া ফরাসীদের চেহারা লাল হইয়া উঠে, যাহা কাচের বোতলে বাস করে, ভুবনের মজলিসে কোন কোন দিন সন্ধ্যাকালে তাহাও আসে।

অল্প দিনের মধ্যেই সঙ্গ দোষে তাহার চরিত্র খারাপ হইয়া উঠিল। তাহার বাটীতে কোন বারনারীর পদধূলি পড়িতে আর বাকী রহিল না। ইহাই যথেষ্ট নহে সন্তী সাধবী গৃহস্থেব বউ ঝির প্রতিও তাহার দৃষ্টি পড়িল। তাহার বাটীর সম্মুখ দিয়া যে সকল স্ত্রীলোক গঙ্গাস্নান করিতে যায়, তাহাদিগকে বারান্দায় বসিয়া দেখে। ভগবতী নামে এক অসচ্চরিত্রা প্রৌঢ়া নাপিতনী ছিল, সে প্রলোভনের বশীভূত করিয়া ছই একটা কুলবধুর সর্বনাশ করিল; বল প্রয়োগের দ্বারাও কাহার বা ধর্ম নষ্ট হইল। ভুবনের টাকার জোর আছে, কেহই তাহার বিপক্ষে কথা বলিতে সাহস করে না। রাজদ্বারেও দেখা গেল যে, তাহার শত খুন মাফ। প্রতিবেশীগণ সর্বদা ভয়ে ভয়ে বাস করিতে লাগিল, স্ত্রীলোকদিগের পথে লাটে বাহির হওয়া বন্ধ হইয়া গেল। ভুবনের সাহস ক্রমে এত বাড়িয়া উঠিল যে, পাঁচকড়ি খানসানা একদিন সার্কীভৌম মহাশয়ের বিধবা ভগ্নীর হাত ধরিয়া টানাটানি করিল। বিধবার চীৎকারে লোক আসিয়া না পড়িলে তাহার সর্বনাশ হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্ত্রী, পুরুষ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলেই ভুবনকে অভিসম্পাত দিতে আরম্ভ করিল। তাহার

পুরাতন ‘কাজের লোক’ শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

নিপাত কামনা না করিয়া কেহ জলগ্রহণ করে না। সার্কতোম মহাশয় বলিলেন, “ভুবন মরলে বা নির্বংশ হলে ত সব ফুরিয়ে গেল, বেটা অন্ধ হয়ে একশ আট বছর বেঁচে থাক”।

সকলেই পরামর্শ করে, কি প্রকারে ভুবনকে শাসন করা যায়; কিন্তু কোন প্রস্তাবই ফলস্বরূপ হয় না। একজন প্রতিবেশী বলিল, “বেটার ঘরে ডাকাতি করে সর্বস্ব লুট কর। যা পাও, গঙ্গার জলে ফেলে দাও। আর একজন বলিল, তাতে কি হবে? ভুবনের ধন রক্তবীজের রক্ত, এক যাবে, আর হবে”। তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, বেটা কি সত্যি সত্যি পরশ পাথর পেয়েছে? তা না হলে, তিন দিনে ফেঁপে উঠতে পারে? অল্প একজন বলিল, “বেটাকে ধনঞ্জয় করে দাও”। আর একজন বলিল, “হুদিন সবুজ কর, দর্পহারী মধুসূদন কারও দর্প সহ্য করেন না—অতি বাড় পতনের লক্ষণ।”

( ৫ )

গঙ্গার ধারে শেওড়া বন হইতে সাত বৎসর ভুবনের বাস উঠিয়াছে। তাহার দোকান বা চালাঘরগুলির চিহ্ন মাত্র নাই—কোন কোন স্থানে মাটির স্তূপ আছে, তত্পরি গাছ পালা জন্মিয়াছে। শেওড়া বন আজিও যেমন তেমনই আছে। পার ঘাটা উঠিয়াও অল্পজ্ঞ যায় নাই। নৃতনের মধ্যে একখানি ঘর হইয়াছে, তাহাতে বসিয়া এক হুত্বধর কাজ করে।

গ্রীষ্মের অপরাহ্ন, তখনও রৌদ্র কাঁ কাঁ করিতেছে। এমন সময়ে থেয়া পার হইবার অভিপ্রায়ে একজন সন্ন্যাসী সেই শেওড়া বনে উপস্থিত হইলেন এবং যেন কি অন্বেষণ করিতেছেন, এই ভাবে চারিদিক দেখিলেন। যাহা অন্বেষণ করিলেন, তাহা না পাইয়া একটু হতাশ হইয়া হুত্বধরের ঘরখানিতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। হুত্বধর তাঁহাকে দেখিয়া

ভক্তিতে প্রণাম করিল এবং তাঁহার গৃহ পবিত্র হইল মনে করিয়া যত্নপূর্বক তাঁহাকে একখানি কাষ্ঠাসনে বসাইল। হুত্বধর তামাক সাঞ্জিল, সন্ন্যাসী ধূমপান করিলেন। ছই চারি কথায় হুত্বধরের সহিত আলাপ করিয়া সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন “এই স্থানে এক কাঁসারির দোকান ছিল, তাহার কি হইয়াছে? তাহার পরিবারবর্গই বা কোথায় গেল? বোধ হয় অনেক দিন তাহার বাড়ী ঘর ভাঙ্গা হইয়াছে।”

এই সময়ে পারের ঘাইবার জন্ত কয়েকজন লোক সেখানে সমবেত হইল, নিকটেই তাহার বাড়ী। হুত্বধর বলিল, “আপনি ভুবন দত্তর কথা বলছেন? হাঁ, এখানে তার ঘর ছিল বটে। এখন এই সহরে বড় রাস্তার ধারে তার মস্ত বাড়ী, দোয়ারে দারোয়ান পাহারা দিচ্ছে। আর সে ভুবন দত্ত নেই—যে সমস্ত দিন খেটে পাঁচ গুণ্ডা পয়সা রোজগার করতে পারতো না, সে এখন মস্ত বড় মানুষ। তার ঐশ্বর্যের সীমা নেই, রাজা রাজড়া কোথায় লাগে!

হাঁ! এমন হয়েছে! কতদিন থেকে?”

“বছর আষ্টেক নয় হবে।”

“কিসে তার এত ধন দৌলত হল?”

সে কেউ জানে না, পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে। কেউ বলে বাসনের কারবার করে, কেউ বলে তেজারতি করে—”

পারে ঘাইবার যাত্রীদের মধ্যে একজন বলিল, “ও সব বাজে কথা, ওতে আর কি হয়? ভুবন বাবুর দৈব সহায়—লোকে বলে, যথের ধন পেয়েছে—সে অনেক কলসী মোহর।” অল্প একজন যাত্রী বলিল, “যথের ধন না তোর বাপের মাথা! বলুন কেন, তার এক সন্ন্যাসী বন্ধু ছিল, সে মাঝে মাঝে আসতো; সেই একবার এসে একখানা পরশ পাথর দিয়ে গেছে। সন্ন্যাসী মানুষ, নিজে নিয়ে কি করবে?” আর একজন বলিল,

হাঁ, সন্ন্যাসীরই দয়া বটে, তবে পরশ পাথর নয়—সোনা করতে শিখিয়ে দিয়ে গেছে আমি শুনেছি, এখনও করে; বাড়ীতে একটা লুকান জায়গায় একটা হাপর আছে, তাতে আঙুন জ্বলে কি জালি কি করে সোনা করে।”

সন্ন্যাসী বলিলেন, যে উপায়েই ধনবান হয় হোক, লোকটার ধর্ম্য মতি আছে ত? দেবতা ব্রাহ্মণ, অতিথি কান্দালী এদের সেবা করে ত? বিপদে পড়িয়া তার কাছে গেলে উদ্ধার করে ত? এই কথা শুনিয়া সকলেই হাসিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, “তোমরা হাসিলে যে?” হুত্বধর বলিল, “না ঠাকুরমশাই ও সব তার নেই—ও দিকেও সে যায় না। কার টাকা কড়ি, জমি জায়গা ঠকিয়ে নেব, কাকে কাকি দিয়ে দু টাকা উপার্জন করবো, কাকে পথে বলাব, কার বউ ঝির ধর্ম্য নষ্ট করবো এই কেবল তার চেষ্টা, বড় মানুষ হলে লোকে যা করে, সেও তাই করছে।

“কম বখৎ” বলিয়া সন্ন্যাসী গর্জন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এই সময়ে ও পারের যাত্রীগণ পাটনীর আশ্রমে নৌকায় যাইয়া উঠিল। সন্ন্যাসীর আর পারে যাওয়া হইল না।

( ৬ )

ভুবন দত্ত নিদ্রা ভঙ্গ হইলে চোখে মুখে জল দিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া আলবোলায় নলটি মুখে দিয়া সুবাসিত তামাকের ধূমপান করিতেছে, একজন ভৃত্য টানা পাখা টানিতেছে। ঘরটা বেশ সজ্জিত। সবুজ পরদা ফেলাতে আলোক অধিক আসিতে পারিতেছে না। ফুল ও গন্ধ দ্রব্যের গন্ধে ঘর আমোদিত। ভুবন দত্ত একাকী বসিয়া আছে। দ্বারবান আসিয়া বলিল, ছজুর! একজন সন্ন্যাসী এসেছে। সে কিছুই চায় না, কেবল আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। সে বলছে, সে নাকি আপনার বিশেষ

পরিচিত। ভুবন দত্ত সন্ন্যাসীকে আনিবার জন্ত দ্বারবানকে পাঠাইয়া দিল; কিন্তু তাহার প্রাণটা হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল। যে ভৃত্য পাখা টানিতেছিল, সে বিদায় পাইল।

সন্ন্যাসী আসিলেন। ভুবন তাঁহাকে প্রণাম করিল, তাঁহার পদধূলি লইয়া মস্তকে দিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, “এই বাড়ী করেছ? বড় সুন্দর হয়েছে। ত! এতে অনেক টাকা লেগেছে দেখছি, কোথা পেলি রে?”

“আপনারই টাকা বাড়ী ঘর সবই আপনার প্রসাদে।”

“আমার প্রসাদে? সোণা করতে শিখে?”

“হাঁ, প্রভু! সব আপনার দয়া।”

“এখনও তামা গলাইয়া সোনা পাতার বস দিয়ে সোণা করিস?”

“সময়ে সময়ে করি প্রভু!”

“সে গাছ আর কেউ চিনে? কারেও দেখাইয়াছিস?”

“না, প্রভু! আমি এত কাঁচা লোক নই।

“ঠিক ত?”

“ঠিক প্রভু! আপনার সাক্ষাতে কি মিথ্যা বলতে পারি?”

তাকে বিশ্বাস নাই, আমি তোর যে ওপের কথা শুনে এলাম, তাতে তোর মিথ্যা বলা অসম্ভব নয়।

ভুবন মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া বহিল। সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন, “অনেক গুলি পোষা পালন কর্তে হয়, তাই মধ্যে মধ্যে এক আধ তোলা সোনা মনে করে সে দিন আমি তোর তামাতে সোনা পাতার বস দিয়ে তোকে সোনা করে দিয়েছিলাম। তুই জানতিস নে, আমার কাছে দৈবাৎ শিখে নিয়ে সেই অবধি যে কত সোনা করেছিস, তার ঠিক নেই। তবে কম বখৎ! তার ফল এমন হবে, তা কি আমি জানতাম?

যা হক, আর কারেও যে গাছটা চিনাস্ নি, এই যথেষ্ট।”

ভুবন সন্ন্যাসীর চরণ ধরিয়া বলিল “প্রভু! ক্ষমা করুন। যা হবার, তা হয়ে গেছে, আর কখন হবে না। আপনি প্রসন্ন হন।

“আর যেন হয় না, দেখিস! এখনও তোর অনেক পরামায়, এই বেলা ধর্ম্মে মন দে। আর কত পাপ সঞ্চয় করবি?”

হাঁ, প্রভু! আপনার কথা মত সংপথেই চলবো।

“আচ্ছা, আমাকে এক ঘটি জল এনেদে, দেখি।”

সন্ন্যাসী জলপান করিবেন মনে করিয়া একখানি পাথরের বেকাবে কতকগুলি সন্দেশ ও সোনার গেলাসে জল লইয়া ভুবন তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। সন্ন্যাসী তাহার হস্ত হইতে জল পাত্র লইয়া এক হস্তে একটু ঢালিলেন এবং মস্তপূতঃ করিয়া উহা ভুবনের চক্ষে আপটা দিলেন।

ভুবন আশ্চর্য্য করিয়া বলিল, “একি কল্লেন! কিছুই যে দেখতে পাই নে! কি সর্ব্বনাশ হল!”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “তোর অদৃষ্ট, আমি কি করবো? পাঁচ বৎসর পরে আবার দেখা হবে। যদি সংপথে থাকিস, তখন তোর চক্ষু ভাল করে দিয়ে যাব।”

সন্ন্যাসী তখন আর ভিলমাত্র দাঁড়াইলেন না।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

নং নীতলা গো মেন, নারিকেলডাঙ্গা।

কলিকাতা।

স্বাস্থ্য ও সুরোদয়।

লেখক—শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র বস্তু।

স্বাস্থ্যের সহিত নিখাস প্রখ্যাসের খুব নিকট সম্বন্ধ, তাহাতে কাহারও মতবৈধ আছে

বলিয়া মনে হয় না। স্বরোদয় শাস্ত্র এই নিখাস-প্রখ্যাস সম্বন্ধে বিষদ আলোচনা করিয়াছেন।

স্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিবার জন্ত মানবের দুইটি নাসাপুট আছে বটে, কিন্তু এই দুই নাসাপুট দ্বারা ই এক সঙ্গে সমভাবে স্বাস প্রখ্যাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, কখনও দক্ষিণ নাসিকায়, কখনও বাম নাসিকায় স্বাস প্রবাহিত হইয়া থাকে। এইরূপে এক এক নাসিকায় আড়াই দণ্ড কাল নিখাস প্রবাহিত হয়। তার পর উহা পরিবর্তিত হইয়া অপর নাসিকায় যায়।

সাধারণতঃ মনে হয় যে, আমাদের উভয় নাসিকা দ্বারা ই আমরা সমভাবে স্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া থাকি। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। একটু প্রাণিধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক সময় এক নাসিকায় স্বাস প্রবাহিত হইতেছে, অপরটি তখন প্রায় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রহিয়াছে।

এখন এইরূপ ঘটনা কেন হয়, তাহার কোন বৈজ্ঞানিক কারণ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কেহ আলোচনা করিয়াছেন কি না জানি না। কি ঐংরাজি, কি আধুনিক বাঙ্গলা, কোন ডাক্তারি পুস্তকেই ইহার সম্বন্ধে কেহ কোন আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। অথচ ইহা শারিরীক ক্রিয়ার মধ্যে একটি অত্যন্ত কোমল জনক ও বিশেষ দরকারী বিষয় তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ইহার সম্বন্ধে বাহা কিছু আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কয়েক খানি প্রাচীন যোগ শাস্ত্রে ও স্বরোদয় শাস্ত্রে।

দেহ মধ্যে নানা প্রকারের আকৃতি বিশিষ্ট সুবিভক্ত নাড়ী সকল বিস্তারিত রহিয়াছে। ই নাড়ী সকল নাড়ীর নিম্নে মূলধার নামক স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে শরীরান্তরে বিসংগতি সহস্র নাড়ী

চক্রাকারে অবস্থিতি করিতেছে। ইহাদের মধ্যে তিনটি নাড়ী বিশেষ প্রকারে শ্রেষ্ঠ লাভ করিয়াছে। তাহারা ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে প্যাত।

বাম নাসিকাপুট দিয়া যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা ইড়া, দক্ষিণ নাসাপুটে পিঙ্গলা এবং উত্তর নাসাপুট দ্বারা যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা সুষুম্না নাড়ী দ্বারা সাধিত হয়। ইড়া চক্ষু স্বরূপা, পিঙ্গলা সূর্য্য স্বরূপা ও সুষুম্না অগ্নি স্বরূপা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইড়া অমৃত রূপে জগতের আপ্যায়নে অর্থাৎ তৃপ্তি সাধনে নিযুক্ত, পিঙ্গলা রোদ্র অর্থাৎ তেজঃ রূপে জগতের পরিশোধনে নিযুক্ত। যখন ঐ নাড়ীতে শ্বাস বহন আরম্ভ হয়, তখন মহা তাপ প্রকাশ পায় এবং যখন সুষুম্না নাড়ীতে বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন সর্বকর্ম্য বিনাশ প্রাপ্ত হয় ও মৃত্যু হয়।

এই ত গেল শাস্ত্রের কথা। স্বাস্থ্যের সহিত ইহার সম্পর্ক কি? তাহাও শাস্ত্র আলোচনা করিতে বিরত হই না। আমরা তাহারই অবলম্বনে ইহার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

স্বরোদয় শাস্ত্রে মানবের ব্যাধি ও মৃত্যুর সহিত, সমস্ত কার্যের সফলতা ও নিশ্চলতার সহিত এই নাড়ীত্রয়ের কি সম্পর্ক, তাহা বিষদ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সে সকল অতি বিস্তৃত, সাধারণের বুঝিবার পক্ষে তাহারা কতদূর সুবিধা জনক, সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। ধৈর্য্যচ্যুতিরও একটু আশঙ্কা যে না আছে তাহাও সাহস করিয়া বলা যায় না। কাজেই আমরা সাধারণের নিকট তাহার বিষদ আলোচনায় বিরত রহিলাম। কোতুলি পাঠক এ সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে স্বরোদয় শাস্ত্র হইতে ইহা পাঠ করিয়া লইতে পারেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক নাসিকায় আড়াই দণ্ড কাল শ্বাস প্রবাহিত

হইয়া তাহা পরিবর্তিত হইয়া আবার অল্প নাসিকায় গমন করে। কোন সময়ে যদি এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবেই বুঝিতে হইবে যে, তাহার শরীরে হয় কোন ব্যাঘাতের আক্রমণের পূর্বাভাস হইয়াছে। যাহারা এই পরিবর্তনটি সৌভাগ্যক্রমে সময় মত বুঝিতে পারেন, তাহারা ব্যাঘাতের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন।

যোগ শাস্ত্রে কথিত আছে যে, ব্যাঘাতের সময় যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হয়, অথবা যে নাসিকায় শ্বাস বহনের ব্যতিক্রম ঘটায় ব্যাঘাতের আরম্ভ হইয়াছে, সেই নাসিকা হইতে অল্প নাসিকায় লইয়া যাইতে পারিলেই ব্যাঘাতের আরোগ্য পথে অগ্রসর হইবে। স্বভাবতঃ ব্যাঘাতের আরোগ্য হইবার পূর্বে ও এই অনিয়মিতভাবে প্রবাহিত বায়ুর পরিবর্তন ঘটনা থাকে এবং শ্বাস স্বাভাবিক হয়।

এই বায়ু পরিবর্তন দ্বারা কি কি রোগ আরোগ্য হইতে পারে তাহার একটা বিবদ তালিকা যোগশাস্ত্রে না থাকিলেও, আমরা যে কতিপয় ব্যাঘাতের ইহার আশ্রয় ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আপাততঃ তাহারই সম্বন্ধে কিছু বলিব। কিন্তু আমার বিশ্বাস, অনেক ব্যাঘাতেরই এই প্রণালীতে আরোগ্য হইতে পারে।

প্রবল মাথা ব্যাথা, কয়েক প্রকারের জ্বর, অজীর্ণ, শ্বাসের ব্যাঘাত (Asthma) প্রভৃতি রোগে ইহার আশ্রয় ক্রিয়া লক্ষিত হয়। শ্বাসের ব্যাঘাতে ইহা ইন্দ্রজালের মত ক্রিয়া করিয়া থাকে। প্রবল শ্বাসের টানের সময় রোগী যখন জলমগ্ন ব্যক্তির মত হাবু তুবু খাইতেছে বলিয়া বোধ হয়, কিছুতেই শান্তি পাইতেছে না, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া এই বুঝি প্রাণ গেল, সর্বক্ষণ যখন এই আশঙ্কা করিতেছে, সেই সময় এই বায়ু পরিবর্তনের

ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করিলে ১০।১৫ মিনিট মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিতে পারে।

এমন কি প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা এই সকল রোগ আরোগ্য লাভ হইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে আমরা সচরাচর তিনটি উপায় অবলম্বন করিয়া থাকি।

প্রথম। যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে সেই পার্শ্বে, শয়ন করিলে সাধারণতঃ শ্বাস পরিবর্তিত হইয়া অল্প নাসিকায় যায় যেমন, বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত অবস্থায়, বাম পার্শ্ব চাপিয়া অর্থাৎ বাম কাণ হইয়া শয়ন করিলে শ্বাস দক্ষিণ নাসিকায় যায়। কিন্তু কোন কোন ব্যাঘাতের সময় এই প্রক্রিয়া দ্বারা প্রায়ই সফল কাম হওয়া যায় না। তখন অল্প প্রকার প্রক্রিয়ার আশ্রয় লইতে হয়।

দ্বিতীয়। যে নাসিকায় বায়ু বহিতেছে, তাহা হুলার পুঁটুলি (Plug) দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া। অরণ রাখিতে হইবে যে, সে সময় যেন মুখ দ্বারা শ্বাস প্রবাস ক্রিয়া সম্পন্ন করা না হয়। তুলা দ্বারা সফল কাম না হইলে অঙ্গুলির সঞ্চাপনে ঐ একই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অথচ ইহা অপেক্ষাকৃত অধিক নিশ্চিত। এইরূপ করিতে প্রথম দুই এক মিনিট খুবই কষ্ট হয়, যেন দম বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। কিন্তু একটু ধৈর্যের সহিত কিছুকাল করিলেই আর কষ্ট থাকে না।

তৃতীয়তঃ। প্রাণায়াম বিশেষ দ্বারা। ইহা বুঝাইতে হইলে অনেক গুলি কথার অবতারণা করিতে হইবে। সেই জন্ত কি প্রকারে শ্বাসের ব্যাঘাতের (asthma) রোগীর এই প্রক্রিয়া দ্বারা উপকার হয় তাহাই সংক্ষেপে বলিলেই বোধ হয় ইহা অনেকটা পরিস্ফুট হইবে। ব্যাঘাতের সময় যে নাসিকায় বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ধরিয়া লওয়া যাক সেটা দক্ষিণ নাসিকা, তাহা হইলে তদ্বিপরীত অর্থাৎ বাম নাসাপুট বন্ধাবুলি দ্বারা সঞ্চাপিত করিয়া সেই

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের ৯০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিতে হইবে, তাহার পর একটুও দেয়ী না করিয়া অর্থাৎ বায়ু কুস্তক না করিয়া দক্ষিণ নাসাপুট অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা সঞ্চাপিত করিয়া বাম নাসাপুট দ্বারা বায়ু ত্যাগ করিতে হইবে। আবার এই প্রকারে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারাই (সাধারণ প্রাণায়ামের জ্ঞায় বাম নাসিকা দ্বারা নহে) শ্বাস গ্রহণ করিয়া বাম নাসিকা দ্বারা ত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপ ৫৭ মিনিট করিতে পারিলে সন্তোষ আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। শ্বাসের ব্যারামের প্রকোপের সময় এই ক্রিয়া করিতে পুর্বই কষ্ট হয়। নিশ্বাস বদ্ধ হইয়া যাটবার ভয়ে প্রথম প্রথম রোগীরা ইহা করিতেই চাহে না। কিন্তু একটু ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সহিত যদি কিছুকাল, অন্তত ২১০ মিনিট এইরূপ করা যায়, তবে আর শেষে কষ্ট হয় না। প্রবল শ্বাসের টান ক্রমশঃ কমিয়া আইসে। বোধ হয় যেন এক মুহূর্তে প্রবল ঝড় প্রশমিত হইয়া প্রকৃতি দেবী শান্ত মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। আমরা দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বায়ু টানিতে বলিলাম, কারণ ব্যারামের সময় ঐ নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু যদি ব্যারামের সময় বাম নাসিকাপুট দিয়া শ্বাস প্রবাহিত হয়, তবে উহার বিপরীত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকা বদ্ধ করিয়া বাম নাসিকা দ্বারা শ্বাস গ্রহণ এবং দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা ত্যাগ। এইরূপ বারে বারে করিতে হইবে। এই ক্রিয়া করিবার সময় বিছানার শয়ন করিয়া করাই ভাল। বলা বাহুল্য, পার্শ্ব পরিবর্তনের সুবিধা-টুকুও ইহাতে লওয়া যাইতে পারিবে।

শ্বাসের ব্যারামের জ্ঞায় অজীর্ণ রোগেও ইহা বিশেষ ফলপ্রসূ। যখন পিঙ্গলা অর্থাৎ সূর্য্য নাড়ীতে বায়ু প্রবাহিত হয়, তখনই আহ্বারের প্রকৃষ্ট সময়। এই কালে আহ্বার

করিলে তাহা সহজে জীর্ণ হয়। আহ্বারের পরেও কিছুকাল দক্ষিণ নাসিকায় বায়ু প্রবাহিত হওয়া দরকার। সেই জন্ত আহ্বারের পর কিছুকাল বাম পাশে শয়ন করা আবশ্যক। অজীর্ণ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ এই সহজ নিয়মটী অবলম্বন করিয়া দেখিলে উপকার পাইবার সম্ভাবনা। স্বঃ সঃ

## MEDICAL.

( চিকিৎসা সম্বন্ধীয় )

### Homoeopathic Notes.

মাথাধরা।

ককলসের মাথাধরা, মস্তকের পশ্চাৎ দিকে আরম্ভ হইয়া গলা পর্যন্ত বাইরা থাকে।

মাথার উষ্ণতা, দুখ লাল, সন্ধ্যা মস্তকে বেদনা এরূপ লক্ষণ রাইনিয়া নির্দেশক।

অম্লোদগার, বুক ছালা, পেট কাঁপা প্রায়ই কার্স ভেজিটেবিলসের লক্ষণ জ্ঞাপক।

Lycopodium is a good remedy for simple water brush.

নেট্রাম মিউর ৩০ বছরদিনের ম্যালেরিয়ার উপর অতি আশ্চর্য্যজনক কার্য্য করে। কিন্তু ইহা বিজ্ঞর অবস্থায় ব্যবহার্য্য এবং বারম্বার সেবন করা নিষিদ্ধ। অবস্থায় নেট্রাম ব্যবহারে গাত্রদাহ ভয়ানকরূপে বাড়িয়া যায়। যখন জ্বর না থাকে এবং ম্যালেরিয়ার ক্রমাগত কুইনাইন ব্যবহারে রোগী কোন সুফল পাইতেছে না, এমন অবস্থায় নেট্রাম এক মাত্র মাত্র সেবন করিয়া রোগী আরোগ্য লাভ করে। যদি জ্বর ১১টার সময় আসে, তাহা হইলে নেট্রাম সুন্দর কাজ করিবে।

মাথা ঘোরা।

যাহাদের বহির্বিষ্মতে মাথা ঘোরে অর্থাৎ

বাহিরে যাইবার সময় মাথা ঘোরে, তাহাদের আশ্বাগ্রিসিয়া ৩ একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ, পরীক্ষা করা উচিত।

হোমিওপ্যাথিক এনভয় বলেন, সিনা ৩ দিবসে ৩ বা ৪ বার ২৫ দিন ব্যবহার করিলে সর্বপ্রকার ক্রিমি রোগে উপকার পাওয়া যায়।

## অভিজ্ঞের উপদেশ।

দেনাদার অপেক্ষা পাওনাদারের স্বরণ-শক্তি অধিক। সুতরাং নিশ্চিত থাকিও না, ঋণ পরিশোধের চেষ্টা কর নচেৎ সর্বনাশ হইবে। ঋণ মানবকে অকর্ম্মণ্য করিয়া মনুষ্য হীন করিয়া দেয়।

আলস্যই অভাবের জননী। বসিয়া থাকিও না—কণ্ঠটী জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান।

“Sleep without supper and wake without owing.” বরং অনাহারে রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়া ভাল, তথাপি যেন ঋণী হইয়া জাগরিত হইও না। ঋণের তুলা পাপ নাই। মিতাচারী হইলে ঋণগ্রস্ত হইতে হয় না।

রাজনৈতিক আন্দোলনে মাতিও না—নিজের ধান্দা দেখ। রাজার যাহা সুবিধা বাজা তাহাই করিবেন। তুমি তোমার ঘরের রাজহাটিক রাখ, আপনার অবস্থার উন্নতি কর, বিবাদ বিসম্বাদ হইতে দূরে থাক, যেন আইনের আদালতের ফাঁদে পড়িয়া সর্বস্ব না যায়। আপনার গুণ নিজে বুচাইবার চেষ্টা কর। ধার্মিক হও, স্বার্থপরতা পরিত্যাগ কর—কাজ কি আদার ব্যাপারী ও জাহাজেব পবরে।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের দ্বিত্ব /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।



"Clean conscience is the best law" পবিত্র বিবেকই উৎকৃষ্ট আইন—অতি বড় কথা। সর্বদা বিবেককে পবিত্র রাখিয়া চলিলে কাহারও সহিত তোমার শত্রুতা হইবে না—তখন বিশ্বের সকলেই তোমার মিত্র।

নৈতিক উন্নতি কর। পরস্বাপহরণ প্রবৃত্তি স্বপ্নের মূল। পরস্বাপহরণ করিয়া যেন তোমার হৃদয় আনন্দিত না হয়—অত্যাচারের জন্ত যদি তোমার হৃদয় ব্যথিত হইতে শিক্ষা না করিয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার মৃত্যু হইয়াছে, তুমি নররূপে পিষাচ নাত।

"পরোপকারায় হি সত্যং জীবিতং, পরার্থপ্রাজ্ঞ উৎসৃজ্যে।" পরোপকারের জন্তই সাধুদিগের জীবন। সাধুগণ পরের জন্ত সমুদয় ত্যাগ করেন। তোমার ভাল কল্পেই আমার ভাল হয়, দ্বিতীয় উপায় নাই।

পরের জন্ত কল্যাণময়ী চিন্তা দ্বারা নিজের কল্যাণ সাধিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "যদি ভাল চাও ত ঘণ্টা ফণ্টা শুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণের—মানবদেহধারী হৃদয়ক নাহুকের পূজা করগে—বিরাত আর স্বরাত।"

"বিরাত্ররূপ এই জগত, তার পূজা মানে তাঁর সেবা, এর নাম কৃষ্ণ। ঘণ্টার উপর চামর চড়ান নয়—তার ভাঙে খালা সামনে ধরে ১০ মিনিট বস্তু 'ক' আদ্য ঘণ্টা বস্তু—এ বিচারের নাম কৃষ্ণ নয়, ওর নাম পাগুলা গারদ।"

এই জগতের জীবের সেবাই তাঁর সেবা—সর্বধর্মের ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম—সকলের আত্মায়

তিনি বিরাজিত—তোমার অত্যাচারে একের প্রাণ কেন্দ্রে উঠলে তাঁরও প্রাণ কেন্দ্রে উঠবে, তখন আর রক্ষা নাই। যুগে যুগে তোমার চেয়েও অতি বড়—অত্যাচারীকেও তিনি ধ্বংস করেছেন। ঈশ্বর আছেন—তিনি জায়বান বিশ্বাস কর।

সং সঙ্গচ্চ বিবেকচ্চ নিশ্চলং নয়নধরম্।

যন্ত নান্তি নবঃ সোহকঃ কথং ন ত্রাদ ধর্মগঃ॥

নিশ্চল বিনেদক এবং সংসঙ্গরূপ বাহার হুটী চক্ষুর অভাব, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত অন্ধ। সে অপর্যবে গমন করিবে না কেন? সে ত ধর্মপথ দেখিতে পাইবে না।

অনেক ভোগপিপাসীর নীতি বটে যে, "ও সব কিছু নয়, জোরে বা কোশলে পরস্বাপহরণ করায় আবার হয় কি?" কিন্তু সময়ে সব কোথায় যে নিশার স্বপনের মত উড়ে যায়, তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন অসংখ্য ঘটনাও নিতাই দেখা যায়। কিন্তু এরা তাতেও বৃদ্ধিতে পারে না—সে যে অন্ধ।

চিত্ত উপদেশ এরা শুনতে চায় না—উপরে যে কেহ আছে, এরা তা দেখতে পায় না। শিক্ষিত হলেও এরা অজ্ঞানকে জ্ঞান বলতে কুস্তিভ হয় না—এরা নিজেকে নম্র বিবেচনা করে, জগতের সব মরে যায়—কেবল তারা মরবে না এই বিশ্বাস রাখে। কিন্তু সংসারের তাবৎ বস্তুই, তাবৎ জীবই নম্র। সব নম্র হলে কিন্তু সং নাম অমর—ইহাদের প্রাণের পর সে সং নামও থাকে না। এত যে নাম রাখিবার, ভোগ কবিবার প্রয়াস, তাহার চিহ্নও থাকে না—কিছু সঙ্গও যায় না। ইহারাই প্রকৃত দীন, বাহার ধর্ম নাই, সেই ত কাম্বাল।

## সে কাল ও এ কালের বাজার দর।

সে কালের লোকে বিশ টাকা উপার্জন করিতে পারিলেই দোল-ভূর্গোৎসব করিত শুনিয়া এখন আমরা অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া থাকি বটে, কিন্তু ঐ হাসি আমাদের অজ-তারই পরিচায়ক। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ১৮ই তারিখে, 'সমাচার-দর্পণ' নামক সংবাদপত্রে মণ হিসাবে এই বাজার দরটি প্রকাশিত হইয়াছিল—"বালান চাল ১৯০; উত্তম গব্য-ঘৃত ২০; মধ্যম ঐ ১৮; তৈসা ঘৃত ১৬; মধ্যম ঐ ১৫; কাশার চিনি ১০; মধ্যম ৮০ ইত্যাদি।"—প্রায় একশত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালার এই বাজার দর ছিল। যে ঘৃণের মণ এখন সত্তর টাকার কম বিক্রয় হয় না, সেই ধী তখন পনেরো টাকা করিয়া মণ বিক্র্যিত। যে চিনির মণ এখন বোল টাকার কম নহে, সেই চিনির দর তখন সাড়ে আট টাকা করিয়া মণ ছিল। অতএব সে কালের লোক যে সামান্য আয়ে দোল-ভূর্গোৎসব করিত, ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইবার বা সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখি না।

তারপর, সে দিন ১২৫৮ সালের একখানি 'ভাস্কর' পত্রের পাতা উন্টাইতে উন্টাইতে দেখিলাম যে, একস্থানে তাহার লেখা রহিয়াছে,—"এ দেশে অজ্ঞাপি রুষ্টির লেশ নাই, দিবাকরের এমন প্রভা আর কখন হইয়াছে এমত শুনা যায় না। বোধ করি, আর কিছুদিন বারিবর্ষণ না হইলে রোগে বহুতর লোক মরিবেক। আর খাজদ্রব্যাদি এমত দ্রবু হইবে, তাহা বর্ণনাতীত। গত বৎসর যে চাল টাকায় ২৯০ মণ তাহাই এ বৎসর ১১০ মণ, কলাই পূর্বে ২৯০ মণ, এক্ষণে ২ মণ হইয়াছে। অনাবৃষ্টিতে এইরূপ সকল দ্রব্য মহার্ঘ্য

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

হইয়াছে, দেশে আহারীয় দ্রব্যভাবে হাহাকার শব্দ পড়িয়াছে।”—এইটুকু পড়িতে পড়িতে নয়ন-কোণে অশ্রু ঠেলিয়া আসিল। মনে হইল, আমার সোণার বাজালা কি ছিল, আর কি হইয়াছে! এক টাকা করিয়া চাউলের মণ বিকাইলে যে দেশে একদিন হাহাকার রব উঠিত, সে দেশের লোক এখন ৫৬ টাকায় চাউলের মণ পাইলেই বর্তীয়া যায়।

ইহা ত গেল একশত বৎসর ও ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্বের কথা। এমন কি ৩০-৩৫ বৎসর পূর্বেরও এ দেশে খাদ্য দ্রব্যাদির দর বরূপ স্থলত ছিল, তাহার সত্যি এখনকার বাজার-দর তুলনা করিলে আকাশ-পাতাল প্রভেদ দৃষ্ট হয়। একখানি সংবাদ-পত্রে ত্রিশ বৎসর পূর্বেরকার বাজার-দর মোটামুটি এইভাবে দেওয়া হইয়াছিল,—ধান টাকায় একমণ, চাউল অর্ধমণ, খাঁটি সর্ষপ তৈল চারি সের, উৎকৃষ্ট মটরির ঘৃত পাঁচপোয়া, খাঁটি ছদ্ম ১৬ সের, মংগু চারি সের। তখন তরী-তরকারী এত স্থলত ছিল যে আট আনা পরমা লইয়া বাজার করিতে গেলে মুটের আবশ্যক হইত।” এখন গড়পড়তায় ধান তিন টাকা, চাউল ৭ টাকা, ঘৃত ৭০ টাকা, ছদ্ম ১০ টাকা, মংগু ৩৫ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। বিস্তৃত তৈল এবং ঘৃত এখন আকাশ কুমুদবৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শুধু চাউল, তৈল, ঘৃত ও ছদ্ম মতে; এখন সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যেরই দর আশ্চর্য হইয়াছে। ডাল, মসলা, শুভ চিনি, ফল মূল, এমন কি ঝাঁটা কুন্দা কয়লা কেবাসিন পর্যন্ত সমস্তই এখন হই, তিন বা ততোধিক গুণ দরে বিক্রয় হইতেছে।

আমাদের এ শোচনীয় অবস্থার কি কোনও প্রতীকারের উপায় নাই? আমাদের ত মনে হয়, এ অবস্থার জন্ত আমরাও অনেকটা

দায়ী ও দোষী। আমরা ইংরেজী লেখাপড়া শিখিয়া পল্লীর গ্রামলতা উপভোগ করিতে চাহি না, সকলেই চাই সহরে বাস করিতে। আমাদের সকলেরই সাধ ডাক্তার, উকীল বা কেবাগী হইব। কিন্তু আমাদের এই কাম-নালাতাকে যদি সহরমুখী হইতে কিরাইয়া পল্লীমুখী করিতে পারা যায়, তাহা হইলে মনে হয়, আমরা এই দাক্ষণ অভাবের হাত হইতে অনেকটা পরিত্রাণ পাইতে পারি। পল্লীতে থাকিয়া যদি চাষ-বাস আরম্ভ করি, ক্ষেতে তরী-তরকারী লাগাই, ঘন-খিব জন্ত গোসালা বচনা করি, তাহা হইলে এতটা পেটের জ্বালা থাকে না। ডাক্তারী শিগিয়াছ বেশ কথা।—নিজ গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা কর, অল্পমূল্যে চিকিৎসা ব্যবসা কর। উকীল হইয়াছ, তাহাতেই বা গ্রামে থাকিতে ক্ষতি কি? গ্রামে গিয়া শিক্ষাবিস্তারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দাও, লোকের বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাইয়া দাও। আমরা শিক্ষিত হইয়া, ‘বদেশপ্রেমিক’ হইয়াও যদি এটুকু করিতে না পার, তবে অশিক্ষিতেরা কেমন করিয়া উন্নতি করিবে—দেশের দুর্দশা মোচনই বা কেমন করিয়া হইবে? এতদিন ও দেশকে কপায় ভালবাসিয়া আসিয়াছ, আজ একটু কল্যাণ ভালবাসিলে হয় না? এতদিন ও বস্ত্রভার ভাগ স্বীকার করিয়া আসিয়াছ, আজ উপস্থিত নো—একটু ছাড়িতে পারিবে না? তাহা হইলে আমাদের সেই সোণার দেশ যে আপনার সোণার হইয়া উঠে! এ কথা এক সময়ে পরিণত করিতে পারিবে না?

## লক্ষ্মীছাড়ার দশা।

নিম্নো কক্ষবীর বুকুরটি ওয়াশিংটন এক দিন যে সকল কথা তাঁহার জাতির সম্বন্ধে

লিখিয়াছিলেন, তাহার অনেক কথাই আজ আমাদের প্রতি-প্রয়োজ্য। তাঁহার সে লেখা পড়িতে পড়িতে অনেক সময় মনে হয় যেন বর্তমান বাঙ্গালী-চরিত্র পড়িতেছি। তাঁহার আত্মজীবনের একস্থলে আছে—“বড় সহরের সুকল কুকল সবই আমার স্বজাতিতে আক্রমণ করিয়াছিল। কতকগুলি নিষ্কণ্ট লোকের আশ্রয় অনেক স্থানেই দেখিতে পাইতাম। বিলাসের স্রোত প্রবল বেগেই বাড়িতেছিল। ৩৫ টাকা মাসিক বেতনে কণ্ঠ করিয়া কত নিম্নো যুবক ছুড়িগাড়া চড়িয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইতেন—আমি নিজ চোখে এসব দেখিয়া মস্তাহত হইতাম, পেটে তাহাদের অন্ন ছুটিত না, কিন্তু সংসারকে তাহারা দেখাইতে চাহিত যে তাহারা নিতান্তই গরিব ও নগ্ন নহে। আরও কত নিম্নোকে দেখিয়াছি, তাহারা ২৫-৩০ মাসিক বেতনে সরকারের চাকরী করিত—অথচ প্রতি মাসেই তাহাকে ধার করিয়া সংসার চালাইতে হইত। অত টাকা পাইয়াও তাহারা স্বপরিবারের খরচ কুলাইয়া উঠিতে পারিত না। আরও অনেক নিম্নোর সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। তাহারা কয়েক মাস পূর্বে ‘জাতীয়’ মহাসমিতি কংগ্রেসে যাইয়া কল্টনী ও দেশনায়কতা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাহাদের অপাভাব ও দুর্দশার সীমা নাই। অধিকন্তু বহুলোক ফাল ফাল করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। নিম্নে খাটিয়া ঘরের ব্যবস্থা করিতে তাহাদের চেষ্টা ছিল না। সরকারের একটা চাকরীর আশায় বসিয়া থাকিয়া জীবন নিরানন্দময় করিতে থাকিত। তাহাদের বিশ্বাস যুক্তরাষ্ট্রের কর্মচারীদের খোসামোদ করিলে ও একটা চাকরী তাহাদের কপালে জুটিবে।”—এই অতীতের অসভ্য নিম্নো জাতিব চরিত্রের সহিত আধুনিক অতি সভ্য বাঙ্গালী জাতির চরিত্র মিলাইয়া



দেখিলে কিছু পার্থক্য দেখা যায় কি? ঐ লেখার মধ্যে যেখানে যেখানে 'নিগ্রো' কথাটা আছে, সেই সকল স্থানে বাঙ্গালী কথাটা বসাইয়া দিলে মনে হয় বাঙ্গালী-চরিত্রের প্রতি একটুও অবিচার বা অত্যাচার করা হয় না।

বিলাসের প্রবল স্রোতে বাস্তবিকই আমরা গা ভাসাইয়া দিয়াছি। খুঁজিয়া দেখিলে নিষ্কর্মালোকের আড্ডা কলিকাতায় পাড়ায় পাড়ায় দেখিতে পাওয়া যায়। ১৫ টাকা নাসিক বেতনের কর্মচারীর বহর দেখিলে বাস্তবিকই বিষয়ে অবাক হইতে হয়। ১৫ টাকা চাকুরের পায়ের দশ টাকা মূল্যের পম্প-সু হাতে বিশ টাকা মূল্যের 'বিস্ট্র-ওয়াচ' এদেশে নিভা দষ্টব্য। এ লক্ষ্যছাড়ার দশা ছোট হইতে বড় সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীকেই পাঠয়া বসিয়াছে। যাহাদের উপাধীন একটু বেশী, তাহারা নিজেদের 'বড় মানুষ' বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য আর ছাড়াইয়া ব্যয় নিতাই করিয়া থাকেন। এমন 'বড় বাবু' এদেশে খুব কমই আছেন, যিনি স্বপ্নের ভায়ে পীড়িত নহেন। কংগ্রেসওয়ালাদের মধ্যেও অনেকের 'অল্প ভক্ষ্য সমুত্তর'। অনেকেই পরসার জন্য 'পেড়িয়ট' হইয়াছেন। অনেকের পরাগ্রহে সংসার চলিয়া থাকে। সুতরাং, কেমন করিয়া বলিব যে, সেকালের নিগ্রোজাতিদের অবস্থার চেয়ে আমাদের অবস্থা ভাল।

নিগ্রোরা নিজেদের প্রকৃত স্বার্থ ভুলিয়া সাময়িক কামস্যানের মোড়ে যখন প্রতিরিক্ত বিলাসভোগে মত্ত, তখন তাহা দেখিয়া বুকারটি ওয়াসিংটনের মনের ভাব বাচ্য হইয়াছিল, তাহা তিনি এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, —“আমার মনে হইত যে, তাহাদিগকে

সম্মোহন মস্ত্রে ভুলাইয়া জীবনের যথার্থ কর্মক্ষেত্রে তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিই। আমি ভাবিতাম যে, আমার ক্ষমতা থাকিলে আমি তাহাদিগকে সহর ছাড়াইয়া পল্লীগামে বসাইতাম। সেখানে প্রকৃতি জননীর স্নেহমল্ল ক্রোড়ে বাস করিয়া তাহারা জীবনের যথার্থ উন্নতি সাধন করিতে পারিবে। দেশের মাটিতে তাহারা একবার বসিতে পারিলে প্রকৃত স্বত্বভোগের উপায়গুলি তাহারা আবিষ্কার করিতে পারিবে। কৃষিক্ষেত্রেই শিল্পের জন্য কাচা মাল তৈয়ারী হইয়া থাকে —পল্লীজীবনের সকল জাতিব যথার্থ সভ্যতার প্রধান উপাদান উৎপন্ন হইয়া থাকে। পল্লীগামে কৃষিকর্ম করিয়াই সকল দেশের জন-সমাজ সভ্যতার প্রথম স্তরে পদার্পণ করিয়াছে। এত স্তরে ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে তাহারা শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞা ধর্ম ইত্যাদি জাতীয় জীবনের সকল অঙ্গের পুষ্টি বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করা বড় কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু একবার ঐ কার্য হইয়া গেলে ভবিষ্যতের সকল উন্নতিই সহজ সাধ্য হইয়া পড়ে। এই কথাগুলি আমি আমার 'সভ্যের' নিগ্রোদিগকে বুঝাইতে ইচ্ছা করিতাম” — বলা বাহুল্য, সভ্যের বাঙ্গালী বাবুদের একথা বুঝাইয়া দলিলাব মত লোক একটুও এখন দেখিতে পাই না। এদেশে সুরেক্সনাথ, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন ও বোমকেশ প্রভৃতি আছেন কিন্তু বুকারটি ওয়াসিংটন একটুও নাই। যথার্থ ব্যাধির চিকিৎসা করিবার জন্য কেহই দ্যাকুল নহেন নাম নাম নাম! সকলেই এ নামের জন্য পাগল, নেতা গিরি কবিবার সাধ — সকলেরই! কিন্তু নেতা

হওয়া কি কথার কথা! নেতা হইব বলিলেই কি নেতা হওয়া যায়! নেতা —‘দাসস্ত্র দাসঃ’—হাজার লোকের মন ছোঁগাইয়া—তাহাদের মর্মের কথা বুঝিয়া চলিতে হয়। স্বার্থপরতা, যশের পিপাসা! আদৌ থাকিবে না—কবে তো নেতা!

কিন্তু একথা বুঝে কে! কেহ জাতিভেদের নিন্দা করিয়া জাতিভেদ লোপ করিবার উপদেশ দিবে!—এমন এই জিনিষটাই আমাদের সকল উন্নতির অন্তরায়। কেহ বা হিন্দুর আচার পদ্ধতিকে সামাজিক ব্যাধি কল্পে নির্দেশ করিয়া তাহারই উপর নবরাত্তর ঘাত করিতেছেন। অথচ মজা এইটুকু যে যাহাণা এই সকল উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহারাই উপদেশের ঠিক উল্টাপথে বরাবর চলিয়া যান। এদিকে যেটা আমাদের আসল রোগ, সেদিকে কাহারও মজর নাই বিলাস! রোগেই যে আমরা মরিতে বসিয়াছি, একথা আমরা কেহ ভাবিয়া দেখি না। ‘হাত ছোট —আম বড়,’—ইহাই আমাদের মজাগত ব্যাধি। এ ব্যাধি আমাদের সকলকেই অস্ত্রসার শূন্য করিয়া তুলিতেছে। দরিদ্র-জাতিব পক্ষে ইহা যেকপ সাংঘাতিক, ধনী জাতিব পক্ষে ততটা নহে। অথচ এই অতি দরিদ্র জাতিই বিলাস-স্রোতে তাহার মস্তক আবৃত হইয়া আছে। বিবাহ পণ হইতে আরম্ভ করিয়া যত কিছু সামাজিক ব্যাধি আমাদের পক্ষে প্রচলিত করিয়াছে ও করিতেছে, যে সমস্ত উহাব ফল। আমাদের কাচাইতে হইলে উহারই মূলে কঠোরঘাত করিতে হইবে। কিন্তু কে গাছ করিবে? ইহা গো বক্তৃতার চোটে দেশ-ছাড়া হইবার নহে। দেশবাসীর সম্মুখে এখন ভাগের সংস্কার আদর্শ দণ্ডিত হইবে। কিন্তু সে আদর্শ কে ধরিতে? বাঙ্গালী দেশে কর্মবীর গাধি নাই, —স্বামী বিবেকানন্দও স্বর্গগত,—বিলাস-পক্ষ হইতে কে আমাদের উদ্ধার করিবে? দর্শক।

## কাজের লোক আফিস!

১৭নং অক্টুর দস্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

১৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক

১৭নং অক্টুর দস্তের লেন হইতে প্রকাশিত।



## জবাকুসুম তৈল

শক্রে অতুলনীয়, শুণে অমিতীয়,

নিরানন্দেব আনন্দকর ।

সংবৎসরব্যাপী নিরানন্দেব শর আনন্দযয়ীর শুভাগমন হইবে। সান্দ্য  
হুটারবাসী হইতে মুকুটধারী রাজাধিরাজ পর্যন্ত সকলেই সেই শুভদিনের  
প্রতীক্ষা করিতেছেন। বাহার যোগ সাধ্য তিনি সেইরূপ আনন্দের আয়ো-  
জন করিতেছেন। জবাকুসুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক। উৎসবের দিনে

জবাকুসুম তৈল সঞ্চার না করিলে উৎসবের অর্থহানি হইবে; তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা। ডাকমাণ্ডল ১০ আনা। ভিঃ পিডে ১১/০ আনা। তজন (১২ শিশি) ৮৫০ আন

## সুরবল্লী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক সালসা।

দুর্ভিত্তি এবং অন্য বাহাদের রক্ত খারাপ হইয়াছে, শরীরে নানা প্রকার রোগ বা কতের চিকিৎসা পাইয়া উত্তর সমাজে শিশিবার অন্তরায়  
হইয়াছে, শরীরের কঠি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাহার। সুরবল্লী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবল্লী কষায় সেবন কালে বিশেষ  
কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবল্লী কষায় সেবনে স্বাধার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১১০ টাকা। ভিঃ পিডে ২/০ আনা। ৩ শিশি ৩৫০ টাকা। ভিঃ পিডে ৩১/০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২২ নং কলুটোলা স্ট্রীট, — কলিকাতা।

## খোকসিনা

অদ্বিতীয় বৈদ্যতিক বেদনানাশক মালিস

• • • • • যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক,  
“খোকসিনা” ২৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিহীন হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা,  
পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য ছুরাযোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান

## কষ্ট পাইবেন না

ইহা দ্বারা কলগ্রন্থ। সজিত শোণিতকে অলৌকিক শক্তি দ্বারা বাহির করিয়া দিয়া সজে সজে  
উপকার করে। এত আত্ম কলগ্রন্থ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী  
আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৫০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য  
হইবে। প্যাকিং ভিঃ পিডে ১০০।

এস, পি, চাটার্জী এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্যালয় এবং

কৌর—গলসী, জেলা বর্ধমান।



আবিসের বেলা হল, এইবার উঠতে হবে। আর দেখ কেবুবার বেলায় এক ভজন "ক্যাছারাইডিন" যেন আনুভুলোত না। এক ভজন কিনলে ৯ ন টাকাতেই হবে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড  
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড  
কলিকাতা

# কাজের লোকের পুস্তক ।

শিল্প শিক্ষা ।

ঐহরিপদ চক্রবর্তী প্রকাশিত ।

মূল ১০ ডাকমাণ্ডলাদি স্বতন্ত্র ।

অসংখ্য হাতে হেতেয়ে জিনিস প্রস্তুত  
এখানে ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । যেরূপে  
জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-  
এখানে ইহাতে সন্নিবেশিত । মূল্য  
৮পা, ১০০ কপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ  
কর লিখুন ।

সিক্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড ।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত । কেমন  
করিয়া অল্প পুঁজিতে যেরূপে বসিয়া অস্ত্র  
মাত্র ও চাকুরী থাকা স্বতন্ত্র উপার্জন করিতে  
শক্তি যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও  
বহুতর রহস্য আছে বাহা কেহ কাহা-  
লও নিখার না । পুস্তক আর নাই, পুনরায়  
চাপা হইতেছে ।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে  
পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং  
বাবাকাজীর পাঠ কর্য উচিত, পড়িতে আমরা  
অনুরোধ করিতেছি । ইহা জিনিস প্রস্তুত-  
এখানে নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইরোরোপ  
আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে,  
তাহারই অনাবাসসাধ্য উপায় সমূহ বর্তমান  
সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সং-  
কলিত । এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে  
পারে, তবে আমাদের আশীত এই পুস্তক-  
খানিই বেন ক্রয় করিবেন । মূল্য ২,  
টাকা ভি: পি স্বতন্ত্র । কাগজে বাছান, পরিষ্কার  
অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত । বুকের  
অল্প মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে ।

বেকারের উপায় ।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত ।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে  
মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য আরম্ভ করা  
যায়, এই সকলের কল্মসন্ধি ও অতি অনাবাস  
সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত  
পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । একটু  
সামান্য পরিচর্য, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন  
করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জন করিয়া  
সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই  
সন্নিবেশিত হইয়াছে । কোতুলকাক্রান্ত  
হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক  
নাই, করাও উচিত নয় । কিন্তু প্রকৃতই  
কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার  
করিবেন, পকেট সাইজ, কলিকাতাপ  
১৬ পোজ সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান ।  
মূল্য ১০/- আনা । ভি: পি স্বতন্ত্র ।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস  
প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ । তবে ইংরাজী  
পুস্তক । ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে  
জানিবার অনেক কথাই আছে । মূল্য ২১,  
বুকের জন্ত মূল্য বৃদ্ধি ।

সবত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয় । আমা-  
দের বেশী কল্মচারী নাই যে, সর্বদাই এই  
কার্যে উপস্থিত থাকিতে পারে । টাকা  
পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই,  
অধিকতর ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায় ।  
সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের  
লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা  
এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি । বাহা আমা-  
দের নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ

করিয়া পাঠান যায় । এই বিভাগে কমিশন  
শেষেও পুস্তক রাখা হয় । সে বন্দোবস্তের  
জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের  
লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন ।

কাজের লোক আফিস,

১৭ নং অক্ষর দস্তুর লেন,  
বহবাঙ্গার, কলিকাতা ।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য  
বস্তুস্বরূপ । কিন্তু অনেকের দেখিরাছি, যখন  
চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য  
নামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই  
অমূল্য চক্ষুরকে রক্ষা করিতে যান ; কিন্তু  
তাহা ত হইবার নয় । প্রকৃত নির্দোষ চসমা  
উৎকৃষ্ট রেজিন প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত হয় ;  
তাহা কচু অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহার  
চক্ষুর রক্ষার যথার্থ সাহায্যী । আমরা চক্ষু  
পরীক্ষার নিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনিয়াছি ।  
চক্ষুর বিবরণ আমাদিগকে বেন একবার অতি  
অবশ্য জানান হয় । প্রায় ৩০ বৎসরের বয়-  
দর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল  
কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই  
যে, বরিক এও কোর্ট,  
২ নং লালবাঙ্গার ষ্ট্রট, কলিকাতা

চিকিৎসা প্রকাশ ।

বাসালা ভাষায় সুযোগ্য চিকিৎসকগণের  
দ্বারা পরিচালিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিবরণ  
মাসিক পত্র স্বতন্ত্রের প্রত্যেক পত্রী চিকিৎ-  
সকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য । বার্ষিক মূল্য  
মাত্র ২১ টাকা ।

ডা: ডি, এন, হালদার,

কাঁধাঘাট,

পো: আব্দুলবেদীয়া জেলা নদীয়া, ১১

কাগজের লোক, কলিকাতা।

## হোমিওপ্যাথিক টাইকয়েড চিকিৎসা।

রোগের দ্রুত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী সমেত সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক, চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ক্রয়সী প্রসংসিত। মূল ৯০ আনা মাত্র।

১১নং অক্টর স্ট্রের সেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার এসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্য।

## সূর্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৯ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য বাবতীর ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তন্মধ্যে নানা প্রকার এটলাস, গ্রন্থ, মানচিত্র, রামায়ণ, মহাভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাদিগকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লিখিবেন।

## মেসার্স ইজ্জাহার এণ্ড সন

ক্যাবিনেট মেকার্স এণ্ড কন্সট্রাক্টর্স।

বেণ্ড সরাই।

সিঁড়ি, দাল, ঠাটাল, প্রভৃতির গৃহস্থকার সমস্ত সামগ্রী ও দরজা জানলা ইত্যাদি অতি সুন্দর বিচক্ষণ কারিকর দ্বারা প্রস্তুত করিয়া ভারতের সর্বত্র পাঠাইয়া থাকি। অর্ডার দিবারাত্র বা এক্সপ্রেস চাহিলে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিই। প্রস্তুত অর্ডারের সহিত অন্ততঃ দুইয়ের অধিক অগ্রিম পাঠাইতে হয়। বাকী টাকা ভি: পি:তে আদায় হয়। দরে ও এখানে প্রদর্শিত হইবে।

# টাকা এদেশে খুব সস্তা নয় ! কাজের লোক

তাই একটি পরিসাও অপব্যয় করেন না।

এক মাসের কাজের ঐষ আজকাল পাওয়া ত' যায়, কিন্তু সাবধান রোগী অপের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঐষটাই দেবে, মুখে, ঠাউরে কিনেন। এতে শরীর শীত ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামকা বা' তা' কেনার পরচও বাচে।  
সর্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে



একমাত্র মনোবধ। অন্য অনেক ঐষ থাকিতে পারে, বালিতে আদাম হয়, কিন্তু হিমালয়ের বিশেষত্ব (১) প্রতি মাত্রায় কল (২) ১দিনে বস্ত্রাগার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের হালিকা প্রসঙ্গে বড় বড় আকারের গ্রন্থসমূহের মধ্যেই আছে—অদ্য পর লিপে এই বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ২।।, ছোট (অষ্টক) ১।।।

আর, লগিন এও কোং—যান্ত্রিক্যাক্চারিং কেমিকেল্,

১৪৮ নং বহুবাজার স্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—“হিলিং” কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৬১৫, কলিকাতা।

## “কাজের লোকে” বিজ্ঞাপনের হার।

১. কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।
২. ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১২ টাকা ধরা হয়। সং ব্যবসায়ীক বিজ্ঞাপন ছাড়া।

### সাধারণ পৃষ্ঠার হার :

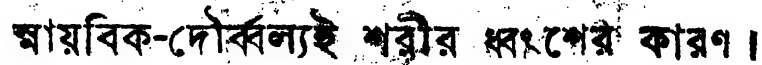
	৩ মাসের জন্য		৬ মাসের জন্য		১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮ টাকা প্রতি মাসে	১ পৃষ্ঠা	৮ টাকা প্রতি মাসে	৬ পৃষ্ঠা	৮ টাকা প্রতি মাসে
২ " "	৭ " "	২ " "	৭ " "	৭ " "	৭ " "
৩ " "	৬ " "	৩ " "	৬ " "	৮ " "	৬ " "
৪ " "	৫ " "	৪ " "	৫ " "	৯ " "	৫ " "
৫ " "	৪ " "	৫ " "	৪ " "	১০ " "	৪ " "
৬ " "	৩ " "	৬ " "	৩ " "	১১ " "	৩ " "
৭ " "	২ " "	৭ " "	২ " "	১২ " "	২ " "
৮ " "	১ " "	৮ " "	১ " "	১৩ " "	১ " "
৯ " "	০ " "	৯ " "	০ " "	১৪ " "	০ " "
১০ " "	০ " "	১০ " "	০ " "	১৫ " "	০ " "

১১ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্যাব্যক্ষ

“কাজের লোক”।

১৭ নং অক্টর দস্তের লেন, বহুবাজার, কলি বাগি



গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমা প্রাপ্ত  
শ্রীমৎশ্রীনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের  
আত্মবৈদ্য ঔষধালয়,  
১৮/১ ও ১৯ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

নগদ ৩০০০ টাকা পুরস্কার বিতরণ !

চলিযান নাটট্রেট কমিটির প্রতিনিধি কৃষি সঙ্গীত ২টি প্রতিযোগিতার পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কৃষি এবং তাহার উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে যাহারা গবেষণা ও সৃষ্টিপূর্ণ মৌসিক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রেরণ করিতে পারিবেন, তাহানিকে যোগ্যতাসমারে নিম্নলিখিত হারে উপরোক্ত পুরস্কারের টাকা নগদ প্রদান করিবেন।

## প্রথম প্রতিযোগিতায়

১ম পুরস্কার ১০০০/-

২য় পুরস্কার ৫০০১

୭ମ ପୁରସ୍କାର ୨୫୦/-

দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা

১ম পুরস্কার ৬০০/-

২য় পুরস্কার ৩০০/-

ଏକ ପୁରସ୍କାର ୧୦୦

৪র্থ পুরস্কার (২টি) প্রত্যেকটি ৫০ হিন্দোব

৫ম পুরস্কার ( ১০টি ) প্রাপ্তকর্তা ১০৮ হিসাবে

নিয়ম :-—ইতিহাসের কৃষি কার্যে অগ্ররাজ আছে, তাঁহাদের প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে পারেন। প্রথম বিচারের জন্য ২জন বিচারক শুটকাপাত দ্বারা নির্ধারিত হইবেন। সনত্ত প্রবন্ধ হস্তান্তর না হইলে প্রতিদ্বন্দী প্রবন্ধ লেখকগণের নাম বিচারকগণকে জানিতে দেওয়া হইবে না। পরীক্ষার শেষে, পুরস্কার প্রাপ্ত লেখকগণের নাম টিকানাঃ এক প্রবেশের নকল কেহ চাহিলে তাঁহাকে পাঠান হইবে। প্রবন্ধ পাঠাইবার সময়, ১৯১৭ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯১৮ সালের ১লা জুন পর্যন্ত। অগ্রও বিভারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা হইলে নিম্নলিখিত টিকানায় জানিতে পারিবেন।

*Delegate—*

**CHILEAN NITRATE COMMITTEE,**

1. Royal Exchange Place, CALCUTTA.

चिनिदान नाहैछैट करिजि.

১ নং বঙ্গাল এন্ড স্ট্রাচম প্রেস,

कलिकाय ।



1084

7.5  
20/9/19  
2029



১৩শ বর্ষ,  
২য় সংখ্যা।

New Series.  
February 1919.

মুদ্রিত সংস্করণ।  
ফেব্রুয়ারী ১৯১৯।

Vol. XIII.  
No 2



শানমেটো।  
SANMETTO.

এই পুরুষ ও বালক বালিকাগণের মূল এবং জননযন্ত্রের ব্যবহারী পীড়া নিবারক  
সকলপ্রকারে বলাকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ভুক্তাধেরা শানমেটোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রথল (Kidney and Bladder) ব্যবহারী পীড়ার প্রত্যেককালে ভীষণ যন্ত্রণার বহু নিশ্চিত প্রকাশ বা অন্যবিধ ভাবে শিশু ও বালকগণের শয্যা যুগে ও ঘনিক, যাতিক বা মেহপটিল যে কোন পীড়ার অকাল বার্তা দ্রুত করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন যন্ত্রের বলাধারন কার্যে শানমেটোর শক্তি অসাধারণ অভুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আফিং আদি কোন নেশার জিনিষ নাই। বাগক, বুদ্ধ সকলেরই নিকিয়ে ব্যবহাণ্য। জেনি-গুহেই শানমেটো খণ্ডা উচিত প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবহাণ্য থাকে। মূল্য প্রসি-শিশি ওল-সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

আমরাই শানমেটোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

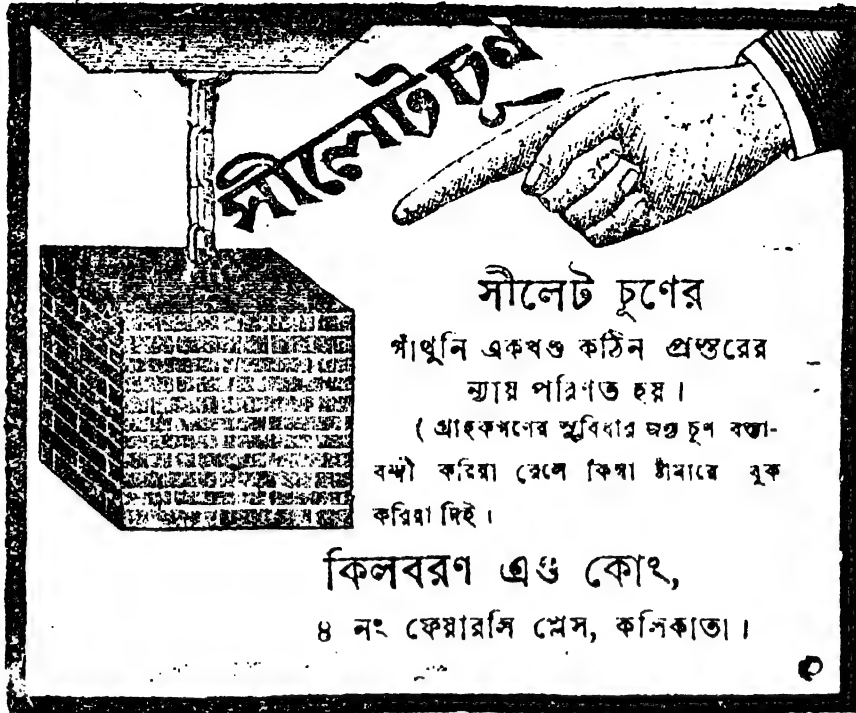
আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কাসিকল প্যাকেট উপরে দেখিয়া লইবেন।

অড চেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক, ইউ. এস. এ।

OD CHEM. CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A.

কাজের লোক, ১৭ নং অক্টোবর রাস্তার দের, বহুবাজার, কলিকাতা





**সীলট চুণের**  
পাঁথুনী একষণ্ড কঠিন প্রস্তরের  
ন্যায় পরিণত হয়।  
(আবক্ষণের সুবিধার জন্য চূণ বস্তা-  
বন্দী করিয়া রেলের কিম্বা গাভীরে বুক  
করিয়া দিই।)

**কিলবরণ এণ্ড কোং,**  
৪ নং ফেরারসি স্ট্রেস, কলিকাতা।

## ডাঃ বাটলিওয়ালার ঔষধ।

ভারতের সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল একজিবিসনে  
স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাটলিওয়ালার বালামুত, হৃৎকল শিওরের  
জনা-১/০।

বাটলিওয়ালার অলকিয়োরবাম, সর্প-প্রকায়  
শিরঃপিড়া আঘাতজনিত ও  
বহুপার জনা ১/০।

বাটলিওয়ালার টনিক পিল, রক্তাক্ততা ও  
হৃৎকলতার জনা ১/০।

বাটলিওয়ালার (কলেবোল) কলেবোর এক  
রক্তবিশোধের জনা ১/০।

বাটলিওয়ালার আসল কুইনাইন টেবলেট  
প্রত্যেক বোতল (১০০  
করিয়া) ১/০।

ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by  
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.

Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address :—

BATLIWALLA, WARLI Bombay

## স্ট্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও ALETRIS CORDIAL RIO

যাবতীয় স্ট্রীমোগ যথা বাধক, অতিরিক্ত, এবং হেতুপ্রসব, জরায়ুর দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির সমস্ত  
জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবহা করেন, কারণ স্ট্রীমোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।  
ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্বলতার উপদর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে তৎপ্রসাব্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী  
বালিকাগণের ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চা চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ  
সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রতারণিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্যতা দেখিয়া প্রতারকগণ ভাল করিতেছে। ক্রয়ের সময় লেবেলের উপর Rio  
Chemical Company, New York City U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিলি  
৩৫০ আনা মাত্র।

যে: রাইও কেমিক্যাল কোং,  
১৮৭০ সালে স্থাপিত।  
১২ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,  
আমেরিকা।

**RIO CHEMICAL COMPANY.**

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

কাছের লোক, কলিকাতা।

ম্যাগাজিনের  
মহোৎসব।

# জার্মানী

সর্বপ্রকার জার্মান  
মহোৎসব।

মূল্য ১০ আনা, ডজন ৫২ টাকা।

জরুরে বিজরুরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর হাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।

জার্মানী বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ।

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আব্র, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

THE

## London Directory

(Published Annually)

enables traders throughout the World to communicate direct with English

**MANUFACTURERS & DEALERS**

in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and Suburbs, it contains lists of

**EXPORT MERCHANTS**

with the goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply ; also

**PROVINCIAL TRADE NOTICES**

of leading Manufacturers, Merchants, etc., in the principal Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom.

Business Cards of Merchants and Dealers seeking

**BRITISH AGENCIES**

can now be printed under each trade in which they are interested at a cost of £1 for each trade heading. Larger advertisements from £3 to £12.

A copy of the directory will be sent by post on receipt of postal orders for £1 10/-0.

**THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,**

25, Abchurch Lane, London, E. C. 4.

কমলা মধু।

শ্রীহট্ট দেশীয় কমলা বাগানের মৌচাক হইতে সংগৃহীত খাঁটি কমলা মধু যিনি একবার খাইয়াছেন তিনি জীবনে তাহা ভুলিতে পারেন না। মহারাজা, রাজা, উকীল, ব্যারিষ্টার, জমিদার ও ধনী বড় লোককে আমরা ঐ মধু সরবরাহ করিয়া আসিতেছি। সাধারণতঃ এক পাউণ্ড টিন মধুর মূল্য ১২ একটাকা। অর্ধমণ কি ততোধিক পরিমাণ একত্রে লইতে চাহিলে পত্র লিখিয়া দর অবগত হউন। অবিলম্বে চাহিলে প্রতি অর্ধমণের ক্ষুদ্র অগ্রিম ২০/- কুড়ি টাকা পাঠাইতে হইবে। মায় খরচ অবশিষ্ট মূল্য ত্রি-পিতে আদায় করা হইবে।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং  
হুদাম গঙ্গা, শ্রীহট্ট,

অভাবনীর সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত ৫০ টি সেট

## “কাজের লোক”

২৭ টাকায় মূল্য মাত্র ১২।০ টাকা।

আমরা কিহু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মতব্য দেখুন।

“Kajer-Loke” or Businessman—  
is replete with useful articles on art and industry.

Indian Empire.

“Contains interesting articles on trade and speculation.”

Indian Daily News.

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture

Bengalee.

“A special and healthy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartily wish our contemporary all success in his noble endeavours.

The Indian Nation.

“The Businessman” is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike.”

Telegraph.

“There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading “Kajerloke.”

Gardeners Magazine.

“কাজের লোকের” বিস্তৃত সমালোচনা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বাহার প্রতি প্রবন্ধই এক্ষণ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আত্মপাশ পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকা-খাসির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।” যশোহর।

“মত্যা বলিতে কি, এক্ষণ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্বদা যত্নে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ নহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্বদা সূক্ষিত হয়।” সমর।

“আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া বৎসরোনাতি আনন্দিত হইবাছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেহেতু সারসংক্ষেপ, সেইহেতুই উপযোগী।” বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সকলকর্তাই নির্বিঘ্নর অনেকই ব্যবসায়ী বিষয় লোভা অর্থাৎ সুযোগ্যতবে ব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহার কার্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এক্ষণ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি “কাজের লোক” পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হইয়া যায়

দৈনিকচক্রিক।

“আমরা ‘কাজের লোক’ পাঠে সন্তুষ্ট হইবাছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে, ইহার দ্বারিত্ব ও উন্নতি কামনা করি।”

পুলমাঝারী।

“কাজের লোক” গ্রন্থই পাঠ করা কর্তব্য।”

যেচিনী বাহুব।

এক্সন নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। “কাজের লোক” পত্রিলে সাক্ষরিকই কাজে প্রকৃতি আছে, ব্যক্তিগত সন্ধিত সংশোধনের ইচ্ছা বন্দনতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি সরিষা, অল্পবিত্ত, সীমাবদ্ধ গ্রন্থ এবং উপায়চীম “বেঙ্গলিয়ার” বহু।

জ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী বাগাতে চাকুরীর মারা কাটাছিন্ন ব্যবসায় বাণিজ্য শিকা করে, বাঙ্গালী বাগাতে বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রভৃতির প্রণালী, নিজের পরিচর প্রকৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালার এ প্রকার মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা “চিত্তবাহী”, “বঙ্গ-বাহী”, “বঙ্গবন্ধু”, এবং অজ্ঞাত অসংখ্য সংবাদপত্রও কৃষোদী প্রনোদা করিয়াছেন, তাহাদের বিষয়, দানাদ্রাবণতঃ সকলকর্তাই খিতে পারিষ্য না।

কাজের মোক, কলিকাতা ।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

**শ্রী উপেন্দ্র কৃষ্ণ নাগ,**

১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

**ঐলোপ্যাথিক বিভাগ ।**

আসি বিলাতের প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে ঐলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেন্ট ঔষধ, বহু ও অন্যান্য, সুপরিষ্কার ইত্যাদি আমদানী করাইয়া বখাসমূল্যে বিক্রয় করি। মকঃবলের অর্ডারসম্মারিক মাল অতি সত্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয় ।

**হোমিওপ্যাথিক বিভাগ ।**

(অন্যান্য নহে) বিত্তম আমেরিকান ঔষধ টিউব শিলিচে প্রতি ড্রাম / ৫ ও / ১০ । কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বহু ঔষধ কোঠা কোঠা বহু ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিলি বহাক্রমে ২, ৩, ৩০, ৫০, ৬০ ও ১১০ । সুদার মোবিটন পিল, কর্ক ইত্যাদিও মূল্যে । মকঃবলের মাল অতি সত্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয় ।

**ঘোষ এণ্ড সন্স,**

**জুয়েলার্স, ষডি ও চসমা বিক্রেতা,**

টেলিফোন নং ২৫১৭ ।

১৬৮১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, চেম্বে আফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হ্যারিসন রোড ।

শিলি মোশার প্রস্তুত চিকী, চেন, পার্শী ও ইহুদী মাকড়ী, কানকুল, নাককুল ইত্যাদি অতি সুন্দর বহুনা বিক্রয়ার প্রস্তুত আছে । ঘোড়কামি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর বহুনা "বন্দে মাতরম" "সুখে থাক ইত্যাদি সেবা প্রোচ প্রস্তুত আছে । আমরা সকল রকম রুক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চসমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি । পরীক্ষা প্রার্থনীয় । ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন ।

দেশীয় ছাপার

**বগলী**

ব্যবহার করুন ।

সবুজ সংবাদপত্রে ক্রয়নী প্রকাশিত পোষ্টকার্ড লিখিলেই আমাদের এতিনিধি গৃহীত নমুনাদি দেখাইয়া আসিবেন । অল্পই লিখুন ।

মেঃ হাস ওল্ড এণ্ড সন্স,

ইন্ড ন্যাশনালিটিয়ারি,

৩৩ নং চককডাল রোড, কলিকাতা ।

**অতি সুলভে ছাপার কাজ ।**

- ১। রুক খোদাই, ইলেক্ট্রো রুক, জিত, হাপটোন রুক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই ।
- ২। সকল সকম ছাপার কাজ, চেক দাপিনা, পুস্তক, মেটার চেডিং, শ্রীতি উপহার, শো-কার্ড, মাকার্ড, প্রভৃতি অতি সত্বরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই ।
- ৩। বিবাহের অতি সুন্দর শ্রীতি উপহার মাল কবিতা পর্যায়লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই । কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে । বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয় ।

হাসেনকার

"কাজের মোক"

১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রীট, কলিকাতা ।

১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত

## কাজের লোক।

অপূর্ব সুযোগ—২৭ টাকারস্থলে ১২৯০ সাড়ে বার টাকায় বিক্রয় হইতেছে। যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও ইচ্ছা হয় তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে। ১০ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল প্রস্তাবের হুচীপত্র পাঠান যায়, হুচীপত্র পাইলে না লইয়া থাক। শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পত্র লিখুন।

মাননোজ্ঞার “কাজের লোক”

১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রিট, বহুবাজার কলিকাতা।

## শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং ইকনমিক ফার্মেসী।

### হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড অফিস—৮৩ নং ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—২ নং বনফিল্ড লেন, ১৬২ নং বহুবাজার স্ট্রিট, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, ৩১২ নং রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ঢাকা ও কুমিল্লা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব শিশিতে ড্রাম ১/১০ ও ১/১৫ পরস।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাস্ক, ফোঁটা-ফেলা যন্ত্র ও পুস্তকসহ—১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২১০, ৩১০, ৪১০, ৫১০ ও ১২১০ টাকা। ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, গ্লোবিউল্‌স, পিলিউল্‌স ইত্যাদিও জুলভ।

- ১। পারিবারিক চিকিৎসা—২ম সংস্করণ; সচিত্র পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত; কাপড়ে বাধান মূল্য ১১০।
- ২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাধান মূল্য ৮০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকারী।
- ৩। ওলাউঠাতন্ত্র ও চিকিৎসা—প্র্যাকটিস ও মেটিরিয়া-মেডিকা; কাপড়ে বাধান মূল্য ৮০ আনা।
- ৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ; মূল্য ১০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকারী।
- ৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও কার্মাকোপিয়া; ৪র্থ সংস্করণ; কাপড়ে বাধান মূল্য ১১০ টাকা।
- ৬। ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—স্বহৃৎ মেটিরিয়া-মেডিকা, ২ খণ্ডে সমাপ্ত; কাপড়ে বাধান মূল্য ৭১০ টাকা।
- ৭। জননেদ্রিয়ের পীড়া। (উপদংশ প্রমেহ প্রকৃতি রতিজরোগ সম্বলিত)—মূল্য ৮০ আনা।
- ৮। ব্যবসায়ী—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত; ৩য় সংস্করণ; কাপড়ে বাধান মূল্য ৮০ আনা।

আমাদের এলোপ্যাথিক স্টোর—১০ নং বনফিল্ডস লেন, কলিকাতা।

বিলাতী ঔষধাদি বিলাত হইতে একাইক আমদানী; মূল্য যথাসম্ভব জুলভ, অতি তৎপরতাসহ দ্রব্যাদি সরবরাহ।

কাজের লোক, কলিকাতা।

## ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



১০ বৎসর পূর্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত। আজিও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই প্রখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সকলে খারাপ করেন না। ইহার স্বর অত্যন্ত সুধূ। শুধু তুলনায় ইহার দৃষ্টি অতি অল্প।

০ অক্টেভ, একসেট বীড, ৩ বা ৪ টপ মূল্য ১৪৮

ঐ দুই সেট বীড, ৪ বা ৫ টপ মূল্য ৩৬ ৩ ৫০

দক্ষিণাবাহু প্রদত্ত হারমোনিয়ম শিকা, মূল্য

সদীভাচার্য্য প্রদর্শনিকা প্রদত্ত নতুন পুস্তক সরল হারমোনিয়ম শিকা মূল্য

Write for Illustrated Catalogue.

**DWARKIN AND SON**  
**No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.**

নতুন গ্রাহকের সুযোগ।

নতুন গ্রাহক যাহাই কাজের লোকের মূল্য ২৫০ এবং মাত্র ১০ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩১ মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। যত্নে লিখি: পি: ও ডাকমাওল নতুন লাগিবে। যানেজার, কাজের লোক।

### EUROPEAN AGENCY.

**WHOLESALE** buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery, Boots, Shoes and Leather, Chemicals and Druggists' Sundries, China, Earthenware and Glassware, Cycles, Motor Cars and Accessories, Drapery, Millinery and piece Goods, Fancy Goods and perfumery, Hardware, Machinery and Metals, Jewellery, Plate and Watches, Photographic and Optical Goods, Provisions and Oilmen's Stores, etc., etc.

Commission 2½% to 5%.

Trade Discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from £10 upwards.

Consignments of Produce Sold on Account.

**WILLIAM WILSON & SONS**

(Established 1814).

25, Abchurch Lane, London, E.C.

Address: "ANNWAIR, LONDON."

### বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্থান পরিবর্তন।

সেবাস নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স ১ নং বেকিং স্ট্রিট হইতে ৮১২ নং বেকিং স্ট্রিট বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছেন। লালবাজার চৌমখার মোড় হইতে বাম ধারের ফুটপাথের উপর ৫১৬ খানা মাত্র বাড়ী পরেই দেখিতে পাইবেন। মোড় হইতে অতি নিকটেই।

### উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন্ করা কার্টের প্রস্তুত—সুমনয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা স্বর বাজা—যাহা হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটি স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অন্যত্র যাইবেন। ১ সেট্ রিড্‌বুক ১৫০, ২০০ এবং ২৫০। ২ সেট্ রিড্‌বুক ২৫০, ২৭৫, ৩০০, ৩৫০, ৪০০, ৫০০ এবং তদুচ্চ মূল্যের সর্বদাই বিক্রয়ার্থে আছে।

গ্রামোফোন এবং বিবিধ নতুন রেকর্ড—আবু হোসেন পালা ১০ খানা রেকর্ড সম্পূর্ণ ৩২৪০ টাকা, ডিসমিস ৪ খানা রেকর্ড (ডবল সাইডেড) ১০০ এডভান্স অসংখ্য সুগায়ক গায়িকার বাহা বাহা গান রাখাই আমাদের বিশেষত্ব। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুরের জন্য ২ বৎসর গারান্টি দেওয়া হয়।

নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

৮১২ নং বেকিং স্ট্রিট, (লালবাজারের মোড় হইতে দক্ষিণ দিকে বাম ফুটপাথে) কলিকাতা।

# KEATING'S INSECT POWDER.

## কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীটনষ্টকরবার ঔষধ

### মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, দিষ্টান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে, ইহা অপ্রত্যাশ্য নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূলা-বান পতুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লন্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত “কিটিংস পাউডার” মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরীক্ষণ, কিন্তু কীটজাতেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

### সাবধান !

অনেক প্রত্যাক ছারপোকায় ঔষধ বলিয়া ঠিকার, যেন কিটিংস সাহেবের দ্বন্দ্বের দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কোটার কিটিং সাহেবের দ্বন্দ্বের থাকে।

### মূল্যাদি।

বড় শিশি ১০/০

মাঝারী ১০/০

ছোট ১০

ডাকবাংল, ভিঃ পিঃ হজ্জার।

কিটিংসের কক লন্ড্রেঞ্জেল—সর্বপ্রকার সর্দি কাশীর অমোদ ঔষধ ৫০/০।

কিটিংসের বনবন—সর্বপ্রকার জ্বিনিগণ্ড মিঠাই মূল্য ৫০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

৭নং বোম্বেলিন্দ লেন, কলিকাতা।



## কে চৌধুরী—ব্রহ্মাক কালীর বড়ী।

বোতল কালী ও কালির পাউডার বাচুন।

আমরা নানাবিধ অতি উৎকৃষ্ট লিপিবদ্ধ কালি সহরে ও সকলস্থলে বিক্রয় করিতেছি। অন্যান্য কালি হইতে আমাদের কালি ভাল অর্থাৎ সুন্দর। আমাদের কালিতে লিপিতে কলমে মরিচা ধরে না। কাগজ চপিয়া যায় না। অক্ষরগুলি উজ্জ্বল ও স্থায়ী রং বিশিষ্ট হয়। বড়ি কালির একটি বড়িতে এক দোয়াত ব্রহ্মাক কালি হয়। স্কুলের ছাত্রগণ ও সর্বসাধারণ তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেছেন। কুশের মাটির এজেন্ট হইতে চাহিলে উপযুক্ত কমিশনে কালির এজেন্সী দিয়া থাকি।

কালির বড়ী একশত ১২  
বোতলকালী ১২২ প্রতি বোতল ৮০ ২মং ৮০

এজেন্টগণের সহিত পৃথক ব্যবসাস কর  
হয়। সর্বত্র আমাদের কালির এজেন্ট  
১০ খুঁজিয়া টিকিটসহ পত্র লিখুন।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং, প্রসাদগঞ্জ, শ্রীহট।

## প্রত্যেক দূরদর্শীকে



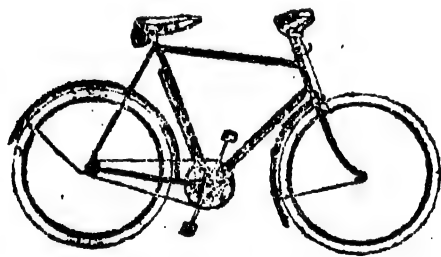
অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বস্তু ঐযথ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিভাগ—টাইকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাকেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, বায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এল; নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; কীরোর প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি সুচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিভাগতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। সুশ্রুতে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই চঃখ।

আমাদের মালমিটার ৮০; ১—১২ প্রতি ছান ১০, ৩০ ক্রম পর্যন্ত ৮০; ইহার কনে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কমিউনিটি,

৩০ নং হ্যারিসন রোড, কলেজ স্ট্রীট অংশে, লোক:—৪৫ নং ওয়েলসলি স্ট্রীট, কলিকাতা।



প্রত্যেক কালের লোকেরই সাইকেল আবশ্যক। যেহেতুক অল্প সময়ে অধিক কাজ করার দরকার। কালেরলোক মালেরই যে ইহা স্বর্কপ্রথম আবশ্যক, ইহা বলাই নিশ্চয়। আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল উৎকর্ষ সর্বসম সর্বদা পাওয়া যায়। ছই পয়সার টিকিটসহ, পত্র লিখিলেই সাইকেল ক্যাটালগ পাঠান হয়।

## স্যাণ্ডোর

## স্পিণ্ড ডাব্লেস



টেরিস গ্রিপ, ও চেই-  
একপাতার দ্বারা  
নিয়ম মত ব্যায়াম  
করিলে সুস্থ, সবল ও  
নীরোগি হওয়া হয়,  
ইহা প্রথম সত্য। স্টু-  
বল খেলার আমোদ  
কাহাকেও বলিতে  
হইবে না। ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি  
ইত্যাদি খেলার যাবতীয় জিনিষ সুশ্রুতে নিম্ন-  
লিখিত ঠিকানায় সর্বদা প্রচুর পাইবেন।  
মূল্য তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠান যায়।



যদি ঘরে বসিয়া বিপ্লব সাধক ব্যক্তি-  
দিগের মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিস্তৃত  
আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একটি  
কমের গান রাখুন, ১২ পানি উৎকৃষ্ট গানসহ  
একটি উৎকৃষ্ট কমের দাম ৬০০ টাকা মাত্র।  
দীর্ঘদিনের প্রমোজন আছে, তাহার্য্য নথি  
অগ্রগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের  
নিকট লিপিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রদ  
মানে নতুন রেকর্ডের তালিকা বৎসর  
তালিকাকে পাঠাইতে পারি।

হোম এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

# স্বাস্থ্য-পুস্তক ।

## বিনামূল্যে বিতরণ ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুঃ কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম যথাযথরূপে পালনের উপর নিষ্ঠার নির্ভর করিতেছে। এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্য-শুভী করিবে।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক খরচার প্রেরিত হয়।

## আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা ।

অত্যধিক বা অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবনের কলে জননেন্দ্রিয়ের যে কোন প্রকারেই ক্ষীড়া হউক না কেন, উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দোষ ঔষধ। এই বটিকা বম্বদোষ ও অনিচ্ছার তরুণাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জীবিত করে, সুখ-বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য হ্রাস করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, সুবস, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ, প্রদর ও রক্তস্রাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজবিনী করে। সংসার-সুখ-সন্তোষ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ যথেষ্ট সহায়তা করে।

মূল্য ৩২ বটিকার কোটা ১ টাকার।

## কাসাস্তক

এই-বটিকার নাম বেরুপ ইহার গুণও সেতুপ। ইহা বম্বা, কফ, হাঁপানী, শরতঙ্গ, গলা বৃন্দুস প্রভৃতি ও ফুস-ফুসের ও শ্বাস যন্ত্রের অত্যন্ত সর্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ। যখন ইহা কফ, বম্বা প্রভৃতি রোগের অন্তক বরুপ, তখন সামান্য সর্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখা বাহ্য মাত্র।

মূল্য ৫০ বটিকার কোটা ১ টাকার।

## হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির হ্রাস্ত্র। যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেখনে অচিরেই আরোগ্য হইবে।

মূল্য ১ পিপি ১ টাকার।

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা ঔষধালয় ১—১১১১ বড়বাজার, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা।

Registered No. C. 421.

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

## কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গাহস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১৩শ বর্ষ।

New Series

নব পর্যায়।

Vol. XIII

২য় সংখ্যা।

February 1919.

ফেব্রুয়ারি ১৯১৯।

No. 2

প্রিয় গ্রাহক মহোদয়গণ! আমার বাস্তবিক ইওয়া 'কাজের লোক' নিরমিত সময়ে বাহির হইতে দিলখ ঘটতেছে। এই কতীক জ্ঞান কমা করিতে হইবে, যখন উপদানের কতগুলি পূর্ণজীবনলাভ করিয়া পুনরায় কায়া ভাব গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছি, তখন অবিলম্বেই এই ক্রটি সংশোধন করিয়া লইতে পারিব।

আমার অল্পবয়সে জ্ঞান অনেক কায়েদি নিশ্চয়লা ঘটয়াছে। যদি গতবর্ষেই কোন সংখ্যা "কাজের লোক" অপ্রাপ্তি ঘটয়া থাকে, তাহা আমাকে লিপিলে অবিলম্বে আমি সেই সংখ্যা পাঠাইয়া দিব। সনত্ত সংখ্যা একত্রে বাস্কাইয়া পুস্তকাকারে পরিণত হইলে তখন আর দিতে পারা যাইবে না। তখন এক সংখ্যার জ্ঞান পূর্ণ পুস্তকখানিই লইতে হইবে ইহা অবশ্যই স্বরণ রাখিবেন।

একান্ত বশব্দ—

"কাজের লোক" সম্পাদক।

### Notes of Interest আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়।

বাস্তবিক বাবে নবীন সম্মান—কতগুলি খোদগা করিয়াছেন, যুবদানের মেজর শৈলেন্দ্র নাথ বসু মেসোপোটেমিয়া বণাঞ্জে বিশেষ শৌখ্য প্রদানের প্রস্তাববাক্যে বাস্কাইয়া খেতাব লাভ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি অর্ডার অব নিষ্টা হী ওনার অস্তিত্ব হইলেন। আমরা এই সংবাদে আনন্দিত হইলাম।

গম আমদানী—ভারতে গমের দাম অত্যন্ত চড়িয়াছে, এ জ্ঞান ভারত গবরমেণ্ট অট্টেলিয়া হইতে ২০ গম কিনিয়া ভারতে আনাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গত শনিবার গবরমেণ্টের এই কেনা গমের প্রথম ফেপ গম কলিকাতায় পৌঁছিয়াছে। "লিডমুডেল" জাহাজে ৩২৫ টন (এক টন প্রায় সাতাশ মণ)

গম ফিদিবপুর ত্তকে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পাচু পাচু আরও গম বোকাই জাহাজ আসি-তেছে। আশা করি, এইবার ভারতের গমের বাজার নবম হইবে।

উড়োকলে আবক নষ্ট।—এরোপেন বা উড়োকলে বৈবার বৃষ্টি হিন্দু মুসলমানের আবক নষ্ট হয়। সহযোগী "বাস্তবিক" লিখিয়াছেন,

লক্ষী নগরে দেপিতোক্ত, ভদ্রমহিলাদিগের আবক রক্ষা করা শব্দই হইয়া উঠিয়াছে। তইখানা উড়োকলে লক্ষী নগরের গড়ের মাঠে আছে। এই তইখানা এরোপেন সকাল ও সন্ধ্যায় অনবরত নগরের উপর উড়িয়া বেড়াইতেছে। লক্ষী নগরের মহিলাগণ ছাদের উপরে থাইয়া ঘান করেন। ঠিক তাঁহাদের ঘানের সময়ে এরোপেন আকাশে উড়িয়া বেড়ায়! ইহার প্রতিবধান করা প্রয়োজন। হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির পক্ষাই মর্যাদার আবরণ, সে

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১।০ টাকা লইব।

ফেব্রুয়ারি—১

আবরণ, ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিলে উভয় সম্প্রদায় চটয়া লাগল হইবে। ‘এম্পায়ার’ ঠাট্টা করিয়াছেন, পরন্তু মেম সাহেবদের গোসলখানায় উকি মারিলে তোমরা সহিতে পার কি? এই সব কাণ্ডজ্ঞানহীন লেখকের লেখায় বত মনোমালিঙ্গ ঘটে, এত আর কিছুতে হয় না। জিজ্ঞাসা করি, নগরের উপর এত ঘন ঘন এরোপ্লেন উড়াইবার প্রয়োজনই বা কি?

আমরা বর্ণে বর্ণে সহযোগীর কথা সমর্থন করি। পূর্বীর সমুদ্রে মেমেরা অন্ধ উপদ্রব অবস্থায় ঘন করে বলিয়া কালী আদমীর চলাচল নিষিদ্ধ হইয়াছিল। সে নজীরে একপ ভাবে উড়োকল উড়ান নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

সতীদাহ—আগরা ও অযোধ্যা যুক্ত প্রদেশে বান্দা জেলার বাড়াগা গ্রামে এক হিন্দু দম্পতি বাস করিত। গত ১১ই নভেম্বর তারিখে স্বামীর মৃত্যু হয়। তাহার মৃতদেহ যখন দাহ করিবার জন্ত অশ্রানে লইয়া যাওয়া হইল, তখন তাহার স্ত্রীও সহমরণে ঘাইবে বলিল। সহমরণোচিত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া এই সাধবী রমণী মৃত্যুগীত করিয়া স্বামীর মৃতদেহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘাইতে লাগিল। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিবার জন্ত গ্রামস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা অশ্রানের দিকে ছুটিল। চোকীদারও ছুটিল, কিন্তু অশ্রানের দিকে নয়—থানার দিকে। এদিকে মহাসমা-রোহে চিত্তা প্রস্তুত হইল। স্বামীকে চিত্রায় শায়িত করা হইল। সতী দুইবার চিত্তা প্রদক্ষিণ করিয়া স্বামীর পাশে চিত্রায় শয়ন করিলেন, দাঁউ দাঁউ চিত্তানল জ্বলিল। জীবিত ও মৃত এক চিত্রায় ভস্মীভূত হইল। পুলিশ আসিল। তখন সব দূরাটয়াছে। অমর দম্পতি অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। পুলিশ সাহায্যকারী বলিয়া কয়েকজন লোককে

গ্রেপ্তার করিল। বিচারে কয়েক জনের কারাদণ্ড হইয়াছে।

বিবাক্ত কালী—“বেঙ্গলী”তে একজন লিখিয়াছেন যে, আজকালকার কেরানী ও ছাত্রদের নাপাখরা, মায়ুদোঙ্গলা প্রভৃতি রোগের জন্ত লিখিবার কালী অনেকটা দোষী। আজকালকার লিখিবার কালীতে এক প্রকার বিবাক্ত এসিড আছে। যদি এই বিবাক্ত কালীর অতি অল্প মাত্রাও কোন রকম করিয়া শরীরে প্রবেশ কবে, তাহা হইলে ঐ সকল রোগের উৎপত্তি হইয়া শরীরের স্বাস্থ্য ভঙ্গ করে। বাহারী সকল লেখার কাজ করে, তাহাদের শরীরে কালী প্রবেশ করিবেই, তাহা হইলেই আস্তে আস্তে শরীরের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবেই। “বেঙ্গলী”র লেখকের কথা সমূলক কিনা, আশা করি বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারগণ তাহার পরীক্ষা করিয়া সাধারণে প্রচার করিবেন। গবর্ণমেন্টও বিশেষজ্ঞের দ্বারা ইহার পরীক্ষা করান। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহার প্রতিকার সন্ধান করা গবর্ণমেন্টের উচিত। হায়! আমাদের সে কালের বিনামূল্যের বচকাল স্বাস্থ্য যুদ্ধের নির্দোষ কালীও পবিবর্তে আজ এই সব বহু মূল্য বিবাক্ত কালী ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া স্বাস্থ্য হারাইতে বসিলেন। এদিকে তেল, ঘি ওষু প্রভৃতি যাবতীয় বাদ্য দ্রব্যো ভেজাল, ওদিকে মফস্বলে সুপেয় পানীর জলের অভাব, সে দিকে বেলের দাঁধ প্রভৃতিতে জলনিকাশ পথরোধের ফলে মাংসোৎপাদ প্রভৃতি রোগে দেশ উৎসন্ন, চর্ম্মল্যভায় পেটে ভাত নাই, পরণে কাপড় নাই, বোগে ভ্রম নাই, তাহার উপর যদি আবার লিখিবার কালীতে বিষ লেখকের শরীরে সংক্রামিত হইয়া শরীর নষ্ট করে, তাহা হইলে বল না তারা দাঁড়াই কোথা? বঙ্গবাসী।

## রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা।

গত শুক্রবার অপরাহ্নে কলিকাতা নগরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ‘শিক্ষা’ বিষয়ে এক সুচিন্তিত সুদীর্ঘ ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করেন। ভারতবর্ষে কিরূপ শিক্ষার আয়োজন হইলে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে ভারতবাসী আপনাব দেয় প্রদান করিয়া মগোবনে সমগ্র জ্ঞানের আদান-প্রদান কারিতে পারেন, কবির স্বকোশলে নানা দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া উহা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—প্রত্যেক জাতির নিজস্ব কর্তব্য আছে। তাহাকে আপনাব চিত্ত প্রদীপ অনিচ্ছায় রাখিবার জন্ত সতত প্রচেষ্টা রাখিতে হইবে। যে জাতি আপনাব জ্ঞানবৃত্তিকা নিভাইয়া ফেলিলেন; বিশ্বযুদ্ধে তাহার কোন আসন থাকিবে না। যে জাতির স্বকীয় জ্ঞান প্রদীপ নাই, সেট জাতির পরম দুঃভাগ্য। আবার সেই জাতি অধিকতর দুঃভাগ্য, যে জাতি আপন ঘরের জ্ঞান বৃত্তিকার খবরই জানে না।

ভারতবর্ষ।

ভারতবর্ষে স্বকীয় দর্শন বিজ্ঞান আছে। স্বকীয় জ্ঞান রাখির শুভালােকে ভারতবর্ষ জীবনের যাবৎ রহস্য আলোচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষ আপনাব জ্ঞানবলে সত্যকে দেখিয়াছেন, বুঝিয়াছেন, চিনিয়া লইয়াছেন। যে ধীশক্তির প্রভাবে ভারতবর্ষ সত্যকে প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতের শিক্ষা ঐ ধী বিকাশের অন্তর্কুল করিতে হইবে। এই দেশে এমন শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে যে, সেট শিক্ষার দ্বারা ভারতবর্ষ যেখানে যে সত্য পাইবেন, তাহা আপন ভাবে প্রকাশ করিতে পারিবে। মনের এমন বিকাশের জন্ত সুশিক্ষকের নিকট যথোচিত উৎকৃষ্ট শিক্ষা পাওয়া আবশ্যক।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত /০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

### আদান প্রদান।

শুলিকার জন্ম ভারতের বিক্ষিপ্ত ধীমান-দিগকে একই শিক্ষাকেন্দ্রে মিলিত করিতে হইবে। এইরূপ সম্মিলন যখন সত্তা হইবে, তখন ভারতবর্ষ এক হস্তে জ্ঞান যেমন বিতরণ করিবেন, অপর হস্তে তেমনই গ্রহণ করিবেন। আমাদের হস্ত যেমন পাইবার জন্ম, তেমন দিবার জন্মও প্রস্তুত থাকিবে।

### বিশ্ববিজ্ঞালয়।

বিশ্ববিজ্ঞালয়ের প্রথম ও প্রধান কত্তব্য শিক্ষার পরিবেষ্টন সৃষ্টি করা। সুবিদ্যুৎ সুধীরা একস্থলে মিলিত হইবেন; সেখানে জ্ঞানের এমন উৎস সৃষ্টি হইবে যে, উহা হইতে বিভিন্ন জ্ঞানের রসধারা আপনি উৎসারিত হইয়া উঠিবে। শিক্ষাতর যদি দেশের মৃত্তিকা হেদ করিয়া সজীব ও স্বাভাবিক রূপে বর্জিত হয়, তাহা হইলেই এই বনস্পতি ফলদান করিতে পারে। সঞ্জীবনী।

## অস্ত্র আইন সম্বন্ধে সরকারী প্রস্তাব।

অস্ত্র আইন বিরূপভাবে পরিবর্তিত হওয়া উচিত, ভারত গবর্ণমেন্ট কিছুকাল যাবৎ উহা আলোচনা করিতেছিলেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কতিপয় সরকারী ও বেসরকারী সদস্য দ্বারা গঠিত এক কমিটি উহা আলোচনা করিয়াছেন। সেই কমিটির রিপোর্ট মতে ভারত গবর্ণমেন্ট নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি সাধারণের অবগতির জন্ম প্রকাশ করিয়াছেন—

১। ব্রহ্মদেশ, পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ভিন্ন আর কোন স্থলে আগ্নেয় অস্ত্র ভিন্ন অপর অস্ত্র এবং অতি প্রাচীন ধরনের আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহারে কোন বাধা থাকিবে না। বিশেষ কোন স্থলে প্রাদেশিক

গবর্ণমেন্ট শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্ম এই সকল অস্ত্র ব্যবহারে বাধা দিতে পারিবেন।

২। ইংরেজ অস্ত্র রাখিতে পারিবে, ভারতবাসী পারিবেনা এইরূপ বৈধম্য উঠাইয়া দেওয়া হইবে। তবে যাহাদের উপর অস্ত্র আইনের বাধা থাকিবে না, তাহাদের নাম তালিকায় ভুক্ত থাকিবে।

৩। এই সকল ব্যক্তিকে তাহাদের অস্ত্র রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে না। তবে ভারত গবর্ণমেন্ট এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের হাতে এই ক্ষমতা থাকিবে যে, তাহারা ইচ্ছা করিলে রাইফেল, রিভলবার এবং পিস্তল রেজিষ্ট্রী করিতে বলিতে পারিবেন।

৪। যে সকল ভূম্যধিকারীর সহচরণ এখন অস্ত্র আইন হইতে মুক্ত আছেন, এখন হইতে তাহারা নির্দিষ্ট সংখ্যক অস্ত্র ব্যবহারে সীমাবদ্ধ হইবেন। তাহাদের নির্দিষ্ট অস্ত্র বৎসর অন্তর রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিত্ব রাইফেল ব্যবহারে লাইসেন্স পাইতে পারিবেন।

১। গবর্ণমেন্টের উপাধিপ্রাপ্ত, কেইজারী হিন্দু মেডেল বা সরকারী সম্মানের প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত।

২। ব্যবস্থাপক সভায় ভূতপূর্ব বা অধুনাতন সদস্য।

৩। পথকর বা পাবলিক ওয়ার্কস কর ২৫০ টাকার বেশী দেন।

৪। যিনি ৩ বৎসর যাবৎ ন্যূনকমে ৩ সহস্র টাকা আয়ের উপর আয় কত দিতেছেন।

৫। ২৫০ টাকা ও উক্ত বেতনের সরকারী আমলা।

৬। জল, স্থল, সৈন্য বিভাগের কমিশন।

৭। যাহারা সরকারী চাকরীকালে ৫ ও ৬ দফা ভুক্ত ছিলেন, তাহারা পেন্সন প্রাপ্ত হইলেও উক্ত অধিকার পাইবেন।

৮। যাহারা এতকাল লাইসেন্স পাইয়াছেন, কিন্তু এখন এই সকল নিয়মের মধ্যে পড়েন না।

### আবার ইন্ফলুয়েঞ্জা।

বাংলায় আনিটারি কমিশনার ডাক্তার বেটলী আবার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন যে, বাংলায় ইন্ফলুয়েঞ্জা মহামারী আবার এক দফা অতি ভয়ঙ্কর ভাবে দেখা দিবে—ইহাই নাকি শেষ কামড়। এই কামড়ে আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে?

বাংলায় আনিটারি কমিশনার ডাক্তার বেটলী এই উপদেশ দিয়াছেন যে, যখনই কোন স্থানে ইন্ফলুয়েঞ্জা আরম্ভ হইবে, তখনই প্রতিদিন তিনবার দারচিনির তৈল চুই কোঁটা, গরমজলের সহিত মিশাইয়া সেখন করিলে উহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়াব সম্ভাবনা আছে। রোগীরা যত, কক্ষ এমন কি নিশ্বাস হইতে এই রোগ হইতে পারে। বোধিকে পৃথক বাখা উচিত। শুশ্রূষা কারীরা নাক ও মুখ কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রোগীর সেবা করিলে রোগাক্রান্ত না হইতে পারে।

লণ্ডন হইতে নিউজিলাণ্ড ১০০০০ মাইল ব্যবধান। একজন প্রসিদ্ধ লোক বলিয়াছেন, বর্তমান বৎসরের মধ্যেই এমন টেলিফোন বদান হইবে যে, লণ্ডনে বসিয়া নিউজিলাণ্ডের লোকের সহিত আলাপ করা হইবে।

আমেরিকার আজর্ভি হোটেল এক সময়ে চীন আগ্রবণের দেশ ছিল, এখন আমেরিকা উহার স্থান অধিকার করিয়াছে। সম্প্রতি নিউইয়র্ক নগরে পেনিসেলভেনিয়া হোটেল নামে এক হোটেল নির্মিত হইয়াছে।

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্যন্ত অর্ধ মূল্য লওয়া হইবে।

ইহা এক বিরাট বাণীয়ার। আমরা এদেশে অত্যাধিক ৪ বা ৫ তলা বাঁটা দেখিয়াছি। কিন্তু এ হোটেলের ২৭ তলা! তথাপি নামা উঠার কোন কষ্ট নাই, কলে বিনা শ্রমে নামা উঠা হয়। হোটেলের কর্মচারীর সংখ্যা ২,৩০০। তাহাদের বেতনে বাৎসরিক ৩৯ লক্ষ টাকা পড়ে। আমাদের দেশে এত বড় ভূমিদারও কচিং দৃষ্ট হয়।

হোটেল ২, ২০০ শয়ন গৃহ আছে, তাহাদের প্রত্যেকের সহিত স্বতন্ত্র স্নানের ঘর ও পাঠ খানা সংযুক্ত। প্রতি গৃহের ধারে একটি একটি বড় বাগান লাগান আছে, তাহা ঘরের ভিতর ও বাহির উভয় দিক দিয়া গোলা যায়। অভ্যাগত ব্যক্তি, তাহার কাপড় জুতা প্রভৃতি পরিকাষের প্রয়োজন হইলে, গৃহের দ্বার না খুলিয়া কাহাকেও না ডাকিয়া ঐ বাগের ভিতর রাখিয়া দেয়, হোটেলের চাকর বাহির হইতে তাহা লইয়া গিয়া কার্য্য সমাপন হইলে পুনরায় সেই বাগে রাখিয়া যায়। অভ্যাগতের আহারের দ্রব্য সকলও বাহির হইতে ঐ বাগের ভিতর দিয়া ঐরূপ সরবরাহ হয়। অভ্যাগতের সকল প্রয়োজন যেন অদৃশ্য হৃদ-দ্বারা সমাধা হয়। নিউইয়র্কে এই শ্রেণীর ৩০০ ছোট বড় হোটেলের আছে, এবং তাহাতে সর্বত্র এক লক্ষের অধিক শয়ন গৃহ ও এক লক্ষের অধিক কর্মচারী আছে।

সময়।

## বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

### পুরস্কার।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চাবংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

পদক প্রবন্ধের বিষয়।

(১) হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী

সুবর্ণপদক—বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে বিশেষ লালের স্থান।

(৩) ঠাকুরদাস দত্ত-সুবর্ণপদক—বঙ্গের পাচালী ও সমসাময়িক অগ্রাগ্র সাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব।

(৩) বোমকেশ মুস্তফী-সুবর্ণপদক—প্রাচীন বাঙ্গলা-সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল।

(৪) বামগোপাল-রোপাপদক—যুগীয় বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের কাব্য সমালোচনা।

(৫) শশিপদ-রোপাপদক—জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব।

(৩) বোমকেশ মুস্তফী রোপাপদক—২৪ পরগণায় ও কলিকাতায় জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার স্থিতিস্থিতি অর্থ ও প্রয়োগ।

### পুরস্কার।

(৭) রাধেশচন্দ্র-জাতীয় শিক্ষাবর্ষ (২২) এমার্সনের চিন্তা-প্রণালীর সহিত ভারত বর্ষীয় চিন্তা-প্রণালীর সম্বন্ধ।

(৮) শশিরকুমার ঘোষ-পুরস্কার (১৭) নরহরি সরকারের জীবন।

বিশেষ দৃষ্টব্য।—প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা এবং বিচার-শক্তির পরিচয় থাকা চাই। ওয় বিষয় পরিষদের সদস্যগণের জন্য এবং ভূট বিষয় পরিষদের ছাত্রসভাগণের জন্য নির্দিষ্ট। অগ্রাগ্র বিষয়ে সর্বসাধারণে প্রবন্ধ লিপিতে পারেন। আগামী ২৪ বৈশাখ (১৩২৬) তারিখের পূর্বে প্রবন্ধগুলি পরিষদের সম্পাদকের নিকট নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,

২৪৩১, অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

## একটি মোহর।

(১)

আধিমগজের কোন কুটীরে এক হিন্দুস্থানী বৃদ্ধা রোগ শয্যায় শয়ানা ছিল, তাহার শয্যার উপর তাহার একমাত্র কন্যা দীপিয়া নিজ শিশু পুত্রকে কোড়ে লইয়া বসিয়াছিল, বৃদ্ধা কন্যার দক্ষিণ করখানি আপন বক্ষে লইয়া বলিল, “মা! যে বকম দেখছি, এ রোগ থেকে আর নিরুতি নাই, তবু ছুজনে তুখ মেহন্নত করে এনে তোমাকে আর সুন্দরকে পালন করছিলাম, আমি গেলে লছমন একা রোজগার করে সংসার করতে পারবে কি?” মেয়ে অশ্রু সজল চক্ষে বলিল,—“মা! তুমি গেলে আমি কি করে থাকবো?”

মা মেয়ের চক্ষু মুছাইয়া বলিলেন, “দেখ মা, বাপ মা কারো চিরদিন থাকে না, যার হাতে পড়েছে, সে মন্দ লোক নয়, আশীর্বাদ কার, মনের সুখে থাকো।” যুবতী সে কথা আর কোন উত্তর দিল না। শুধু তাহার স্বচ্ছ নয়ন দিয়া ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু বৃদ্ধার বক্ষের আবরণ ছিল কণ্ঠের উপর পড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধা বলিল, “দেখ দীপিয়া! তাকের উপর ঐ যে বাসন্তী রয়েছে, এইখানে নিয়ে আসতো। দীপিয়া কোড়ন্ত সুন্দরকে তাহার মাতামহীর বিছানায় বসাইয়া হাতে একটি খুনখুনী দিল; শিশু লাল খেলনাটি উদরস্থ করিবার প্রয়াসে দৃষ্টিহীন মুখে পুনঃপুনঃ প্রয়াস পাইতে লাগিল। মুখের লাল চুই কস বহিয়া বক্ষে ও উদরে পড়িতে লাগিল, ইতাবসরে যুবতী বাসন্তীর পূলা ঝাড়িয়া মাতার শয্যার উপরে স্থাপন করিল, বৃদ্ধা কটদেশ হইতে চাবি বাহির করিয়া বাস্তু খুলিয়া একটি কাগজের মোড়ক বাহির করিল, মোড়ক হাতে লইয়া বৃদ্ধা বলিতে লাগিল;—

“আমি খুব বড় লোকের একমাত্র মেয়ে,

পুরাতন ‘কাজের লোক’ শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

আমার স্বামী গরীবের ছেলে, আমার বিয়ে হ'বার পরেই, মা বাবা মারা গিয়ে, অনেক টাকা কড়ি হাতে পড়ে তাঁর স্বভাব খারাপ হয়ে যায়, একটা কুচরিত্রা স্ত্রীলোককে তিনি অনেক টাকা দিয়েছিলেন, আর জুয়া খেলায় রাশি রাশি টাকা উড়ে গেল, শেষে যখন আর কিছু নাই, তখন তিনি বলেন, “কিছু টাকা পেলে একটা ব্যবসা করি, আর এ সব স্বভাব পরিত্যাগ করে, তুমি আমি আর ছোট মেয়েটিকে নিয়ে পবিত্রভাবে সংসার করি।” আমি খুব আনন্দিত হয়ে আমার শেখ কপর্দক অবধি সংগ্রহ করে, তাঁকে দিলাম, তোমাকে বৃকে করে পরের কুটীরে ভাড়া নিলাম, তুমি তখন খুব ছোট।

তিনি বিদেশ গিয়ে ব্যবসা করবার মতলব করেছিলেন, কেন না টাকা সামান্য দেশে থেকে সুবিধা নয়, তাই যাবার দিন একটা মোহর আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেন, তোমাদের হাতে একটা পরসোও রইল না দেখে গোলাম, আমি গিয়েই তোমায় টাকা পাঠাব, আর এই মোহরটা তুমি গলায় রেখো, আমার চিহ্ন, অভাবে পড়ে বেচে থেও না।” তার পর কত বছর কেটে গেল, তাঁর আর কোন সন্ধান পাঠ নাই, আমার বোধ হয়, তিনি বেঁচে নাই। আমার উপর দিয়ে অনেক দুঃখ কষ্ট গেছে, কতদিন অনাহারে কাটিয়েছি, ধর্মীর আদরের হুহিতা হয়ে শারিরীক পরিশ্রমে দিনপাত করেছি, কিন্তু মোহরটা নষ্ট করি নাই।”

মোড়ক খুলিয়া একটা কারে গ্রথিত মোহরটা যুবতীকে পরাইয়া নারী আবার বলিতে লাগিল, “এই সেই মোহর, কখনও একে নষ্ট করো না। যতুকালে তোমার ছেলেকে দিও, দেবতার নির্ম্মাল্যের মত গুরু জনের আশীর্বাদটা যেন বংশপরম্পরায় বংশে রক্ষা করা হয়। বড় আক্ষেপ রইলো, তাঁর জিনিষটা কত বহু করে যে রেখেছিলাম,

তাঁকে আর তা দেখাতে পারলাম না। ওটা আকবরী মোহর, ঘরে রাখলে সংসারে লক্ষী অচলা থাকে, তাই একজন বড়লোক আমার অনেক টাকা দিয়ে ওটা চেয়েছিলেন, তখন আমার বড় কষ্ট, বাড়ীতে তুই ক্ষিদেয় কাঁদছিস তবুও আমি দিই নাই, সেইদিন মনের কষ্টে পরের চাকরি বীকার করলেম।” বৃদ্ধার চক্ষু দিয়া কোঁটা কোঁটা জল পড়িতেছিল, দীপিয়া অসীম রেহে অকল দিয়া তাহা মুছাইতে লাগিল। তাহার কয়েক দিন পরেই বৃদ্ধা মানব লীলা সংবরণ করিল।

( ২ )

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইয়া আসিয়াছিল, দীপিয়া কুটীরে প্রদীপটা আলাইয়া দিয়া সুন্দর-লালকে ঘুম পাড়াইতেছিল, তাহার অসম্বন্ধ নিদ্রাগীতির অন্তর্গত শব্দে “আ যারে নিদিয়া তু আ যারে আ মেরে বলে কা আঁখি পর নিদ দিবে যা।” শুনিতে শুনিতে সুন্দর শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল, মাতা নিদ্রিত শিশুকে সাবধানে শয্যায় শয়ন করাইয়া দিয়া সাবধানে তাহার কোমল গণ্ডে একটা চুষন দিল, শিশু সন্তানকে চুষন করিয়া মাতার হৃদয়ে যে পবিত্র সুখ, যে শান্তি, এ জগতে বুদ্ধি তাহার তুলনা নাই। তাহার পরে দীপিয়া প্রদীপের আলোকে কাঁথা মেলাই করিতে বসিল। স্বামীর এবং নিজের জ্ঞাত কটী ডাল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল, লছমন আসিলে তাহাকে দিবে ও নিজেও খাইবে।

বাহিরে যেন পদশব্দ শুনা গেল, দীপিয়া আগ্রহময় চক্ষে দ্বারের প্রতি চাহিল, ২৩ জন লোক ধরাধরি করিয়া লছমনকে আনিয়া শয্যায় শোয়াইল, এবং তাহাকে জানাইল লছমনের পক্ষাঘাত হইয়াছে। তাহারাতো চলিয়া গেল, বিদেশে অসহায় যুবতী অচেতন স্বামী ও শিশু পুত্রকে লইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল, আজ কয়েক মাস মাত্র সে

এই গয়াতে স্বামীর কর্মস্থানে আসিয়াছে, কাহাকেও চেনে না শুনে না, হাতে পরসাই বা কোথায়, চিকিৎসাই বা হয় কিসে, খায় বা কি?

যুগ্ম অন্ত যাইতেছে, তাহার হেমরশ্মি গাছে পালার কনকজ্বটা প্রকাশ করিতেছে, চিকিৎসাতে লছমন বাকশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে, এবং জীবনেরও কোন ভয় নাই, তবে কিছুদিন চিকিৎসা চলিলে তবে আরোগ্য হইবে, শয্যা হইতে উঠার ক্ষমতা নাই। আজ লছমনের শয্যার উপর বসিয়া দীপিয়া বলিল, “রোগের পরচ দূরে থাক, আমাদের তিনটা প্রাণীর আহাৰ চাইতো! তাই একটা মতলব করেছি, আমাদের ঐ সামনের বড় বাড়ীতে লাল শীতলপ্রসাদ বলে একজন থাকেন, ওঁদের বাড়ী একজন লোকের দরকার, আর কিছু নয়, শুধু তাঁড়ার দেওয়া, আর ছেলেদের খাওয়া দাওয়া দেখা, কুটনো কোটা এই কাজ, তা' করলামই বা। ঘরেও তো আমরা ও সব করি, অথচ ১২টা করে টাকা ঘরে আসবে, তা'তে আমাদের খাওয়াটা চলে যাবে। কি বল তুমি?”

লছমন বিবাদে বাতায়নের পথ দিয়া বাহিরের নীলাকাশ প্রতি চাহিয়া রহিল, কোন উত্তরই দিল না।

দীপিয়া একটু এদিক ওদিক করিয়া বলিল, “তুমি প্রসন্ন হয়ে অনুমতি দিলেই আমি যেতে পারি। বেশীক্ষণ নয়, সকালে ঘণ্টা চারেক, আর বিকালে ঘণ্টা চারেক হলেই কাজ হয়, বাকী সমস্ত দিন ঘরেই তো থাকবো।”

শুধু চক্ষের দুটা ধারা দিয়া লছমন জীর কথায় সম্মতি জানাইল, একটু পরে বলিল, “সুন্দরকে কে দেখবে?” দীপিয়া একটু স্নানমুখে বলিল, “আমি ওকে খাইয়ে দাইয়ে,

৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৯০ টাকা লইব।



হাতে খেলনা দিয়ে, তোমার বিছানার কাছে ঐ জানলাটাতে ওর পেটে বড় দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়ে যাব।”

স্বামী স্ত্রী উভয়েই নীরব, ক্ষণপরে লছমন বলিল, “এর চেয়ে দীপিয়া আমার মরে যাওয়াই ভাল ছিল, তবু তোমার একটা ভার কমতো।” দীপিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে স্বামীর মুখে হাত চাপা দিয়া কথা বন্ধ করিল।

লালা শীতল প্রসাদ বাবুর স্ত্রী দেখিতে খুব স্বলকায়, একটু বেঁটে খাট, রং গোলাপী মিশ্রিত সাদা ধবধবে, মুখ খানি গোলাকার ও হাসি হাসি, নাসিকায় বিশাল নখ, হস্তে ভাড়া, কখন, চুড়া, বাঁক প্রভৃতি অতি মোটা মোটা পাকা সোণার গহনা, মোটা মোটা যুগল পায়ে রূপার টাইট হুইগাছি মল, গলায় পাকাসোণার অতিশয় ভারি হাঁসুলী, পবনে সাটিনের কুর্তা ও জরীদার ফিকে নীল সাড়ী। দীপিয়া এই অন্নদাত্রী গৃহিণীকে ভক্তি করে ও ভালবাসে।

একদিন গৃহিণী তাঁর বধুকে বলিতে ছিলেন, দেখ বহু ঐ যে বহু কাজ কর্তে আসে, ওর গলায় একটা আকবরী মোহর আছে, দেখেছ? শুনেছি ও মোহর ঘরে থাকলে লক্ষী অচলা হয়, ঐটা ভুজং ভাজাং দিয়ে নিলে হয়।”

পুত্র বিষণদয়াল বলিল, “যদি লক্ষী অচলাই হয়, তবে এখন তো লক্ষী ঐ বছর গলায় ঝুলছে; ওর অমন অবস্থা কেন? মা খুব বাগিয়া বলিলেন, “কলেজে পড়ে ঐ সব হচ্ছে, রোস, কর্তাকে বলে তো’র কলেজ ছাড়াছি।” বিষণ হাসিয়া বলিল, “ই! সত্যি কথা বললেই কলেজ ছাড়া’বে।”

সন্ধ্যাবেলা গিন্নি বলিলেন, “হাঁরে বহু! তো’র ছেলেটিকে একদিন আনিঙ্গি কেন?” দীপিয়া বলিল, সে মা বড় চুই, এসে আমার

ব্যস্ত করবে। গিন্নি বলিলেন, ‘তা’ হোক একদিন আনিস। তা হাঁরে বউ, তো’র গলায় ও আকবরী মোহরটা কেন? ওটা বেচলে তো’র গলায় হাঁসুলী হয়, কি দানা হয়, ওর যে দাম আছে।” দীপিয়া বলিল, তা’ হয়, কিন্তু এটা পুরান জিনিস, তাই রয়েছে।”

গিন্নি। কেন? ওটা বেচে হাঁসুলী করা’না।

দীপিয়া। না মা ঐ থাক! আমার আবার হাঁসুলী। বলিয়া চক্ষু মুছিল। গিন্নি ভুংখ করিয়া বলিলেন, “আহা এমন দিন কি তো’র চিরদিন থাকবে? দেখিস্ তো’র স্বামী ভাল হ’বে। কিন্তু ঐ মোহরটা আমাকে বেচুনি? ওটা আমার বড় পছন্দ হয়েছে।

দীপিয়া। না মা মাপ করুন, এটা আমার মা’র জিনিস, আমি বেচু’না।

গিন্নি। তা থাকুক, তবে যদি কখন বেচিস্, তবে আমি তো’র খন্দের রইলাম।

সেদিন আর কথা হইল না।

দীপিয়ার অর্ধে উদর পোষণ হয় বটে, কিন্তু লছমনের ঔষধ পত্র হয় না, লছমন কি চিরদিন এমনই পড়িয়া রহিবে? একদিন উভয়ে পরামর্শ করিয়া কবিরাজকে ডাকাইল, অনেক কথার পর কবিরাজ বলিলেন, “যখন তোমরা এত গরীব, তখন আমি কিছু নিতে চাই না, কিন্তু আমার ৫০টা টাকা দিলে জিনিস পত্র কিনে ঔষধ করে দিই, আর আমি কথা দিচ্ছি, সে ওষুধ একমাস খেলে আর মালিস করলে, রোগ আরাম হ’বেই হ’বে।”

৫০টা টাকা মাত্র, দিতে পারিলেই লছমন আগে যেমন ছিল, তেমনি হ’বে না, হইলে চিরদিন এই তাবেই কাটিবে, সর্বনাশ! ওগো কেহ কি ৫০টা টাকা দিয়া এ মহাবিপদের স্রোত ফিরাইয়া দিতে পারে না? কে দিবে? এই কোলাহলময় জগতে, সকলে আপনাপন স্ত্রীপুত্র লইয়া তাহাদের স্বপ্ন স্বচ্ছন্দতা লইয়া

ব্যস্ত, পরের জন্য ৫০ টাকা জলে ফেলিয়া কে দিবে? একটা উপায় আছে, ঐ যে মাহু-দন্ত মোহরটা, ঐটাই এ বিপদে রক্ষা করিতে পারে; কিন্তু ও মোহর নষ্ট করিবে? তা’র চেয়ে দীপিয়ার হৃদপিণ্ডটা ছিঁড়িয়া দিতে পারে, কিন্তু এই জগতে বিধবী সংসারী লোকের আবাসস্থলে, দীপিয়ার হৃদপিণ্ডটা নিতান্তই মূল্যহীন, অসার, তাহাতে ছনিয়ার কাহার কি হইবে? মোহরটার মূল্য আছে, তাহা দ্বারা জগৎ স্ত্রীপুত্রের স্বপ্ন স্বচ্ছন্দতা কিনিতে পারে আবার বিপদ সাগরে ভাসমানা নারীর মোহ-রের খায়া মূল্যই বা কি দিবে? তাহার গরজ দেখিয়া ১০০ টাকা উচিত মূল্য স্থলে ২৫০ টাকায় রক্ষা করিয়া সংসার বাজারে চতুর আখ্যা লইতে চাহিবে! এক ভরসা, শীতল বাবুর স্ত্রী, সেই ঠিক, সন্দেহ নাই যে তিনি লইবেন। লছমন ভাল হইয়া সংসার করিবে, দীপিয়া না হয়, আরো ৫ মাস পরের দাসীত্ব করিয়া, মোহরটা উদ্ধার করিবে এই মতলবই ঠিক।

সকালে উঠিয়া দীপিয়া অশ্রু মুছিয়া মাকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া মোহরটা খুলিয়া হাতে লইয়া লালাজীর বাড়ীতে গেল, স্বামীনীকে বলিল, “মা! বড় দায়ে পড়ে এই মোহরটা তোমাকে দিতে চাচ্ছি। ৫০টা টাকা আমাকে দিতে হ’বে, পরে আমি কিন্তু ৫০টা টাকা দিলে তখন আমাকে আবার ফেরত দিতে হ’বে। হৃদও দেব।”

গিন্নি ভাবিলেন, “ও মোহর ঘরে এলে হয়, আর তুমি ও নিতে পেরেছ, আমি ও আর দিয়েছি।” প্রকাশে বলিলেন, “দেব বৈকি! এতো তো’র ঘরের কথা বহু!” ৫০টা টাকা তাহার হাতে দিয়া মোহরটা লইয়া আক্লাদে উপবে গেলেন। শীতল প্রসাদ বাবু হানান্ত্রে পূজা সারিয়া দীর্ঘ ফোঁটা কাটিয়া খাতাপত্র দেখিতে ছিলেন, গৃহিণী

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

গিয়া সাহ্লাদে বলিলেন, “ওগো দেখ, সেই যে মোহরের কথা বলেছিলাম না, এই দেখ, আজ সে ৫০ টাকা নিয়ে আমার দিয়েছে, আমার এত দিনের সাধ আজ পূর্ণ হ’ল।”

স্বামী মোহর হাতে লইয়াই বলিলেন, “হ্যাঁ! এ যে আমি চিনি, তা’কে ডাক দেখি!”

দীপিয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া আসিয়া প্রণাম করিল, লালাবাবু বলিলেন, “তুমি সত্য করে বল, এ মোহর কোথায় পেলে?”

দী। মা দিয়েছেন।

লালা। মা কোথায় পেয়েছেন?

দীপিয়া তখন সভয়ে মোহরের কাহিনিটা খুলিয়া বলিল, লালাবাবু বলিলেন, “তবে সে অভাগিনী বেঁচে নাই? তা’র কোন কটো আছে?” দীপিয়া বাড়ী গিয়া একখানি পুরাতন ফটো আনিয়া, মা’র কোলে শিশু দীপিয়ার চিত্র। লালাজী আলমারী খুলিয়া তদনুরূপ আর একখানি আনিয়া বলিলেন, “এই দেখ, আমার কাছেও একখানি আছে, দীপিয়া আর মা কাছে আর, তুই আমার মেয়ে, আমিই ঐ মোহর দিয়ে গিয়েছিলাম, এই দেখ আমার নাম।” মোহরের উপর গৌহ কিলক দ্বারা স্পষ্ট S এই অক্ষর ক্ষোদিত রহিয়াছে, দেখিয়া বিস্ময়ে দীপিয়া পিতার পদপুলী মাথায় লইল, ও পরে মা’কে প্রণাম করিল।

গৃহিণী বলিলেন, “ওমা তুই আমার মেয়ে, তাই তো’কে দেখে আমার মায়া হ’ত।”

শীতল বাবু বলিতে লাগিলেন, “আমি তোমাদের ছেড়ে বিদেশে গিয়ে প্রথমে মনো-হারী দোকান খুলি, পরে উন্নতি হয়ে হয়ে এখন লক্ষ ২ টাকার মালিক হয়েছি, আমি বরাবরই অব্যবস্থিত চিত্ত, তাই নিরপরাধিনী স্ত্রী কন্ডার বিনাদোষে খোঁজ করি নাই, বরং মাঝে এঁকে বিয়ে করে ছিলাম, এই সব ছেলে মেয়ে হয়েছে, একেবারে তোমাদের মনে

করিনি, তবে এই বুদ্ধ বয়সে তোমাদের জ্ঞান অমৃতাপ হ’ত। একবার তোমাদের খোঁজও নিয়েছিলাম, খোঁজ পাই নাই, বড় কষ্ট যে তা’কে আর স্থখী করলাম না।

মা বলিলেন “তবে দীপিয়া! গো’রা এটো বাড়ীতেই উঠে আয়।” দীপিয়া বলিল, “সে অস্থখ মানুষ কি করে আসবে?” কণ্ঠা বলিলেন, “পাক্ষী করে আনা’ব তখন।”

লছমনের চিকিৎসা ভাল ডাক্তারে করিতে লাগিল, ক্রমে সে আরোগ্য হইল। একদিন শীতল প্রসাদ দীপিয়াকে একখানি কাগজ দিয়া বলিলেন, “আমার বিষয়ের অন্ধক তোমাকে এইতে দান করলেন, কাগজখানি রেখে দাও।” দীপিয়া কাগজখানি চারপাশে ছিঁড়িয়া প্রণাম করিয়া বলিল, “বাবা! ওসবে আমার কাজ নাই, আমার মা না খেয়ে মরেছে, আমি তোমার বিষয় নেবনা, আনার স্বামীকে যে ভাল করে দিয়েছ, তাই চের। তা’র একটি চাকরী হ’লেই আমি এখান থেকে চলে যাব।”

শীতল প্রসাদ কথা কহিতে পারিলেন না, অভিনয়িনী কন্ডার ললাটে, মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

যেদিন লছমনের চাকরী হইল, তার পরদিনই দীপিয়া স্বামী পুষ লইয়া কুটীরে বাইতে প্রস্তুত হইল, গ্রাহার মা বলিলেন “না বাছা, সেখানে আমি তো’দের যেতে দেবনা।” কন্ডা মাতার বুকে মাথা দিয়া বলিল, “মা! দিয়ে হ’লে কি আর বাপের বাড়ী থাকে? সীতা-মায়ী রঘুনাথজীর সঙ্গে বনে গিয়ে ছিলেন, মা হয়ে মেয়েকে ঐ সব শিক্ষা দাও মা।”

একদিন দীপিয়ার কুটীরে লালা শীতল প্রসাদ বাবু গিয়া বলিলেন, “দীপিয়া! তো’কে দিচ্ছি, আমি তাইজী সুন্দর লালকে আমার অর্ধেক বিষয় যৌতুক দিচ্ছি। আমার দিতে

দে মা, না হলে আমার পূর্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না যে!”

তার পর যে সুন্দর বাঁধা থাকিত, সে পেরাধুলেটোরে চড়িয়া দাসী সহ হাওয়া খাইতে যাইত। গাসালোকিত ত্রিতল অট্টালিকায় পিঙ্গলের গদ্বিতে মথমলের বিছানায় শুইয়া লছমন বলিত, “ও দীপিয়া! এ কি রে? এতে যে খুম হয় না! ‘দীপিয়া হাদিয়া বলিত ‘আমারো তাই, অনভ্যাস কিনা!’ উভয়ের হাদারবে গৃহ নুপরিত হইত।

শ্রীহেমেনলিনী বসু।

সমাপ্ত।

## অভিজ্ঞের উপদেশ।

আত্মাকে কলুষিত করিও না, ইহাতে সমগ্র জাতির নিকট তুমি অপরাধী হইবে। দেশের ব্যবসায় অনিষ্টের জন্ত তুমি ভগবানের নিকট দায়ী হইবে।

তুমি নীচ স্বার্থের বশীভূত হইয়া স্বীয় পবিত্র আত্মাকে কলুষিত করিয়া যদি পরস্বার্থ পূরণ কর—তাহাতে তোমারই ঘোর অনিষ্ট। তুমি সেই অপসৃত সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিবে না। কেন? যে হেতুক অমৃতপ্ত বহু ব্যক্তি তোমার ধ্বংসকামনা করিবে—না করিয়াই থাকিতে পারে না। কারণ সে দুর্বল, সে—কোন কারণে তোমার নিকট বাধ্য—তুমি সেই সুবিধা সুযোগ লইয়া নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করিয়া থাক। কিন্তু তাহার কাতর হৃদয় প্রতি সেকণ্ডে উত্তপ্ত দীর্ঘ শ্বাস না ফেলিয়াই থাকিতে পারে না—সে তোমার অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্ত নীরবে তোমায় ধ্বংস কামনা করিবে, ইহা তো স্বাভাবিক।

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মূল্য লওয়া হইবে।

“যাদুশী ভাবনা যন্ত্র  
সিদ্ধি ভাবতি তাদুশী”

কামনা উচিত হোক, আর অমুচিত হউক,  
তাহাই হউক, আর মন্দই হউক, অহরহ চিন্তায়  
তাহা সিদ্ধ হইবেই।

আমি যাহা মনে করি, তাহা সত্ত্ব বা  
বিলম্বে ফলে। রোগীর অমঙ্গল চিন্তায়  
অমঙ্গল ঘটয়া থাকে, শুভ চিন্তায় শুভ ফলিয়া  
থাকে, ইহা সমগ্র জগতের বৈজ্ঞানিকগণ ও  
স্বীকার করেন। ইহারই নাম Will-force  
ইচ্ছা শক্তি। ইহা বৈজ্ঞানিক তথ্য, অতি  
সত্য। সুতরাং তোমার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।  
তুমি মদগর্বে অন্ধ, তাই তুমি এই মহা তথ্য  
বুঝিতে পার না। তোমার বিষয় পিপাসা  
ধনলিপ্সা পূর্ণ হইবে, ইহাও সুনিশ্চিত, কেননা  
তুমিও ঐ ভাবনাই অহরহ করিয়া থাক, তাই  
তাহা পূর্ণ হইবেই—কিন্তু অল্প দিকে তোমার  
অত্যাচার জনিত ব্যথিত হৃদয়ের, অহরহ  
তোমার ধ্বংস চিন্তাও বিফল হইবার নহে।  
সুতরাং সাবধান হও। ধ্বংসকে আলিঙ্গন  
করিবার জন্ত আর অগ্রসর হইও না।

বাসনাকে সংযত কর, লোকালয়ে বসবাস  
করিতে হইলে লোকের প্রতি অজ্ঞায় করিলে  
চলিবে না—লোক নারায়ণ। প্রত্যেক আত্মায়  
সেই অধিকেশ বিরাজিত—লোক অশ্রদ্ধের  
নয়—লোকের কল্যাণকামী হও, লোকের  
কল্যাণ কামনায় তোমার শুভ হইবে।  
কল্যাণময়ী চিন্তায় কল্যাণই হইয়া থাকে।

মনের অগোচর পাপ নাই। তুমি জান  
সবই। তুমিও যেমন জান, অপরেও তাহা বেশ  
জানে। তবে তুমি প্রবল—কোন রকমে সে  
তোমাকে পারে না, তাই নীরবে কান্দে—  
নীরবে তোমার ধ্বংস কামনা করে। সে  
কামনা সিদ্ধ হইবে।

যদি সে তোমার সমকক্ষও হয়, তাহা হইলে

তোমার অত্যাচার সহ করিবে না তাহাতে  
মামলা মোকদ্দমার দ্বারা দেশ হীন হইবে। এ  
অনিষ্টেরও তুমি মূল। কত সংসার ধ্বংস  
হয়, দেশের স্তম্ভ স্বরূপ কতজন দারিদ্রের  
পেষণে হুচিস্তায় মরিয়া যায়, তাহাদের নিরীহ  
স্ত্রী পুত্র অসহায় হইয়া তোমার কি চক্ষে  
দেখে বা দেখিতে পারে, একবার ভাব কি?

দেশ স্তম্ভ হীন হইতে থাকে, সুতরাং  
সমগ্র দেশের অনিষ্ট সাধন করা হয়। তুমি  
অর্থ-বলে—বুদ্ধি-বলে জয়ী হইতে পার, তোমার  
সাধনা সিদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু পরিণাম শুভ  
নহে।

কেন তুমি অপরের ক্ষম্যে আঘাত  
করিবে? কার জন্য অনধিকারকে অধিকার  
করিয়া লইবে? সংপথে শাস্তি—তাহাই  
ইহা জীবনে স্বর্গ—অসং পথে অশান্তি—অহরহ  
অশান্তি—তাহাই নরক, হায় হায় খেচ্ছায়  
কেন গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া পড়িয়া  
নরক যন্ত্রণা ভোগ কর—প্রতিনিবৃত্ত হও—  
ওতে নিজের অন্তঃ—ওতে কোন লাভ নাই।  
হলাহল পান করিও না, ত্রায় ও ধর্মের মর্যাদা  
রক্ষা কর, তোমার শুভ হইবে।

## রামকৃষ্ণপুরের চাউলের কাজ।

কলিকাতা ও কলিকাতার সম্মিলিত চৈতলা  
ও রামকৃষ্ণপুরে ধান চাউল বিক্রয়। চৈতলায়  
চাউল বিক্রয়। চৈতলায় চাউল অপেক্ষা ধান  
অধিক আমদানী হয়। চৈতলায় রেঙ্গুন  
চাউলের ও দক্ষিণ দেশের আতপ চাউলের  
আমদানী অধিক। কলিকাতার মধ্যে বেলে-  
ঘাটায় বালাম চাউল এবং গঙ্গাধারে কুলপী  
বাটে দেশী ও রেঙ্গুন চাউল সমধিক পরিমাণে  
আসিয়া থাকে। এই সমস্ত স্থান অপেক্ষা  
রামকৃষ্ণপুরে চাউলের কারবার খুব বড়।

এখানে ই, আই, আর, বেঙ্গল নাগপুর রেল  
যোগে ও গঙ্গায় কিল্ডি ও জাহাজে চাউল  
আমদানীর সুবিধা আছে।

প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীদিগের নিকট এক প্রকার  
ভারতের মাপ আছে। তাহাতে কোন  
জেলায় কোন্ কোন্ স্থানে কি কি দ্রব্য বেশী  
পাওয়া যায়, তাহা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রং দিয়া  
দিয়া দেখান হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়  
যে, ভারতের প্রায় সর্বত্রই চাউল পাওয়া  
যায়। বিশেষতঃ বঙ্গের প্রত্যেক মাঠেই ধান  
বোপিত হয়। অতএব চাউলের মোকাম  
বঙ্গের সর্বত্রই। কত মোকামের নাম  
করিব? এই সমুদয় মোকাম গুলিকে আমরা  
রেলের লাইন ধরিয়া মোটামুটি একটা এই  
বুঝি যে, বেঙ্গল নাগপুর লাইনের চাউলকে  
“কাজলা” সাটের চাউল বা কটকী সাটের  
চাউল বলা হয়। ইহার মধ্যে জলেশ্বর,  
বালেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ, ভদ্রক, শোরে, কটক,  
ভটনি ইত্যাদি স্থান হইতে অধিক চাউল  
আইসে। তৎপরে নুপলাইনের চাউলকে  
“রাটী” চাউল বলা হয়। ইহার মধ্যে  
বর্ধমান, বোলপুর, সিঁড়িয়া, রামপুরহাট  
প্রভৃতি স্থান হইতে এই চাউল অধিক আম-  
দানী হয়। সিয়ালদহ রেলের চাউলকে  
“পুরবী” (অর্থাৎ পূর্বদেশের) চাউল বলা  
হয়। রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থান হইতে  
পুরবী চাউল আইসে। এই সমুদয় চাউল  
রামকৃষ্ণপুরে আনীত হইয়া জাহাজে বিক্রীত  
হয়। ইহার তিতর রাটী ও পুরবী চাউলের  
কাজই রামকৃষ্ণপুরে বেশী। বেঙ্গল নাগপুর  
রেলের চাউল যথেষ্ট আসে বটে, কিন্তু ইহা  
কদমের চাউল বলিয়া ইহা ফলনে তত বেশী  
নহে। তবে যেমন ফলন, সেই মত কাটতি।  
কোন জাহাজে যদি ৯৬ হাজার বস্তা চাউল  
রপ্তানী হয়, তন্মধ্যে পুরবী, রাটী এবং অজান্ত  
দেশী চাউল যাইবে ৭৬ হাজার বস্তা, এবং

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

কটকী সাটের যাইবে ২০ হাজার বস্তা। ঐ সকল স্থানের যে কোন স্থানে নোকা ম করিয়া চাউল আনিয়া রামকৃষ্ণপুরে বিক্রয় করিলে তাহাকে “কোরার কাজ” বলা হয়। কোরার কাজ ভিন্ন রামকৃষ্ণপুরে আরও চাউলের কাজ আছে; ছাটা ও বিলি।

বিলির কাজ,—একাজ কেবল বঙ্গদেশের লোকে করে। মঙ্গলঘাট পরগণার লোকে হস্তেই একাজ একচেটিয়া বলিলে হয়। হাবড়া এবং হুগলী জেলার মধ্যেই ইহাদের অনেকের বাস। ইহারা মগরাহাট প্রভৃতি স্থান হইতে ধাতু ক্রয় করিয়া কিস্তি বোঝাই করিয়া স্ব স্ব গ্রামে লইয়া যায়। ধাতু ধারে ক্রয় করে। এই ধাতু স্বগ্রামে দুঃখী স্থানলোকদিগকে দুই মণ, দশ মণ হিসাবে বিলি করে। তাহারা ধান দিচ্ছ করিয়া চাউল করিয়া দেয় এবং মছরী পায়। এই কাজকে উহারা বাণীর কাজও বলে। বাণীওয়াল বাপারী চাউল পাইয়া, তাহা তথাকার অল্প কিস্তিওয়ালাকে বিক্রয় করে। এই সকল কিস্তিওয়াল সেট চাউল আনিয়া রামকৃষ্ণপুরে আড়তদারদিগকে দেয়। ইহাদের কাজকে “হেটো” কাজ বলে। অর্থাৎ ইহারা হাট হইতে বাণীর চাউল ক্রয় করিয়া আনিয়া আড়তদারকে দেয়। আড়তদারের নিকট ইহারা দানন লয়। বাহার বড় মণ কিস্তি, তাহাকে তত টাকা দানন দিবার নিয়ম। বাণীওয়ালারাও দানন লয়। দানন লয় না, এক্রূপ বাপারী রামকৃষ্ণপুরে নাই বলিলেই হয়। বাণীওয়ালারা ইহাদের মধ্যে খনবান। কিস্তি ইহাদের বড় জোর মাসে দুইখানা আসে। কিস্তি “হেটো” কিস্তি ৫৭ দিন অন্তর ফেপ দেয়। ফেপ বেশী হইলেই আড়তদারের সুবিধা। অনেকের বাণী ও হেটো দুই কাজই আছে। ইহাদের চাউলকে দেশী চাউল বলে। বাকতুলসী, সরবতি, পেণ্ড, নাগরা ইত্যাদি এই শ্রেণী চাউলের নাম। দুই

এক বৎসর পূর্বে রামকৃষ্ণপুর হইতে ইহারা ধাতু ক্রয় করিত। এক্ষণে ধাতুর কাজ এখানে কমিয়াছে। ইহারা এখন মগরাহাট প্রভৃতি স্থান হইতে ধাতু ক্রয় করিয়া স্বদেশে লইয়া গিয়া তথায় বাণীতে দিয়া চাউল করিয়া রামকৃষ্ণপুরে আনিয়া সেই চাউল বিক্রয় করেন। ইহাদের চাউল কাটার বিক্রয় হয়। লাখোদা, শ্রেষ্ঠী প্রভৃতি গ্রাহকেরা এই চাউল লইয়া মবিসম্ প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে জাহাজে চালান দেন। এ চাউল কলিকাতার মুদী গ্রাহকেরাও লইয়া থাকে। ইহাদের যেমন দানন আছে, তেমনিই অনেক বাবে ইহাদের খরচা আছে, আড়ত এক আনা (মুদী গ্রাহক লইলে), কাটার বিক্রয় হইলে আড়ত ১০ অঙ্ক আনা। কাটার বা বাজারে আড়তদারেরা অধিক লয়েন, এক্রূপ আড়ত কম। কটকী, বাটী এবং পুরবী চাউলের আড়ত ১০ দুই পয়সা। টাকা অগ্রিম হইলে ১৫ আড়ত অথবা ১০ পয়সা আড়ত দিলে, টাকার ব্যাজ দিতে হয়। ব্যাজের সেরেস্তা শত করা মাসিক এক টাকা।

## কলিকাতার উড়ো-জাহাজের আড্ডা।

(—:—:—)

১২০০ বিঘা ভূমি গ্রহণ।

বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট বালিগঞ্জ পার হইয়া থানিকটা দূরে সোণারপুরে ৪০০ একর জমি গ্রহণ করিতেছেন। এইখানে রয়েল এয়ার কোর্সের অবতরণের স্থান প্রস্তুত করা হইবে, আর একটা বিমানের আস্তাবলও গড়া হইবে। সোণারপুর একটা বড় ষ্টেশন, পূর্ব বঙ্গ রেলপথের দক্ষিণ শাখায় ডায়মনহারবার লাইনে অবস্থিত।

যে জমি লওয়া হইবে, তাহার চৌহদ্দি এইরূপ:—উত্তর দিকে সোণারপুর, বরখাড়া, কুড়িগাছি, ঘিসেরা প্রভৃতি গ্রামের জমি, এবং সোণারপুরের ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডের জমি পূর্ব দিকে ঘিসেরা মথুরাপুর গ্রামের জমি এবং সোণারপুর ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডের জমি এবং নারায়ণপুরের বোড, দক্ষিণে পূর্ববঙ্গ রেলের জমি, ঘিসেড়া ও মথুরাপুরের জমি এবং সোণারপুর, দশ পাড়া, কুড়িগাছি গ্রামের জমি এবং সোণারপুর ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডের জমি, পূর্ববঙ্গ রেলের জমি এবং নারায়ণপুর বোড। এই জমির নিকটে যে একটা মন্দির আছে, সেটি বাদ পড়িবে। সমস্ত জমিটী সোণারপুর, বরখাড়া কুড়িগাছি, ঘিসেড়া ও মথুরাপুরের অন্তর্গত।

## দ্রব্য-গুণ-সংগ্রহ।

### (Aegle Marmelos).

বা

বেল।

আরবী—সফরজল হিন্দি। কারসী-বিহু হিন্দি। হিন্দি—বেল। উদ্দু-বেল। ইংরাজী—বেল ফ্রুট (Bael fruit)। গু:—বিলিত ফল। মা:—বেল। তৈ:—বিষম। তা:—বিষম। মাল—কুবলম্।

পরিচয় বেল ভারতবর্ষীয় একপ্রকার। বৃক্ষের ফল। ইহার গাছ কাটাযুক্ত এবং পাতা তিন-ভাগে চেরা হইয়া থাকে। গাছ আকারে বড় হয়। ইহার ফল কাঁচা অবস্থায় সবুজবর্ণ ও পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে। ফলের শাঁস হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে। ফলের শাঁস হরিদ্রাবর্ণ ও আটাযুক্ত সঙ্গকযুক্ত, হইয়া থাকে। ইহার খোসা কঠিন।

৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৯০ টাকা লইব।

পাকা বেল—১ম শ্রেণীর উষ্ণ ও ২য় শ্রেণীর রুক্ষ। কাঁচা বেল—সিক্ত ও রুক্ষ (২য় শ্রেণীর)।

আম্বাদ।—মিষ্ট ও সঙ্গন্ধ যুক্ত।

অপকারিতা।—অশ্বরোগে অপকারী। বহুমূল উৎপন্ন কারক।

শোধন।—চিনি (সম পরিমাণ)।

উপকারিতা।—সঙ্কোচক, পুরাতন উদবাসন নাশক।

আমায়িক প্রয়োগ।—পাকা বেলের শাঁস মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, হৃৎপিণ্ড ও যকৃৎ সঞ্চালক এবং সঙ্কোচক। আমাশয় রোগে উপকারী, ক্ষুধা উৎপন্ন করে। পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি করে, বায়ু উৎপন্ন করে। অধিক পরিমাণ পাকা বেল খাইয়া জনপান করিলে একবার দাণ্ড হয়। কাঁচা বেলের শাঁস গুরুপাক ক্ষুধামান্দাজনক ও গাঁড় কফ উৎপাদক। পুরাতন জ্বরে ও

অন্ত্যাদি রোগে ব্যবহার নির্বিঘ্ন। কাঁচা বেলের কাঁচা মাথাইয়া উহা শ্বেদ্রণে পোড়াইয়া সেই শাঁস গুড়সহ সেবন করিলে পুরাতন উদরাময় রোগ আরোগ্য হয়। ইহার বীচির তৈল পাতাল-যন্ত্রের সাহায্যে বাহির করিয়া উহা ১ দান মাত্রায় সেবন করিবার পর ত্রিকলার জোসাঁদা (পাচন) সহ পান করিলে অনেক প্রকার রোগে উপকারক হয়। কাঁচা বেলের নির্যাস উদরাময় ও আমাশয় রোগে অত্যন্ত উপকারী। বহুকালের পুরাতন রোগেও ইহা ব্যবহারে আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহার মাত্রা অল্প ড্রাম হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত। অপক বেলের সরবৎ ও আরক সঙ্কোচক ও পাকস্থলী সঞ্চালক। উদরাময় ও সর্ষপ্ৰকার আমাশয় নাশক—ইহার আরক বার্ত্তসের পরিবর্ত্তে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অপক বেল কুণ্ডিত আধপোয়া লইয়া অক্সেসর জলে সিদ্ধকরতঃ অল্পেক থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে, এবং

মিছরী মিলাইয়া পাক করিয়া সরবৎ প্রস্তুত করিবে।

### আয়ুর্বেদীয় মত।

ভাব প্রকাশে মতে পাকা বেল মৃদুরেচক, অর্দ্ধ পক কল আশ্রয় ও সঙ্কোচক; বেলগুঁঠ সঙ্কোচক, পাচক, কটু, কষায়, উষ্ণ, তিক্ত, এবং বাত ও কফনাশক। ইহার ছাল—বাত, আম ও সলনাশক।

বৃহৎ ও স্বল্প পকমূল। বেলছাল, সোনা-ছাল, গাভারীছাল পারুল ও গনিয়ারী ইহাদের কাথ বাতজ্বরে উপকারী। ইহা দীপন এবং বাত ও কফ নাশক। ইহাকে বৃহৎ পকমূল বলে।

শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর—ইহাকে স্বল্প পকমূল বলে। ইহা বাত ও পিত্ত নাশক।

দশমূল। পূর্বেকৃত উভয় প্রকার পকমূল একত্র করিলে তাহাকে দশমূল বলে। ইহার কাথ পান করিলে, সান্নিপাত জ্বর ও তদাত্ম-সঙ্গিক শ্বাস, কাশ, তন্দ্রা ও পার্শ্বশূল উপশমিত হয়। পিপ্পল চূর্ণ সহ সেবনীয়।

(চক্রদত্ত।)

চতুর্দশাঙ্গ কাথ।—দশমূল, চিরতা, মুখা, গুলঞ্চ ও গুঁবের কাথ পান করিলে সান্নিপাত জ্বরে উপকার পাওয়া যায়। কোষ্ঠ পরিষ্কারের আবশ্যক হইলে তেউড়ী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিবে।

(চক্রদত্ত।)

অষ্টাদশাঙ্গ কাথ। দশমূল, চিরতা, দেবদারু, গুঁঠ, মুখা, কটকী, ইন্দ্রযব, মনে ও গজ-পিপ্পল—ইহাদের কষায় সেবনে তন্দ্রা প্রলাপ অরুচি ও শ্বাস ইত্যাদি উপদ্রব যুক্ত সান্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হয়।

(ভাব প্রকাশ।)

বিষাদি অবলেহ। বেলশাঁস, গুড়, লোধ, তৈল ও মরিচ একত্র মিশ্রিত করিয়া

লেহন করিলে প্রবাহিকা রোগ সত্তর আরোগ্য হয়।

(ভাব প্রকাশ।)

বিষাদি চূর্ণ। বেলগুঁঠ, মুখা, বাইফুল, আকনাদি, গুঁঠ ও মোচরস—ইহাদের চূর্ণ সমভাবে মিশ্রিত করিয়া ১০-২০ রতি মাত্রায় খোণ ও ইক্ষুগুড় সহ সেবনীয়। ইহাতে আমাতিসাব প্রশমিত হয়।

(চক্রদত্ত।)

বিষ তৈল। বেলগুঁঠ ১০০ পল, জল ১৫ সের, পাক শেষ ১৬ সের। তিল তৈল ৪ সের, ত্রু ৪ সের; ককার্থে—বেলগুঁঠ, বাই ফুল, কুড়, গুঁঠ, বাহা, পুনর্বা, দেবদারু, বট মুখা, লোধ ও মোচরস—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ পল দিয়া তৈল পাক করিবে। এই তৈল মদন করিলে গহনী আরোগ্য হয়।

(ভাব প্রকাশ।)

বেলগুঁঠ, ইন্দ্রযব, বালা, মুখা ও আতিস ইহাদের কাথ সেবন করিলে পিত্তাতিসার বিনষ্ট হয়।

(ভাবপ্রকাশ।)

বেল পাতার রস মধুসহ সেবন করিলে মৃদুরেচক ও জ্বর নাশক হইয়া থাকে। বেল পাতার রস গোল মরিচ চূর্ণসহ কোষ্ঠবদ্ধ ও কামলা রোগে ব্যবহার্য। বেল পোড়াইয়া ইহার শাঁস ইক্ষুগুড় সহ ভক্ষণ করিলে রক্তাতিসার ও আমশূল নষ্ট হয়। বেলগুঁঠ, গজপিপ্পল, বালা, বাইফুল ও লোধ—ইহাদের কাথ পান করিলে শিশুদিগের অতিসার বিনষ্ট হয়।

(চক্রদত্ত।)

জ্বর রোগীর মলদ্বারে যদি কর্ত্তনবৎ যন্ত্রনা থাকে, তবে তাহাকে বেলগুঁঠের কাথ পান করাইবে। অশ্বরোগী বলির যন্ত্রনায় কাতর হইলে তাহাকে ঈষৎ বেল ছালের কাথে উপবেশন করাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। প্রবাহিকা রোগে—বেলগুঁঠ ও তিল

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

সমভাগে লইয়া পেথন করিবে। পরে উহার সহিত দধির সর, ডালিমের রস ও তিল তৈল যোগ করিয়া ঘোলের সহিত খড়্গুস পাক করিবে। শীতল হইলে সেবন করাইবে।

(চরক।)

বেল পাতার রস গাত্রে মর্দন করিলে তুলবাক্তির অতি বেদ জন্ম গাত্রের হৃদয় হয়। বেলত্বষ্ট চূর্ণ কিঞ্চিৎ শুষ্কচূর্ণ সহ পুরাতন ইক্ষু গুড়ের সহিত সেবনান্তে ঘোল পান করিলে উৎকট গ্রহণী রোগ আরোগ্য হয়। বিষ মূলের কাথ শীতল হইলে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বমন নিবৃত্তি হয়। বেলত্বষ্টের কক্ক সেবনে রক্তাশ আরোগ্য হয়। বেল পাতার রস মরিচচূর্ণ সহ পান করিলে ত্রিদোষ জাত শোথ আরোগ্য হয়। বেলত্বষ্ট গোমূত্রের সহিত পেথন করিয়া উহার কক্ক এবং ছাগীচক্ক দ্বারা তিল তৈল পাক করিবে। এই তৈল দ্বারা কণ পূরণ করিলে বদিরতা প্রশমিত হয়। (চক্রদত্ত।)

কাচা বেল গোড়াইয়া গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে আমাতিসার আরোগ্য হয়।

বিষমূলের কাথের সহিত তৈ চূর্ণ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া আলোড়িত করিবে। ইহা সেবনে শিশুদিগের বমন ও অতিসার আরোগ্য হয়।

(বঙ্গসেন।)

### ডাক্তারী মত।

পাকা বেল—স্বাদ, সুগন্ধি, পোষক, রসায়ন ও মৃদুরেচক। ইহা সেবনে অশ রোগ বাড়িতে পারে না। বাহাদের প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, তাহাদের পক্ষে পাকা বেল বাওয়া বিশেষ উপকারী। কাচা ও অল্পপক্ক বেলের কাথ বা অগ্নিদগ্ধ কাঁচা বেল দারক ও পাচক, এবং ইহা অতিসার রোগে ব্যবহার্য্য। পাকা বেলের সিরাপ গ্রহণীরোগে উপকারী। বিষমূলের ছাল সর ও খাস রোগীর অস্বাভাবিক হৃৎকম্পে সেব্য। বেলের মোরব্বা

অতিসার ও রক্তাতিসারে উপকারী। অস্ত্রের দুর্বলতা বশতঃ উদরাময় ও রক্তামাশয় উৎপন্ন হইলে বেল ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। অল্পপক্ক বেলের শাঁস ১ ছটাক জল ২ ছটাক, ও চিনি ১ তোলা দিয়া পানীয় প্রস্তুত করিয়া দিনে ২৩ বার সেব্য। বালকদিগের পক্ষেও ইহা প্রশস্ত। যে প্রকার পেটের পীড়ায় পর্যায়ক্রমে তরল ভেদ ও কোষ্ঠবদ্ধ বর্তমান থাকে, তাহাতে ইহা বিশেষ উপকারী। বেল পাতার রস পিত্ত ও দর নাশক। ওলাউঠার প্রাতিভাবের সময় প্রত্যহ উহার সরবৎ বা পানীয় সেবন করিলে বোণাক্রমণের ভয় থাকে না। উহার প্রভাবে অস্ত্রের ক্রিয়া বীর্ণ মত সম্পাদিত হয়।

বেগ মিশ্র। বেলের শাঁস ১ ছটাক ও জল ২ ছটাক উত্তমরূপে মিশাইয়া দিবসে ২৩ বার সেব্য। পাকা বেল দ্বারা ইহা প্রস্তুত করিলে সংকোচক ও রেচক উভয় ক্রিয়াই প্রকাশ করে। উদরাময় বর্তমান থাকিলে শোধোক্ত ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

বেলের সার। সুপক্ক ফলের শাঁস একটি পাত্রে জলে ভুবাইয়া রাখিবে। পরে উহাকে ২ ঘণ্টা কাল উত্তমরূপে নাড়িয়া ছাকিয়া লইবে। পুনরায় এইপ্রকার বারংবার যতক্ষণ জল আবাদহীন না হয়। পরে সমস্ত জল একত্র করিয়া জলস্বেদন যন্ত্রের সাহায্যে গাঢ় করিয়া লইবে। মাত্রা ১৫ হইতে ৩০ রতি দিবসে ২৩ বার সেব্য।

বেলের তরল সার বেলের শাঁস আধসের জল ৭০০ শের, সুরাসার ১ ছটাক। এক তৃতীয়াংশ জলে বেল ১০ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া উপরিস্থ জল ঢালিয়া স্বতন্ত্র পাত্রে রাখিবে। পরে অবশিষ্ট জলে আরও ছট্টি বার উক্ত বেলশাঁস এক এক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে ও ছাকিয়া লইবে। পরে সমুদয় জল একত্র করিয়া ফ্রান্স দ্বারা ছাকিয়া লইবে,

এবং জলস্বেদন যন্ত্রের সাহায্যে গাঢ় করিয়া ৭ ছটাক পাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে সুরাসাযোগ করিয়া লইবে।

মাত্রা ১—২ ড্রাম।

হাকিম

## ব্যবসায় বাণিজ্য সংবাদ

### বিশেষ দ্রষ্টব্য।

#### ব্যবসায়ীর স্থান পরিবর্তন।

মেসার্স পি. এম্ বাগচী এণ্ড কোং প্রসিদ্ধ ইক্স ম্যানুফ্যাকচারার পারফিউমারস, ডাইং-ক্টরী পাঞ্জিকা প্রকাশক।

১৬ নং স্কুয়্যাস্লেম (মুরারী হাটার পটুঞ্জিচক্কের সম্মুখে) উঠিয়া আসিয়াছেন।

মেসার্স এন্. বি. সেন এণ্ড ব্রাদার্স প্রসিদ্ধ গ্রামোফোন ও হারমোনিয়াম বিক্রেতা। তাহাদের সাবেক স্থানে অর্থাৎ ১৫ বেন্টিং ষ্ট্রট্, লালবাজারের মোড়ে মার্কেটাইল বিল্ডিং এ উঠিয়া আসিয়াছেন। অতঃপর পত্রাদি উপরোক্ত ঠিকানায় লিখিতে হইবে।

ম্যানুফ্যাক্টরী স্থাপিত—কাতপর উত্তমশীল ব্যক্তির চেষ্টায় জলপাইগুড়ী সহরে আরোবা ফ্যাক্টরী নামে একটি লিমিটেড কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। কোম্পানীর মূলধন ১ লক্ষ টাকা, প্রতি অংশের মূল্য ২০ টাকা হিসাবে ৫ হাজার অংশে মূলধন বিভক্ত। দ্বিতীয় শালাইয়ের জায় একটী নিত্য ব্যবহার্য্য অত্যাবশ্যকীয় জিনিস যন্ত্রে উৎপন্ন করাই এই কোম্পানীর উদ্দেশ্য। এই কার্যের অত্যা-বশ্যকীয় উপকরণও এখানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। কোম্পানী এই কার্যে কয়েক জন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে সাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

২০০—ছাত্রের জন্মদাস পর্যন্ত অর্দ্ধ মূল্য লওয়া হইবে।

## গোপালন। •

আমাদের উপাস্ত দেবতাকে প্রণাম করার সময়ও আমরা বলিয়া থাকি—“গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ”। কিন্তু কাজে কতখানি যে মিত সাধিত হয়, আজকাল তাহা বড় বোকা যায় না। ব্রাহ্মণের সে দিন এখন শশ-শব্দের মত; আর গোমাতার কথা—তিনি ত সাধারণ পশু, চতুষ্পদের গৃহ ছাংখের অমূল্যবান্ধু এমন কি বেশী আছে? ছাগলও যেমন গাভীও তেমন। তবে পশু-আইন রক্ষার জন্য যেটুকু পারা যায়, সেটুকু দয়া দেখালেই যথেষ্ট হবে।

দিনকতক এমনই হইয়াছিল যে, স্বপক্ষের যুক্তি অতি হয়—স্বপক্ষের বক্তা অতি উপ-হাস্যম্পদ। বিপক্ষ বিজয়ী—সে যেন যুক্তি-তর্কের নবীন অবতার, তার যুক্তি দীক্ষধার ভরবারির মত নিশ্চল বাক্যকে। তার শক্তির সম্মুখে দাঁড়ান বড়ই কষ্টকর। কিন্তু এখন দেশের হাওয়া একটুকু গিরিয়াছে। পূর্বগণের ব্রাহ্মণের অরুণ-রেখা আবার কুটিয়া উঠিয়াছে দিন আসিয়াছে—সময় হইয়াছে, তাই পূর্বের লুপ্ত ব্যবহারগুলিকে সজাগ করার জন্য তার আলোচনার বড়ই প্রয়োজন।

বাল্যকালে নবাবভারতে পড়িয়াছিলাম—অন্ধ কবি বিজয় মহুমদার লিখিয়াছেন—

বৃক্ষের তরুণে লোপ ধর্মশাস্ত্র শুধু 'তোপ',

সম্মতিশালা—শুধু সৈন্তের মন্দির;

কি লজ্জা তোমার দেশে, বিদেশী স্তনায় এসে  
অনাগা অসভ্য এই ধর্ম গ্রীহদীর।

বিজ্ঞানের দীপ্তানলে বাইবেল যাবে অলে  
বলে শুধু ভয় ছাট শতাব্দীর পরে;

সেই তার ধর্মতত্ত্ব শুনাইছে খ্রীষ্টভক্ত,  
এক কি ক'ল ছিল ভারতের তরে!”

কিন্তু সে কলঙ্ক কালনের এই শুভ অবসর।

• মাদারীপুর ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনে পঠিত।

হিন্দু আমরা, বর্ণাশ্রম আমাদের মজ্জাগত ধর্ম।

সেই বর্ণাশ্রমের আবার মাথার মণি হইলেন—ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের অবনতিতে বর্ণাশ্রমের অবনতি, বর্ণাশ্রমের পতনে হিন্দুর পতন। ব্রাহ্মণ ও বর্ণাশ্রমের উন্নতি বাতীত হিন্দুর উন্নতির আশা সুদূরপরাহত।

আবার ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠার জন্য গোরক্ষার বিশেষ প্রয়োজন।

কমাই বাতীত আর কেহ গো-জাতিকে অঙ্গীতির চক্ষে দেখে না এবং তাহার য়ে উপকারী সে সম্বন্ধেও মতবৈধ নাই। তবুও হিন্দুর ব্রাহ্মণের দৃষ্টি এ বিষয়ে বেশী দৃষ্ক। আমরা গোজাতির উপকারিতা যে ভাবে উপ-লব্ধি করিয়াছি, কোনও দেশের কোনও জাতি অত দৃষ্কদৃষ্টি লাভ করিতে পারেন নাই। প্রাচীন ঋগ্বেদে আছে।

“পয়ো ন ধেমুঃ শুচির্বিভা বা”

যেমন দেখু তুম্বের দ্বারা সকলের উপকার করেন, তেমনি অগ্নি দীপ্তপ্রভায় আমাদের উপকার সাধন করেন।

সে উপকার বড় অল্প নহে। যেমন আহার বাতীত প্রাণধারণ করা অসম্ভব, সেই রকম গোজাতির অভাবে আমাদের জীবন-যাপন করা বড়ই শ্রুষ্কটিন।

গাভী তক্ষ দান করে বৃষ ভূমি করণ করে এবং গোময় ও গো-মূত্র—গোরচনাও আমাদের অনেক উপকার সাধন করে।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উক্ত হইয়াছে—

“ইতঃ সিত্বং সূর্য্যগতঃ চন্দ্রমসে রসং  
কৃদি বারাদঃ জনশ্যগ্বেহ্মিং”

অগ্নিতে তত চব্যাবস্ত্র আদিতাকে পাইয়া জলরূপে পরিণত হয়। পরে ছালোকে চক্রে এবং তুলোকে ধাতাদি ঔষধির বৃদ্ধিদান করে। সেই ধাতুলক পদার্থে আমাদের শরীর পুষ্ট হয়। অতএব এ বর্ষণের কারণ ও অগ্নি।

সুতরাং একপ শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ বজ্রাঘির সঞ্চর কর।

শ্রুতি অথ আর একস্থলে বলিয়াছেন—

“দ্রব্যন্ত দ্বন্দ্ব পৃথিবীমশ্ব”

বৈশ্বানর-অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হবি জলবিন্দু-রূপে পরিণত হইয়া পৃথিবিতে পতিত হয়। “যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে। এই প্রবাদ বাক্য ভারত ছাড়া কথা না থাকার পক্ষে প্রকৃষ্ট সমর্থনকারী।” তেমনি বেদছাড়া যে তব নাই, বেদে যা অক্ষুরিত, তাহাই যে সংহিতাদিতে পরবিত, এই কথা প্রমাণিত করিতেই যেন মন্ব বেদ বিশদভাবে পরিকার করিয়া বলিতেছেন—

“অগ্নৌ প্রস্তাভতিঃ সমাগাদিতামুপতিষ্ঠতে  
‘আমিত্যাজ্ঞায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টিরশ্বঃ ততঃ প্রজাঃ।’”

আমরা এমনই হইয়া পড়িয়াছি যে, যে হবি আমাদের এত উপকারক—সেই হবির অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা গাভীর আজ আর তেমন সম্মান করি না—তাহাকে তত ভাল চোখে দেখি না—তাব উপর অত্যাচার করিতেও বৃত্তিত হই না।

আজকাল আমাদের ক্রিয়াকাণ্ডের প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে না পাওয়ার পক্ষে বিরুদ্ধ হবিও কারণসমষ্টির মধ্যে অগ্নতম একটি।

বাক্যগত চেষ্টা না হইলে, তাহা সমষ্টিতে পরিণত হইবে না। যদিও গো-পালন বৈশ্বের কাজ—তবুও দেশ-কাল-পাত্র ভাবিয়া এখন আমাদের গো পালনের দিকে একটু বিশেষ-ভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাহাতে বৃষ কলঙ্কিত না হয়, বৎস বিনষ্ট না হয়—গাভীও অত্যধিক পোড়নে ধ্বস্ত না হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করিতে হইবে। কতক বৎসর পূর্বে বঙ্গবাসীতে পড়িয়াছিলাম—কোনও একস্থলে মনীষী পণ্ডিতবর্গের ব্যবহৃত অমুসারে যুক্তিকার বৃষ উৎসর্গ করা হইয়াছিল। সেই জন্য আজ এখানে আমি সর্বিনরে আর্থনা

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।



করি, আপনাদের সম্মিলিত চেষ্টা যেন একপ ব্যবস্থার বিরোধী হয়, এবং বুধ বা পুংবৎস যদি কেহ গোমুচ্ছদনকারীর নিকট বিক্রয় করেন—তাহা হইলে তাঁহাকেও যেন পণ্ডিত-সমাজ হইতে অপাংক্রেয় করা হয়।

আরও একটি ব্যবস্থার সবিশেষ প্রয়োজন। প্রতিগ্রামে গোচারণের জন্য একটি স্থান যেন রক্ষিত হয়। প্রতি ও মনুষ্যতি গোচারণের পৃথক স্থানের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সাক্ষী প্রদান করিতেছেন—

প্রিয়া পদামি পথো নিপাতি  
বিশ্বায়ুগ্রে শুভা গৃহং গাঃ”

অথেন ৩১১৬ পৃষ্ঠ

হে অগ্নি। তুমি বিশ্বের আয়ুঃ। অতএব গবাদি পশুর চরণস্থানে গমন করিও না। তাহারা গোচারণ স্থানে গমন করুক। তুমি শুভাগত হও।

“ধনুশতং পরীহারঃ গ্রামস্ত স্থানং সমুদ্রতঃ।

৮১২৩৭

কুজগ্রামের চারিধারে চারিধার হাত জমি গোচারণের জন্য অনাবাদ রাখিবে।

এখন উপযুক্ত বৃষের অভাবে জীর্ণ শার্ণ লাক্সল-যোজিত বৃষের দ্বারা গাভীর গর্ভাধান করান হয়। আমরা আত্মনির্ভরতাকে চিরদিনের মত বিসর্জন দিয়াছি, কাজেই প্রতি-কথায় প্রতিকার্যে গভর্ণমেন্টের সহায়তার জন্য উদগ্রীব হইয়া থাকিতে হয়। রাজ্য দৃষ্টি না করিলে অবিলম্বে বৃষকুল নিম্ন ল হয়; সেই জন্য এইরূপ একটি আইনের জন্য—সক্কাদয় গভর্ণমেন্টের নিকট প্রার্থনা করা হউক। উৎকৃষ্ট বৃষকে যেন কেহ বধ করিতে না পারে এবং যেন সাধারণের অর্থে পুষ্টি ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ও মিউনিসিপালিটি হইতে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বৃষ রক্ষিত হওয়ার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়।

আর ব্রহ্মণ্যদেবের ভক্ত ব্রাহ্মণ জমিদার-

বর্গের নিকট সাহনয় নিবেদন। যেন তাঁহারা ব্রহ্মণ্যের পূর্ণজ্যোতিতে জাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া উল্লিখিত প্রস্তাব কর্তৃক কার্যে পরিণত করেন। একথা খুবই ঠিক যে—ব্রহ্মণ্যে—

“পাইয়া পবিত্র স্পর্শ

জাগিলে ভারতবর্ষ

বুড়ে বাবে হিংসা দেব মানি হাহাকার”।

এই মঙ্গলমুহূর্ত্তকে বিফলে অতিবাহিত করিলে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ কবির সঙ্গে এক স্বাবে গাহিয়া নিজেদের মানসিক দৈন্ত্য দূর করিতে চেষ্টা করিবে—

“আজিবে সজল নৈরে

জিজ্ঞাসিএ পূণ্যক্ষেত্রে

আচ্চ কি তোমরা ঘোণীলুকটিয়া কোথা?

নিষ্কান ময়ে কি হয়,

পরানও নিবিয়া যায়,

কিছু নাই লেশ তার নিবেছ সকল?”

এখন আশা ব্রহ্মণ্যদেবকে—উদ্দেশ্যে শত শত প্রণাম করিয়া—ব্রাহ্মণের পদবজঃ সহিত আপনাদের আশীর্বাদ মন্তকে ধরিয়া জনয়ে শান্তিলাভ করিব। (ব্রাহ্মণ)

শ্রী বৈষ্ণনাথ কাব্যপুৰাণতীর্থ।

## মহত্ত্বের ছবি।

রেভারেন্ড ডাঃ গদারি “Stories of Golden deeds” নামক পুস্তকে একটি মহত্ত্বের আদর্শ দেখাইয়াছেন—

বিশ্বাসী কাহিনী কৃতদাস।

একজন নিগো তাহার প্রভুর বড় বিশ্বাসী ভূতা। তাহার প্রভুর ২০টা শিশু পুত্রকে ইংলও হইতে লইয়া তাহার প্রভুর নিকট বাইবার জন্য আনিষ্টে ইয়াছিল। যে জাহাজে তাহারা যাইতে ছিল, দৈবতর্কিপাকে সেই জাহাজ জলোন্মোখ হইল—বিপদ জাপক

নিশান তুলিয়া তাহার কাপ্তেন অজ্ঞ জাহাজেব কাপ্তেনের নিকট সাহায্য চাহিতে লাগিল।

অবিলম্বে সেই জাহাজ হইতে লাইক-বোট প্রেরিত হইল। জলোন্মোখ জাহাজের স্রীলোক যাত্রী, কাপ্তেন, নব্বয় প্রভৃতি একে একে সেই জাহাজে চলিয়া গেল, পুনরায় যখন লাইক-বোট ফিরিয়া আসিল, তখন একজন নিগো একটি কাপড়ের পুটলীর স্থায় কি একটি তাহার দ্বক্কিলাইয়া লাইক-বোটের অপেক্ষা করিতেছে। জাহাজখানি তখন ডুবু ডুব, আর দশ মিনিট বিলম্ব হইলেই সে অতল জলধিক্ষেত্রে নিমগ্ন হইয়া যাইবে। লাইক-বোটের নাবিকগণ বলিল, ভারি দ্রব্য লইয়া তুমি লাইক-বোটে উঠিতে পাঠিবে না। হয় নিজে এস, না হয় পুটলী লাইক-বোটে দাও, তুমি জলমগ্ন হও।

নিগো একবার নীলাকাশের দিকে তাকাইল, একটু চিন্তা কবিশ্য পুটলি খুলিয়া ফেলিল। তাহার মধ্যে ২০টা সুকুমার শিশু। নিগো বলিল, ভাই নাবিকগণ—এই শিশু দুটিকে লইয়া ইহাদের পিতার নিকট পৌছাইয়া দিয়া বলিও যে তোমাদের নিগো ভূতা জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বস্ততার সহিত কাৰ্য্য করিতে পারিয়াছে; অবিলম্বে শিশু দুটিকে এবং তাহাদের পিতার ঠিকানা সহ একখানি পত্র লাইক-বোটে ফেলিয়া দিল—জাহাজের কানা পর্য্যন্ত জল উঠিয়া ছিল, নিগো হাঁটু গাড়িয়া উক হস্তে ভগবানে আশ্রয়সম্পর্প করিয়া জাহাজ সমেৎ সমুদ্রের অতলগভে প্রবেশ করিল—জীবন গেল বটে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র ঘটনা জগতের ইতিহাসে তাহার যে অমর দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেল—তাঁহা আর বৃষ্টি মুছিবার নয়! ইহাই মহত্ত্বের অমর ছবি।

অনেক সময়ই অসভ্য বলিয়া যাহারা সভ্যতা হাট বাজারে নগ্ন চিরস্থায়, তাহা-রাও মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ দেখাইয়া জগতকে

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা লইব।

হুঙ্ক করে। আমাদের সামান্য মহাভারত ও  
বাক্যস্থানে এইরূপ আশ্চর্য্যাবশেষ বহু আদর্শ  
আছে।

## Home Industries

### গার্হস্থ্য শিল্প—শিক্ষা।

#### Artificial Writing Slate.

##### লিখিবার কৃত্রিম প্লেট।

প্রস্তরেরই প্লেট প্রস্তুত হয়, তাহা  
সকলেই জানেন। কিন্তু প্লেট তৎপ্রবণ  
জ্বলিয়া ভাঙিয়া ফেলে। পিচবোর্ডের কৃত্রিম  
প্লেট করিলে তাহা হইতে পড়িয়া ভাঙে না,  
অক্ষত যথেষ্ট হাল্কা। বিলাত হইতে এমন প্লেট  
আসে। এদেশে করিলেও ইহা একটা বেশ  
জরুরী কার্য্য হয়। প্রস্তুত প্রণালীও তেমন  
কঠিন নহে, অতি অনায়াসেই ঘবে করা যায়।

### প্রস্তুত প্রণালী।

হুঙ্ক বালীচূর্ণ ৪১ ভাগ।  
ক্যাল্স ব্লাক (ভূষা) ৭ ভাগ।  
জিনসিড্ অয়েল,  
৪ পাকা মসিনার তৈল ৫ ভাগ।

এইগুলিকে একত্রে অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া  
মিশ্রিত কর; বেশ ঘন হইলে ইহাতে স্পিরিট  
অফ্ টারপিন মিশ্রিত করিয়া এমন ভাবে  
শুকনো কর, যেন তুলি দ্বারা পিচবোর্ডে  
লাগাইতে পারা যায়। প্রত্যেকবার ১ কোটি  
করিয়া রাখাইয়া শুকাইয়া লইতে হইবে। এই-  
রূপ ৩ কোটি মাথানর পর শুক হইলে স্পিরিট  
টারপেন্টাইনে এক টুকরা ছাকড়া ভিজাইয়া ঐ  
বোর্ড খানিকে মুখিতে থাক, ইহা দ্বারা প্লেটের  
রং সমতল হইয়া যাইবে। এই পিচবোর্ডের  
এই পিঠেই রং দিতে হইবে, কারণ দুই দিকেই  
সেবা হইবে। এখন ইহা উৎকৃষ্ট কৃত্রিম প্লেট

প্রস্তুত হইল। ঐ প্লেটকে পকেট বুক সাইজে  
কাটিয়া পকেট বুক করা যাইতে পারে।  
উপরোক্ত পকেট বুক ও প্লেটে প্লেট পেন্সিল  
দিয়া লিখিতে হইবে। সেই লেখা ছাকড়া  
ভিজা দ্বারা মুছিলে কোন ক্ষতি হইবে না।  
এখন একখানা প্লেটের দাম ৮০ আনা। পিচ-  
বোর্ডের প্লেট ৭০ আনায় বিক্রয় করিলেও লাভ  
থাকিবে।

### HANDS TO KEEP SOFT

কেমন করিয়া হস্ত কোমল রাখিতে হয়।

Glycerine 1 oz.  
Bay-rum 3 oz.  
Oil Cajeput ½ dr.  
Oil Bergamut ½ dr.

এই গুলিকে উত্তমরূপে মিশাইয়া লিখিতে  
রাখিয়া দিতে হইবে। রাত্রিকালে হস্তে মর্দন  
করিয়া শয়ন করিবে। ইহা দ্বারা হাত মণ-  
মলের জায় কোমল থাকিবে। ইহাকে পেটেটে  
করিয়া বিক্রয় করা যায়, মহিলাগণের আদরের  
সামগ্রী।

### কৃত্রিম বরগণ্ডি পিচ।

আমল বরগণ্ডি পিচ নরওয়ার spruce  
Tar হইতে যে তারপিন জন্মে, তাহা হইতে  
বহিস্কৃত অপরিষ্কৃত রজনই বরগণ্ডি পিচ।  
কিন্তু কৃত্রিম বরগণ্ডি প্রায়ই দেখিতে ও গুণে  
সেইরূপ হইবে।

### প্রস্তুত প্রণালী।

সাধারণ রজনকে তিসির তৈলে গলাইয়া  
রং করিবার জন্ত আনাটো বা নটকন ফলের  
বিচী বা পাম অয়েল মিশাইয়া দিলেই ঠিক  
বরগণ্ডি পিচের মত দেখিতে হইবে।

## WOOL

### WASHING COMPOUND

### উলের জিনিষ কাচিবার আরক।

Dried Soda 35 parts  
Powdered Soap 10 „  
Sal. Amoniac 10 „

এই মিশ্রণ গরম জলে আবশ্যকীয় পরিমাণে  
দিয়া তাহাতে উলের দ্রব্য ভিজাইয়া রাখিয়া  
৩৪ ঘণ্টা পরে ধোত করিলেই পরিষ্কার  
হইয়া যাইবে। উল কাচিতে আমাদের  
দেশের রিটা ও মুত্তর ডাল বাটাও মন্দ  
নহে।

## Editor in Council.

### সম্পাদকের মন্তব্য সভা।

(শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় (গ্রাহক নং ১৮২৮)  
প্রম। একটা বিধবা মহিলার বয়স প্রায়  
২৪ বৎসর। প্রায় বৎসরাবধি রজ-নিবৃত্তি  
হইয়া আছে। তাঁহার গাত্রে আমপাতা বাহির  
হওয়ার জায় এক প্রকার ইরপসন বাহির হই-  
তেছে। মহিলাটা কোমল স্বভাবের। তাঁহার  
হাতের ও পায়ের চাটু ঈষৎ ফুলিতেছে। এমন  
অবস্থায় আপনাদের দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে  
কোন হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ব্যবস্থা জ্ঞাপন  
করিয়া সাহায্য করিলে চিরবাধিত হইব।  
উত্তর। পালসেটিকা ২০০ শক্তি সপ্তাহে  
১ মাত্রা দিয়া দেখুন, আমাদের বিশ্বাস ইহাতেই  
সুফল হইবে।

মিঃ মহম্মদ আবদুল্লাহ মিয়া (গ্রাহক)  
হোড়গ্রাম, দুপতারা, ঢাকা।

১৯১৮ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় 'কাজের  
লোক', তুলসীর গুণাবলী আছে। এই প্রব-  
ন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত বহুবাহারী সেন গুপ্ত  
বিদ্যাবিনোদ।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

উহার ঠিকানা কোথায়?

তুলসী ২ প্রকার, সাদা এবং কাল। কোন তুলসীর গুণ অধিক?

উত্তর। বহুবাহারী সেন গুপ্ত মহাশয়ের ঠিকানা আমরা অবগত নহি। প্রবন্ধটি সংগ্রহীত। “সন্মিলনী” পত্রের সম্পাদক মহোদয়ের নিকট অনুসন্ধান করুন। “সন্মিলনী” ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত হয়।

সাদা এবং কাল তুলসী উভয়ই সমগুণ সম্পন্ন। দ্রব্যগুণ সংগ্রহ গ্রন্থে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

শ্রীভবভারণ বসাক।

প্রশ্ন। সিরপ প্রস্তুতের ফরমুলা জানাইলে বাধিত হইব।

উত্তর। “কাজের লোকে” বতবার ইচ্ছা আলোচিত হইয়াছে এবং শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ১৯০৯ হইতে ১৯১৮ পর্যন্ত “কাজের লোক” ৩০০ স্থলে এক্ষণে ১২০০ টাকার মাত্র বিক্রয় হইতেছে। তাহাতে দীর্ঘপ্ কেন, বহু দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। কিছু যদি করেন তো আমাদের শ্রম সফল হয় এবং নিজেরাও ধন্য বিবেচনা করি। এত স্থলভেও যদি “কাজের লোক” গৃহ পরিষ্কার হায় প্রতি গৃহে রক্ষিত না হয়, তবে আমাদের এবং আমাদের সমাজের দুর্ভাগ্য বই আর কি, বলিব। এ উপজ্ঞাস প্রাপ্তি আয়াসের দেশে শিল্প বাণিজ্য শিক্ষার প্রবৃত্তি কোথায়? এক্ষণে একজনকেও স্বাধীন জীবিকার জন্ত আগ্রহের ইহাতে দেখিলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকে না। আত্ম নির্ভরশীল হইয়া নিজের আবশ্যকীয় দ্রব্য নিজেরা প্রস্তুত করিয়া অভাব মোচন করিতে না প্রয়াসী হইলে, কাহারও আর মুক্তির উপায় নাই। বড় দুর্দিনই ক্রমে ক্রমে ঘনাইয়া আসিতেছে।

## Agricultural notes.

### কৃষি-প্রসঙ্গ।

অনাবৃষ্টিসহ ধাতুগাছ-ধাতের জন্মস্থান ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ হইতেই, বিভিন্ন সময়ে ইচ্ছা ইউরোপ এবং আফ্রিকা মহাদেশের নানা-স্থানে ও ভারতমহাসাগরের মাডাগাস্কার (Madagascar) দ্বীপে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়া ছিল। আনুমানিক ১৭০০ খৃঃ অব্দে, জাহাজের জৈনিক নাবিক কর্তৃক মাডাগাস্কার হইতেই আমেরিকায় বীজবাহ্য নীত হয়; এবং সেই সময় হইতেই আমেরিকায় ধাতুচাষ চলিতেছে। কিন্তু কিঞ্চিদধিক দ্রুতশত বৎসর মধ্যেই মাকিন যুক্তরাষ্ট্রসমূহ ধাতুচাষে ভাবত ও জাপানের পরবর্ত্তীস্থানাধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমানসময়ে আমেরিকার ‘কেবোলিনা’ নামক ধাতু (Carolina rice) পৃথিবীর ধাতবীয় ধাতের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। ঐ ধাতের চাউল বৃদ্ধিকার ও শ্বেতবর্ণের হয়; এবং উহাতে অত্যধিক পরিমাণে পরিষ্কার শ্বেতসার রহে। উত্তর আমেরিকার ‘কেবোলিনা’ ধাতের ইচ্ছাই যে কেবল উৎকর্ষতার পরিচায়ক, তাহা নহে। উহার শিকড়গুলি মৃত্তিকার উল্লম্বের অব্যবহিত নিম্নস্তরে (Sub-soil) সরলভাবে প্রবিষ্ট হওয়াতে, উহার মৃত্তিকার নিম্নভাগ হইতেই খাদ্যসংগ্রহ করিতে পারে। ফলে, দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি হইলেও ‘কেবোলিনা’-ধাতু গাছ জীবিত বহে। ভারবর্ষের ধাতুসম্বন্ধে কিন্তু এ কথা বলা যায় না। কারণ, অনাবৃষ্টি-সহ কোন প্রকার ধানের গাছ ভারতবর্ষে দৃষ্ট হয় না;—ভারতের ধাতুগাছ মৃত্তিকাল ব্যতীত জীবিত রহিতে পারে না। ভারতের ধাতুর শিকড়গুলি মৃত্তিকার কিঞ্চিৎ নিম্নে জালের মত ছড়াইয়া পড়ে (The Indian variety

has horizontal roots, which spread over the surface of the ground like net-work and ramity.)। এই জগাই অনাবৃষ্টিবশতঃ মৃত্তিকার উপরিভাগে রসের অভাব ঘটিলেই, ভারতের ধানগাছগুলি মরিয়া যায়। ফলে, অনাবৃষ্টির বৎসর বা যথাকালে বৃষ্টির অভাব হইলেই যে আমাদের দেশে উচ্চিক উপস্থিত হয়, ইচ্ছা কাহারও অবদিত নহে। এমনভাবেই আমাদের দেশেও আনন্দ-রিকার ‘কেবোলিনা’ ধাতের চাষ-প্রথা প্রচলিত হওয়া অত্যাশঙ্কক। আমরা এ বিষয়ে বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

### আত্মরক্ষাে ধূম্র প্রয়োগের উপকারিতা।

ফিলিপাইনদ্বীপে নানাপ্রকার সুস্বাদু আম জন্মে। ঐ দ্বীপবাসীরা আমগাছে বোল (মুকুল) ধরিবার প্রায় দেড়মাস পূর্বে হইতেই উহার নাচে আগুন জ্বালাইয়া, ডালা ও পাতাতে ধূম্রা দিয়া থাকে; এবং আমগুলি লিচুর মত বড় হইলেই ধূম্রা দেওয়া বন্ধ করে। কেহ কেহ আমমুকুলগুলি পরাগ দ্বারা সজ্জাবিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলে পরিণত হইলেও ধূম্রা দেওয়া স্থগিত রাখে। প্রচলিত অগ্নিশিখার আমগাছের কিঞ্চিৎ অপকার সাধিত হয় সত্য, কিন্তু উহার শাপাসমূহে ধূম্রা লাগিবার ফলে—(১) সত্তর অথবা নিম্নিষ্ট সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে বোল ধবে, (২) আমও শীঘ্র পাকে, (৩) আমমুকুলের মধ্যস্থিত কাঁটগুলি ও ছাতাধরা-বোগের বীজগুলি নষ্ট হইয়া যায়, এবং (৪) আমের ফলনও অধিক হয়—এই চতুর্বিধ উপকারই সাধিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ আমবৃক্ষের তলদেশে একটা গর্ত করা হয়; এবং তৎপর সেই খনিত গর্তের মধ্যে শুষ্কপত্র, আগাছা প্রভৃতি রাখিয়া অগ্নিসংযোগ

২০০—ছাত্তের জন্মাস পর্যন্ত অর্দ্ধ মূল্য লওয়া হইবে।

করিবার প্রথাটি উক্ত দ্বীপে প্রচলিত  
রহিয়াছে। প্রচলিত অগ্নির শিখা উচ্চ হইয়া  
উঠিলে, উহাতে তুষ, করাতের ভুঁড়া কিংবা  
নাতি চালিয়া দিয়া অগ্নির তেজ খুব কম করিয়া  
দেওয়া হয়। সুতরাং তদবস্থার কেবল ধূঁয়াই  
উঠিতে থাকে। ঐ ধূঁয়ার উপরে একটি  
সজ্জিত লম্বা বাঁশ রাখা হয়; এবং উহার  
মাচাঘোঁট ইচ্ছানুসারে আমগাছের সকল স্থানে  
ধূঁয়া লাগান সহজসাধ্য হইয়া থাকে। বংশ-  
খণ্ডের ছিদ্রপথে ধূঁয়া উঠিয়া যাহাতে শাখা  
প্রশাখা ও পত্রাদিতে লাগিতে পারে, তৎপ্রতি  
বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়াই, উহা হয় কিংবা  
দীর্ঘ করা হয়। ধূঁয়াসম্পর্কে বিশিষ্টসিদ্ধ  
মূলগুলি লীঘ শুক হইয়া যায়; এবং ঐগুলি  
সহজে নষ্ট হইতে পারে না। সাধারণতঃ  
প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালে, একবার করিয়াই  
ধূঁয়া লাগান হয়। আমাদের দেশের আম  
গাছেও, পূর্বোক্ত প্রকারে, প্রতাহ প্রাতঃকালে  
একবার করিয়া ধূঁয়া দিতে পারিলে, আমের  
ফলন অধিক হইতে পারে। তদ্বিন্ন, উহাতে  
আত্মকীটের উপদ্রবও অনেকটা কমিয়া  
যায়।

রবারের বীজের তৈল--মালয় ষ্টেটে রবা-  
রের বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া ইউরোপে  
রপ্তানি করা হইতেছে; এবং বীজের তৈল  
পশুখাদ্য ও সাররূপে ব্যবহৃত হইতেছে।  
আমরা এ বিষয়ে আসামের বন-বিভাগের  
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ব্রিটিশ ভারতবর্ষে গবাদি পশুর সংখ্যা—  
গত আদম শুমারীতে দেখা যায়, ব্রিটিশ ভারত  
বর্ষে প্রায় ১৪৪৯০০০০০টি গবাদি পশু রহি-  
য়াছে। তন্মধ্যে ঘাঁড়ের সংখ্যা প্রায়  
৪৯০০০০০, গাভীর সংখ্যা প্রায় ৩৭৪০০০০০,  
মহিষের সংখ্যা প্রায় ১৯২০০০০০ এবং বাছ-  
রের সংখ্যা প্রায় ৪০৯০০০০ বলিয়া ধাৰ্য্য  
হইয়াছে। নিম্নলিখিত প্রদেশসমূহেই অধিক-  
সংখ্যক গো-মহিষাদি পশু দৃষ্ট হয়।

যুক্ত-প্রদেশ	৩১৭০০০০০
বঙ্গাল-প্রদেশ	২৫৩০০০০০
মাদ্রাজ-প্রদেশ	২১৪০০০০০
বিহার ও উড়িষ্যা-প্রদেশ	২০১০০০০০

গো-খাদ্য ইতালী-গভর্নমেন্ট প্রত্যেক  
গাভীকে প্রতিদিন দুইসের আন্দাজ তুষ পাও-  
রাইয়া বেশ ভাল ফল পাইতেছেন। ইহাতে  
গাভীর দুধ একটুকুও বিকৃত হয় নাই। গো-  
খাদ্যরূপে তুষের ব্যবহার আমাদের দেশের  
কুত্রাপি প্রচলিত নাই। সুতরাং সম্ভবতঃ গো-  
খাদ্যরূপে তুষের ব্যবহার করিয়া ফলাফল  
পরীক্ষা করা কর্তব্য। কঃ সঃ

ধানের ধোসাকে তুষ বলে--উক্ত কুটিত  
তুষকে “কুড়ো” বলে। এই কুড়ো প্রচুর  
পরিমাণে বৃদ্ধমান, বিরভূম অঞ্চলে গরুকে  
খাওয়ান হয়। তুষও এদেশের গরু খাইয়া  
থাকে। কঃ সঃ।

কাঠালের ফলন বৃদ্ধির উপায়।

এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাজেন্দ্রকুমার মজুমদার  
এম, আর, এ, এস মহোদয় লিখিয়াছেন,—

যদি কোনও কাঠালগাছে ক্রমাগত ২০ বৎসর  
পর্ণাস্ত ফলন কম হইতেছে দেখা যায়, তাহা  
হইলে বর্গান্তে ভাদ্র অথবা আশ্বিন মাসে, ঐ  
গাছের গোড়ার চতুর্দিকের মাটি কোদালি  
দ্বারা তুলিয়া ফেলিতে এবং উহার উপরিভাগের  
শিকড়গুলি ‘ভাসাইয়া’ রাখিতে হইবে।  
তদ্বিন্ন, গাছের গোড়া ও ডালা এবং শিকড়-  
গুলির স্থানে স্থানে দা দিয়া একটু একটু  
করিয়া কোবাইয়া দিতে হইবে। তৎপরে, ঐ  
স্থানগুলি আউশধানের খড় দিয়া বাঁধিয়া, রাগ  
আবদ্ধক। শীতের প্রারম্ভে আলুগা শিকড়-  
গুলি মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে। যতদিন  
শিকড়গুলি ভাসা রহিলে, ততদিন গাছেও  
গোড়ার কিছু কিছু করিয়া জল দিতে পারিলে  
ভাল হয়। আমি এই উপায় অবলম্বনে,  
আমাব কতকগুলি কাঠালগাছের ফলনবৃদ্ধি  
করিতে পারিয়াছি।

## বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহক মহোদয়গণ—

অনুগ্রহ করিয়া ১৯১৯ সালের বার্ষিক মূল্য  
পাঠাইয়া দিয়া ভি পি করায় কল্লের পরিচয়  
হইতে রক্ষা করুন, ইহাই এবারকার সাহসনয়  
প্রার্থনা। কেননা, বড় কণ্ড এবং তর্কল।

বশব্দ—

কার্য্যাব্যাক।

## কাজের লোক আফিস।

১৭নং অজুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫:এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা, নিউ সারস্বতী প্রেসে শ্রীমদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক

১৭নং অজুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

কাম্বের লোক, কলিকাতা।



## জম্ব তৈল

গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়,  
নিরানন্দের আনন্দকর।

সংবৎসরব্যাপী নিরানন্দের পর আনন্দময়ীর স্তভাগমন হইবে। সামান্য  
কুটীরবাদী হইতে বুকুটধারী রাজাধিরাজ পর্যন্ত সকলেই সেই স্তভদিমের  
প্রতীক্ষা করিতেছেন। বাহার যেক্রপ সাধ্য তিনি সেইক্রপ আনন্দের আশো-  
জন করিতেছেন। জম্ব তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক। উৎসবের দিনে



জম্ব তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে; তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক শিশির মূল্য ১৮ এক টাকা। তাকমাগুল ১০ আনা। ভিঃ পিতে ১৮/০ আনা। শুজন (১২ শিশি) ৮৫০ আনা।

## সুরবলী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক সালসা।

দুর্ভিত বিধ অন্য বাহাদের রক্ত খারাপ হইয়াছে, শরীরে নানা প্রকার জ্বর বা কতের চিকিৎসা পাইয়া ভ্রম সমাজে মিশিবার অন্তরায়  
হইয়াছে, শরীরের কাতি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাহার। সুরবলী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবলী কষায় সেবন কালে বিশেষ  
কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবলী কষায় সেবনে সূখার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১৮০ টাকা। ভিঃ পিতে ২/০ আনা। ৩ শিশি ৩৫০ টাকা। ভিঃ পিতে ৪/০ আনা।

সি, ফে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোল। ষ্ট্রীট, — কলিকাতা।

## খোকসিনা

অদ্বিতীয় বৈদ্যুতিক বেদনানাশক মালিস

• • • বে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক,  
“খোকসিনা” ২৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিহারত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা,  
শরীরবেদনা, বাতের অসহ্য রুরোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান

## কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্বাস্থ্য কলপ্রদ। নক্ষিত শোণিতকে অলৌকিক শক্তিবিদ্যুৎ আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে  
উৎপন্ন করে। এত আশু কলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী  
আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৫০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য  
হইবে। প্যাকিং ভিঃপ সস্তা।

এস, পি, চার্টার্ড এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্যালয় এবং

কৌর—গলসী. ফ্রেন্স বর্ডিস



আবিসের বেলা হল, এইবার উঠতে হবে। আর দেখ কেবল বেলায় এক ভজন "ক্যাম্পাইডিন" যেন আনতেলোত না। এক ভজন কিনলে ৯ ন টাকাতেই হবে।

বেসুল কেমিকাল এণ্ড  
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্সালিমিটেড  
কলিকাতা

# কাজের লোকের পুস্তক ।

শিল্প শিক্ষা ।

ঐহরিপদ চক্রবর্তী প্রকাশিত ।

মূল ১০ ডাকশাওলাদি যতঃ ।

অসংখ্য হাতে যেতেই জিনিস প্রস্তুত  
প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । যেরূপে  
জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-  
প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত । সুন্দর  
ছাপা, ১০০ কপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ  
পত্র লিখুন ।

সিঙ্গেট অফ্ এ নিউ ট্রেড ।

“কাজের লোক” সম্পাদক প্রণীত । কেমন  
করিয়া অল্প পুষ্টিতে ঘরে বসিয়া অত্যন্ত  
কাজ ও চাকুরী থাকা বস্ত্র উৎপাদন করিতে  
পারি যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও  
অনেক শুভ রহস্য আছে বাহ্যি কেহ কাহা-  
লেক্তে নিধার না । পুস্তক আর নাই, পুরানার  
ছাপা হইতেছে ।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে  
পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এক  
খানাকাজীর পাঠ করা উচিত, পুষ্টিতে আশ্রয়  
অন্বেষণ করিতেছি । ইহা জিনিস প্রস্তুত-  
প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইরোপে  
আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে,  
আহারই অনান্যসাধ্য উপায় সমূহ বর্তমান  
সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংক-  
লিত । এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে  
পারে, তবে আমাদের আশীত এই পুস্তক-  
খানিই যেন ক্রয় করিবেন । মূল্য ২,  
টাকা তিন পি যতঃ । কাগজে বাঁধান, পরিষ্কার  
অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত । সুন্দর  
অল্প মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে ।

বেকারের উপায় ।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত ।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে  
মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য আরম্ভ করা  
যায়, এই সকলের কবিতা সন্নিবেশিত অন্যান্য  
সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক প্রকাশিত  
পত্র ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । একই  
সামান্য পরিভ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন  
করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জন করিয়া  
সংসার চাপাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই  
সন্নিবেশিত হইয়াছে । কৌতূহলজ্ঞাত  
হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আশঙ্ক্য  
নাই, করাও উচিত নয় । কিন্তু প্রকৃতই  
কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্জয়  
করিবেন, পুস্তকটাই, হুদিসকাপ  
১০ পোজ সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান ।  
মূল্য ১০ আনা । ভি, সি যতঃ ।

ONE THOUSAND RECIPES

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস  
প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ । তবে ইংরাজী  
পুস্তক । ইংরাজী অতিশয় ব্যক্তির ইহাতে  
জানিবার অনেক কথাই আছে । মূল্য ২,  
মুদ্রের অল্প মূল্য বৃদ্ধি ।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয় । আমা-  
দের বেশী কথ্যচারী নাই যে, সন্ধ্যাই এই  
কার্যে উপস্থিত থাকিতে পারে । টাকা  
পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই,  
অধিকতর ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায় ।  
সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের  
লোকের-প্রাধিকগণের সুবিধার জন্য আমরা  
এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি । বাহ্যি আমা-  
দের নাই, তেমন পুস্তকও অর্জয় করিলে সংগ্রহ

করিয়া পাঠান যায় । এই বিভাগে কমিশন  
শেষেও পুস্তক রাখা হয় । সে বন্দোবস্তের  
জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, “কাজের  
লোক আফিস” এই ঠিকানার পত্র লিখুন ।

কাজের লোক আফিস, •

১৭ নং অক্ষয় দত্তের লেন,  
বহুবাজার, কলিকাতা ।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য  
বস্তুস্বরূপ । কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন  
চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য  
দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই  
অমূল্য চক্ষুরূপকে রক্ষা করিতে যান ; কিন্তু  
তাঁহা ত হইবার নয় । প্রকৃত নির্দোষ চসমা  
উৎকৃষ্ট রেজিন প্রস্তুত হইতে প্রস্তুত হয় ;  
তাঁহা কাঁচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাঁহাই  
চক্ষুর রক্ষার বর্থাৎ সামগ্রী । আমরা চক্ষু  
পরীক্ষার দ্বিবিধ বৈজ্ঞানিক বর আনা হইয়াছি ।  
চক্ষুর বিবরণ আমাদের কাছে যেন একবার অতি  
অবশ্য জানান হয় । প্রায় ৩০ বৎসরের কত-  
ধর্মীতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল  
কলেজের ব্যবহৃত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই  
দে, মল্লিক এণ্ড কোং,  
২ নং লালবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা

চিকিৎসা প্রকাশ ।

বাঙ্গালা ভাষায় সুদোষ্য চিকিৎসকগণের  
দ্বারা পরিচালিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিবরণ  
মাসিক পত্র বঙ্গবলের প্রত্যেক পল্লী চিকিৎসা  
সকলের পক্ষে ইহা অপরিহার্য । বার্ষিক মূল্য  
মুদ্রাক ২২ মাত্র ।

ডাঃ ডি, এন্, হাশিমার,

কার্যাব্যাস,

পোঃ আব্দুল বেদ্বিরা মেলা নদীয়া, ৯



কাঁজের লোক, কলিকাতা।

## হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী সমেত সর্কোংকট পুস্তক, চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূর্যাসী প্রণসিত। মূল ৯০ আনা মাত্র।

১৭নং অক্টবর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার এসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্য।

## সূর্যাকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৯ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (মুর্শীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্থূল পাঠ্য বাবতীর ইংরাজী, বাঙালী ও সংস্কৃত পুস্তক ও বাধ্য পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। উত্তর নানা প্রকার এটলাস, য়োব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লিখিবেন।

## মেসার্স ইজ্জহার এণ্ড সন

ক্যাবিনেট মেকার্স এণ্ড কন্স্ট্রাক্টরস।

বেণু সরাই।

শিত, দান, কাঁটান, প্রভৃতির গৃহস্থকার সমস্ত সামগ্রী ও দরজা খুলনা ইত্যাদি অতি শ্রুততে বিচক্ষণ কারিকর দ্বারা প্রস্তুত করিয়া ভারতের সর্বত্র পাঠাইয়া থাকি। অর্ডার দিবারাত্র বা এন্টিমেট চাহিলে তৎক্ষণাত্ পাঠাইয়া দিই। প্রস্তুত অর্ডারের সহিত অন্ততঃ দুইয়ের অনুমান অর্ধেক অগ্রিম পাঠাইতে হয়। বাকী টাকা ভি: পি:তে আদায় হয়। দর, ও এখানে সুবিধা হইবে।

# টাকা এদেশে খুব সস্তা নয় ! কাজের লোক

তাই একটি পরিসাও অপব্যয় করেন না।

এক ঘোড়ার হাওয়ার ঔষধ আজকাল পাওয়া ভ' যায়, কিন্তু দাবখান রোগী অর্ধের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটাই দেখে, ঘুমে, ঠাট্টায় ফিনেন। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিহ্ন আরাম হয়ই, খামকা বা' তা' কেনার খরচও বাঁচে।  
সকলকার বেহের জন্য, আজকাল সর্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে

## হিলিং বাস

একমাত্র যত্নোৎসাহ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, বলাতে আরাম হয়, কিন্তু হিলিং বাসের বিশেষত্ব (১) প্রতি মাত্রায় ফল (২) ১৫ দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সস্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি বার্ষ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে কড় বড় ডাক্তারের প্রশংসাবাক্যের মধ্যেই আছে—অথ পত্র লিখে এই বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ২৪০, ছোট (অর্ধেক) ১২০।

আর, লগিন এও কোং—যানুক্যাক্চারিং কেমিস্টস্,

১৪৮ নং বহুবাজার স্ট্রিট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—“হিলিং” কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৩১৫, কলিকাতা।

### “কাজের লোকে” বিজ্ঞাপনের হার।

১. কতদিন চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।
২. ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৭ টাকা ধরা হয়। সং ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাশি।

#### সাধারণ পৃষ্ঠার হার :

	৩ মাসের জন্য		৬ মাসের জন্য		১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮ টাকা প্রতি মাসে	১৭ টাকা প্রতি মাসে	৮ টাকা প্রতি মাসে	৬ টাকা প্রতি মাসে	৪ টাকা প্রতি মাসে
২ "	৭ " "	৮ " "	৭ " "	৫ " "	৩ " "
৩ "	৬ " "	৬ " "	৬ " "	৫ " "	২ " "
১ কলাম	৩ " "	২ " "	২ " "	২ " "	১ " "
২ "	১২ " "	১১ " "	১১ " "	১১ " "	১১ " "

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাশি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানহিব।

কার্য্যাব্যক্ষ

“কাজের লোক”।

১৭ নং অক্টুর হস্তের লেন, বহুবাজার, কলি কাতা



## স্বাস্থ্যবিক-দোষকর শরীর ধ্বংসের কারণ।

“কেন না”—স্বাস্থ্য সমূহ হ্রাস হইলে, পেশী প্রভৃতি ও হৃদয় পড়ে, অত্যধিক শুক্রপাত, অথবা উপায়ে কানবৃত্তির সন্তোষ সাধন, অভিজ্ঞান প্রভৃতি কারণে শোণিতের সার শুক্র দূষিত হইয়া পড়ে।

“কেন না”—শুক্রের তারল্য ও ধারণা-শক্তির অভাব হইলে—সংগ্রহ শরীর হ্রাস হয়, মস্তিষ্ক হ্রাস হয়, চিত্তশক্তি বা কক্ষীয়শক্তি থাকে না। চিত্ত সর্বদা অপ্রস্থল—মনে নানা দৃষ্টান্তের আকর্ষণ হয়।

“কেন না”—এই শুক্র-তারল্য হইতে, মাথাঘোরা, অজুখা, অনিদ্রা, অধীর্ণতা মূহুর প্রভৃতি উপস্থিত হয়। যৌবনের পূর্ণ-শক্তির অধিষ্ঠানে এই শুক্র-বিকারে বলিষ্ঠ যুবককে অক্ষম ও অপদার্থ করিয়া তোলে। জানিয়া রাখিবেন—উল্লিখিত সমস্ত উপসর্গ দূর করিয়া পূর্ণ-স্বাস্থ্য লাভনা ও কাস্তি ফিরাইয়া আনিতে আমাদের শাঙ্কু ঘটিত মহোদয় একমাত্র রতিবল্লভ-রসায়নই সমর্থ।

এক শিশি মূল্য ১৫০ দেড় টাকা মাত্ৰাদি ১৮০ এগার আনা।

গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত  
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়,

১৮১ ও ১৯ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

## নগদ ৩০০০ টাকা পুরস্কার বিতরণ!

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটির প্রতিনিধি কবি সমন্বিত ৩টি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের রসি এবং তাহার উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে বাঙালী গবেষণা ও মতিপূর্ণ মৌলিক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রেরণ করিতে পারিলেন, তাঁহাদিগকে যোগ্যতাসারে নিম্নলিখিত হারে উপরোক্ত পুরস্কারের টাকা নগদ প্রদান করিলেন।

### প্রথম প্রতিযোগিতায়

১ম পুরস্কার ১০০০

২য় পুরস্কার ৫০০

৩য় পুরস্কার ২৫০

### দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায়

১ম পুরস্কার ৩০০

২য় পুরস্কার ৩০০

৩য় পুরস্কার ১০০

৪র্থ পুরস্কার (৩টি) প্রত্যেকটি ৫০ হিসাবে

৫ম পুরস্কার (১০টি) প্রত্যেকটি ১০ হিসাবে

নিয়ম :—বাঙালীর কবি কার্যে অচরাগ আছে, তাঁহারা প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে পারেন। প্রবন্ধ বিচারের জন্য ৩জন বিচারক গুটিকাপাত দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। সমস্ত প্রবন্ধ হস্তগত না হইলে প্রতিদ্বন্দী প্রবন্ধ লেখকগণের নাম বিচারকগণকে জানিতে দেওয়া হইবে না। পুরস্কার শেষে, পুরস্কার প্রাপ্ত লেখকগণের নাম টিকানা এবং প্রবন্ধের নকল কেহ চাহিলে তাঁহাকে পাঠান হইবে। প্রবন্ধ পাঠাইবার সময়, ১৯১৭ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯১৮ সালের ১লা জুন পর্যন্ত। আরও বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা হইলে নিম্নলিখিত টিকানায় জানিতে পারিবেন।

Delegat—

CHILEAN NITRATE COMMITTEE,

1. Royal Exchange Place, CALCUTTA.

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটি,

১ নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস,

কলিকাতা।

THE

# BUSINESSMAN

কাজেরলোক

১৩শ বর্ষ,  
৩য় সংখ্যা।

New Series,  
March 1919.

মৃত্যু সংস্করণ।  
মার্চ ১৯১৯।

Vol. XIII.  
No 3.



শানমেটো।

SANMETTO.

শ্রী পুরুষ ও বালক বালিকাসংগে মূত্র এবং জননযন্ত্রের যাবতীয় গীড়া নিবারক  
সর্বশ্রেষ্ঠ বলকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেটোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রযন্ত্রের (Kidney and Bladder) যাবতীয় গীড়ার প্রস্তাবকালে ভীষণ যন্ত্রণায় রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব বা অনাবিধ প্রস্রাব শিশু ও বালকসংগে লম্বা মুখে অস্বস্তিক, ব্যথিক বা মেহবৃদ্ধি যে কোন গীড়া হস্তান্তর করিয়া দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে শানমেটোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপন্ন ঔষধ।

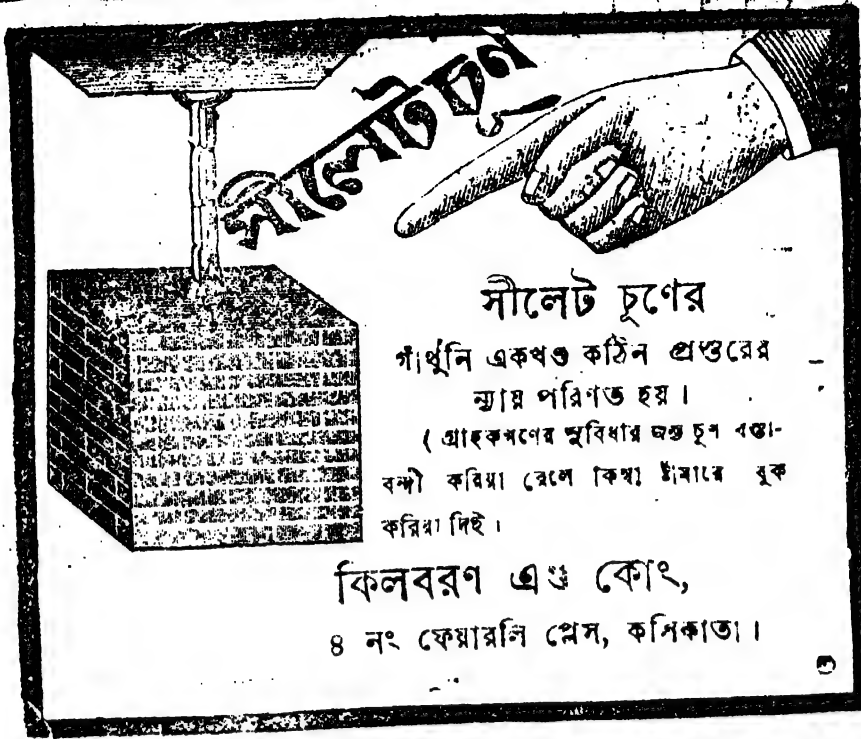
আধিক্য আদি কোন রোগের জিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নির্বিঘ্নে ব্যবহার্য। প্রাণি-পুহেই শানমেটো থাকে উচিত প্রত্যেক শিশুর সহিত ব্যবহার্য থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৩/০ সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

আমরাই শানমেটোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকেট উপরে দেখিয়া লইবেন।  
অড চেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ বার্রো স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক, ইউ, এস, এ।  
OD CHEM. CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A.

কালের লোক বাসিন্দা, ১৭ নং অক্ষুণ্ণ রাস্তার কোণ, বড়দাজার, কলিকাতা।

কাগজের লোক, কলিকাতা



**সীলট চূণের**  
গাধুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের  
মাত্র পরিণত হয়।  
(গ্রাহকসমূহের সুবিধার জন্য চূণ বস্তা-  
বন্দী করিয়া রেলের কিস্তি দ্বারা বুক  
করিয়া দিই।

**কিলবরণ এও কোং,**  
৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

**ডাঃ বাটলিওয়ালার ঔষধ।**

ভারতের সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল একবিবিসনে  
স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাটলিওয়ালার বালমুত, হৃদয়, শিঙার  
জনা ১/০।

বাটলিওয়ালার অলকিরোরবান, সর্দি প্রকার  
শিরঃশিউরা আঘাতজনিত  
যন্ত্রণার জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার টনিক পিল, রক্তাক্ততা এবং  
হৃদয়লভার জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার (কলেসেরাল) কলেসের এবং  
রক্তনাশয়ের জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার আসল হুইনাইন টেবলেট  
প্রত্যেক ঘোতল (১ ড্রেণ  
করিয়া) ১/০।

ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by  
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.  
Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address —  
BATLIWALLA, WARLI Bombay

# স্ত্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও ALETRIS CORDIAL RIO

যাবতীয় স্ত্রীরোগ যথা বাধক, অতিরিক্ত, এবং যেতপ্রাপ্ত, অস্বাস্থ্য দোষজনিত মৃতবৎসী দোষাদির জন্য সমগ্র  
জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।  
ইহা নারীদেহের সমস্ত হৃদয়লব্ধ উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে তৎস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী  
বালিকাগণের ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ  
সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রতারণিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্যতা দেখিয়া প্রতারকগণ আল করিতেছে। ক্রয়ের সময় লেবেলের উপর Rio  
Chemical Company, New York City U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি  
৩০০ আনা মাত্র।

মে: রাইও কেমিক্যাল কোং,  
১৮৭০ সালে স্থাপিত।  
১১ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,  
আমেরিকা।

**RIO CHEMICAL COMPANY.**

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

কাজের লোক, কলিকাতা।

ম্যাগেলিয়ারা জ্বরের  
নবোদয়।

# জ্বরমলীন

সর্বপ্রকার জ্বরের  
নবোদয়।

মূল্য ৥০ আনা, ডজন ৫২ টাকা।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন কর। চলে।

একদিনে জ্বর হাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্বান আহার স্বাভাবিক।

জ্বরমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ।

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আর, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

THE

## London Directory

(Published Annually)

enables traders throughout the World to communicate direct with English

**MANUFACTURERS & DEALERS**

in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and Suburbs, it contains lists of

**EXPORT MERCHANTS**

with the goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply; also

**PROVINCIAL TRADE NOTICES**

of leading Manufacturers, Merceants, etc., in the principal Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom.

Business Cards of Merchants and Dealers seeking

**BRITISH AGENCIES**

can now be printed under each trade in which they are interested at a cost of £1 for each trade heading. Larger advertisements from £3 to £12.

A copy of the directory will be sent by post on receipt of postal orders for £1 10-0.

**THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.**

25, Abchurch Lane, London, E. C. 4.

কমলা মধু।

শ্রীহট্ট দেশীয় কমলা বাগানের মোচাক  
হইতে সংগৃহীত খাঁটী কমলা মধু যিনি  
একবার খাইয়াছেন তিনি জীবনে তাহা  
ভুলিতে পারেন না। মহারাজা, রাজা,  
উকীল, ব্যারিষ্টার, জমিদার ও ধনী বড় লোককে  
আমরা এই মধু সরবরাহ করিয়া আসিতেছি।  
সাধারণতঃ এক পাউণ্ড টিন মধুর মূল্য ১২  
একটাকা। অর্জুন কি ততোধিক পরিমাণ  
একত্রে লইতেচাহিলে পত্র লিখিয়া দ্রষ্টব্য  
হউন। অবিলম্বে চাহিলে প্রতি অর্জুনের  
মূল্য অগ্রিম ২০ কুড়ি টাকা পাঠাইতে হইবে।  
মায় বরচ অবশিষ্ট মূল্য তি-পিতে আহার  
করা হইবে।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং

হুদাম গল, শ্রীহট্ট



সত্যবীর সুরোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত ৫০টি সেট

## ‘কাজের লোক’

২৭ টাকা বসে মাত্র ১২০ টাকা।

আমরা কিছ বনিব না সংবাদপত্রসমূহের মস্তব্য দেখুন।

“Kajer-Loko” or Businessman—  
is replete with useful articles on art and Industry.

*Indian Empire.*

“Contains interesting articles on trade and speculation.”

*Indian Daily News.*

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture.

*Bengalee.*

“A special and healthy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartily wish our contemporary all success in his noble endeavours.

*The Indian Nation.*

“The Businessman” is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike.”

*Telegraph.*

“There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading “Kajerloke.”

*Gardeners Magazine.*

“কাজের লোকের” বিহীন সমালোচনা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বাহার প্রতি প্রবন্ধই একগু মূল্যবান, সুনির্ভিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আভ্যোপাত্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকা-বানির বহল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।” যশোহর।

“সত্য বলিতে কি, একগু কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বহুদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্বাত্মক মনোযোগে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ যৎসম উদ্দেশ্যে বেন সর্বথা সুসিদ্ধ হয়।” সমর।

“আমরা এই পত্রিকার পাঠ করিয়া বৎসরোত্তর অনিচ্ছিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রসঙ্গ সকলি বঙ্গদেশের সাধারণ, সেজন্যই উপযোগী।” বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সকলেরই বিবিধ অসমকই চরকারী বিষয় সোজা কথা ও সরলভাবে ব্যাখ্যার হইয়া থাকে। ইহার কার্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিলাস প্রয়োজনীয়। এ সমস্ত আমরা একগু পত্রিকার দ্বীর্ঘজীবন ও স্বাধীন প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা সুকণ্ঠে বলিতে পারি “কাজের লোক” পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায়।

বৈদ্যকচন্দ্রিকা।

“আমরা ‘কাজের লোক’ পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার দ্বারা উন্নতি কামনা করি।”

মুনসাবাদী।

“কাজের লোক” পুস্তক হইয়াই পাঠ করা কর্তব্য।”

মেদিনী-বাড়ক।

একগু নিত্যপ্রয়োজনীয় এক অমূল্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। “কাজের লোক” পত্রিতে বাস্তবিকই কাজে প্রযুক্তি জ্ঞান, দায়িত্বের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি স্বাস্থ্য, অর্থবিত্ত, সাধারণ পুষ্টি এবং উপায়মূলক “বেকারের” বন্ধ।

জি.আর.বর্মা।

বাঙ্গালী বাহাতে চাকুরীর দ্বারা কাটাওয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিল্প করে, বাঙ্গালী বাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রভৃতির প্রাপ্যতা, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অমূল্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালীর এ প্রেমীয় মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালীর সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ বলা “হিতবাহী”, “বঙ্গ-বাসী”, “বঙ্গবন্ধু”, এবং অন্যান্য সংবাদপত্রও কৃষোদী প্রবেশ্য করিয়াছেন, কাজের বিষয়, দ্বারা তাৎপর্য: সকলগুলি দিতে পারিলে না।



অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

প্রলোপ্যায়িক বিভাগ ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে প্রলোপ্যায়িক ঔষধ, পেটেক্ট ঔষধ, বহু ও অন্যান্য, সুগন্ধি দ্রব্য ইত্যাদি আমদানী করাইয়া বখাসমূল্যে বিক্রয় করি। সকলের অসুখাদিসারিক মাল অতি সস্তরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ ।

(অন্যান্য নহে) বিতর্য আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম ৫ ও ১০। কলেরা ও পুষ্ক-চিকিৎসার বাহ্য ঔষধ কোটা কোলা বহু ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২১, ৩১, ৩৬, ৪৬, ৫৬ ও ১১০। সুদার মোবিউন পিল, কর্ক ইত্যাদিও সুলভ। সকলের মাল অতি সস্তরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, বডি ও চসমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৩৮১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, হেড্‌ আফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হ্যারিসন রোড।  
গিনি সোনার প্রস্তুত চিকুণী, চেন, পার্শী ও ইহরী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর বসন বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ঘোড়াকাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর বসন "বকে মাতরন্" "সুখে বাক ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রক্ত, টাইমপিস, সোনা রপার পকেট বডি ও চসমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাইবেন।

দেশীয় ছাপার

কালী

ব্যবহার করুন ।

সমস্ত সংবাদপত্রে তুরনী প্রকাশিত  
পোটিকাও লিখিলেই আমাদের প্রতিনিধি  
লাইনী সমুদায় দেখাইয়া আসিবেন। অতই  
সিধু ন।

সেঃ দাস ওপ্ত এও সন্স,

ইন্ডাস্ট্রিয়াল কলার্স,

৩৩ নং চক্ৰভাঙ্গা রোড, কলিকাতা।

অতি সুলভে ছাপার কাজ ।

- ১। রক্ত খোদাই, ইলেক্ট্রো রক্ত, ব্রিক, হাপটোন রক্ত প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ২। সকল রকম ছাপার কাজ, চেক দাখিল, পুস্তক, লেটার হেডিং, শ্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্লাকার্ড, প্রভৃতি অতি সস্তরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ৩। বিবাহের অতি সুন্দর শ্রীতি উপহার মার কবিতা পর্যায় লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই। কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয়।

ম্যানেজার

"কালের লোক"

১৩ নং অক্ষয় হলের মেন, কলিকাতা।

১৯০১ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত

## কাজের লোক।

অপূর্ব সুযোগ—২৭ টাকারস্থলে ১২।০ সাড়ে বার টাকায় বিক্রয় হইতেছে। যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও চাই হয় তবে হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে। ১৬ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল প্রস্তাবলীকৃত পত্র পাঠান বার, সুচীপত্র পাঠাইলে না নইরা থাকা স্বাভাবিক লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পত্র লিখুন।

ম্যানেজার "কাজের লোক"

১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রিট, বহুবাজার কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

## ইকনমিক ফার্মেসী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড অফিস—৮৩ নং ক্রাইস্ট স্ট্রিট, কলিকাতা।

ডাক—১ নং বনফিল্ড লেন, ১৬ই নং বহুবাজার স্ট্রিট, ২০৭ নং রূপওয়ালিস স্ট্রিট, ৩১২ নং রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ডাক ও ফ্রিজে।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব নিশিতে ড্রাম /১০ ও /১৫ পরস।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাস, ফোটা-ফেলা বস্ত্র ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিলি বৎক্রমে ২।০, ৩।০, ৪.০, ৬.০ ও ১২।০ টাকা। ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, গ্লোবিউলস, পিলিউলস ইত্যাদিও স্থলভ।

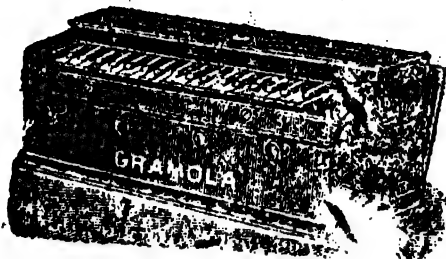
- ১। পারিবারিক চিকিৎসা—৯ম সংস্করণ; সচিত্র পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত; কাপড়ে বাধান মূল্য ১।০।
- ২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাধান মূল্য ৮০ আনা। ডাক্তার ও স্বাস্থ্য মাত্রেই উপকারী।
- ৩। ওলাউঠাত্ত ও চিকিৎসা—প্র্যাকটিস ও মেটরিয়াল-মেডিক। কাপড়ে বাধান মূল্য ৮০ আনা।
- ৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ; মূল্য ১০ আনা। ডাক্তার ও স্বাস্থ্য মাত্রেই উপকারী।
- ৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও ফার্মাকোপিয়া; ৪র্থ সংস্করণ; কাপড়ে বাধান মূল্য ১।০ টাকা।
- ৬। ভেষজসংগ্রহ-সংগ্রহ—স্বরূপ মেটরিয়াল-মেডিক, ২ খণ্ডে সমাপ্ত; কাপড়ে বাধান মূল্য ৭৪০ টাকা।
- ৭। জননেদ্রিয়ের পীড়া (উপদংশ প্রমেহ প্রভৃতি রক্তজরোগ সম্বলিত)—মূল্য ৮০ আনা।
- ৮। বাবসায়ী—শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত; ৩য় সংস্করণ; কাপড়ে বাধান মূল্য ৮০ আনা।

আমাদের এলোপ্যাথিক ষ্টোর—১০ নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

বিল্লীভী ঔষধাদি বিলাত হইতে একারক আমদানী; মূল্য বদান্ধব মূল্য, অতি ভৎপন্নতাপহ ঔষধাদি সরবরাহ।

কাগজের লোক, কলিকাতা।

## ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



১০ বৎসর পূর্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্বশ্রেষ্ঠ বিখ্যাত হইত। আজও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সর্বত্র খ্যাপ হইয়াছে। ইহার স্বর অতীব সুধুর। শ্রবণের তুলনায় ইহার স্বর অতি অল্প।

৩ অক্টেড, একসেট রীড, ৩ বা ৪ ইঞ্চি মূল্য ২৫  
৫ ই সেট রীড, ৪ বা ৫ ইঞ্চি মূল্য ৩০ ৩ ৫০  
দক্ষিণাবাহু প্রদত্ত হারমোনিয়ম শিক, মূল্য ২৫

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণকেশ বিবাস প্রদত্ত নূতন পুস্তক সরল হারমোনিয়ম শিক, মূল্য ১০

Write for Illustrated Catalogue.

**DWARKIN AND SON**  
**No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.**

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

পুস্তক গ্রাহক বাজার কাগজের লোকের মূল্য ২৫০ এবং মাত্র ১০ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩ মূল্যের একখানি "কাগজের লোক" হাতে দিতে পারিবেন। বক:বলে তি: পি: ও ডাকমাওল স্বতন্ত্র লাগিবে। মানেজার, কাগজের লোক।

### EUROPEAN AGENCY.

**WHOLESALE** buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery, Boots, Shoes and Leather, Chemicals and Druggists' Sundries, China, Earthenware and Glassware, Cycles, Motor Cars and Accessories, Drapery, Millinery and piece Goods, Fancy Goods and perfumery, Hardware, Machinery and Metals, Jewellery, Plate and Watches, Photographic and Optical Goods, Provisions and Oilmen's Stores, etc., etc.

Commission 2½% to 5%.

Grants Discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from £10 upwards.

Consignments of Produce Sold on Account.

**WILLIAM WILSON & SONS**

(Established 1814).

25, Abchurch Lane, London, E.C.

Co. Address: "ANNUAL", LONDON.

### বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্থান পরিবর্তন।

মেসার্স নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স ১ নং বেকিং স্ট্রিট হইতে ৮১২ নং বেকিং স্ট্রিট বাজীতে উঠিয়া আসিয়াছেন। লালবাজার চৌমাথার মোড় হইতে বাম ধারের ফুটপাথের উপর ৫৬ খানা মাত্র বাড়ী পরেই দেখিতে পাইবেন। মোড় হইতে অতি নিকটেই।

### উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন্ করা কার্টের প্রস্তুত—সুদীর্ঘ অতিক্রান্ত ব্যক্তি দ্বারা স্বর বাজা—বাহ্যের হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটি স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অন্যত্র যাইবেন। ১ সেট, রিড, যুক্ত ১৫, ২০, এবং ২৫। ২ সেট, রিড, যুক্ত ২৫, ২৭, ৩০, ৩৫, ৪০, ৫০ এবং তদুচ্চ মূল্যের সর্বদাই বিক্রয়ার্থে আছে।

গ্রামোফোন এবং বিবিধ নূতন রেকর্ড—আবু হোসেন পালা ১০ খানা রেকর্ড সম্পূর্ণ ৩২০ টাকা, ডিসমিস ৪ খানা রেকর্ড (ডবল সাইডেড) ১০, এতদ্বির অসংখ্য সুগায়ক গায়িকার বাছা বাছা গান রাখাই আমাদের বিশেষ। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুরের জন্য ২ বৎসর গারান্টি দেওয়া হয়।

নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

৮১২ নং বেকিং স্ট্রিট, (লালবাজারের মোড় হইতে দক্ষিণ দিকে বান ফুটপাথের কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

# কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীট নষ্টকরবার ঔষধ

## মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে, ইহা অপ্রত্যক্ষ নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূল্যবান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লওনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত “কিটিংস পাউডার” মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মাণুষ বা অস্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

### সাবধান !

অনেক প্রতারক ছারপোকার ঔষধ বলিয়া ঠকায়, যেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কোঠায় কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

### মূল্যাদি।

বড় শিশি ১০/০

মাঝারী ১০/০

ছোট ১০

ভাকমাগুল, ভিঃ পিঃ শঙ্কর।

কিটিংসের কক নজেরেস—সর্বপ্রকার মর্দি কাটির অমোঘ ঔষধ ১০/০।

কিটিংসের বনবন—সর্বপ্রকার ক্রিমিনালক মিটাই মূল্য ১০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

৭নং বোম্বেফিল্ড লেন, কলিকাতা।

## কে, চৌধুরী—মুন্সী কালীর বড়ী।

বোতল কালী ও কালির পাউডার বা চূর্ণ।

আমরা নানাবিধ অতি উৎকৃষ্ট লিথিয়াম কালি সহরে ও মক্কেলে বিক্রয় করিতেছি। অন্যান্য কালি হইতে আমাদের কালি ভাল অর্থ মূল্য। আমাদের কালিতে লিথিয়াম কলমে গরিচা ধরে না। কাগজ চপিয়া যায় না। অক্ষরগুলি উজ্জ্বল ও স্থায়ী রং বিশিষ্ট হয়। বড়ী কালির একটি বড়িতে এক মোড়াত্ত মুন্সী কালি হয়। ফুলের ছবিগণ ও সঙ্গসাধারণ তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেছেন। ফুলের নাটীর এজেন্ট হইতে চাহিলে উপযুক্ত কমিশনে কালির এজেন্সী দিয়া থাকি।

কালির বড়ী একশত ১২

বোতল কালী ১নং প্রতি বোতল ৮০ ২নং ১/০

এজেন্টগণের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করা হয়। সর্বত্র আমাদের কালির এজেন্ট

১০ অর্ডারনা টিকিটসহ পত্র লিখুন।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং, স্মারাগঞ্জ, শ্রীহট।



## প্রত্যেক দূরদর্শীকে

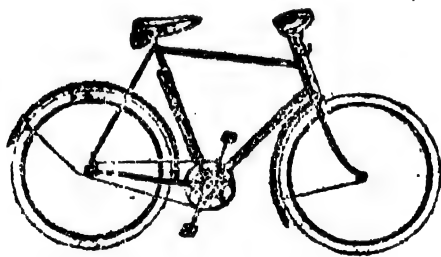
অন্যাই ভাবিতে হইবে, যে বড়ই ঐশ্বর্য না হইলে টিকিটসহ সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঐশ্বর্য বিস্তৃত—টাটকা, আমেরিকার এসিড, ঐশ্বর্য প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাকেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, বায়, এম ডি; জে, এন, মোর্স এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার মল্ল, এল, এম, এম; নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; কীর্ত্তী প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি অটকিংস্‌দের। আমাদের ঐশ্বর্যের বিস্তৃততার অন্যাই আমাদের ঐশ্বর্য ব্যবস্থা করেন। মূল্যে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই হুঃখ!

আমাদের মালবট্টিংচার ৮০ : ১—১২ প্রতি ডামি, ৩০ ক্রম পত্র ৮০ : ১০ হার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং

হোমিওপ্যাথিক কমিটস

৩০ নং হ্যারিসন রোড, কলেজ স্ট্রীট অংশে, ক্রাফ্ট—৪৫ নং ওয়েলসলি স্ট্রীট, কলিকাতা।



প্রত্যেক কালের লোকেরই সাইকেল আবশ্যিক। যেহেতুক আর সময়ে অধিক কাজ করার প্রয়োজন। কালেরলোক সাইকেলই যে টহা সর্বপ্রথম আবশ্যিক, ইহা বলটি নিশ্চয়। আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল উহার সবজাম সর্বদা পাওয়া যায়। শুই পয়সায় টিকিটসহ, পত্র লিখিলেই সচিব ক্যাটালগ পাঠান যায়।

## স্যাণ্ডোর

## স্পিঞ্জ ডায়েল



৩০ নং হ্যারিসন রোড, কলেজ স্ট্রীট অংশে, ক্রাফ্ট—৪৫ নং ওয়েলসলি স্ট্রীট, কলিকাতা।



যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িকা মিসেস মনমুখর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিস্তৃত আনন্দ উপভোগ করিতে চান, তবে একটি কলের গান রাখুন, ১২ খানা উৎকৃষ্ট গানসহ একটি উৎকৃষ্ট কলের নাম ৩০ টাকার মাত্র। গানদের প্রমোদন আছে, তাঁহারা যদি অগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রথম মাসে নতুন বেকডের তালিকা বহালভাবে তাহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

মোব এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

## স্বাস্থ্য-পুস্তক ।

### বিনামূল্যে বিতরণ ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুঃ কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম যথাযথরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে। এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্য-শালী করিবে।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক খরচায় প্রেরিত হয়।

### আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা ।

অত্যধিক বা অধৈর্য ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে জননেত্রীদের যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না কেন, উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দোষ ঔষধ। এই বটিকা স্বপ্নদোষ ও অনিদ্রার তত্ত্বপাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, সুবন্ধ, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ, প্রস্রাব ও রক্তস্রাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজবিনী করে। সংসার-সুখ-সম্ভোগ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ যথেষ্ট সহায়তা করে।

মূল্য ৩২ বটিকার কৌটা ১৮ টাকা।

### কাসাস্তক

এই বটিকার নাম যেকোন ইহার গুণও সেরূপ। ইহা যক্ষ্মা, ক্ষয়, হাঁপানী, শ্বস্ম, গলা ধূসধূস প্রভৃতি ও কুস-কুসের ও শ্বাস রোগের অত্যন্ত সর্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ। যখন ইহা ক্ষয়, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের অস্তক শ্রবণ, তখন সামান্য সর্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখা বাহ্যিক মাত্র।

মূল্য ৫০ বটিকার কৌটা ১৮ টাকা।

### হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির ব্রহ্মার। যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেবনে অচিরেই আরোগ্য হইবে।

মূল্য ১ শিশি ১৮ টাকা।

### কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বড়বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা ঔষধালয় :—১১১১ বড়বাজার, কলিকাতা।

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

## কাজের লোক ।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গাহস্থ্য মাসিকপত্র ।

Edited by S. P. Chatterjee.

১৩শ বর্ষ ।

৩য় সংখ্যা ।

New Series

March 1919.

নব পর্য্যায় ।

মার্চ ১৯১৯ ।

Vol. XIII

No. 3

আমাদের “কাজের লোকে” দ্বয় বিষয়ক প্রবন্ধ কেন, এমন একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু দ্বয় জগতের বাস্তব কথার ভাষায় মূল স্বরূপ থাকিলে সর্ব বিষয়েই সকলতা লাভ করা যায়। এই সংসারে, ধর্ম্মই, অর্থ, কাম মোক্ষ, এই চতুর্বিধ ফলের আনন্দের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি। দেশের পূজাপাদ মনিষীগণ যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, মধ্যে মধ্যে তাহা সংগ্রহ করিয়া “কাজের লোকে” দেওয়া আমরা অসম্পত্ত মনে করি না।

পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আধুনিক সম্প্রদায় ধর্ম্মের বা ধর্ম্মোপদেশের আবশ্যকতা স্বীকার করিতে চাহেন না। সেই জন্য যথেষ্টাচারিতা প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাইতেছে। ব্যবসায়, অর্থ চিকিৎসা, চন্দ্র স্থ্যা সাফা করিয়া যে দেশে দেনা পাওনা চলিত—কখন কেহ ধর্ম্মের গভীর পার হইয়া কাহাকেও প্রতারণা করিতে

জানিত না। এক্ষণে পাশ্চাত্য শিক্ষার ভণে আদর্শের আদর্শ বুদ্ধিগতি, আমরা বুদ্ধিগতি “Might is right” এই নীতিই ধন ও বিঘ্ন লাভের উৎকৃষ্ট নীতি। এই নীতির ফলে দীনতাও বৃদ্ধি পাইতেছে। নোকসম্মান ব্যয়ে সর্বশাস্ত্র, সদাচার দৃষ্ট হইয়া পশ্চতে পরিণত হইতেছি। ওটা যে দেশের নীতি সেই দেশেই ভ্রম হইতে পারে বটে, কিন্তু হিন্দুর পক্ষে প্রকৃতিই ইহা গবহজ্ঞম অনিবার্য। পাশ্চাত্য ধনকুবের গণেরও দ্বয় ভাবের অভাব দেখা যায় না। তাহার উদার, দানশীল, দয়ালু, দয়ালু—দ্বয়কে ভিত্তি স্বরূপ করিয়া তাহারও ধনকুবের হইতে পারিয়াছেন। দ্বয়ই সর্ব কার্য্যেরই ভিত্তি হওয়া উচিত। আমাদের আবার সেই আগা দ্বয় আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক, আবার আমরা পুরাতন সদাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, ধর্ম্মের গভীর মধ্যে থাকিয়া মিতাচারী—মিতব্যয়ী হই, তবে আমাদের মঙ্গল হইবে। সুতরাং মধ্যে মধ্যে

পশ্চতগণের উপদেশ দেওয়া অসম্পত্ত হইবে কেন? এবং মুখরোচকই হইবে। এদেশ প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মের গভীর পার হইতে শিখিয়াই মরিয়াছে। আবার সকলে স্বদেশে ফিরিয়া এসো, পরবর্ত্তে অহরহই ভয়। আর কেন?

### Selections

চয়ন ।

নিম্ন ।

ভাষানাম।—আবদী—আজা দরখতুল হিন্দু; কাসী—আজ দরখতুল হিন্দ, নিব। উদ্গু—নিম, নিব; হিং—নিম; মঃ—কড-নিম; জঃ—নিম্ভো; তৈঃ—বেয়াটোর চেই তাঃ বেপ্‌মবম, সংস্কৃত—নিম; ইংবাজী—(Neem tree.)। “আজা দরখত” প্রকৃত পক্ষে “আজাদ দরখত” বলাইবে। “মোহিতে আজম”

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা লইব।



পুষ্টক রচয়িতার মতে ইহার আরবী নাম—  
হরবিং, শজরাতুল হরং। ওমদাতুল মোহতা-  
জের গ্রন্থকর্তার মতে ইহাকে মিসরবাসীগণ  
জজালাখ বা শামবাসীগণ আলজাকদ, এবং  
তিব্রস্তানীগণ তাফেক বলিয়া থাকে।

পরিচয়।—নিমগাছ ভারতের প্রায় সর্ব-  
এই বিনা যত্নে জন্মিয়া থাকে। এই গাছ  
বেশ বড় হয়। ইহার ফল, ফুল, ছাল ও  
পাতা—সমস্ত তিক্তাস্বাদ যুক্ত। ইহার পাতা  
ক্ষুদ্র, বক্র এবং করাতের ত্রায় দাঁত যুক্ত।  
পাতার অগ্রভাগ ক্ষুদ্র। সাধারণ বৃক্ষে ২।৪  
ফোড়া পাতা থাকে। ফুল সাদা, ছোট এবং  
খোঁকা খোঁকা হইয়া থাকে। ইহার ফল  
ছোট ও লম্বা। ফল পাকিলে স্নেহং মিষ্ট  
হইয়া থাকে। বৃক্ষের গুঁড়ি হইতে এক  
প্রকার রস নির্গত হয়। নিমগাছ চারি  
প্রকার। প্রথম প্রকার নিমের বর্ণনা উপরে  
লিখিত হইল। দ্বিতীয় মহানিম; তৃতীয়—  
ভুঁই নিম; এবং চতুর্থকার্পাক নিম। মহা-  
নিমকে স্থানবিশেষে বোড়ানিম বা বাকায়েন  
বলা হয়। বোড়ানিমের পাতা সাধারণ  
নিমের পাতা অপেক্ষা হ্রস্ব, কিন্তু অপেক্ষাকৃত  
চওড়া। সাধারণ নিমের পাতার প্রান্তভাগ  
গভীরভাবে চিরিত। সাধারণ নিমের পাতা  
বক্র; কিন্তু বোড়ানিমের পাতা বক্র নহে।  
মহানিমের গাছ অত্যন্ত বড় হয়। ভুঁই  
নিমের গাছ খুব ছোট হইয়া থাকে।  
কার্পাক নিমের পাতার এক পৃষ্ঠ কক্ষাভ ও  
অপর পৃষ্ঠ শ্বেতাভ হইয়া থাকে। ইহার ফল  
ফুলের ত্রায় হইয়া থাকে। পাকিলে নীলের  
আভাযুক্ত লাল ও কাল হইয়া থাকে।  
উল্লিখিত চারি প্রকার নিমের উপকারিতার  
বিশেষ তারতম্য নাই। সকল জাতীয় নিমই  
প্রায় সমান উপকারী বলিয়া ধরা যাইতে পারে  
নিম্নে আমরা প্রথম প্রকার নিমের গুণাগুণ  
ইত্যাদি বর্ণন করিব।

প্রকৃতি।—প্রথম শ্রেণীতে শীতল এবং  
২য় শ্রেণীতে কক্ষ। কেহ কেহ ইহাকে  
প্রথম শ্রেণীর উষ্ণ ও সিক্ত বলেন। অপর  
কেহ কেহ ইহাকে মোতাদল অর্থাৎ মধ্যম  
অবস্থায় শীতল ও কক্ষ বলিয়া বর্ণন করেন।

বর্ণ ও গন্ধ।—পাতা সবুজ, ফুল সাদা,  
পুষ্পের গুহরিজা বর্ণ, কাঁচা ফল সবুজ, পাকা  
হরিদ্রাবর্ণ।

আস্বাদ।—অত্যন্ত তিক্ত। পাকা ফল  
স্নেহং মিষ্ট।

অপকারিতা।—কক্ষতা বৃদ্ধি করে।  
কক্ষ প্রকৃতির লোকের পক্ষে অপকারী।

শোধন।—খাটি নখ, মরিচ ও তৈল  
প্রকৃতি।

প্রতিনিধি।—রক্ত পরিষ্কারের জন্য অত্যন্ত  
রক্ত পরিষ্কার ঔষধ ইহার পরিবর্তে ব্যবহার  
করা যাইতে পারে।

ক্রিয়া।—মোজ্জেল, মোস্‌হেল, রক্ত  
পরিষ্কারক ও সওদাঘটিত রোগনাশক।

মাত্রা।—পাতা ২ মাথা হইতে ৯ মাথা  
হইতে ৩০ মাথা।

আময়িক প্রয়োগ।—শরীরের কোন  
স্থান ফুলিয়া গেলে তাহা বিলীন করিয়া দেয়।  
ফোঁড়া কুপড়ি পাকাইয়া দেয়। নিমের  
সমস্ত অংশই রক্ত পরিষ্কারক। ইহা রক্ত  
পরিষ্কারক গুণে অদ্বিতীয়। কুষ্ঠ বোগে  
উপকারী। চুলকণা ও ফোঁড়া কুপড়ি ইত্যাদি  
আরোগ্য করে। পিত্ত, কফ ও বায়ুনাশক।  
পিত্তাধিক্য জনিত জ্বরে উপকারী। ইহা  
পাচক। দুগ্ধলা ও পিপাসা দূর করে।  
ইহার ভাপরা কাণে দিলে কাণের বেদনা দূর  
হয়। ইহার পাতার রস প্রমেহ রোগে  
উপকারী। ইহার ফুলের জোঁসাদা বা পাচন  
অর্থাৎ ফুলকে চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া  
অন্ধ্রেক থাকিতে নামাইয়া সেই জলে চুল  
ধোত করিলে, চুলের কক্ষবর্ণ রক্ষিত হয়।

ইহার পাতা পোড়াইয়া উহাতে লেবুর রস  
মিশাইয়া চক্ষুতে লাগাইলে চক্ষুলাল হওয়া  
চুলকাণ এবং চক্ষুর ছানি দূর হয়। ইহার  
ফুল জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে গরগর বা  
কুলি করিলে মাড়ি ও দাঁত শক্ত হয়। ইহার  
মূলের ছাল ১২ মেকাল (৪০ তোলা) পরি-  
মাণে লইয়া জলে সিদ্ধ করিয়া পান করিলে  
স্ট্রীলোকের ঋতু পরিষ্কার হয়। ইহার  
পাতা। তৈলেসিক্ত করিয়া ক্ষতের উপরে  
লাগাইলে ক্ষতের মুখ প্রশস্ত করিয়া  
দেয়; এবং ক্ষতের ভিতরে পুরিয়া রাখিলে  
ক্ষতের পুঁজাদি নির্গত করিয়া পরি-  
ষ্কার করিয়া দেয়। ইহার মলম ও তৈল  
নতুন ও পুরাতন ক্ষত এবং অঙ্গঘাতের ক্ষত  
আরোগ্য করে। শরীরের কোন স্থান  
আগুণে পুড়িয়া গেলে সেই স্থানে ইহা  
লগাইলে উপকার দশে। ইহার রস পান  
করিলে রক্ত পরিষ্কার হয়। উপদংশ এবং  
চর্মরোগ আরোগ্য হয়। নিম্নলিখিত উপায়ে  
ইহার আরক প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে  
ক্ষমদাত, অবশ্যপ পাত, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, লাকোয়া  
(মুখ বাকিয়া যাওয়া), গুষ্ঠকত, দাদ প্রভৃতি  
রোগে উপকারী।

পুরাতন নিমগাছের মূলের ছাল শুষ্ক-  
প্রকৃত মত গ্রহণ করিয়া কুটিয়া উহার সিঁকি  
পরিমাণ গুড়ের সহিত মিশাইয়া উহার দশগুণ  
জলে ভিজাইয়া রাখিবে। ১১ দিনস পর্য্যন্ত  
দিনের বেলা বোত্রে ও রাতিকালে তুলিয়া  
রাখিবে। পরে গোলাপ জলের নিয়মে  
আরক চোলাই করিয়া লইবে। প্রত্যহ ২  
তোলা হইতে চারি তোলা মাত্রায়  
সেবনীয়। ইহা সেবনের ২ ঘণ্টা পরে দ্ব্যত  
সংযুক্ত টাটকা কট আহার করিবে।  
এই নিয়মে ২১ দিন বা ততোহধিক কাল  
সেবন করিতে হইবে। ইহা সেবন কালে  
লবণ, মৎস্য এবং অস্ত্রাশ্র শীতল দ্রব্য

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

নিষিদ্ধ। ইহার কচিড়াল দ্বারা দাঁতন করিলে দাঁত পরিষ্কার ও মজবুত হয়, এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। ইহার পাতার ডাটি দ্বারা খেলান করিলে দাঁতের রক্ত পূঁজপড়া দূর হয় ও দাঁত শক্ত হয়। নীমের বীজ জলে ঘসিয়া ব্রণ ও কুক্ষিভিতে লাগাইলে আরোগ্য হয়। ইহার পাতার রস নাকে টপ্কাইলে শিরোরোগের উপশম হয় এবং খাটি নখর সহিত স্নেহ গরম করিয়া কাণে দিলে কাণের বেদনা দূর হয়। পাতার রস পান করিলে পাকস্থলীর বায়ু নষ্ট হয় এবং মূত্রনাড়ীর ক্ষত আরোগ্য হয়। ইহার কচিপাতা ২১০ তোলা পরিমাণ প্রত্যহ সেবন করিলে শুষ্ক চুলকণা, পাচড়া ইত্যাদি আরোগ্য হয়। ইহার ফল ব্যবহারে দাঁত বন্ধ হয় এবং ইহা কুষ্ঠ রোগে উপকারী। ইহার পাতা বাটিয়া সামান্য লবণ মিশাইয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে কুলা নিবারণ হয়। এবং ফোড়ার উপর কয়েক বার গরম করিয়া লাগাইলে ফোড়া পাকিয়া ফাটিয়া যায় এবং পূঁজ রক্ত ও দূষিত মাংস নির্গত হইয়া বেদনার উপশম হয়। লবণ ব্যতীত শুধু ইহার প্রলেপ দিলে সেই ক্ষত আরোগ্য হয়। ইহার পাতা পোড়াইয়া লবণ মিশাইয়া অল্প অল্প চাটিলে শ্বেয়ার কাশি দূর হয়। নিমের তৈল সস্ত্র প্রকার ক্ষত রোগে উপকারী। ইহা নিয় লিখিত নিয়মানুসারে প্রস্তুত করা হয়।

নীমের নীচির শাঁস বাহির করিয়া ঘানির সাহায্যে তৈল বাহির করিয়া লইতে হয়।

### নিমের পাতার তৈল।

ইহা অত্যন্ত উপকারী। নিমের পাতা ৬ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া এক তৃতীয়াংশ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে এবং পাতার অল্প পরিমাণ তিল তৈল লইয়া তাহাতে উক্ত জল নিঃশেষ করিবে; কিন্তু তৈল পুড়িয়া না যায়

তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। যদি পাতার রস বাহির করিয়া সেই রসের অর্দ্ধ পরিমাণ তিল তৈল পূর্য্যাক্ত নিয়মে পাক করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তৈল আরও উৎকৃষ্ট হয়। এই তৈলকে কঁাসার পাত্রে লইয়া জল সহ মর্দন করিয়া সেই জল ফেলিয়া দিবে; পুনরায় নূতন জল দিয়া আবার মর্দন করিবে। এই প্রকার ১০১ বার দোত করিলে ঐ তৈল মাথনের স্থায় হইয়া পড়ে। ইহা ক্ষতস্থানে লাগাইলে যে প্রকার গুঠ ক্ষত চটক না কেন, আরোগ্য হয়। যদি উক্ত মলমের সহিত অল্প পরিমাণে মুদ্রাশংখ ও মেটে সিন্দূর মিশাইয়া ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে অত্যন্ত উপকার পাওয়া যায়।

নিমের মলম। শুষ্ক নিম পাতা একভাগ, মুদ্রা শংখ এক ভাগ উৎকৃষ্ট মোম এক ভাগ, গব্য, যত ৮ ভাগ, গন্ধবিরোজা এক ভাগ, রসবৎ ও গুণ্ণুল প্রত্যেক গুঠ ভাগ। প্রথমে প্রত্যেক কোন একটী লৌহ পাত্রে গলাইয়া উহাতে মোম মিশাইয়া দিবে এবং পূর্য্যাক্ত স্নেহ সমুদ্র চূর্ণ করিয়া মিশাইবে; পরে একটী লৌহ হাতল দ্বারা উত্তমরূপে বল করিয়া মলম প্রস্তুত করিবে। এই মলম অত্যন্ত উপকারী। ইহাতে সকল প্রকার খোস পাচড়া এবং নূতন প্ৰদাহিত সকল প্রকার গুঠ বাবোণা ক্ষত অতি সহজ আরোগ্য হয়। (প্রাকিম)

### ভগবানের নাম মাহাত্ম্য \*

কোন ভক্ত ভগবানের নামেও কচি হইল না বলিয়া বিবাদ ও দৈত প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন, আমি দীন, কিন্তু আমার এ দৈত, নাম লইবার অধিকার শ্রুতান্ত্র দৈত—

\* দুঃখের বিষয় সমস্ত প্রবন্ধটী সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কাঃ সঃ।

নাম্যাকারি বহুধা নিজস্বশক্তি-  
স্তত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্বরণে ন কালঃ।  
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি  
জন্মৈবমৌদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ২ ॥  
শ্রীকৃষ্ণ, লোক সকলের ভিন্ন ভিন্ন কচির নিমিত্ত বহুপ্রকার নাম ধারণ করিয়াছেন, এবং সেই নামে আপনার স্বরূপের সমুদায় শক্তি অর্পণ করিয়াছেন—

নামচিহ্নানামঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিপ্রহঃ।  
পূর্ণগুণ্ডো নিত্যমুক্তোহভিন্নহান্নাননামিনোঃ॥  
শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ১১ বিলাসে ২৬৯ অঙ্কে।  
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ।  
তিনে ভেদ নাই, তিন চিদানন্দ-রূপ ॥  
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং  
১৭ পরিচ্ছেদে।

এই ‘সকল শক্তি’ বলাতেই বুঝা গেল, নামকীর্তনকারীকে জ্ঞান-যোগাদি কিছুই গুজিতে হইবে না; কারণ সর্বশক্তির মনো যোগশক্তি, জ্ঞানশক্তি প্রভৃতি বিস্তারিত আছে। এই নামের এরূপ শক্তি যে, এই “হরেকৃষ্ণ” নাম অনন্তকাল বলিলেও মনুষ্যের বিরক্তি জন্মে না; প্রকৃত নামে লালসা ও আনন্দ বৃদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু এইরূপ অল্প কোন চারি অক্ষরের শব্দ কয়েকবার বলিলেই বিরক্তি জন্মে। সুতরাং বলিয়াছেন, “অভিন্নহান্নাননামিনোঃ” অর্থাৎ সেই নামেই কৃষ্ণ। এই নামের আরও শক্তি এই যে, এ নাম উচ্চারণে শুদ্ধি বা অশুদ্ধতার অপেক্ষা রাখেন না বলা—

নামৈকং বস্ত্র বাচি স্বরূপপথগতং  
শ্রোত্রমুখং গতং বা।  
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং বাবহিঃ-বহিঃ  
তারয়ত্যেব সত্যং।  
তচ্চেৎ দেহ দ্রবণ-জনতালোভ-  
পাণ্ডুরম্বে-

২০০—ছাত্রের জুন্যাস পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মূল্য লওয়া হইবে।

নিকিষ্টঃ শ্রান ফলজনকঃ শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥

(পূনা—আনন্দাশ্রম-মুদ্রিত) পদ্ম  
পুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ২৫ অধ্যায়ে।

হে বিপ্র! একমাত্র নাম বাহার বাক্যগত  
অর্থ্য প্রসঙ্গক্রমে বাচ্ মধ্যে প্রবৃত্ত) অরণ-  
পথ (অর্থ্য কথঞ্চিৎ মনঃস্পৃষ্ট) কিম্বা কর্ণ-  
মলে স্পৃষ্ট হয়েন, তাহা শুদ্ধবর্ণই হউন্ বা  
অশুদ্ধবর্ণ হউন্, ব্যবহিতরহিত হইলেই নাম-  
কারীকে নিশ্চয়ই উদ্ধার করিবেন। কিন্তু ঐ  
নাম যদি দেহ, ধন, ও জনতায় লোভ-পরায়ণ  
পাপও মধ্যে নিকিষ্ট হয়েন, তাহা হইলে  
ইহলোকে শীঘ্র ফলজনক হয়েন না। (নামের  
এক অংশ উচ্চারণ করা হইয়াছে—এমন  
সময় যদি অত্র কোন শব্দের উচ্চারণ করা হয়,  
কিন্তু নামের অবশিষ্টাংশের উচ্চারণ না করা  
হয়, তাহা হইলে ঐ উচ্চারণ ব্যবহিত। যেমন  
“নারায়ণ” এই শব্দ উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্ত  
হইয়া “নারা” এই দুই অক্ষর উচ্চারণ করিয়া  
পরে অত্র কোন শব্দ উচ্চারণ করা হয় ও  
নামের অবশিষ্ট “য়ণ” এই দুই অক্ষর আর  
উচ্চারণ না করা হয়, তাহা হইলে ইহাকে  
“ব্যবহিত” বলে। “তদ্রহিত” অর্থ্য “নারা”  
শব্দের পর অত্র কোন শব্দ উচ্চারণ না  
করিয়া পরে “য়ণ” শব্দ উচ্চারণ করা হইলে  
তাহাকে “ব্যবহিতরহিত” বলে নামের আরও  
শক্তি এই যে, নানাভাস হইতে পাপক্ষয় হইয়া  
থাকে যথা—

তং নির্কাজং ভজ গুণনিধে! পাবনং

পাবনং পাবনানাং

শ্রদ্ধা-রজ্যামতিরতিতরামুত্তন-

শ্লোক-মৌলিঃ।

প্রোত্তরন্তঃ শ্রবণকুহরে হস্ত ব্রহ্মভানো-  
রাভাসোহপি ক্ষপয়তি মহাপাতক

ধ্বাস্তরাশিঃ ॥

ভক্তিরসামৃতসিক্তৌ দক্ষিণ-বিভাগে

১ম লহর্য্যাম্।

মহাত্মা বিজয় ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়া  
কহিয়াছিলেন যে, হে গুণনিধে! তুমি সেই  
পাবন সকলের ও পাবন উত্তমশ্রোতাকমৌলি  
শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা-বিশুদ্ধ মতিদ্বারা অকপটে  
ভজনা কর; কারণ যদি তাঁহার নাম রূপ  
স্বর্গের আভাসমাত্র একবার অস্থঃকবণ-  
কহরে উদ্ভিত হয়, তাহা হইলে তাহা মহা  
পাতক-রূপ অন্ধকারবাশিকে বিনষ্ট করিবে।

ঐ নানাভাস হইতে সংসার-ক্ষয় হইয়া  
থাকে যথা—

মিয়মাণোহরেনর্নাম গুণন পুত্রোপচারিকম্।  
অজামিলোহপাগাক্রান কিম্বত

শ্রদ্ধয়া গুণন ॥

শ্রীভাগবতে ভাৱাঃ ১।

মহাত্মা ক্ষকদেব বাক্ষ্য পবীকিংক  
কহিয়াছিলেন যে, অজামিল যখন মৃত্যু সময়ে  
(শ্রদ্ধাদিহীন হইয়াও) পুত্রের নামে ভগ-  
বানের নাম উচ্চারণ করিয়া ভগবাক্যে গমন  
করিয়াছিলেন, তখন শ্রদ্ধাপূর্বক নামোচ্চারণ  
করিলে যে ভগবাক্য-প্রাপ্তি হইবে—তাহাতে  
বিচিহ্নতা কি?

এ প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়  
কহিয়াছেন—

নানাভাস হৈতে সব পাপক্ষয় হয়।

নানাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয় ॥

নানাভাসে মুক্তি হয় সর্বশায়ে দেখি।

শ্রীভাগবতে তাহে অজামিল সাগী ॥

শ্রীচরিতামৃতে অস্ত্রালীলয়াং ৩ পরিচ্ছেদে।

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি  
নানাভাসে মমুষ্য মুক্তি লাভ করেন, তাহা  
হইলে অজামিল ও জীবদশায় পুত্র নারায়ণকে  
অনেকবার আহ্বান করিয়াছিলেন তাহাতে  
তাঁহার মুক্তি না হইয়া মরণ সময়ে নারায়ণকে  
আহ্বান করিতেই তাঁহার মুক্তি হইল কেন?  
নাম মহাত্মা রক্ষা করিবার জন্ত পূজ্যপাদ

জীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে পুত্রের  
“পুটি” “পচা” প্রভৃতি অত্র “ডাকনাম” ছিল,  
সেই নামেই অজামিল তাঁহার পুত্রকে চিরকাল  
আহ্বান করিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু মৃত্যু  
সময়ে পূর্বজন্মান্তরীণ স্মৃতিবশতঃ “নারায়ণ”  
নামেই আহ্বান করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার  
মুক্তি হইয়াছিল—

“যদি পূর্বতরোচ্চারিতবান্ তথাপোতেনৈব  
নিমত্তং কৃতং শ্রাদ্ধিতি হি তত্রার্থঃ”।

শ্রীভাগবতে ভাৱাঃ শ্লোকে জীব-গোস্বামিপাদঃ।

নাম-মহাত্মা প্রসঙ্গে শ্রীল চক্রবর্তিপদ  
কহিয়াছেন যে, পুত্রের নামকরণ-সময় হইতে  
যে অনেকবার নাম করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে  
প্রথমনাম-গ্রহণেই সমুদায় পাপক্ষয় হইয়াছিল,  
এবং তৎপরে দ্বিতীয়বার হইতে যত নাম  
করিয়াছিলেন—সেই নাম-সমুদায় অজামিলের  
ভক্তির সাধক হইয়াছিল—

“বসন্তস্থ পুত্র-নামকরণসময়মারভ্যেপ  
শ্রদ্ধাশ্রাদ্ধানিহু বহুশো ব্যাজ্তানান্য নান্য  
মধ্যে যং প্রথমং তদেব সর্বপাপপ্রণমকমভূদস্থানি  
তু ভক্তি-সাধকানীতি ব্যাখ্যায়ঃ।”

শ্রীভাগবতে ভাৱাঃ শ্লোকে শ্রীবিগ্ননাথ চক্রবর্তীঃ

এই নাম, হেলা করিয়া গ্রহণ করিলেও  
তাহাতে ফল আছে যথা—

মধুরমধুরমেতন্মমলং মঙ্গলানাম্

সকলনিগমবল্লাসংফলং চিৎস্বরূপম্।

সকলপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা

ভৃগুবার! নরমাতং তারয়েৎ কৃষ্ণ-নাম ॥

হৃদ-পুরাণে প্রভাসখণ্ডে।

হে শোনক! সকল মধুরের মধুর, সকল  
মঙ্গল, সকল বৈদরূপ লভার সংফল এবং ব্রহ্ম  
স্বরূপ কৃষ্ণনাম, যদি একবারও শ্রদ্ধায় বা  
হেলায় কীর্তিত হয়েন, তাহা হইলে ঐ কৃষ্ণনাম,  
মহুগম্যাত্মক জ্ঞান করিয়া থাকেন।

এ নাম, সঙ্কটে কিম্বা পরিহাস করিয়া  
বলিলেও ফল আছে যথা—

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাণ্ডুল পাঠান।

সাক্ষ্যে পারিহাস্য বা স্তোভং হেলনমেব বা  
বৈকুণ্ঠ-নাম গ্রহণমশেষাবধরং বিহঃ ॥  
পতিতঃ স্থলিতো ভগ্নঃ সন্দেহঃ স্তম্ভ আহতঃ ।  
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্ নাইতি যাতনাঃ ॥

শ্রীভাগবতে ৬২। ১৪—১৫।

সঙ্কেতে, পরিহাসে, স্তোভে ( অর্থাৎ গীত  
আলাপে স্থানপূরণের জন্য ) কিম্বা হেলাতে  
( অর্থাৎ “বিষ্ণু কি করিবে ? ” এইরূপ অব-  
জ্ঞায় ) গৃহীত শ্রীকৃষ্ণের নাম, অশেষ পাপ  
নাশ করিয়া থাকেন । অট্টালিকাদি হইতে  
পতিত, পথে পদস্থলিত, ভয়গত, সর্পাদি  
কষ্টক দষ্ট, জরাদিপীড়ায় তপ্ত, দণ্ডাদি দ্বারা  
আহত হইয়া, অবশেষে “হরি” শব্দ বর্ণাশ্রম-  
দিনিয়মশূন্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে )

নলরাজা বিবিধ উপচার দ্বারা নারায়ণের  
পূজা কালে নারায়ণের নাম মহাশয় বর্ণনা  
করিয়াছেন যথা—

লীলয়াহপি তব নাম জনা য়ে  
গহ্বতে নরকনাশকরত্ব ।  
তেভা এবং নরকৈকচিত্তাভি-  
ষেতু বিভাতু কথং নরকৈভ্যঃ ॥  
মৃত্যু-হেতুশ্চ ন বজ্রনিপাতাৎ  
ভীতমহতি জনস্তয়ি ভক্তঃ ।  
যং তদোচ্চরতি বৈষ্ণব-কর্তা-  
দ্বিগ্নদ্বয়মপি নাম তব ভাক্ত ॥

নৈষধ-চরিতে ২১ সর্গে—১৭—১৮।

যে সকল মনুষ্য পরিহাস-প্রসঙ্গে নরক-  
নাশক তোমার নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহা-  
দের নিকট নরক ভীত হইয়া থাকে, তাঁহারা  
নরককে ভয় করিবেন কেন ?

তোমার ভক্তজন, মৃত্যুর কারণ দারণ  
বজ্রনিপাত হইতেও ভীত হন না, কারণ বজ্র  
পাতকালে হঠাৎ বৈষ্ণব জনের কণ্ঠ হইতে  
বিনাপ্রযত্নেও তোমার নাম বহির্গত হইয়া  
থাকেন, তাহাতেই তাঁহাদের মুক্তি হইয়া  
থাকে ।

এ নামে প্রায়শ্চিত্ত নাই ; কারণ প্রায়-  
শ্চিত্তে কণ্ঠের মূল উচ্ছেদ করিতে পারে না ।  
যে রূপ হস্তী মন করিয়া পুনরায় নিজ অঙ্গে  
ধুলি লেপন করে, তদ্রূপ প্রায়শ্চিত্তকারীকেও  
পুনরায় সেই পাপে লিপ্ত হইতে দেখা যায়  
প্রায়শ্চিত্তমতোঃ পার্থং মত্তো কুঞ্জব-শৌচবৎ ।

শ্রীভাগবতে ৬। ১। ১০।

বেদও এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন যথা—

“যঃ সত্বং পাপকং কুর্মাৎ কুর্য়াদেনং  
ততোহপরং ॥”

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ৭। ৩। ৫।

ইহার ভাষ্য সায়নাচার্য্য কহিয়াছেন—

যঃ পুমান্ দর্শনশাস্ত্রভীতিরহিতঃ সত্বং  
পাপকং কুর্মাৎ, স পুমান্ ততঃ পাপদত্তং এনং  
পাপং তদভ্যাসবশাৎ কুর্য়াদেব ।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দর্শনশাস্ত্রভীতিরহিত  
হইয়া একদা পাপকরে, সেই ব্যক্তি সেই  
পাপ হইতে নিকৃতি লাভ করিয়া, সেই পূর্ব  
পাপের সংস্কার বশে অভ্যাসবশতঃ পুনরায়  
সেই পাপ করিয়া থাকে ।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত পাপ-কণ্ঠের জন্য অন্তশো-  
চনায় জগৎ দগ্ধ না হইবে এবং ততক্ষণ চক্ষু  
দিয়া অশ্রু বহির্গত না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত  
প্রায়শ্চিত্ত হয় না ।

ততক্ষণই কহিয়াছেন যে, প্রায়শ্চিত্ত কাহাকে  
বলি ? ততক্ষণ বলিয়াছেন যে—

“প্রায়শ্চিত্তং বিনশনম্” ।

শ্রীভাগবতে ৬। ১। ১১।

জ্ঞানই প্রায়শ্চিত্ত ।

যদিও স্মৃতি রঘুনন্দন প্রায়শ্চিত্তের লক্ষণ  
করিয়াছেন যে—

“তেন পাপক্ষয়মাত্র সাধনত্বেন বিধি-  
বোধিতং কশ্ম প্রায়শ্চিত্তং” প্রায়শ্চিত্ত-তবে ।

পাপক্ষয়মাত্র সাধনোপযোগী বিধিবোধিত  
কশ্মকে প্রায়শ্চিত্ত বলে ; তথাপি বলা যায়,

প্রায়শ্চিত্ত কেবল পাপক্ষয় মাত্র করিয়া থাকে,  
কিন্তু সংস্কার ত্যাগ করা হইতে পারে না ।

“হিন্দু পত্রিকায়”

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী ।

সদাচার ।

প্রাচীনস্মরণীয় মহাশয় ৩ ভূদেবচন্দ্র মুখো-  
পাধ্যায় মহাশয় এবং গৌরীপুরাদিপতি ধর্ম-  
পরায়ণ মাতঙ্গর শ্রীশুক ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়-  
চৌধুরী মহাশয়ের জায় উদার চরিত্র নিঃস্বার্থ  
দেশোপকারী মনসী যদি বহলভাবে ভারত  
অলঙ্ঘ্য করেন, তবে এই দেশে শাস্ত্রচর্চা ব্যাপ-  
কভাবে উপস্থিত হইয়া উদীয়মান স্বর্য়্যালোকের  
মত জ্ঞানলোক প্রতিগৃহে ছড়াইয়া অজ্ঞাতরূপ  
তিনিহি বাশি অপসারিত করিতে পারে ।

বৈদেশিক শিক্ষার আধিক্যে শাস্ত্রের প্রতি  
অশ্রদ্ধা দিন দিন বাড়িতেছে । সুতরাং  
সদাচার বিলুপ্ত প্রায় । এই সকল হুংসে এক  
জন কবি বলিয়া গিয়াছেন :—

“বিদ্যাসাগরপারমারদচিরাদাচারিতা”

বৈদেশিক শিক্ষা অর্থকরী এবং বর্ণাশ্রম-  
ধর্মপবায়ণ শাস্ত্রসেবী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের অর্থ  
কুচ্ছতা,—এই দুইটি দেখিয়া সাধারণের  
নিকট বৈদেশিক শিক্ষা ব্রতরূপে গৃহীত হই-  
তেছে । এবং বাল্যকাল হইতে ঐ শিক্ষা  
অভ্যাস হওয়ায় স্ব স্ব জাত্যুচিত সংস্কার বিলুপ্ত  
হইয়া পড়িতেছে ।

বাল্যকাল হইতে বর্ণাশ্রম-ধর্মোচিত সদা-  
চার যদি অভ্যাস না হয়, তবে তাহার অভ্যা-  
দয় আশাশীত ।

এইজন্ত নীতিশাস্ত্রে কথিত আছে যে,  
যে রূপ নুতন পাত্র লগ্ন চিহ্নাদিস্বরূপ সংস্কা-  
রের অন্তর্থা হয় না, সেইরূপ বাল্যকাল হইতে

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৥০ টাকা লইব ।

সদাচারাদির শিক্ষা না দিলে ঐ শিক্ষা দৃঢ় সংস্কারে পরিণত হয় না। ঐ ধর্মস্থাপন করিতে গেলে ধর্মমন্দির ও চতুষ্পাঠি স্থাপন বিশেষ প্রয়োজন। অল্প উপায়ে সদাচারাদির অশিক্ষা হয় না।

বর্তমান সময়ে ভারতবাসীগণ সঙ্গাধ্যায়ী বা সদা দৃঢ়মান বৈদেশিকগণের আচার-ব্যবহার, বেশভূষা প্রভৃতি নিরীক্ষণ করিয়া তদনুকারী হইয়া বর্ণাশ্রম-ধর্মের মূলমন্ত্র সদাচার নিঃশেষভাবে হারাইতে বসিয়াছেন। কিন্তু বাহাদের অনুকরণ করিয়া আমরা অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিতেছি, সেই প্রতীচা জাতি স্বধর্ম সংরক্ষণবিষয়ে দৃষ্টান্ত তুল।

“স্বধর্ম নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধম্ভ্যা ভয়াবহঃ” ইহা তাঁহারাই বুঝিয়াছেন।

যাহারা মনে করেন, প্রতীচা জাতির অপ্রতিহত আধিপত্যবিস্তারের কারণ কেবল মাত্র নীতিমূলক কৌশল, তাঁহার ভ্রান্ত।

‘প্রতীচা জাতি স্বজাতিচিহ্নিত ধর্ম আচার সর্বদা অকুতোভয়ে রক্ষা করেন বলিয়া লক্ষ্মী-দেবীর স্থায়ী রূপার পাত্র হইতে পারিয়াছেন। (আচার প্রবন্ধ) ইহাই আমার বিশ্বাস।

সদাচার রক্ষা করিলে স্বত্বগুণের বৃদ্ধি হয়; তাহাতে মন ও শরীর দৃঢ় হয়। মন এবং শরীর বলবান হইলে, সকল কার্য অনায়াসে সম্পাদন করিতে পারা যায়।

প্রথম তিনটি দোষ নিবারণ করা বিশেষ চঃসাধ্য নহে। কারণ, কোন বিশ্বাসী শাস্ত্র-জ্ঞের কথায় বিশ্বাস করিয়া বিধি-নিষেধ জানিতে পার।

ইচ্ছা করিলে অমুষ্ঠায়ীদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা না দেখাইতে পার, এবং বৈদেশিকগণের অনুকরণ ত্যাগও করিতে পার। সুতরাং এই ৩টি দোষ প্রবলতম নহে। শেষোক্ত দুইটি দোষ, স্বেচ্ছাচারিতা ও আলস্য, নিরন্তর শাস্ত্রচর্চা পূর্বক সদমুঠান না করিলে নিবারণ

হইতে পারে না। স্বেচ্ছাচারিতা এবং আলস্য মনুষ্যের স্বাভাবিক দোষ, ইহা আগ-দ্বক নহে, সুতরাং ইচ্ছা করিলেই ইহা ত্যাগ করা যায় না।

বেদ, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের চর্চা নিয়ত ভাবে করিতে পারিলে এবং তৎ সম্মত কার্য নিয়ত ভাবে করিলে উক্ত দোষ দুইটি পরি-হার করিতে পারা যায়।

স্বেচ্ছাচারিতা পশু ধর্ম। পশুরা ইচ্ছা হইলেই শয়ন করে, ইচ্ছা হইলেই ভোজন করে, খাতাখাতের বিচার তাহারা রাখে না। ক্রোধের তাহারা দাস, ক্রোধ হইলেই তৎ-ক্ষণাতঃ তদনুরূপ কার্য করে। কাম নিয়তই তাহাদের অনুগামী। ভগবানের সৃষ্টরূপে সকল জীব সমান হইলেও অদৃষ্টের প্রবলতা নিবন্ধন জীবের মধ্যে মনুষ্যের বিচার শক্তি অধিক ঐ শক্তিকে কার্যে পরিণত করিতে গেলে বিধিনিষেধসন্ধানসাধন শাস্ত্রকে আশ্রয় করিতে হইবে।

শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এবং সংকীর্ণ জাতির পক্ষে যথাযথরূপে কর্তব্য নির্দেশ আছে।

ঐ শাস্ত্রকে আদেশকরূপে এবং এবং নিজেকে আজ্ঞাবধরূপে গণ্য করিয়া চলিতে শিখিলে, স্বেচ্ছাচারিতার করাল কবলে পড়িতে হইবেনা এবং দুর্দমনীয় আলস্য ও উপশমিত হইয়া যাইবে। কারণ যে সময়ের দাহ্য কর্তব্য, তাহা অনতিবিলম্বে করিতেই হইবে; যেহেতু শাস্ত্র প্রভু বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। শাস্ত্রের আদেশ মানিতে হইলে, ইচ্ছানুসারে শয়ন ভোজন, পরিধান ও নিজের স্বাভাবিক ক্রটির সাক্ষ্য কিছুই চলিবে না। তাহাতে জীবনের অশান্তি হয় না, বরং শান্তি অধিক পরিমাণে বাড়ে।

আলস্যপরতন্ত্র লোক শীতকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতে পারেন না;

কিন্তু শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্তব্যপ্রতিপালনের অভ্যাস থাকিলে, জড়তা নাশক স্বত্বগুণের সমধিক অভিযুক্তিবশতঃ কর্তব্যের অনুরোধে ঐ সময় শয্যা ত্যাগ করিতে অনায়াসে সমর্থ হন।

শরীরের যথাবিধি কর্তব্য প্রতিপালনরূপ ব্যায়াম দ্বারা সর্বতোমুখী শারীরিক ক্ষুতি আবির্ভূত হয়।

সুতরাং, এইরূপে দ্বন্দ্বসহিষ্ণুরূপ মহা-গুণ তাহাকে আশ্রয় করে। অতএব সর্ব-সময়ে সর্বপ্রকার কর্ম করিবার সামর্থ্য লাভ হয়।

শাস্ত্রে আছে “অসবঃ প্রকাত্ত” জীবন সদাচার পুঙ্কের কাণ্ড।

অর্থাৎ সদাচার প্রতিপালন করিলে মনুষ্যের আয়ু দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং দৃঢ় হয়।

দীর্ঘজীবনের পক্ষে অনেকগুলি কারণ আছে, তাহার মধ্যে মনের শান্তি পিতামাতার সদাচার, বৈধ ভক্ষণ ভক্ষণ, অভক্ষ্য ত্যাগ, শম, দম, দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা এবং চরিত্রগুণ এই-গুলি প্রধানতম কারণ।

শাস্ত্রসম্মত পথে চলিলে এই গুলি তাহার পক্ষে করায়ত্ত হয়।

ফলাকাঙ্ক্ষা প্রতিনিয়ত হৃদয়ে পোষিত হইলে এবং সঙ্গে সঙ্গে ফল না ফলিলে, হৃদয়ে তৃপ্তি থাকে না; এবং ক্রমশঃ কর্মের প্রতি কর্মীর অবিশ্বাস সংঘটিত হয়। সংসারী হইলে কর্ম করিতেই হইবে, কিন্তু সর্বদা অশান্তি হৃদয়ে জাগরুক হইলে কর্মকরা কঠিন হয়।

কর্মজীবনের ব্যাবাহার বটিলে দীর্ঘজীবন লাভ হয় না। শাস্ত্রবিশ্বাসী সদাচারী ফলা-কাঙ্ক্ষার ভ্রাতাবনাগ পাড়িয়া বিক্ষিপ্ত হন না।

পিতামাতার সদাচারিতা না থাকিলে জাতবক্তির জন্মগুণি না থাকায়, নীরোগতা হয় না। সুতরাং অকালমৃত্যু অনতিবিলম্বে আস করে। সন্তানের দীর্ঘজীবন এবং সাধু-

শীলতা, বাহাতে হয়, প্রতিগৃহস্থেরই তাহা কর্তব্য।

খাওয়ার সহিত মনের বিশেষ সম্বন্ধ, খাওয়ার দোষ থাকিলে মন মলিন হয়। মনে মালিন্য আসিলে, শারীরিক বৃত্তি অবসাদ প্রাপ্ত হয়।

ভক্ষ্যবস্তুর সহিত মনের যে আঁত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহার পক্ষে প্রতিপ্রমাণ—

“দগ্ধঃ সৌম্যমথ্যমানস্তা যোহনিমা স উক্কঃ সমুদীরতি তৎসর্পি ভবতি।

এবমেব খলু সৌম্যমথ্যমানস্তা যোহনিমা-স উক্কঃ সমুদীরতি, তন্মেনো ভবতি।” হে সৌম্য। দধি মখন কালে তাহার যে হৃৎ অংশ, তাহা উক্ক উঠে; এবং তাহা যেমন ঘূতরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ ভক্ষণকালে ভক্ষ্যনাণু দ্রব্যের যে হৃৎ অংশ তাহা উক্ক উঠে এবং তাহা মনরূপে পরিণত হয়।

ইহাতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাউতেছে যে, মন ভক্ষ্য দ্রব্যের অনুযায়ী হয়। প্রত্যেক প্রমাণের দ্বারাও ইহা স্থিরীকৃত হয়। ভোজনকালে বিয় হটিলে, মানসিক অশান্তি হয়। মনকে উন্নত না করিতে পারিলে, শরীর উন্নত করা যায় না। শরীর উন্নত না হইলে, কর্মজীবন নষ্ট হয়। কর্মজীবন নষ্ট হইলে, শ্রীবুদ্ধি অসম্ভব হইয়া পড়ে।

মনকে উন্নত করিতে গেলে ভক্ষ্য ভক্ষণ এবং অভক্ষ্য ত্যাগ অবশ্যই করিতে হইবে।

মন উন্নত হইলে, অর্থাৎ সমুদায় সমুদায়িত হইলে, তাহার আচ্ছাদন অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়গণ ও সমুদায়গণ ইহা দেবভাব প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়ের রাজসিকতা বা তামসিকতা আশ্রয় ভাব। এই আশ্রয় ভাব থাকিলে, মনের দেবভাব—অর্থাৎ সং-পথে থাকা—কঠিন হয় অর্থাৎ মন স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিষয়ে ধাবমান হইয়া পড়ে।

স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিষয়ে সর্বদা আসক্ত

ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়তার অভাবে চঃসাধ্য রোগ-পীড়িত হইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। যে যে দ্রব্যের ভক্ষণে মনের চাকল্য প্রভৃতি দোষ উপস্থিত হয়। সেই সকল দ্রব্যের ভক্ষণ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে।

মহুও উক্কঃধরে বলিয়া গিয়াছেন যে—  
“অনভ্যাসেন বেদনামাচারস্ত চ বর্জন্যং।

অনভ্যাসেন বেদনামাচারস্ত চ বর্জন্যং।”  
বেদ অভ্যাস না করিলে, সদাচার পরিচাল্য করিলে, আলস্য এবং পাত্ৰদোষ হটিলে মানুষ অজ্ঞান হয়।

সর্বপ্রকার ভক্ষণহীন হইলেও মানুষ যদি সদাচারযুক্ত হয়, সে শতবর্ষজীবী হয়। এই কথাও মহু চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়া গিয়াছেন।

সর্বলক্ষণ হীনোহপি যঃ সদাচারবান্ নরঃ।  
শ্রদ্ধানোহনহৃৎ শতং বর্ষাণি জীবতি ॥

“বিত্তানি শাখাশ্চন্দনানি কামাঃ ॥”  
সদাচার-বৃক্ষের ধন শাখা, এবং অভিল্যাস পত্র।

সদাচার-ধনবস্তুর পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায়। অর্জন, রক্ষণ, এবং বন্ধন এই ত্রিবিধ উপায় সামান্যতঃ ধনবত্তা সিদ্ধ হয়।

সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তির মন সমুদায়গণ ইহা কর্তব্য নিকারণে সক্ষম হয়। বিচারশক্তি রীতিমত ভাবে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শরীর শাস্ত্র সমুদায় নিয়মের বাদ্য হইয়া দিন দিন উৎসাহ-সম্পন্ন হইয়া যথাবিহিত কাগ্য সম্পাদনে নিপুণ হয়। এই সকল শক্তি যাহার, তাহার আবার অর্থ উপার্জনের পক্ষে ভাবনা কি?

বিলাসিতার বিজয় পতাকা উড়াইয়া যাহারা অর্থ ব্যয় করেন, যাহারা অস্থায়ী ভোগেব উচ্চ আসনে বসিয়া কালযাপনে পরিণাম রক্ত শরীর হইয়া পড়েন। তাঁহাদের নিয়ত অসুখায় দ্বারা অর্থনাশ বশতঃ ধনেব বন্ধন এবং রক্ষণ ঘটে না।

যাহারা সদাচারী, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ অস্থায় উপস্থিত হয় না। সুতরাং ধনরক্ষণ ও ধনবন্ধন তাঁহাদেরই একমাত্র অধীন, ইহাই আমার বিশ্বাস।

যে পুত্রের সংসার যাপনের পক্ষে অদ্বিতীয় সহায় বলিয়া বিশ্বপ্রচারিত, প্রতি সদাচারী পক্ষে সেইরূপ সুসন্তান উৎপন্ন হয়।

কোন কোন অসদাচারীর পক্ষে সুসন্তান দেখিতে পাওয়া যায় বটে, তাহা জন্মান্তরীন। বলবৎ শুভাদৃষ্টের গুণে। ঐ শুভাদৃষ্টেরও বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিলে, মূলে সেই শুভাদৃষ্ট সম্পাদক জন্মান্তরীয় সদাচারই অনুমিত হয়।

আবও এককথা সদাচারপরায়ণ ব্যক্তি মাত্রেবই পক্ষে সুসন্তান হয়। কিন্তু প্রতি অসদাচারীর তাহা হয় না।

এইজন্তই মহু বলিয়াছেন—  
“আচারান্নভতে হ্যায়ু রাচাবাদীপ্পিতাঃ প্রজাঃ।  
“আচারান্নন মক্ষ্যা মাচারোহস্ত্যলক্ষণম্।”

সদাচার হইতে দীর্ঘজীবন, উৎকৃষ্ট সন্তান ও অক্ষয় ধনলাভ হয়, এবং স্বাভাবিক কোন জলক্ষণ থাকিলেও নষ্ট হয়।

সদাচারী ব্যক্তির সমুদায় বক্তিত হওয়ার ধারণাশক্তি খুব প্রবল হয়। সর্বদা শিক্ষিত বিষয়গুলি চিন্তে প্রতিভাত হয়।

যেহেতু দশনশাস্ত্রে কথিত আছে যে—  
“সং লগুপ্রকাশকম্” অর্থাৎ সমুদায় জড়তা নষ্ট করে, এবং বস্তু প্রকাশ করে। উপ-নিষদেও এই সকল কথা সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে—যে,

“আচার শুকৌ সত্ত্বজিঃ, দত্ত্বশুকৌ কবাস্বতি, স্তুতিশুকৌ চ সর্বগ্রামীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।”

সদাচারের উৎকর্ষ হইলে সমুদায়ের বুদ্ধি হয়, সমুদায়ের বুদ্ধি হইলে শিক্ষিত বিষয়গুলির স্তুতি বিভ্রাতের দ্বারা দেদীপমান হইয়া সর্বদা হৃদয়কে আলোকিত করে। স্তুতির ঐ

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

জাতীয় উৎকর্ষ হইলে সমাজের প্রতিকল্পক নষ্ট হয়।

স্মৃতি এবং প্রতিভা এই দুইটা পাণ্ডিত্য লাভের পক্ষে একমাত্র উপায়। এই দুইটা উপায় হস্তগত হওয়ায় সদাচারীব্যক্তি বিশ্ব বিখ্যাত অশ্রুত বসিয়া প্রচারিত হন।

সহগুণময় সদাচারী যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা কখনও ব্যাহত দেখা যায় না।

কারণ তাঁহার ইচ্ছা ধর্মের সহিত অবিকল্প। এই জন্তই “ছদনানি কানাঃ” এই কথা বলা হইয়াছে।

ধর্মবিরুদ্ধ কাম অতিশয় দূষ্য।

ধর্মবিরুদ্ধ কাম ফললাভেও উপশমিত হয় না। উহার দ্বারা কেবল দুঃখলাভই হয়।

“দশাংসি পুংপানি”

সদাচার মহাব্রহ্মের পক্ষে যশস্বী।

সদাচারীব্যক্তি অনন্ত সাধারণ যশোলাভ করিয়া থাকেন। দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয়, সত্যবাদিতা, সংযম, পরোপকারিতা প্রভৃতি শিষ্টাচার যশোলাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

এই সকল শিষ্টাচার সদাচারীর নিয়ত সচর। সদাচারীগণ নিয়ত ধর্মচর্চারদ্বারা ভগবানের নিকট বিশিষ্ট পুরস্কার পাউয়া থাকেন।

সমাজের নিকটও চিরদূত শিষ্টাচার দ্বারা বিশিষ্টশ্রদ্ধার পাত্র হ'ন। অর্থের দ্বারা সমাজ জয় হয় না।

যাহা প্রকৃত সমাজ বলিয়া গণ্য, তাহাকে নিয়তভাবে জয় করিতে গেলে প্রকৃত সদাচার আশ্রয় করিতেই হইবে। সমাজের প্রতি রাজার যেরূপ অধিকার, একজন দরিদ্র ব্যক্তিরও সেইরূপ অধিকার। সমাজ অর্থের দাস নহে। বহু সমাজে বড় বড় ধনী বেচ্ছাচারীতার অদম্য মূর্তি গ্রহণ করিয়া বাস করিয়া থাকেন। সমাজ যদি অর্থের দাস হইত, তাহা হইলে সেই সকল সমাজ পলকে পলকে

তাঁহাদের ইঙ্গিতে চলিত। কিন্তু তাহা ঘটে না। এখনও পদে পদে সমাজকে শিষ্টাচার পরায়ণ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে স্থিত দেখিতে পাওয়া যায়।

সমাজই হইতেছে যশঃ এবং তন্মূলক আধিপত্য পরীক্ষার স্থল। সুতরাং শিষ্টাচারী ব্যক্তির যশঃ সিংহাসন অধিকার করা সহজ সাধা বলিয়া মনে হয়।

এই শিষ্টাচার কেবলমাত্র অভ্যাসের ব্যপক্ষে চলিবে না। বাস্তবে এবং অভ্যাসের এই দুই দিকই দেখা দিতে হইবে। তইদিকের কতিপয় স্মৃতি।

এইজন্যই মনু—বিশেষত্ব সর্বলোককেই দৃষ্ট করিয়াছেন।

“কলঙ্ক পণান”

এই সদাচার প্রক্ষেপ ফল পূর্ণ।

সদাচারীব্যক্তির সামগ্রিকভাবে পাবলো মন অতিশয় শক্তিশাল্য হইয়া ধান-দানবানি ধর্মময়কার্যে নিয়ত তৎপর হইতে পারে।

সর্বদা নিয়ম প্রতিপালন করার শরীর নীরোগ হইয়া বিশেষরূপে কার্যক্ষম হয়।

সর্বদা নির্ভীকতার অভ্যাস থাকায় শরীর কঠোর তপস্তাদি করিলেও পবিশ্রমে কাতব হয় না। অর্থাৎ কার্যকাবিতা বাড়ে। এবং পুঙ্খট বলিয়াছি যে, সদাচারের গুণে দীর্ঘজীবন লাভ হয়। অতএব দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সেই সমস্ত জীবন ধরিয়া পূণাকর্ষ অক্লান্ত হইলে একজীবনে সাধারণ বহুজীবন সংগ্রহ বহুতর ধর্ম সংগঠিত হইতে পারে।

সুতরাং উপসংহারে বক্তব্য এই যে, সদাচার পরায়ণ ব্যক্তি দীর্ঘজীবন, ধর্মচর্চা, ধন-সমৃদ্ধি, পরিশ্রম শীলতা, মনের প্রতি আধিপত্য, নীরোগীতা, এবং সংযম প্রভৃতি গুণ সমূহ ভূষিত হইয়া স্বাভাবিক প্রবৃত্ত বিষয় সকল মনোবিনোদ্যের প্রতি অতিশয় শূন্য হইয়া

সারাজীবন ধরিয়া চিরসুখময় জীবনের একমাত্র উপায় ধর্মময় কার্যে ব্যাপ্ত হইতে পারেন।

নচেৎ সংসার সংগ্রামে প্রবল প্রতিপক্ষ মনরূপ গুপ্তস্থানে নিয়ত নিলীন পাপবাসনারূপ তষ্ট পিণ্ডার করাল ক্রকটের বিভীষিকায় অবশ্যই পড়িতে হইবে। তাহা হইলে চির-দুঃখ বিকটাত্ম হইয়া গ্রাস করিবে।

এইজন্য মনু বলিয়াগিয়াছেন যে—

“দুর্য্যোধোহি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ  
দুঃখ ভাগী চ সত্যং ব্যাধিতোহন্যায়বেষচ ॥

সদাচার বর্জিত মানুষ সংসারে সর্বদা নিন্দিত হয়। এবং সর্বদা দুঃখ ও রোগ ভোগ করে সুতরাং তাহার জীবন অন্তকাল ভ্রান্তী হয়।

এই সকল সদাচার প্রভৃতি যাবৎ ধর্মকার্য চালাইবার ভাব ব্রাহ্মণের উপর। বিশ্ব সম্রাট জগদীশ্বর ব্রাহ্মণের উপর ধর্মকোষের ভান দিয়া এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন ইহা মনু বলিয়াছেন।

“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোষস্তগুপ্তয়ে।”

ব্রাহ্মণ ধর্মকোষ রক্ষা করেন বলিয়া সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অতএব যাহাতে দেশে দেশে শাস্ত্রীয় নিয়ম প্রতিপালনাদির সুব্যবস্থা হয়, তাহা ব্রাহ্মণ ন্যাবেষই কর্তব্য। এই কার্যে ব্রাহ্মণের শক্তি অধিক বলিয়াই ব্রাহ্মণের উপর সর্বস্ত জগদীশ্বরের ভান নিপতিত। ইহা সর্বদা ব্রাহ্মণ মাত্রেই মনে করা কর্তব্য। ইহার অন্তর্থা—চরণে ভগবানের নিকট হইতে দণ্ডিত হইতে হইবে। ইতি— “ব্রাহ্মণে”

শ্রীপঞ্চানন তর্কতীর্থ।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।



## বাঙ্গালার শ্রমজীবী।

বাঙ্গালার বাবু শ্রেণীর ভ্রমলোকগণ যেমন অধঃপাতে গিয়াছেন, বাঙ্গালার শ্রমজীবী শ্রেণীর লোকও সেইরূপ বিলাসী ও শ্রম কাতর হইয়া অধঃপাতে গঠিতে বসিয়াছে। এখন বাঙ্গালী মজুর পাওয়া যায় না। তাহারা আর খাটিতে চাহে না, তাহারা এইরূপ অলস এবং অকম্পিত হইয়া পড়ায় প্রতিদিন দলে দলে সাঁওতাল, হিন্দুস্তানী এবং বিশেষভাবে উড়িষ্যাতে দেশ পূর্ণ হইয়া থেলে। অসংখ্য বাঙ্গালী শ্রমজীবী সর্বশ্রেণীর লোকের হরণ অনেক দিনই মায়া গিয়াছে। বাঙ্গালার বাঙ্গালী মজুর ছিল, বাগদী ডোম প্রভৃতি। তাহারা এখন মজুর থেঁসা বাবু শ্রেণীর ভ্রমী হইয়া বহু আবাদ করিবারও ক্ষমতা পরিশ্রম করে না। ধরে দীনতার একশেষ, এদিকে বহু লোকের জায় তাহাদের পরিষেয় বন্ধাদি বার সংকলন করিতে দেখাদেব হয়—আজ, যখন শাশন ইহারা ঠিক থাকিত, একজন ইহারা আইন শিখিয়াছে। কাজেই গোমস্ত ভ্রমলোকেরা আর ইহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতে প্রস্তুত নহেন। সকলেই বিদেশের আমদানী লোকের দ্বারা অনেক সময়ে অগ্রসর হইয়া কাজ চালাইয়া লইতেছেন, আর ইহাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। বলিতে কি বাঙ্গালার শ্রমশীলশ্রেণী অন্যাহারে, বোমো, শোকে পণ দ্বারা কমে অন্তর্হিত হইতে বসিয়াছে—তাহাদের অন্ন আজ সাঁওতাল, উড়িয়া, কোঁড়া বাউরা এবং হিন্দুস্তানী লোকের হস্তে চলিয়া গিয়াছে। ইহার পর ইহাদের দশা যে কৈরূপ হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা দেশের লোকের একটা ভাবিবার বিষয় বটে।

ইহাদের সহিত যখন গ্রাম্য ভদ্র লোক-গণের ঘনিষ্ঠতা ছিল, তখন ইহারা বহু প্রকারে উপকৃত হইত, সাহায্য পাইত, উপদেশ বা শাশন দ্বারা বহু অন্তায় হ্রাস

করিতে পশ্চাদপদ হইত। এখন সেট যেহ বাহিরের আমদানী লোকে বা অধিকার করিতেছে। ভদ্র লোকেরা এক্ষণে তাহাদিগকে তাহাদের বাসস্থানাদি প্রস্তুত করিয়া দিয়া বসবাস করাইতেছে। এই সকল অসভ্য বহু জাতি সরল প্রকৃতি, বাঙ্গালার নিম্ন শ্রেণীর লোকের সরলতা গিয়াছে, ইহারা অসং চরিত্র হইয়াছে, কথার ঠিক রাখে না, পয়সা লইয়া পরিশ্রম করে না, এবং অনেকস্থলে অসত্যায়ে কিছু হাতাইয়া সরিয়া পড়ে। তাহারা নিম্ন শ্রেণীর উদ্ধারের জন্য বড় বড় কথা কহিয়া বেড়ান, আমরা তাহাদিগকে এই পণ্ডিত নিম্ন শ্রেণীর শ্রমজীবীদিগের কথা ভাবিতে বাধ্য। নচেৎ বাঙ্গালার শ্রমজীবীর দল কালে চিরতরেই লোপ পাইবে। বিভিন্ন পদেশের লোকে দাবা কাজের ফরিদা হইয়াছে বটে, কিন্তু নিজ বাঙ্গালার শ্রমজীবীর একপ অবস্থা কদাচিৎ বাঙ্গালার নহে। তাহারা বিপদের বক্ষু ছিল, সম্পদেব সহায় ছিল—আজ তাহাদিগকে অন্যভাবে নির্ভর দেখিলে বাস্তবিক কষ্ট হয়। ইহারাও বিলাসী বাবুদের অনুকরণে বিলাসী হইয়াছে, এখন আর সে বাগদী, তাড়া তেজুলে, ডোম দোখতে পাইবেন না। বাঙ্গালী বাবুদের জায় ইহারাও অধঃপাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। বাঙ্গালার শ্রম শীল জাতির মধ্যে মুসলমানগণ প্রায় সমগ্ৰ কৃষিকের অধিকার করিয়াছে বলিলেও অত্যাধিক হয় না। ইহারা কৃষির—উন্নতি সাধন করিয়াছে, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর কিছু উপর চালাকে হস্তায় আপনাদের সর্বনাশ করিয়া ফেলিয়াছে। ইহারা অন্যাহারে হ্রাস। বোমো জর্জরিত, ইহাদের অনেকেরই এক কাঠাও জমী নাই, অলস অকম্পিত বলিয়া কেহ ইহাদিগকে কাজও দেয় না। সুতরাং স্বতর ভবিষ্যতে উদরান্নেব জন্ম ইহারা অসংপথে অগ্রসর হইয়া

পন্নীকে বিভিন্নিকাময় করিয়া যে না তুলিতে পারে, তাহাও বলা যায় না।

প্রত্যেক স্থানের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ইহাদের শোচনীয় অবস্থা ইহাদিগকে বুঝাইয়া ইহাদিগকে আবার শ্রমশীল করিবার চেষ্টা করা উচিত। এই শ্রেণীর শ্রমজীবীর সাহায্য প্রত্যেক লোকেরই অপরিহার্য আবশ্যকীয় উপকরণ।

## Home Industries.

### পাঁউরুটী প্রস্তুত প্রণালী।

‘‘আমার সমাচার হইতে উদ্ধৃত’’

গত আবেদন মাসের স্বাস্থ্য সমাচারে পাউরুটী প্রস্তুত মধ্যস্থ আমাব প্রেরিত পত্রটি প্রকাশিত হইবার পর স্বাস্থ্য সমাচারের শতাধিক গ্রাহক এ বিষয়ে জ্ঞাতবা তথ্যগুলি জানিবার জন্য পত্র লেখেন। তাহাদিগের পত্রের উত্তরে জানিয়াছি, অনেক আমার নির্দেশ অনুসারে পাউরুটী প্রস্তুত করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু তাহারা পাউরুটী প্রস্তুত করিতে পারিলেও আশাচ্যুত ফললাভ করিতে পারেন না। আমি পাউরুটী প্রস্তুত মধ্যস্থ যে উপায় নির্দেশ করিয়াছিলাম, তাহা তাহাদিগের অনেকের কাছে লাগিয়াছে দেখিয়া আমি আমার আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছি। পাউরুটী প্রস্তুত মধ্যস্থ যে যে সকল তথ্য আমি অবগত আছি, এবারে পাউরুটী প্রস্তুত গোচারণ তাহা বিবৃত করিতেছি। অনেক দেশের উপাদানে পাউরুটী প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি। সুতরাং দেশীয় উপাদানে পাউরুটী প্রস্তুত করিবার উপায় আমি বর্ণন করিলাম। আমাব অভিজ্ঞতা দ্বারা স্বাস্থ্য সমাচারেব পাঠকপাঠিকাগণ কিয়ৎপরিমাণে উপকৃত হইলেও শ্রম সকল জ্ঞান করিব।

৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা লইব।

খেজুর ও তালরস কিয়ৎকাল কোন স্থানে রাখিয়া দিলে গাঁজিয়া ফুলিয়া উঠে। গুড়ও অবস্থা বিশেষে বায়ু হইতে জল আকর্ষণ করিয়া সময় সময় এতটা ফুলিয়া উঠে। পঁউ-কটী প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে ময়দা বা সুজির উপযুক্তরূপ ফুলাইয়া বা কাঁপাইয়া তুলিতে হয়।

আমাদের দেশীয় প্রণালীতে পঁউকটী তৈয়ার করিবার নিম্নলিখিত প্রণালীটি সর্বোৎকৃষ্ট। আমি নিজে এই প্রণালীর কার্য-কারিতা পরীক্ষা করিয়া উহার উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্তোষলাভ করিয়াছি।

### প্রস্তুত প্রণালী।

দশ সের পরিমাণ উৎকৃষ্ট ময়দায় সওয়া-পরিমাণ বিশুদ্ধ তালের তাড়ি এবং উপযুক্ত পরিমাণ জল মিলাইয়া উহা মুষ্টিবদ্ধ হইতে উত্তমরূপে মর্দিত করিতে হইবে। ময়দা সুমর্দিত হইলে একটি গামলায় তিন চতুর্থাংশ উক্ত সুমর্দিত ময়দার দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া একখানা পরিষ্কার মোটা চাদর দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। কিয়ৎকাল পরে (অর্থাৎ ২১৩ ঘণ্টা) যখন মর্দিত ময়দা ফুলিয়া গামলাটি পরিপূর্ণ হইবে, তখন পূর্বেকৃত মর্দিত ময়দার ছোট ছোট খামিরার গোলক প্রস্তুত করিবে ও একখানা পরিষ্কৃত কাঠখণ্ডের বা একটি বড় টেবিলের উপর গোলকগুলি সাজাইয়া রাখিয়া আবার একখানা পরিষ্কৃত মোটা চাদর দিয়া সে গুলিকে ঢাকা দিতে হইবে। কিয়ৎকাল পরে যখন খামিরার গোলকসমূহ উপযুক্তরূপ ক্ষীত হইয়া উঠিবে, তখন টিনের চাকতির উপর কলার পাত বসাইয়া তাহার উপর ঐগুলি গোলক স্থাপন করিয়া অবিলম্বে টিন চাকতিসমূহ গাধা কাঠের হাতলের উপর বসাইয়া তন্দুরে প্রবেশ করা-ইয়া দিয়া হাতল টানিয়া আনিতে হইবে। এইরূপে সমস্ত খামিরার গোলক তন্দুরের

ভিতর দেওয়া হইলে তন্দুরের মুখ ঢাকিয়া দিতে হইবে। এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, খামিরার গোলক সমূহ টেবিল বা কাঠখণ্ডে রাখিয়া ঢাকা দেওয়ার পর তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ গোলকগুলি অতিরিক্ত ক্ষীত হইলে ফাটিয়া যাইবে এবং সেগুলি উপযুক্তরূপ ভাল প্রস্তুত না হইলে কটী হইবে না। গোলকগুলি কি পরিমাণ ফুলিলে উত্তম কটী প্রস্তুত হইবে? তাহা বিচার ও অভিজ্ঞতার দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে। কারণ উহা লিখিয়া বৃথান সম্ভবপর নহে। সকলের মনে রাখা আবশ্যক যে, খামিরা দেওয়াতে পঁউকটীর ময়দা বা সুজির বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। খামিরার রাসায়নিক ক্রিয়া বশতঃ ময়দা ও সুজির মধ্যে অত্যধিক বায়ু সঞ্চারিত হয়, তজ্জন্ম উষ্ণবায়ুর তাপে যখন কটী সুসিদ্ধ করা হয়, তখন গোলকের ভিতরের বায়ু বাহির হইয়া যাওয়াতে কটী উত্তমরূপে স্ফীত ও সুপক হয়। ঐরূপ স্ফীত ও সুপক কটী সহজে পরিপাক হইয়া থাকে। উপযুক্ত বায়ুর তাপ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা এই যে, তাহাতে সকল স্থানে সমান তাপ প্রযুক্ত হয়। সুতরাং কোন স্থান চুইয়া যায় না এবং কোন স্থান কাঁচা থাকে না।

উপরে যে প্রণালীর উল্লেখ করিলাম, তাহা ব্যবসায়ের পক্ষে উপযোগী, কিন্তু গৃহে অল্প পরিমাণে পঁউকটী প্রস্তুত করিতে হইলে উক্ত পরিমাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উহার এক চতুর্থাংশ এক বা অষ্টমাংশ হিসাবে ময়দা ও তাড়ি লইয়া কটী তৈয়ার করা যাইতে পারে। পঁউকটী ময়দা ও সুজি দ্বারা প্রস্তুত হইতে পারে। প্রত্যেক উপকরণ দ্বারাই পরীক্ষা বাছনীয়। আমি নিজে ময়দা এবং সুজি উভয় প্রকার দ্রব্য দ্বারা পরীক্ষা করিয়াই সুফল লাভ করিয়াছি। অনভ্যস্ত কার্যে প্রথম বারে কেহ কৃতকার্য হইতে না পারেন,

কিন্তু তাহাতে নিরাশ হইবার কোন হেতু নাই। যে কার্যে আমি নিজে কৃতকার্য হইয়াছি, তাহাতে অল্পে কৃতকার্য হইবে না, ঐরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। হুই একবারের চেষ্টায় বিফলম্যর্থ হইলে তাহাতে আসে যায় কি? আমার নিজেরও প্রথম কয়েকবার চেষ্টা বিফল হইয়াছিল, কিন্তু পরে আমি সম্পূর্ণ কৃতকার্য হই।

এতদ্ব্যতীত ময়দা সুজি জলে গুলিয়া দাখ্যকাল পচাইয়া থাকে। জলে গোলা সুজি উত্তমস্থানে সারা দিন রাত অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা রাখিলে স্বতই ফুলিয়া উঠে, কিন্তু পঁউকটী ব্যবসায়িগণ অতি শীঘ্র কার্য সম্পাদন করিবার জন্য সুজি বা ময়দাতে তাড়ি প্রয়োগ করিয়া থাকে। তালের তাড়িই সাধারণতঃ প্রয়োগ করা হয়। খেজুরের তাড়ি দ্বারাও উক্ত কার্য সম্পন্ন হইতে পারে। আমি তালের তাড়ি দ্বারাই পরীক্ষা করতঃ আশাশূন্য ফললাভ করিয়াছি। পঁউকটী উষ্ণবায়ুর তাপে সুসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। ১৩২৩ সালের শ্রাবণ মাসের “স্বাস্থ্য-সমাচারে” যে প্রকার সমতল উনানের বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহাতে একেবারে ছোট ছোট ৭৪ খানা কটী সেকা হইতে পারে। পঁউকটী প্রস্তুত করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পঁউকটী উষ্ণবায়ুর তাপে সুসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া যাহার যেরূপ উপায় মনোনীত হয়, তিনি সেই উপায় অবলম্বন করিতে পারেন।

পঁউকটী প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে উক্ত “স্বাস্থ্য-সমাচারে” প্রকাশিত দ্বিতীয় প্রণালীতে বাইকার্লেন্ট অফ সোডা ৩ গ্রেণ স্থলে ৩০ গ্রেণ হইবে। যাহারা পঁউকটী প্রস্তুত করিতে সমুৎসুক, তাহারা এ বিষয়টি যেন স্মরণ রাখেন।

বিলাতী ঔষধাদি আজকাল চল্লিষ ও

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

পল্লীগামে দুপ্রাপ্য। অতএব প্রধানতঃ পল্লী গ্রামবাসীদের জন্ত কল্পে তাড়ি দ্বারা পাঁউরুটি প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাই বিবৃত করিলাম। শ্রীরজনীকান্তদাস আমরা “কাজের লোকে” কিছুকাল পূর্বে পাঁউরুটি প্রস্তুত প্রক্রিয়া লিখিয়া ছিলাম, পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, তাহাতে যে প্রক্রিয়া ছিল, তাহাপেক্ষা পাঠকগণ যদি এই প্রবন্ধে কিছু বিশেষত্ব পান, তাই আমরা এই প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিলাম।

কাং সং

## Syrups বা সরবৎ।

বহুপূর্বে “কাজেরলোক” ১ম বর্ষে আমরা সীরাপ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দিয়া ছিলাম, কিন্তু বর্তমানে সে সকল ফরমুলা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট ফরমুলা আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে সীরাপ অতি উপাদেয় সামগ্রী সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার সুখ সহবেই উপভোগ্য হইলেও মফঃস্বলের লোকেও প্রস্তুত করিয়া পান করিতে পারেন। ইহা একটা বেশ লাভজনক কাজ। কলিকাতার পথে পথে এখন বরফ সংযোগে সরবতের দোকান হইয়াছে। ২ পয়সা বা এক আনা দিলে মাতীর ঘাসে করিয়া হিন্দুস্থানীগণ এই সরবৎ বিক্রয় করিয়া থাকেন, তাহা দেখিয়াছেন। ইহারা এই কার্যদ্বারা দৈনিক ৩৪ টাকাও উপার্জন করিয়া থাকে। কোন বাঙ্গালীকে এ কার্যে দেখা যায় না! মানের কাজাল বাঙ্গালী না খাওয়া মরিলেও রাত্তার ধারে ইহারা একাজ করিতে প্রস্তুত নহে। তাহা অপেক্ষা গাঁজা আফিং, চায়ের অন্ততঃ ধোপার দোকানও ভাল। যাক্ বাজে কথা। এখন আমরা সীরাপের কারবারের কথা বলিব।

সীরাপ প্রস্তুতের সরঞ্জাম। সীরাপ প্রস্তুত

করিতে হইলে ১ খানি ভাল ইনামেল করা কড়াই, একখানি ছাঁকনী গাদ কাটিবার জন্ত, খুব পরিষ্কার সাদা বোতল, নূতন কর্ক, ভাল চিনি, এইরূপ চিনি গলাইবার ও সীরাপ রাখিবার সরঞ্জাম আবশ্যক। সীরাপের কারখানায় খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থাকা আবশ্যক। পাথ ও পানীয় দ্রব্যের সহিত স্বাস্থ্যের নৈকট্য সঞ্চ, একটু অসাবধানতার জন্ত কতশত জ্ঞাননষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এ বিষয়ে ধর্ম জ্ঞান রাখিয়া অতি পবিত্রতার সহিত কার্য করা উচিত।

## Simple syrup. সিম্পল সীরপ।

সিম্পল অর্থাৎ সাদা সীরাপ প্রথমে প্রস্তুত করা উচিত। এই সীরাপে নানা প্রকার ফলের এসেন্স মিশাইয়া নানা নামের সারপ প্রস্তুত হইবে, যথা লেমন সীরপ, অবেঞ্জসীরপ, রোজ সীরপ ইত্যাদি।

সাদা সীরাপ কেবল ডাক্তারখানার ঔষধের সহিত মিশাইবার জন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে বলিয়া ইহারও বিক্রয় কম হয় না।

খুব ভাল সীরাপ করিতে হইলে Distilled water ডিষ্টিল্ড ওয়াটার অথবা গুটির জল, তাহাও না হইলে নদী বা পুকুরের জলকে ফিল্টার করিয়া সেই জলে চিনি মিশ্রিত করিয়া অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া ফেলিলে খুবই স্বচ্ছ সীরাপ হইবে এবং অল্প গাদ কাটিলেই হইবে।

সীরাপ প্রস্তুতের জন্ত পরিষ্কৃত চিনি ব্যবহার করাই সঙ্গত, নচেৎ সীরাপ তেমন স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হইবে না।

পূর্কোক্ত এনামেল কটাছে

জল ... ৬ সের।

চিনি ... ২৥ হইতে ৩ সের।  
দিয়া উত্তর রূপে নাড়িয়া তাহার পর অগ্নিতে চড়াইবে, যখন ফুটিতে থাকিবে, তখন দেখিবে যে, তাহার উপর একটা ময়লা ফেনার মত পদার্থ ভাসিয়া উঠিতেছে।  
ইহাকেই গাদ বলে। সেই গাদ যতবার জমিবে, ততবার উঠাইয়া একটা পাত্রে ফেলিয়া দিবে। ফুটাইতে ফুটাইতে যখন আর গাদ উঠিবে না, তখন কেমন ঘন হইয়া আসিতেছে তাহাই দেখিতে হইবে। বেশী ঘন করিলেই দানাইয়া যাইবে। আবার বেশী পাতলা করিলেও দোষ আছে, ইহাতে সরবৎ খাইবার সময় অল্পে মিষ্ট হইবে না। সুতরাং এই দুটা মনে রাখিয়া যতটুকু ঘন করা উচিত, তাহা করিয়া লইতে হইবে।

সীরাপ প্রস্তুত আমাদের ময়রা ঘরের রসগোলার রস প্রস্তুতের প্রক্রিয়ারই মত।

গাদ কাটাইয়া ফেলিবার জন্ত ময়রার দৃঢ় মিশ্রিত জলের ছিটা দিয়া থাকে, তাহাতে শীঘ্রই গাদ উঠিয়া বস পরিষ্কার হইয়া যায়। কিন্তু ইংরাজী মতে ডিথের খেতসারও চিনি জলের সহিত মিশাইয়া কটাছে ঢালিয়া দেওয়া হইয়া থাকে, ইহাতে নাকি সীরাপ আরও পরিষ্কার হইয়া থাকে।

যখন যথাব্যবহারীয় ঘন হইয়া আসিল, তখন চুলা হইতে নামাইয়া শীতলস্থানে ঠাণ্ডা হইতে দিবে। যদি খুব পরিষ্কার হইয়া থাকে, তাহা হইলে সাদা ফ্রান্সেল একটা কলসীর বা—জাবের মুখে দিয়া তাহার মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া লইলেই হইবে। যদি ভাল পরিষ্কার বোধ না হয়, তাহা হইলে পুনরায় কিছু জল মিশাইয়া উনানে চড়াইয়া গাদ কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। ইহাই হইল সাদা সীরাপ বা Simple syrup.

পূর্কের নিয়ম ছিল, লেবুর খোসা বা কমলা লেবুর খোসা, আনারসের রস, বেদ্যানাব রস

পুরাতন “কাজের লোকে” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

উপরোক্ত সীরপ ফুটিবার সময় মিশাইয়া ফুটান হইত, তাহাতে ফলের তৈল স্বন্দর গোমবয় হইত না—কিন্তু এক্ষণে সমস্ত ফলের এসেন্স বড় বড় ডাক্তারখানায় কিনিতে পাওয়া যায়। সেই এসেন্স করেক ফোঁটা সাদা সীরপের সহিত মিশাইয়া দিলেই সেই ফলের সীরপ হইয়া যায়, খাইবার সময় মনে হয়, যেন টাটকা সেই ফলের সরবৎ খাইতেছি।

## Lemon syrup.

### লেমন সীরপ।

সাদাসীরপ	১ গালন।
অয়েল অফ লেমন	২০ ফোঁটা।
সাইট্রিক অ্যাসিড	১০ গ্রেণ।

প্রথমে লেমন অয়েলটাকে অ্যাসিডের সহিত মাড়িয়া অ্যাসিড ও লেমন অয়েল মিশ্রণটি মিশাইয়া তাহার পর বাকী সীরপটাকে দিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া ফেলিবে।

### ব্যবহারের নিয়ম—

এক ঘাস জলে অল্প আউন্স সীরপ মিশাইয়া তাহাতে প্রায় এক ড়াক আন্ডা বরফকে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়া দিয়া পান করিলে অতি উপাদেয় হইবে। সকল সীরপই এই রূপে খাইতে হয়।

### ২য় প্রকার।

১ ড্রাম অ্যাসিড টারটারিক এবং ১ আউন্স গম আরাবিক টুকরা করিয়া ১ গালন সাদা সীরপে ফেলিয়া দিয়া উত্তাপে গলাইয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পর লেবুর সৌরভের জন্ত উৎকৃষ্ট লেবুর তৈল ১০০ ড্রাম মিশাইয়া দিলেই স্বন্দর সৌরভযুক্ত লেমন সীরপ হইবে।

কেহ কেহ লেমন সীরপকে হরিদ্রা বর্ণে রং করিয়া থাকেন। এজন্ত জাফরান দিলেই

রং হইবে। তাহার কিছু পরিমাণ নাই। রং ফিক্কে করিতে হইলে অল্প এবং গাঢ় করিতে হইলে কিছু বেশী জাফরান দিতে হয়।

## Orange Syrup

### কমলালেবুর সীরপ।

অয়েল অরেঞ্জ	২০ ফোঁটা।
টারটারিক অ্যাসিড	৪ ড্রাম।
সাদা সীরপ	১ গালন।
প্রথম পণ্যাদী পূর্ববৎ। আগামী মাসে কমলা সীরপের কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।	

## Agricultural notes.

### কৃষিতথ্য।

খেজুর গুড় সম্বন্ধে দুই একটি কথা।

“Agricultural Journal of India”

নামক পত্রিকায় Mr. H. E. Annett, B. Sc. F. L. C. খেজুর গুড় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, ভাবিতে ৩০ লক্ষ টন চিনি উৎপাদিত হয়। কিন্তু এই চিনির প্রায় ১ লক্ষ টন চিনি এক খেজুর গুড় হইতে পাওয়া যায়। এক বছরে দেশে ১ লক্ষ টন খেজুর গুড় উৎপাদিত হয়, ইহার মূল্য ৮০ লক্ষ টাকার কম হইবে না। এইরূপ প্রকাণ্ড কারবারের বিষয়ে উন্নতিশীল ৩১টি উপদেশ দেওয়া কষ্টব্য।

রস সঞ্চয় কবিবার জন্ত ভাঁড়ে দেয়া বরাইবার পর ভাঁড়ের ভিতর চূর্ণকাম করিয়া দিলে রস ভাল থাকে। খেজুর রসে পচন-কারক উদ্ভিদবীজ থাকে, রস সেইজন্ত গাজিয়া উঠে, গাজিয়া উঠিলে রসের শর্করা

অংশ নষ্ট হয়। কিন্তু চূর্ণ থাকিলে গাজিয়া উঠে না, রসের চিনি ঠিক থাকে। মাজাজে গুড় করিবার জন্ত রস ধরিতে হইলে ভাঁড়ে চূর্ণ লাগাইতে হয়। না লাগাইলে আবকারী বিভাগের আইন অনুসারে কঠোর অর্থদণ্ড হইয়া থাকে। চূর্ণ লাগাইলে দিন রাত গুড়ের জন্ত রস পাওয়া গাইতে পারে। বঙ্গে দিনের বেলায় রস গুড় হয় না। যদি ও বা দিনের রস হইতে গুড় তৈয়ারী হয়, তাহাতে চিনি হয় না। ইহা ওলা গুড় নামে পরিচিত। ভাঁড় গুড়ে এই ওলায় ভেজাল দেওয়া হয়। দিনের বেলায় যে রস পড়ে, তাহা বাত্রির গুড়ের প্রায় পঞ্চমাংশের এক অংশ। এই রস হইতে ভাঁড় গুড় না হওয়ায় এবং এই গুড় হইতে আদৌ চিনি না হওয়ায় মোটের উপর সমস্ত আয়ের পঞ্চমাংশ লোকসান হইতেছে। তা ছাড়া দিনের বেলায় গুড়ে চিনি বেশী থাকে। যদি দিনের রস নষ্ট না হয়, তাহা হইলে এখন বন উৎকৃষ্ট গুড় উৎপাদিত হইতেছে, তাহার শতকরা ২০ ভাগ অপেক্ষা অধিক গুড় উৎপন্ন হইত। তা ছাড়া চুনকাম করা ভাঁড়ের রস বাত্রির রসের সহিত দিনে আল দিলে চলে, বাত্রিতেই আল দিবার আবশ্যক হয় না।

খেজুর গুড় উৎপাদনের দ্বিতীয় কথা আলানি কাঠ। প্রথম কয়েক সপ্তাহ খেজুর পাতায় চলে, তাহার পর কাঠ কিনিতে হয়। যে পথায় দেশাংগণ রস আল দেয়, তাহাতে অনেক উদ্ভাব বৃথা নষ্ট হয়। উক্ত আনেট মহোদয় একরূপ টিনের চিম্নি দেওয়া চুল্লীর ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে উদ্ভাব নষ্ট হয় না একমন গুড় করিতে ৫০ মণ কাঠ লাগে। এই কাঠের মূল্য ১ টাকা। কিন্তু ঐ চিম্নি দেওয়া চুল্লিতে আল দিলে ৫ মণ কাঠে এক মণ গুড় হয় অর্থাৎ মণকরা ১/১০ আনা লাভ হয়। পাথুরিয়া কয়লা ব্যবহারে আরও

২০০—ছাত্রের জন্মমাস পর্যন্ত অর্ধ মূল্য লওয়া হইবে।



## জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়,

নিরানন্দের আনন্দকর ।

সংবৎসরব্যাপী নিরানন্দের পর আনন্দময়ীর শুভাগমন হইবে। সামান্য  
হুটারবাসী হইতে মুকুটধারী রাজাধিরাজ পর্যন্ত সকলেই সেই শুভদিনের  
প্রতীক্ষা করিতেছেন। বাহার যেরূপ সাধ্য তিনি সেইরূপ আনন্দের আভা  
অন করিতেছেন। জবাকুসুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক। উৎসবের দিনে

জবাকুসুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক শিশির মূল্য ১৮ এক টাকা। ডাকমাণ্ডল ১০ আনা। ভিঃ পিঃ ১৮/০ আনা। ডজন (১২ শিশি) ৮৮০ আনা

## সুরবল্লী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক মালিস।

জ্বিত বিব জন্য বাহাদের রক্ত ধারাপ হইয়াছে, শরীরে নানা প্রকার অণু বা ক্ষতের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া তত্ত সমাজে শিশিবার অন্তর্গত  
হইয়াছে, শরীরের ক্রান্তি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাহার। সুরবল্লী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবল্লী কষায় সেবন কালে বিশেষ  
কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবল্লী কষায় সেবনে সুধার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১৮০ টাকা। ভিঃ পিঃ ২/০ আনা। ৩ শিশি ৩৮০ টাকা। ভিঃ পিঃ ৪/০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২১ নং কলুটোল্লা স্ট্রীট, — কলিকাতা।

## খোকসিনা

অদ্বিতীয় বৈদ্যুতিক বেদনানাশক মালিস

যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক,  
“খোকসিনা” ২১৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা,  
পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য ছুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান

## কষ্ট পাইবেন না

ইহা দ্বারা কলপ্রদ। মকিত শোণিতকে অলৌকিক শর্মাভিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে  
উপকার করে। এত আশু কলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী  
আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৮০ বাব আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য  
হইবে। প্যাকিং ভিঃপিঃ স্বতন্ত্র।

এস, পি, চার্টার্ড এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্যালয় এবং

কৌরী—গলসী, জেলা বর্ধমান।



আফিসের বেলা হল, এইবার উঠতে হবে। আর দেখ-কেন্দ্রবার বেলায় এক ভজন "ক্যামিউনিটি" যেন আনভুলোভ না। এক ভজন কিনলে ২ ন টাকাতেই হবে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড  
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড  
কলিকাতা

# কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

ইংরেজি-চক্রবর্তী প্রকাশিত।

মূল ১০ ডাকফাউলার মত।

অসংখ্য হাতে-হেতেরে জিনিস প্রস্তুত  
করা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। যেরূপে  
জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-  
করা ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর  
ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ  
পত্র লিখুন।

সিফ্রেট অফ এ নিউ ট্রেড।

“কাজের লোক” সম্পাদক প্রণীত। কেমন  
করিয়া অল্প পুঁজিতে বহু-বিসিয়া অসংখ্য  
স্বল্প ও চাকুরী দ্বারা যত্নে উপার্জন করিতে  
পারি যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও  
অনেক গুণ রহস্য আছে যাঁহা কেহ কাহা-  
রকণে শিখায় না। পুস্তক আর নাই, পুনরায়  
ছাপা হইতেছে।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরেজীকে জান থাকে, তাহা হইলে  
পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং  
ধন্যাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা  
অগ্রসর করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-  
করা নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইরোপেয়  
আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে,  
তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্তমান  
সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংক-  
লিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে  
পারে, তবে আমাদের জানিত এই পুস্তক-  
খানিই বেন জয় করিবেন। মূল ২১  
টাকা তিন পিত্তর। কাগজে-বান্ধান, পরিষ্কার  
অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। যুঁজের  
অল্প মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে  
মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য আরম্ভ করা  
যায়, এই সকলের কৃষ্ণি সন্ধিও অতি অনায়াস  
সাধ্য উপায় সকল অসংখ্যক প্রকাশিত  
পত্র ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু  
সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন  
করিয়া অর্থীন অবস্থা হইতে উপার্জন করিয়া  
সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই  
সন্নিবেশিত হইয়াছে। কোতুলসাক্ষ্য  
হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আশঙ্ক্য  
নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই  
কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্জার  
করিবেন, পকেট সাইজ, কলিকাতা  
১৬ পোষ্ট সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান।  
মূল্য ১০ পানা। তি, শি মত।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস  
প্রস্তুত প্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরেজী  
পুস্তক। ইংরেজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে  
জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২১  
বুঁজের মত মূল্য বৃদ্ধি।

সুন্দর পুস্তকই ভাকে পাঠন হয়। আমা-  
দের বেশী কর্মচারী নাই যে, কর্মরতই এই  
কাণ্ডে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা  
পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই,  
অধিকতর ভাকে নইলে সময় বাচান যায়।  
সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের  
লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা  
এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। বাহা আমা-  
দের নাই, তখন পুস্তকও অর্জার করিলে সংগ্রহ

করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন  
শেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্ধোবস্তের  
জন্য ম্যানজারপুস্তক বিভাগ। “কাজের  
লোক আফিস” এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,

১৭ নং অজুয় স্ট্রিট লেন,  
বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্র বড় মূল্যবান—অমূল্য  
বস্তুস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন  
চক্রের দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য  
দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই  
অমূল্য চক্রের রক্ষা করিতে বান; কিন্তু  
তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দোষ চসমা  
উৎকৃষ্ট ত্রিভুজ প্রস্তুত হইতে প্রস্তুত হয়;  
তাহা কতি অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই  
চক্রের রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্র  
পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক বস্তু আনিয়াছি।  
চক্রের বিবরণ আমাদিগকে বেন একবার অতি  
অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের জ্ঞা-  
নশীতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল  
কলেজের ব্যবহৃত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই।

মরিক এও কো,

২ নং লাবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা।

চিকিৎসা প্রকাশ।

বাঙ্গালা ভাষায় সুযোগ্য চিকিৎসকগণের  
দ্বারা পরিচালিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিবরণ  
মাসিক গ্রন্থ বঙ্গদেশের প্রত্যেক পল্লী চিকিৎ-  
সকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য। বার্ষিক মূল্য  
সডাক ২১ মাত্র।

ডাঃ ডি, এন্ড, হালদার,

কার্যাব্যাস,

পোঃ আব্দুল বেহিরা মেদা নদীর,



কালের লোক, কলিকাতা।

## হোমিওপ্যাথিক চাইকয়েড চিকিৎসা।

রোগের নিম্ন লক্ষণ, বিকল্পিত চিকিৎসা-প্রণালী, রেপারটরী সমেৎ সর্কোংকট পুস্তক, চিকিৎসক এবং প-বাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূয়োদী প্রশংসিত। মূল ১০ আনা মাত্র।

১৭নং অক্টর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্য।

## সূর্যাকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২১ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য বাবতীর ইংরেজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তন্মিন্ন নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব, মানচিত্র, বাসমাণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাদিগকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র-লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

## মেসার্স ইজ্জাহর এণ্ড সন

ক্যাবিনেট মেকার্স এণ্ড কন্সট্রাক্টরস।

বেণ্ড সরাই।

শিল্প, শাল, কাঠাল, প্রভৃতির গৃহস্থায়ী সমস্ত সামগ্রী ও দরজা ঘাননা ইত্যাদি অতি শ্রদ্ধে বিচক্ষণ কারিকর দ্বারা প্রস্তুত করিয়া ভারতের সর্বত্র পাঠাইয়া থাকি। অর্ডার দিবামাত্র বা এক্সপ্রেস চাহিলে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিই। প্রস্তুত অর্ডারের দ্রুত পণ্ডিত; সুযোগ সন্তোষ অর্থে অগ্রিম পাঠাইতে হয়। বাকী টাকা ভি: পি:তে আদায় হয়। ঘরে ও এখানে সুবিধা হইবে।

# টাকা এদেশে খুব সস্তা নয় কাজের লোক

তাই একটি পরামাণু অপব্যয় করেন না।

এক সোণের হাতীর ঔষধ আজকাল খাঁওর। 'ত' বার, কিছু সাধারণ সোণী অর্ধের ও সোণের অপব্যবহার নিবারণার্থ টিক ঔষধটাই দেখে, হুৎ, ঠাট্টে কনেন। এতে শরীর নীচ ও নিশ্চিত আয়াম হয়ই, খামকা বা 'ভা' কেনার ঝুঁকিও বাঁচে।  
সর্বপ্রকার মেইন অব্য, আজকাল সর্বব্যাপী সমস্ত মত হচ্ছে যে

## হিলিং ব্রান্স

একমাত্র মনোবধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, বলাতে আয়াম হয়, কিন্তু হিলিংব্রান্সের বিশেষ (১) প্রতি মাত্রায় ফল (২) ১দিনে স্বস্তিগার শেষ (৩) সস্তাতে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি বর্ধা, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে ৫৫ বড় ডাক্তারের প্রমাণবাদের মধ্যেই আছে—অব্য পত্র লিখে এই বই ১৭৭১ সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ২৪০, ছোট (অর্ধেক) ১২০।

আর, লগিন এণ্ড কোং—মানুস্কাক্চারিং কমিটম্,

১৪৮ নং বহুবাজার স্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—"লিনিং" কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৬১৫, কলিকাতা।

### “কাজের লোকে” বিজ্ঞাপনের হার।

- ১। কন্ডাটিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।
- ২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইকি প্রতি বার ১৮ টাকা ধরা হয়। সব ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

#### সাধারণ পৃষ্ঠার হার :

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮ টাকা প্রতি মাসে	৭ টাকা প্রতি মাসে	৬ টাকা প্রতি মাসে
২ "	৫ "	৪ "	৩৫০ "
৩ "	৩ "	৩৫০ "	২৮ "
১ কলাম	৩৮ "	২৪০ "	২৮ "
২ "	১২০ "	১৫০ "	১৫০ "

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কম বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ নিয়ম পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্যাপক্ষ

“কাজের লোক”।

১৭ নং অক্টুর মন্ডের রোড, বহুবাজার, কলি কাতা



কিন না—হস্তের ভারসা ও ধারণা-শক্তির অভাব হইলে—সংগ্রহ শরীর দুর্বল হয়, মস্তিষ্ক দুর্বল হয়, চিত্তাশক্তি বা কল্পাশক্তি থাকে না। চিত্ত সংযত। অপ্রসূম—মনে নানা হস্তিকার আনির্ভাব হয়।

এক মিশ্র মূল্য ১০। সেতু টাকার নীচের দিকে ১৫। এখানে আনা।

आयुर्वेदनीति संस्थापक

১৯৮১ ও ১৯৮২ সালে প্রস্তুতকৃত চিহ্নপত্র বোর্ড, কলিকতা।

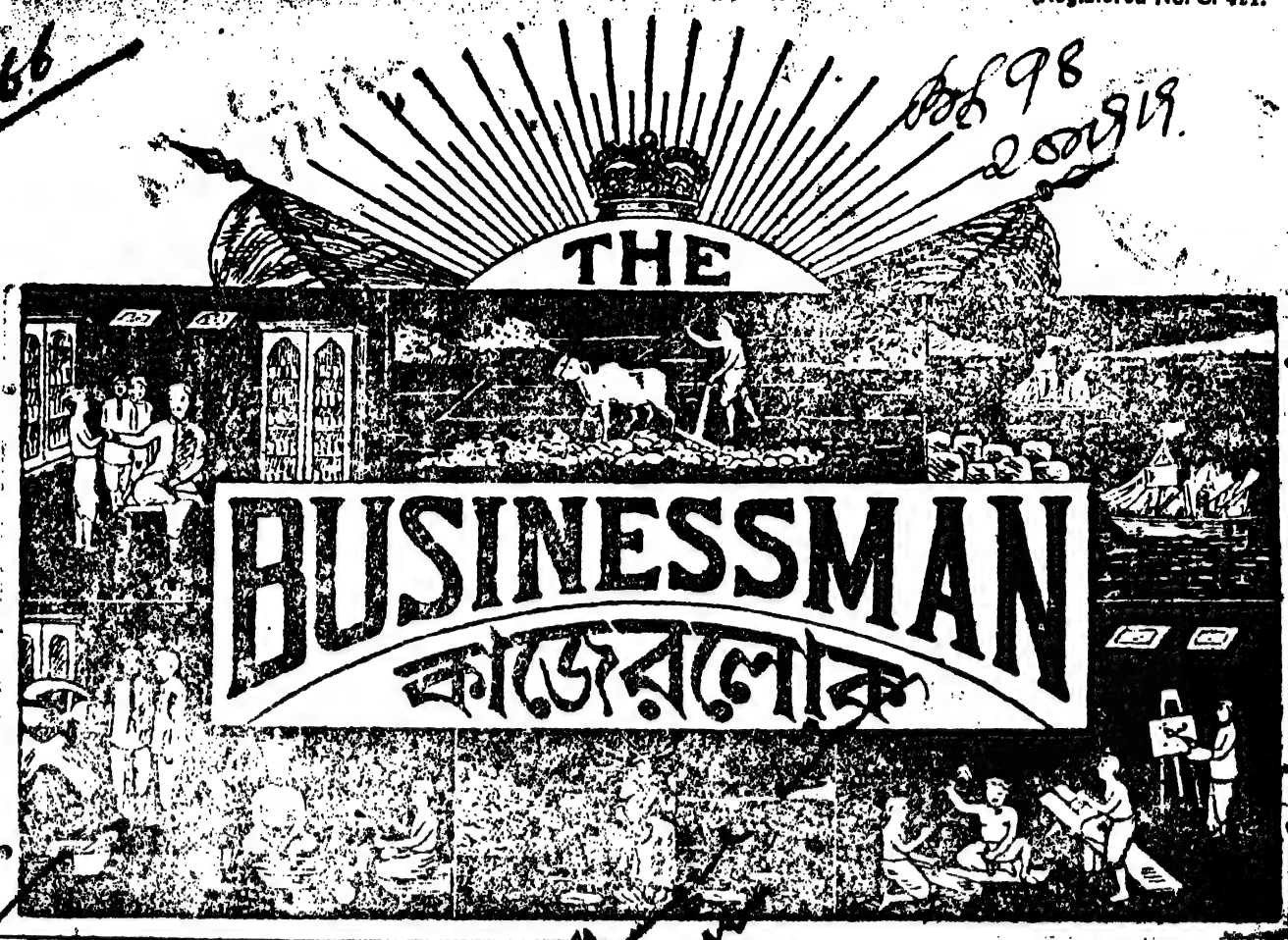
চিঠিমাশ নাইট্রেট, কলিচিপ প্রভিনিবি হুপি সবকীয় খী প্রভিহেখিহেখ প্রাঙ্কাং মাশা কান্ধায়েন। ভারতবর্ষের কৃষি  
এবং তাহার উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে যাহারা গবেষণা ও ব্যক্তিগত মৌলিক উৎসাহ প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রেরণ করিতে  
পারিতেন, তাহাদিগকে যোগাযোগসময়ে নিম্নলিখিত হাংক ওন্দোস্ত পুস্তকখের টাকা নগদ প্রদান করিতেন।  
প্রথম প্রতিযোগিতায়

[illegible]

कलिकाता ।

266

১৯১৯  
১৯১৯



১৩শ বর্ষ,  
৪র্থ সংখ্যা।

New Series,  
April 1919.

বৃত্তন সংস্করণ।  
এপ্রিল ১৯১৯।

Vol. XIII.  
No 4.



# শানমেটো। SANMETTO.

শ্রী পুরুষ ও বালক কালিকাগণের মূত্র এবং জননযন্ত্রের যাবতীয় পীড়া নিবারক  
সকলপ্রেক্ষে বলকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেটোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রযন্ত্রের (Kidney and Bladder) যাবতীয় পীড়ার প্রকাশকালে ভীষণ যন্ত্রণায় বদ্ধ মিশ্রিত প্রস্রাব বা অন্যবিধ ভাবে শিশু ও বালকগণের শব্দ্য মূত্রে স্নায়বিক, যক্ষিক বা দেহঘটিত যে কোন পীড়ার অকাল ব্যক্তি দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে শানমেটোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আফিং আদি কোন নেশার জিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নির্বিঘ্নে ব্যবহার্য। প্রতি গৃহেই শানমেটো থাকা উচিত প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবস্থাপত্র থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৩/০ সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

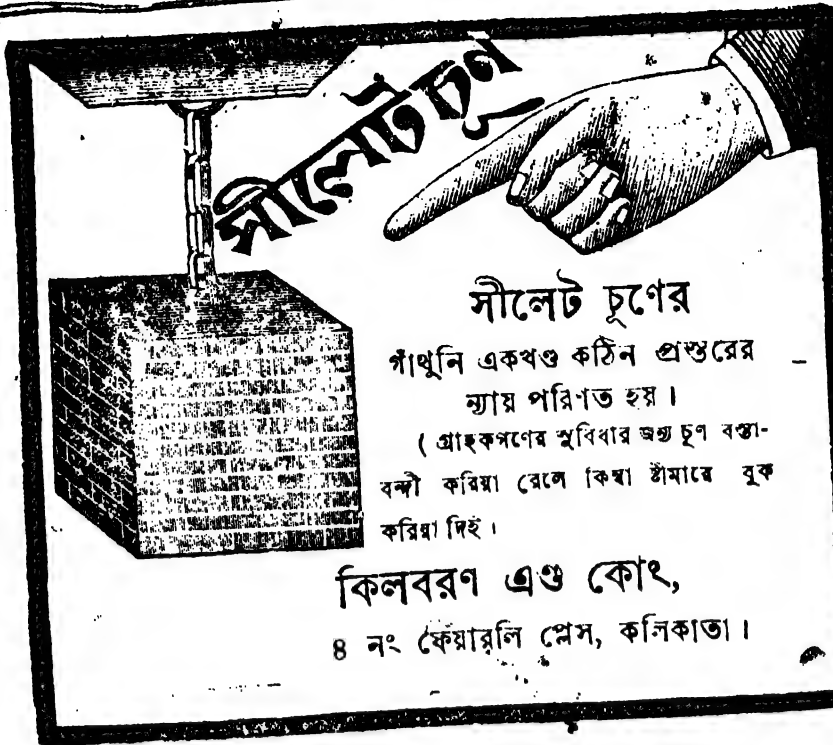
আমরাই শানমেটোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকেট উপরে দেওয়া লইবেন।  
অন্ত চেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক, ইউ. এস. এ।

OD CREM CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A.

কাজের মোক বাবিস, ১৭ নং অক্টোবর রোডের লেন, বহুলাঙ্গার, কলিকাতা।

কারের লোক, কলিকাতা



**সীলট চূণ**

গাধুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের  
ন্যায় পরিণত হয়।  
(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্ত চূণ বস্তা-  
বন্দী করিয়া রেলের কিম্বা ষ্টামারে বুক  
করিয়া দিই।

**কিলবরণ এণ্ড কোং,**  
৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

ডাঃ বাটলিওয়ালার ঔষধ

ভারতের সমস্ত ইনডাস্ট্রিয়াল একজিবিসনে  
স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাটলিওয়ালার বালাহুত, হুর্সল শিশুদের  
জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার অলকিরোরবাম, সর্বপ্রকার  
শিরঃশীড়া আঘাতজনিত ও  
বহুপার জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার টনিক শিল, রক্তাক্ততা এবং  
হুর্সলতার জন্য ১।০।

বাটলিওয়ালার (কলেসোল) কলেসোল এক  
রক্তমাশয়ের জন্য ১।

বাটলিওয়ালার আসল কুইনাইন টেবলেট  
প্রত্যেক বোতল (১ গ্রেণ  
করিয়া) ১।০।

ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by  
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.  
Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address :—  
BATLIWALLA, WARLI Bombay

# স্ট্রীলোকের স্বকৌৎসুক্য, বলকারক ঔষধ এলিট্রিস কার্ডিয়াল রাইও **ALETRIS CORDIAL RIO**

যাবতীয় স্ত্রীরোগ যথা বাগক, অতিরিক্ত, এবং শেতপ্রদর, জরায়ুগর্ভ দোষজনিত মৃতস্রাব, দোষাদির লক্ষ সমস্ত  
জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীরোগের একপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।  
ইহা নারীদের সমস্ত দুর্দলকর উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী  
বালিকাগণের ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ  
সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রচারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কার্ডিয়ালের কৃতকার্যতা দেখিয়া প্রভাবকগণ জ্ঞান করিতেছে। ক্রয়ের সময় সেবেলের উপর Rio  
Chemical Company, New York City; U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি  
৩৫০ আনা মাত্র।

যে: রাইও কেমিক্যাল কোং,  
১৮৭০ সালে স্থাপিত।  
৭২ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,  
আমেরিকা।

**RIO CHEMICAL COMPANY.**

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

কালের লোক, কলিকাতা।

ম্যালেরিয়া জ্বরের  
মহাঔষধ।

# জ্বরমলীন

সর্বপ্রকার জ্বরের  
মহাঔষধ।

মূল্য ৥০ আনা, ডজন ৫ টাকা।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।

জ্বরমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ।

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আব্র, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

## THE London Directory

(Published Annually)

enables traders throughout the World to communicate direct with English

**MANUFACTURERS & DEALERS**

in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and Suburbs, it contains lists of

**EXPORT MERCHANTS**

with the goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply; also

**PROVINCIAL TRADE NOTICES**

of leading Manufacturers, Merchants, etc., in the principal Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom.

Business Cards of Merchants and Dealers seeking

**BRITISH AGENCIES**

can now be printed under each trade in which they are interested at a cost of £1 for each trade heading. Larger advertisements from £3 to £12.

A copy of the directory will be sent by post on receipt of postal orders for £1 10—0.

**THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,**

25, Abchurch Lane, London. E. C. 4.

## কমলা মধু।

শ্রীহৃষ্ট দেশীয় কমলা বাগানের মৌচাক  
হইতে সংগৃহীত ঝাঁটা কমলা মধু যিনি  
একবার খাইয়াছেন তিনি জীবনে তাহা  
ভুলিতে পারেন না। মহারাজা, রাজা,  
উকীল, ব্যারিষ্টার, জমিদার ও ধনী বড় লোককে  
আমরা ঐ মধু সরবরাহ করিয়া আসিতেছি।  
সাধারণতঃ এক পাউণ্ড টিন মধুর মূল্য ১১  
একটাকা। অর্দ্ধমণ কি ততোধিক পরিমাণ  
একত্রে লইতে চাহিলে পত্র লিখিয়া দর অবগত  
হউন। অবিলম্বে চাহিলে অতি অর্দ্ধমণের  
দ্রুত অগ্রিম ২০ ফুডি টাকা পাঠাইতে হইবে।  
মায় খরচ অবশিষ্ট মূল্য ভি-পিতে আদায়  
করা হইবে।

কে, চৌধুরী এণ্ড কে

হুদাম গঙ্গা,

অভাবনীয় সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত ৫০টা সেট

## “কাজের লোক”

২৭ টাকা স্থলে মাত্র ১২৫০ টাকা।

আমরা কিহু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

“Kajer-Loke” or Businessman— \* \* \*  
is replete with useful articles on art and Industry.  
*Indian Empire.*

“Contains interesting articles on trade and speculation.”  
*Indian Daily News*

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture  
*Bengalee.*

“A special and healthy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartily wish our contemporary all success in his noble endeavours.”

*The Indian Nation.*

\* \* “The Businessman” is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike.”

*Telegraph.*

“There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading “Kajerloke.”

*Gardeners Magazine.*

“কাজের লোকের” বিস্তৃত সমালোচনা আনাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই একপ স্তম্ভ, সুশিখিত ও আবৃত্তকীর বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আত্মোপাস্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।”  
বিশেষতঃ।

“সত্য বলিতে কি, একপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্বাঙ্গতঃ চেষ্টা করিয়া, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্বথা সুসিদ্ধ হয়।”  
সময়।

“আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেন দায়গর্ভ, সেইজন্যই উপযোগী!”  
বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কাৰ্য্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা একপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নৌদার।

আমরা মুক্তকণ্ঠ বলিতে পার “কাজের লোক” পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় \* \* \*

দৈনিকচন্দ্রিকা।

“আমরা ‘কাজের লোক’ পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।”  
খুলনাবাসী।

“কাজের লোক” পুস্তক হাতেরই পাঠ করা কর্তব্য।”

মেদিনী বাসকব।

একপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। “কাজের লোক” পত্রিকার বাস্তবিকই কাজে প্রযুক্তি লক্ষ্যে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাসের চেষ্টা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়চীন “বেকারের” বন্ধু। \* \* \*  
জিহানদর্পণ।

বাঙ্গালী বাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিকা করে, বাঙ্গালী বাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে পারে, ইহাট ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালার এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।  
বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা “দিত্যবাদী”, “বঙ্গবাসী”, “বঙ্গমতী”, এবং তত্তাৎ অসংখ্য সংবাদপত্রও ভ্রমণী প্রবংসা করিয়াছেন, চুংখের বিষয়, স্থানান্তরিতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।



কাঁজের লোক, কলিকাতা ।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

এলোপ্যাথিক বিভাগ ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেন্ট ঔষধ, যন্ত্র ও অন্যান্য, সুগন্ধিভূষা ইত্যাদি আমদানী করাইয়া বখাসমূল্যে বিক্রয় করি । মফঃস্বলের অভ্যর্থনাসারিক মাল অতি সস্তরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয় ।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ ।

(অস্বাভাবিক) বিত্তীয় আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম / ৫ ও / ১০ । কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাস্তব ঔষধ কোটা ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২১, ৩১, ৩৬, ৫০, ৬০ ও ১১০ । সুগার প্রোবিউন পিল, কর্ক ইত্যাদিও সুলভ । মফঃস্বলের মাল অতি সস্তরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয় ।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চশমা বিক্রেতা,

টেলিকোন নং ২৫১৭ ।

১৬১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, হেড্‌ অফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হারিসন রোড ।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিকরী, চেন, পানী ও ইহনী মানডী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে । খোঁজকাচি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর বখা "বন্ধে মাতরম্" "সুখে ধাক" ইত্যাদি লেখা বোচ প্রস্তুত আছে । আমরা সকল রকম ব্রক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি ভাল লাভে বিক্রয় করিতেছি । পরীক্ষা প্রার্থনীয় । ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন ।

দেশীয় ছাপার  
কালী

ব্যবহার করুন ।

সমস্ত সংবাদপত্রে ভূয়সী প্রশংসিত  
পোষ্টকাড লিখিলেই আমাদের প্রতিনিধি  
বাইরা নমুনা দিখাইয়া আনিবেন । অঙ্কই  
লিখুন ।

মেঃ দাস শুভ্র এণ্ড সন্স,  
ইক্স ক্যালকুলেটরাস,  
৩৪ নং চড়কডাঙ্গা রোড, কলিকাতা ।

অতি সুলভে ছাপার কাজ !

- ১। ব্রক পোস্টাই, ইলেকট্রো ব্রক, জিক, হাপটোন ব্রক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই ।
- ২। সকল সকল ছাপার কাজ, চেক দাবিওয়া, পুস্তক, সেটার হেডিং, প্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্রাকার্ড, প্রভৃতি অতি সস্তরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই ।
- ৩। দিবাহের অতি সুন্দর প্রীতি উপহার মায় কাঁবতা পর্যন্ত লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই । কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে । বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয় ।

ম্যানেজার

"কাঁজের লোক"

১৭ নং অক্ষর দত্তের লেন, কলিকাতা ।

১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত

## কাজের লোক।

অপূর্ণ সুযোগ—২৭ টাকারস্থলে ১২৪০ সাড়ে বার টাকায় বিক্রয় হইতেছে। যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও কষ্ট হয় তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে। /০ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল প্রস্তাবলীর মুচীপত্র পাঠান যায়, মুচীপত্র পাইলে না লইয়া থাকা শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পত্র লিখুন।

মানেন্জার “কাজের লোক”

১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

## ইকনমিক ফার্মেসী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড অফিস—৮৩ নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—৯ নং বনফিল্ড লেন, ১৬২ নং বহুবাজার স্ট্রীট, ২০০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ৩১২ নং রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ঢাকা ও কুমিল্লা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব নিশিতে ড্রাম /১০ ও /১৫ পর্যন্ত।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাজ, ফেঁটা-ফেলা যন্ত্র ও গুরুত্বসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ৭২ শিশি যথাক্রমে ২১০, ৩৮০, ৪৮০, ৭১০ ও ১১৪০ টাকা। ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, গ্লোবিউন্স, পিলিউন্স ইত্যাদিও সুলভ।

- ১। পারিবারিক চিকিৎসা—৯ম সংস্করণ; সচিত্র পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্তিত; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১১০।
- ২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাঁধান মূল্য ৮০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকারী।
- ৩। ওলাউঠাতত্ত্ব ও চিকিৎসা—প্র্যাকটিস ও মেটরিয়াল-মেডিকাল; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৮০ আনা।
- ৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ; মূল্য ১০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকারী।
- ৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও ফার্মাকোপিয়া; ৪র্থ সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১১০ টাকা।
- ৬। ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—স্বরূপ মেটরিয়াল-মেডিকাল, ২ বন্ডে সমাপ্ত; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৭৪০ টাকা।
- ৭। জননেত্রিদের গীড়: (উপদেশ প্রমেহ প্রভৃতি রক্তস্রাবোগ সম্বলিত)—মূল্য ৮০ আনা।
- ৮। বাবসায়ী—শ্রীমুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত; ৩য় সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৮০ আনা।

আমাদের এলোপ্যাথিক ষ্টোর—১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

বিলাতী ঔষধি বিলাত হইতে একাইক আমদানী; মূল্য যথাসম্ভব সুলভ, অতি তৎপরতাসহ দ্রব্যাদি সরবরাহ।

# কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

ঐহরিপদ চক্রবর্তী প্রকাশিত।

মূল ১০ ডাকমাতুলাদি মতঃ।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। যেরূপে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। মূল্য ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

সিফ্রেট অফ্‌ এ নিউ ট্রেড।

“কাজের লোক” সম্পাদক প্রণীত। কেমন করিয়া অল্প পুঁজিতে ঘরে বসিয়া অসংখ্য কাজ ও চাকুরী থাকা সম্বন্ধে উপার্জন করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও অনেক শুভ বস্তু আছে যাহা কেহ কাল-ক্ষেপে শিখায় না। পুস্তক আর নাই, পুনরায় ছাপা হইতেছে।

HOW TO MAKE MONEY.

এদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাজীরা পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইরোয়োপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক বাজিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন জ্ঞান করিবেন। মূল্য ২০ টাকা ভিঃ পি মতঃ। কাপড়ে বাধান, পণ্ডিতের অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। মূল্যের অল্প মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফলি সন্ধিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিচর, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কোতুলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফ্লিসক্যাপ ১৬ পোজ সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ১০০ আনা। ভিঃ পি মতঃ।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে আনিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২০ মূল্যের অল্প মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ভাঙে পাঠন হয়। আন-সের ফলি কল্পজারী নাই যে, সকলই এই কাশ্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যবসায়ী, অধিকতর ভাঙে লইলে সময় বিচীন যায়। বহুতই ভাল পুস্তক এবং কেবল কাজের লোকের প্রাধিকরণের সুবিধার জন্য আনরা এই পুস্তক বিক্রয় করিয়াছি। যাহা আমা-  
হের নাই, তেমন পুস্তকও অডার করিলে সংগ্রহ

করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন শেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, “কাজের লোক আফিস” এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,

১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রীট লেন,  
বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য বস্তুস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য ষামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অনুলা চক্ষুরহকে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নিদোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুর রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক বস্তু আনাটাইছি। চক্ষুর বিবরণ আনাদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জ্ঞান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বহু-  
গণিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবহার্য চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই  
দে, মার্ক এণ্ড কোং,  
২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিকিৎসা প্রকাশ।

বঙ্গালা ভাষায় সুবোধ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা পরিচালিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক বার্ষিক পত্র মকঃসলের প্রত্যেক পত্রী চিকিৎসকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য। বার্ষিক মূল্য সম্ভ্রাক ২০ মাত্র।

ডাঃ ডি, এন্স, হালদার,

কাঁচাঘাট,

পোঃ আব্দুলবেজিয়া জেলা নবীয়া, )

স্থান পরিবর্তন।

আমরা ১৬ নং মুন্সিয়াদ লেনে মুরগীহাটার পটুগীজ চার্জের সম্মুখে উঠিঃ আসিঃছি।

৬ পি, এম, বার্কচি প্রতিষ্ঠিত

সন ১৩২৩ সালের

পঞ্জিকা বাহির হইয়াছে।

মূল্য প্রতি শত ৪৫, প্রত্যেকখানি ৯০।

## হোমিওপ্যাথিক টাইকয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী নামে সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক, চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা কুরোসী প্রশংসিত। মূল ৯০ আনা মাত্র।

১৭নং অক্টুর দস্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্য।

সূর্যাকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ  
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২২ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য বাবতীর ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। ভবিষ্য নানা প্রকার এটলাস, য়োব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাদিগকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

## মেসার্স ইজ্জহার এণ্ড সন

ক্যাবিনেট মেকার্স এণ্ড কন্সট্রাক্টরস।

বেণ্ড সরাই।

লিভ, দাল, কাঠাল, প্রভৃতির গৃহস্থ্যায় সমস্ত সামগ্রী ও দরজা জানলা ইত্যাদি অতি সুন্দর বিদগ্ধ কারিকর দ্বারা প্রস্তুত করিয়া ভারতের সর্বত্র পাঠাইয়া থাকি। অর্ডার বিবামাত্র বা এন্ট্রিয়েট চাহিলে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিই। প্রস্তুত অর্ডারের সহিত অন্ততঃ দুইয়ের অনুমান অর্ধেক অগ্রিম পাঠাইতে হয়। বাকী টাকা ভিঃ পিঃতে আদায় হয়। ঘরে ও এখানে সুবিধা হইবে।



## জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অমিতীয়,  
নিরানন্দের আনন্দকর।

সবেৎসরব্যাপী নিরানন্দের পর আনন্দস্বরূপ ভোগ্যময় হইবে। সামান্য  
কুটারবানী হইতে মুকুটধারী রাজাধিরাজ পর্যন্ত সকলেই সেই সুভাসিমের  
প্রীতিলাভ করিতেছেন। বাহার যেক্রপ সাধ্য তিনি সেইক্রপ আনন্দের আভো-  
জন করিতেছেন। জবাকুসুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক উৎসবের দিনে

জবাকুসুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা। ডাকনামূল্য ১০ আনা। ভিঃ পিতে ১৮/০ আনা। উচ্চন (১২ শিশি) ৮৫০ আনা।

## সুরবলী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক সালসা।

দুর্ভিত বিধ অন্য ঔষধের রক্ত পায়ন হইয়াছে, শরীরে নানা প্রকার রোগ বা ক্ষতের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া ভিন্ন সমাজে মিশিবার অন্তর্য্য  
হইয়াছে, শরীরের কঠিন ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাহার। সুরবলী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবলী কষায় সেবন কালে বিশেষ  
কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবলী কষায় সেবনে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১৪০ টাকা। ভিঃ পিতে ২/০ আনা। ৩ শিশি ৩৫০ টাকা। ভিঃ পিতে ৪/০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোল। ষ্ট্রীট,--কলিকাতা।

## খোকসিনা

অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক,  
“খোকসিনা” ২১৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। কটিয়াত, ঝাড়ের বেদনা,  
পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য ছুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান  
করিবে।

## কষ্ট পাইবেন না

ইহা হারী বলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে অলৌকিক ঘর্ষবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে  
উপকার করে। এত আশু বলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী  
আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৫০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য  
হইবে। প্যাকিং ভিঃপি যত্ন।

এস, পি, চাটার্জী এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্যালয় এক

ফৌর—গলসী, জেলা বর্ধমান।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য

অটুট রাখিতে

## ‘অস্থান’ অধিতীয়

অস্থান স্মৃতিশক্তির হ্রাস, মাথাঘোরা, কামো অমনোযোগিতা, অস্থান  
চিষ্টিরিয়া, সর্কপ্রকার মানসিক বিকার, রক্তাল্পতা,  
অকাল-পক্কতা, শুক্রতারলা, পুরুষত্ব-হানি, কাশ, ক্ষয়-  
রোগ, বাত, ডায়াবিটিস বা বহুমূত্র, অগ্নিনান্দ্য, অজীর্ণ  
অস্থান অম্লরোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা, প্রভৃতি রোগে অব্যর্থ। সেখানে অস্থান  
অতিরিক্ত মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম জনিত  
দৌর্বল্য দূর হয়, দেহে নববলের সঞ্চার হয়। বহুকাল  
রোগভোগে ক্ষীণ ও অকর্মণ্য ব্যক্তিও স্বাস্থ্য সাধনা  
অস্থান করিয়া পাইবেন, সুস্বাদু ও স্মৃতিকর। দাম অস্থান  
এক টাকা ন’ আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড  
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড  
কলিকাতা

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

## কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহিত্য্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১৩শ বর্ষ।

৪র্থ সংখ্যা।

New Series

April 1919.

নব পর্য্যায়।

এপ্রেল ১৯১৯।

Vol. XIII

No. 4

পাঠক, পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, “কাজের লোকের” শুভাকাঙ্ক্ষীগণ, সহযোগীগণ আমাদের নববর্ষের অভিবাদন এবং সাদর সম্মান গ্রহণ করুন। নববর্ষ আমাদের পক্ষে শুভ হউক, ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

গত জানুয়ারীতে “কাজের লোক” ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে, শারিরিক অসুস্থতার জন্য “কাজের লোক” প্রকাশ হইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল, আমরা অতি তৎপরতার সহিত বাকি সংখ্যাগুলি প্রকাশ করিতে পারিয়াছি। এখন হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

যাহারা “কাজের লোকের” প্রথমে গ্রাহক হইয়াছিলেন, তাহারা “কাজের লোকের” আজ তের বৎসরই গ্রাহক আছেন—

নিভা নূতন গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেও আমরা একরূপ কাগজের জন্ত বড় গ্রাহক আশা করিয়াছিলাম, তেমন আশা পূর্ণ হয় নাই। কারণ, শিল্পশিক্ষা বা ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকে এদেশের আস্থা হই কম। এ দেশের ছেলেরা অতিশয় উপভাস ভক্ত। বাধ্যনা ভাবার উপবই ভাল শ্রদ্ধা নাই, তবে সুন্দর হাব ভাবময়ী চিত্র সমন্বিত পত্র উপভাসের প্রতি বিলক্ষণ টান দেখা যায়। ছেলেরা স্বাধীন—পিতা মাতার পরামর্শও গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। নৈতিক অবনতিই এই সকল অবস্থার কারণ। পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমাদের ছেলেরা একে স্বাধীনচেতা করিয়া তুলিয়াছে, বাহ্যকে, আমরা বলি—যথেষ্টাচারিতা, তাহাই স্বাধীনতা বলিয়া ইহারা ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। আর ছেলেরা শিখিয়াছে “Love”—অতিশয় প্রেমের কান্ডাল। দেশ বিলাসী হইলে এই সকল উপসর্গ ঘটিয়া থাকে। এই সকল উপসর্গ—

পূর্ব দেশের ছেলেরা—যে ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকে আকৃষ্ট হইবে, এমন আশা করাটাই দুরাশা হইয়াছিল। তথাপি আমাদের প্রত্যেক পিতাব নিকট, ছেলের শুভাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক গুরুজন এবং অভিভাবকগণের নিকট প্রার্থনা, যেন সুব্যয়ই চউক, আর অপব্যয়ই হউক, “কাজের লোকের” প্রাক্তন খণ্ডগুলি অতি অবশ্যই গ্রহণ করিয়া গৃহে রাখুন। কারণ ছাদ বস কঠোর পরিশ্রম করিয়া বড় মানুষ গড়িয়া তুলিবার উপকরণ এই সকল দলিত খণ্ডগুলিতে সন্নিবেশিত করিয়াছি। আমরা অতি নীরবে নিঃশব্দে এই ব্রত গ্রহণ করিয়া নীরবে শুদ্ধ দেশের হিতার্থেই দেহপাত করিয়াছি, যদি তাহা দেশের প্রত্যেক গৃহে দিতে না পারি, তাহা হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না, একটা বড় ক্ষোভ থাকিয়া গেল।

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৫০ টাকা লইব।



“কাজের লোকে” অর্থকরী অসংখ্য উপায়, উপদেশ, সাহিত্য, চিকিৎসা, বিজ্ঞান রক্ষন, কৃষি, বাণিজ্য—এমন বিষয় নাই, যাহার নিতান্ত শিক্ষণীয় এবং আবশ্যকীয় বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হয় নাই। প্রত্যেক খণ্ড ওজনে প্রায় ১১ সের, খরচাই প্রায় ৩ টাকা পড়িয়াছে, আমরা নূতন সংস্করণ ১৯০৯ হইতে ১৯১৮ পর্যন্ত ১২১০য় মাত্র দিতেছি—বহুল প্রচারের জন্যই ৩০ টাকা স্থলে ১২১০ টাকা মাত্র মূল্য দেওয়া হইতেছে। আপনি যদি “কাজের লোক” একখণ্ড মাত্র পাঠ করেন, তাহা হইলে অত্যন্ত খণ্ডগুলি না লইয়া থাকা অসম্ভব হইবে।

“কাজের লোক” ইংরাজীতে করিলে আমাদের খুবই আর্থিক অবস্থা ভাল হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু বাঙ্গালার আবার বুদ্ধ বণিতার পাঠোপযোগী হইত না—অকম্পন্য বাঙ্গালার ছেলের কোন হিত সাধন করা হইত না—ভারতের মধ্যে বাঙ্গালাই নিদ্রিত—এমন অভাবের প্রদেশ অল্প নাই বলিলেও অত্যাধিক হয় না—মাস্তাজ, বোম্বে প্রভৃতি স্থানে শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্য বিষয়ক পুস্তকাদির যেমন আদর, এমন আর কোথাপি আমরা দেখি না। ব্যবসায় ও শিল্পে ইহাদের স্পৃহা আছে, ব্যবসাতেই ইহারা ধনী—সেই ধন-বলে ইহাদের সংসাহসও অনেক। বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা গড়ে অনেকেরই মন্দ। ওদিকে সভ্যতার অজুহাতে বাঙ্গালীর অপব্যয় অধিক। সুতরাং অর্থীভাবের দুর্বলতা বড় বেগী দুর্বলতা। এই দুর্বলতা মোচন করিতে হইলে আমরা দিগকে অর্থকরী বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে। আমেরিকায় প্রত্যেক বিষয়ের স্বতন্ত্র মাসিক পত্র বাহির হইয়া থাকে, তাহাতে বিবিধ বিষয় একধারে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

সেইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া ‘কাজের লোক’ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং যতদূর আমাদের বিশ্বাস, বরাবরই সেই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া ‘কাজের লোক’ পবিচালন করিয়া আসিয়াছি কিনা, সহযোগী সংবাদ পত্র এবং মাসিক পত্র সমূহের মূল্যবান মন্তব্যসমূহই তাহার প্রমাণ।

আমরা এত করিয়াছি, আর আপনি কি বৎসরে ২১০ মাত্র ব্যয় “কাজের লোক” গ্রহণ করাকে অপব্যয় মনে করিবেন?

যদি তাহা করেন, তবে আমাদের ও দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই। নববর্ষে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা—এখন আপনার কর্তব্য আপনার নিকট।

কার্য্যাদ্যক্ষ—

“কাজের লোক”

## গতবর্ষ।

দেখিতে দেখিতে জীবনের আর একটা বর্ষ কালের অনন্তগর্ভে বিলীন হইয়া গেল। ১৩২৫ সাল কিছুকাল এদেশের স্বাধীন পটে অঙ্কিত থাকিবে। ১৩২৫ সালে সময় ভরে, ইন্সফুয়েন্সায় বিনা চিকিৎসায় কোটী কোটী লোক কালের করাল গ্রাসে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে। ১৯২৫ সালে কৃষির অবস্থা অতি শোচনীয়, প্রস্তুত ফসল সামান্য বৃষ্টির অভাবে লোকে গৃহে তুলিতে পারে নাই, মাঠের ধান্য মাঠেই শুখাইয়া গিয়াছে। ১৩২৫ সালের গ্রায় দুখ-ল্যতা এদেশে আর কখনও কেহ দেখে নাই, কাপড় ও যাবতীয় খাদ্য দ্রব্য অগ্নি মূল্য হইয়াছে যাহারা দীন দুঃখী, তাহারা একবেলাও পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই। তাহার উপর নানা-প্রকার রোগের আক্রমণে দেশ ছারখার

হইয়া গিয়াছে। এমন সংসার নাই, যেখানে শোকের হাহাকার ধ্বনিত আকাশ নিনাদিত হয় নাই—শবের সঙ্গতি হয় নাই—গ্রামের বহু বাড়ীতে ৭৮ দিনের মধ্যেই চাবি পড়িয়া গিয়াছে। ১৩২৫ সালে দেশের বহু গণ্য মাণ্ড লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন—শেষে বর্ষ শেষ হব হব সময়েও ভারতের নানাস্থানে অশান্তি রক্তপাতাদি হইয়া তবে ১২২৫ সাল গত হইয়াছে। কি দুর্ভাগ্য! তাই বলিতে ছিলাম—১৩২৫ সালের গ্রায় কঠোর বৎসর বৃষ্টি আর কখনও আমরা দেখি নাই।

এ দেশ যেন বিধাতার অভিশপ্ত দেশ, যেন কোন দিকেই ইহার শান্তি নাই—অহরহ ভাবন দাবানলে দগ্ধ হইতেছে—কোন পাপে পুণ্যভূমি শতশ্রামলা ভারতের এমন দুর্গতি হইয়া দাঁড়াইল কে বলিবে?

আমরা আবার বলিব—এ সমস্তই আমাদের দোষে। আমাদের নিজস্বত পাপে আমরা দগ্ধিত হইগেছি। এই দেশে অল্প দেশের অল্প জাতিও তো আছে, তাহাদিগকে সংক্রামক পীড়ায় ধরে না কেন? তাহাদের মধ্যে এত মড়ক, এত হাহাকার উঠে না কেন?

যেহেতুক—তাহারা পাঁচিতে জানে—থাকিতে জানে—খাইতে পায়, ভাল—জীবন রক্ষার সঙ্গতি আছে—তজ্জন্ত বায়—করিবার অর্থ প্রাপ্ত্য আছে।

আমরা বহুদিন বৈদেশিক বিলাসিতার পদে আত্ম সমর্পণ করিয়া দীন হইয়া পড়িয়াছি, অন্ধভুক্ত চির-অনশনে দেহ যন্ত্রসমূহ স্তিমিত—আমরা দুর্বল, অর্থহীন—তাই অতি সহজে সংক্রামক পীড়ার আক্রমণে জীবন বিসর্জন দিতে বাধ্য হই।

আমাদের খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই—প্রাণের শান্তি নাই, অহরহ অভাব—অভাবেই

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

সভার নষ্ট হইয়াছে, ক্ষুদ্র পূর্ণ কুটীরও বাসোপযোগী করিয়া রাখিতে পারি না, চিকিৎসার ব্যয়ে চিকিৎসা করাইতেও সামর্থ্য থাকে না। এইরূপে আমাদের জীবন অকালে অবসান হইয়া যাইতেছে, গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর শূন্য হইয়া পড়িতেছে। আমাদের মুখের দিকে তাকাইবার কেহ নাই। এমন অবস্থায় আমাদের নিজেদের জীবন নিজেরাই না রক্ষা করিলে তো আমাদের চলে না। কিন্তু আমরা তাহা করিতেছি কি?

আমরা পর মুখাপেক্ষী, হীন স্বার্থপর, হিংসা ছেবে হৃদয় পরিপূর্ণ, পরস্পর পরস্পরের কল্যাণ কামনা একদিনও করি কি? যদি আমরা তাহা করিতে জানিতাম, তাহা হইলে আমরা পরস্পর সমবেত হইয়া আপনার ক্ষুদ্র গ্রামটীর স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সুখে জিনিষ বাচিতেও পারিতাম।

প্রত্যেক লোকের নিজেকে রক্ষা করিয়া চলা তো উচিত? স্বচ্ছন্দে চলিতে হইলে অর্থের আবশ্যক, তজ্জন্ম অপব্যয় কমাইতে হইবে। আমরা অর্থাৎ হাফাকার করি, কিন্তু প্রকৃত প্রতিবিধানের কোন পন্থা এ পর্য্যন্ত অবলম্বন করিয়াছি কি?

অর্থের অভাবে সাহস, বল, মৈত্রী, চিত্তিকতা, সরলতা, সদাশয়তা প্রভৃতি মনুষ্যত্বের যাবতীয় সদগুণ ও উপকরণগুলি নষ্ট হইয়া মানুষ রাক্ষসে পরিণত হয়, তখনই পরস্পর পরস্পরের শোণিত পানের জন্ত গোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া সংসারকে বিভীষিকাময়ী করিয়া তুলে। তখন ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্ত প্রাতিবেশী, আত্মীয় স্বজনের দিকে দৃষ্টি থাকে না, অতি সংকীর্ণচিত্ত হইয়া সে বিশ্ব সংসার ভুলিয়া কেবল নিজেকে দেখিতে পায়—নিজের জন্ত সে প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজনের হিত কামনা ভুলিয়া যায়, তখন মনে করে, গ্রামভুক্ত

লোক মরিয়া বাড়ক—সমস্ত সম্পত্তি আমার হইবে—আমি তখন সেই অশানভূমিতে প্রেতের সংসার পাতাইয়া পৈশাচিক সুখ একাই ভোগ করিব। কিন্তু ছিল একদিন সুখের, যে দিন লোকে আত্ম ভুলিয়া পরার্থে বহু অর্থ ব্যয়ে জলাশয় খনন করাইয়া দিয়াছে, নিজের বিপদ ভুলিয়া পরের জীবন রক্ষার্থে ধাবমান হইয়াছে—সে কি পুণ্যের দিন ছিল, সামান্য আহাব বিহারে সন্তোষ লাভ করিয়া পরার্থে রাজপথ, অতিথিশালা, চিকিৎসালয় করিয়া দিয়া, গ্রামে কত ও জামাতাকে বসবাস করাইয়া, কি উদারতা মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়া চিরঅমর লাভ করিয়া গিয়াছে।

তখন কি এত রোগ শোক ছিল? তখনকার লোকে বিলাসিতাবর্জিত পুণ্যময় জীবন ধারণ করিয়া অল্প আয়েও বৃহৎ কল্যাণমুহ করিয়া গিয়াছেন—অকাল মৃত্যু তাহারা জানিতেন না। এত ঔষধ বাতলা, এত ব্যয় বাতলা চিকিৎসা বাতিলও তাহারা বাচিতেন কেন? যেহেতুক তাহারা বাচিতে জানিতেন, থাকিতে জানিতেন—এ সকল আমরা জানি কি? যতগুলি অকাল মৃত্যুর পন্থা তাহাই আমরা অতি বজ্র গ্রহণ করিয়াছি—সদাচার বর্জিত, বিলাসী, ইঞ্জিয়পরায়ণ, অপব্যয়ী—আমরা, আমাদের প্রায়শ্চলী অহরহই চর্চিত্তার, অশাস্তির প্রতি নিরত আখাতে ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া পড়িতেছি, এমন অবস্থায় যে কোন রোগ গ্রাম ও নগর ওজড় করিতে পারে—করেও তাই?

সুতরাং এসকল আমাদের কল্যাণের উপযুক্ত ফল কি না? বর্ষ শেষ হইয়া গেল, একবার তোমার জীবনের ইতিহাস নিজনে বসিয়া দেখিবে কি—যে এই পাপগুলিই তোমার ও তোমার দেশের ধ্বংসের কারণ কিনা?

প্রত্যেক বিষয় উপেক্ষা করা এদেশের একটি সাংঘাতিক রোগ দাঁড়াইয়াছে, শাস্ত্র উপেক্ষিত, সহৃদয় উপেক্ষিত—কে কাহাকে বুঝায়—কে কাহাকে সংপথে আনয়ন করে। এ সকল কুশিক্ষার বিষময় ফল। স্ব স্ব প্রধান, স্ব স্ব স্বাধীন—এ দেশের আর মঙ্গল নাই। স্বাস্থ্য এবং ধন এট দুইটি জাতীয় জীবন গঠনের প্রকৃষ্ট উপকরণ, কিন্তু এই দুইটিই এই দেশে উপেক্ষিত। আবার আমরা বলিব,—আবার সেই সে কালের পন্থা অবলম্বন কর—স্বাস্থ্যিক হও, গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান করিতে শিক্ষা কর—সংযমী হও—অর্থের সংস্থান কর, তবে মঙ্গল হইবে। হৃদয় সংকীর্ণ করিও না, প্রতিবেশী গ্রামবাসীর মঙ্গলের সহিত তোমার মঙ্গলের খনিষ্ট সম্বন্ধ। তাহাদিগকে কষ্ট স্বীকার করিয়া সরলতা শিক্ষা দাও—নিজে সরলতার আদর্শ হও, তবে এ পাপ কাটিবে, তবে এদেশ আবার সুখের মুখ দেখিবে।

## চরন।

### আরিয়লের কাগজ।

উত্তর বিক্রমপুরস্থ আরিয়ল গ্রাম এক সময়ে কাগজ প্রস্তুতের জন্ত বিশেষ বিখ্যাত ছিল। আমরা শৈশবে আরিয়লের কাগজে সেবক পাঠ লিখিতাম। সে সময়ের জমিদারি সেবস্তার ও মহাজনি খাতা ইত্যাদির সমুদয়ই উক্ত কাগজীদের নির্মিত কাগজে লিখিত হইত। কাগজীগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ছোঁড়া নেকড়া, ছোঁড়া কাগজ ইত্যাদির সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইত। এক সময়ে আরিয়ল গ্রামে ৮০০০ আট হাজারের উপর কাগজী ছিল, তাহারা কাগজ নির্মাণ করিয়াই জীবিক।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

নির্মাণ করিত। এখন আর সেদিন নাই। এখন কাগজীরা আর কাগজ নির্মাণ করে না, কারণ তাহাদের কাগজের আর আদর নাই। কলের প্রতিযোগিতায়, মঙ্গল সুন্দর নানা শ্রেণীর কাগজ পাইলে সাধারণে আর সে কাগজ ব্যবহার করিবে কেন? স্বদেশীর হুজুগে কাগজীরা তাহাদের পরিত্যক্ত ব্যবসা ধরিয়াছিল, কিন্তু কোনও উৎসাহ না পাইয়া উহার একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। পূর্বে যে আরিয়ল গ্রামের কাগজীদের ঢেঁকির শব্দে নোকারোহী পথিকেরা রাবিতে বৃষ্টিতে পারিত যে, তাহারা আরিয়ল গ্রামের সমীপ-বর্তী হইয়াছে, আজ সে আরিয়ল গ্রামের কাগজীরা নিরুপায় হইয়া নানা ব্যবসায়লব্ধনে জীবিকা-নির্ভর করিতেছে। এখনও যে অল্প কয়েক ঘর কাগজী কাগজ প্রস্তুত করে, তাহাদের সেই কাগজ দ্বারা মুদ্রা পত্রাবলি “পোটলা” বাধে এবং বাজি নিখাতারা “মাতাব” প্রভৃতি বাজির মোড়ক মাক করে।

আজ কাল ইউরোপীয় যুদ্ধের দরুন কাগজের একান্ত অভাব। এসময়ে কাগজী-দিগকে কি কোনরূপ উৎসাহিত করা যায় না? ইহাদের কাগজ নির্মাণ সম্পর্কে যে অশিক্ষিত পটু আছে, যদি এখন গভর্ণমেন্ট কিংবা দেশের কোনও ধনবান ব্যক্তি একেবারে অগ্রসর হইয়া অভিনব বৈজ্ঞানিক সেগালী অমুযায়ী ইহাদিগের দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করাইতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস, দেশের একটা লক্ষপায় শিল্প পুনর্জীবিত হইতে পারে, এবং দ্বারা কাগজের এই ভয়ঙ্কর দিনে দেশের কাগজের অভাবও আংশিকরূপে হ্রাস পায় এবং একটা শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের জীবিকার্জনের পন্থা নির্দিষ্ট হয়। আমরা এখন হইতে আরিয়লের নিশ্চিত

কাগজ দ্বারা “বিক্রমপুরের” মলাট মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিলাম। বর্তমান সংখ্যায় যে মলাট দেওয়া হইয়া হইয়াছে, তাহাও আরিয়লের প্রস্তুতি কাগজ, এই কাগজ অতি সাধারণ রকমের, আমরা আরও ভাল নানা রংয়ের কাগজ প্রস্তুত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছি। আশা করি, বঙ্গের অগ্রাগ্র পত্র সম্পাদকগণ ও আমাদের পছন্দসূর্যে দেশের এই গৌরবজনক লুপ্তপ্রায় শিল্পটিকে সজীবিত রাখিবার জন্য চেষ্টিত হইবেন। কাগজের দিস্তা ১০ তায়ে গণনা করা হয়, প্রতি দিস্তা ১০ আনা মাত্র, এ সঙ্গে রিম হিসাবে কাগজ দিলে মূল্য ও অনেক হ্রাস হয়। হিন্দু বংয়ের বৃহদাকারের তুলত কাগজ ও ইহার নিম্মাণ করিতে পারে।

আমাদের দেশের শিল্পের পুনরুদ্ধার জন্য অনেকে প্রস্তাব করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কার্যে তাহার সাক্ষ্য দৃষ্ট হয় না। কিছু দিন পূর্বে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হইত, কিন্তু কালক্রমে বৈদেশিক চিনি আমাদের দেশের চিনির ব্যবসায় একেবারে নিম্মল করিয়াছে। বৈদেশিক চিনি আমাদের দেশে আমদানী না হইলে মিষ্ট দ্রব্য উৎপাদনের আশা অনেকাংশে আমাদের দিকে ভাঙ করিতে হয়। ইক্ষু, তাল ও গর্দূর মুক্ত হইতে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু উপায় অবলম্বন করিলে তাহা কার্যে পরিণত হয়, তাহায়ে পারদর্শী উপযুক্ত লোকের মনোযোগ আকর্ষণ একান্ত আবশ্যক। দেশীয় শিল্পের বহুল প্রচার এবং শিল্পের পুনরুদ্ধার ব্যতীত দেশের কল্যাণ সাধিত হইবেনা, ইহা সকলেরই চিন্তা করা কর্তব্য।

বিক্রমপুর।

আমাদের মন্তব্য :—

এই কাগজের ডিমাই এবং রয়েল সাইজ কাগজ হইতে পারে কিনা এবং এই কাগজের জন্য কলিকাতা বা অন্যান্য স্থান হইতে কাহাকে টাকা ও অর্ডার পাঠাইলে কাগজ পাওয়া যাইতে পারে, এই সকল বিষয় বিস্তারিত ভাবে বিক্রমপুর সম্পাদক প্রকাশ করিলে বাঞ্ছিত হইবে কাঃ সঃ।

গরুর খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত প্রাণালী।

এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে, গরুর গুটি পাকস্থলী আছে এবং কুণ্ডলিতের জন্য গোবর অধিক আহ্বারের প্রয়োজন। কাঁচা ঘাস, তৃণ, বিচালী ইত্যাদি খাইয়া গরু উদর পূরণ করে বটে, কিন্তু ইহাতে গরু অধিক স্নেহপুষ্ট ও বলবান হইতে পারে না, অথচ ঘাস ও শুষ্কতা না খাইলে ইহার উদর পুষ্টি হয় না। নানাদেশে নানাবিধ পড়কুটী, বিচালী শুষ্ক তৃণাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় এবং যে দেশে বাহ্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে, তাহা গরুর খাদ্য হইলে কম খরচ লাগিবে।

কঠিন পড়কুটী, বিচালী ইত্যাদি যত ছোট করিয়া কাটিতে পারা যায়, কাটিয়া লওয়া উচিত। কাঁচা ঘাস ও শুষ্ক তৃণাদি না কাটিয়াও গরুকে খাওয়ান যায়। পরিপাক ক্রিয়ার সুবিধার জন্য কোন কোন দ্রব্য ছোট করিয়া কাটিয়া লইতে হয়; কোন কোন খাদ্য ভলে ভিজাইয়া দিতে হয়; কোন কোন খাদ্য চূর্ণ করিয়া দিতে হয়। প্রত্যেক গরুকে প্রত্যাহ দুই বেলায় ২টা জাব তৈয়ারী করিয়া খাইতে দিবে। বাহার মাঠে চরিয়া যায়, তাহাদিগকেও জাব তৈয়ার করিয়া খাইতে দিবে। প্রত্যাহ ডাবাটা পরিষ্কার না

২০০—ছাত্রের জন্মাস পর্যন্ত অর্ধ মূল্য লওয়া হইবে।

করিয়া গরুকে জাব দেওয়া উচিত নহে, কেন না ডাবার দুর্গন্ধ থাকিলে গরু তৃপ্তির সহিত আহাৰ করে না। খাদ্য দ্রব্যের তালিকায় কোন কোন জিনিষ কি কি পরিমাণে গরুকে খাইতে দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বিবৃত হইল, সেই তালিকা দেখিয়া খাত্তের পরিমাণ ঠিক করিয়া লইবে। ছোলা, দাইল, ভুবি, খইল, ইত্যাদি পুষ্টিকর খাদ্য অধিক পরিমাণে খাওয়াইলে গরু পীড়িত হইতে পারে। অল্প পরিমাণে পুষ্টিকর দ্রব্য খাওয়াইলেও গরু চরল হয়। অল্প পরিমাণে অধিক পুষ্টিকর দ্রব্যের সহিত অধিক পরিমাণ অল্প পুষ্টিকর দ্রব্য মিশাইয়া জাব প্রস্তুত করিতে হয়। ছানি তৈয়ার করিবার সময় নান্নুষের ব্যবহারোপযোগী বিস্তৃত পানীয় জল ব্যবহার করিবে। কখনও দুর্গন্ধময় অপরিষ্কৃত জল ব্যবহার করিবে না। গরু প্রত্যাহ ১১০ মণ এমন কি ২০০ মণ জল খাইয়া থাকে, সে কারণ জাব তৈয়ার করিবার সময় অধিক জল ব্যবহার করিবে।

আমাদের দেশে গরুকে লবণ খাওয়ানার রীতি নাই বলিলেই হয়। লবণ ব্যবহারে গরু হুইপুই হয়। জ্বাল গাভীর দুধ বাড়ে। প্রত্যেক পূর্ণ বয়স্ক গরুকে প্রত্যাহ ১০ এক ছটাক লবণ খাইতে দেওয়া উচিত। কাটা খড়কুটা প্রথমে বেশ করিয়া জলের সহিত মাখিয়া লইবে; পবে তাহাতে পরিমাণমত লবণ, খইল ও ভুবি মিশাইবে এবং অনেক বার উলট পালট করিয়া দিবে। ছানি বেশ করিয়া তৈয়ার করিয়া দিতে পারিলে গরু তৃপ্তির সহিত খাইয়া থাকে।

### গাভীর দুধ বেশী হইবার উপায়।

যে সকল গাভী শৈশবকাল হইতে ভাল খাইতে না পায় ও অল্প বয়সে গর্ভিনী হয়, তাহাদের প্রায় অধিক দুধ হয় না, কিন্তু

রীতিমত খাওয়াইলে দ্বিতীয় বিয়ানে কোন কোন গাভীর দুধ বেশী হয়। যে গাভীকে ভাল করিয়া খাইতে দেয়, সে বেশী দুধ পাইয়া থাকে। লোকে কথার বলে “গাভীর বাটে দুধ নহে, গাভীর মুখে দুধ” অতএব দুধ বেশী করিবার প্রধান উপায় গাভীকে অধিক খাইতে দেওয়া। খাইতে দিলে যে গাভীর দুধ হয়, ইহা সকলেই জানেন কিন্তু অতি অল্প লোকই গাভীকে পেট ভরিয়া খাইতে দেন। কি কি জিনিষ খাওয়াইলে দুধ বাড়ে তাহা অধিকাংশ লোকই জানে না। অধিক দুধ পাইবার আশায় অনেক লোক গাভীকে দাইল ইত্যাদি অধিক পুষ্টিকর দ্রব্য খাওয়াইয়া থাকে, কিন্তু ইহাতে যে অধিক দুধ পাওয়া যায় না তাহা বলা বাহুল্য। দুধ বন্ধিকারক দ্রব্যের তালিকা নিয়ে দেওয়া গেল যথা :— কাঁচা খাস, শুক দুগাণি, চাউল ও কলাই সিদ্ধ, সিমুল বাটি সিদ্ধ, খেসারী দাইল সিদ্ধ, তিল ও সরিষার খইল, দাইলের ভুবি, কলার খোড়, লাউ সিদ্ধ, কাঁটা নটে সিদ্ধ, মদের ছিব্ড়ে, মাড়, খাস, ফেন, আমানি, চাউলের কঁড়া, শুড়, আকের শিকড়, বাশ পাতা সিদ্ধ, চাউল পোয়া জল লবণ ইত্যাদি।

প্রসবের পর ৩০ সেব সিদ্ধ মাস কলাই, আধ সেব ভাতের মাড়, এক পোয়া ইক্ষু শুড় : ১ এক তোলা পিপ্পলের শুড়া ও ১ এক ছটাক আনা, এক সঙ্গে মিশাইয়া প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময় দিন কতক খাওয়াইলে গাভীর দুধ বাড়ে। আধ সেব কাঁজির সঙ্গে অল্প খড় মাখিয়া এবং তাহাতে আকেব শিকড় চণ ১০ এক ছটাক মাখিয়া খাওয়াইলে গরুর দুধ বাড়ে। বাশের পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে যোয়ান ও শুড় মিশাইয়া খাওয়াইলে গাভীর বেশী দুধ হয়। রেড়ির কচি কচি তই চাষিটা ডগা জলে সিদ্ধ করিয়া সেট জল খাওয়াইয়া দিলে গরুর

বেশী দুধ হয়। রেড়ির সিদ্ধ কচি কচি পাতা ২৪ টা পালনের উপর রাখিয়া কাপড় দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে এবং কিছুক্ষণ পরে খুলিয়া দুধ দোহাইলে অধিক দুধ পাওয়া যায়। প্রসবের ১২১৪ দিন পর হইতে চাউলের সহিত লাউ সিদ্ধ করিয়া এবং খেসারী দাইল ভিজাইয়া খাওয়াইলে গরুর দুধ বেশী হয়। দুধ দোহান করিবার পূর্বে গাভীকে খইল ভুবি, জল, ফেন ও লবণ খাওয়াইলে বেশী দুধ পাওয়া যায়। প্রতিদিন এক সময়ে এবং একজন লোক দিয়া দুধ দোহান উচিত। দুধ দোহাইবার সময়ে গাভীটিকে বিরক্ত না করিলে বেশী দুধ পাওয়া যাইতে পারে।

### গাভার সারা দিনের খোরাকী।

১।	সবিয়া কিয়া তিলের খইল	১২ সেব
	চাউল সিদ্ধ	১০০ পোয়া
	খেসারী কিয়া কলাই সিদ্ধ	১০০, একত্রে
	খড়কুটা	৩৪ কুড়ি
	কাঁচা খাস	১২ খাও
	ফেন	১ এক ছাড়া
	লবণ	১০ এক ছটাক

অন্ত্যাহ দুধ বন্ধিকারক খাদ্য পরিমাণ মত দিবে।

২।	খইল	১১ সেব
	কলাই বা খেসারী দাইল সিদ্ধ	১০০ সেব
	ভুবি	৩৪ কুড়ি
	বিচালী	১২ খাও
	লবণ	১০ ছটাক
	ফেন	১ এক ছাড়া

৩।	সিমুল বিটার শুড়া	১১০ সেব
	খইল	১০ পোয়া
	ফেন	১ এক ছাড়া
	বিচালী	১৪ কুড়ি

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

কাঁচা ঘাস ...	... যত খায়
লবণ ...	... ১০ ছটাক

৫। খইল ...	... ১২ সের
লাউ ও কাঁটানটে সিদ্ধ ...	... ২১৩ ঝুড়ি
কাঁচা ঘাস ...	... যত খায়
বিচালী ...	... ৩৪ ঝুড়ি
লবণ ...	... ১০ ছটাক

৫। থোড় ...	... ৩৪ ঝুড়ি
খইল ...	... ১১০ সের
ভূষি ...	... ১ সের
বিচালী ...	... ৩৪ ঝুড়ি
কাঁচা ঘাস ...	... যত খায়
লবণ ...	... ১০ ছটাক

এতদ্বির হৃৎক বৃদ্ধিকারক দ্রব্য হুখাল  
গাভীকে পরিমাণমত খাওয়াইবে।

### বলদের সারা দিনের খোরাকী।

খইল ...	... ১১০ সের
গমের ভূষি ...	... ১ সের
কুলাইয়ের দাইল ...	... ১১০ সের
বিচালী ...	... যত খায়
কাঁচা ঘাস ...	... ৪-৫ সের
লবণ ...	... ১০ ছটাক

### বাঁড়ের সারা দিনের খোরাকী।

খইল ...	... ১১০ সের
গমের ভূষি ...	... ১ সের
দাইল কিম্বা ছোলা ...	... ১১০ সের
বিচালী ...	... যত খায়
কাঁচা ঘাস ...	... ৪-৫ সের
লবণ ...	... ১০ ছটাক

পূর্বে যে বাঁড়, বলদ ও গাভীর সারা  
দিনের খোরাকীর হিসাব দেওয়া হইয়াছে,  
তাহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গাভী  
হইতে বলদ ও বলদাপেক্ষা বাঁড়কে অধিক

পরিমাণে পুষ্টিকর দ্রব্য খাওয়াইতে হইবে।  
সমস্ত প্রকার পুষ্টিকর খাদ্য গাভীর উত্তম  
খাদ্য নহে। যে যে দ্রব্য খাওয়াইলে গাভী  
বেশী দুধ দেয়, তাহা খাওয়াইবে।

শৈশব কাল হইতে এঁড়ে ও দামড়া বাছুর-  
দিগকে ভাল করিয়া না খাওয়াইলে তাহারা  
হঠাৎপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবে না। তাহাদিগের  
কি কি খাদ্য উত্তম, বাঁড় ও বলদের খাওয়ার  
তালিকা দেখিলে জানিতে পারা যাইবে।

### বয়স নির্ণয়।

গরুর বয়স জানা অতি দবকাব।  
পেট ভরিয়া খাওয়াইলে ও উত্তমরূপে সেবা  
শুশ্রূষা করিলে গরু ২০২৫ বৎসর পর্যন্ত  
বাঁচিতে পারে। শিং ও দাঁত দেখিয়া বয়স  
নির্ণয় করিতে হয়। অনেক গরুর শিং  
উঠে না; কোন কোন গরুর শিং কখন  
ভাঙিয়া যায়; সে কারণ দাঁত দেখিয়া গরুর  
বয়স নির্ণয় করা সহজ ও ঠিক। অনেকে  
গরুর আকৃতি ও গঠন প্রণালী দেখিয়া  
বয়স নির্ণয় করে।

### শিং দেখিয়া বয়স নির্ণয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে শিংএ কোন  
প্রকার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না।  
তৃতীয় বৎসরের প্রারম্ভে শিংএ আংটির ছায়া  
গোলাকৃতি একটি দাগ পড়ে। প্রতি বৎসর  
১টি করিয়া দাগ শিংএ পড়িতে থাকে। যে  
গরুর শিংএ তিনটি আংটির ছায়া গোলাকৃতি  
দাগ আছে, তাহার বয়স ৫ বৎসর হইয়াছে  
বুঝিতে হইবে। কিন্তু শিং দেখিয়া বয়স নির্ণয়  
করা সকল সময়ে ঠিক হয় না।

### গরুর দাঁত।

প্রসবের পর বাছুরের নিম্ন মাড়ীতে ২টি  
দাঁত দেখিতে পাইবে; উপরের মাড়ীতে দাঁত  
হয় না। ২য় সপ্তাহে ৪টি, তৃতীয় সপ্তাহে  
৬টি এবং কয়েক মাসের মধ্যে ৮টি দাঁত উঠে।

৬ মাসের মধ্যে দাঁতগুলি বেশ বড় হয়।  
গরুর দাঁত দুই প্রকার, দুধ বা অস্থায়ী ও  
চিরস্থায়ী। অস্থায়ী দাঁত দুইয়ের ছায় সাদা;  
ইহার গ্রীবাংশ। চিরস্থায়ী দাঁত দুইয়ের ছায়  
সাদা; ইহার গ্রীবাংশ চিরস্থায়ী দাঁত  
হইতে অপেক্ষাকৃত সরু ও আকারে ক্ষুদ্র।  
৬ মাসের পরে দাঁতগুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে  
থাকে কিন্তু সকল দাঁত এক সময়ে ক্ষয় প্রাপ্ত  
হয় না। মধ্যবর্তী দাঁত ২টি যেমন পূর্বে  
উঠে, সেরূপ ইহার সকলের পূর্বেই ক্ষয় পায়;  
ক্রমশঃ ৮টি দাঁতই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে  
এবং তাহাদের স্থানে নূতন চিরস্থায়ী দাঁত  
উঠিতে থাকে। সাধারণতঃ ১ বৎসর বয়সের  
সময় মধ্যবর্তী দাঁত ২টিতে, ১৫ মাসের সময়  
উভয় পার্শ্ব দাঁত ২টিতে, ১৮ মাসে তাহা-  
দের সংলগ্ন ২টিতে এবং ২ বৎসর বয়সের  
সময় অবশিষ্ট ২টিতে ক্ষয়ের চিহ্ন লক্ষিত হয়।  
মধ্যবর্তী দাঁত ২টি সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত  
হইবে এবং তাহাদের স্থানে ২টি নূতন চিরস্থায়ী  
দাঁত উঠিবে এবং একুনে ৫ বৎসরে নিম্ন  
মাড়ীতে ৮টি চিরস্থায়ী দাঁত দেখিতে পাওয়া  
যাইবে।

### দাঁতদ্বারা বয়স নির্ণয়।

৫ বৎসর বয়সে গরু পূর্ণবয়স্ক হয় এবং  
দাঁতগুলিতে কোন প্রকার ক্ষয়ের চিহ্ন থাকে  
না। ৬ষ্ঠ বৎসর হইতে মধ্যবর্তী দাঁত ২টিতে  
ক্ষয়ের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই  
সময় দাঁতের ক্ষতের পরিমাণ দেখিয়া বয়স  
নির্ণয় করা হয়। ৬ষ্ঠ বৎসরে মধ্যবর্তী দাঁত  
২টির, ৭ম বৎসরে তৎপার্শ্ববর্তী দাঁত ২ টির,  
৮ম বৎসরে তৎসংলগ্ন দাঁত ২টির ও ৯ম  
বৎসরে অবশিষ্ট দাঁত ২টির উপরিভাগে  
ক্ষয়ের চিহ্ন দেখিতে পাইবে। ১০ম বৎসরে  
সমস্ত দাঁতেই ক্ষয়ের চিহ্ন দেখা যায়। ১১শ  
বৎসরে মধ্যবর্তী দাঁত ২টিতে বেশী পরিমাণে

পুরাতন “কাছের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

ক্ষয়ের চিহ্ন লক্ষিত হয় এবং পর বৎসর তৎপার্বর্তী দাত ২টিতে ক্ষয়ের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কঠিন কঠিন দ্রব্য খাইয়া গরুর দাত অসময়ে কখন কখন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতএব দাত, শিং, আকৃতি ও গঠন ইত্যাদি দেখিয়া গরুর বয়স নির্ণয় করিতে হইবে।

### দুগ্ধ।

ঈষৎ-হলুদ বর্ণের সহিত সাদা, অল্প পরিমাণে স্বচ্ছ, গন্ধ বিহীন, মিষ্ট আশ্বাদযুক্ত, ক্ষার ধর্ম-বিশিষ্ট ও জল অপেক্ষা ঘন। ভাল দুধের ১টি কোঁটা মাটীতে ফেলিলে গোলাকৃতি হয় ও কোনদিকে ছড়াইয়া পড়ে না। শীতকালে গাভী কম দুধ দেয়। অতিরিক্ত শীতে গাভীকে রাখিলে ইহার দুগ্ধ ক্ষয় হ্রাস পায়। এইজন্ত দুধাল গাভীর গায়ে গাত্রবস্ত্র থাকিয়া দিবে এবং ইহাতে অধিক দুধ পাওয়া যায়। প্রাতঃকালের দুধ বৈকালের দুধ হইতে সুমিষ্ট। প্রসবের পরে ও শাক্ষ্যের সময় গাভীর দুগ্ধ ভাল নহে। শাক্ষ্যের ৩ সপ্তাহ পর হইতে গাভী কম করিয়া দুধ দেয়। প্রসূতির প্রথম ১০ দিনের দুধ ভাল নহে এবং উহা কেবলমাত্র বাছুরের উৎকৃষ্ট ও একমাত্র আহার। এই সময়ে গাভীকে দুগ্ধ বৃদ্ধিকারক দ্রব্য খাওয়াইবে। সকল গাভী সমান পরিমাণে দুধ দেয় না; এক গাভী ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ও ঋতুর তারতম্যানুসারে কম বেশী দুধ দেয়। রাখাল অথবা চাকরের উপর নির্ভর না করিয়া গৃহস্থের নিজেই গাভীর তত্ত্বাবধান করা উচিত। গাভীকে মাঠে প্রত্যহ চরাইতে দিবে। কাল গাভীর দুধ অধিক সুমিষ্ট।

### গো-জাতীর অবনতির কারণ

#### ও উন্নতির উপায়।

উপক্রমণিকায় গো-জাতির অবনতির

কয়েকটি কারণ বিবৃত হইয়াছে, সে কারণে এ স্থলে বিস্তৃতভাবে কোন কথা বিবৃত হইল না। নিম্নে কয়েকটি প্রধান প্রধান কারণ লিখিত হইল :—

- ১। বলবান যশোর অভাব।
  - ২। উপযুক্ত আহারের অভাব ও পালনের দোষ।
  - ৩। গো-চারণ ভূমির অভাব।
  - ৪। উপযুক্ত পশুচিকিৎসকের অভাব।
  - ৫। বোগ ও প্রতিবোধায়ক চিকিৎসার অনাদর।
  - ৬। বিবপ্রয়োগে গো-হত্যা।
  - ৭। গো-পাদকদিগের আহারের জন্ত ও গো-চক্ষের ব্যবসায়ের নিমিত্ত গো-হত্যা।
- যেকোন ভাবে দিন দিন গো-জাতির হ্রাস হইয়া বাইতেছে, তাহার প্রতিকার করা আমাদের ও গবর্ণমেন্টের উচিত।
- সুস্থাবস্থায় ও বোগকালীন সেবাসুশ্রবা, লালনপালন ও চিকিৎসা সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক কৃষকদিগের মধ্যে বিতরণ করা।
- গো-চারণ স্থাপন।
- গো-শালা প্রতিষ্ঠা।
- গো-রক্ষণী সভা স্থাপন।
- সংবাদপত্রে গো-রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা।
- দাতব্য চিকিৎসালয়ের স্থায় গো-চিকিৎসালয় স্থাপন।
- গো-প্রদর্শনী।
- প্রচুর পরিমাণে গো খাত জন্মান।
- গো চিকিৎসা সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্প পুস্তকই আছে, কিন্তু বাহা আছে তাহাতেও জ্ঞাতব্য বিষয় অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষায় একরূপভাবে গো-চিকিৎসার বহি লিখিতে হইবে, বাহা পড়িয়া কৃষকগণ রোগনির্ণয় করিতে পারে ও অল্প খরচে চিকিৎসা করিতে পারে। গো-রোগ নির্ণয়

অতি চক্ৰহ ব্যাপার, এই হেতু ইহারও বিস্তৃত বর্ণনা প্রয়োজন। প্রচুর পরিমাণে ঘাস ও তৃণাদি গরুকে খাওয়াইতে হইলে গো-চারণ স্থাপন করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে জমিদার, বাজা, প্রজা, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, কৃষক ও ব্যবসায়ীগণের সমবেত হইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক। আদর্শ গো-শালা প্রতিষ্ঠা করিয়া বলবান ষাঁড় ও দুধাল গাভী অভাব মোচন করিতে হইবে। ভাল ভাল ষাঁড়, গাভী ও বলদদিগের মালিকগণকে পুষ্কাবে বিতরণ করিয়া উৎসাহ প্রদান করা আবশ্যক। দেশীয় গাছ গাছড়া ও ঈষথের মাত্রাদি সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়া কৃষকগণকে বিতরণ করা প্রয়োজন।

মোট কথা গো-জাতির উন্নতিকল্পে সমস্ত লোকের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। ২১ জনের দ্বারা গো-জাতির উন্নতি হইবে না।

উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের অভাবে গো-জাতির ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতেছে। বলবান যশোর অভাবে গাভীগণ হৃষ্টপুষ্ট বাছুর প্রসব করিতে পারে না। অনেক লোক বিদেশ হইতে উৎকৃষ্ট ষাঁড় আনিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১১ বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ ষাঁড় আবহাওয়া সহ্য করিতে না পারিয়া অকস্মাত্য হয়। সে কারণ স্থানীয় উৎকৃষ্ট ষাঁড় সংগ্রহ করা উচিত। রীতিমত খাওয়াইলে ও সেবা সুশ্রবা করিতে পারিলে স্থানীয় ষগুগুলি অনেক দিন পর্যন্ত কার্যক্ষম থাকে। বিদেশ হইতে গরু আনিয়া আমাদের দেশীয় গরুর উন্নতি হইবে কি না সন্দেহের বিষয়। আমাদের মতে গো-জাতীর উন্নতির জন্ত দেশীয় উৎকৃষ্ট গরু উত্তম।

### উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের লক্ষণ।

কর্ণ ছটী লম্বা ও দোলায়মান। কপাল—প্রশস্ত; নাসিকা—উন্নত। চক্ষু—উজ্জ্বল; শিং ছটী বাকা বাকা, ফাঁক ফাঁক, লম্বা ও

৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৯০ টাকা লইব।

কাল রং বিশিষ্ট। মুখ কাল বা ঠোঁট কাল  
বং বিশিষ্ট ও ভিজে ভিজে; গ্রীবাংশ  
মানানসই লম্বা ও সজোর। ঝুঁট উন্নত,  
স্বলাকার ও পুরু। পৃষ্ঠ ও কোমর—প্রশস্ত  
ও সমতল। বক্ষঃস্থল গভীর। উদর নিটোল।  
লেজটী—লম্বা। পাগুলি—পরিষ্কার। চক্ষুর  
উজ্জ ও নিম্নস্থ চক্ষু কাল লোমে আবৃত। কুর  
কাল রং বিশিষ্ট। গ্রন্থিগুলি মোটা কর্কশ ও  
উহাদের সম্মুখভাগ কাল লোমে আচ্ছাদিত।  
কুরের মধ্যবর্তী স্থান অল্প তরু ফাঁক।  
শরীরটী প্রায় গোলাকৃতি: উদরের ও বক্ষঃ-  
গহবরের পরিধি প্রায় সমান। শরীর উদর  
ও সর্ব বক্ষঃ গহবর যণ্ডের উৎকৃষ্ট লক্ষণ নহে।  
উচ্চতা কুর হইতে ঝুঁট পর্যন্ত প্রায় ৪৮ ইঞ্চি  
অর্থাৎ ২৬০ হাত, কিন্তু ইহাপেক্ষা বক্ষঃগহবরের  
পরিধি ২১২ ইঞ্চি বেশী হওয়া উচিত। পার্শ্ব-  
দেশ হইতে দোপলে দেখিতে পাইবে যে,  
উৎকৃষ্ট বাঁড়ের কুর হইতে ঝুঁট পর্যন্ত সমস্ত  
প্রদেশ ঝুঁটভাবে আছে এবং ইহার শরীরটী  
গোল পানা, উরুসন্ধির উপরস্থ চক্ষু স্নালাকার  
ও পুরু, পিছনের পা বক্র ভাবে অবস্থিত ও  
মস্তকটী ঢালু। পিছন দিক হইতে দেখিতে  
পাইবে যে, উভয় পায়ের, মধ্যস্থানে কিছু ব্যব-  
ধান আছে এবং এক পা অল্প পায়ের সজিত  
লাগে না। উৎকৃষ্ট বাঁড়ের চক্ষু কোমন, মন্থন  
স্থিতিস্থাপক ও মগনশীল এবং ইহাব রংটী  
ঈষৎ ধূসরবর্ণের হইলে বেশ ভাল হয়। দোম-  
মুক্ত বলবান ১টা বাঁড় দ্বারা বৎসরে ৪০০০০টা  
গাভী গভিণী হইতে পারে। পাঁচ বৎসর  
হইতে ১২ বৎসর কাল পর্যন্ত বাঁড় উৎকৃষ্ট  
কাজ করিয়া থাকে। গাভী হইতে বাঁড়  
কিছু উচ্চ হইবে—ছোট গাভী হইলে বাঁড়টী  
ছোট ও বড় গাভী হইলে বাঁড়টী বড় হওয়া  
আবশ্যক। বোগাক্রান্ত বাঁড়কে শাক্ষ্যের  
কাথো নিযুক্ত করিবে না এবং শাক্ষ্যের পূর্বে  
দেখিয়া লওয়া উচিত পশুটী রোগমুক্ত কি না।

প্রাতঃকাল শাক্ষ্যের উৎকৃষ্ট সময়। ৭৮টা  
গ্রামের জন্ত ৩৪টা নিখুঁত বাঁড় রাখা যাইতে  
যাইতে পারে। বাঁড় রক্ষকগণ গাভী প্রতি  
কিছু কিছু আদায় করিয়া বাঁড় পুঁষিবার খরচ  
উঠাইতে পারেন। বাঁড়টী হঠপুট ও বলিষ্ঠ  
হইবে, কিন্তু অত্যধিক মোটা হইবে না।  
বাঁড়কে পুষ্টিকর দ্রব্য খাওয়াইবে।

### উৎকৃষ্ট গাভীর লক্ষণ।

মুখখানি মেয়েলি মেয়েলি। কপালটী  
প্রশস্ত; কর্ণ দুইটী লম্বা ও দোলায়মান। শিং  
২টা দাঁকা দাঁকা ও ৬৭ ইঞ্চি লম্বা। মুখ-  
জালী ও খুর কাল। গ্রন্থি কাল লোমে  
আবৃত। ঝুঁট পৃষ্ঠ। গ্রীবাংশ অপেক্ষাকৃত  
লম্বা ও সোজা। শরীরটী গোলপানা, বক্ষঃস্থল  
বিস্তৃত; পৃষ্ঠদেশ সমতল। পাছা ভারি।  
রংটী এক বর্ণের হইলে ভাল। নাকটী চাপ্টা  
বা খাদা হইবে না। মস্তকটী সমস্ত শরীরের  
তুলনায় ক্ষুদ্র। লেজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোম বিশিষ্ট  
ও তুলস্পর্শী। অবয়বের তুলনায় পাগুলি  
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। হাড়গুলি হৃদয় ও গাঁট-  
গুলি সজোর। লোমগুলি ঘন ঘন; উরু  
প্রদেশটী প্রশস্ত ও গভীর; লোম গুচ্ছটী  
চামরের ত্রায়: পশ্চাতের পাগুলি সোজা,  
অপেক্ষাকৃত লম্বা ও পূর্ণ। পাজরের হাড়-  
গুলি ছোট ছোট ও ধনুৰ ত্রায় বক্র। পালানটী  
বড় কোমন, নিটোল, অমানসল ও চপ্পি  
বহীন। পালানের তলটী সমতল। বাটগুলি  
মোটা, কোমন ও লম্বা। পালানটী কেবল  
দেখিতে বড় হইলে ভাল নয়, কারণ যেটী  
দেখিতে বড়, তাহাতে অল্প পরিমাণে ৬ধ থাকি-  
বার সম্ভাবনা। কিন্তু যে পালানটী দোহনের  
পূর্বে বড়, নিটোল ও মন্থন হয়, কি দোহনের  
পরে কোকড়াইয়া যায় সেটী ভাল। বড়  
গাভীর বাটগুলি ১২ ইঞ্চি লম্বা এবং ছোট  
গাভীর বাটগুলি ১২ ইঞ্চি। লেজের নীচে

পালানের উপরে ও উরুপ্রদেশের গোড়ায়  
যে সকল লোম উঁচু হইয়া থাকে উহার আর-  
তন যত বেশী হইবে, গাভীও সেই পরিমাণে  
অধিকতর দুগ্ধবতী হইবে। বাটগুলি নিটোল  
স্তম্ভাকার ও সমতল হইবে এবং লম্বা হইয়া  
যুগিবে। পালানে বেশী মাংস ও চর্বি থাকিলে  
তাহাতে ৬ধ থাকিবার পরিসর কম থাকে।

### দামড়া: কারবার উপকারিতা ও অপকারিতা।

যে সকল পুংজাতীয় বাছুর শাক্ষ্যেব জন্ত  
ব্যবহৃত হইবে না, তাহাদিগকে ২১৩ মাসের  
সময়ে দামড়া করা হয়। ২১৩ মাসের  
সময়ে দামড়া করিবার উৎকৃষ্ট সময়। ২১৩  
বৎসব বয়সের দামড়াকে বলদ কহে। খাসি  
না করিলে পুং জাতীয় বাছুরকে এঁড়ে বাছুর  
কহে। ২১৩ বৎসর পরে এঁড়ে বাছুর বাঁড়  
হয়। গো-খানকদিগের দামড়ার মাংস অতি  
উপাদেয়। শৈশবে দামড়া করিলে বাছুর  
শিষ্টশাস্ত, স্তম্ভ, সবলকায়, হঠপুট ও বলবান  
হয় এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত কাগ্যক্ষম হয়। গাভীর  
সম্বিত একত্রে লাগিত পালিত হইতে পারে ও  
বাঁড়ের ত্রায় ইহাদিগকে অধিক পুষ্টিকর দ্রব্য  
খাওয়াইতে হয় না। বলদগুলি ডর্কল ও  
রোগগ্রস্ত হইলে কৃষি কার্যের ব্যাঘাত ঘটে  
কিন্তু গো জাতির অবনতি হইতে পারে না।

অপকারিতা।—উচ্চ, ঋণ ও অশাস্ত হয়;  
ডর্কল যণ্ডের সম্বিত একত্রে থাকিয়া গাভীগণ  
ডর্কল ও কৃশ বৎস উৎপাদন করে। শাক্ষ্যেব  
জন্ত ব্যবধান বাঁড় নিযুক্ত না করিলে বাছুর  
হঠপুট ও বলিষ্ঠ হইবে না। বিশেষতঃ যখন  
বলবান বগদ দিয়া কৃষিকার্য্য উত্তমরূপে  
চলিতে পারে, তখন ডর্কল ও রোগযুক্ত যণ্ডের  
প্রয়োজন নাই বলিলেও অত্যুক্ত হয় না। কৃষক  
ত্রীকুজবিহারী দে।

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্যন্ত অর্ধ মূল্য লওয়া হইবে।



## Animal Food.

### প্রাণীজ খাদ্য।

প্রাণিশরীর হইতে যে সমুদায় খাদ্য আমরা গ্রহণ করি, তৎসমুদায়কে প্রাণীজ খাদ্য বলা যায়। শরীরের অনেক অংশে এই জাতীয় খাদ্য দৃষ্ট হয়, সুতরাং শরীর হইতে এই জাতীয় খাদ্য বহির্গত হইয়া গেলে এই প্রাণীজ খাদ্য ঐ সকল ক্ষতি পূরণ করে। প্রাণীর শরীর নির্মাণ ও তদুপযোগী উপাদান প্রাণীর শরীর হইতে বহু অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এরূপ আর কৃত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অপিচ প্রাণীদের উপাদান প্রাণীর শরীরে সমশীল হওয়া বহু সুগম, এরূপ আর কিছুতেই নহে, সুতরাং কোন কারণ বশতঃ আমাদের শরীরের গঠনাবলীর ধ্বংস হইতে থাকিলে, তৎপূরণ প্রাণীজ খাদ্য হইতে সুসম্পন্ন হইবার অধিক আশা করা যায়। এই খাদ্য সহজেই রক্তের সহিত মিলিত হইয়া দেহ পরিপোষণোপযোগী সমজাতীয় দ্রব্য উৎপন্ন করে, সেজন্য ইহা শরীর ধারণোপযোগী প্রধান খাদ্য। এই জাতীয় খাদ্য পাকশয় ও অন্ত্র মধ্যে পরিপাক ক্রিয়া দ্বারা পরিবর্তিত হইয়া, 'পেপ্টোন' নামক পদার্থে পরিণত হয়, এই 'পেপ্টোন' পোটেল শিরায় প্রবেশ করে, কিন্তু সাধারণতঃ রক্তশোত ঘটিবার পূর্বে অদৃশ্য হয়। এই জাতীয় খাদ্য পরিপাক প্রায় পাকস্থলীর উপর নির্ভর করে। ইহা পরিপাক করিতে বিশেষরূপ আভ্যন্তরিক শক্তি আবশ্যক হয় না এবং ইহা সহজেই শোষিত হইয়া রক্তের সহিত মিলিত হয়। এই জাতীয় খাদ্য রক্তের ফাইব্রিন ও রক্তকণিকা বৃদ্ধি করে, রক্তের ফসফেট ও অক্সিজেন খনিজ পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ইহারা পেশীবর্দ্ধক ও পেশী উত্তেজক। শরীরের তন্তুদিগকে বিকসিত ও পুনর্গঠিত করে।

ইহাদের দ্বারা শরীরের আবশ্যকীয় রস উৎপন্ন হয়। ইহারা শরীরের শক্তি উৎপাদন করে এবং ক্রিয়ৎপরিমাণে শরীরের উত্তাপও রক্ষা করিয়া থাকে। ইহারা মূত্রবস্তুর উপর বিশেষ কার্য করে। এই কার্য ফলে, মূত্রে ইউরিক এসিড নিঃসৃত হয়। ইহারা জনন যন্ত্রকে উত্তেজিত করে, সুতরাং এই জাতীয় খাদ্যদ্বারা সম্ভাব্যোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয়। এই জাতীয় খাদ্যে স্বভাব গঠিত হইলে বুদ্ধিবৃত্তি মলিন ও নিস্তেজ হয়। কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট বৃত্তি-সমূহ বলবতী হইয়া উঠে। আনিবভোজী প্রায়ই দুর্দান্ত, হিংসাতারী ও ক্রোধী হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহাদের একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইহারা শরীরের অতিরিক্ত মেদ ধ্বংস করে। অরোগে শরীর দুর্বল হইলে, এই জাতীয় খাদ্য ব্যবহার করিলে, শরীরে দহনক্রিয়া (Oxidation) বাড়িয়া যায় এবং তাহাতে তাপের মাত্রা অধিক হয়। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই জাতীয় খাদ্য বিশেষ হিতসাধন করে। প্রধানতঃ যে সমুদয় ব্যাধিতে শারীরিক দৌর্বল্য অধিক হয়, জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে, এবং প্রচুর নাটটোজেনাস খাদ্যের প্রয়োজন হয়, সেই সকল স্থানে ইহা মহোপকারী। উদ্ভিজ্জ খাদ্য দ্রব্যও এই জাতীয় খাদ্য অল্পাধিক পরিমাণে বর্তমান থাকে, সে জন্ত বাহ্যিক নিরানিব-ভোজী, তাহাদের সেই সকল দ্বারা এই জাতীয় খাদ্যের পরিপূরণ হয়। হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা এইজাতীয় খাদ্যকে তামসিক খাদ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন এজন্য এই জাতীয় খাদ্য ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ফলতঃ এই জাতীয় খাদ্য দ্বারা স্বভাবতঃ মনের বৃত্তি সকলের অধিক উত্তেজনা হয় বলিয়া অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই খাদ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং পুরাকালে হিন্দু ঋষিরা সেই জন্তই এরূপ খাদ্য গ্রহণ করিতেন

না। মৎস্ত, মাংস, ডিম্ব, চর্কি, দুগ্ধ ইত্যাদি প্রাণীজ খাদ্য। মধু, উদ্ভিজ্জ দ্রব্য, কিন্তু প্রাণী দ্বারা সংগৃহীত হয় বলিয়া ইহাকেও প্রাণীজ বলা যাইতে পারে। খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে মৎস্ত একটি উপাদেয় প্রয়োজনীয় খাদ্য। বঙ্গদেশে বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে ইহা একটি প্রধান ও নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য। বিশেষ প্রকার বাধা বাধকতা না থাকিলে, এই খাদ্য সহজে কেহ পরিত্যাগ করেন না। মৎস্ত না হইলে অনেকেরই আহারে উদর পূর্ণ ও পরিতৃপ্তি হয় না। বৃহৎ ভোজে মৎস্তই প্রধান উপকরণ মধ্যে গণ্য এবং তাহা সংগ্রহ করার জন্ত বহু অর্থ ব্যয় ও নান্য প্রকার কৌশল অবলম্বন করা হইয়া থাকে। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, বঙ্গদেশবাসীরা কেহ কেহ কোন কারণে মৎস্ত আহার পরিত্যাগ করিয়া রোগগ্রস্ত ও দুর্বল হইয়া পড়েন। ইহা অভ্যাসের দোষ অথবা স্থানীয় জল বায়ুর দোষ তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বঙ্গদেশে পূর্বে ইহা অপরিপাক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যাইত, এবং মূল্যও কম ছিল। অধুনা জলাশয়াদির শুষ্কতা ও অল্পতা হেতু পূর্বাপেক্ষা অনেক কম ও দুর্বল হইয়াছে। তথাপি বঙ্গদেশের হাটে বাজারে মৎস্তের দোকানে গেলে ইহার কত আদর তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বঙ্গদেশে শতকরা প্রায় ৯০ জন লোক মৎস্ত আহার করে। হান্টার সাহেব কৃত টেটাস্টিকেল একাউন্ট (A Statistical Account of Bengal by W. W. Hunter) নামক পুস্তকের ৯ম ভাগে এক পাবনা জেলা-তেই হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা সমস্ত জেলার লোক ১৫ ভাগ। পাবনা জেলার মৎস্ত ধরায় জন্ত গড়গড়মেটের খাস জলায় প্রায় ১৫০০ শত টাকা খাজনা আদায় হয়। এতদ্ব্যতীত জমীদারের সহিত জলকরের বন্দোবস্ত আছে। তদ্বাদে ছোট নদী, বিল, খাল, পুকুরিণী প্রভৃতির জন্ত

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত অর্ধ মূল্য লওয়া হইবে।

নিকটস্থ জমির মালিককে খাজনা দিতে হয়।  
এতদ্ব্যতীত বাংলার অত্যন্ত অনেক জেলাতেই  
ইহাপেক্ষা অনেক বেশী জলকর আদায় হইয়া  
থাকে। এমিয়া ইয়োরোপ ও আমেরিকার  
উত্তর অংশে মৎস্ত অপরিপাণ্ড পাওয়া যায়।  
এই দেশের গরীব লোক অল্প খাওয়া না ছুটিলে  
শুধু মৎস্ত আহার করিয়া কোন প্রকারে দিন  
কাটায়। সাইবেরিয়া দেশে মৎস্ত শুষ্ক করিয়া  
ময়দা প্রস্তুত করে। উহা রুটির পরিবর্তে  
ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর অনেক স্থানে মৎস্ত  
অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইলেও আবার  
অনেক স্থানের লোক ইহা মোটেই গ্রহণ করে  
না। ভারতের পশ্চিমদেশবাসী লোক এবং  
মিসর দেশের পুরোহিতেরা মৎস্ত আহার  
করেন না। আমাদের দেশের হিন্দু বিধবা-  
গণের ও শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের  
এবং যাগ, যজ্ঞ, ব্রত প্রভৃতিতে আমিষ ভক্ষণ  
নিষিদ্ধ। কারণ ইহা রাজসিক ও তামসিক  
আহার এবং অত্যধিক শুক্রবদ্ধক। বীর্ঘ্য  
ধারণই ব্রহ্মচর্যা ও ধর্ম পথে বাইবার উপায়।  
বীর্ঘ্যধিক্য হইলে সে কার্যের হানি হয়,  
সে জন্ত ধর্মপিপাসুদিগের ও ব্রহ্মচর্যব্রতধারী-  
দিগের আমিষ আহার করা আর্গ্যাশ্রমদিগের  
মতে নিষিদ্ধ। পৃথিবীতে অনেক প্রকার  
মৎস্ত আছে। বঙ্গদেশে প্রায় ৫০ প্রকার  
মৎস্ত খাওয়ারূপে সচরাচর ব্যবহৃত হইতে দেওয়া  
যায়। মৎস্ত একটি উৎকৃষ্ট প্রয়োজনীয় খাদ্য  
হইলেও কেবল নাত্র ইহা আহার করিয়া  
জীবন ধারণ করা যায় না। ইহা সেবনে  
মাংসশীর্ণ হ্রাস বলিষ্ঠ দৃঢ় ও কশ্মক্ষম হইতে  
পারা যায় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মৎস্তের  
নিম্নলিখিত উপাদান নির্ণয় করিয়াছেন বলিয়া  
অনেকস্থলে জানিতে পারা গিয়াছে।

মৎস্তের উপাদানের তালিকা।

কাইব্রিন, কোষীয়তন্ত, স্নায়ু ও রক্ত প্রণালী	১২.০
অণুলাল (এলবুমেন)	৫.২
ম্যালকোহলিক সার ও লবণ	১.০
জলীয় সার লবণ	১.৭
ফসফেটস্	সামান্য
জল	৮০.১

(ক্রমশঃ)



কশ্মবীর উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ  
করিতেছি যে, গত ১৬ই চৈত্র রবিবার বেলা  
৭টার সময় “বসুমতী” প্রতিষ্ঠাতা এবং  
স্বত্বাধিকারী স্বনামধন্য—কশ্মবীর শ্রীযুক্ত  
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইহজগত পরিত্যাগ  
করিয়া অমর ধামে প্রস্থান—করিয়াছেন।  
উপেন্দ্রনাথ একজন প্রকৃত কশ্মবীর—নিতান্ত  
দরিদ্র অবস্থা হইতে স্বীয় অধ্যাবশ্য হ্রণে  
সর্বজন পরিচিত এবং বিদ্বজ্জন সমাজে সমাদৃত  
হইতে পারিয়া ছিলেন। আমাদের মনে পড়ে,  
যখন উপেন্দ্রনাথের বয়স ১৬।৭ বৎসর মাত্র,  
তখন তিনি নারকেলের মালায় অক্ষর  
সাজাইয়া কাঠের প্রেসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা  
প্রকাশ করিতেন। সেই উপেন্দ্রনাথ ক্রমে  
নিজ অধ্যাবশ্য এবং সহিষ্ণুতা গুণে  
“বসুমতী” সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা হইতে  
পারিয়াছিলেন। কয়েকদিন পূর্বে শুনিয়া  
ছিলাম যে, তিনি শিমুলতলায় ছিলেন,  
তাহারপর রোগের আতিশয্যতা বশতঃ

কলিকাতা আহিরীটোলায় তাহার স্বভবণে  
প্রত্যগমন করেন এবং ১৬ই চৈত্র ৭ ঘটিকার  
সময় পাণত্যাগ করেন।

তাহার—বয়স মাত্র ৫২ বৎসর হইয়াছিল,  
তাহার পারিবারিক গঠনে, কণ্ঠোগোগিতা  
দেখিলে তাহার অকাল মৃত্যু বই আর  
কি বলিব। তাহার কয়টা পুত্রকন্যা তাহা  
আমরা জানি না—কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র  
“খোকাবাব” সর্বদাই তাহার কাছে থাকিয়া  
—“বসুমতী” কাগ্যালয়ে কাধ্য করিতেন।  
তিনিই এখন “বসুমতী”র পরিচালক এবং  
আমাদের বিশ্বাস তিনি পিতার কীর্তি—  
এবং নাম রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন।

উপেন্দ্রনাথ প্রকৃতই কশ্মবীর। এমন  
অধ্যাবশ্যশীল, লোকরঞ্জক, কন্ঠিষ্ঠ  
প্রতিভাশালী—সচরাচর দেখা যায় না।

তাহার অদম্য উৎসাহ এবং সারা-জীবনের  
লক্ষ্য ছিল “সাহিত্য প্রচার”—অতি কিশোর  
বয়স হইতেই তিনি বাণীর উপাসক।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

সেই উপাসনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়া ছিলেন। আজ বাঙ্গালায় প্রতি গৃহে তাহার প্রকাশিত শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহ, কাব্য উপন্যাসাদি তাঁহার কীর্তি এবং অমর নাম রক্ষা করিতেছে—উপেন্দ্রনাথ অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। কীৰ্ত্তিই মানবকে অমর করে। যতদিন বাঙ্গালা সাহিত্য থাকিবে, ততদিন তাহার অমর কীর্ত্তি এবং অক্ষয় নাম রক্ষিত হইবে। বাঙ্গালায় “বঙ্গবাসী” “হিতবাদী” ও “বসুভূমি” তিনখানি সর্বশ্রেষ্ঠ সংবাদ-পত্র। এই তিনখানি পত্রের প্রকাশক এবং সম্পাদকগণ সুলভে বাঙ্গালায় সাহিত্য এবং শাস্ত্রপ্রকাশে কৃতসংকল্প হইয়া লুপ্তপ্রায় সাহিত্য এবং শাস্ত্রসমূহ উদ্ধার করিবার জন্ত বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন। বঙ্গবাসীর যোগেন্দ্র নাথ, হিতবাদীর কালী-প্রসন্ন গুপ্ত, শেষ উপেন্দ্রনাথ, তিনিও গতায় হইলেন। উপেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের একনিষ্ট সেবক ছিলেন। রামকৃষ্ণের আদর্শে তিনি গুপ্তভাবে বহু নিরন্তর সাহায্য করিতেন, কত তংখী কাঙ্গাল তাঁহার সাহায্য পাইত।

উপেন্দ্রনাথ অতি অমায়িক, চিরশান্ত নিরহঙ্কার, সদা হাস্যমান ছিলেন। যে একদিন, একদণ্ড—তাঁহার সহিত কথা কহিয়াছে, সে উপেন্দ্রনাথকে ভুলিতে পারিত না। নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা হইতে উপেন্দ্রনাথ উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু দরিদ্রকে সাহায্য করিবার জন্ত তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন—দরিদ্র বলিয়া কেহ তাঁহার নিকট উপেক্ষিত হয় নাই। ভগবান তাঁহার আত্মায় সঙ্গতি করুণ, তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে শান্তি দান করুন। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যেন শ্রীমান সতীশচন্দ্র দীর্ঘজীবী হইয়া পিতৃকীর্ত্তি অক্ষয় রাখিতে সক্ষম হউন। তাঁহার কার্যকুশলতা দেখিয়া

আমাদের আশা হয় যে, তিনি পিতৃকীর্ত্তি অক্ষয় রাখিতে সক্ষম হইবেন।

উপসংহারে বক্তব্য যেন “বসুভূমি” আফিস হইতে তাঁহার জীবন চরিত স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ হয়। তাঁহার জন্ম তারিখ ইত্যাদি “বসুভূমিতে” প্রকাশিত হয় নাই। এইরূপ কথ্য জীবনী এখন বাঙ্গালায় আধুনিক সুবঙ্গগণের চরিত্র গঠনের সহায়ক হওয়া উচিত। অতি সামান্য অবস্থা হইতে এইরূপ উন্নতির উপেন্দ্রনাথ একটি উচ্চ আদর্শ।

## Home Industries

### গার্হস্থ্য-শিল্প।

#### সীরপ প্রস্তুত প্রণালী।

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

#### LICORICE SYRUP.

যষ্টীমধুর সীরপ

ইহাও স্নমধুর এবং পিপাসা শান্তিকারক।

জল ... ৪৫ ভাগ

যষ্টী মধুর মূলের কুটী ৭৫ ভাগ।

১৫ মিনিট অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া অল্প পাত্রে ঐ জলটুকু বা ডিক্‌সনটা ঢালিয়া লইয়া তাহাকে পুনরায় অগ্নির উত্তাপে চড়াইয়া যখন ৩৬ ভাগ আন্দাজ থাকিবে, তাহাতে ৩০ ভাগ মধু দিয়া পুনরায় অগ্নিতে চড়াইয়া গলাইয়া এবং ফুটাইয়া লও। যেন দানাইয়া না যায়। তাহা শীতল স্থানে রাখিয়া ঠাণ্ডা হইলে বোতলে পুরিয়া লেবেলাদি দিয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত কর। যষ্টী মধু পিপাসা নাশক, সর্দি তরল কারক, স্নিগ্ধ এবং কোষ্ঠ পরিষ্কারক, আয়ুর্ক্বেদে ইহার বহু প্রশংসা আছে।

#### PINE APPLE SYRUP

আনারসের সীরপ

উৎকৃষ্ট স্নপক আনারসের ছাল ও চক্ষুগুলি

ছাড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া একটি প্রস্তরের বা মাটির বা কাষ্ঠের পাত্রে রাখিয়া দাও। তাহার পর একটা কাষ্ঠের উদোখল মুশলে সেই আনারস গুলিকে খেঁতলাইয়া ফেল, এবং সেই খেঁতলান আনারস গুলিকে বেশ নূতন কাপড়ের মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া তাহার রস বাহির করিয়া লও। ইতিপূর্বে যে সিম্পল সীরপ বা সাদা সিবপের কথা গত মাসে বলিয়াছি, সেইরূপে সরবৎ প্রস্তুত করিয়া এই আনারসের রসটা তাহাতে দিয়া অল্পক্ষণ ফুটাইয়া লইয়া শীতল স্থানে নানাইয়া রাখ। তাহার পর বোতলে পুরিয়া লেবেলাদি দিতে হইবে।

২য় প্রকার।

যদি ফল না দিয়া ফলের এসেন্স দিয়া প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত করিতে হইবে।

Oil of Pine apple 1 dr.

Tartaric acid 1 dr.

Simple syrup 6 Pt.

একত্র মিশ্রিত করিলেই হইবে। এই উপায়ে কলার, বেদানার এবং অন্যান্য বিবিধ ফলের এসেন্স মিশ্রিত করিয়া বিবিধ প্রকার সীরপ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। সীরপের বোতল খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং খুব সাদা হওয়া চাই। তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। এদেশে কমলা লেবু, পাতিলেবু, আনারস, বেদানা, কলার সীরপই সাধারণে অধিক পছন্দ করিয়া থাকে। বিলাতে নানাপ্রকার ফলের সিরপ পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই সেই ফলের এসেন্স দিয়া প্রস্তুত হয়।

#### ROSE SYRUP.

গোলাপের সীরপ

সাদা সীরপ ১ গ্যালন

Essence of Rose ১ আউন্স

ইহাতে ঈষদার স্বাদযুক্ত করিতে হইলে সামান্য

পুরাতন “কালের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

সাইট্রিক এসিড্ গলাইয়া মিশ্রিত করিয়া দিতে পারা যায়। গোলাপী রং করিতে হইলে Prepared Cochineal দিয়া রং করিতে হয়।

## COLD DRAWN CASTOR OIL.

### কোলড্ ড্রন কাস্টর অয়েল।

জোলাপের জন্য যে তৈল ব্যবহার হয়? তাহা “cold drawn castor oil” নামে অভিহিত। কাস্টর অয়েল অর্থাৎ রেডীর তৈল। ইহা প্রদীপ জ্বালাইবার জন্তও ব্যবহার হয়। বাহা মেডিক্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা কার্যে ব্যবহৃত হয়, তাহাকেই কোলড্ ড্রন আখ্যা দেওয়া হয়।

“Cold drawn Castor oil is the best quality and the only one fit for medical use.”

এই কাস্টর অয়েলের কাজ এদেশেও অনেক করিয়া থাকেন, ইহাও একটা লাভজনক ব্যবসাও বটে।

### কোলড্ ড্রন কাস্টর অয়েল

#### প্রস্তুত প্রণালী

#### (আধুনিক প্রক্রিয়া)

রেডীর ফল গুলিকে খেঁতলাইয়া খোলা সমেৎ বা খোলা ছাড়াইয়া মোটা মোটা ক্যাষিশের ব্যাগে পুরিয়া মুখ সেলাই করিয়া দিতে হয়। তাহার পর হাইড্রোলিক প্রেসের মধ্যে দিয়া চাপ প্রয়োগে তৈল বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। সমস্ত তৈল নিঃশেষ ভাবে বাহির হইয়া যাইলেই সেই তৈল টিনের পাত্রে ধরিয়া লইতে হয়। তাহার পর সেই তৈল টাকে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অগ্নির উত্তাপে চড়াইতে হয়। যখন জল ফুটিতে থাকে এবং তৈলের Albumen এবং Rasin অর্থাৎ তৈলের খেঁতলার ও বজনের

অংশ গাদ রূপে ভাসিয়া উঠিতে থাকে, তখন সেই গুলিকে সমস্তে ছাঁকনী দ্বারা তুলিয়া ফেলিতে হয়। তাহার পর চুলা হইতে নামাইয়া স্থির থাকিতে দিলেই জলের উপর তৈল ভাসিয়া উঠে, সেই তৈলকে উঠাইয়া লইয়া অথবা জল সমেৎ Canton Flannel নামক একপ্রকার স্পানেরের মধ্যে দিয়া ফিল্টার করিয়া লইয়া জলটা স্থির হইলে তাহার উপর যে তৈলটা ভাসিয়া উঠে, তাহা তুলিয়া লইতে হয় এবং টিনে বা বোতলে পুরিয়া রাখিতে হয়। ইহার নাম “Cold drawn Castor oil.”

আমেরিকার পদ্ধতিতে একটু পার্থক্য আছে। “In the United States a somewhat different method of extraction is adopted. The cleaned seeds, are heated in an iron tank with care to avoid scorching. Pressure is then applied and first quality oil is drawn off. The pressed residue is again heated and squeezed, the product being the second quality. A third quality oil is obtained after repetition of heat and pressure. Each these three products has to be further purified by heating with water as described above under cold drawn oil.”

আমেরিকার প্রথমতঃ পরিষ্কার করিয়া গইয়া রেডীর শুষ্ক ফল গুলিকে একটা লৌহ কটাহে গরম করিতে দেওয়া হয়, এবং খুব সাবধানে ভাজিতে হয়, যেন ভাজিতে যাওয়া পুড়িয়া না যায়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। তাহার পর হাইড্রোলিক প্রেসে চাপিয়া যে তৈল বাহির হয়, তাহাই ফাষ্ট কোয়ালিটি বা এক নম্বরের তৈল

হয়। তাহার পর বীজের শীটে গুলোকে আবার পুরোক্ত প্রকারে উত্তাপ দিয়া কলে চাপ দিয়া যে তৈল বাহির হয়, তাহাকে সেকেন্ড কোয়ালিটি বা ২নং তৈল বলা হয়, তাহার পর ৩য় বার আবার ঐ শীটে গুলোকে কটাহে উত্তাপ দিয়া পুনরায় কলে চাপ দিয়া তৈল বাহির করা হয়, ইহাকে থার্ড কোয়ালিটি বা ৩নং তৈল বলা হয়।

তাহার পর ১ নং ২ নং ৩নং সকল নম্বরের তৈলকেই পুরোক্ত কোলড্ ড্রন তৈল প্রস্তুতের প্রক্রিয়ায় জলের সহিত মिला ইয়া ফুটাইয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়। আমাদের বোধ হয়, আমেরিকান প্রথাই উৎকৃষ্ট প্রণা। যে সকল তৈল কল কব্জার এবং পোড়াইবার জন্ত ব্যবহার হয়, তাহার প্রস্তুত প্রণালী বীজকে খেঁতলাইয়া হাইড্রোলিক প্রেসে চাপ দিয়া তৈল ব্যবহার করা। তাহাকে গরম জলে ফুটান হয় না।

আমেরিকান পদ্ধতিতে যে তৈল প্রস্তুত হয় তাহার রং কিছু গাঢ় (Darker) হয়। কিন্তু বিশেষ ভাবে যে পরিশুদ্ধ হয়, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

আমাদের দেশের গরীব লোকেরা ঐ রেডীর ফল গুলিকে শুষ্ক করিয়া টেকিতে ফুটাইয়া জলের সহিত মিশাইয়া খুব জ্বালিয়া ফুটাইতে থাকে, তাহার পর জলের উপর যে তৈল ভাসিয়া উঠে, তাহাই যত্ন সহকারে তুলিয়া লইয়া প্রদীপে পোড়াইয়া থাকে বীজ—ইহাতে তৈল বাহির করিয়া লইবার পর যে শীটে থাকে, তাহাকে রেডীর খোল বলে। কৃষি কার্যে রেডীর খোল প্রচুর পরিমাণে আজকাল ব্যবহৃত হইতেছে।

## Kapok or Tree Cotton.

### সিমুল তুলা।

কার্পাসের তুলার চাস এবং তাহার স্ততা হইতে বস্ত্রবয়ন করিয়া বস্ত্র-শকট হইতে পরি-  
ক্রাণের যে গবেষণা দেশকে কয়দিন তোড়  
পাড় করিয়া তুলিতেছিল, এখন সে ঢেউ  
খামিয়া গিয়াছে, কেহ যে নতুন করিয়া  
তুলার চাস করিয়াছে, এমন সংবাদ আমরা পাঠ  
নাই। বাক সেতো গেল। চাষের কথা, তাতে  
বড় কষ্ট, বাঙ্গালী আমরা, এতকষ্ট করিয়া বস্ত্র  
কষ্ট নিবারণ করা অপেক্ষা বরং বস্ত্র দামট  
চড়িয়া যাউক না কেন, ক্রয় করিয়া বিলাতি  
বস্ত্র পরিধান করাই সহজ সাধ্য বলিয়া স্থির  
করিয়া লইয়াছি। নাকে কান্দা আর মুখের  
বক্তৃতায় ঙ্গে ঘুচে না, এইটাই হইতেছে বিষম  
গোলের কথা। সে কথায় আর কাজ নাই,  
কিন্তু আর একটা তুলার কথা বলিব, সেটা  
সিমুল তুলা। বাঙ্গালার বহু জঙ্গলে, গ্রামে  
গ্রামে বসন্ত সমাগমে লোহিত বর্ণ, সিমুলের  
ফুল দীপ্ত আলো করিয়া প্রস্ফুটিত হইয়া  
থাকে, তাহা দেখিতে কাহারও বাকী নাই।  
সেই নিগুণ গন্ধ শূন্য পুষ্পরাজী হইতে আমা-  
দের উপাধানের উপযোগী সিমুল তুলার জন্ম,  
ইহাও অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু  
সেই তুলা সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা একটা  
উৎকৃষ্ট ব্যবসায় চলিয়া থাকে। ইহা বাঙ্গালা  
দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কাগুন চৈত্র মাসে  
এই সিমুলের ফল পাকিয়া উঠে। একটা জন  
প্রবাদ আছে, চৈত্র মাসের শিবের গাজনে  
ঢাকে কাটি পড়িলে অর্থাৎ ঢাক বাজিলে  
সিমুলের ঐ সকল পাপড়ী ফাটিয়া বাতাসে  
উড়িয়া চলিয়া যায়। বাঙ্গালার বহু স্থানে এইরূপে  
তুলাটা উপেক্ষিত হয়। কোন কোন স্থলে  
কৃষকেরা এই পাপড়ী গুলিকে সময়ে গাছ  
হইতে ভাঙিয়া রোদে দিয়া ইহার তুলা সংগ্রহ

করিয়া থাকে মাত্র। অধিকাংশ স্থলে জঙ্গলা  
দিতে আশনা হইতে কাটিয়া দিক দিগন্তে উড়িয়া  
যায়, জিনিসটা নষ্ট হইয়া যায়। যে সকল  
তুলার আমরা বালিস ও গদী প্রভৃতি প্রস্তুত  
করি, তাহা পশ্চিমের আমদানী তুলা, এ তুলা  
বিদেশেও রপ্তানী হইয়া থাকে। ইংরাজীতে  
ইহার নাম “Kapok or Tree Cotton.”  
সিমুলের গাছের কেহ চাষ করে না। ইহার  
বীজ পড়িয়া আপনা হইতে নিত্যন্ত অল্পেও  
গাছ হয়। গাছের গায়ে কাঁটা আছে, এবং  
গাছ ও খুব বড় হইয়া থাকে।

বাঙ্গালার লোকে সমস্ত দ্রব্যেরই যেমন  
ক্রেতা, ইহারও সেইরূপ। এ তুলা প্রতি গৃহস্থ  
সংগ্রহ করিলে প্রতি বৎসর অনেক বালিস  
হইতে পারে, এবং অনেক অর্থ বাঁচিয়া যায়।  
কেন না খুচরা ১০, ১০/০, ৫০, সেব বিক্রয় হয়।  
উচ্চোগী হইলে জঙ্গলের মালিকগণের নিকট  
হইতে গাছ প্রতি কিছু খাজনা দিয়া এই  
তুলা সংগ্রহ কবিলে সহরে আনিয়া বেশ একটা  
উৎকৃষ্ট অর্থকরী ব্যবসায় চালান যায়। স্বর্ণপ্রসূ  
ভারতে যে শ্রমশীল, তাহার অন্নের অভাব হয়  
না। কিন্তু সকল বিষয়ই উপেক্ষা করা আমা-  
দের যেন একটা মজাগত ব্যাধি। দেশের  
জিনিস নিজেরাই উপেক্ষা করিয়া আমাদের  
নিজের অভাব নিজেরাই সৃষ্টি করিয়া লইয়া  
নাকে কান্দি, আর হায় হায় করি। কি-  
মার্শচর্য্য মতঃপরঃ! ইহাপেক্ষা বিশ্বাসের  
কথা আর কি আছে? এ সকল কথা জানে  
সকলেই, কিন্তু তথাপি মনে পড়াইয়া নিলাম  
যে, ইহা একটা লাভজনক কাজ, সুতরাং বাগা-  
নের চতুর্দিকে সিমুলের বৃক্ষ রোপণ করিয়া  
২৫ বৎসরে ইহার দ্বারা একটা অতিরিক্ত আয়  
বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। সিমুল তুলার দর  
এখন ২৩০ হইতে ২৩৫ এই। সিমুল তুলা  
জাহাজে বিলাত যায়। এত বড় একটা লাভ  
জনক কার্য্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া

উচিত নহে কি? আমরা বহুস্থলেই দেখি-  
য়াছি যে, বাঙ্গালার বনে জঙ্গলে এমন কি  
বাগানের সিমুল তুলাও কেহ বস্ত্র সহকারে  
সংগ্রহ করেন না। বহু সংখ্যক বৃক্ষের তুলা  
উড়িয়া দিক দিগন্তে চলিয়া যায়। কিন্তু কোন  
কোন প্রদেশের লোকে আগ্রহ এবং বস্ত্র  
সহকারে সংগ্রহ করে বলিয়াই আমরা সিমুল  
তুলা খরিদ করিতে পাই। বাহারা সংগ্রহ  
করে, তাহার ইহার লাভ বুঝিয়াছে বলিয়া  
বন জঙ্গল হইতে সংগ্রহ করে এবং তাহা এত  
প্রচুর যে বিদেশেও রপ্তানি হইয়া থাকে।  
পশ্চিমের প্রচুর তুলা বাঙ্গালার আসিয়া থাকে,  
তাহাই আমরা ক্রয় করিয়া থাকি। বাঙ্গালার  
মাটিতেও প্রচুর সিমুল গাছ জন্মিয়া থাকে,  
ব্যবসায়ের হিসাবে বাঙ্গালার কেহ ইহার  
চাষ করে না। কদাচিত বীজ পড়িয়া অল্পে  
বাগানে পুকুরেব পাড়ে আপনা হইতে জন্মিয়া  
বড় হয়, এবং তাহাতে তুলা জন্মিলেও কেহ  
সংগ্রহও করে না। বাগানের চতুর্দিকে  
সিমুল বৃক্ষ রোপণ করিলে বসন্তে দূর হইতে  
বাগানের সৌন্দর্য্যও বন্দ হয় না, অথচ একটা  
লাভজনক কার্য্যও হইয়া থাকে। কত  
দেখাইব, সিমুল তুলার জায় তেতুল, হরিজা,  
হুট, আদা প্রভৃতিও বিদেশে রপ্তানী হইয়া  
থাকে। বাঙ্গালার এই সকল দ্রব্যের প্রচুর  
আবাদ হওয়া উচিত।

আমরা “কাজের লোকে” রেডীর চাষের  
কথা লিখিয়া ছিলাম, রেডীর বীজ ১২১, ১৩,  
মন বিক্রয় হয়। রেডীর তেল এখন ৫০/০  
সের, ৩৫০৩ টাকামন বিক্রয় হইতেছে।  
লোকে আর ব্যবহার করিতে পারিতেছে না।  
পশ্চিমে সরিষাব আমদানী হওয়ায় বাঙ্গালার  
অনেক স্থলেই সর্ষপের চাষ উঠিয়া গিয়াছে।  
রেল সর্ষপ আসিতে না পারায় বাঙ্গালা  
দেশের ঘানির কাজ বন্দ হইতে বসিয়াছে  
তৈল ৪০, মন বিক্রয় হইতেছে। এ দেশে

২০০—ছাত্রের জন্মমাস পর্য্যন্ত অর্ধ মূল্য লওয়া হইবে।

সর্বপের চান থাকিলে এ অস্থবিধা ভোগ করিতে হইত না।

## Medical Notes.

### নানা কথা।

তাড়াতাড়ি খাওয়া।

অনেকেরই মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল আছে যে, তাড়াতাড়ি খাওয়ায় স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। কিন্তু Journal of Mental and Nervous Disease নামক পত্রে প্রকাশ যে, তাড়াতাড়ি খাওয়া বা আস্তে আস্তে খাওয়াতে বিশেষ কোন আঁস যায় না—স্বাস্থ্য বিশেষ-রূপ চর্কণের উপর নির্ভর করে। তাড়াতাড়ি খাইলে চর্কণের ব্যাঘাত হয়, সেইজন্যই তাড়াতাড়ি খাওয়া ভাল নয়। জর্জাল বলেন There is a prevalent idea that slowly eating is very favourable to digestion, but this is largely fallacious. The important point is not that we eat slowly or fast, but that when we do eat, we chew with energy. \* Energetic chewing stimulates the secretion of saliva in the most favourable manner."

কাকড়া বিছার কামড়ে মধু।

Dr. Chalke, Civil Surgeon of Nagapatam, Madras ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল রেকর্ড নামক পত্রে কাকড়া বিছার কামড়ে মধুর উপকারিতার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। দষ্ট স্থানে মধুর প্রলেপ দিবা মাত্রই সমস্ত আলা যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হইয়া যায়।

ডাক্তার আরও বলিয়াছেন যে, যদি মধু না পাওয়া যায়, তাহা হইলে চিনিকে খুব ঘন

করিয়া জল দিয়া গুলিয়া লাগাইলেও উপকার হইবে। অভাবে গুড় লাগাইয়া দিলেও উপকার হয়। "That the application of honny to the affected part acts best by producing almost instant relief."

ডাক্তার সরকার তাহার "Calcutta Journal of Medicine" নামক পত্রিকায় ইহার নীচে মন্তব্য করিয়াছেন যে, We may add that treacle and brandy are almost as efficacious as honey or sugar" অর্থাৎ গুড় এবং ব্রান্ডী মিলাইয়া আহত স্থানে দিলেও ঐ রূপই উপকার পাওয়া যায়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, হোমিওপ্যাথিক Ledum সেবন করাইলেও যন্ত্রণা আশু শান্তি হইয়া যায়। "Ledum is a good internal remedy."

Calcutta Journal of Medicine 1896, May.

## Death Caused by BROMIDE OF POTASSIUM.

### ব্রোমাইডে মৃত্যু।

কলিকাতা জর্জাল অফ্ মেডিসিন, মে সংখ্যা, ১৮৯৬।

১৮৯৬ সালের এপ্রেল সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল, একটা লোকের Neuralgia (ন্যায়শূল) পীড়ার যন্ত্রনার জন্ত সে লোকটা ২ হইতে ৩ ড্রাম ব্রোমাইড পটাশিয়াম ব্যবহার করিত, এইরূপ বৃহৎ মাত্রায় ব্রোমাইডের বিষক্রিয়ায় কোন বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ না পাইলেও তাহার Palpitation of the heart অর্থাৎ হৃদস্পন্দন আরম্ভ হইল। ২৩শে মার্চ তারিখের রাত্ৰিকালে তাহার অতিশয় শীত বোধ হইতে লাগিল, তাহার পর ২বার গভীর শ্বাস টানিয়া পরক্ষণেই মরিয়া গেল।

যে ডাক্তার তাহার চিকিৎসায় নিযুক্ত ছিলেন, তিনি ২৬শে মার্চ করোনায়ের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন যে, তিনি যখন বাইরা রোগীকে দেখিলেন, তখন সে মৃত। তাহার মুখ সম্পূর্ণ হাঁ হইয়া আছে, চক্ষু অর্ধ নিম্নলিত, চক্ষের কনিকা কতক প্রসারিত। তাহার টেবিলের উপর লবণের জায় একটা পদার্থ পূর্ণ শিশি ছিল। পরীক্ষা দ্বারা দেখিলাম, যে তাহা বিত্তক ব্রোমাইড পটাশিয়াম। হার্টফেল হইয়াই রোগীর মৃত্যু হইয়াছিল।"

লান্সেট পত্র সতর্ক করিতেছেন যে, পুনঃ পুনঃ ব্রোমাইড দেওয়া অসুচিত।

আমরা এইরূপ মৃত্যুর একটা ঘটনা জ্ঞাত আছি। সে রোগীর ভর পাইয়া মেনিঞ্জাইটিসের জ্বায় খেচনী ইত্যাদি লক্ষণ ছিল, রোগী কলিকাতায় নিনতলায় প্রায়ই বেড়াইতে বাইত, অকস্মাৎ একদিন ভয় পাইয়া, তাহার শিরঃপীড়া এবং তৎপরে ভয়ানক খেচনী আরম্ভ হয়।

তাহাকে ঘনি দেখিতেছিলেন, তিনি হোমিওপ্যাথিক opium ৬ দিয়া যেন একটু রোগীকে সুস্থবোধ করিতেছিলেন, তাহার বিশ্বাস ছিল যে, ২০০ শক্তির এক মাত্রা opium দিলে রোগী আরোগ্য হইতে পারে কিন্তু তাহার নিকট তাহা ছিল না। তিনি কিং কোম্পানীকে ঔষধ পাঠাইবার ক্ষমতা পত্র গিথিয়া, নিজে ম্যাগেরিয়ার প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন, কাজেই স্থানীয় এলোপ্যাথিক ডাক্তার তাহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। এ সময় রোগীর লক্ষণ, সম্পূর্ণ অনিদ্রা, মধ্যে মধ্যে প্রবল আক্ষেপ, শিরঃপীড়া, ঘাড়ে বেদনা। চক্ষের চাহনী কাঁকা। ইত্যাদি।

এসকল উপসর্গের জন্ত ডাক্তার তাহাকে পটাস ব্রোমাইড দিয়াছিলেন।

কত পরিমাণ দিয়াছিলেন, জ্ঞাত নহি, কিন্তু পরদিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় হঠাৎ

৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৯০ টাকা লইব।



মোট দুটি নীলাভ হইয়া কথা কহিতে কহিতে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

সেই অবধি আমাদের বিশ্বাস যে, ব্রোমা-ইড্ অভ্যাস অধিক মাত্রায় প্রয়োগে হৃদ-যন্ত্রের ক্রিয়া দুর্বল হইয়া রোগী অকস্মাৎ মারা পড়ে। এ ঔষধটাকে আমরা ভয়ানক ভয় করিয়া চলি।

ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার এম, ডি, মহোদয় "Calcutta Journal of Medicine" পত্রে উপরোক্ত ল্যানসেট পত্রের ঘটনাটির উপর মন্তব্য করিতেছেন যে, This case shows as clearly as possible the danger of taking any drug however harmless it might be said to be by allopaths in large and repeated doses."

## Homeopathic notes.

### হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা তথ্য।

:-:-:-

বালকের বয়স ৯ বৎসর, বহুদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে—একাদশীর পূর্বে বা পরে পূর্ণিমা, অমাবস্যা মাসে তাহার ১৭১১টার সময় প্রায় প্রতিমাসেই জ্বর হয়। গত ২০শে এপ্রিল নাগাদ তাহার এবারে যে জ্বর হয়, তাহাতে নিম্নলিখিত উপসর্গগুলি প্রকাশ পায়।

শুনবরত ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব—কাপড়ে লাগিলে ঠিক হকার জল লাগিলে যেমন লাগে লাগে দাগ হয়, সেইরূপ দাগ হইতে লাগিল, ৪৫ দিন এইরূপ উপসর্গ বিজ্ঞান থাকে। ইতিপূর্বে তাহার একটা নাকটানা উপসর্গ দেখা যায়। বালকের ক্রিমির খাতু, তাহাকে

সাবাডিল্লা ৩০ দেওয়া হয়। এক মাত্রাতেই তাহার সেই নাকটানা অভ্যাস বন্ধ হইয়া যায়। তাহার কয়েক দিন পরেই ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাবের উপসর্গ আরম্ভ হয়। ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র দাস মহাশয় তাহাকে ২০০ শক্তির ২টা মাত্র ২০০০টাকা ১বার মাত্র সেবন করিতে পরামর্শ দেন। সেবন করার অল্প ঘণ্টা পর হঠাৎ সে সকল উপসর্গ আরোগ্য হইয়া যায়। এখন বালক সুস্থই আছে।

## ম্যালেরিয়ায় দেশীয় মহৌষধ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নাটো সম্বন্ধে আমি আমার পরীক্ষালব্ধ ফলই প্রকাশ করিলাম। আশা করি এ দেশের চিকিৎসকগণ—কুইনাইনের পরিবর্তে এই বিনামূল্যে প্রাপ্য সামান্য উদ্ভিদের একটু আদর করিবেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে নাটোর ক্রুর গুণ লিপিত হইয়াছে, আমি তাহা অবগত নহি। আমার অনুবোধ—কোনও কবিবাজ মহাশয় নাটোর গুণ সাধারণের গোচরীভূত করুন। ইহাতে দেশের অনেক উপকার হইবে, দরিদ্র রোগীগণও বাচিয়া নাইবে। এই ভ্রমেরে আমাদের দেশীয় ঔষধ গুলির গুণাগুণ পরীক্ষিত হওয়া উচিত। কত বিদেশী আসিয়া আমাদের দেশের উদ্ভিদের গুণ পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদের মতামত সাধারণের উপকারার্থে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আর আমরা এমনি অজস্র ও কঠিনা বিমুখ যে, নিজের হাতের নিধি হেলায় হারাইতে বসিয়াছি। এজন্য আমাদের লজ্জা কি অমূল্যপণ্ডিত হয় না। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা কি চিরদিনই এইরূপে জগতের মাঝে দ্বিতীয় পুরাতন "কাছের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

হইবে? আমরা কি আপনার জিনিষ কখনও চিনিবার চেষ্টা করিব না!

আমি অনেকগুলি দেশীয় উদ্ভিদের ক্রিয়া-শক্তি পরীক্ষা করিয়াছি। সুযোগ ও সুবিধা পাইলে একে একে তাহা প্রকাশ করিব।

ডাক্তার শ্রীক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়  
L. M. S.

## Curious Facts.

### বিশ্বয়কর তথ্যাবলী।

মৃত্যুর একটা বিশেষ লক্ষণ।

যে ব্যক্তি শাশ্বত মরিবে, অথবা মরণের পর তাহার শরীরে যদি একটা পিন্ ফুটাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই ছিদ্র যেমন মৃত জীবের চক্ষের উপর ছিদ্র করিলে বন্ধ হয় না—খোলাই থাকিয়া যায়, মৃতোন্মুখ ব্যক্তির গাত্রেও সেইরূপ থাকিয়া যায়। তাহা সংকোচ হইতে জানে না। ইহাই মৃত্যুর একটা জব চিহ্ন স্বরূপ। কিন্তু যতক্ষণ জীবনী শক্তি থাকে, ততক্ষণ পিন্ ফুটাইয়া পিন্ তুলিয়া লইবা মাত্র ছিদ্র বন্ধ হয় এবং সেখানে পিন্ ফুটানর চিহ্ন মাত্র থাকে না।

### HOW TO PROLONG LIFE.

Activity without over work, healthful living, Moderation, selfcontrol, the due excise to all faculties, the cultivation of the reason, judgement and the will, the nature of kindly feeling and the practice of doing good—all these things in fact, which tends to build up noble hood—also prepare the way to long life and happy and blessed old age" অর্থঃ



কর্মে, পরিশ্রমে, বাকো, আহারে বিহারে, মিতাচারিতা, রাগ ঘেযাদি পরিশ্রুততা, দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি যাবতীয় সদগুণের উৎকর্ষতা, সর্বদাই পরহিত সাধনের চেষ্টা, স্বার্থতাগ প্রভৃতি যে সকল সদগুণে মনুষ্য গঠন করে, ঠিক সেই সমুদয় গুণেই দীর্ঘ জীবন এবং সুখ-ময় বান্ধকাতার পথ প্রস্তুত করিয়া থাকে। অহরহই স্বর্গের পবিত্রতা রক্ষা দ্বারাই জীবনকে দীর্ঘ করিতে পারা যায়। এদেশের ছেলেরা এ কথা কবে বুঝবে?

### বাঁশের চাউল।

বাঁশের সচরাচর ফুল হয় না, হওয়াও বড় অস্বাভাবিক। কিন্তু ১৮১২ খৃষ্টাব্দে যখন ভারতে ভয়ানক দ্রুষ্ক হইয়াছিল, সেই সময় ভগবানের কি অপার করুণা, ভারতের সর্বত্রই বাঁশ গাছে ফুল এবং সেই ফুল হইতে ধাত্তের ত্রায় একপ্রকার বীজ জন্মিয়া ছিল, তাহারই চাউল দ্বারা প্রায় ৫০০০০ লোক প্রতাহ জীবন ধারণ করিত। এইরূপ কত কঠোরতার পরীক্ষায় ভারত উত্তীর্ণ হইয়া আজও বর্তমান আছে। ষষ্ঠ ভারতের জ্ঞান, সহিতেই যেন ভগবান ভারতের সৃষ্টি করিয়াছেন।

### বয়স গণনার সংস্কৃত।

বয়স গণনার নানা প্রকার উপায় অনেকে আবিষ্কার করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নে একটা পছন্দ দেওয়া গেল।

মনে করুন, একটা বালিকার বয়স ১৫

বৎসর। সে আগষ্ট মাসে জন্মিয়াছে। তা'কে বলুন, তাহার যে মাসে জন্ম, সেই মাসের সংখ্যা লিখিতে।

জানুয়ারী হইতে আগষ্ট	৮ মাস।
ইহাকে ২ দিয়া গুণ কর	১৬
উহাতে ৫ যোগ দাও	২১
তাহাকে ৫০ দিয়া গুণ কর	১০৫০
তাহাতে তাহার বয়স ১৫ বৎসর যোগ দাও, হইল	১৫৬৫
তাহা হইতে ৩৬৫ বাদ দাও	

থাকে ... ৭০০

ইহাতে ১১৫ যোগ দিলে হইল ৮১৫

এখন তাহার বয়স হইল, ১৫ বৎসর, জন্ম মাস হইল ৮ অর্থাৎ আগষ্ট। এইরূপ করিয়া যে সংখ্যা হইবে, তাহার ডাইনের ২টী অঙ্ক তাহার বয়সের বর্ষ, বাম ধারের অঙ্কটী বা অঙ্কগুলি তাহার জন্ম মাস সংখ্যা। এই নিয়মে ১০০ বৎসর গণনা পর্যন্ত গণনা করিতে কখনই নিষ্ফল হয় নাই। ১০ বৎসর কম বয়সের ভাগ শেষ ০ থাকিবে, তাহার কোন হিসাব ধরা হয় না।

### কৌতুক কণা।

জননী!

আদিভা কুমার! তোমার ভগিনী পালীকে আমার যেটুকু ভাল, সেটুকু দিয়েছ তো? আদিভা। দিয়েছি মা, আমি সমস্ত খেয়ে আটটা তাকে দিয়েছি।

জননী। সে কি? আটটি কি ভাল জিনিস?

আদি। ওহা—ভাল জিনিস নয়, আটটা পুত্লে কত গাছ জন্মাবে—সে গোটা বাগানটার আম থাকে না কেন—তখন আমি চাইতেই যাব না।

ম্যাডাম। আরলীগের জল বান্ধ খুব ভাল ও স্বাস্থ্যকর।

জনৈক ভদ্রলোক। চূপ করুন ম্যাডাম, ইংলণ্ডে একথা বলবেন না, তা হলে টাক্স হয়ে যাবে।

### ডাক্তারী পরীক্ষার হল।

ফাষ্ট এডের পরীক্ষা।

পরীক্ষক। আচ্ছা বল দেখি, কোন লোক যদি বারুদে আঙুল লাগিয়া উড়িয়া যায়, তা'হলে সব প্রথমেই তুমি কি করবে?

ছাত্র। যে পর্যন্ত লোকটা নীচে এসে না পড়ে, সেই পর্যন্ত আকাশ পানে তাকিয়ে অপেক্ষা করবো, আর কি। আমিও কি তার সঙ্গে উড়বো?

পরীক্ষক। বাঃ বুদ্ধিমান ছেলে বটে—

(ফুল নম্বর)

### সানুনের নিবেদন—

যাহারা এখনও পর্যন্ত “কাজের লোকের” ১৯১০ সালের বার্ষিক মূল্য পাঠাইয়া দেন নাই, তাহারা যেন অবিলম্বে টাকা পাঠাইয়া দিয়া আমাদের অগ্রগৃহীত করে। কাজের লোকের” বার্ষিক মূল্য অগ্রিমই দেয়।

বশব্দ—

কার্য্যাধ্যক্ষ।

## কাজের লোক আফিস!

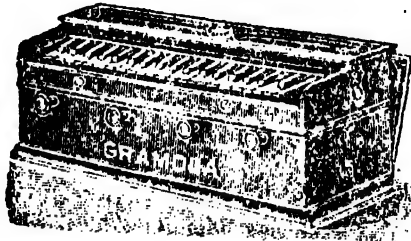
১৭নং অক্ষুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫এ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে ত্রিশারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক

১৭নং অক্ষুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

কাজের লোক, কলিকাতা।

## ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



৪০ বৎসর পূর্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত। আজিও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সহজে ধারাপ হয় না। ইহার স্বর অতীব মধুর। শুণের তুলনায় ইহার স্বর অতি অল্প।

৩ অক্টেভ, একসেট রীড, ৩ বা ৪ টপ মূল্য ২৪/-

এ দুই সেট রীড, ৪ বা ৫ টপ মূল্য ৩৬/- ও ৪০/-

দক্ষিণাবাহু প্রদত্ত হারমোনিয়ম শিক্ষা, মূল্য ২/-

সঙ্গীতচর্চা শ্রীকৃষ্ণকেশ বিখাস প্রণীত নূতন পুস্তক সরল হারমোনিয়ম শিক্ষা মূল্য ১/-

Write for Illustrated Catalogue

**DWARKIN AND SON**  
**No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.**

নূতন আচকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক যাহারাই কাজের লোকের মূল্য ২৫/- এবং মাত্র ৪/- অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩১ মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। মফঃস্বলে ডিঃ পিঃ ও কোম্পানী লিমিটেড লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

### EUROPEAN AGENCY.

**WHOLESALE** buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery, Boots, Shoes and Leather, Chemicals and Druggists' Sundries, China, Earthenware and Glassware, Cycles, Motor Cars and Accessories, Drapery, Millinery and piece Goods, Fancy Goods and perfumery, Hardware, Machinery and Metals, Jewellery, Plate and Watches, Photographs and Optical Goods, Provisions and Oilmen's Stores, etc., etc.

Commission 2½% to 5%.

Trade Discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from £10 upwards.

Consignments of Produce Sold on Account

**WILLIAM WILSON & SONS**

(Established 1814),

26, Abchurch Lane, London, E.C.

Ge Address: "ANNUAL, LONDON."

### বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্থান পরিবর্তন।

আমরা আমাদের সাবেক ঠিকানা নং ১ সি বেট নিকটস্থ টি মার্কেট হাউস বিল্ডিং (ঠিক লালবাড়ার দক্ষিণ মোড়ে) উঠিয়া আসিয়াছি, স্মরণ রাখিবেন।

### উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন্ করা কার্টের প্রস্তুত—সুদলে অতিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা স্বর বাঁধা—যাহা হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটা স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অন্যত্র যাইবেন। ১ সেট্ রিড যুক্ত ১৫/-, ২০/- এবং ২৫/-। ২ সেট্ রিড যুক্ত ২৫/-, ২৭/-, ৩০/-, ৩৫/-, ৪০/-, ৪৫/- এবং তদুর্দ্ধ মূল্যের সর্বদাই বিক্রয়ার্থে আছে।

গ্রামোফোন এক বিবিধ নূতন রেকর্ড—আবু হোসেন পালা ১০ খানা রেকর্ড সম্পূর্ণ ৩২/- টাকা, ভিসমিস ৪ খানা রেকর্ড (ডবল সাইডেড) ১০/- এতদ্বির অসংখ্য সুগায়ক গায়িকার বাছা বাছা গান রাখাই আমাদের বিশেষ। প্রত্যেক হারমোনিয়মের স্বরের জন্য ২ বৎসর গারান্টি দেওয়া হয়।

নিরদবরণ সেন এণ্ড সন্স,

৮১২ নং নং বেটিং স্ট্রীট, (লালবাড়ার মোড় হইতে দক্ষিণ দিকে বাম ফুটপাথর)।

কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

# কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীটনষ্টকরবার ঔষধ

## মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে। ইহা অপ্রত্যাশ্য নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূল্যবান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্টে কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লন্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত “কিটিংস পাউডার” মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

### সাবধান !

অনেক প্রভাবক ছারপোকায় ঔষধ বলিয়া ঠকায়, যেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কৌটায় কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

### মূল্যাদি ।

বড় শিশি ১১/০

মাঝারী ১০/০

ছোট ১০

ডাকমান্ডল, ডিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।

কিটিংসের কফ লঞ্জেঞ্জস—সর্বপ্রকার সর্দি কাশীর অমোঘ ঔষধ ৮০/০।

কিটিংসের বন্বন—সর্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৮০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

৭নং বোন্‌ফিল্ড লেন, কলিকাতা।

কে চৌধুরী - ব্রহ্মাক কালীর বড়ী।

বোতল কালী ও কালির পাউডার বা চূর্ণ।

আমরা নানাবিধ অতি উৎকৃষ্ট লিথিবর কালি সচরে ও মফস্বলে বিক্রয় করিতেছি। অন্যান্য কালি হইতে আমাদের কালি ভাল অথচ সুলভ। আমাদের কালিতে লিখিলে কলমে মরিচা ধরে না। কাগজ চপ্পিয়া যায় না। অক্ষরগুলি উজ্জ্বল ও স্থায়ী রং বিশিষ্ট হয়। বড়ি কালির একটি বড়িতে এক দোয়াত ব্রহ্মাক কালি হয়। স্কুলের ছাত্রগণ ও সর্বসাধারণ তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেছেন। স্কুলের মাস্টার এজেন্ট হইতে চাহিলে উপযুক্ত কমিশনে কালির এজেন্সী দিয়া থাকি।

কালির বড়ী একশত ১৮

বোতলকালী ১নং প্রতি বোতল ৮০ ২নং ১৮০

এজেন্টগণের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করা হয়। সর্বত্র আমাদের কালির এজেন্ট ১০ অর্ডারনা টিকিটসহ পত্র লিখুন।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং, সুসামগঞ্জ, ব্রিটিশ।

## প্রত্যেক দূরদর্শীকে

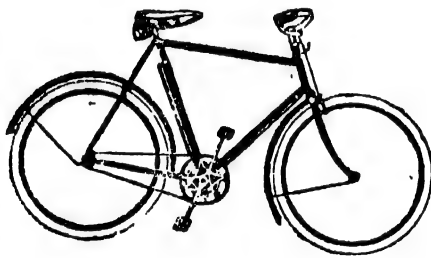


অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বস্তুই ঐশ্বর্য না হইলে চিকিৎসাকাঙ্ক্ষী সকল হয় না। আমাদের সমস্ত ঐশ্বর্য বিস্তৃত—টাকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঐশ্বর্য প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাকেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, রাথ, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এম; নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; কীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি অচিকিৎসকগণ আমাদের ঐশ্বরের বিস্তৃততার জন্যই আমাদের ঐশ্বর্য ব্যবস্থা করেন। সুলভে পরমা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই হুঃখ! আমাদের মাদারটিংচার ৮০; ১—১২ প্রতি ড্রাম ১০, ৩০ ক্রম পর্যন্ত ৮০। ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং.

হোমিওপ্যাথিক কেমিস্ট্রি,

৩০ নং হ্যারিসন রোড, কলেজ স্ট্রিট অংশ, ব্রাহ্ম—৪৫ নং ওয়েলিংটন স্ট্রিট, কলিকাতা;



প্রত্যেক কালের লোকেরই সাইকেল আবশ্যিক। যেহেতুক অর সময়ে অধিক কাজ করার দরকার কালেরলোক হাজিরই যে টেতা সর্বপ্রথম আবশ্যিক, টেতা বলাই নিশ্চয়। আমাদের নিকট সকল বকম সাইকেল উচ্চ সরঞ্জাম সর্বদা পাওয়া যায়। হুই পরসার টিকিটসহ, পত্র লিখিলেই সচিব ক্যাটলগ পাঠান যায়।

## স্যাণ্ডোর

## স্পিং ডায়েল



টেরিস গ্রিপ, ও চেই-এক্সপাণ্ডার হালা নিয়ম মত ব্যায়াম করিলে স্তম্ভ, সনল ও নীরোগ হওয়া হয়। ইহা প্রব সত্য। কুট-বল খেলার আমোদ কাটাকেও বলিতে পারেন না। কুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলার যাবতীয় জিনিষ সুলভে নিয়-লিখিত ঠিকানায় সর্বদা প্রচুর পাইবেন মূল্য তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠান যায়।



যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত পারক ব্যায়াম দিগের মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিভ্রম আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একটী কলের গান বাজুন, ১২ বানা উৎকৃষ্ট গানসহ একটা উৎকৃষ্ট কলের দাম ৩০. টাকা মাত্র। গানদের প্রামোদন আছে, তাঁহারা যদি অগ্রগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রাণি মাসে নতুন রেকর্ডের তালিকা বহাসময়ে তাহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

# স্বাস্থ্য-পুস্তক ।

## বিনামূল্যে বিতরণ ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুঃ কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম যথাযথরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্য-শালী করিবে ।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ভাক খরচার প্রেরিত হয় :

## আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা ।

অত্যধিক বা অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে জননেদ্রিয়ের যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না কেন, উহা আবেগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দোষ ঔষধ । এই বটিকা বম্বদোষ ও অনিচ্ছার ভ্রূপাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয় ।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, সুব্রহ্ম, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ, পদর ও যক্ষ্মার আবেগ্য করে ও ভীষনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজস্বিনী করে । সংসার-সুখ-সন্তোষ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ যথেষ্ট সহায়তা করে ।

মূল্য ৩২ বটিকার কোটা ১ টাকা ।

## কাসান্তক

এই বটিকার নাম যেকোন ইহার গুণে সেরূপ । ইহা বক্ষা, ক্ষয়, হাঁপানী, শ্বস্রভস, গলা বৃশ্বশ্ব প্রভৃতি ও কুশ-ক্ষুসের ও শ্বাস যন্ত্রের অন্যান্য সর্লবিধ রোগের একমাত্র ঔষধ । যখন ইহা ক্ষয়, বক্ষা প্রভৃতি রোগের অন্তক স্বরূপ, তখন সামান্য মদ্রি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার কারবে, তাহা লেখা বাতলা মার ।

মূল্য ৫০ বটিকার কোটা ১ টাকা ।

## হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির প্রস্তার । যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেকল অচিরেই আরোগ্য হইবে ।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা ।

## কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

শাখা ঔষধালয় :—১২১১ বড়বাজার, কলিকাতা ।

# টাকা এদেশে খুব সস্তা নয় ! কাজের লোক

তাই একটি পয়সাও অপব্যয় করেন না।

এক ঘোড়ার হাড়ার ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' যায়, কিন্তু সাধারণ রোগী অর্ণের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঐক ঔষধটাই মেখে, খুবে, ঠাউরে কিনেন। এতে শরীর শীত ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামকা বা' তা' কেনার খরচও বাঁচে।  
সর্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে

## হিলিং বাস্ম

একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, বাহাতে আরাম হয়, কিন্তু হিলিং বাস্মের বিশেষত্ব (১) প্রতি মাত্রায় কম (২) ১ দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সম্পূর্ণ আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ভক্তাবের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অদ্য পত্র লিখে ঐ বই ১ বারি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ২৪০, ছোট (অর্ধেক) ১২০।

আর, লগিন এণ্ড কোং—মানুফ্যাক্চারিং কেমিস্টস্,

১৪৮ নং বহুবাজার স্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—“হিলিং” কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৩১৫, কলিকাতা।

### “কাজের লোকে” বিজ্ঞাপনের হার।

- ১। কলারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।
- ২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১ টাকা ধরা হয়। সং ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার :

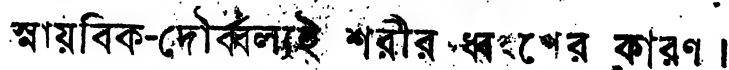
	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮ টাকা প্রতি মাসে	৭ টাকা প্রতি মাসে	৬ টাকা প্রতি মাসে
২ "	৫ "	৪ "	৩০ "
৩ "	৩ "	৩ "	২১ "
১ কলাম	৩ "	২৪ "	২১ "
২ "	১৫ "	১৪ "	১০ "

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্যাব্যাহক

“কাজের লোক”।

১৭ নং জব্রুর দস্তুর লেন, বহুবাজার, কলি কাতা



গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোনা প্রাপ্ত  
শ্রী নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিব্রাজের  
আবুদেদৌর সিনখালয়,  
১৮১ ও ১৯ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

নগদ ৩০০০ টাকা পুরস্কার বিতরণ ।

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটির প্রতিনিধি কৃষি সঙ্গী ২৫টি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কৃষি এবং তাহার উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে যাহারা গবেষণা ও যুক্তিপূর্ণ মৌলিক উৎসাহ প্রদান করিয়া প্রেরণ করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে যোগ্যতাসম্মত হারে উপরোক্ত পুরস্কারের টাকা নগদ প্রদান করিবেন।

## প্রথম প্রতিবেদন

১ম পৃষ্ঠা ১০০০

২য় পুনর্দ্বার ৫০০

অ পুরস্কার ২৫৭১

### দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা

১৭ পূর্বফাগুন ১৩০০

২য় পূর্বদ্বার ৩০০

২য় পুরস্কার ১৩০.

৪র্থ পুরস্কার (২টি) প্রত্যেকটি ৫০ হিন্দাব

৫ন পুরস্কার ( ১০ টি ) প্রত্যেকটি ১০০ হিসাবে

নিয়ম :—যাঁহাদের কৃষি কার্যে অগ্রগতি আছে, তাঁহাদের প্রদত্ত বিপ্লবী পাঠ্যপুস্তক পাবেন। এবন্ধ বিচারের জন্য ২ জন বিচারক জটিকাপাত দ্বার নির্দাচিত হইবেন। সমস্ত প্রদত্ত পুস্তকই না হইলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রদত্ত লেখকগণের নাম বিচারকগণকে জার্মিতে দেওয়া হইবে না। পরীক্ষার শেষে, পুরস্কার প্রাপ্ত লেখকগণের নাম ঠিকানা এবং প্রদত্তের মকল কেহ চাহিলে তাঁহাকে পাঠান হইবে। আরও বিস্তারিত বিবরণ জানিতে হইয়া হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানিতে পারিবেন।

*Delegate—*

**CHILEAN NITRATE COMMITTEE.**

1. Royal Exchange Place, CALCUTTA.

চিনিদান নাইট্রেট কমিটি,

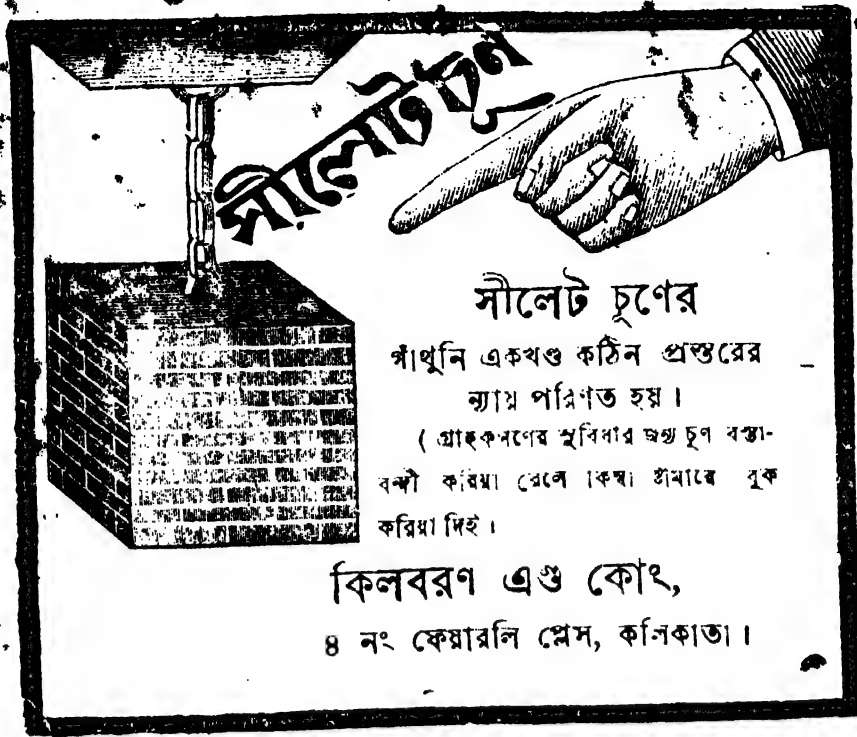
১ নং রয়াল একস্‌চেঞ্জ প্রেস,

• ବାଲିକାତା ।





কাজের লোক, কলিকাতা



**সীলট চূণ**

সীলট চূণের  
পাথুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের  
ন্যায় পরিণত হয়।  
(গ্রাহকগণের সুবিধার অংশ চূণ বস্তা-  
বন্দী করিয়া রেলো ক্রিয়া প্রকারে বুক  
করিয়া দিই।

কিলবরণ এণ্ড কোং,  
৪ নং ফ্লোরলি প্লেস, কলিকাতা।

## ডঃ বাটলিওয়ালার ঔষধ

ভারতের সমস্ত ইনডাস্ট্রিয়াল একমুখবিনে  
স্বর্ণ ও রৌপ্যপুঙ্খ প্রাপ্ত।

বাটলিওয়ালার বাল্যুত, হুঙ্কল শিক্তের  
জনা ১/০।

বাটলিওয়ালার অলুকিয়োরবাম, সর্দিপ্রকার  
শিরঃশীড়া আবার্তনিত ও  
বহুবার জনা ১/০।

বাটলিওয়ালার টনিক পিল, রক্তাক্ততা এবং  
হুঙ্কলতার জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার (কলেবোল) কলেবোর এবং  
রক্তনাশয়ের জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার আসল কুইনাইন টেবলেট  
প্রত্যেক বোতল (১ গ্রেন  
করিয়া) ১/০।

ভারতের সমস্ত পাওয়া যায়।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by  
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.  
Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address :—  
BATLIWALLA, WARLI Bombay

## স্ট্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও ALETRIS CORDIAL RIO

পার্বতীয় স্ট্রীলোক যথা বাসক, অগ্নিহব, এবং শেতপ্রদর, অসামান্য দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির প্রত্য সমগ্র  
জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ট্রীলোকের একপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।  
ইহা নারীলোকের সমস্ত হুঙ্কলতার উপশম বিদ্রবিত কামপ্রদা আচরে ভগ্নবাস্তা পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। নোবনোমুখী  
বালিকাগণের হৃদা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবার নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্য  
সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রভাবিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়াল কোম্পানী লিমিটেড প্রচারকগণ আল করিয়েছে। ক্রেতার সমগ্র লেবেলের উপর Rio  
Chemical Company, New York City U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি  
৩৫০ আনা দ্বারা।

যে: রাইও কেমিক্যাল কোম্পানী  
১৮৭০ সালে স্থাপিত।  
১৯ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক  
কোম্পানী।

**RIO CHEMICAL COMPANY.**

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

কাজের লোক, কলিকাতা।

ম্যালেরিয়া জ্বরের  
মহোষধি।

# জারমলীন

সর্বপ্রকার জ্বরের  
মহোষধি।

মূল্য ৥০ আনা, ডজন ৫৮ টাকা।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর হাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্বান আহার স্বাভাবিক।

জারমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ!

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আর, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

## THE London Directory

(Published Annually)

enables traders throughout the World to communicate direct with English  
**MANUFACTURERS & DEALERS**  
in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to Lon-  
don and Suburbs, it contains lists of

**EXPORT MERCHANTS**

with the goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply :

**PROVINCIAL TRADE NOTICES**

of leading Manufacturers, Merchants, etc., in the principal Provincial Towns  
and Industrial Centres of the United Kingdom.  
Business Cards of Merchants and Dealers seeking

**BRITISH AGENCIES**

can now be printed under each trade in which they are interested at a cost  
of £1 for each trade heading. Larger advertisements from £3 to £12.  
A copy of the directory will be sent by post on receipt of postal orders for £1  
10-0.

**THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,**  
25, Abchurch Lane, London. E. C. 4.

## কমলা মধু।

প্রীত দেশীয় কমলা বাগানের মোচাক  
হইতে সংগৃহীত ঐকী কমলা মধু যিনি  
একবার পাইয়াছেন তিনি জীবনে তাহা  
ভুলিতে পারেন না। মহারাজা, রাজা,  
উকীল, ব্যাডিস্টার, জমিদার ও ধনী বড় লোককে  
আমরা ঐ মধু সরবরাহ করিয়া আসিতেছি।  
সাধারণতঃ এক পাউণ্ড টিন মধুর মূল্য ১৮  
একটাকা। অর্দ্ধমণ কি ততোধিক পরিমাণ  
একত্রে লইতে চাহিলে পত্র লিখিয়া দর অবগত  
হউন। অবিলম্বে চাহিলে প্রাপ্তি অর্দ্ধমণের  
মাত্র অগ্রিম ২০ কুড়ি টাকা পাঠাইতে হইবে।  
যদি খরচ অবশিষ্ট মূল্য ভিপিতে আদায়  
করা হইবে।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং  
হুমান গঙ্গ, প্রীত

অভাবনীয় সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত ৫০টী সেট

## “কাজের লোক”

২৭ টাকা স্থলে মাত্র ১২৥০ টাকা।

আমরা কিহু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের নমুনা দেখুন।

“Kajer-Loke” or Businessman— \* \* \*  
is replete with useful articles on art and Industry.

*Indian Empire.*

“Contains interesting articles on trade and  
speculation.”

*Indian Daily News.*

“Kajer-Look,”—Or the “Business man” is an  
excellent trade journal, devoted to useful art and  
manufacture

*Bengalee.*

“A special and healthy feature of the magazine  
is the serial publication of recipes relating to  
patent medicines and manufacture of articles of  
every day necessity, etc. We heartily wish our  
contemporary all success in his noble endeavours.

*The Indian Nation.*

\* \* “The Businessman” is on the whole an  
excellent monthly and deserves wide circulation.  
The monthly, we presume, will satisfy all alike.”

*Telegraph.*

“There is none to whom it does not make an  
appeal, no one who would not profit in mind and  
in pocket by reading “Kajerloke.”

*Gardeners Magazine.*

“কাজের লোকের” বিস্তৃত সমালোচনা আমাদের পক্ষে  
সম্ভবপর নচে। যাহার প্রতি প্রেক্ষই একপ ক্ষমতা, স্থলিত ও  
আবশ্যকীয় বিষয়ে পতিপূর্ণ, তাহার আন্তোপাস্ত পাঠ না করিলে  
প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকা-  
খানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।” যশোবর।

“সত্য বলিতে কি, একপ রুচি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা  
বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা  
সকলসংগে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য যেন  
সর্বথা সুসিদ্ধ হয়।” সময়।

“আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত  
হইয়াছি। ইহার শিল্প, রুচি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধ  
গুলি যেক্ষণ সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী!” বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী  
বিষয় সোজা কথা ও সরলভাবে ব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহার  
কাগজকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা  
একপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা যুক্তকণ্ঠ বলিতে পারি “কাজের লোক” পাঠে প্রকৃতই  
কাজের লোক হওয়া যায় \* \* \*

দৈনিকচন্দ্রিকা।

“আমরা ‘কাজের লোক’ পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে  
অনেকই কাজের কথা আছে ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা  
করি।”

খুলনাবাসী।

“কাজের লোক” গৃহস্থ যাজেরই পাঠ করা কর্তব্য।”

মেদিনী-বান্দব।

একপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক  
পত্র বিরল। “কাজের লোক” পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রযুক্তি  
জন্মে দারিদ্র্যের সঙ্কট সংগ্রামের টেকা বলবতী হইয়া পড়ে।  
পত্রিকাপানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন  
“বেকারের” বন্ধু। \* \* \* জ্ঞানদর্পণ।

বঙ্গদেশী যাহাতে চাকুরীয়া মারা কাটাটরা ব্যবসায় বাণিজ্য  
শিক্ষা করে, বঙ্গদেশী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন  
করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়ো-  
জনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের পদ্ধতি, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য  
জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বঙ্গদেশীর এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর  
নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বঙ্গদেশী।

বঙ্গদেশীর সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা “জিতেন্দ্রবাসী”, “বঙ্গ-  
বাসী”, “বঙ্গবন্ধু”, এবং অন্যান্য সংবাদপত্রও ভ্রমণী  
প্রাধিকার করিয়াছেন, হৃৎকণ্ঠে বিবরণ, স্থানান্তরিতঃ সকলগুলি  
দিতে পারিলাম না।

কাজের লোক, কলিকাতা ।

## অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

### এলোপ্যাথিক বিভাগ ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেন্ট ঔষধ, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি, মৃগবিক্রয় ইত্যাদি আমদানী করাইয়া যথাসম্ভব মূলভমূল্যে বিক্রয় করি। যক্ষ্মার অস্ত্রাদি সাধারিক নাগ অতি সত্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

### হোমিওপ্যাথিক বিভাগ ।

(অস্বাভাবিক) বিভিন্ন আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম/৫ ও/১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাস্তব ঔষধ ফোটা ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২১, ৩১, ৩৬, ৪৬, ৬০ ও ১১৪। অঙ্গার মোবিটন পিল, কক ইত্যাদিও মূল্যে। যক্ষ্মার মাল অতি সত্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



## ঘোষ এণ্ড সন্স, জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চশমা বিক্রেতা,

টেলিকোন নং ২৫১৭।

১৩৮১ নং বাধাবাজার স্ট্রীট, হেড্‌ অফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হারিসন রোড ।

মিনি সোনার প্রস্তুত চিকরী, চেন, পাশী ও ইটনী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর নকশা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ঘোড়ামনি দিব্য নত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বন্দে মাতরম" "সুখে থাক ইত্যাদি লেখা মোচ প্রস্তুত আছে। অস্বাভাবিক সকল রকম রক্ত, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি কম লাভে বিক্রয় করিবেছি। পরাক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাইবেন।

## দেশীয় ছাপার কালী

### ব্যবহার করুন ।

সমস্ত সংবাদপত্রে ভূয়সী প্রশংসিত পোষ্টকার্ড লিখিলেই আমাদের প্রতিনিধি হাইদ্রা নমুনা দিখাইয়া আনিবেন। অঙ্কই লিখুন।

মেঃ দাস ও প্র এন্ড সন্স,

ইক ম্যানুফ্যাকচারার্স,

৩৩ নং চক্ৰভাঙ্গা রোড, কলিকাতা ।

## অতি মূলভে ছাপার কাজ ।

- ১। রক পোর্ট্রেট, ইলেক্ট্রো রক, থিক, হাপটোন রক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ২। সকল সকল ছাপার কাজ, চেক দাখিল, পুস্তক, নেটাইং, প্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্রাক্ষাণ, প্রভৃতি অতি সত্বরে মূলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ৩। দিব্যের অতি সুন্দর প্রীতি উপহার মাত্র কবিতা পর্য্যাপ্ত লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই। কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয়।

ম্যানেজার

"কাজের লোক"

১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রীট, কলিকাতা ।

কাজের লোক, কলিকাতা।

১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত

## কাজের লোক।

অপূর্ব সুযোগ—২৭ টাকারস্থলে ১২০ সাড়ে বার টাকায় বিক্রয় হইতেছে। যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও বই হয় তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে। ১০ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল প্রচেষ্টার সুচীপত্র পাঠান যায়, সুচীপত্র পাইলে না লইয়া থাকা শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পত্র লিখুন।

মানেন্জার “কাজের লোক”

১৭ নং অক্টুর বস্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

## ইকনমিক ফার্মেসী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড অফিস—৮৩ নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—১ নং বনকিন্দ্র লেন, ১৬২ নং বহুবাজার স্ট্রীট, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ৩১২ নং রসারোড, তবানীপুর, কলিকাতা। ঢাকা ও কুষ্টিয়া

বিস্তৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব শিশিতে ড্রাম /১০ ও /১৫ পরমা।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাস্তব, ফোঁটা-ফেলা যন্ত্র ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ৭৫ শিশি যথাক্রমে ২১০, ৩৬০, ৪৮০, ৭২০ ও ১২৪০ টাকা। ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, প্রোবিউন্স, পিলিউন্স ইত্যাদিও সুলভ।

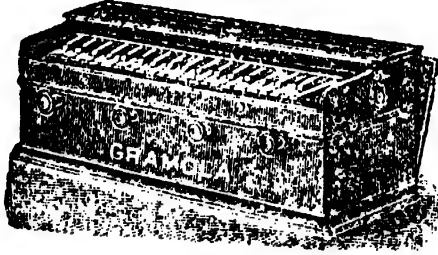
- ১। পারিবারিক চিকিৎসা—২ম সংস্করণ; সচিত্র পরিবর্ধিত ও পরিবর্ধিত; কাগড়ে বীধান মূল্য ১০।
- ২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বীধান মূল্য ৮০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেয়ই উপকারী।
- ৩। ওলাউচাত্তর ও চিকিৎসা—প্র্যাকটিস ও মেট্রিয়া-মেডিকা; কাগড়ে বীধান মূল্য ৮০ আনা।
- ৪। ওলাউচা চিকিৎসা—৪ম সংস্করণ; মূল্য ১০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেয়ই উপকারী।
- ৫। ভেষজ-বীধান—হোমিও ফার্মাকোপিয়া; ৪র্থ সংস্করণ; কাগড়ে বীধান মূল্য ১০ টাকা।
- ৬। ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—স্বরূপ মেট্রিয়া-মেডিকা, ২ খণ্ডে সমাপ্ত; কাগড়ে বীধান মূল্য ৭৪০ টাকা।
- ৭। জননেদ্রিফের পীড় (উপকরণ প্রমেহ প্রকৃত রক্তরোগ সন্নিহিত)—মূল্য ৮০ আনা।
- ৮। বাবসায়ী—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত; ৩য় সংস্করণ; কাগড়ে বীধান মূল্য ৮০ আনা।

আমাদের এলোপ্যাথিক ষ্টোর—১০ নং বনকিন্দ্র লেন, কলিকাতা।

বিলাতী ঔষাদি বিলাত হইতে একাইক আমদানী; মূল্য যথাসম্ভব সুলভ, অতি তৎপরতাসহ প্রব্যাদি সরবরাহ।

কাষের লোক, কলিকাতা।

## ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



১০ বৎসর পূর্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত।  
আজিও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সহজে  
খরাপ হয় না। ইহার স্বর অসীম মধুর। শুণের তুলনায় ইহার দ্বারা  
অতি অল্প।

০ অক্টেড, একসেট রীড, ৩ বা ৪ টপ মূল্য ২৪  
ঐ হুই সেট রীড, ৪ বা ৫ টপ মূল্য ৩৬ ও ৫০  
দক্ষিণাবাহু প্রদত্ত হারমোনিয়ম শিক্ষা, মূল্য ২৫

সদীভাচার্য্য শ্রীকথিকেশ বিবাস প্রদত্ত নূতন পুস্তক সরল হারমোনিয়ম শিক্ষা মূল্য ১

Write for Illustrated Catalogue

**DWARKIN AND SON**  
**No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.**

নূতন গাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রন্থিক বাষেই কাষের লোকের মূল্য ২৪০ এবং মাত্র ৪০ অধিক বিলেই ১৯১৪ সালের ৩ মূল্যের একখানি "কাষের লোক" হাতে হাতে  
পাইবেন। মকঃমলে ডিঃ পিঃ ও দাক্ষাতল স্বতঃ লাগিবে। ম্যানেজার, কাষের লোক।

### EUROPEAN AGENCY.

**W**HOLESALE buying agencies undertaken  
for all British and Continental goods  
including Books and Stationery,  
Boots, Shoes and Leather,  
(Chemicals and Druggists' Sundries,  
(China, Earthenware and Glassware,  
Cycles, Motor Cars and Accessories,  
Drapery, Millinery and piece Goods,  
Fancy Goods and perfumery,  
Hardware, Machinery and Metals,  
Jewellery, Plate and Watches,  
Photographie and Optical Goods,  
Provisions and Oilmen's Stores,  
etc, etc.

Commission 2½% to 5%.

'Trade Discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from £10 upwards.

Consignments of Produce Sold on Account

**WILLIAM WILSON & SONS**

(Established 1814),

25, Abchurch Lane, London, E.C.

Address: "ANNUAIRE, LONDON."

### বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্থান পরিবর্তন।

আমরা আমাদের সাবেক ঠিকানা নং ১ সি বেট কল্ট্রীট মার্কেটাইল বিন্ডিং  
(ঠিক লালবাজারের দক্ষিণ মোড়ে) উঠিয়া আসিয়াছি, স্মরণ রাখিবেন।

### উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট নীজন্ করা কাঠের প্রস্তুত—সুদৃশ্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা স্বর বাজা—বাজারে  
হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটি স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিলে,  
তবে অন্যত্র যাইবেন। ১ সেট্ রিড্ বুক্ট ১৫০, ২০০ এবং ২৫০। ২ সেট্ রিড্ বুক্ট ২৫০,  
২৭৫, ৩০০, ৩৫০, ৪০০, ৫০০ এবং তহুর্ক মূল্যের সর্বদাই বিক্রয়ার্থে আছে।

গ্রামোফোন এক বিবিধ নূতন রেকর্ড—আবু হোসেন পালা ১৩ খানা রেকর্ড সম্পূর্ণ  
৩২০ টাকা, ডিসমিস ৪ খানা রেকর্ড (৬ বলা সাইডেড) ১০০ এতদ্বিধ অসংখ্য সুগায়ক  
গায়িকার বাছা বাছা গান রাধাই আনাদের বিশেষকর। প্রত্যেক হারমোনিয়মের স্মরণের জন্য  
২ বৎসর পারাণি কেত্তর হয়।

নিরববরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

৮১২ নং বেকিং স্ট্রীট, (লালবাজারের মোড় হইতে দক্ষিণ দিকে কাম হুটপাথে।

কলিকাতা।



KEATING'S INSECT POWDER.

# কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীট নষ্টকরবার ঔষধ

## মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে, ইহা অশ্রুত্যা ক নচে । মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূলা-  
বান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব । কিন্তু  
লণ্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ্ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত “কিটিংস পাউডার” মাত্র  
১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন । ইহা  
মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেরই পক্ষে সাংঘাতিক । কোন দুর্গন্ধ নাই ।

## সাবধান !

অনেক প্রতারক ছারপোকায় ঔষধ বলিয়া ঠকায়ে, যেন কিটিংস সাহেবের স্মারক দেখিয়া  
গইবেন । সমস্ত কৌটায় কিটিং সাহেবের স্মারক থাকে ।

## মূল্যাদি ।

বড় শিশি ১০/০

মাঝারী ১০/০

ছোট ১০

ডাকমাণ্ডল, ডিঃ পিঃ হস্তা ।

কিটিংসের কফ লক্সেপ্লেস—সর্বপ্রকার সর্দি কাশীর অমোঘ ঔষধ ৫০/০ ।

কিটিংসের বন্বন—সর্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৫০ ।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

৭নং বোন্‌ফিল্ড লেন, কলিকাতা ।

কে চৌধুরী—ব্রহ্মাক কালীর বড়ী।

বোতল কালী ও কালির পাউডার বা চূর্ণ।

আমরা নানাবিধ অতি উৎকৃষ্ট লিখবার কালি সরে ও মফস্বলে বিক্রয় করিতেছি। অন্যান্য কালি হইতে আমাদের কালি ভাল অথচ সুলভ। আমাদের কালিতে লিখিলে কলমে মরিচা ধরে না। কাগজ চপিয়া যায় না। অক্ষরগুলি উজ্জ্বল ও স্থায়ী রং বিশিষ্ট হয়। বড় কালির একটি বড়িতে এক দোয়াত ব্রহ্মাক কালি হয়। স্কুলের ছাত্রগণ ও সর্বসাধারণ তাহা সাধরে গ্রহণ করিতেছেন। স্কুলের মাষ্টার এজেন্ট হইতে লিখিলে উপযুক্ত কমিশনে কালির এজেন্সী থিয়া থাকি।

কালির বড়ী একশত ১২

বোতল কালী ১নং প্রতি বোতল ৮০ ২নং ৮০

এজেন্টগণের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করা হয়। সর্বত্র আমাদের কালির এজেন্ট ১০ অর্ডারনা টিকিটসহ পত্র লিখুন।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং, সুসামগঞ্জ, শ্রীচট্ট।

## প্রত্যেক দূরদর্শীকে

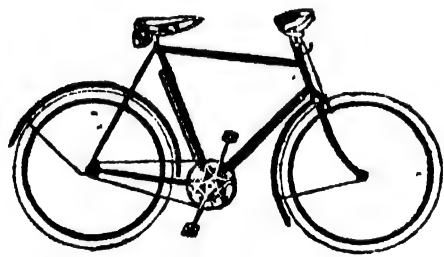


অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বস্তু ঐষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সকল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিত্ত—টাটকা, আমেরিকার এসিড ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ার্থিক টাকেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, বার, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস; নিতাইচন্দ্র হালদার এল, এম, এস; কীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি চিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিত্ততার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। সুলভে পরসী বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই হুঃখ! আমাদের মালারিটিংচার ৮০; ১—১২ প্রতি ড্রাম ১০, ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ৮০। ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিস্টস,

৮০ নং হ্যারিসন রোড, কলেজ স্ট্রীট অংশন, ব্রাকঃ—৪৫ নং ওয়েলসলি স্ট্রীট, কলিকাতা।



প্রত্যেক কাজের লোকেরই সাইকেল আবশ্যিক। বেহেতুক অল্প সময়ে অধিক কাজ করার ব্যবস্থা। কাজেরলোক সাইকেলই যে ইহা সর্বপ্রথম আবশ্যিক, ইহা বলাই নিশ্চয়। আমাদের নিকট সকল বকম সাইকেল উহার সবজাম সর্বদা পাওয়া যায়। হুই পরসার টিকিটসহ, পত্র লিখিলেই সচিহ্ন ক্যাটালগ পাঠান যায়।

## স্যাণ্ডোর স্পিণ্ড ডাব্বেল



টেরিস্ গ্রিপ, ও চেষ্ট- এক্সপাণ্ডার হারা নিয়ম মত ব্যায়াম করিলে সুস্থ, সবল ও নীরোগ হওয়া হয়। ইহা ক্রম সত্য। ফুটবল খেলার আমোদ কাঙ্ক্ষিত বলিতে ০০০০ না। ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলার বাবতীয় জিনিষ সুলভে নির- সিধিত ষ্টিকানার সর্বদা প্রচুর পাইবেন। মূল্য তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠান যায়।



যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িকা- দিগের মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিত্তহ আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একটী কলের গান রাপুন, ১২ গান উৎকৃষ্ট গানসহ একটী উৎকৃষ্ট কলের দাম ৬০০ টাকা মাত্র। গানদের গ্রামোফোন আছে, তাঁহারা যদি অগ্রগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ষ্টিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রসি- মাসে নূতন রেকডের তালিকা বর্ধাসময়ে তাহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ।

## স্বাস্থ্য-পুস্তক ।

### বিনামূল্যে বিতরণ ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুঃ কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম যথাযথরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এক সৌভাগ্য-শালী করিবে ।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক পরচার প্রেরিত হয় ।

### আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা ।

অত্যধিক বা অবৈধ ইঞ্জির সেবনের ফলে জননেঞ্জিরের যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না কেন, উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দোষ ঔষধ । এই বটিকা বম্বদোষ ও অনিচ্ছায় তরুপাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয় ।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, সুবস্ব, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ, প্রস্রাব ও রক্তমাষ আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজস্বিনী করে । সংসার-দুঃখ-সন্তোষ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটেই সহায়তা করে ।

মূল্য ৩২ বটিকার কোটা ১ টাকা।

### কাসাস্তক

এই বটিকার নাম বেরুপ ইহার শুণ্ড সেতুপ । ইহা যক্ষ্মা, ক্ষয়, হাঁপানী, শ্বসন্ত্রস, গলা থুস্‌থুস্‌ প্রকৃতি ও কৃমি-কৃসের ও শ্বাস যন্ত্রের অন্যান্য সর্কবিধ রোগের একমাত্র ঔষধ । যখন ইহা ক্ষয়, যক্ষ্মা প্রকৃতি রোগের অন্তক পদ্রপ, তখন সামান্ত সন্ধি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখা বাহ্যল্য মাত্র ।

মূল্য ৫০ বটিকার কোটা ১ টাকা।

### হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির ব্রহ্মাস্ত্র । যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেসব অচিরেই আরোগ্য হইবে ।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা ।

### কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

শাখা ঔষধালয় :—১২১১ বড়বাজার, কলিকাতা ।

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

## কাজের লোক ।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক ।

সচিত্র গাহস্থ্য মাসিকপত্র ।

Edited by S. P. Chatterjee.

১৩শ বর্ষ ।	New Series	নব পর্যায় ।	Vol. XIII
৫ম সংখ্যা ।	May 1919.	মে ১৯১৯ ।	No. 5

### কিছু নিজেদের কথা ।

মে মাসের মধ্যেই আমাদের “কাজের লোক” যে এক মাস পিছাইয়া গিয়াছিল, সে দোষ সংশোধিত হইয়া গিয়াছে। “কাজের লোক” প্রত্যেক মাসের ৩০শের মধ্যে ছাপা হইয়া পর মাসের ২রা তার মধ্য মধ্যে ও মফঃস্বলে ডাকে প্রেরিত হয়। তাহাব পর যদি কেহ কাগজ না পান, তাহা হইলে আমাদের লিখিবা মানই তাহা পুনরায় পাঠাইয়া দিই।

এ বৎসরে সাংঘাতিক পৌড়ার জন্য আমাদের সমস্ত কর্মচারী শয্যাশায়ী হইয়াছিল, আমাদের কত আত্মীয়জন আমাদের শোক-সাগরে ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছেন। প্রস্তুত কাগজ আমরা সময়ে ডাকে দিতে

পারি নাই। বার মাসের বিজ্ঞাপনের বিল আদায় করিতে পারি নাই। কিন্তু প্রত্যেক বিদেশী এবং স্বদেশী বিজ্ঞাপনদাতাগণ আমাদের প্রতিশ্রুতপত্র দেবাইয়াছেন—আমরা জীবনে তাহা পূর্ণিতে পারিব না। আমরা স্বদেরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এত দিনের জগৎ দৈত্য একটা কথাও বলেন নাই, আমাদের বিলগুলি একদিনেই শোধ কবিয়া দিয়া আমাদের ঘোর শোচনীয় অবস্থা হইতে বক্ষা করিয়াছেন। “কাজের লোক”

ত্রয়োদশ বৎসরের পুরাতন কাগজ, সাধারণতঃ যথেষ্ট শ্রদ্ধা চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। ইহাতে প্রতিমাসেই ব্যবসায় বাণিজ্যের অর্থকরী পত্র সকল প্রদর্শিত হইয়া থাকে, দেশের প্রকৃত কল্যাণ কামনার ইহাতে প্রত্যেক গৃহীত, বেকারের, ব্যবসায়ী, এবং চিকিৎসকের

বড় জাতের বিষয় সমাবেশিত হইয়া থাকে। আপনি এ পত্র পাঠকশ্রেণী হইতে না হইয়া থাকিলে অতীত গতকাল শ্রেণী হইয়া আমাদের উৎসাহিত করুন—অপব্যয় হইবে না। এই শ্রেণীর মাসিক পত্রের মধ্যে “কাজের লোকই” সর্ব প্রথম এবং এখনও সর্ব শেষ বলিলেও বলা যায়। সুতরাং আপনার সহায়তা পাইবার আশা আমরা কবিতো পারি এবং প্রকৃতই সেজন্য সাহায্য পাইবার যোগ্য, তাহাও সন্দেহ নাই।

দেশের উন্নতি, দেশের কথা সকলে বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু তাহারা প্রকৃত কাজেই আশা রাখিলে দেশের কাহাবও, প্রত্যেককে সহায়-ভূতির চক্ষে দেখিতে হইবে। কেহ মস্তক চালনা দ্বারা কোন বিষয় আবিষ্কার বা পবি-চালনের জন্য আগ্রহ হয়, অপর সকলে

২০০—ছাত্রের জন্মমাস পর্য্যন্ত অর্ধ মূল্য লওয়া হইবে।

সহায়ত্ব দ্বারা, সামান্য সামান্য সাহায্য দ্বারা সেই প্রচেষ্টাকে কাশাকরী করিবার চেষ্টা করে, ইহাই সর্বদেশেব শিল্প, বাণিজ্য, প্রভৃতি উন্নতির প্রকৃত পন্থা এবং উপায়। এ দেশের কাঠাব মস্তিষ্ক প্রস্তুত প্রচেষ্টার পশ্চাতে কেহ দাঁড়ায় না সামান্য সামান্য সাহায্যেও যে সে প্রচেষ্টা ফলবর্তী হইত, তেমন সাহায্যও কেহ করে না, কাজেই কাঠাবও কোন চেষ্টা সফলতা লাভ করিতে পারে না। আপনি একটু স্থির মস্তিষ্কে প্রণিধান করুন যে, শিল্প বাণিজ্য উন্নতি করা অসম্ভব। “কাজের লোক” সহ বিবিধ বিষয় একাধারে শিক্ষা দিবার জন্য আজ ত্রয়োদশ বৎসর স্থিৎ লক্ষ্য রাখিয়া চলিয়া আসিতেছে। আপনার অতি অকিঞ্চিৎকর সাহায্যেও তাহার উদ্দেশ্য সফল হয়। ইহাতে

False Economy দেখাইতে যাইলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

মহাত্মা কার্ণেজী যিনি প্রসিদ্ধ কন্সার্বার, জগতের শ্রেষ্ঠ দানকুবের, তিনি বলিতেন যে, অত্যাশ্রয় দান অপেক্ষা শিক্ষাগানে, সাধারণ পুস্তকালয়ে, মানুষ গড়িবার মাসিক পত্র এবং জ্ঞানগত প্রত্যাবর্তীর প্রচারে সাহায্য স্বরূপ অন্ন দান, অন্ন উৎসাহ প্রদানেও জগতের মহৎ হিতসাধন করা হইয়া থাকে বলিয়াই এ সকলে আমি সাহায্য করিতে ভাল বাসি। কারণ এই সমুদায় সাধারণ পুস্তকালয়ের পুস্তক ও মাসিক পত্রাদি পাঠে দেশের বহু দুখক মাঘ্য হইবে। ব্যক্তি বিশেষকে দানে কেবল তাহাবই উপকার হয়, কিন্তু ইহা দ্বারা সমগ্র দেশের হিতসাধন করা হইবে। কবে

আমাদের দেশের লোকে এই মহৎক্ষেত্রে সাহায্য করিতে শিক্ষা করিবেন?

আমরা এবার অন্ততঃ আর এক হাজার গ্রাহক চাই, আপনি গ্রাহক না হইয়া থাকিলে অন্যই ঐ একহাজারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া একটা মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করুন। ইহাই আমাদের অন্তকার প্রার্থনা। আপনার বন্ধ বান্ধব, আত্মীয় স্বজনকে চক্ষের ইজিতে গ্রাহক হইবার পরামর্শ দিলে হাজার সংখ্যা পূর্ণ হইতে কতক্ষণ? ইহা অপব্যয় হইবে না, অপাত্রে পড়িবে না। অধিকন্তু বিনিময়ে আপনি “কাজের লোক” একবর্ষ পাইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ।



তারকেশ্বরের মন্দির।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

## চয়ন।

### Animal Food.

#### প্রাণীজ খাদ্য।

(পূর্বে প্রকাশিতের পর।)

মৎস্তে নাইটোজেন ও কার্বনের ভাগ কম, কিন্তু ফসফরাস অধিক থাকে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মৎস্তের উপাদান ভিন্ন ভিন্ন রূপ। বর্ণভেদেও ইহারা নানা প্রকার এবং তদনুযায়ী উপাদানেরও কম বেশী হইয়া থাকে। এক জন গ্রাহকের নিম্নলিখিত উপাদানের উল্লেখ করিয়াছেন।

নং	১	২	৩
নাইটোজেন।	১.২	১.৩	১.৫
কার্বন।	১০	১০.৫	১১
ফসফরাস।	০.৩	০.৩	০.৩
ক্যালসিয়াম।	০.১	০.১	০.১
সোডিয়াম।	০.১	০.১	০.১
ক্লোরিন।	০.১	০.১	০.১
সালফার।	০.১	০.১	০.১
ম্যাগনেসিয়াম।	০.১	০.১	০.১
ইরন।	০.১	০.১	০.১
কপার।	০.১	০.১	০.১
ম্যাঙ্গানিজ।	০.১	০.১	০.১
সিলিকন।	০.১	০.১	০.১
সেলেনিয়াম।	০.১	০.১	০.১
ভিটামিন।	০.১	০.১	০.১

মৎস্তের বাসস্থান, পাত, জল ও বয়সভেদে ইহার উপাদানের কমবেশ হইয়া থাকে। ডিম্ব-ভাগের পূর্বে ইহার পুষ্টিকারিতা অধিক,

পরে অনেক কম হইয়া যায়। মৎস্ত মরিবার পর কিছুক্ষণ পর্যন্ত স্থিতিস্থাপক ও কোমল থাকে, তৎপরে কঠিন হয়, এই কঠিন অবস্থা পর্যন্তই মৎস্তের সত্তাবস্থা। কিছুক্ষণ নক্ত থাকিয়া পুনরায় কোমল হইতে আরম্ভ হয়। এই দ্বিতীয়বার কোমল অবস্থাই মৎস্তের পচনাবস্থা। তৎপরে ফোলে ও ভগ্নকৃত হয়। সত্তাবৃত মৎস্তই খাওয়াযোগ্য। যে মৎস্ত বত পুক, ছোট, আইশ উজল ও পশ করিলে দৃঢ় অম্লমিত হইবে, তাহাই তত ভাল। ভাল মৎস্তের কানকো লোহিতবর্ণ ও পেট আঁটো, যে সকল মৎস্তের কানকো উজল ও আরক্তিম নহে এবং উদর প্রদেশ শিথিল ও চক্ষু অম্লজল ও কেটরজাত, তাহারা আহাৰ্য্য নহে। সত্ত মৎস্তের আমিষ গন্ধ কম। শুষ্ক, চত, মাংস, মিষ্ট প্রভৃতি সহ মৎস্তের অসম্মিলন ঘটে, একারণ তাহা আহাৰ্য্য করিলে পীড়া জন্মে। মৎস্ত নানা প্রকার ও নানা প্রকার জগাতে বাস করে। সেজন্ত প্রত্যেক প্রকার মৎস্তের গুণেরও কিছু কিছু পার্থক্য আছে। সাধারণতঃ সকল মৎস্তই, মধুর রস, উষ্ণবীৰ্য্য, শ্লিষ্ণ, গুরুপাক, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবদ্ধক বায়নাশক, বক্তপিত্তকারক, কফপিত্ত জনক। ক্রান্ত ব্যক্তির ইতিকর। যে সকল মৎস্ত কাউন্সে লাগবর্ণ দেয়া যায়, তাহা অনেকের পুষ্টিকর ও স্বাভাবিক উপাদান। বোহিও, কাওলা মৎস্ত সেই জাতীয়। বৃহৎ মৎস্ত—গুরুপাক, মলভেদক, শুক্রবদ্ধক। ক্ষুদ্র মৎস্ত—লঘুপাক, মলরোধক। আইশ শূত্র মৎস্ত—অপেক্ষা, আইশযুক্ত মৎস্তের গুণ অধিক। ক্রমবর্ণ মৎস্ত—লঘুপাক, শ্লিষ্ণ, অম্লিবদ্ধক ও বায়নাশক। কৈ, মাংস, সিঙ্গি, শৈল ইত্যাদি মৎস্ত ক্রমবর্ণ। শুভবর্ণ মৎস্ত—গুরুপাক, শ্লিষ্ণ, মলভেদক ও দোষজনক। বাটা, পুঁটি, মোরগা, বোয়াইল মৎস্ত শুভবর্ণ। সমুদ্রের মৎস্ত—অধিক তৈলময়, সেজন্ত

গুরুপাক, উষ্ণবীৰ্য্য, শুক্রবদ্ধক, শ্লিষ্ণ ও বায়নাশক। সরোবরের মৎস্ত—মধুর, কষায়-রস, শ্লিষ্ণ, রক্তকারক বায়নাশক। ইহাদের মত্তক লঘুপাক, কিন্তু অত্যন্ত অবয়ব গুরুপাক। কোন কোন পুকুরিণীর মৎস্ত অত্যন্ত দুগন্ধ-জনক, পুকুরিণীর অবস্থা ভেদে মৎস্তের গুণ বভে। পুকুরিণীতে অল্প জল ও কদম্বা জল হইলে, মৎস্য সমাক পরিবদ্ধিত হয় না, শুভবর্ণ তাহার মৎস্ত ভাল নহে। কৃপ ও ইন্দুরাব মৎস্ত—শ্লিষ্ণ, শুষ্ক, মুদ্র ও কৃষ্ণের পুষ্টিকারক। পটা মৎস্ত অত্যন্ত অপকারী, পাইলে অজীর্ণ, আমাশয় প্রভৃতি নানা প্রকার পীড়া বদ্ধক। শুষ্ক বা শুটকী মৎস্ত—সর্ব-দোষ জনক। লোনা মৎস্ত—সারক, কফপিত্ত-বদ্ধক। আদ্যুক্ত সর্ষপ তৈলে ভাজা মৎস্ত—মধুর রস বলকারক ও শুক্রবদ্ধক। মৎস্তের ঝোল—বলকারক। মৎস্তের দণ্ট কচিকর বলকারক, বায়নাশক। মৎস্তের তরকারী—নানাবিধ তরকারী সহ পক মৎস্ত কচিকর পুষ্টিকর ও বলকারক। দধ মৎস্ত—গুরুপাক, পুষ্টিকর, শুক্রবদ্ধক ও বলকারক। ভাজা মৎস্ত—শ্লিষ্ণ—মধুররস, কচিকর, গুরুপাক, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রজনক, বাত ও গ্লেয়-বদ্ধক। গ্রহণী-রোগে ক্ষুদ্র মৎস্ত উপকারী। দর্শন ঘরের উপর মৎস্ত-লাজনে অধিক ফল হয়, একজন দর্শন কিয়ৎ দীর্ঘ বা অস্বাস্থ্য হয়। মস্তিষ্কের উপর মৎস্যোৎপাদিতা অধিক, কারণ মৎস্যে ফসফরাসের ভাগ বেশী, সেজন্ত তাহারা অধিক মস্তিষ্ক চালানু করেন বা চিন্তা করেন, তাহাদের পক্ষে মৎস্ত বিশেষ উপকারী। বোগাস্তে তরুণতার বিশেষ উপকারী। উদরাময় ও আমাশয় রোগে, ক্ষুদ্র মৎস্তের ঝোল ভাল। কিন্তু গল্ফা চিংড়ি, ভাজা ইলিস মৎস্ত সেবনে ঐ রোগ বৃদ্ধি হয়। ওজ্জ্বল। নিভা স্নীসেবী, স্নীগ্ধকর, তেজহীন, ভয়দেহ ও জর্জরিত ব্যক্তির পক্ষে দধ মৎস্ত

৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৯০ টাকা লইব।

ও মোহিত মৎসের মস্তক উপকারী রক্ত, পিত্ত, কুষ্ঠ ও আমাশয়, গ্রহণী ও শ্লেষ্মা বচিৎ রোগে মৎস্ত অত্যন্ত অপকারী, মৎস্ত সেবনে ঐ সকল রোগ বৃদ্ধি করে। যক্ষা (থাইসিস) রোগে মৎস্ত সেবন না করিলে দীর্ঘকাল ভাল থাকি যায়। উপদংশ, খোস পাঁচড়া, ছটকত প্রভৃতি রোগ মৎস্ত সেবনে বৃদ্ধি হয় এবং মৎস্ত সেবন করিলে এই সকল পীড়া সহজে আরোগ্য হয় না।

শাস্ত্রমতে মৎস্ত ভক্ষণ নিবেদন :—  
রবিবার, বৈশাখ মাস, কার্তিক ও মাঘ মাসে জন্মতিথিতে এবং শৈবোর মৎস্ত ভক্ষণ নিবেদন।

বো যন্ত মাংসমশ্ৰুতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।  
মৎস্তাদঃ সর্ক মাংসাদন্তন্মাংস্তান্ বিবর্জয়েৎ ॥

মানবে ৫ অধ্যায়।

জলস্থল-চরা যেচ প্রাণিস্তান্ মুতানপি।  
ন ভক্ষেন্মানবো জ্ঞানী হস্তা তেষাং ভবেরহি ॥  
হস্তা হস্তা তু মৎস্তানী সর্কেষাং হো বিশেষতঃ।  
মাংসাদঃ প্রাণিনাং সোহপি তন্মান্ মৎস্তান্ পরিত্যজেৎ ॥

পদ্মোত্তর খণ্ড। ১০৫ অধ্যায়।

বর্জনীয়া মৎস্তা :—

শৃগুদেবি প্রবক্ষ্যামি মাংসভেদান্ নিবোধমে।

নাদেয়ং তিস্ত কঠং পশুশৃঙ্গিণ মে বচ ॥

গোমীনাং চক্রশকুলং বড়ালং রাঘবং তথা।

বাধীনং চল কণ্ঠ সচক্র চেঙ্গমেবচ।

ভুবিলঞ্চ নিরুদ্ধঞ্চ গাঙ্গোয়ানি বিবর্জয়েৎ ॥

মৎস্তস্কৃত মহাতত্ত্বম্।

হেমন্তে কুপজা মৎস্তা, শিশিরে সারসা হিতাঃ।

বসন্তে তেতু নাদেয়া, গ্রীষ্মে চৌণ্ড্যসমুদ্রবাঃ ॥

নির্করা শরদি শ্রেষ্ঠ, বিশেষোহয় মুদাহৃতঃ।

ভাব প্রকাশ।

আয়াক্সদোক্ত দ্রব্যগুণ নামক পুস্তক হইতে আমাদের দেশে চলিত কতকগুলি মৎস্তের গুণ নিয়ে লিখিত হইল।

কই মাছ (কররী মৎস্ত)—মধুর কষায়

রস স্নিগ্ধ, শীতল, লঘুপাক, রুচিকর বলকারক,

বায়ু নাশক, কিঞ্চিং পিত্তকর। কাতলা মাছ

(কাতলা মৎস্ত)—মধুর কষায় রস, স্নিগ্ধ,

শীতল, লঘুপাক, রুচিকর, বলকারক, বায়ু

নাশক, কিঞ্চিং পিত্তকর। কাতলা মাছ

(কাতলা মৎস্ত মধুর রস)—উষ্ণবীৰ্য্য

গুরুপাক, এবং ত্রিদোষের উপকারক।

কালবাতুস (বাতুস মৎস্ত)—মধুর রস, গুরু-

পাক, পুষ্টিকর, রস রক্তাদি ষাৎ সমূহের

বৃদ্ধিকারক এবং শুক্রবর্দ্ধক। খলুসে মাছ

(খলিস মৎস্ত)—এই মৎস্তের আকার

কতকটা কই মৎস্তের অনুরূপ। ইহা মধুর

কষায় রস, লঘু, রুক্ষ, মলরোধক, বায়ু

প্রকোপক, শূল নাশক এবং আম দোষের

উপকারক। ইলিস মাছ (ইলিস)—মধুর

রস, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ ও

পিত্ত কারক, বায়ু নাশক ও শুক্র বর্দ্ধক কিন্তু

অত্যন্ত গুরুপাক। চিংড়ি মাছ (চিংড়ি)—

বড় চিংড়িকে গলদাচিংড়ি ও ছোট চিংড়িকে

ঘুঘো চিংড়ি কহে। গলদাচিংড়ি মধুর রস,

গুরুপাক, রুচিকর, মলরোধক, শুক্রবর্দ্ধক,

কফজনক ও মেদ পিত্ত এবং রক্তের

উপকারক। ঘুঘোচিংড়ি—মধুর রস, গুরু-

পাক, রুচিকর, মলরোধক, শুক্রবর্দ্ধক, কফ-

জনক ও মেদ পিত্ত এবং রক্তের

উপকারক। চিতল মাছ (চিত্রফল

মৎস্ত)—মধুর রস, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক,

বলকারক। ট্যাংরা মাছ (ত্রিকণ্টক মৎস্ত)

গাগর মাছ—উভয়ই মধুর রস, লঘুপাক,

অগ্নিপাক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং কফ-পিত্ত নাশক।

তিমি মৎস্ত—সমুদ্রজাত এক প্রকার মৎস্ত।

মধুর রস, উষ্ণবীৰ্য্য, মল ভেদক, শুক্রবর্দ্ধক ও

শ্লেষ্মাজনক। পাবনা মাছ (পর্বত মৎস্ত)—

মধুর রস, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক

শোল মাছ—ইহার উপরিভাগ (গাত্র)

রুক্ষবর্ণ ও নিম্নাবয়ব যেতপীত বর্ণ, গুরুপাক,

রুক্ষ, মলরোধক, পিত্ত ও রক্তের উপকারক।

পুঁটিমাছ—ছোট বড় ভেদে ইহা দুই প্রকার।

ছোট পুঁটি—কটু তিক্ত মধুর রস। শুক্রবর্দ্ধক,

কফ ও বায়ুনাশক। ক্ষত, খোস প্রভৃতির

বৃদ্ধিকর। বড় পুঁটি—মধুরতিক্তরস, শুক্র-

বর্দ্ধক, কফ ও বায়ুনাশক, মুখরোগ ও কঠ-

রোগের উপকারক। বেলেমাছ—শ্লেষ্মা-

বর্দ্ধক, বলকারক, শুক্র জনক, অন্ন-পিত্তকারক,

কুষ্ঠাদি রোগজনক। ভেটকীমাছ (ভাটুক

মৎস্ত)—মধুর রস শীতল, গুরুপাক, রুচিকর,

শ্লেষ্মাবর্দ্ধক, বাত পিত্ত নাশক এবং আমগ্রাত-

জনক। মউরলা মাছ (মুরল মৎস্ত)—

ক্ষুদ্রমৎস্ত লঘুপাক, পুষ্টিকর, বলকারক,

শুক্রজনক, শুক্রবর্দ্ধক, শ্লেষ্মাকারক। মাগুর-

মাছ (মদগুর মৎস্ত)—ইহা আইস শুল ও

রুক্ষবর্ণ, ইহা মধুর রস, লঘুপাক, রুচিকর

বলকারক, রক্তজনক, অন্ন, অতিসার, অজীর্ণ,

প্লীহা, বক্কা, পাণ্ড, আমলা, বাতব্যাধি প্রভৃতি

রোগে হিতকর। কইমাছ—ইহাকে মৎস্ত-

রাজ কহে। মধুর কষায় রস, গুরুপাক

স্নিগ্ধ, বলকারক, বীৰ্য্যজনক, গুরুবর্দ্ধক, বাত

ব্যাধির উপকারক। ইহার মুণ্ড অর্থাৎ

মুড়া শিরারোগ, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, নাসা-

রোগ প্রভৃতি রোগ সমূহে বিশেষ উপকারক।

সিঙ্গিমাছ—আকৃতি কতকটা মাগুর মাহের

মত। হিন্দু মতে একজাতীয় মৎস্ত দুই প্রকার,

আহার করা নিষিদ্ধ, সেজন্ত ইহা হিন্দুশাস্ত্র

মতে হিন্দুর অখাদ্য। ইহা মধুর রস, লঘুপাক,

রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, কফ ও

বায়ুনাশক। এতদ্ব্যতীত বহুপ্রকার ক্ষুদ্র ও

বৃহৎ মৎস্ত মাংস আহার করিয়া থাকে।

প্রত্যেকের গুণাগুণ উল্লেখ করা বাহ্যিক মাত্র।

বিজ্ঞান।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।



## হীন অবস্থা হইতে উন্নত হইবার আদর্শ।

জগতের যত বড় লোক, তাঁহারা হীন অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করিয়া জগতে অমর নাম রাখিয়া গিয়াছেন ইহার দৃষ্টান্ত বাঙ্গালার ইতিহাসেও কম নহে। যদিও এখনকার over-active বা উপর চালাক যুবকগণ বলিয়া থাকেন যে, সহায় ও সম্পত্তি নাই, মূলধন নাই, পৃষ্ঠপোষক নাই, কেমন করিয়া কি করিব? কিন্তু এটাও নিশ্চয় যে, এষ্ট শ্রেণীর যুবকগণই অকর্মণ্য, এবং সমাজ কলুষিত করিয়া থাকে। তাহাদের বিষয় একই শ্রেণীর যুবকেই বাঙ্গাল্য পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। আজ আমরা দেখাইব যে, উন্নতি করিবার আন্তরিক বাসনা থাকিলে কিছুতেই প্রতিবন্ধক হয় না।

মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ তর্ক ভূষণের পুত্র, তিনি অতিশয় দরিদ্র ছিলেন, ভূদেব বাবু দীর্ঘ প্রতিভাবলে অতি উচ্চ শিক্ষিত হইয়া, শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। এই মহাত্মা তাঁহার উঠিলে যোগাঙ্কিত অর্পণে অনেক অংশ সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চা এবং টিকিৎসার উন্নতির জন্ত দিয়া গিয়াছিলেন।

পণ্ডিত বাপুদেব শাস্ত্রী, যাহার এত বড় নাম ও কীৰ্ত্তি, তিনি অতি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন, কেবল স্বীয় অধ্যবশায় এবং প্রতিভা গুণেই অমর নাম রাখিয়া গিয়াছেন।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রও গরীবের সন্তান, পিশিমার দ্বারা লালিত পালিত হইয়া কালে অধিতীয় পণ্ডিত হইতে পারিয়াছিলেন, গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর যিনি বাঙ্গা-

লায় প্রাতঃস্মরণ মহাত্মা মধ্যে গণ্য, তিনিও—  
দীন ব্রাহ্মণ সন্তান।

সামান্য অবস্থা হইতে ঐকান্তিক চেষ্টায় ইহার উন্নতির উচ্চ সোপানে উঠিয়া অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। তার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের শৈশবের অবস্থাও ভাল ছিল না।

ওদিকে ব্যবসায়ী মহলে ৩ বটকুম্ভ পাল, প্রভৃতি প্রতিভাবান ব্যবসায়ীগণও সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতি করিয়াছিলেন। এমন আদর্শ বাঙ্গালার অপ্রচুর নহে।

পাশ্চাত্য জগতের ইতিহাস হইতে দেখা-  
ইতেছি যে, সামান্য অবস্থা হইতে কত সহস্র সহস্র ব্যক্তি উন্নতির উচ্চ সোপানে উঠিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সাগুয়েল পেপির পিতা ছিলেন দরিদ্র।

বিখ্যাত কবি, সেক্স পিয়ারের পিতা

একজন পশম ব্যবসায়ী।

জর্জ ওয়াশিংটনের পিতা একজন কৃষক।

নাটিন দুখাতের পিতা ছিলেন কৃষক এবং  
কাঠুরিয়া।

হারবী যিনি জীবনদীর্ঘের রক্ত চলাচলের রহস্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার পিতাও একজন কৃষক ছিলেন। তার রবার্ট পীল যিনি বিখ্যাত Statesman রাজনৈতিক ছিলেন তাঁহার পিতা দৈনিক মজুরের কাজ করিয়া দিনযাপন করিতেন।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের পিতা সাবান  
কুটাইবার মজুরী করিতেন। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্ক-  
লিন নিজে প্রেসের মুদ্রাকর ছিলেন।

কুঠোফার কলম্বস তাঁতির ছেলে।

জন ক্যালভিনের পিতা প্যাংকিং করি-  
তেন, ছেলে সেই কার্যে পিতাকে সাহায্য  
করিতেন। তাহার পর আধুনিক কার্ণেলী,  
রফ ফেলার প্রভৃতি ধনকুবেরগণ অতি সামান্য  
অবস্থা হইতেই অবস্থার উন্নতি করিতে পারিয়া-

ছিলেন, এমন দৃষ্টান্ত আর কত দেখাইব?  
বাঙ্গালার বহু কন্দবীর অতি সামান্য অবস্থা  
হইতে উন্নতি করিয়াছিলেন, —লোক মুখে  
গুনা যায়। এদেশের মহৎ লোকের জীবনী  
প্রায় থাকে না, লোকে রাখিতে চেষ্টা করে  
না, কেমন যে দেশটার অধঃপতন হইয়াছে,  
সকল বিষয়ই উপেক্ষায় নষ্ট করিয়াছে।

পাশ্চাত্য দেশের একটা সামান্য বালকের  
বীরত্ব, মহত্বের ইতিহাস বর্ণিত হয়, কিন্তু  
এদেশের মহাপণ্ডিতেরও জীবনচরিত পাওয়া  
যায় না। বাহ্যিক সহায় ও সম্পত্তিই  
উন্নতির একমাত্র উপাদান নহে। স্বীয়  
অব্যবসায় এবং প্রতিভা সমস্ত উন্নতির মূল।  
এদেশের যুবকগণ বৈদ্যা, চিকিৎসা, আয়নির্ভ-  
রতা, অধ্যবসায় সমস্তই বিসর্জন দিয়া কেবল  
বিলাসপ্রাপ্তি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে যত্নবান। এমন  
দেশের জাতীয় উন্নতির কল্পনাও বিড়ম্বনা  
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পুনঃ পুনঃ মহত্ত্বদীর্ঘতা পাঠ করিয়া সেট  
আদর্শে গঠিত হইবার চেষ্টা করিলে বাস্তবিক  
উন্নতি করা অসম্ভব নহে। কিন্তু ছেলের পাঠ্য  
পুস্তকসমূহের পঞ্চাঙ্গাণ অমূল্যকান করণ,  
দেখিলে আপনিক হাব ভাবময়ী নানারক্কে  
রঞ্জিত উপভাস, সংস্কারাদির পুস্তকে পরিপূর্ণ।  
এই সকলই আধুনিক যুবকগণের অতি প্রিয়  
এবং আদরের পুস্তক। কোন পিতা বা  
কর্তৃপক্ষও এই সকল পুস্তকের সংবাদ জানেন  
না কি? সকলেই জানেন। তাহার মধ্যে  
একটাও জীবন চরিত দেখাইতে পারিলে  
আমরা বাস্তবিক আশ্চর্য্য হইতাম। আসল  
কথা এই যে, দেশের ছেলে ইউনিভারসিটি  
পরীক্ষার উচ্চস্থান অধিকার করিতেছে, কিন্তু  
নৈতিক উন্নতির অনেক স্থলেই শোচনীয়  
অভাব দেখিয়া বাস্তবিক ক্ষুব্ধ হইতে হয়।  
কিন্তু যে শিক্ষার মানুষ গঠিত হয়, দেব চরিত্র  
গঠিত হয়, তেমন শিক্ষা প্রচলনের সহজ উপায়

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৯০ টাকা লইব।

কি? বর্তমান শিক্ষার মধ্যে তেমন শিক্ষা পাওয়া দুষ্কর ব্যাপার। আমরা আগামী সংখ্যায় দেখাইব, অতি হীন অবস্থা হইতে কেমন করিয়া অনেক বাঙ্গালীই উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন। আমরা আবার আমাদের মনিষীগণের জীবনী আলোচনা করিব। তাহা কখনও পুরাতন হইবার নয়।

## Cost of carelessness.

### অদতর্কতার মূল্য।

এক সময়ে বিশাতির রংবী পুনের শিক্ষক একটা বালকের হাতে দেখা অতি কদর্য বলিয়া তিরস্কার করেন। বালক বলিল, অনেক জ্ঞানী বুদ্ধিমান লোকেবও হাতের লেখা খারাপ, তাহাতে কিছু আসে যায় না।

দশবৎসর পরে বালক ইংলিস সৈন্তগণের একজন অফিসার হইলেন, এবং ক্রিমান সংগ্রামে সৈন্ত চালনা করিতে লাগিলেন। সেই সৈন্তদলের জেনারেলের একটা আদেশ পত্র নকল করিয়া সৈন্তগণের মধ্যে প্রচারের ভার সেই অফিসারের হাতে পড়িল। তিনি তাহা নকল করিতে এরূপ কদর্য হস্তলিপির আদর্শ দেখাইলেন যে, সৈন্তগণ তাহা অশুদ্ধ ভাবে পড়িয়া আদেশের বিপরীত অর্থ বুঝিয়া লইল। ফলে সহস্র সৈন্ত একহাতের লেখার দোষে মৃত্যুশয্যা পায়িত হইল। সামান্য দোষ উপেক্ষায় অনেক সময় ভীষণ অনর্থ ঘটিয়া থাকে।

“The beauty of holiness can not be seen in a mirror”-পবিত্রতার সৌন্দর্য্য দর্পনে দেখিতে পাওয়া যায় না। পার্থিব মুখের সৌন্দর্য্য দর্পনে প্রতি কলিত হয় বটে।

## শ্রীহট্টের শীতল পাটী।

শ্রীহট্ট কমলালেবুর জন্মই পশ্চিম বঙ্গে বিখ্যাত। কিন্তু শ্রীহট্টে আরও কতকগুলি দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাও কলিকাতা এবং বঙ্গের নানা স্থানে অতিশয় আদরণীয়। তন্মধ্যে শীতলপাটী এবং কমলা মধু। “কাজের লোকের” বিজ্ঞাপন স্তম্ভে মেসার্স কে, চৌধুরী এণ্ড কোং, সুনামগঞ্জ শ্রীহট্ট হইতে কমলামধুর বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতেছেন, পাঠকগণ দেখিয়া থাকিবেন। এই কমলা-ফুলের মধু কেবল শ্রীহট্টেই জন্মিয়া থাকে, তাহা খাইতেও স্বমধুর। এই জিনিসটার কলিকাতায় আদর আছে, যোগ্য ব্যক্তি চেষ্টা করিলে কলিকাতা এবং পশ্চিম বঙ্গে কমলা মধু বিক্রয়ের একটা উৎকৃষ্ট বাজার পাইতে পারেন।

অন্য দ্রব্যটি “শীতল পাটী।” শ্রীহট্ট-জাত বেত হইতে খুব মিহি, মাঝারী, এবং মোটা এই তিন প্রকারের পাটী আমদানী হইয়া থাকে। শ্রীহট্টের কায়স্থ এবং যোগীগণ শ্রীহট্ট হইতেই কিছু কিছু পাটী লইয়া মেছুয়াবাজার প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করে এবং প্রাতে ও সন্ধ্যা বেলায় কলিকাতার বাড়ী বাড়ী বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। এবৎসরের পাটীর দর অত্যন্ত জবোর তার খুবই অধিক। আমরা তাহাদের নিকট শুনিয়াছি যে, সপ্তাহে দুই দিন শ্রীহট্টের বাজারে পাটীর হাট হইয়া থাকে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, পাটী বয়নের কার্য শ্রীহট্টে মন্দ হয় না। এবং ইহা প্রচুর পরিমাণেও সেখানে জন্মিয়া থাকে। সেখানে যে ইহারা কতদূরে ক্রয় করে, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু ইহাদের পাটীতে যে দাগ থাকে, সেই দাগের এক তৃতীয়াংশ ইহাদের কেনা দাম বলিয়া ইহারা প্রকাশ করিয়া থাকে। যথা—কোন পাটীর পৃষ্ঠে ৮৫০ লেখা আছে,

ইহাঙ্কে ৩ ভাগ করিলে ২৮০/১০ আন্দাজ হয়, ইহারি বলে, ইহাই আমাদের পড়তা দাম তাহার উপরেও ১০ ৥০ লাভ চায়, কাজেই ১খানা পাটীর দাম ৩৮০ হইতে ৩৯০ আনা ৩০০ টাকা এইরূপ পাড়ায়। ইহা অবশ্যই খুব বেশী দাম সন্দেহ নাই।

কিন্তু পাটী যাহারা বিক্রয় করে, তাহাদের উপরোক্ত কথাটা সত্যতা দেখা যায় না। যে পাটী মোটা, তাহার দাগ দেখিয়া ২২ টাকা দাম হয়, ক্রেতা তাহার দাম ১৯০/০ বলিলেও ইহারা অনেক সময় বিক্রয় করিয়া চলিয়া যায়।

যদি কোন শ্রীহট্টবাসী শিক্ষিত ব্যক্তি পাটী সম্বন্ধে “কাজের লোকে” বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া পাঠান, তাহা হইলে আমরা সানন্দে তাহা “কাজের লোকে” প্রকাশ করিব।

শ্রীহট্টের কোন স্থানে পাটী জন্মায়, শ্রীহট্টের পাটীর মহাজনগণের নাম, সেখানকার দর-কত, কলিকাতায় পাঠাইবার উপায়াদি সমস্ত বিবরণ বিস্তারিতভাবে লিখিলে কলিকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের লোকে শ্রীহট্টবাসী ব্যবসায়ীগণের সহিত অনায়াসে কারবার করিতে সক্ষম হইতে পারেন।

পাটীর কার্য পশ্চিমবঙ্গে বেশ চলে। যে অল্প সংখ্যক পাটী কলিকাতায় আমদানী হয়, তাহাতে কলিকাতার অভাবই মোচন হয় না, সুতরাং কলিকাতার বাহিরে অতি অল্প লোকেই পাইয়া থাকে। যদি পাটীর জন্ম স্থানাদি বিশেষ বিবরণ এ অঞ্চলের লোকে জানিতে পারে, তাহা হইলে অনেক পল্লী গ্রামের ব্যবসায়ীগণও তাহা আমদানী করিতে পারে।

মাত্র সকল স্থানে জন্মে না, কিন্তু বর্তমান, হুগলী, বীরভূম প্রভৃতি স্থানের ব্যবসায়ীগণ তাহা আমদানী করিয়া বিক্রয় করে। পাটীও বঙ্গের স্থানস্থানে সেইরূপ বিক্রয় হইলে এই

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাস্তুল পাঠান।

শিক্ষার উন্নতি হইতে পারে। জাপান ও চীনের মতই এ দেশে আসিয়া বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এদেশের লোকের দেশ জাত প্রবোধ সংবাদ অনেকই অবগত নহেন ইহা কম আক্ষেপের বিষয় নহে। যে দেশের বা জেলার কোন বিশেষ দ্রব্য ভাল, তাহা সাধারণকে জানাইবার উপায় যতদিন না হইবে, ততদিন সে জিনিসের প্রচুর কাটতি হইতেই পারে না। আমরা শ্রীহটের কোন শিক্ষিত লোকের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে উৎসুক রহিলাম।

## Calcutta Pottery Works

### কলিকাতা পটারী ওয়ার্কস।

এই ফেক্টরীরী তারিখের “দেশী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, কলিকাতার পটারী ওয়ার্কস-এক্ষেণে কলিকাতার মেসার্স বাউ এণ্ড কোং হস্তে গিয়াছে। যথেষ্ট বিষয়, ইহা সত্য নহেন বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, প্রথমে পটারী ওয়ার্কসের প্রধানিকারী ছিলেন মাননীয় মহারাজা তার মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, এবং রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন এবং বাবু হেমেন্দ্রনাথ সেন। ইহারা কলিকাতা পটারী ওয়ার্কসকে এক্ষণে লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করিয়াছেন এবং তাহার নাম হইয়াছে “বেঙ্গল পটারীজ লিমিটেড” এই নূতন কোম্পানীর নিম্নলিখিত মহোদয়গণ ডাইরেক্টর হইয়াছেন।

যথা—

- (১) অনন্বেল মহারাজা তার মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর।
- (২) রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন (বহরমপুর)।
- (৩) বাবু হেমেন্দ্রনাথ সেন।
- (৪) মিঃ এস, দেব (অভিজ্ঞ)।

- (৫) শ্রী পি, সি, রায়।
- (৬) মিঃ জে, সি ব্যানার্জী।
- (৭) মেসার্স পি, এন্ দত্ত কোং মিঃ এস এন্ দত্ত।

(৮) বাবু ভুতনাথ পাল (মেসার্স বটকুট পাল এণ্ড কোং)

(৯) বাবু বেজনাথ চৌবে।

এই সমস্ত কৃতবিদ্য, দক্ষ, ব্যক্তিগণের যত্নে সম্পূর্ণ স্বদেশী বেঙ্গল পটারীজ লিমিটেড কোম্পানীর কৃতকার্যতা যে অবগত হইবে ইহা আমরা আশা করিতে পারি।

কলিকাতা পটারী ওয়ার্কের জিনিস লোক রঞ্জক হইয়া ছিল, তবে কিঞ্চিৎ মূল্যাপেকার জন্ত এদেশের আপামর সাধারণের আয়ত্ত হইতে পারে নাই। আমরা আশা করি, নূতন কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে বেঙ্গল পটারী লিমিটেডের দ্রব্যাদি আপামর সাধারণের উপভোগ্য হইতে পারিবে।

## কৃষিকর্মের অন্তরায়।

(কৃষি শব্দের অর্থে সাম্র

কৃষিকর্ম বুঝিতে হইবে)

যে শিক্ষাপ্রণালীর ফলে বালকদিগের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক, এই ত্রিবিধ উন্নতির যথাসামঞ্জস্য সাধিত হইবে, সেই শিক্ষাপ্রণালীই সর্বোৎকৃষ্ট, এ কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। আবার বাংলাশিক্ষাতে কৃষিক্ষা প্রবর্তিত করিবার জন্ত আমরা শিক্ষাসমস্তা বিষয়ক আলোচনাতে বিশেষভাবে অগ্ররোধ করিয়া আসিয়াছি। এখানে কৃষিকর্মের অর্থে আমরা কেবল খাজাদি চাষমাত্র করা বলিতেছি না, গোপালন প্রভৃতি

সর্বপ্রকার অজপ্রত্যজ সহ কৃষিকর্মের অর্থে কৃষিক্ষা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি।

### সাম্র কৃষিকর্ম অত্যাৱশ্যক।

আমরা যতই এ বিষয়ে আলোচনা করিতেছি, ততই আমাদের দৃঢ় ধারণা হইতেছে যে, ভাবগোষ্ঠীর পক্ষে সাম্র কৃষিকর্ম কেবলমাত্র নানাবিধ জাতির কারণে অত্যাৱশ্যক নহে। যে সকল বিষয়ে শিক্ষা ছাত্রদিগের সম্পাদীন উন্নতি আনয়ন করিতে পারে, সাম্র কৃষিকর্ম তাহাদিগের মধ্যে অত্যন্ত প্রধান বিষয়। সাম্র কৃষিকর্ম একদিকে কৃষিপ্রধান ভারতের অধিবাসীগণের সম্পাদীন উন্নতি সাধনেব বিশেষ সহায়, অপরদিকে ইহা কৃষিপ্রধান ভারতের সর্বকালেই প্রাণরক্ষাব শ্রেষ্ঠতম উপায়।

### সংগ্রামের কালে কৃষিকর্ম।

দেশে যখন শান্তির রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, তখন কৃষিকর্ম যে দেশের প্রাণরক্ষা বিষয়ে কিঞ্চিৎ সাহায্য করে, তাহা আমরা ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারি না। কিন্তু বর্তমান ইউরোপীয় মহাসমরের শ্রায় প্রলয়-ব্যাপারের আঘাতে দেশ যখন ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য যখন যুদ্ধের গোলযোগে অবরুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়, তখনই কৃষিকর্মের উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। কৃষিকর্মে বাণিজ্যের অর্ধেক লাভ হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাহা দেশের শাস্তিময় অবস্থাতেই প্রযুক্ত। যুদ্ধের সময় কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত কথা। সে সময়ে বরঞ্চ বাণিজ্যেই কৃষিকর্মের অর্ধেক লাভ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ইউরোপীয় মহাসমরে জন্মানি যে এতদিন বাণিজ্য অবরোধের নিদারুণ আঘাত সহ করিয়াও দাঁড়াইতে পারিয়াছিল, প্রচণ্ডবলে মিত্রসংঘকে আঘাত দিতে সক্ষম হইয়া ছিল, তাহার

২০০—ছাত্রের জন্মাস পর্যন্ত অর্ধ মূল্য লওয়া হইবে।

অত্যন্ত প্রধান কারণ জাশানির প্রকর্ষক কৃষিকর্ম। আমাদের অরণ হয় যে, আমরা সংবাদপত্রে পড়িচ্ছি যে, জাশানির নিজ দেশে উৎপন্ন শস্ত সমগ্র জাশানিবাসীদিগকে এক বৎসর সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে পারে। ভাল চাষ হইলে বিদেশের শস্তের আমদানীর উপর জীবনরক্ষার জন্য জাশানিকে খুব অল্পই নির্ভর করিতে হয়। মহাসমরে কৃষিকর্মের এইরূপ উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়া ইংল্যান্ডে এসিয়ায় বিশেষ আন্দোলন ও আন্দোলন চলিতেছে। উনবিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধ পর্যন্ত গ্রেটব্রিটেন কৃষিকর্মে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিত, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দির পর চারিদিকে শান্তি স্থাপিত হইলে গ্রেটব্রিটেন একে কয়েক দশকের পর মনোযোগ দিতে আসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকর্মের প্রতি অনমনোযোগ হইয়া উঠিল। এখন ইংল্যান্ডের মত আশ্চর্য কারণ হইতেছে এই যে, ইংল্যান্ডের বাসিন্দা কোন প্রকারে অবলম্বন করিতে পারি। আমাদের মধ্যেই তথ্য অত্রের জন্য তাহাচার উদ্ভিদ। ইংল্যান্ডী কৃষিকর্মে মনোযোগ প্রদান করিলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হই, কারণ জাশা হয় যে, ইংল্যান্ডিগের দৃষ্টান্তে বঙ্গবাসীগণও কৃষিকর্মের পক্ষপাতী হইবেন।

### কৃষিকর্মের অন্তরায় ধনীসম্প্রদায়।

কি স্বদেশে কি বিদেশে স্বহস্তে কৃষিকর্ম করিবার সর্বপ্রধান অন্তরায় ধনীসম্প্রদায়। তাহাদিগের অনেক অর্থ সঞ্চিত থাকতে তাহারা ইচ্ছামত যে কোন দ্রব্য মূল্যের দ্বারা কিনিতে পারেন। সেইটুকু পারেন বলিয়াই তাহাদিগের বিলাসিতা ও ভোগসুখ প্রভৃতি জাগ্রত হইয়া উঠে। সেই সকল বৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া অব্যবহার ও অপব্যবহারের ফল ঘর্ষণতা। এই সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক

নিয়মালয়ে তাহারা শরীরে ও মনে নানা প্রকারে ঘর্ষণ হইয়া পড়েন এবং নিজেদের ঘর্ষণতার দূরীকরণ প্রভৃতি নানা উপায়ে বংশ পরম্পরায় অহুক্রমিত করেন। তাহারা নিজেদের সেই ঘর্ষণতা সমর্থন করিবার জন্য হাতেহাতেই কাজমাত্রকেই হয় চক্ষে দেখিয়া মানহানিকর ও “ছোটলোকের” কাণ্ডা বন্ধিয়া প্রচার করিতে চাহেন। কিন্তু তাহারা ইহা ভাবিয়া দেখেন না যে, তাহারা যে কৃষিকর্ম প্রভৃতি হাতেহাতেই কাজমাত্রকে ছোটলোকের কাণ্ডা বন্ধিয়া ঘৃণা করিতে চাহেন, সেই সকল কাণ্ডা বানীত, সেই সকল “ছোটলোকের” মতান্তর বিনা তাহাদের অবস্থার সম্পূর্ণ অজ্ঞান হইবে। আমরা যে একটি মূল্য আছে, মনোযোগ আছে, সে কথা তাহারা ভুলিয়া যান। ধনীরা মনে করেন যে, চুপচাপ করিয়া বসিয়া থাকা, নানা কার্যকাণ্ডবিন্দি দ্রব্যসমূহে নিজের দমনবস্তার পরিচয় প্রদান করা এবং পরস্পরের দ্বারা অপমানের বণ্ডীক পরিচয়ের উপর নিজেদের ভোগোচ্ছা চরিতার্থ করিতেই যত কিছু মান ও বত কিছু মনোযোগ হাতেহাতেই প্রমজনক কার্যের কোনট মনে বা মনোযোগ নাই।

### ধনীদের সহপ্রীতির কারণ।

মূল্যের বিনিময়ে নিজেদের ভোগবিলাস চরিতার্থ করিবার উপযোগী নানা দ্রব্য সহজে পাওয়া যাইতে পারিবে এবং কৃষক প্রভৃতির রক্তের বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা সংগৃহীত নানাবিধ দ্রব্যের প্রদর্শনী গুলিয়া, আনন্দিক না হইলেও মৌখিক প্রশংসা পাইবার অনেক লোকজন পাওয়া যাইবার সুবিধা আছে বলিয়া ধনীরা পল্লীগাম পরিভ্রমণ করিয়া সহরে বাস করিতে ভাল বাসেন। ধনীরা তোষামোদকারীদিগের মুখে স্বস্তত সকল বিষয়ে সায় প্রাপ্ত হইলে এবং

প্রশংসা শুনিতে পাটলেই পরম পরিভ্রমণ করেন। সেই সকল প্রশংসার ভিতরে কতটুকু বা সত্য, আর কতটুকুই বা মিথ্যা আছে, সে বিষয়ে ধনীরা চিন্তা করিয়া দেখিবার অবসরও পান না এবং দেখিতে চাহেনও না।

### দরিদ্র শিক্ষিত পল্লীবাসীগণের

#### সহপ্রীতির কারণ।

ধনী সহরবাসীগণের ঐশ্বর্য ও তত্ত্বানিত বাহ্যের জাঁকজমক ও সুপভোগ কতকটা প্রত্যক্ষ করিয়া এবং কানাক্ষর্য সেই সকল বিষয়ের কথা খুব রহস্যকাণ্ডে শুনিয়া, দরিদ্র পল্লীবাসীগণ সহরে গিয়া প্রাপ্ত ঐশ্বর্যভাষ এবং তাহাদের সুখের সাগরে চিরকাল অবগাহনেন। অবসর পাইবার কল্পনাও মনে স্থাপন করেন হইয়া পড়েন। তখন তাহারা স্বপ্নভোগেচ্ছা পরিভ্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে পল্লীগামের বাসস্থান পরিভ্রমণ করিয়া সহরবাসী হইবার অভিলাষী হইয়া পড়েন। এইরূপে পল্লীবাসীগণের মধ্যে “বাহারা” উপকার নিজে পাইবার কলে সহরে আসিয়া চাকরী, ব্যবসায় বা অন্যান্য উপায়ে অর্থ উপার্জন করিয়া ধারণ করেন, তাহারা কিছুমান বিলাস না করিয়া সহরবাসী হইয়া পড়েন।

### সকল লোকদিগের পল্লীগাম

#### পরিভ্রমণের কুফল।

বাহারা পল্লীগামের কোন উপকার করিতে পারিতেন, সেই ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পল্লীগাম পরিভ্রমণ করিবার কারণে তাহাদিগের আদিম বাসস্থান সকল অমনোযোগের বিষয় হইয়া পড়ে। তখন সেই সকল স্থানের জলাশয়গুলি পান্য ও মাটিতে ভরাট হইয়া যায় এবং গ্রামগুলি বন-জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া নানাবিধ রোগের আশ্রয়

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

মান হইয়া পড়ে। তখন আবার, সেই সকল ধনী ও শিক্ষিত সহরবাসীগণ রোগের দোহাই দিয়া, খাজদা ও পানীয়জলের অভাব প্রভৃতির দোহাই দিয়া পল্লীগ্ৰামে বাস করিতে অস্বীকার করেন। পরিণামে পল্লীবাসীগণ রোগজীর্ণ শরীর লইয়া স্বীয় বাসস্থানের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে চাহে না এবং সমর্থও হয় না—তাহারা চিরকালের জন্য বংশপরম্পরায় রোগজরাময় অবস্থাতেই যথাকথক্ৰমে জীবন রক্ষা করে। অবশেষে যখন সেই সকল পল্লীবাসীগণ রোগজরাজীর্ণ দেহে নতুন নতুন রোগের আক্রমণফলে চাষবাস করিতে নিতান্তই অক্ষম হয় এবং অগত্যা তাহাদের নিকট হইতে খাজনা প্রভৃতি আদায়ের বিলম্ব হওয়ার ধনীদিগের বিলাসভোগে ব্যাঘাত ঘটে এবং সহরবাসীদিগের অন্নবস্ত্র মহার্ঘ হইয়া উঠে, তখন সকলে মিলিয়া দরিদ্র পল্লীবাসীদিগের স্বক্ষে ধনীদিগের বিলাসের অভাব ও সহরবাসীদিগের অন্নবস্ত্রের মহার্ঘতার সমস্ত দোষ নিষ্ক্ষেপ করিয়া, তাহাদিগের প্রতি অলস ও হঠ প্রভৃতি কতকগুলি কটুকাটবা প্রয়োগ করিয়া হাহতাশ করিতে থাকে এবং নিজেদের অদৃষ্টকে দিকার প্রদান করে।

### কৃষিকর্মের বিমুখতার কারণ।

আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, দেশে যখন শান্তি বিরাজ করে, তখন কৃষিকর্মের প্রতি অমনোযোগী হইবার কুফল আমরা ভালরূপ উপলব্ধি করিতে পারি না। তখন বাণিজ্য প্রভৃতি অস্ত্রাস্ত্র উপায়ে কৃষিকর্ম অপেক্ষা নিয়মিতভাবে ও অধিকতর অর্থ উপার্জন করিতে পারি বলিয়া আমরা কৃষিকর্মকে একঘেয়ে মনে করি এবং ইহা অলাভজনক বলিয়াও যে মনে না করি, তাহা নহে; কাজেই তাহাকে ছেঁচকে ও দেখিতে অত্যন্ত করি। আমাদের দেশের ধনীদিগের

মধ্যে আজকাল প্রদর্শনী সমূহে পুরস্কার লাভের প্রত্যাশায় বাগান করা একটা সখের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও তাহারা কৃষিকর্মকে ছেঁচকে দেখিবার ফলে সেই বাগান সম্বন্ধেও স্বহস্তে কোন কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহেন—সকল কার্য্যই মালী প্রভৃতি কর্মচারীদিগের সাহায্যে হইয়া থাকে। আর, বাগানেও তাহারা ক্রোটন প্রভৃতি যে সকল বৃক্ষাদি রোপণ করেন, তাহারও অধিকাংশ বাগানকে কেবলমাত্র সুসজ্জিত ও সুদৃশ্য করিবার উদ্দেশ্যেই রোপিত হয়, লাভের সহিত সে সকলের কোনই সম্পর্ক থাকে না। সহরে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিলে আমরা দেশের সম্বন্ধে অস্ত্রাস্ত্র অনেক বড় বড় বিষয়ের আন্দোলন আলোচনা করি, কিন্তু কৃষিকর্মের বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ দেওয়া আবশ্যকই মনে করি না।

### পল্লীগ্ৰামে শ্রমজীবীর অভাব ও তাহার কারণ।

ধনী পল্লীবাসীদিগের সহরে আসিবার দৃষ্টান্তে কেবল যে শিক্ষিত দরিদ্র পল্লীবাসীগণ উপার্জনের উদ্দেশ্যে সহরে বাস করিতে আসেনা, তাহা নহে। অশিক্ষিত দরিদ্র পল্লীবাসীদিগেরও মধ্যে অনেক সহরে মজুরী করিয়া অধিকতর উপার্জনের প্রত্যাশায় পল্লীগ্ৰামের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া সহরে আসে। পল্লীগ্ৰামে এই স্বত্রে শ্রমজীবীর অভাব একটা গুরুতর চিন্তার বিষয় হইয়াছে। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি যে, পল্লীগ্ৰামে ছয়টা পয়সা দিলেই মজুর পাওয়া যাইত, অর্থাৎ ছয়টা পয়সাতে একটা পরিবারের একটা দিনের জীবনধারণের উপায় হইয়া কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত থাকিত এবং যিনি মজুরকে নিযুক্ত করিতেন, তাহারও কার্য্য সুসম্পন্ন হইত। কিন্তু আজ সেই স্থলে ছয় আনার

কমে একটা মজুর পাওয়া যায় না। অথচ এক একটা পরিবারের আর যে খুব বাড়িতেছে, তাহা তো মনে হয় না—বরঞ্চ, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ক্ষুত্রাতিক্রম ভাগে বিভক্ত হইতে হইতে আর ক্রমাগত হ্রাসের দিকেই চলিয়াছে। আর, এদেশবাসীর আয়ই বা কি বৎসামাত্র! সেই আয়ের উপর আমাদের ব্যয় যদি চতুর্গুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তবে আমাদের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? আমরা খাইব কি? যদি দেশের ধনীলোকেরা তাহাদের নিজ নিজ জমিদারীতে অথবা পল্লীগ্ৰামস্থিত আদিম বাসস্থানে অধিকাংশ সময় যাপন করেন, তাহা হইলে দেশের লোকের অন্নবস্ত্রের অসংস্থানজনিত হৃৎকষ্টের অনেকটা লাঘব হয় এবং বর্তমান দুর্নীতি ও বৈপ্লবিক ভাবও অনেকটা কমিয়া যায়। বিস্তারিত সমূহে ধর্মশিক্ষার ব্যবহার অভাব বর্তমান দুর্নীতি ও বৈপ্লবিকভাবের অন্ততর প্রধান কারণ বটে, কিন্তু একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, অন্নবস্ত্রের অভাবজনিত কষ্টও সেই বৈপ্লবিকভাবের অগ্নিতে শুক ইন্ধন প্রদান করে।

### কৃষিকর্মই অর্থাগমের মূল ও নিশ্চিত উপায়।

দেশে যখন শান্তির রাজত্ব থাকে, তখন আরও এক কারণে কৃষিবিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না! দেশের ধাত্র প্রভৃতির অকুলান পড়িলে বাণিজ্যস্বত্রে বিদেশ হইতে প্রয়োজন মত তাহার আমদানী হয় বলিয়াই সেই অকুলানের কথা আমাদের মনেই আসে না। কাজেই দেশের জমী যে কি হইতেছে, সে বিষয়ে কোন দৃষ্টিই পড়ে না; কৃষকদিগের যে কি অবস্থা হইতেছে, তাহার কোন সংবাদই রাখা হয় না। কিন্তু একটু পানি চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে,

কৃষিকর্মে অর্থগণের মূল ও নিশ্চিত উপায়, এবং যদি কোন শিল্প করা সর্বাঙ্গের আবশ্যক হয়, তবে তাহা কৃষিকর্ম।

### কৃষিকর্মে শারীরিক উন্নতি।

আমরা বারবার বলিয়া আসিয়াছি যে, কৃষিকর্মই বালকদিগের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের অত্যন্ত প্রধান উপায়। কৃষিকর্ম যে শারীরিক উন্নতির বিশেষ সহায়, তাহা কৃষকদিগের মাংশপেশীবিধিষ্ট এবং অক্লান্তভাবে যৌৱৱৃষ্টিসহিষ্ণু দৃঢ় বলিষ্ঠ শরীর দেখিলেই বুঝা যায়। বঙ্গদেশের ম্যালেরিয়াগ্রস্ত কৃষকদিগকে আদর্শস্থলে রাখিয়া আমরা এ কথা বলিতেছি না বটে, কিন্তু এই ম্যালেরিয়া-প্রদীড়িত কৃষকদিগেরও মধ্যে অনেককে সহস্রবাসীদিগের অপেক্ষা কত অধিক দ্রুতিতে বলিষ্ঠ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে কৃষিকর্ম করিতে থাকিলে পল্লীগ্রাম হইতে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগসমূহ দূরে পলায়ন করিবে বলিয়াই আশা করা যায়। আমরা অবশ্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি শিক্ষা দিবারই কথা বলিয়া আসিয়াছি, শিক্ষিত কৃষক তাঁহার ক্ষেত্রের প্রয়োজনমত ডেঁন, জলাশয় প্রভৃতির বন্দোবস্ত না করিয়া থাকিতে পারিবেন না এবং কাজেই তাঁহার বাসস্থানের নিকটে রোগও সহজে পদার্পণ করিতে পারিবে না। এতদ্ব্যতীত শিক্ষিত কৃষক গোজাতির উন্নতিসাধনে বহুপরিচর্য হইতে বাধ্য হইবেন। গোজাতির উন্নতি সাধিত হইলেই দেশের ছেলেরা একটু খাটি দুধ খাইতে পাইয়া বাঁচিয়া যাইবে

\* আমাদের স্মরণ হইতেছে, আমরা আজ কয়েক বৎসর পূর্বে সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে, যেখানে প্রত্যেক ইংলওবাসীর গড়ে আর ত্রিশটাকা, সেখানে প্রত্যেক ভারতবাসীর গড়ে আর মাত্র দুই টাকা।

এবং পুষ্টির আহ্বারের অভাবে যে সকল রোগের হাতে পড়িবার সম্ভাবনা ছিল, সেই সকল রোগের হাত হইতে তাহার নিস্তার পাইবে।

### কৃষিকর্মে মানসিক উন্নতি।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকর্ম চালাইতে গেলে শারীরিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক উন্নতিও যে অবশ্যস্বাভাবী ও অপরিহার্য, তাহা বলা বাহুল্য। প্রথমত, স্বহস্তে কৃষিকর্ম করিতে গেলেই কৃষকের নিজের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার প্রসারবৃদ্ধির ফলে তাে মানসিক উন্নতি অবশ্যস্বাভাবী, তাহার উপর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাজ কৃষিকর্ম সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিলে কৃষককে কৃষিবিজ্ঞানের সঙ্গে আরও নানা বিজ্ঞা আরম্ভ করিতে হইবে। সাজ কৃষিকর্ম বলিতে জমীতে লাঙ্গল দেওয়া হইতে ধাতু কাটা মরাইবাধা পর্যন্ত কার্যগুলিকেই যে বুঝাইবে তাহা নহে। সাজ কৃষিকর্মের অর্থে আমরা চাষকরা, আহাৰ্য্য, পশুপক্ষী পালন, হংস প্রভৃতি, বাটার সৌন্দর্য্য বিধারক পশুপক্ষী পালন, পশুপক্ষী চিকিৎসা, ফল উৎপাদন, শাকসবজী উৎপাদন, গোপালন, মৎস্যপালন, মধুমক্ষিকাপালন, দুগ্ধদোহন, মাখন প্রভৃতি প্রস্তুত করণ, ফল প্রভৃতি হইতে মোরক্সা চাটুনি প্রভৃতি প্রস্তুত করণ, অন্তত এগুলি সমস্তই বুঝি। উপরোক্ত বিষয়গুলির নাম দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, সাজ কৃষিকর্মে সুশিক্ষিত হইতে গেলে কতপ্রকার বিভিন্ন বিজ্ঞা আরম্ভ করা আবশ্যক।

জমীজমা রাখিতে গেলেই তাে জমী মাপ করিতে হইবে, ফসলের হিসাব রাখিতে হইবে, দেনাপাওনার হিসাব রাখিতে হইবে; এ সকলের জন্য গণিত শিক্ষা আবশ্যক। জমীজমার প্রতি পদে গণিতের প্রয়োগ দেখা যায়; গণিত না জানিলে তোমাকে প্রতিপদে প্রতা-

রিত হইতে হইবে। তার পর কোন্ জমীতে কি প্রকার শস্ত বা বৃক্ষ জন্মিত হইবে, কোন্ জমীর কত নীচে জল পাওয়া যাইতে পারে, প্রস্তরাদি পাওয়া গেলে কি প্রকারে পাওয়া গেল, এ সকল জানিবার জন্য মৃত্তক, ভূবিজ্ঞা প্রভৃতি জানা আবশ্যক। গণিতের জ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞানও প্রতিপদে আবশ্যক—প্রাকৃতিক বিজ্ঞান না জানিলে অনেক বিষয়ে অন্ধের জ্ঞান কাজ করিয়া যাইতে হয়। যেখানে বৃক্ষ প্রভৃতি লইয়াই সর্বপ্রধান কার্য্য, সেখানে যে উদ্ভিদবিজ্ঞা নিত্যসম্মুখীন আবশ্যক তাহা বলা বাহুল্য। তারপর, কোন্ বৎসরে কত বৃষ্টি হওয়া সম্ভব, কোন্ বৎসরেই বা অনাবৃষ্টি হওয়া সম্ভব, এ সকল জানিয়া ভাবী অমঙ্গলের প্রতিরোধ করিতে ইচ্ছা করিলে নভোবিজ্ঞা (meteorology) জানা আবশ্যক। পশুপক্ষীদের পালনও রক্ষণের জন্য প্রাণীতত্ত্ব ও প্রাণীচিকিৎসা জানিতে হইবে। কৃষি-উৎপন্ন দ্রব্য হইতে নানা বৌগিক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য রসায়নবিজ্ঞা আরম্ভ করিতে হইবে। এক কথায় যতপ্রকার বিজ্ঞান সাহায্যে মানুষের সুখস্বচ্ছন্দ্য আসিতে পারে ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে, সাজ কৃষিকর্মে সুকৃতকার্য্য হইতে গেলে ততপ্রকার বিজ্ঞাই আরম্ভ করিতে হইবে।

### কৃষিকর্মে অধ্যাত্মিক উন্নতি।

কৃষিকর্মের ফলে শারীরিক ও মানসিক উন্নতির সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতিরও যে সম্ভাবনা আছে, এ কথা শুনিতে অনেকে আশ্চর্য্য হইতে পারেন। কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। প্রথমেই তাে দেখা যায় যে, কৃষিকর্মে যতপ্রকার উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত হউক না কেন, দৈবাভাব বা ব্যতীত, ভগবানের কৃপা ব্যতীত কৃষিকর্মে কৃতকার্য্যতার কোনই সম্ভাবনা নাই। যথা সময়ে উপযুক্ত

৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা লইব।



পরিমাণে দুই যোজ প্রভৃতি না হইলে শতসহস্র উপায় অবলম্বন সক্ষেপ কৃষকের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়। কাজেই কৃষকের হৃদয় আধ্যাত্মিক উন্নতির একটি অতিশ্রেষ্ঠ সোপান, তরবারের প্রতি নির্ভর না করিয়া থাকিতে পারে না। আর, তাহার উপর, পল্লবাসী কৃষক সহরের বৃথা কোলাহল প্রভৃতি চিত্ত-বিক্ষেপক বিষয় হইতে রক্ষা পাইয়া নিজেই আত্মচিন্তা করিবার সুন্দর অবসর পায়। সহরে সহরবাসী ঘরে বাহিরে লোকসমাগমের মধ্যে পড়িয়া থাকে; তাহার সম্মুখে পশ্চাতে আশেপাশে কেবলই জনশ্রোত চলিতেছে, সকলেরই চিত্ত বিষয়চিন্তাতে নিমগ্ন—বিশ্রামের বেন অবকাশ মাত্র নাই। এ অবস্থায় সে ভগবানের চিন্তা করিবে কখন? ওদিকে পল্লবাসী কৃষক সমস্ত দিবস কৃষিকর্মের পর বন্ধ সাংসারের আলোআধারের ছায়ার মধ্য দিয়া গুরুত্বপূর্ণ গৃহে ফিরিয়া আনিয়া বিশ্রামের সুখ অনুভব করে, তখন সে তাহার হৃদয়ে কি অগাধ শান্তি অনুভব করে, সে তখন সেই সেই শান্তির মধ্যে স্বভাবতই সেই শান্তির আকর ভগবানের করুণারই কথা স্মরণ করিয়া কৃতার্থ ও ধন্ত হয়।

### পল্লীবাসীর মঙ্গলে দেশের মঙ্গল।

এইরূপে আমরা দেখিতেছি যে, কৃষিকর্ম যেমন আপদকালে দেশের প্রাণরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়, তেমনি তাহা দেশের ছেলেদের সর্বস্বীন উন্নতিসাধনেরও অন্ততর প্রধান সহায়। সেই কৃষিকর্মকে আমরা বন্ধভাবে গ্রহণ না করিলে আমাদের আত্মহত্যা ও পুত্র-হত্যার পাপে নিমগ্ন হইতে হইবে। আমরা যদি নিজেদেরও উন্নতির জন্য কৃষিকর্ম অবলম্বন না করি, তথাপি ছেলেমেয়েদের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া তাহা করা কর্তব্য। ছেলেমেয়েরাই দেশের ভবিষ্যতের আশাঙ্ক।

তাহাদের সর্বস্বীন উন্নতির ও আত্মরক্ষার এমন একটি উপায় হেলার পরিত্যাগ করা আমাদের কোন মতেই কর্তব্য নহে। ইহাও যেন আমরা না ভুলি যে, পল্লীবাসী সন্তানগণের মঙ্গলামঙ্গলের উপরেই দেশের মঙ্গলামঙ্গল বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। পল্লীবাসীদিগের তুলনায় সহরবাসী কয়টি?—মুঠীমের মাত্র। তাই পল্লীবাসীগণের বাসস্থান যাহাতে স্বাস্থ্যকর হয়, তাহারা যাহাতে পুষ্টিকর আহার প্রাপ্ত হয়, তাহাদের কৃষিকর্মপ্রধান বিভাগের যাহাতে স্বন্দোবস্ত হয়, সে বিষয়ে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির দৃষ্টি রাখা দরকার।

### বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকর্ম প্রবর্তনে গবর্ণমেন্টের মঙ্গল।

কেবল দেশের লোকের নহে, কৃষিকর্মের বন্দোবস্ত বিষয়ে এবং পল্লীবাসীদের মঙ্গলসাধনে গবর্ণমেন্টেরও বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। বর্তমান মহাসময় যদি আরও কিছুকাল স্থায়ী হইত, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস যে, গবর্ণ-মেন্টে বর্তমান অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে ভারতবাসীদিগের দ্বারা সেনাদল সংগঠনে মনোযোগ প্রদান করিতে হইত। এই সেনাদল সংগঠনে বঙ্গবাসীদিগকে কিছুতেই একেবারে বাদ দিতে পারা যাইবে না, অথচ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগকাতর বাঙ্গালীদিগকে ও সেনাদলে লওয়া চলিবে না। এই সেনাদল গবর্ণমেন্ট স্বয়ং বলিয়াছেন যে, এখানকার ম্যালেরিয়াজীর্ণ শরীরবাহী বাঙ্গালীদিগের মধ্য হইতে কনষ্টেবল করিবারও উপযুক্ত লোক পাওয়া চর্য। এ অবস্থায় কৃষিকর্ম দেশ-বাসীদের মনোযোগ দেওয়াইতে পারিলে গবর্ণ-মেন্টের ও সমূহ মঙ্গল। আমাদের মতে বিভাগীয়সমূহে ধর্মশিক্ষা প্রবর্তিত করিলে যেমন বৈপ্লবিক ভাব অনেকটা বিলুপ্ত হইবার সম্ভবনা, সেইরূপ আমরা বলের সহিত বলিতে

পারি যে, গবর্ণমেন্ট বিভাগের শিক্ষা ও হাজ-দিগকে উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি উপায়ে এদেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাগ কৃষিকর্ম প্রবর্তনের বন্দোবস্ত করিলে দেশ হইতে বিপ্লব দূর করিবার আর একটি বিশেষ উপায় বিধান করা হইবে। শ্রীক্ষতিস্রনাথ ঠাকুর। তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকা।

## Home Industries.

### গার্হস্থ্য-শিল্প।

### Cocoon Hair Oil.

### স্বাস্থ্যসিত নারিকেল তৈল।

( আমেরিকান পদ্ধতি )

পরিষ্কৃত কোচিন নারিকেল তৈল	১ পাইট
,, রেডীর তৈল	১ পাইট
আল কোইল	৬ „
ত্রিপারী এলম বার্ক	১ আং
জল	৪ আং
অয়েল বারগামট	১ আং
অয়েল লিমন	১ আং
অয়েল পিন্‌মেটো	১ আং
অয়েল অ্যালমগু	১ ড্রাম

প্রথমে নারিকেল তৈলটাকে ক্যান্টার অয়েল বা রেডীর তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া আলকোহল বা সুরাসারটাকে উহার সহিত মৃত অগ্নির উত্তাপ দিয়া আন্তে আন্তে মিশ্রিত করিতে হইবে। এলমবার্কটাকে একটু গুড়া করিয়া ঐ ৪ আউন্স জলের ভিজাইয়া সেই জলটা উপরোক্ত সমস্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করতঃ ব্রটা দ্বারা ফিলটার করিয়া লও, তাহার পর স্বাস্থ্যসিত করিবার জন্য বাকী তৈলগুলি মিশাইয়া খুব নাড়িয়া দাও এবং একটি শীতল স্থানে রাখিয়া দাও। ইহাকে ঘোষ

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।



লালবর্ণ করিতে হইলে—যখন নারিকেল তৈলও  
কাষ্টের অরেল একত্রে মিশান হয়, তখন  
তাহাতে আনুক্রমেট রঙ কিছু দিলেই তৈল  
লাল হইয়া যাইবে। অথবা এসেঙ্গ প্রভৃতি  
মিশানর পর সামান্য পরিমাণ টিং গামবোজ  
মিশাইয়া দিলেও বেশ হইবে।

মিশ্রিত তৈলটী ২৩ দিন একটা ঠাণ্ডা  
জায়গায় রাখিয়া দিবসে ২৩ বার ঝাঁকরাইয়া  
দিতে হয়। ২৩ দিন এইরূপ করিলে সমস্ত  
জবা গুলি মিশ্রিত হইয়া অতি সুন্দর সুবাসিত  
হইয়া উঠে।

সায়েন্টী কিক আমেরিকা।

ইহার পর ৩ আউন্স বা ৪ আং মিশ্রিত  
পুখিয়া লেবেলাদি দিয়া বিরূপ করিতে হয়।  
কেশ তৈলের মধ্যে নারিকেল তৈলকে আনবা  
মস্তিষ্ক এবং কেশের ভগ্না হিতকর মনে করি।  
কারণ এদেশের মহিলাগণ অনেকটী নারিকেল  
তৈলই অধিক ব্যবহার করেন এবং অশিতি  
বৎ পর্যন্ত ও তাহাদের কেশ পাকে না।

নারিকেল তৈলের একটা গন্ধ আছে,  
তাহাকে একেবারে মট করা কঠিন, তবে বাব-  
নার কাষ্টের কয়লা চূর্ণের উপর ঢালিয়া ফিল-  
টারিং ব্রণ্টী দ্বারা ফিল্টার করিয়া গইলে  
ইহার গন্ধ অনেক পরিমাণেই কমিয়া যায় এবং  
তৈল বেশ রিফাইনড হইয়া যায়।

## Editor in Council.

সম্পাদকীয় মন্তব্য-সভা।

শ্রীঅনন্দচন্দ্র বসু - গ্রাহক নং ১৩৩৪।

প্রশ্ন। মহাশয়,

উৎকৃষ্ট লাল কালী কেমন করিয়া প্রস্তুত  
করিতে পারা যায়, অনুগ্রহ করিয়া তাহার  
করমূল্য প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

উত্তর। (১ নং)

Brazil wood ... 4 oz.  
Diluted acetic acid 1 pint  
Alum ... ¼ oz.

Boil slowly in an enamelled  
vessel for one hour, strain and add  
one ounce Gumarabic finely  
powdered.

(2) Take

Scarlet aniline ... 10 oz.  
dissolve in a quart of boiling  
water, then add one ounce gum  
arabic; strain and when cold, add  
50 drops of oil of Cloves.

(3) Carmine ... 12 grains.

Add aqua ammonia and  
heat gently, without boiling for  
seven or eight minutes, then  
add 18 grains of gum arabic  
stirring constantly. It must be  
kept well corked

S. A.

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রাহক নং ১৪০৩

মাননীয় শ্রীযুক্ত "কাজের লোক" সম্পাদক

মহোদয় সমীপে

মহাশয়,

স্বয়ং করিয়া যদি একটি সহজ মাধ্যম  
রাউন্ড চামড়া পালিসের করমূল্য "কাজের  
লোকে" প্রকাশ করেন, তাহা হইলে চির  
বাসিত হইব।

বশব্দ—

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর—

Muratic acid ... 1 oz.  
Alum (ফটিকরী) ... ½ oz.  
Spt. Lavender ... ½ oz.  
Gum arabic ... ½ oz.  
Sour skim milk ... 1½ Pint

Mix well, apply to the leather  
with a flannel. When dried, polish  
with a soft dry duster, when you  
have any stain on the leather, they  
will be removed by applying me-  
thylated Spirit.

পত্রাদি লেখকগণের প্রতি।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভদ্র - আপনার প্রবন্ধ প্রকাশের  
উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইল না। ক্ষমা  
করিবেন।

শ্রীঅধরচন্দ্র ভৌমিক—“কাজের লোক”  
১৯১৯ হইতে ১৯১৮ পর্যন্ত প্রত্যেক খণ্ড  
৩০ টাকা হিসাবে ৩০০ টাকা স্থলে আমরা  
মাত্র ১২০০ টাকা করিয়া দিয়াছি, ইহার কট  
কাটাকেও দেওয়া হয় না, ক্ষমা করিবেন।

শ্রীগামিনীভূষণ সেন।

সাধারণ পাঠাগারের জন্য আমরা বার্ষিক  
১০০ মাত্র লইয়া একবর্ষ কাগজ দিয়া থাকি  
পুরাতন খণ্ড লইলে ১০০য় প্রতি খণ্ড দেওয়া  
হয়। বিনা মূল্যে দিতে অক্ষম, ক্রটি মার্জনা  
করিবেন। কাগজের ছন্দমূল্যতার দিনে ক্ষি  
কাগজ দেওয়া একেবারেই অসম্ভব।

কাঃ সঃ

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্যন্ত অর্ধ মূল্য লওয়া হইবে।

## Useful House-hold Information.

### গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

—:—

সাবানে ফারাধিকা আছে কি না জানিবার সহজ উপায়।—আজ-কাল সাবান মাখার চলন বেশী হইতেছে, কিন্তু সাবানে ফারাধিকা (free fat) থাকিলে তাহা চর্মের অপকার করে। অল্প পরিমাণে সাল্লিমেটকে জলে দ্রবীভূত কর। এই দ্রাবণকে উত্তপ্ত কর। শুষ্ক সাবানের উপর ফোঁটা ফোঁটা করিয়া এহ উত্তপ্ত দ্রাবণ ফেলিতে থাক। সাবানে সামান্য হরিদ্রা বর্ণের দাগ হইলেও বুঝিতে হইবে যে, অমিশ্রিত ফার অর্থাৎ ফারাধিকা বহিয়াছে। এই সাবান ব্যবহার করা উচিত নহে।

কাচ, চানামাটি ও গম্বু পাতব পাत्रে লিখিবার উপযোগী পেন্সিল।

—কাল:——কালি ১০, মোম (Wax) ৪০, চর্কি (tallow) ১০ ভাগ। শাদা:—ক্রেমস্ হোয়াইট ৪০, মোম ২০, চর্কি ১০, ভাগ। ফিকে মীমা:—বারলিন্‌ব্ল (ফিকে) ১০, মোম ২০, চর্কি ১০ ভাগ। গাঢ় নীল:—বারলিন্‌ব্ল (গাঢ়) ১৪, আঠা ৫, চাপ ১০ ভাগ। লাল:—সিন্দূর ২০, মোম ২০, চর্কি ২০ ভাগ। হরিদ্রা:—ক্রোম ইয়োডো ১০, মোম ২০, চর্কি ২০ ভাগ। হরিদ্রা:—ক্যাডমিয়াম ইয়োডো ১০, মোম ২০, চর্কি ২০, ভাগ।

ভার্ণিশ লাগাইবার জন্ম ধাতব গাত্রে জমী তৈয়ার করিবার উপায়।  
ধাতব গাত্রে ভার্ণিস লাগাইলে ভার্ণিস প্রায়ই

চটিয়া যায়। কিন্তু যদি জমী তৈয়ার করিয়া ভার্ণিস লাগান যায়, তাহা হইলে প্রায় চটে না। জমী এইরূপে তৈয়ার করা আবশ্যক। প্রথমে ধাতব গাত্র ভাঙ্গ করিয়া তৈয়ার বা চর্কিহীন কর। অতঃপর ১৫ নাটিক এসিড, ২০ গ্ৰামসাব, ৫ ভাগ বাবলার আঠা এবং দশভাগ জল মিশ্রিত কর। একটু দ্রাবণ প্রস্তুত কর। ধাতব গাত্রের উপর ১ কোট এই দ্রাবণ ব্যবহার গাত্রের মাথাইয়া দাও। শুকাইয়া যাউলে পলিশ-আগেট (polishing agent) দ্বারা বাহ্যিক গাত্র পলিশ কর। তাহার পরে ১৫০ গ্ৰাম জল মিশ্রিত মাথাইয়া দাও। ভার্ণিশ হইতে হইবে।

### কঠিন রবারের জিনিষের সিমেন্ট।

কাবন সিমেন্ট হইতে কঠিন গড়াপাচা দ্রবীভূত কর। এই দ্রবণ বন হইতে আন গ্রক। এত বন হইলে যে বন ইচ্ছা দেবার গায়ে কঠিন মাপন হইতে পারে। ভয় হইতে অংশেরই দাগ দাগ দূর করিয়া এই গাঢ় দ্রাবণ মাথাইয়া দাও। অতঃপর এই পদার্থের উপর কোবাইট অক্সাইডের (১২২০) দ্রাবণ প্রয়োগ দাও। অতঃপর ৩৫ পণ্ডক জোরে চাপিয়া দব। এই সময়ে অল্প একজন ব্যক্তি পার্শ্বের দিকে যে প্রয়োগ চাপের বেগে গড়াইয়া পড়িত, তাহাকে ছুঁবীর উল্টা দিকে করিয়া তুলিয়া ফেলিয়া দিবে। ১১ সেকেন্ডের মনোই সিমেন্ট অনেক শুকাইয়া যাইবে। অতঃপর একটা গরম লোহার ইসি লইয়া এই সিমেন্ট করা ব্যয়গার ক্রমাগত সাবধানতাব সহিত চাপাইতে হইবে। সিমেন্ট বেশ দরিয়া চাহিলে (অতঃপর সময়ের মধ্যে ধবিয়া যায়) আর উত্তি করিবার আবশ্যক হইবে না। এইরূপে মেরামত করিলে মেরামত পূর্ণ হইয়া যায়।

### পেটাই লোহা, ঢালাই লোহা

বা ইস্পাত চিনিবার সহজ উপায়।

লোহার গাত্র উখা দ্বারা বেশ চক্চকে করিয়া লও এই চক্চকে ব্যয়গার এক বন্দু নাটট্রিক এসিড ফেলিয়া দাও। নাটট্রিক এসিড খানিকক্ষণ ক্রিয়া করিলে তবে ছব দিয়া এই আকার হান ধৌত কর। পেটাই লোহে (Bar iron) ছাইএর মত দাগ, ইস্পাতে বাদামী কাল দাগ, ঢালাই লোহে ঘন কৃষ্ণবর্ণ দাগ পড়িবে। যদি পেটাই লোহের সহিত ইস্পাত পাওয়ান হইয়া থাকে, তাহা হইলে কতকটা পেটাই লোহ আর কতটা ইস্পাত তাহা অনাগ্রাসে এই পরীক্ষা দ্বারা স্থির করা যাইতে পারে।

### টিনের গাত্রের কাগজ অঁটিবার

আঠা।—টিনের গাত্রের সাধারণ গদ দিয়া কাগজ আঁটা যায় না। নৈসর্গিক তাপের দ্বারা প্রকৃতি টিনের আঘতন কয়ে বাক্‌ বালিয়া টিনের গাত্রের কাগজ থাকে না। কিন্তু নিম্ন-লিখিত উপায়ে গদ প্রস্তুত করিয়া লাগাইলে উঠিয়া যায় না।—২০ ভাগ বাবলার আঠা (উৎকৃষ্ট) একপা পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত হইবে, যেন গাঢ় ৪৫ ভাগ শ্বেত-সাবের (গম) সহিত ফুটাইলে পারা যায়। এই পরিমাণ জলে বাবলার আঠা জমিয়া তাহাতে ৪৫ ভাগ গমের উৎকৃষ্ট শ্বেতসাব মিশাইয়া দাও, অতঃপর তাহাতে ১৫ ভাগ চিনি জমিয়া ফুটাইতে থাক। ইচ্ছামত বন হইয়া যাইলে আর অগ্নিতে রাখিবার আবশ্যক নাই। ফুটাইবার সময় একটু কপূর মিশাইয়া দিলে এই আঠা বহুদিন অবিকৃত থাকে।

### আলুমিনিয়াম পালিশ করিবার

প্রণালী।—আলুমিনিয়ামের তৈজসাদি

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

জিনিসপত্র কিছুকাল ব্যবহার করিলে কিছু মলিন হইয়া যায়, তাহাদিগকে পুনরায় রৌপ্যের দ্বারা উজ্জ্বল করিতে হইলে এমারি এবং চর্কি একত্র মিশ্রিত করিয়া পালিশ করিবার তুলি দ্বারা তৈজসের গাত্রে ঘসিতে হয়। কিন্তু ইহা লাগাইবার পূর্বে তৈজসের গাত্র রীতিমত তৈলশূন্য করিয়া লওয়া আবশ্যিক। পিউমিস স্টোন দ্বারা এই কার্য্য বেশ চলিতে পারে। শেষে রুজ এবং তারপিন তৈল ব্যবহার করিলে ইহা দিক নতনের দ্বারা চক্চকে হইয়া উঠে।

**দস্ত-সংস্কার চূর্ণ।**—হরিতকী, শুঠ, খদির, মুখা, কপূর, শুপারীপোড়া, গুড়তক ও লবঙ্গ প্রত্যেকটি সমভাগ লইয়া চূর্ণ করিয়া সর্বসমান ওজন শোধক চাখাড়িচূর্ণ লইয়া একত্র করিতে হইবে। এই চূর্ণে দস্তধাবন করিলে দাঁতের গোড়া পরিস্কার করিয়া, দাঁতের গোড়া দুগা, বেদনা প্রভৃতি সর্বপ্রকার দস্তরোগ উপশম করে এবং জিহ্বা, ওষ্ঠ, তালু প্রভৃতিব ক্ষত আরোগ্য করিয়া থাকে। ইহা নিদ্ৰা ব্যবহার করিলে দস্ত সকল দূত হয়, মুখ সুগন্ধ ও সরস হয়, জিহ্বার জড়তা যায়, আহাবে রুচি ভবে।

## (Notes of Interest)

### আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়।

**জনসংখ্যা।**—১৯০১ সালে ভারতের লোকসংখ্যা গণনা করা হইবে। এই গণনার সময় গো., অখ, মেঘ, চাগল ও মহিষ সংখ্যা, ফল গাছের সংখ্যা, লোকের শ্বণেব পরিমাণ এবং এম, এ হইতে নিম্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

লোকের সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিলে অনেক আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা নির্ধারণের সুবিধা হইতে পারে। গবর্ণমেন্ট আমাদের প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন, এই অনুরোধ করিতেছি।

মুনসেফদের বেতন বৃদ্ধি। পাবলিক সার্ভিস কমিশনে মুনসেফদের বেতন বাড়াইবার প্রস্তাব আছে। উহা কবে কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহার স্থির নাই। বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট সংপ্রতি এই সংবাদ প্রচার করিয়াছেন যে, সর্ব শ্রেণীর মুনসেফের বেতন ২০০০ স্থানে নিম্নস্তায়ীভাবে ২৫০০ করা হইল।

**জন্মগীতে মহাউত্তেজনা।**—সন্ধির স্তম্ভ অদগত হইয়া জন্মগীর সকল শ্রেণীর লোক মহা উত্তেজিত হইয়াছে। তাহারা দিব্যত সত্য করিয়া বলিতেছে, জন্মগেরা এমন সন্ধিপত্রে কখনও স্বাক্ষর করিবেন না।

**নব বল ও নিদ্ৰা।**—ক্রান্তি অশুভব করিলে চিৎ হইয়া শমন করিবে এবং ৫ মিনিট কাল দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিবে। ৫ মিনিটের মধ্যে দেখে নব বলের সঞ্চার হইবে। যদি নিদ্ৰা না হয়, তবে চিৎ হইয়া শুইবে এবং ধীরে ধীরে শ্বাস গ্রহণ করিবে। দেখিতে দেখিতে নিদ্ৰাভিত্ত হইবে।

**আমরা বুঝাই কেন?** এতদিন লোকে মনে করিত যে, যখন মস্তিকে রক্ত সঞ্চালন শ্রোত বন্ধীভূত হয়, তখন চেতনার আধার

কার্য্য করিতে পারে না, তখন লোক নিদ্ৰাভিত্ত হইয়া পড়ে। বহুকাল ধরিয়া লোকের ইহাই বিশ্বাস ছিল। অর্থাৎ মস্তিকে রক্তের অল্পতাই নিদ্ৰার কারণ।

ইদানীং ইহার সম্বন্ধে মতান্তর ঘটিয়াছে। দিবাভাগের কক্ষ প্রচেষ্টার ফলে আমাদের মাংসপেশী সমূহের মধ্য হইতে এক প্রকার বিষ উদ্গীরণ হইয়া থাকে। উহা মানসিক ক্রিয়ার অবসাদ ঘটাইয়া নিদ্ৰিত করিয়া থাকে। কতকগুলি অবসাদক ঔষধ এইরূপ অবসাদ জন্মাইয়া থাকে, তদ্বারা এই মত সমর্থিত হইতেছে।

আহারের মত নিদ্ৰাও একান্ত আবশ্যক। একাধিকমে কেহ কতিপয় দিনের অধিক জাগরিত থাকিতে পারে না। জোর করিয়া কাহাকেও এই ভাবে বহুকাল জাগাইবার চেষ্টা করিলে তাহার কাল নিদ্ৰা উপস্থিত হইবার কথা। সঙ্গীবনী।

### ভারতে কয়লা।

ভারতীয় খনিসমূহের চীফ ইন্স্পেক্টর মহোদয় বার্ষিক বিবরণী প্রকাশ করিবার পূর্বে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ভারতে কত কয়লা উত্তীরাছে, তাহার মোটামুটি একটা হিসাব আমরাদিগের নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছেন। নিম্নে টনের ওজনে হিসাব দেওয়া হইল; এক টনের ওজন প্রায় সাড়ে সাতাইশ মণ।

আসাম	২, ৯৩, ৮৭৫ টন
বালুচিস্তান	৪৩, ১২৫ ,,
বঙ্গদেশ	৫৩, ০২, ২৯৫ ,,
বিহার ও উড়িষ্যা	১, ৩৭, ৭৬, ৬১৬ ,,
মধ্যপ্রদেশ	৪, ৮১, ৪৭০ ,,
পশ্চিমোত্তর সীমান্ত	২৪০ ,,
পঞ্জাব	৫০, ৪১৭ ,,

মোট ১, ৯৮, ৪৭, ০৩৯ টন

৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৮০ টাকা লইব।

রাজার দর। গত এই জ্যৈষ্ঠ সোমবার কলিকাতার কতিপয় বাজারে নিম্নলিখিত দ্রব্যের দর এইরূপ ছিল,—বালান চাউল প্রতিমণ ৮৮ আট টাকা; ঐ মোটা ৭৫০ সাত টাকা বার আনা। 'বি' আটা ১০।০ দশ টাকা চারি আনা। ১নং ময়দা ১০৫০ দশ টাকা বার আনা। যুত ৭৭ হইতে ৮৬ পধ্যস্ত। সরিষার তৈল ৩৪।০ হইতে ৩৬ টাকা। নারিকেল কোচিন ২২।০ উনতিশ টাকা চারি আনা। রেড়ি ৩১ টাকা। ডালিলের দরকমে নাই। মশলাও প্রায় সেইরূপ আছে। লঙ্কা প্রতি মণ ৩৫ পয়ত্রিশ টাকা। চিনি ১৪ টাকা হইতে ২১ টাকা। কেবোসিন তৈল কিছু আমদানী হইয়াছে; কিন্তু দর কমে নাই। বন্মা তারা দাঁড়াই কোথা।

### পেশোয়ারের ডাক্তার ঘোষ।

পেশোয়ারের আকগান পোষ্টমাস্টারের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিবার অভিযোগে ডাক্তার ঘোষ নামক একজন বাঙ্গালী তদ্রলোক দন্দী হইয়াছেন, পাঠকগণ এ সংবাদ অবগত আছেন। “অমৃতবাজার পত্রিকার” কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, বিগত ৬ই এপ্রিল তারিখে পেশোয়ারে শাহী বাগ নামক স্থানে “সভাগ্রহ” উপলক্ষে যে সভা হইয়াছিল, ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষ সেই সভাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহার পূর্বে তিনি কখনও কোন রাজ-নীতিক আন্দোলনে বা সভাসমিতিতে যোগ করেন নাই। পেশোয়ারের খেতাজ ও দেশীয় অধিবাসীরা ডাক্তার ঘোষকে বখেট প্রদা করেন। যুদ্ধের সময় যে সকল বাঙ্গালী সৈনিক বা সামরিক কর্মচারী পেশোয়ারে কর্মোপলক্ষে গিয়া অবস্থান করিতেন, ডাক্তার ঘোষ তাঁহাদিগকে নানা প্রকারে বখোঁচি

সাধায়া করিতেন। যুদ্ধের সময় কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে সময় বিভাগে চিকিৎসকের কার্য গ্রহণ করিতে অমরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পত্নীর পীড়ার জন্য সে কার্য গ্রহণ করিতে না পারিলেও পেশোয়ারের সামরিক হাসপাতালে আহত সৈনিকদিগকে বিনাবায়ে চিকিৎসা করিতেন, এ' জন্য তাহার আর্থিক ক্ষতি বড় অল্প হয় নাই। সম্ভবতঃ “সভাগ্রহ” সভাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করাত্তই তিনি কর্তৃপক্ষের সন্দেহভাজন হইয়াছেন। অবশ্য এই সিদ্ধান্ত অসুমান মাত্র। সম্ভবতঃ ডাক্তার ঘোষের অপবাধের বিষয় কখনও জনসাধারণ এবং তিনি স্বয়ংও জানিতে পারিবেন না। সুতরাং অসুমানের উপর নির্ভর করিয়াই নানাজনে নানা প্রকার অভিমত প্রকাশ করিবে।

(চিত্তবানী)

ডাকপুলিন্দার মাসুল হাস।—ইতিপূর্বে “বঙ্গবাসী”তে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, ভারতীয় ডাকঘরসমূহের পরিবর্তন জেনারেল আশা দিয়াছেন, শীঘ্রই এদেশের ডাকপুলিন্দার মাসুলের হার কতক পরিমাণে কম করা হইবে। গত ১৬ই মে হইতে ভারতীয় ডাক পুলিন্দার মাসুল নিম্নলিখিত হাবে গ্রহণ করা হইতেছে। উক্তন ২০ তোলা ওজনের পুলিন্দার মাসুল ৮০ টাই আনা, ২১ তোলা হইতে ৮০ তোলা পর্যন্ত প্রত্যেক ৮০ তোলা বা তাহার ভগ্নাংশে ১০ চারি আনা হারে মাসুল ধাৰ্য্য ছিল। অর্থাৎ প্রত্যেক ৮০ তোলা পুলিন্দার মাসুল ১০ আনা হারে লওয়া হইতেছিল। গত ১৬ই মে হইতে ৮০ তোলা ওজনের পুলিন্দা ১০ আনা মাসুলে যাইতেছে। আবার ৪৪০ তোলা হইতে ৮০০ তোলা ওজনের পুলিন্দার মাসুল ৩ টাকা। ৪৮০ তোলা হইতে ৮০০ তোলা পর্যন্ত প্রতি

৪০ তোলা তাহার ভগ্নাংশ ১০ চারি আনা হারে মাসুল লওয়া হইতেছে।

### কুমিল্লা ও জলকন্ঠ।

গত ২২ শে বৈশাখ তারিখের “বীরভূম-বাস্তী” পত্রিকায় “চাষার নিবেদন” শীর্ষক একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। যাহারা বঙ্গদেশের নানাবিধে কৃষি-প্রদর্শনী খুলিবার পক্ষপাতী ও তৎক্ষণাতঃ বাস্তবায়ন করণের তৎপর এই পত্রখানি পাঠ করা তাহাদের কর্তব্য। পত্রের মর্ম আমবা নিয়ে প্রকাশ করিতেছি।

সাধারণতঃ এদেশে যে সকল কৃষি-প্রদর্শনী প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে স্ত্রীমণ্ডল পশু ও পাখি, ইক্ষু অগ্নি প্রভৃতি নানাবিধ কৃষকের নমনা ও বীজ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং প্রদর্শন-গণ বক্তৃতা করিয়া দর্শকগণকে গালাগালি দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে লক্ষ্য কি হইয়াছে? কৃষকেরা প্রদর্শনীতে যখন কষ্ট পাই গালাগালি পশু যেনে, তখন ভাবে যদি গাওয়াইতে পারি, তবে আমাদের ঘরে পালিত পশুগুলি ও এই-দর হইতে পারে। নিজে হই বেল পেট ভরিয়া খাটতে পার না, পশুর খাট যোগাইবে কিদমে? পূর্বকালে গোচারণে মাঠ সকল গায়েই ছিল, এখন জমিদারদিগের কল্যাণে সেই সকল পতিত ক্ষেত্রেও চাষ করা হইতেছে। কাজেই চাষাদি গাওয়াইয়াও যে গোদার গাণিপোষণ করা হইবে, সে উপায়ও নাই। তাহার পর উচ্চশ্রেণীর বীজ প্রদর্শন করিয়া যখন বক্তৃতা করা হয়, তখন কৃষকেরা ভাবে পরমা খরচ করিয়া বীজ ত কিনিব, কেবল মাঠে ছড়াইয়া দিলে ফসল পাইব কি? অধিকাংশ গ্রামেই পানীয় জলের অভাব, “সেচের” গলেরও অত্যন্ত অভাব—কৃষকদিগকে মেঘের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে

পুরাতন ‘কাজের লোক’ শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

হয়, ভাগ্যক্রমে কোন বার বা অতিব্রটি হয়।  
একপক্ষে উচ্চতরের বীজ কিনিয়া বা লাভ  
কি? ফলকথা, গাছারা কৃষকদিগের হাথে  
কাতর, দেশে গোচারণের ব্যবস্থা করা ও  
জলাশয়ের ব্যবস্থা করা তাঁহাদের প্রথম ও  
প্রধান কৰ্ত্তব্য।

### ভারতে টেলিফোন।

ভারতের অনেক বড় বড় নগরে টেলি-  
ফোন আছে, পাঠক তাহা অবগত আছেন।  
টেলিফোনের সাহায্যে এক স্থানের লোকে  
বরে বসিয়া অত্র স্থানের লোকেব সহিত কথা  
বার্তা কহিতে পারে। সংপ্রতি ভারতবর্ষে  
এক নগর হইতে অত্র নগরে টেলিফোনের  
সাহায্যে কথাবার্তা কহিবার ব্যবস্থা হইতেছে।  
কিছুদিন পূর্বে হাওড়া স্টেশন ও আসানসোল  
স্টেশনের মধ্যে টেলিফোনের সাহায্যে কথাবার্তা  
চলিত, এই সংবাদ শুনিয়াই লোকে বিস্মিত  
হইত। হাওড়া হইতে আসানসোল ১১৩  
মাইল। অধুনা দিল্লী হইতে লাহোরেও  
টেলিফোন যোগে কথাবার্তা চলিতেছে এই  
দুই স্থানের দূরত্ব ৩১০ মাইল। লাহোর  
হইতে সিমলা (২০০ মাইল)। এই দুইটি  
স্থানে যে কোন লোক আড়াই টাকা কী  
দিয়া তিন মিনিট কাল কথাবার্তা কহিতে  
পারেন। এখন, কলিকাতা হইতে ৩১৮  
মাইল দূরবর্তী কয়লায় পনি অকলেও কথাবার্তা  
কহা চলিতেছে। দেড় টাকা কী দিয়া এই  
লাইনে তিন মিনিটকাল কথাবার্তা কহা চলে।  
শীঘ্রই বোম্বাই হইতে পুণা (১২৫ মাইল)  
এবং লাহোর হইতে রাউলপিণ্ডি (১৮০

মাইল) টেলিফোন দ্বারা সংযোগ করা হইবে।  
কলিকাতা হইতে দার্জিলিং এবং কলিকাতা  
হইতে নারায়নগঞ্জেও টেলিফোন সাহায্যে  
কথাবার্তা কহিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

ডাক পিয়নদের ধর্মঘট। ডাকপিয়ন  
গণ ধর্মঘট কবিয়া কাজ ছাড়িয়া দেওয়ায়  
সাধারণের চিঠি পত্র পাইবার অতিশয়, অসু-  
বিধা হইয়াছিল। শুনিতোছি ধর্মঘট ভঙ্গ হইয়া  
অনেক পিয়ন কার্গো পুনরায় সোংগদান করি-  
য়াছে। আশা করি, শীঘ্র মিটিয়া যাইবে।

### Review.

### সমালোচনা।

PRESIDENT WILSON—modern  
apostle of Freedom. (Speeches  
on world's Freedom—Foreword by  
Dr. S. Subramanya Aiyer—Publi-  
shed by Ganes & Co., Madras—  
Price Re. 1/- only.

সমগ্র জগতের স্বাধীনতার জন্য যত্ন  
রাজ্যের প্রেসিডেন্ট ডাঃ উড্রো উইলসন  
যে সমস্ত বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এই পুস্তকে  
সেই বক্তৃতাগুলি সংগৃহীত হইয়া "Presi-  
dent Wilson" নামক এই পুস্তক প্রকা-  
শিত হইয়াছে। পুস্তকের ছাপা কাগজ অতি  
সুন্দর। ইংরাজী অভিজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তির ইহা  
পাঠ করা উচিত। প্রত্যেক বক্তৃতায় প্রসি-  
ডেন্ট উইলসনের যে উদার নীতির আভাস  
পাওয়া যায়, তাহা কার্যে পরিণত করিলে  
জগত শান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই।

### বারে-পোরে—অবোধিণী পত্রি-

কার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর  
কর্তৃক পরিবাস্ত। অতি সরল ভাষায় অতি  
এবং তাদের সমাবেশ পূর্ণ—ইংরাজি অতি  
উপাদেয় পুস্তক। আমরা পুস্তকখানিকে  
সকলকেই পাঠ করিতে অহরোধ করিতে  
পারি। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট, পকেট  
দাঁড়। অহরহ সঙ্গে রাখিবার মত পুস্তকও  
বটে, মূল্য ১০০ আনা মাত্র।

### পল্লীবাসির প্রতি নিবেদন।

দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্দ্ধিত) শ্রীযুক্ত  
চণীলাল বসু, আই, এন্, ও এন্, বি, এফ,  
সি, এস প্রণীত, বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী হইতে  
প্রকাশিত। মূল আগা গোড়া পড়িবার  
অঙ্গীকার মাত্র।

স্বাস্থ্যরক্ষা এবং ইনফ্রুয়েন্স, কলেরা, বসন্ত,  
প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক পীড়ার সময়ে  
জমসাধারণ কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন  
করিলে এই সকল ভীষণ পীড়া সমূহের আক্র-  
মণ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে সেই  
সম্বন্ধে অতি সরল ভাষায় সহজ সাধা উপায়  
গুলি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। এই পুস্তক  
খানি প্রত্যেক গৃহীর অতি আবশ্যকীয়  
পুস্তক তাহার আর সন্দেহ নাই। এই সঙ্গে  
আমরা অতি কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ  
করিতে চাই যে “বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী”  
দেশের কলাগণ কল্পে অতি হিতকর কার্য  
সমূহের অহুষ্ঠান করিতেছেন। আমরা আশা  
করি, আমাদের গ্রাহকগণ “বঙ্গীয় হিতসাধন  
মণ্ডলীর” এই পুণ্যময় কার্যে যোগ দান  
করিয়া ধন্য হইবেন। আমরা সর্বাঙ্গকরমে  
“হিতসাধন মণ্ডলীর” হায়ীত এবং দীর্ঘ জীবন  
কামনা করি।

## কাজের লোক আফিস।

১৭নং অক্টুর দত্তের লেন, বহুজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরকারী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক

১৭নং অক্টুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

কাছের লোক, কলিকাতা।



## জিবাকুশুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়, শুণে অদ্বিতীয়,  
নিরানন্দের আনন্দকর।

সাধারণ ব্যবসায়ী নিরানন্দের গরু আনন্দস্বরী শুভাগমন হইবে। সামান্য  
কুটারবাসী হইতে সুকুটারী রাজাধিরাজ পর্যন্ত সকলেই সেই শুভদিনের  
প্রতীক্ষা করিতেছেন। বাহার যেকোন সাধ্য তিনি সেইরূপ আনন্দের আয়ো-  
জন করিতেছেন। জিবাকুশুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক। উৎসবের দিনে



জিবাকুশুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক শিশির মূল্য ১২ এক টাকা। ডাকমাণ্ডল ১০ আনা। ভিঃ পিতে ১১/০ আনা। শুজন (১০ শিশি) ৮৫০ আনা।

## সুরবলী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক সালসা।

দ্রবিত বিব জন্য বাতাদের রক্ত খারাপ হইয়াছে, শরীরে নানা প্রকার ত্রণ বা কতের ঠিক প্রকাশ পাইয়া ভ্রম সমাজে মিশিবার অস্বস্তি  
হইয়াছে, শরীরের কাস্তি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাহার। সুরবলী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবলী কষায় সেবন কালে বিশেষ  
কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবলী কষায় সেবনে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১৪০ টাকা। ভিঃ পিতে ২/০ আনা। ৩ শিশি ৫৫০ টাকা। ভিঃ পিতে ৪৬/০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলা স্ট্রীট, - কলিকাতা।

## খোকসিনা

অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক বেদনানাশক মালিস

\* \* \* যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক,  
“খোকসিনা” ২১৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা,  
পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য ছুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান  
করিবে।

## কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্থায়ী কলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে অলৌকিক ঘর্ষাবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে  
উপকার করে। এত আশু কলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী  
আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৫০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য  
হইবে। প্যাকিং ভিন্নপ সম্ভব।

এস, পি, চার্টার্ড এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্যালয় এবং

ফৌজ-গলসী, জেলা বর্ধমান।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য

অটুট রাখিতে

## ‘অস্থান’ অদ্বিতীয়

অস্থান স্মৃতিশক্তির হ্রাস, মাথাঘোরা, কার্গে অমনোযোগিতা, অস্থান  
হিষ্টিরিয়া, সর্কপ্রকার মানসিক বিকার, রক্তাল্পতা,  
অকাল-পক্বতা, শুক্রতারলা, পুরুষত্ব-হানি, কাশ, ক্ষয়-  
রোগ, বাত, ভায়াবিটিস বা বহুমূত্র, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ  
অস্থান অল্পরোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা, প্রভৃতি রোগে অব্যর্থ। সেহেনে অস্থান  
অতিরিক্ত মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম জনিত  
দৌর্বল্য দূর হয়, দেহে নববলের সঞ্চার হয়। বহুকাল  
রোগভোগে ক্ষীণ ও অকর্মণ্য ব্যক্তিও স্বাস্থ্য সামর্থ্য  
অস্থান ফিরিয়া পাইবেন, সুস্বাদু ও ক্ষুণ্ণিকর। দাম অস্থান  
এক টাকান’ আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড  
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড  
কলিকাতা



# কাজের লোকের পুস্তক ।

শিল্প শিক্ষা ।

ইংলিশ চক্ৰবর্তী প্রকাশিত ।

মূল ১০ ডাকমাণ্ডলাদি মন্তব্য ।

অসংখ্য হাতে হেতুতে জিনিস প্রস্তুত  
প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । তবে  
জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-  
প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত । মূল্য  
ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ  
পত্র লিখুন ।

সিফ্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড ।

“কাজের লোক” সম্পাদক প্রণীত । কেমন  
করিয়া অল্প পুঁজিতে ঘরে বসিয়া অত্যন্ত  
কাজ ও চাকুরী থাকা স্বত্বেও উপার্জন করিতে  
পাড়া যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও  
অনেক শুষ্ক রস আছে যাহা কেহ কাহা-  
কেও শিখায় না । পুস্তক আর নাই, পুনরায়  
ছাপা হইতেছে ।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে  
পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং  
ধনাকাজীরা পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা  
অন্তরায় করিতেছি । ইহা জিনিস প্রস্তুত-  
প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ  
আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে,  
তাহারই অনাবাসমাধ্য উপায় সমূহ বস্ত্তমান  
সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সং-  
লিখিত । এই ধারের অনেক পুস্তক থাকিতে  
পারে, তবে আরাহের আনীত এই পুস্তক-  
খানিই যেন জ্ঞান করিবেন । মূল্য ২১  
টাকা ভিঃ পি মন্তব্য । কাগজে বান্ধান, পরিষ্কার  
অক্ষরে বিদ্যুত প্রকাশিত । মূল্য  
অল্প মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে ।

রেকারের উপায় ।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত ।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে  
মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য আরম্ভ করা  
যায়, এই সকলের কলি সন্নিও অতি অনাবাস  
মাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত  
পত্র ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । একটু  
সামান্য পরিগ্রহ, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন  
করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জন করিয়া  
সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই  
সন্নিবেশিত হইয়াছে । কোতুললাভ  
হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আশঙ্ক্য  
নাই, করাও উচিত নয় । কিন্তু প্রকৃতই  
কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অত্যন্ত  
করিবেন, পকেট সাইজ, ক্লিনসকাপ  
১৬ পোজ সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান ।  
মূল্য ১৮০ আনা । ভিঃ পি মন্তব্য ।

ONE THOUSAND RECIPE

বিল্যুতী পুস্তক, বহু সহস্রমাধ্য জিনিস  
প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ । তবে ইংরাজী  
পুস্তক । ইংরাজী অতিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে  
জানিবার অনেক কথাই আছে । মূল্য ২১  
মুদ্রের অল্প মূল্য বৃদ্ধি ।

সমস্ত পুস্তকই ভাকে পাঠান হয় । আম-  
দের দেবী কল্যাণী নাই যে, সরাসরি এই  
কার্যে উপস্থিত থাকিতে পারে । টাকা  
পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই,  
অধিকতর ভাকে লইলে সময় বাঁচান যায় ।  
সমস্তই ভাল পুস্তক এবং কেবল কাজের  
লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা  
এই পুস্তক বিভাগ গুলিয়াছি । বাহা আমা-  
দের নাই, তেমন পুস্তকও অত্যন্ত করিলে সংগ্রহ

করিয়া পাঠান যায় । এই বিভাগে কমিশন  
শেলেও পুস্তক রাখা হয় । সে বন্ধোবস্ত্র  
অন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, “কাজের  
লোক আফিস” এই ঠিকানায় পত্র লিখুন ।

কাজের লোক আফিস,

১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রট, লেন,

বহুবাজার, কলিকাতা ।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য  
বস্তুস্বরূপ । কিন্তু অনেকের দেখিরাছি, যখন  
চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য  
ধামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই  
অমূল্য চক্ষুরত্বকে রক্ষা করিতে যান ; কিন্তু  
তাঁহা ত হইবার নয় । প্রকৃত নির্দোষ চসমা  
উৎকৃষ্ট ব্রেভিল প্রস্তুত হইতে প্রস্তুত হয় ;  
তাঁহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাঁহাই  
চক্ষুর রক্ষার বর্ধার সামগ্রী । আমরা চক্ষু  
পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক বস্তু আনিয়াছি ।  
চক্ষুর বিবরণ আশাশ্রিতকেনে বেন একবার অতি  
অবশ্য জানান হয় । প্রায় ৩০ বৎসরের বহু-  
লক্ষিতও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল  
কলেজের ব্যবস্থানত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই  
দে, মল্লিক এণ্ড কোং,  
২ নং লালবাজার স্ট্রট, কলিকাতা

চিকিৎসা প্রকাশ ।

বাজালা ভাষায় সুযোগ্য চিকিৎসকগণের  
দ্বারা পরিচালিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক  
মাসিক পত্র বঙ্গদেশের প্রত্যেক পত্রী চিকিৎ-  
সকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য । বার্ষিক মূল্য  
মাত্র ২১ মাত্র ।

ডাঃ ডি, এন্, হালদার,

কার্যাব্যক্ষ,

পোঃ আনুলবেড়িয়া মেলা নদীয়া, ১

## হোমিওপ্যাথিক টাইকয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী সন্থে সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা জুয়োসী প্রশংসিত। মূল ৯০ আনা মাত্র।

১৭নং অক্টুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্য।

সূর্যাকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ  
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৯ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্থূল পাঠ্য দ্রব্যাদি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তন্মধ্যে নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহাভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লিখিবেন।

## মেসার্স ইজহার এণ্ড সন

### ক্যাবিনেট মেকার্স এণ্ড কন্টাক্টর্স।

বেণ্ড সরাই।

শিত, দাল, কাঠাল, প্রভৃতির পুষ্কর্য্যের সমস্ত সামগ্রী ও দরজা জানলা ইত্যাদি অতি সুন্দর ভাবে কারিকর দ্বারা প্রস্তুত করিয়া ভারতের সর্বত্র পাঠাইয়া থাকি। অর্ডার দিবার্থ বা এন্টিমেট চাহিলে তৎক্ষণাত্ পাঠাইয়া দিই। প্রস্তুত অর্ডারের নতিত অন্ততঃ কলিকাতার অস্থান অর্ধেক অগ্রিম পাঠাইতে হয়। বাকী টাকা ভি: পি:তে আদায় হয়। ঘরে ও এখানে সুবিধা হইবে।

স্থান পরিবর্তন।

আমরা ১৬ নং স্কটিয়াস লেনে মুরগীহাটার গর্টগীজ চার্চের সম্মুখে উঠিয়া আনিয়াছি।

৮ পি, এম, বাকচি প্রতিষ্ঠিত

সন ১৩২৬ সালের

পঞ্জিকা বাহির হইয়াছে।

মূল্য প্রতি শত ৪৫/- প্রত্যেকখানি ৯০/-

# টাকা এদেশে খুব সস্তা নয় ! কাজের লোক

তাই একটি পরিসাও অপব্যয় করেন না।

এক ঘোড়ার হাড়ার ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' বায়, কিন্তু সাবধান রোগী অপের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটাই ফুৎে, কুবে, ঠাউরে কিনেন। এতে শরীর শীত ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামকা বা' তা' কেনার খরচও বাঁচে।  
সর্বপ্রকার বেহের জন্য, আজকাল সঞ্চবানীসম্বত মত হচ্ছে যে

## হিঙ্গিঃবান্ধ

একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, বাহাতে আরাম হয়, কিন্তু হিঙ্গিঃবান্ধের বিশেষত্ব (১) প্রতি মাত্রায় ফল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রকৃষ্টাবাদের মধ্যেই আছে—অন্য পত্র লিখে ঐ বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ২৪০, ছোট (অর্ধেক) ১৮০।

আর, লগিন এণ্ড কোং—মানুফ্যাকচারিং কেমিস্টস্,

১৪৮ নং বহুবাজার স্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—“হিঙ্গিঃ” কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৬১৫, কলিকাতা।

### “কাজের লোকে” বিজ্ঞাপনের হার।

- ১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এমন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।
- ২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৮ টাকা ধরা হয়। সং ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার :

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮ টাকা প্রতি মাসে	৭ টাকা প্রতি মাসে	৬ টাকা প্রতি মাসে
২ " "	৫ " "	৪ " "	৩ " "
৩ " "	৩ " "	৩ " "	২ " "
৪ " "	৩ " "	২ " "	২ " "
৫ " "	১৮ " "	১৮ " "	১৮ " "

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপ না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্যাব্যাহক

“কাজের লোক”।

১৭ নং অক্টুর দস্তের লেন, বহুবাজার, কলি বাতী



## স্বাস্থ্য-দৌর্বল্যই শরীর ধ্বংসের কারণ।

“কেন না?”—স্বাস্থ্য সমুদ্র হ্রস্ব হইলে, পেশী প্রভৃতি ও হ্রস্ব হইয়া পড়ে। অত্যধিক শুষ্কপাত, অথবা উপায়ে কামবৃত্তির সম্ভাব্য সাধন, অতিগমন প্রভৃতি কারণে শোণিতের সার শুষ্ক দূষিত হইয়া পড়ে।

“কেন না?”—শুষ্কের তারতা ও ধারণা-শক্তির অভাব হইলে—সমগ্র শরীর হ্রস্ব হয়, মস্তিষ্ক হ্রস্ব হয়, চিন্তাশক্তি বা কর্মশক্তি থাকে না। চিন্তা কর্দনা অপ্রকৃত—মনে নানা দৃষ্টান্তের আনির্ভাব হয়।

“কেন না?”—এই শুষ্ক-তারতা হইতে, মাথাঘোরা, অস্থিমা, অনিদ্রা, অস্বীর্ণতা যুগ্মস্বর প্রভৃতি উপস্থিত হয়। যৌবনের পূর্ণ-শক্তির অধিষ্ঠানে এই শুষ্ক-বিকায়ে বশিষ্ঠ যুবককে অনুরূপা ও অপদার্য করিয়া তোলে। জানিয়া রাখিবেন—উল্লিখিত সমস্ত উপসর্গ দূর করিয়া পূর্ণ-বাহ্য লাভের ও কাঙ্ক্ষিত ফিরাইয়া আনিতে, আমাদের শাঙ্ক ঘটিত মহোৎসব একমাত্র বতিবল্লভ রসায়নই সমর্থ।

এক শিশি মূল্য ১৯০ দেড় টাকা বাস্তব ১৮০ এগার আনা।

গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাদেশ্বর

ঐনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আবুদৌলী ঐশ্বর্যস্বর,

১৮১ ও ১২ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

## নগদ ৩০০০ টাকা পুরস্কার বিতরণ!

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটির প্রতিনিধি কৃষি সম্বন্ধীয় ২টি প্রতিযোগিতায় প্রদান প্রার্থনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কৃষি এবং তাহার উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে যাহারা গবেষণা ও যুক্তিপূর্ণ মৌলিক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রেরণ করিতে পারিবেন, তাহাদিগকে যোগ্যতাসমারে নিম্নলিখিত হাফে উপরোক্ত পুরস্কারের টাকা নগদ প্রদান করিবেন।

### প্রথম প্রতিযোগিতায়

১ম পুরস্কার ১০০০

২য় পুরস্কার ৫০০

৩য় পুরস্কার ২৫০

### দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায়

১ম পুরস্কার ৬০০

২য় পুরস্কার ৩০০

৩য় পুরস্কার ১০০

৪র্থ পুরস্কার (২টি) প্রত্যেকটি ৬০ হিনাবে

৫ম পুরস্কার (২টি) প্রত্যেকটি ১০০ হিনাবে

নিয়ম :—যাহাদের কৃষি কার্যে অগ্রগতি আছে, তাহাদের প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে পারেন। প্রবন্ধ বিচারের জন্য ২জন বিচারক শুটিকাতে দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। সমস্ত প্রবন্ধ ২৩৪৫ নং হাফে প্রতিলিপি প্রবন্ধ লেখকগণের নাম বিচারকগণকে জানিতে দেওয়া হইবে না। পদীকার শেষে, পুরস্কার প্রাপ্ত লেখকগণের নাম টিকানা এবং প্রবন্ধের মূল্য কেহ চাহিলে তাহাকে পাঠান হইবে। আরও বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা হইলে নিম্নলিখিত টিকানার জানিতে পারিবেন।

Delegate—

CHILEAN NITRATE COMMITTEE.

1. Royal Exchange Place, CALCUTTA.

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটি,

১ নং রয়াল একস্চেঞ্জ প্লেস,

কলিকাতা।

# BUSINESSMAN

# কাঙেরগোক

Vol. XIII.  
No 6.



দ্বী পুরুষ ও বালক-পালিকাগণের মূল এবং জনসাধারণের যাবতীয় দীর্ঘা নিবারণক  
সকলোই বনকাণী ঔষধ।

নিম্নলিখিত কোন রোগেরই শমনযেটোর ব্যয় হয় তা নয়। মূত্রথল (Kidney and Bladder) দাবীতে কীভাবে জন্মানবাকো পীড়িত মরনায় রক্ত বিক্রান্ত জন্মান বা অমাবিধ লাবে শিশু ও বালকপদের শরীর মূলে রক্তনিক, বাহিক বা মেহদটিতে যে কোন কীভার অকাল মাদিকার করিয়া যেমন জন্মান করিতে এবং মূত্র ও মরন যথেষ্ট জন্মান করিতে শমন-যেটোর শক্তি অসমর্থিত হইতে পারে। ইহাই প্রত্যক্ষ নিশ্চয় ও নিরূপিত প্রমাণ।

কথাও যদি কোন নেতার ভিত্তি নাহি। অতীত, বুদ্ধ মকমেরই নির্দেশে কলকাতা। অর্থাৎ প্রত্যেক শাসনভাট্টা  
থকা উচিত প্রহরক নিশির মতই নারদগণক থাকে। মূল্য অর্থাৎ নির্দিষ্ট তারিখ মকম জাতির লোকের পাওয়া যায়।

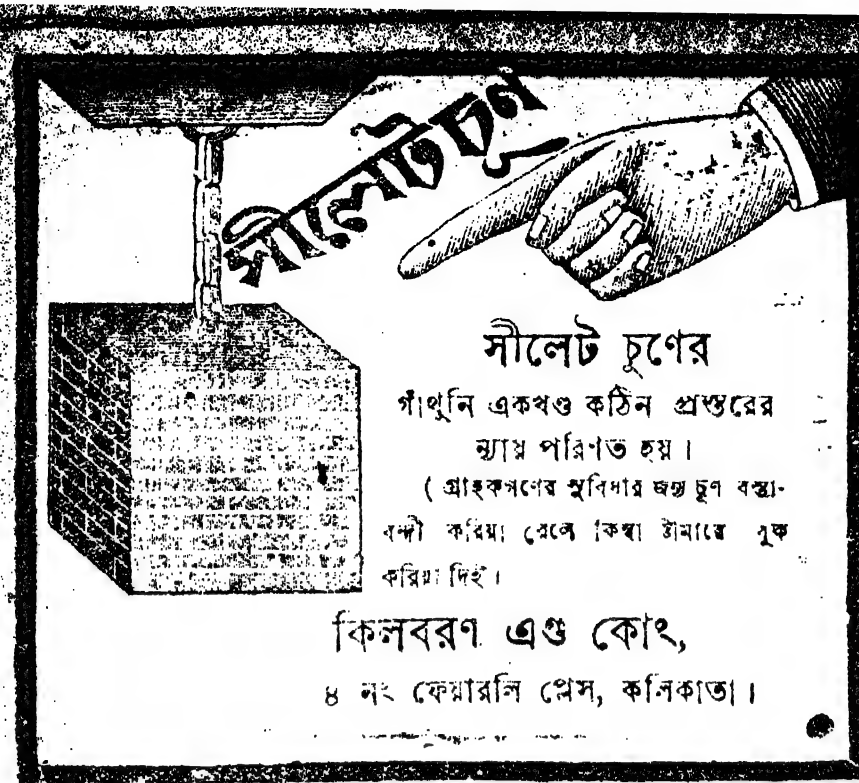
આનંદરાઈ માં નાના પોતે એક માત્ર જીવંત બાકી

আমাদের নামের নেবেশ এবং মাঝে সকল প্যাকের উপরে দেখিয়া লইবেন।

অড চেম কোং, ৬২ এবং ৬১ ন্যারো স্ট্রট, নিউ ইয়র্ক, ইউ. এস. এ।

OD CHEM. CO., 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A.

কাজের জন্যে অবিলম্বে ১৭ নং প্রকল্প সংশোধন, প্রকল্পের, বসিবার



**সীলট চুণের**  
গাঁথুনি একশও কঠিন প্রস্তরের  
ম্যায় পরিণত হয়।  
(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চুণ বস্তা-  
বন্দী করিয়া রেলো কিম্বা জাহাজে পুষ্ক  
করিয়া দিই।

**কিলবরণ এণ্ড কোং,**  
৪ নং ফোরলি প্লেস, কলিকাতা।

## ভাটলিওয়ালার ওষধ

ভারতের সমস্ত ইন্ডিয়ান একমিবিয়নে  
স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাটলিওয়ালার বালাবুত, হুগল নিউমের  
জন্য ১৮০।

বাটলিওয়ালার অল্ফিয়ারাবান, সর্কলতার  
শিঃপিড়া আঘাতজনিত ও  
বল্লভার জন্য ১৮০।

বাটলিওয়ালার টনিক পিল, স্বস্তারতা এবং  
হৃৎকলতার জন্য ১৮০।

বাটলিওয়ালার (কলেয়াল) কলেয়াল এবং  
প্রত্যাহারের জন্য ১৮০।

বাটলিওয়ালার অসিল কুইনাইন টেবলেট  
প্রত্যেক বোতল (১ গ্রেন  
করিয়া) ১৮০।

ভারতের সকল পাওয়া যায়।

Sole EVERYWHERE in INDIA and also by  
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd  
Worn Laboratory Bombay.

Telegraphic Address :—  
BATLIWALLA, WAKLI Bombay

## শ্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও ALETRIS CORDIAL RIO

যাতি, প্রীতি, যথা বাপক, অতিব্রত, এবং খেতপ্রবর, জয়াবুর দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির মত সমস্ত  
জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ প্রীতিগের একপ উৎকৃষ্ট ঔষধ ন পণ্যস্ত আদিত কন নাই।  
ইহা নারীলোকের সমস্ত চক্ষুণলকর উপদগ বিদিত করিয়া অতিরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যোগনোমুখী  
বালিকাগণের ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ  
সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রস্তুত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্যতা দেখিয়া প্রতারকগণ মাল করিতেছে। ক্রেতার সমস্ত লেবেলের উপর Rio  
Chemical Company, New York City, U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া ভবে লভে হংবে। মূল্য প্রতি শিশি  
৩৫০ আনা মাত্র।

মে: রাইও কেমিক্যাল কোং,  
১৮৭০ সালে স্থাপিত।  
১২ ব্যারো ষ্ট্রিট, নিউইয়র্ক,  
আমেরিকা।

**RIO CHEMICAL COMPANY.**

(Founded 1879)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

কাজের লোক, কলিকাতা।

ম্যালেরিয়া জ্বরের  
শত্রুঘ্ন।

# জারমলীন

জ্বরের  
শত্রুপ্রকার জ্বরের  
মহোষধ।

মূল্য ৥০ আনা, ডজন ৫৮ টাকা।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।

জারমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ।

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আব্র, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

## THE London Directory

(Published Annually)

enables traders throughout the World to communicate direct with English

### MANUFACTURERS & DEALERS

in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and Suburbs, it contains lists of

### EXPORT MERCHANTS

with the goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply; also

### PROVINCIAL TRADE NOTICES

of leading Manufacturers, Merchants, etc., in the principal Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom. Business Cards of Merchants and Dealers seeking

### BRITISH AGENCIES

can now be printed under each trade in which they are interested at a cost of £1 for each trade heading. Larger advertisements from £3 to £12.

A copy of the directory will be sent by post on receipt of postal orders for £1 10-0.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,  
25, Abchurch Lane, London. E. C. 4.

## কমলা মধু।

খ্রীষ্ট দেশীয় কমলা বাগানের মৌচাক হইতে সংগৃহীত পাঁচি কমলা মধু যিনি একবার পাইয়াছেন তিনি জীবনে তাহা ভুলিতে পারেন না। মহাবাহা, রাণা, উকীল, ব্যারিষ্টার, জমিদার ও ধনী বড় লোককে আমরা এই মধু সরবরাহ করিয়া আসিতেছি। মাশারফতঃ এক পাউণ্ড টিন মধুর মূল্য ১৮ একটাকা। অধিক কি ততোধিক পরিমাণ একত্রে লইতে চাহিলে পত্র লিখিয়া দর অবগত হউন। অবিলম্বে চাহিলে প্রতি অর্ডরের জন্য অগিম ২০% ছুঁড়ি টাকা পাঠাইতে হইবে। মায় বরচ অবশিষ্ট মূল্য ভি-পি-তে আদায় করা হইবে।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং  
হুনান গল, ক্রীট্ট,



অভাবনীয় সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত ৫০ টি সেট

## ‘কাজের লোক’

২৭ টাকা স্থলে মাত্র ১২।০ টাকা।

আমরা কিছ্ বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

“Kajer-Loke” or Businessman— \* \* \*  
is repleted with useful articles on art and Industry.  
*Indian Empire.*

“Contains interesting articles on trade and  
speculation.” *Indian Daily News*

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an  
excellent trade journal, devoted to useful art and  
manufacture *Bengalee.*

“A special and healthy feature of the magazine  
is the serial publication of recipes relating to  
patent medicines and manufacture of articles of  
every day necessity, etc. We heartily wish our  
contemporary all success in his noble endeavours.  
*The Indian Nation.*

\* \* “The Businessman” is on the whole an  
excellent monthly and deserves wide circulation.  
The monthly, we presume, will satisfy all alike.”  
*Telegraph.*

“There is none to whom it does not make an  
appeal, no one who would not profit in mind and  
in pocket by reading “Kajerloke.”

*Gardeners Magazine.*

“কাজের লোকের” বিস্তৃত সমালোচনা আনাদিগের পক্ষে  
সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রেক্ষই একপ হৃদয়, সুপিপিত ও  
আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আত্মোপাস্ত পাঠ না করিলে  
প্রকৃত উপযোগিগা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকা-  
খানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।” যশোহর।

“সত্য বলিতে কি, একরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা  
বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা  
সর্বদাঃ মনে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য যেন  
সর্বথা সিদ্ধ হয়।” সময়।

“আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত  
হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধ  
গুলি বেকরূপ সাবগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী!” বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী  
বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাকির হইয়া থাকে। ইহার  
কাণ্ডাকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা  
এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠ বলিতে পার “কাজের লোক” পাঠে প্রকৃতই  
কাজের লোক হওয়া যায় \* \* \*

দৈনিকচন্দ্রিকা।

“আমরা ‘কাজের লোক’ পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে  
অনেকই কাজের কথা আছে ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা  
করি।”  
খুলনাবাসী।

“কাজের লোক” গৃহস্থ দ্বারেরই পাঠ করা কর্তব্য।”

মেদিনী বান্দব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অমূল্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক  
পত্র বিরল। “কাজের লোক” পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রযুক্তি  
কল্পে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে।  
পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপাধীন  
“বেকারের” বন্ধু। \* \* \*  
জ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য  
শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে অধীনভাবে জীবিকা উপার্জন  
করিতে পারে, ইহাট ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়ো-  
জনীয় জ্ঞান প্রসূতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবাঞ্ছ  
জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালার এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর  
নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা “তিতাবাদী”, “বঙ্গ-  
বাসী”, “বঙ্গবন্ধু”, এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূম্যসী  
প্রশংসা করিয়াছেন, চংকের বিষয়, স্থানভাবশতঃ সকলগুলি  
দিতে পারিলাম না।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

## শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

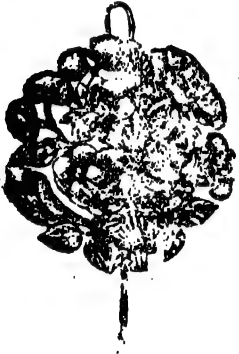
১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

### এলোপ্যাথিক বিভাগ ।

আমি বিলাতের প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেন্ট ঔষধ, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি, মুগ্ধবৃত্তব্য ইত্যাদি আমদানী করাইয়া যথাসম্ভব সুলভমূল্যে বিক্রয় করি । মফঃস্বলের অভ্যন্তরীণ মাল অতি সহজে ভিঃপিঃতে পাঠান হয় ।

### হোমিওপ্যাথিক বিভাগ ।

(অস্মান নং) বিস্তৃত আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম /৫ ৭ /১০ । কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাস্তব ঔষধ কোটা ফেলা গুল ও পুস্তক নং ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২, ৩, ৩০, ৫০, ৬০ ও ১১০ । সুগার ম্লোবিউন পিল, কক ও গ্যাদও সুলভ । মফঃস্বলের মাল অতি সহজে ভিঃপিঃতে পাঠান হয় ।



## ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চশমা বিক্রেতা,

টেলিকোন নং ২৫১৭ ।

১৬১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, হেড্‌ অফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হারিসন রোড ।

শিনি সোনার প্রস্তুত চিকণী, চেন, পাশী ও ইভদী মাঝী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিকল্পার্থ প্রস্তুত আছে । যৌতুকাদি দিবস মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বন্ধে মাতরম্" "সুখে থাক" ইত্যাদি বেগা দোচ প্রস্তুত আছে । আমরা সকল রকম রক্ত, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করি। অতি অল্প মানে বিক্রয় করিবেছি । পরামর্শ প্রার্থনীয় । ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন ।

## দেশীয় ছাপার কালী

ব্যবহার করুন ।

সমস্ত সংবাদপত্রে ভূরগী প্রকাশিত পোষ্টকার্ড লিখিলেই আমাদের প্রতিনিধি পাঠিয়া নমুন্যাদি দেখাইয়া আসিবেন । অঙ্কই লিখুন ।

মেঃ দাস গুপ্ত এন্ড সন্স,

ইন্ড স্ট্রাকচারাল,

৯৯ নং চণ্ডকডাঙ্গা রোড, কলিকাতা ।

## ভাতি তুলভে ছাপার কাজ ।

১. রক্ত পোলাস, ইলেকট্রো রক্ত, রক্ত, হাপটোন রক্ত প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই ।
  ২. যকন সকল ছাপার কাজ, চেক দাখিয়া, পুস্তক, পোটার রেডিং, প্রীতি উপহার, শো-বার্ড, প্রকট, প্রভৃতি অতি সহজে তুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই ।
  ৩. বিবাহের অতি সুন্দর প্রীতি উপহার মত কবিতা পর্যায়ালিখিত প্রস্তুত করিয়া দিই ।
- কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে । বাকী টাকা ভিঃ পিঃতে আদায় হয় ।

ম্যানেজার

"কাজের লোক"

১৭ নং অক্ষয় দত্তের লেন, কলিকাতা ।

কাজের লোক, কলিকাতা ।

১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত

## কাজের লোক ।

অপূর্ব সুযোগ—২৭ টাকারস্থলে ১২৯০ সাড়ে বার টাকায় বিক্রয় হইতেছে । যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও ভয় হয় তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে । ১০ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল প্রেমাবলীর সূচীপত্র পাঠান যায়, সূচীপত্র পাইলে না লইয়া থাকা শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব । পত্র লিখুন ।

মানেন্জার “কাজের লোক”

১৭ নং অক্টুর দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা ।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

## ইকনমিক ফার্মেসী ।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড আফিস—৮৩ নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা ।

শাখা—১ নং বনফিল্ড লেন, ১৬২ নং বহুবাজার স্ট্রীট, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ৩১২ নং রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা । ঢাকা ও কুমিল্লা ।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব নিশিতে ড্রাম /১০ ও /১৫ পয়সা ।

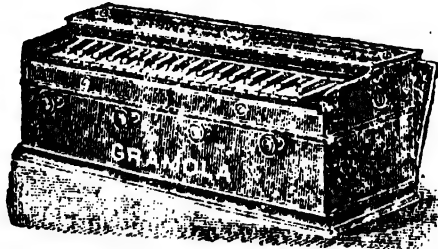
কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাস্ক, ফোঁটা-ফেলা যন্ত্র ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ৭২ শিশি স্বতন্ত্র ২১০, ৩৬০, ৪৮০, ৭২০ ও ১২৯০ টাকা । ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, গ্লোবিউন্স, পিলিউন্স ইত্যাদিও সুলভ ।

- ১। পারিবারিক চিকিৎসা—২য় সংস্করণ ; সচিত্র পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্দ্ধিত ; কাপড়ে বাধান মূল্য ১১০ ।
- ২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাধান মূল্য ৮০ আনা । ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকারী ।
- ৩। ওলাউঠাতন্ত্র ও চিকিৎসা—প্র্যাকটিস ও মেট্রিয়ার-মেডিকা ; কাপড়ে বাধান মূল্য ৮০ আনা ।
- ৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ ; মূল্য ১০ আনা । ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকারী ।
- ৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও ফার্মাকোপিয়া ; ৪র্থ সংস্করণ ; কাপড়ে বাধান মূল্য ১১০ টাকা ।
- ৬। ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—স্বরূপ মেট্রিয়ার-মেডিকা, ২ খণ্ডে সমাপ্ত ; কাপড়ে বাধান মূল্য ৭৯০ টাকা ।
- ৭। জননেত্রিফের গীড (উপদেশ প্রদেহ ওষুধি রক্তরোগ সম্বলিত)—মূল্য ৮০ আনা ।
- ৮। বাবসায়ী—শ্রীমুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত ; ৩য় সংস্করণ ; কাপড়ে বাধান মূল্য ৮০ আনা ।

আমাদের এলোপ্যাথিক স্টোর—১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা ।

বিলাতী ঔষাদি বিলাত হইতে একাইক আমদানী ; মূল্য যথাসম্ভব সুলভ, অতি তৎপরতাসহ প্রব্যাধি সরবরাহ ।

## ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



৪০ বৎসর পূর্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত। আজও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সহজে খারাপ হয় না। ইহার স্বর অতীব মধুর। শুণের তুলনায় ইহার দাম অতি অল্প।

০ অক্টেভ, একসেট রীড, ৩ বা ৪ টপ মূল্য ২৪  
এ হুই সেট রীড, ৪ বা ৫ টপ মূল্য ৩৬, ও ৫০  
দক্ষিণাবারু প্রণীত হারমোনিয়ম শিলা, মূল্য ২১

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীহরিকেশ বিশ্বাস প্রণীত নূতন পুস্তক সরল হারমোনিয়ম শিলা মূল্য ১১

Write for Illustrated Catalogue

**DWARKIN AND SON**  
**No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.**

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক যাহাই কাগজের লোকের মূল্য ২৪০ এবং মাত্র ৪০ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩ মূল্যের একখানি "কাগজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। মফঃবলে তি: পি: ও ডাকমাণ্ডল নতর লাগিবে। ম্যানেজার, কাগজের লোক।

### EUROPEAN AGENCY.

**WHOLESALE** buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery, Boots, Shoes and Leather, Chemicals and Druggists' Sundries, China, Earthenware and Glassware, Cycles, Motor Cars and Accessories, Drapery, Millinery and piece Goods, Fancy Goods and perfumery, Hardware, Machinery and Metals, Jewellery, Plate and Watches, Photographs and Optical Goods, Provisions and Oilmen's Stores, etc., etc.

Commission 2½% to 5%.

Trade Discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from £10 upwards.

Consignments of Produce Sold on Account

**WILLIAM WILSON & SONS**

(Established 1814).

25, Abchurch Lane, London, E.C.

Address: "ANNUAIRE, LONDON."

### বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্থান পরিবর্তন।

আমরা আমাদের সাবেক ঠিকানা নং ১ সি বেটিকট্রীট মার্কেটাইল বিল্ডিং (ঠিক লালবাজারের দক্ষিণ মোড়ে) উঠিয়া আসিয়াছি, স্মরণ রাখিবেন।

### উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন্ করা কার্টের প্রস্তুত—স্বল্পমূল্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা স্বর বাঁধা—বাজারে হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটা স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অন্যান্য বাইবেন। ১ সেট্ রিড্ বুক্ ১৫১, ২০১ এবং ২৫১। ২ সেট্ রিড্ বুক্ ২৫১, ২৭৪০, ৩০১, ৩৫১, ৪০১, ৫০১ এবং তদুচ্চ মূল্যের সর্বদাই বিক্রয়ার্থে আছে।

গ্রামোফোন এক বিবিধ নূতন রেকর্ড—আবু হোসেন পালা ১৩ খানা রেকর্ড সম্পূর্ণ ৩২০ টাকা, ডিসমিস ৪ খানা রেকর্ড (ডবল সাইডেড) ১০১ প্রভৃতির অসংখ্য সুগায়ক পারিকার বাছা বাছা গান রাখাই আমাদের বিশেষত্ব। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুরের জন্য ২ বৎসর গারান্টি দেওয়া হয়।

নিরদ্বন্দ্বণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

৮১২ ক নং বেটিকট্রীট, (লালবাজারের মোড় হইতে দক্ষিণ দিকে বাম ফুটপাথে।

কলিকাতা।

## KEATING'S INSECT POWDER.

# কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীট নষ্টকরবার ঔষধ

### মানব ক্ষমতা

সেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে, ইহা অজ্ঞাত্য নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূল্যবান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লন্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত “কিটিংস পাউডার” মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

### সাবধান !

অনেক প্রতারক ছারপোকার ঔষধ বলিয়া ঠকায়, যেন কিটিংস সাহেবের সাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কৌটায় কিটিং সাহেবের সাক্ষর থাকে।

### মূল্যাদি।

বড় শিশি ১৬/০

মাঝারী ১০/০

ছোট ৫/০

ভাকমাগুল, ভিঃ পিঃ স্ত্রব্ধ।

কিটিংসের কফ লভেজেন্স—সর্বপ্রকার সর্দি কাশীর অমোঘ ঔষধ ৮/০।

কিটিংসের বন্বন—সর্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৮/০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

৭নং বোন্ফিলস লেন, কলিকাতা।

## কে চৌধুরী—মুন্সী কালীর বড়ী।

বোতল কালী ও কালির পাউডার বা চূর্ণ।

আমরা নানাবিধ অতি উৎকৃষ্ট লিথিয়ার কালি সহরে ও মক্কেলে বিক্রয় করিতেছি। অন্যান্য কালি হইতে আমাদের কালি ভাল অথচ সুলভ। আমাদের কালিতে লিখিলে কলমে মরিচা ধরে না। কাগজ চপিয়া যায় না। অক্ষরগুলি উজ্জল ও স্থায়ী রং বিশিষ্ট হয়। বড়ী কালির একটী বড়িতে এক দোয়াত মুন্সী কালি হয়। স্কুলের ছাত্রগণ ও সর্বসাধারণ তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেছেন। স্কুলের মাস্টার এজেন্ট হইতে চাহিলে উপযুক্ত কমিশনে কালির এজেন্সী দিয়া থাকি।

কালির বড়ী একশত ১২

বোতলকালী ১নং প্রতি বোতল ৮০ ২নং ৮০

এজেন্টগণের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করা হয়। সর্বত্র আমাদের কালির এজেন্ট ১০ অর্ডারনা টিকিটসহ পত্র লিখুন।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং, মুন্সীগঞ্জ, ব্রিটিশ।

## প্রত্যেক দূরদর্শীকে



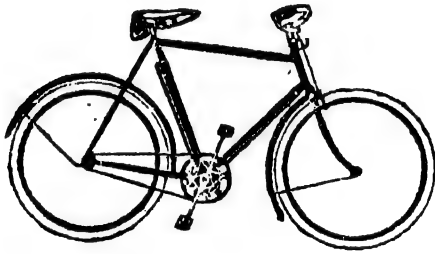
অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বস্তু ঐক্য না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঐক্য বিতুল—টাকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঐক্য প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাকেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, রায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস; নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; কীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি সূচিকিৎসকগণ আমাদের ঐক্যের বিতুলতার জন্যই আমাদের ঐক্য ব্যবস্থা করেন। সুলভে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই হুঃখ!

আমাদের মালারটিংচার ৮০; ১—১২ প্রতি ড্রাম ৮০, ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ৮০। ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিস্ট্রিস,

১০ নং হ্যারিসন রোড, কলকাতা স্ট্রিট অংশ, ডাক:—৪৫ নং ওয়েলসলি স্ট্রিট, কলিকাতা।



প্রত্যেক কাজের লোকেরই সাইকেল আবশ্যিক। যেহেতুক অল্প সময়ে অধিক কাজ করার দরকার। কাজেরলোক যাহারাই যে ইহা সর্বপ্রথম আবশ্যিক, ইহা বলাই নিশ্চয়। আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল উহার সবসময় সর্বদা পাওয়া যায়। চুই পয়সার টিকিটসহ, পত্র লিখিলেই সচিক ক্যাটালগ পাঠান যায়।

## স্যাণ্ডোর

## স্পিং ডায়েল



টেরিস গ্রিপ, ও চেস্ট-

এক্সপ্যান্ডার হারা

নিয়ম মত ব্যায়াম

করিলে সুস্থ, সবল ও

নীরোগ হওয়া হয়,

ইহা এক সত্য। ফুট-

বল খেলার আমোদ

কাহাকেও বলিতে

পারে না। ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি

ইত্যাদি খেলার যাবতীয় স্মিথ সুলভে নিয়-

মিত ঠিকানায় সর্বদা প্রচুর পাইবেন

মূল্য তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠান যায়।



যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িকা দিগের মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিতুল আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একটী কলের গান রাখুন, ১২ খানা উৎকৃষ্ট গানসহ একটা উৎকৃষ্ট কলের দাম ৬০ টাকা মাত্র। পাশ্চাত্যের আমোদ আভি, তাঁহারা যদি অগ্রগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা এখনি মাসে নূতন রেকডের তালিকা বহাসময়ে তাহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

## স্বাস্থ্য-পুস্তক ।

### বিনামূল্যে বিতরণ ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু: কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম বথাবধরূপে পালনের উপর নিষ্ঠুর নির্ভর করিতেছে এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এক সৌভাগ্য-লাভী করিবে ।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক খরচায় প্রেরিত হয় ।

### আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা ।

অত্যধিক বা অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে জননেত্রিরের যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না কেন . উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দোষ ঔষধ । এই বটিকা হৃদয়দোষ ও অনিচ্ছার তরুণ্যে একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয় ।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, যুবক, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রেমহ, প্রেম ও বক্তব্য আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজস্বিনী করে । সংসার-সুখ-সন্তোষ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ যথেষ্ট সহায়তা করে ।

মূল্য ৩২ বটিকার কোটা ১ টাকা।

### কাসাস্তক

এই বটিকার নাম যেরূপ ইহার গুণও সেরূপ । ইহা বক্ষা, ক্ষয়, হাঁপানী, বরভঙ্গ, গলা খুসখুস প্রভৃতি ও কুস-ক্ষয়ের ও শ্বাস বস্ত্রের অন্তান্ত সর্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ । যখন ইহা ক্ষয়, বক্ষা প্রভৃতি রোগের অন্তক যন্ত্রণ, তখন সামান্য সর্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখ্য বাহ্য মাত্র ।

মূল্য ৫০ বটিকার কোটা ১ টাকা।

### হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির প্রস্ফাভ । যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেক্ষণে অচিরেই আরোগ্য হইবে ।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা ।

### কবিরাজ যশিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

শাখা ঔষধালয় :—১২১১ বড়বাজার, কলিকাতা ।



# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

## কাজের লোক ।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্র্য মাসিকপত্র ।

Edited by S. P. Chatterjee.

১৩শ বর্ষ ।	New Series	নব পর্যায় ।	Vol. XIII
৬ষ্ঠ সংখ্যা ।	June 1919.	জুন ১৯১৯ ।	No. 6

### বিবিধ প্রসঙ্গ ।

#### প্রাণ-বিজ্ঞান ও সভ্যতা ।

আজকাল বিস্মাক সকলেরই পরিচিত । তিনি বর্তমান পাণ্ডুলিপ্য জগতের গুরু । তিনি পণ্ডিতগণকে ও “Professor” গণকে জগত চক্ষে দেখিতেন, কেননা তাহারা বসিয়া থাকে, কোনরূপ কষ্ট-চাকলা তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না । তিনি বাগতেন, বলই প্রভুত্বের মূল । যদি বল থাকে, তাহা হইলে স্বকায়া-স্বধন পথে যাহাই দণ্ডমান হউক না কেন, তরবারীর আঘাতে তাহাকে গণ্ড গণ্ড করিয়া অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর । তাহার এই মত টুসকে, বার্ণহাডি প্রভৃতি মনীষিগণ কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে । তাহারা সকলেই বলেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির আবশ্যকতা কি ?

কিন্তু বলই মানবের একমাত্র অদ্বিতীয় শক্তি নহে অথবা বলই সামান্যমানের উপযুক্ত নহে । অথবা প্রাণ-বিজ্ঞানে বলই প্রভুত্বের মূল বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কেননা যে জীব অধিকতর বলশালী বা বাহ্যের উপযোগী, সেই জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে পারে । কিন্তু মানবের প্রাণ-বিজ্ঞানে এই বল প্রভুত্বের মূল নহে । মানব বলবানই জগতে প্রভু হইত, তবে মানবের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত । সমস্ত জীবিত হইত প্রাণী অপেক্ষা নান্দ্র্য কর্তৃক । আধুনিক বৈজ্ঞানিক বীজাণু হইতে মহাকায় হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র সমস্তই মানবাপেক্ষা অধিকতর বলশালী । কিন্তু শারীরিক বলের অভাব হইলেও বুদ্ধি-বলে বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া অতি দুর্বল মানব সর্ব জীবের অধীশ্বর, সর্ব জগতের প্রভু হইয়াছে । অতএব প্রাণ-বিজ্ঞানের সার্থক

পশ্চব্দ অপেক্ষা মানবের আরও একটা বল বহিয়াছে, তাহা স্বচিন্তার প্রভাব নষ্ট করিতে, চক্ৰস্রোতের বেগ ধারণ করিতে সক্ষম । মানবের এই বল তাহার বুদ্ধি । প্রাণ-বিজ্ঞানে বলই প্রভুত্বের মূল হইতে পারে, কিন্তু মানব প্রাণ-বিজ্ঞানে বল প্রভুত্বের মূল নহে, বুদ্ধিই প্রভুত্বের মূল । এই বুদ্ধি দ্বারাই মানব বুদ্ধিয়াছে যে, যে জাতির নীতিজ্ঞান বড় বেশী, সেই জাতির শক্তিও তত বেশী । পক্ষান্তরে যে মানবের বা যে জাতির মস্তিষ্ক অতি ক্ষমতা ভাবে সমস্ত বিষয় বিচার করিতে পারে, সেই জাতি বা সেই মানবই জগতে অদ্বিতীয় শক্তি সম্পন্ন । আজ যে প্রাণ-বিজ্ঞান ও প্রাণী-বিজ্ঞান হইয়াছে, তাহার মূল বল প্রভুত্বের মূল নহে, বুদ্ধিই প্রভুত্বের মূল । আজ যে প্রাণ-বিজ্ঞান ও প্রাণী-বিজ্ঞানে এত উন্নতি হইয়াছে, তাহার মূল ডারউইন,

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান ।

স্পেনসার, ওয়ালেশ; পাস্তর জরগ্রহণ না করিলে ব্যাকটেরা সংক্রান্ত গবেষণার নাম পর্যন্ত জানা যাইত না; লাভরসিয়ার বর্তমান রসায়ন বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা; নিউটনের অমূল্য শক্তিতেই আজ ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞান এত উন্নত হইয়াছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গা অঙ্গোপচার বিজ্ঞানের এই অল্প উন্নতির একমাত্র কারণ জেনার এবং লিষ্টার।

কম্মানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজহর কোন প্রয়োজনীয়তা খুঁজিয়া পায় না। কিন্তু যদি অত্যন্ত শক্তিশালী রাজত্ববর্গ স্ব স্ব শক্তি অনুসারে কোনও একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখে, তাহা হইলে সেই ক্ষুদ্র রাজ্যের লোক নিশ্চিন্ত মনে জগতের উপকারার্থে শত শত বিষয়ের আলোচনা ও গবেষণায় সময় অতিবাহিত করিতে পারে। জগতের উপকার পূহ্য অপেক্ষা ক্ষুদ্র রাজ্যই অধিক হইয়া থাকে।

### চায়ের কথা।

চা।—আমাদের দেশে সম্প্রতি সংবাদ পত্রে মাসিক পত্রিকায় চা পানের অপকারিতা সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা চলিতেছে। কেহ কেহ আবার অপকারিতা স্বীকার করিতে রাজী নহেন। কিন্তু চা পান যে বাস্তবিক নৃশয়ী, তাহা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

পূর্বে আমাদের দেশে ধনবান লোকেই চা পান করিতেন। কিন্তু এখন সে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। দরিদ্র মজুর ও সকালে বিকালে চা না খাইলে থাকিতে পারে না। রাশি রাশি চা'র দোকান ও ফেরিওয়ালার “গরম চা’র আশীর্ষাদে আজকাল সকলেই চা-খোর। পল্লী অঞ্চলেও চা প্রবেশ করিতেছে। কাজেই চা’র অনিষ্টকারিতা

ক্রমশঃ শীঘ্রই দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। গর্ভাবস্থার রমণীগণের চা পান অত্যন্ত দোষাবহ। এমন কি সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পরেও চা পানের দোষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাতে শরীরের পুষ্টির হানি হয়, কেননা পরিপাক ক্রিয়া অত্যন্ত হ্রাস পায়। কোনও কোনও অভিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন যে, চা পানে আসক্ত বর্মণীগণের স্তন্য সঞ্চিত হয় না। কাজেই তাহাদের সন্তান স্তন্য পান করিতে পায় না। বিনাশে শিশু-মৃত্যুর অত্যন্ত মারাত্মক জননীগণের চা পান হেতু স্তনের অরোগ বা জ্বর।

যাহ’র চা পানে আসক্ত, তাহাদিগকে চা পানের অপকারিতা বুঝাইলেও তাহারা বুদ্ধিতে চায় না, অথবা বুদ্ধিতেও চা পানের কদভাস তাহারা কিছুতেই পরিচাগ করিতে পাবে না। এই চা পানের কদভাস ভাগ করাহ’র হইলে এইরূপ কোনও নির্দোষ পানীয় ব্যবহার একান্ত বাঞ্ছনীয়, যাহা চা’র অল্পকপ। চিকিৎসকগণ স্থির করিয়াছেন যে, যাহারা চা খোর, তাহারা যদি চায়ের পরিবর্তে কোকো ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহারা চা পরিচাগ করিতে পারে। কোকো একটা খাদ্য বিশেষ, ইহা পান করিলে ইহা চা’র পানাসক্তি আনয়ন করে না। ভ্রমাতীত ইহা’র শরীর পোষণোপযোগী অনেক গুণ আছে।

বর্তমান বঙ্গ প্রান্ত সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা চলিতেছে। শিক্ষিতগণই অধিক চা পান করিয়া থাকেন। যদি এখন প্রত্যেক সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্র চা পানের দোষ ও চা’র পরিবর্তে কোকো ব্যবহার বিষয়ে বলিয়া প্রকাশিত করেন তাহা হইলে বোধ হয় চা পান কতকটা নিবারিত হইতে পারে। মূল্যের হিসাবে ও পানীয়রূপে প্রস্তুত করিতে কোকো চা’র সর্বোৎকর্ষে অমূল্য। আমরা

বলি চায়ের পরিবর্তে অল্পকপা চার প্রণালীতে ব্যবহার করিলে বাঙ্গালীর মহৎ উপকার হইতে পারে। “কাজের লোক” আয়ুর্ষেদীর চা নীষক প্রবন্ধে আমরা বহুপূর্বে এ বিষয় আলোচনা করিয়াছিলাম।

### শিখার উপকারিতা।

চানবাসী পরাধীনতার চিহ্নস্বরূপ মস্তকের শিখা ছেদন করিতে অনেকটাই মনে করিয়াছেন যে, এইবার চানারা ইউরোপীয় বা জাপানীদিগের সমকক্ষতা লাভে সমর্থ হইবে। কিন্তু কোন কোন বৈজ্ঞানিক আবার এই শিখাছেদন চীনাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির ভাবী অবনতির কারণ বাঙ্গালা অনুমান করিতেছেন। জাশ্মানির সুবিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ ডাক্তার বুডবার্গ বলেন যে, চানারা শিখা ছেদন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এইবার তাহাদের অবনতি হইবে। তিনি এরূপ কথাও বলিয়াছেন যে, চীনাদিগের প্রতিযোগিতা হইতে আয়ুর্ষক এবং তাহাদিগকে তপস করিবার জন্য ইউরোপীয় জাতিসমূহ চীনাদিগকে শিখাছেদনের পরামর্শ দিয়াছে। ডাক্তার বুডবার্গ বলেন যে, মস্তকে শিখা ধারণ করিলে মস্তকে শোণিত প্রবাহ বৃদ্ধি পায়, ফলে মস্তকের পুষ্টি হয়। অতঃপর চীনাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি আর পূর্বের স্থায় যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিল, শিখা ছেদন করিয়া তাহারা এখন অপেক্ষাকৃত মূর্খবুদ্ধি হইয়াছে। যদি চানারা আপনাদের বুদ্ধিমত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাদিগের পুনরায় শিখা-ধারণ করা উচিত। (বিজ্ঞান)

### খাদ্যদ্রব্যের মূল্য।

কিঞ্চিদধিক অকণ্ঠ্যতায় পূর্বে বাঙ্গালা দেশে খাদ্যদ্রব্য কিরূপ মূল্যে ছিল, নিম্ন লিখিত হিসাব হইতে তাহার একটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। ১২৫০ সালের এক

৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা লইব।

বিবাহের ব্যয় তালিকা হইতে ইহা সংগৃহীত হইয়াছে।

চলি—১/০ মণ—১৮/০

কলাই—১/০ মণ—১/০

সুপ—১/৫ সের—১১/০

ময়দা—১/০ মণ—১০/০

সুত—১/১ সের—১৮/০

সুন্দেহ—১/০ মণ—১০/০

দধি—১১/০ মণ—৮/০

গুণ—১/০ সের—৮/০

আলু—১/৫ সের—৮/০

কিঞ্চিদধিক অল্প শ্রমাদিও মধ্যেই খাদ্যদ্রব্যের মূল্য যেকোন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। মণ ব্যতীত সমস্ত দ্রব্যের মূল্যই অতি প্রকৃতি হইয়াছে। গোজাতির অনর্নতিব ফলে বাঙ্গালীর প্রাণস্বরূপ দধি, গুণ, সুত, মাখন অগ্নিমূলে বিকীর্ণ হইতেছে। বিস্তৃত দ্রব্যের অভাবে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে। অদৃশ্যে ইহার প্রতিকার না করিতে পারিলে দেশের অবস্থা যে অতি শোচনীয় হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাণকালের উপায় কোথায় চলে হইবে না, কাজে লাগিলে প্রতিকার হইতে পারে।

### বর্জ্য হিতসাদনমণ্ডলীর নিবেদন।

দেশেব ও দেশেব সেবা।

“জননী জন্মভূমি শচ স্বর্গাদপি গরীয়সী”

ইহা শাস্ত্রেও লেখা আছে এবং আমরাও সদাসর্বদা মুখে বলিয়া থাকি; কিন্তু প্রকৃত সেবার দ্বারা এই উক্তির যথাযথ কতটা স্বীকার করিয়া থাকি? আমাদের এই দেশ, এই বাস্তু, শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি সকল বিষয়েই পৃথিবীর অগ্রগত দেশ ও জাতি অপেক্ষা বিশেষ ভাবে হীন হইয়া, আজ কাহারও কাহারও মতে ধ্বংসোন্মুখ বলিয়া

নিন্দিত হইতেছে। আত্মসম্মান জ্ঞান থাকিলে ও দেশের প্রতি প্রকৃত ভক্তি ও প্রীতি থাকিলে এই হীনতা আমাদের কখনই স্বীকার করা উচিত নহে। পল্লীই দেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ। আমরা সকলে মিলিত হইয়া, সুদৃঢ় ভাবে, নিজ নিজ শক্তি দ্বাৰা প্রয়োগ করিলে অভাব ও দাবিদ্র্য হইতে বিদূর হইক না কেন, দেশেব অবস্থার নিশ্চয়ই বড় পরিমাণে উন্নতি সাধন করিতে পারি। “বর্জ্য হিতসাদনমণ্ডলী” এই মহৎ সঙ্ঘ গঠিয়া কয়েকদিনে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বঙ্গদেশেব নানা সহরে ও পল্লীগ্রামে ইহার শাখা স্থাপন করিয়া স্থানীয় আত্মশক্তিকে উদ্ধৃত করিয়া দেশেব লোককে দিবসে দিবসে উত্তর কাম্য প্রবর্ত করিতেছেন। কেবলমাত্র কথাব দিন দিয়াছে, “এখন কাজ চাই।” আপনি এই “বর্জ্য হিতসাদনমণ্ডলী”র সভ্য হইয়া ও আপনার দশজন বন্ধকে ইহার সভ্য করিয়া এই অভিকার্যেব সহায়তা করুন এবং আপনার বয়স গ্রামে বা সহরে শাখা স্থাপন করিয়া, মণ্ডলীর সহিত একযোগে দেশচলায় প্রবৃত্ত হউন। যিনি এইরূপ দেশ সেবায় আপনার শক্তিকে প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি মণ্ডলীর সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের নিকট, মেও হসপিটাল (Mayo Hospital) কলিকাতা, এই ঠিকানায় অনুসন্ধান করিলে সকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

### নূতন বাঙ্গালা দৈনিক পত্র।

“হিন্দুস্থান” নামক একখানি দৈনিক বাঙ্গালা সংবাদ পত্র ১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা আর্ট প্রেস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ছাপা এবং কাগজ সুন্দর—প্রবন্ধ এবং সংবাদাদি বিবিধ বিষয় গত কয় সংখ্যায় আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহাতে আশা করা

যায় যে নবমহাযোগী লোক রঞ্জন সক্ষম হইবেন। আমরা সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি। “হিন্দুস্থানের” দৈনিক মূল্য ৫ এক পয়সা মাত্র।

### তার বার্তার বদলে

#### শামুক-বার্তা

বিখ্যাত কবীরা বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক এমিলি আলেক্সে ব্রিঙ্কেন ভগবতে একটি বিচিত্র প্রস্তাব উপস্থাপন করিয়াছেন। প্রস্তাবটি কি, তাহা বলিবার আগে, মোড়ান ভটিটা কথা বলি দরকার।

শামুক অবশ্য সকলেই দেখিয়াছেন। কিন্তু নর-শামুক ও নারী-শামুকের ভিতরে যে মনেব কথা আদান-প্রদানের ব্যবস্থা আছে, এ কথা বোধ হয় সকলে জানেন না।

প্রকৃতি-দিক্‌জনে বিখ্যাত অগ্নি ফোর্সে দেখাইয়াছেন, নর-শামুক ও নারী-শামুককে আলাদা আলাদা টিনেব বন্ধে বন্দী করিয়া রাখিলেও, নর-শামুক অন্যরাসেই সে চালাকি চট্ট করিয়া বরিয়া ফেলে; প্রিয়তমা যে কাছেই আছে, এটা বুঝিতে হাব একটুও দেরি হয় না।

অধ্যাপক আলেক্সে ব্রিঙ্কেন আরও বেশী অগ্রসর হইয়াছেন। শামুকেদেব মানসিক বাস্তব আদান-প্রদানের শক্তি কতটা বেশী, সেটা বুঝিবার জন্য তিনি দাবা খেলাব ছকের মত দুখানি ছক গঠিয়া পরীক্ষা শুরু করেন। প্রথম ছকের সাদা ঘরগুলিতে তিনি কয়েকটা নারী-শামুক আনিয়া রাখিলেন। তার পর দ্বিতীয় ছকের সাদা ঘরগুলিতেও ঠিক সমান সংখ্যার কয়েকটা নর-শামুক বসাইয়া, সে ছকখানিকে তিনি অল্প একটা গৃহে রাখিয়া আসিলেন। তার পর তিনি এ-ঘরে আসিয়া প্রথম ছকের নারী-শামুকগুলিকে সাদা হইতে

পুরাতন ‘কাজের লোক’ শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

কালো ঘরে সরাইয়া দিলেন। অল্প গৃহে, দ্বিতীয় ডকের নব-শামুকগুলি আপন আপন জীদের গতি-বিধি ও স্থান পরিবর্তনের দৃশ্য দেখিতে পাঠাইতেন না বটে, কিন্তু তাহারাও পত্নীদের অনুসরণ করিয়া বৎসপাৎ সারা ঘর ছাড়িয়া কালো ঘরে সরিয়া গেল। নব-শামুক ও নারী-শামুকই মাঝখানে ক্রমে ক্রমে আবধানের দ্বারা বাড়াইয়াও অধ্যাপক আলোক দেখিয়াছেন, নরেন্দ্র নারীর গতিবিধি অনারাসে অনুসরণ করিতেছে।

এইরূপে অনেক পরীক্ষার পর অধ্যাপক আলোক এখন বলিতেছেন, তাহার এই নতন আবিষ্কারের ফলে, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ শীঘ্রই সেকেন্দ্রে হইয়া পড়িবে। তাহার বদলে ভবিষ্যতে শামুক-বাহীরা চলন হইবে। ইহার জন্য বিশেষ হোড়াছোড়ের দরকার নাই; প্রতি টেলিগ্রাফ আফিসে এক এক জোড়া কবিতা নব ও নারী শামুক এবং দুখানি বর্ণমালা-বেশা ছবু থাকিলেই দিবা কাট চলিয়া বাটবে। মনে কর, পারস্য স্তর হইতে মাসেলিসে কোন খবর পাঠাইতে হইবে সে ক্ষেত্রে পারস্যের আফিসে বসিয়া সংবাদ-প্রেরক, এ-বি-সি ডি প্রভৃতি লেখা ডকের উপরে নারী-শামুক বসাইয়া, যে যে অক্ষরের দরকার, সেই সেই অক্ষরের উপরে তাহাকে নুলাইয়া বাটবে। ওরিকে মাসেলিসের আফিসে বর্ণমালা ডকের উপরে নব-শামুক, পূর্কোক্ত নারী-শামুকের অনুসরণে ঠিক নির্দিষ্ট অক্ষরগুলি মাড়াইয়া চলিতে শুরু করিবে। নব-শামুকের সেই গতিবিধি দেখিয়া সংবাদ-গ্রাহকের পক্ষে খবর বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

এই শামুক-বাহীর খবর দিয়া “দিয়ারসন্স উইকলি”র লেখক বলিতেছেন, এ বাণ্যপার-টায় অবাক হইবার কিছুই নাই। (হিন্দুস্থান)

## গুণিণী তত্ত্ব।

—:~:~:~—

(লেখক ডাঃ শ্রীকার্ণিকচন্দ্র দাস।)

নরনারীর সম্মোহন পদার্থ বিশেষের পবনস্পর্শ সঞ্জন দ্বারাও গর্ভ সঞ্চার হয়। এই সম্মোহনোৎপন্ন পদার্থটিকে কখনো অতিভিত্ত। এত পণ্ডিত বহুবৃদ্ধিজননৈশ্বাস্যসম্পন্ন কিশোরীল মানবের প্রাক্তন অঙ্গুর।

দাণ্ডিকট জনক জননীরা কারোদ্রুত শুক্রাণুর (Sperm Cell) ও ডিম্বাণুর (Germ Cell) অবস্থার উপর ভাবী জীবের পাত্তা ও মনোবাচ্য নির্ভর করে। যদিও জ্ঞান ও শারিরীক ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম সম্ভবপর হইতে পারে বটে, কিন্তু শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মৃত্যু ও পরিপুষ্ট অবস্থায় মনস্তান উৎপাদনের সাধারণ মূলভূত কারণ। কার্যতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সম্মোহনীয় সাধুকুল অবস্থা বিশেষেই গর্ভ সঞ্চার সম্ভব, নচেৎ নহে। সম্মোহন কালীন মৃত্যু ও নিকটাবস্থার শরীর, কোব প্রভৃতি উত্তেজনাশীল ও শোকচঃখাদি নিস্তেজনা বঞ্চিত মানসিক অবস্থা মনস্তান উৎপাদনের পক্ষে প্রকৃত উপযোগী। আহারের অব্যবহিত পরে অর্থাৎ যে সময় ভুক্তাশ্রয় পরিপাক কামা আরাধ্য হইয়াছে মাত্র, সে সময় মনস্তান উৎপাদনের অল্পপন্থক।

মনস্তান দাণ্ড মানব মাত্রের অভিপ্রেত এবং কল্পন্য।

“যত্র পুত্রঃ সত্যং শ্রেষ্ঠ

কুণ্ডলয় বিভাবনঃ।

জারতে নিতরাং তদং

স সম্ভব উদাহৃতঃ॥

বাহাতে তিনকূল উজ্জল হয়, একপ সৎ-পুত্র জন্মায়, সেই সম্মোহ প্রকৃত সম্মোহ।

মৃত্যু ও মনস্তান লাভের জন্য পিতা ও মাতার উভয়েরই দেহ মৃত্যু ও মন চিন্তাহীন হওয়া আবশ্যক।

প্রতি মাসে ঋতু অবসানের অব্যবহিত পরবর্তী কালই, অর্থাৎ ঋতুকালীন রজঃস্রাব ৩৪ বা ৫ দিন থাকিয়া ঠিক যে সময় স্রাব বন্ধ হয়, সেই কালই গর্ভ সঞ্চারের পক্ষে উপযোগী। এই সময় রমণীগণ গর্ভধারণের জন্য প্রস্তুত থাকেন। ক্যাজো (Cazeau) বলেন, “Every thing seems admirably prepared at this period for the reproduction of the species”

তাহার প্রকৃত অর্থ এই যে, প্রত্যেক ঋতুকালে Ovary বা ডিম্ব পরিপক হয়, এবং ইহা Graffian vesicle হইতে বহির্গত হয়।

কেবল এই কালেই শুক্রাণুর সহিত ডিম্বাণু মিলিত হইয়া মনোৎপাদনে সক্ষম হয়। কতদিন পর্যন্ত ডিম্বকোশ হইতে ডিম্ব বাহির প্রবাহী হইতে পারে, তাহার সম্যক ঠিক নিরূপণ করা যায় না। সাধারণতঃ ৪৮ ঘণ্টা হইতে ৮ দিন বা ততোধিক কাল পর্যন্ত ডিম্ব নিঃসরণ হইয়া থাকে। বোধ হয়, ডিম্ব ভিন্ন দ্বালোকের পক্ষে এবং বাহ্যের অবস্থার ন্যূনে এই সময়ের হাস প্রকৃতি ঘটিয়া থাকে। ডিম্ব নিঃসরণের কাল অতীত হইলে পরবর্তী ঋতুকাল পর্যন্ত গর্ভ সঞ্চারের কোন সম্ভাবনা থাকে না, এইরূপ ধারণা আছে। উল্লিখিত মত প্রাচীন কাল হইতে সমর্থিত হইয়া আসিতেছে। অধুনা স্বতন্ত্র এক মত উদ্ভূত হইয়াছে। উহা পূর্বের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। এক্ষণে অনেকে এই শেষের মতের সমর্থন করিতেছেন। বাহা ইউক, সে বিষয়ে

\* Graffian Vesicle অর্থাৎ ডিম্বের আবরণ ফাটল, Rupture অর্থাৎ ফাটিয়া গিয়াই ডিম্ব (ovum) বহির্গত হইয়া থাকে।

বাদানুবাদ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বর্তমান মতে বর্তমান ডিম্ব বা জাতমান, ক্রম, অগ্রজাতুর উৎপত্তি নহে, বরং ক্রণোৎপাদন দ্বারা ক্রমজাতুর অঙ্গ। আধুনিক মতে ঋতু কেবল নষ্ট ডিম্বের পরিবর্তন মাত্র, অর্থাৎ ক্রণোৎপাদন না হইয়া যে ovum বা ডিম্বের অপচয় হইয়াছে, তাহাই ক্রণোৎপাদিত হইয়া রজসাকারে নির্গত হইয়া যায়। সুতরাং শেষোক্ত মতে ঋতুকালের কয়েক দিন পূর্বে গর্ভসঞ্চার সম্ভব। অর্থাৎ প্রতিমাসে যে সময় রজঃ প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহার কিছুদিন পূর্বে পর্য্যন্ত গর্ভ সঞ্চার সম্ভব। অর্থাৎ প্রতিমাসে যে সময় রজো প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহার কিছুদিন পূর্বে পর্য্যন্ত গর্ভ সঞ্চারের প্রকৃত কাল। শেষের মতই যুক্তি সমস্ত বলিয়া বোধ হয়। কারণ কখন কখন আশু ঋতুর পূর্বে গর্ভ সঞ্চার হইতে দেখা যায়, প্রাচীন মতে উহার কোন যুক্তিবদ্ধ কারণ দর্শাইতে পারা যায় না। অদৃশ্য ঋতু প্রভৃতি নাম দিয়া উহা ব্যতিক্রম বলিয়া নির্ধারণ করা হইত। কিন্তু আধুনিক মতে বেশ বুঝা যায় যে, উহা ব্যতিক্রম নহে, সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক। (ক্রমশঃ)

## আমার উপায় কি ?

“আমার উপায় কি ? অশন নাই, বসন নাই, পরিবার প্রতিপালনের অনুরূপ অর্থ নাই, ব্যাধি বাসনে বিব্রত আছি, আমার দিন চলে ক্লিপে” আজ প্রতি গৃহে, প্রতি হৃদয়ে এই একমাত্র চিন্তা, এই চিন্তার প্রাণ অহনিশি অতীব বিক্ষুব্ধ, কাতর। সোনার ভারত শাসন হইতে চলিল ; অশ্রুভাবে জীব শীর্ণ, বস্ত্র বিহনে নগ্ন, উলঙ্গ, পীড়াধিকারে অস্থির চক্ষু-সার পল্লীবাসীর চিত্র একবার মনে করণ দেখি, আপনার হৃদয় শিহরিয়া উঠিবে, মনে

হইবে, বুঝি শশান দৃশ্যও এত ভয়ানক বা হৃদয় ভেদী নহে।

বর্তমান বর্ষে ভারত দুর্ভাগ্যের চরম সীমায় উঠিয়াছে। অধিভূমির বৃদ্ধির মুখে শুনা যায়, ভারতের আধুনিক অবস্থা ভারতের পক্ষে অতুলনীয়, কল্পনাতীত বলিলেও অতুক্তি হয় না। দুর্ভিক্ষ দেশ উজাড় হইয়া গিয়াছে, তথাপি খাদ্য দ্রব্য এতাদৃশ দুর্ভালা হয় নাই ; বস্ত্র সঙ্কট ভারত ইতিহাসে এই দরুণ প্রথম, লজ্জা নিবারণে অক্ষমতা বশতঃ আত্মহত্যা একেবারে নূতন ; মালেরিয়ায় দেশ জনশূন্য হইয়াছে সত্য, কিন্তু এক সঙ্গে লক্ষ্যাবধির ভীষণ প্রকোশ আর কখন হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। কথায় বলে ‘একে রানে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোশর।’ মালেরিয়ায় লোক ক্ষয় যথেষ্ট হইতেছে, তাহার পর অলপকাল, ইন্ডুয়াজা, কলেরা এবার এদেশকে একেবারে শ্মশান করিয়াছে। তাহার উপর যুদ্ধ বিগ্রহ ভারতবাসীর মনকে উত্তাক্ত করিতে সহায়তা করিতেছে। এক কথায় বলিতে গেলে ভারতে এবার শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে।

এই ত দেশের অবস্থা। কিন্তু দেশের এই দুর্ভাগ্যের প্রতিকারের নিমিত্ত কয়জন প্রাণের গভীর আকুলতায়, আগ্রহে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। দেশের নেতাগণ শাসন সংস্কার, বাস্তব শাসন, সত্যগ্রহ, রাউলাট আইন, সমাজসংস্কার প্রভৃতি লইয়াই মহাবাত্ত ; দেশের সংবাদ ও সাময়িক পত্র সমূহ গভর্ণ-মেন্টকে অবস্থা আক্রমণ, আর পরচর্চা, নিন্দা, মানি, বিদ্রোহ প্রভৃতির নিয়ত আলোচনা করিয়া থাকেন,—ইহাতে কাগজ বিকায় ভাল কিন্তু দেশের কোন উপকার হয় না ; কংগ্রেস কনফারেন্স, ডেপুটেশন প্রভৃতির জন্ত অনেকে শ্রম ও অর্থব্যয় অকাতরে করিয়া থাকেন। দেশের ও দেশের হিতের জন্ত আপনার শক্তি সম্পদ, বিত্তাধিকার নিয়োজিত করিতে কাহাকেও

উৎসুক দেখি না, কি উপায়ে বর্তমান সমস্তার সমাধান হইবে সে চিন্তা কদাচিত কাহারও মনে উদিত হয়। অথচ সব ছাড়িয়া, সমস্ত ভুলিয়া ইহাই যে আমাদের প্রথম ও প্রধান চিন্তার বিষয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কথায় বলে “আপনি বাচলে বাপের নান”। পরাধীন, পরমুখাপেক্ষী আমরা, আমাদের বৃথা হুজুগে নাতিলে চলিবে না, বাজে আন্দোলন ও আলোচনার ফল নাই ; আগে বাচিবার উপায় হোক, চ’মুঠা অগ্নেব জোগাড় হোক, লজ্জা নিবারণের উপায় হোক, উদ্বিগ্ন পথের ব্যবস্থা হোক, তখন আমরা অস্ত্র বিষয়ের জন্ত মস্তিষ্ক চালনা করিতে পারি, তখন অস্ত্র চিন্তা বা সাধনা আমাদের পক্ষে অস্ত্রায় হইবে না।

দেশের দুর্ভাগ্যের জন্ত শুধু শাসক সম্প্রদায়কে নিন্দা বা দোষী করিলে হইবে না, দেশের দুর্ভাগ্যের প্রতিবিধান হেতু কেবল শাসক সম্প্রদায়ের মুখাপেক্ষী হইলে চলিবে না, স্বাবলম্বন চাই। এদেশবাসীর প্রত্যেকের নিজের একটা কষ্টব্য, একটা দায়িত্ব আছে, এবং এই কষ্টব্য ও দায়িত্বের সাধনার উপর দেশের দুর্ভাগ্য নিবারণ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তাহা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু হায়, এই নিত্য সত্য কয়জন খেয়ালে রাখে !

একমাত্র কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধির উপর দেশের কল্যাণ নির্ভর করে। গোলামী বা মোহে এ দেশের সর্বনাশ হইয়াছে। স্বত্ত্বির নেশা তাগ করিয়া বাহাতে কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসা ও বাণিজ্য উন্নত ও অর্থকরী হয়, তাহার জন্ত দেশবাসীগণের একান্ত ও অক্লান্ত প্রয়াসী হওয়া উচিত। ধনী আপনার ধন জনের আনুকূল্যে, শিক্ষিত আপনার বিজ্ঞা বুদ্ধির সহায়তায়, এবং সাধারণে আপনার শক্তি সামর্থের দ্বারা এই পথ অবলম্বন করণ, দেশের দুর্ভাগ্য নাশের ইহাই একমাত্র পথ। ইহা না হইলে এ দেশের দুঃখ, দৈন্ত, অভাব,

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৥০ টাকা লইব।

হাটকার কখন ঘুচিবে না, এ ভারত চিরদিন যে তিমিরে সেই তিমিবেই রহিবে, তাহার জীবন কখনও কিরণোদ্ভাসিত হইবে না।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল রায়।

## মাটির বাসন।

শ্রীশশীভূষণ সরকার লিখিত।

বঙ্গদেশে বহু পূর্বকাল হইতে মাটির বাসনের আদর আছে এবং উচ্চ অঙ্গের কাঁচা ও পোড়া মাটির দেবদেবী মূর্তি যে তৈয়ারি হইত, তাহার প্রমাণ সংগ্রহে অধিক আগ্রাস পাইতে হয় না। এক্ষণে কলিকাতায় চীনা মাটির বাসন প্রস্তুত হইতেছে, চীনা মাটির ডিস, প্লেট, পেয়লা ও দেবদেবী মূর্তি বেশ তৈয়ারি হইতেছে।

যেমন বঙ্গদেশে কোন কোন দেবমন্দির পূর্বকালে বিবিধ কারুকাৰ্য্য সম্বিষ্ট পোড়া মাটির ইটে গাথা হইত এবং ঐসকল ইটের উপর হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি প্রভৃতি ভাঁচে ঢালা হইত, উত্তর পশ্চিম পঞ্জাব প্রভৃতি দেশেও তদ্রূপ মুসলমানদিগের রাজত্বকালে মসজিদাদির মেজে দেওয়াল, থাম ইত্যাদি সুশোভিত করিবার জন্ত বিবিধ বর্ণের ও চিত্রের চিকণ (Glazed) টাইল প্রস্তুত করা হইত। এইরূপে মধ্য-ভারত ও পশ্চিম প্রদেশসমূহে যেমন এক সময়ে পাথরের উপর হিন্দুভাস্করদিগের কারুকাৰ্য্যের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, সেইরূপ মুসলমানদিগের ধর্ম্মমন্দির, কবর ও কীর্তিস্তম্ভাদিতে বহুবিধ মূল্যবান প্রস্তরখচিত কারুকাৰ্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর সুন্দর চিত্রের বার্ষিক করা বা চিকণ (Glazed) পোড়া-মাটির ইট ও টালিরও সমাবেশ দেখা গিয়াছিল।

দুঃখের বিষয় এই যে, অধুনা উপরি উক্ত উভয়বিধ শিল্পকাৰ্য্যই বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে সেরূপ দেবদেবীর মূর্তিযুক্ত ছাঁচে ঢালা ইট আর প্রস্তুত হয় না এবং উত্তর, পশ্চিম ও মধ্যভারতে যে সকল রঙ্গীন টালি প্রস্তুত হইত, তাহা আজকাল অতি অল্প পরিমাণেই হইয়া থাকে।

কথিত আছে যে, পোড়ামাটির রঙ্গীন টালির চিত্র-শিল্প চীনদেশ হইতে অনীত হয়। এইজন্ত পাঞ্জাবের যে সকল মুসলমান কারিকর এই কাৰ্য্যে এখনও রতী, তাহাদিগকে “চিনি-গর” বলে। কেহ কেহ বলেন যে, ইহার আদিস্থান সমরকন্দ ও পারশ্বদেশ। শেখোক্ত প্রবাদটী যে মিথ্যা, তাহাও মনে হয় না, কেন না, পারশ্বদেশের কার্পেট জগতে অতুলনীয়। ঐ কার্পেটের নমোহর লতাপাতার আদর্শে ই এই সকল রঙ্গীন টাইল সম্ভবতঃ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। বাহা হউক, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই শিল্প এক্ষণে ভারতবর্ষের মধ্যে অতি অল্প পরিমাণেই দৃষ্টিগোচর হয়। এখন আর সেরূপ বিবিধ চিত্রের ইট বা টালির আদর নাই। সুতরাং ক্রমেই সে ব্যবসায় বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কালের বিচিত্র লীলা কে বুঝিবে? একদিকে মুসলমান-শাসনের অধঃপতন হইল, অন্যদিকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিপালিত শিল্পিকুলের ওদংশ আরম্ভ হইল। দেশবাসীগণের নিকট হইতে শিল্পিগণের অথাগমের পথ অবরুদ্ধ হইল। এদিকে ইংরেজদিগের রাজত্ব সময়ে উক্ত শিল্পিগণের উপাঙ্কনের এক অভিনব পন্থা উদ্ভূত হইল। ইংরেজগণ দেখিলেন যে, ঐরূপ বিচিত্র বর্ণের বিবিধ ব্যবহাৰ্য্য দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত লইলে, তাহাদিগের গৃহাদি সুসজ্জিত হইতে পারে। সুতরাং ইংরেজদিগের অগ্রগৃহে আজকাল বহুবিধ লোটা, থালা, সুরাহি (কুঁজা) প্রভৃতি পঞ্জাব,

সিন্ধদেশ, কচ্ছদেশ, জয়পুর, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও হায়দ্রাবাদে প্রস্তুত হইতেছে। এই সকল দ্রব্য দেশীয় বৈড়লোকদিগের ভবনে প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু কলিকাতায় সম্ভ্রান্ত ইংরেজদিগের বাসগৃহমাত্রই অস্বাধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কিছুকাল হইতে এই শিল্পের সমাদর বৃদ্ধি হওয়াতে আজকাল দুই একটা শিল্প-বিজ্ঞা-লয়ে বৎসরে বৎসরে অনেক রকম মাটির বাসন প্রস্তুত হইয়া থাকে। মাদ্রাজ শিল্প-বিজ্ঞালয়েও ইহা প্রস্তুত হয়। বোম্বাই শিল্প-বিজ্ঞালয়ের দ্রব্যগুলি এতই সমাদৃত হয় যে, টেলরী নামক কোন সাহেব এক্ষণে একটা কাবখানা খুলিয়া উক্ত কাৰ্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এইরূপে দিল্লী, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানে প্রস্তুত বহুবিধ দ্রব্য ইউরোপের নানা-স্থানের অধিবাসিগণের গৃহে শোভা পাইতেছে। সিন্ধদেশের হালা নামক স্থানের বৃহদাকার মাটির দ্রব্যগুলির কোন কোনটীর মূল্য দুইশত টাকারও অধিক। এগুলি প্রধানতঃ পীত ও পুরবর্ণের রঞ্জিত। বোম্বাই সহরের টেলরী সাহেবের কারখানার দ্রব্যগুলিও অধিকাংশ ঐরূপে চিত্রিত ও রঞ্জিত। কিন্তু অত্যাচ্ছ জায়গার মাটির বাসনগুলি প্রায়ই ফিকে নীল জমির উপর গাঢ় নীল রঙে প্রস্তুত। পাঞ্জাবের মধ্যে মুলতান সহরেই এইরূপ উৎকৃষ্ট নীলরঙের দ্রব্যাদি তৈয়ার হইয়া থাকে। কলিকাতায় ১৮৯৩-৯৪ সালে যে সাক্ষাত্তমিক প্রদর্শনার প্রতিষ্ঠা হয়, তথায় ভারতবর্ষের যে সকল মাটির বাসন প্রদর্শিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বাছা বাছা দ্রব্যগুলি ভারতগভর্নমেন্ট ক্রয় করিয়া কলিকাতা বাত্মরে ইণ্ডিয়ান বিভাগে সাধারণের দেখিবার জন্ত সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহা দেখিয়া পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতবর্ষের আর আর শিল্প যেমন অরণ্যভীত কাল হইতে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, এখানকার সামান্য মাটির বাসনও তদ্রূপ বর্তমান

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

যুগে ইউরোপের অধিবাসীগণের চিত্তাকর্ষণে কোন অংশে হীন নহে। হুংখের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষের ধনীগণ, বিশেষতঃ রাজা মহারাজা প্রভৃতি যতপি এই শিল্পীগণকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

কুঃ

## অতি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নত বাঙ্গালী কর্মচারী শ্যামাচরণ সরকার।

—:—

অতি সামান্য অবস্থা হইতে স্বীয় অতুল অধ্যবসায় গুণে তাহার জনসমাজে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, শ্যামাচরণ সরকার তাহাদের অন্তর্গত। ইনি ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা হরচন্দ্র সরকার, স্থানীয় জমিদারের একজন কর্মচারী ছিলেন। নদীয়া জেলার অন্তর্গত মামজোগান গ্রামে তাহার পৈত্রিক নিবাস ছিল। তাহার শিক্ষণ।

হরচন্দ্র সরকার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাঁহা কিছু উপাঙ্গন করিতেন, হিন্দু ক্রিয়া কলাপে ব্যয় করিয়া মৃত্যুকালে পরিবারগণের ভরণপোষণের জন্য এমন কিছু রাখিয়া যাঁহাতে পারেন নাই, যদ্বারা স্বচ্ছন্দে তাহাদের জীবিকা নির্বাহ হইতে পারে।

পিতার মৃত্যুর পর, শ্যামাচরণ মামজোগানের পাঠশালার সামান্য বাঙ্গালী শিক্ষা মাত্র পাইয়া ছিলেন, তাহার পর তাহার এক পিতৃব্য কৃষ্ণ নগরে থাকিতেন, তথায় থাকিয়া পারসী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। শ্যামাচরণ স্বীয়

সমস্ত পাঠ্য পুস্তক সহজে লিখিয়া লইয়া পাঠ করিতেন, পুস্তক কিনিবার সংস্থানও ছিল না, শ্যামাচরণের যখন বয়স ২০ বৎসর, তখন তিনি কলিকাতায় আসিয়া তাহার পিতার পুরাতন প্রভু রিড সাহেবের নিকট ১০০ মাসিক বেতনে একটা মুহুরীর কার্যে নিযুক্ত হন, কিন্তু একবৎসর পরে সে কর্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

কৃষ্ণনগরের রামচন্দ্র লাঠিড়ী মহাশয়ের এই সময়ে পটলডাঙ্গায় একটা বাসা ছিল, শ্যামাচরণ তাহার বাসায় থাকিয়া ইংরাজী শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। এত অধিক বয়সে কোন পুণেই তাহার ভক্তি হইবার সুবিধা না হওয়ায় তিনি বাসায় থাকিয়াই প্রগাঢ় অধ্য-  
বসায়ের সহিত পাঠ করিতেন। তাহার মধ্যে তাহাকে স্বয়ং রাকিয়া খাইতে হইত, পানীয় জল তুলিতে হইত।

তখন জলের কল ছিল না, কলসী করিয়া পটলডাঙ্গা গোলাদাঁধি হইতে বহুদূর করিয়া জল বহিতে হইত। এখনকার বারু ভেলেরা স্মরণাই হয়ত আশ্চর্য হইয়া যাইবেন।

শ্যামাচরণ একদিন গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাঁহা এক সাহেবকে বাঙ্গালা এবং পারসী শিক্ষা দিবার জন্য স্বাক্ষরিত হইয়া সময় নিতাবণ করিয়া আইসেন, তাহা দাবা তিনি যৎকিঞ্চিৎ যাঁহা পাইতেন, তাহার এক পয়সাও নিজে লইতেন না, তাহার জননীকে মামজোগানে পাঠাইয়া দিতেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে শ্যামাচরণ মাদ্রাসায় অন্ততম শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন এবং মাদ্রাসার প্রধান মৌলবীর নিকট আবদী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর তিনি সেন্টজেরিয়ার কলেজের অধ্যাপকগণের নিকট হইতে গ্রীক ও লাতিন ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, এই সময় তাহার অপর কঠোর পরিশ্রম দেখিয়া লোকে বিস্মিত

হইয়া যাইত। তিনি ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে প্রতি দিন রাত্রি পরিশ্রম করিয়া এ সকল কঠোর ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের ২য় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। তাহার ঐ পদের বেতন ছিল ৭০০। শ্যামাচরণ এই সুযোগে কলেজের সংস্কৃত শিক্ষকগণের নিকট হইতে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহাওও দিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিলেন।

তাঁহার পূর্ব তিনি সদর আদালতের পেস্কার হন। তাহার পূর্ব ক্রমোন্নতি হইতে হইতে স্বগ্রাম কোটের দ্বিতীয় পদ লাভ করেন। প্রতিভার প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার এই পদের বেতন হইল মাসিক ৮০০ টাকা।

শ্যামাচরণ প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশ্রম করিয়া হিন্দু ও মুসলমানগণের ব্যবস্থা শাস্ত্র পাঠ করিয়া ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কটক প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সংস্থাপিত আইন অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া ১০,০০০ দশ হাজার টাকা প্রাপ্ত হন। তিনি হিন্দু হইয়াও মুসলমানদের ব্যবস্থা শাস্ত্রের উপর নিজে এক বক্তৃতা করেন, তাহাতে মুসলমানগণ সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিল যে, শ্যামাচরণের তুল্য মুসলমান ধর্মের আইনজ্ঞ আর দ্বিতীয় নাই।

শ্যামাচরণ সরকার প্রণীত “ব্যবস্থা-দর্পন” এবং “ব্যবস্থা-চক্রিকা” আইন ব্যবসায়ীগণের অতি প্রয়োজনীয় পাঠ্য পুস্তক।

শ্যামাচরণের অবস্থা এখন খুবই উন্নত। প্রতিভা, অক্লান্ত পরিশ্রম, এবং অধ্যবসায়ের যথেষ্ট প্রকাশ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু মাতৃষের আর্থিক অবস্থার সহিত অনেকের যেমন মনের অবস্থা পরিবর্তন হয়, শ্যামাচরণের তাহা হয় নাই। তিনি দরিদ্র বালকগণকে নিজের বাসায় রাখিয়া অন্ন বস্ত্র



এবং সমস্ত ব্যয় দিয়া শিক্ষা লাভের সাহায্য করিতেন। নামকোয়ান গ্রামে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন, বহু অসহায় বিধবার ভরণপোষণের ব্যয় বহন করিতেন। তিনি অতি সরলভাবে লোককে নিজের শৈশবের, দীনতার কাহিনী বর্ণন করিতে লজ্জিত হইতেন না। বিলাসিতা কখনও গ্রামাচরণকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এই কাম্বীর ইহলোক পরিত্যাগ করেন, কিন্তু আজও গ্রামাচরণের স্মৃতি অমর অক্ষয়। এখনকার বাবু ছেলেরা এমন সকল অমর কাহিনী শুনিতে বিশেষ উদগ্রীবও নহেন। এমন ছেলে বাঙ্গালায় আর জন্মাইতেছে না। আগামী বারে আবার দেখাইব, হীন অবস্থা হইতে আরও কতজন উন্নতির উচ্চ সোপানে উঠিয়া অমর নাম রাখিয়া গিয়াছেন।

এখনকার ছেলেদের মত যদি অহরাত্র সোনার চশমা, চেন, ঘড়ী, এসেসের ছড়াছড়ি পাইত, তাহা হইলে না জানি তখনকার ছেলেদের আরও কি হইত। কিন্তু এখনকার ছেলেদের এই খানেই অধঃপতনের দ্রুতপাতি। এত বিলাসীরা আবার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা থাকে? হুঃখের কথা বলিব কি, ছেলে কোমর সোজা করিয়া বসিয়া পড়িবার শক্তি রাখে না, বালিশ চাই, গ্রহ কি কম!

গ্রামাচরণ দৈনিক ১৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া বাঙ্গালা, পারসী, আরবী, গ্রীক, লাতীন সংস্কৃত এবং ইংরাজীতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, ইতার মধ্যে রাক্ষস পাইতে হইয়াছে, জল তুলিতে হইয়াছে, বাজার করিতে, কাঠ চেলাইতে হইয়াছে, সেই লোকের কক্ষফল ভাল না হইবে কেন? সে নাম অমর না হইবে কেন? আধুনিক অধিকাংশ ছেলেতে আর এগুণ দেখা যায় না। যাহারা আছে, তাহারা নিশ্চয়ই সংযমী, বিলাস

শূন্য, অমায়িক। ধোপে টিকিবার মত শরীর চাইতো। এখনকার ছেলে অতি বিলাসী, সেই-জন্ত Delicate health। ধোপে টিকিবার শক্তি কৈ যে গ্রামাচরণ সরকারের দ্বায় পরিশ্রম করিবে?

## House-hold infor- mations.

### গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

—:—

#### তৈল শুদ্ধ করিবার প্রণালী।—

১০০ ভাগ জলে ২ ভাগ পোটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের দ্রাবণ করিয়া সেই দ্রাবণে তৈল ঢা লিয়া রীতিমত নাড়িলে তৈল বর্ণ হীন হয় বটে, কিন্তু একরূপ তীব্র গন্ধ বাতির হইতে থাকে। কিন্তু গন্ধ মিশ্রিত জলে তৈল রীতিমত নাড়িয়া লইয়া কাঠ কয়লার চূর্ণ তাহাতে ফেলিয়া দিয়া অবশেষে ইহাকে রীতিমত নাড়িয়া লইলে ইহাকে ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া শীতল করতঃ পেট্রোলিয়াম বা ইথার সহযোগে তৈল বাহির করিয়া লইলে তৈল অস্বাভাবিক গন্ধহীন ও শুদ্ধ হইয়া যায়। ইথারকে পুনরায় পরিশ্রুত করিয়া আদায় করিলে অস্বাভাবিক গন্ধহীন ও শুদ্ধ হইয়া যায়। ইথারকে পুনরায় পরিশ্রুত করিয়া আদায় করা যাইতে পারে।

মৌমাছি, বোলতা ইত্যাদির দংশন।—  
বিসমাখ্ সাব নাট্রোইট ও গ্লিসেরিণ সমপরিমাণ মিশ্রিত করিয়া যে মলম হইবে, তাহা আক্রান্ত স্থানে লাগাইলে আরাম হয়। অথবা ২০ ভাগ জলে এক ভাগ কারবলিক এসিড

মিশ্রিত করিয়া দষ্টস্থানে ক্রমাগত ঘর্ষণ করিতে হয়। বোলতা বা মৌমাছি দংশন করিলে লাইকার এমোনিয়া ১ ভাগ, জল ৩ ভাগ মিশ্রিত করিয়া দষ্টস্থানে লাগাইতে হয়। এমোনিয়া মা থাকিলে চাখড়ি, সোডা বা অত্র কোনরূপ ক্ষার ধর্ম দ্রব্য লাগাইলেও চলে।

পিত্তল নিষ্কৃত দ্রব্য বা যন্ত্রপাতি কৃষ্ণবর্ণ করিবার উপায়—(১ন) ৪ ১/২ আউন্স এমোনিয়ায় ১/২ আউন্স কপার কারবনেট দ্রবীভূত করিবার সময় ক্রমাগত ঘাঁটিতে হইবে। ইহাতে ১/২ পাউন্ড জল ঢালিতে হইবে। যে পাত্র কৃষ্ণবর্ণ করিতে হইবে, তাহাতে একটা পিত্তলের বা তামের তার বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দ্রবীভূত হইবে। অল্পকাল পরে দ্রাবণ হইতে উত্তোলিত করিতে হইবে। ইহাতে যে কৃষ্ণবর্ণ হইবে, সেই বর্ণ বিশেষ স্থায়ী হইয়া থাকে।

(২য়)—সিল্ভার নাট্রোইট ও কপার নাট্রোইটের রীতিমত ঘন দ্রাবণ দুইটি বিভিন্ন পাত্রে রক্ষা কর। এই দুইটি অঙ্গে অঙ্গে মিশ্রিত করিয়া পিত্তল পাত্র তাহাতে নিমজ্জিত কর। কিয়ৎকাল পরে দ্রাবণ হইতে পাত্র উত্তোলিত করিয়া সর্বত্র সমভাবে উত্তাপ প্রয়োগে ইচ্ছামুরূপ কৃষ্ণকায় করা যাইতে পারে।

(৩য়)—এক চিমটা ভূষা একখণ্ড প্রস্তরে রক্ষা কর। ৪৫ ফোটা গোল্ড সাইজ ছুবি বা স্প্যাচুলা দ্বারা রীতিমত মিশ্রিত কর। দ্বিগুণ পরিমাণ তারপিন তৈল মিশ্রিত কর। পরে তুলির দ্বারা পিত্তল পাত্রে লাগাইয়া দাও। সমগ্র ধাতব পাত্রে ব্যবহারার্থে কৃষ্ণবর্ণ। ৪ ভাগ তারপিন, ২ ভাগ কোপাল, উৎকৃষ্ট কয়লা চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণ মিশাইয়া সরের

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

জ্বার ঘন কর। রীতিমত মাড়িয়া মিহি কাপড়ের দ্বারা ছাঁকিয়া ফেল। অতি সূক্ষ্ম ব্রাসের দ্বারা ধাতব পাতে লাগাইয়া দাও। উত্তপ্ত গৃহে বা ঠোঁটে শুক করিয়া লও।

জ্বার কালি (১ম) (ডে এণ্ড মার্টিন)।  
অস্থিঅঙ্গার চূর্ণ ও স্পার্ম তৈল রীতিমত মিশ্রিত কর। ঝোলা গুড়ে সামান্য ভিনিগার দিয়া উক্ত তৈল মিশ্রিত অঙ্গার চূর্ণ ঢালিয়া দাও। সামান্য পরিমাণ জল মিশ্রিত ক্ষীণ সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত কর। এসিড ঢালিলেই বৃদ্ধ উঠা বন্ধ হইলে ভিনিগার ঢালিয়া উপযুক্ত পরিমাণে পাতলা করিতে হইবে, অতঃপর বোতলজাত করিলেই হইল।

(২য়) সুলভ অথচ উৎকৃষ্ট জ্বার কালী।  
১ পাউণ্ড সর্বোৎকৃষ্ট আইভরি ব্রাক, ১ পাউণ্ড ঝোলাগুড়, ৮ চামচে সুইট অয়েল, ২ কোয়ার্ট ভিনিগারে দ্রবীভূত ১ আউন্স গাম আবেরিক এবং ১ পাউণ্ড সালফিউরিক এসিড।

জ্বার তরল কালী।—গাম আবেরিক ৪ আউন্স, ঝোলাগুড় ১ ১/২ আউন্স, কাল উৎকৃষ্ট কালি ১/২ পাউন্ট, ভিনিগার ২ আউন্স। স্পিরিট ১ আউন্স। গাম কালিতে দ্রবীভূত কর, তাহাতে তৈল ঢালিয়া দাও। খলে করিয়া রীতিমত মাড়িয়া লও। পরে ভিনিগার ঢাল, সর্বশেষে স্পিরিট।

কাচে লিখিবার প্রণালী।—  
বেরিয়াম সালফেট ৩ আউন্স, আমোনিয়াম ক্রোমাইড ১ আউন্স মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ সালফিউরিক এসিড ঢালিয়া দিলেই হইবে। সমস্ত মিশ্রিত হইয়া

অর্দ্ধ তরল অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। শীসার পাতে ইহা প্রস্তুত করা উচিত। এই অর্দ্ধ তরল পদার্থ শীসার বোতলে রাখা প্রয়োজনীয়। অতঃপর কাচের গাত্রে যে স্থানে লিখিতে হইবে, তথায় প্রথমে মোম গলাইয়া লাগাইয়া দিতে হইবে। অতঃপর সূচিকা দ্বারা মোমের উপর জোরে জোরে লিখিতে হইবে, যেন মোম ভেদ করিয়া কাচের পৃষ্ঠা বাহির হইয়া পড়ে। অতঃপর পেনকুটিন বা কামেল হেয়ার তুলিতে করিয়া সেই লিখিত স্থানে পূর্কোক্ত অর্দ্ধ তরল পদার্থ লাগাইতে হইবে। যখন বেশ কাচ খোদাই হইয়া যাইবে, তখন বেশ করিয়া ধুইয়া মোম তুলিয়া ফেলিতে হইবে।

আলুর উপাদানকে দৃঢ়ীভূত করিবার উপায়।—৪ ভাগ সালফিউরিক এসিড, ৫০ ভাগ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তৎপরে আলুগুলি ছাড়াইয়া তাহাতে ৩৬ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিবার পরে ছাঁকিয়া লইয়া শুক করিয়া খুব চাপিয়া রাখিলে সেই আলু অত্যন্ত কঠিন হইয়া যায়। অধিক পরিমাণে চাপ দিতে পারিলে উহা এরূপ কঠিন হয় যে, তাহা হইতে বিলিয়াড বল তৈয়ারী হয় এবং সে গুলি দেখিতে ঠিক হস্তি-দন্তের নিম্নিত বলিয়া বোধ হয়। উহা ছাড়া ঐ কঠিন আলু হইতে খোদাই করিয়া অনেক প্রকার কারুকাণ্ড করিতে পারা যায়, এমন কি ছাপিবার জন্য বড় বড় অক্ষর ও উহা হইতে হইয়া থাকে।

পালিস করিবার রুজ তৈয়ারী করিবার প্রণালী।—দীর্ঘাকস গরম জলে ভিজাইয়া সমস্ত গলিয়া যাইলে ছাঁকিয়া লইয়া

ঘন অক্সালিক এসিডের দ্রাবণে মিশাইতে হইবে। কিছুক্ষণ পরে দেখা যাইবে যে, পাত্রেব নিয়ে হরিদ্রাবর্ণের কদমবৎ এক প্রকার পদার্থ অধঃস্থ হইয়াছে। তাহা উত্তম রূপে ধোত করিয়া একটু ভিজা থাকিতেই সে গুলি একটা লোহ-কটাছে কাঠ করলার আগুনে গরম করিতে হইবে। বেশ গরম হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, ইহা লাল গুঁড়ায় পরিণত হইয়াছে। তাহাই রুজ। এই রুজ দ্বারা গহনা পালিস হয়।

ট্যান করা চর্ম্ম রুম্বওবর্ণ করিবার উপায়।—প্রথমে শতকরা ১০ ভাগ ট্যানিক এসিড দ্রাবণের দ্বারা চর্ম্মকে ঘর্ষন করিতে হইবে। অতঃপর শুক হইয়া যাইলে শতকরা ১০ ভাগ জীবাঁকস দ্রাবণ লাগাইতে হয়, ইহাতে চর্ম্ম ঘোর রুম্বওবর্ণ ধারণ করে, অথচ চর্ম্মকারের পক্ষে নিরাপদ।

( Editor's Note Book )

নামাকথা।

মহাকবি কালীদাস।

সেদিন নবদ্বীপে পণ্ডিতমণ্ডলীর এক সভা হয়। পৃথিবীর ইতিহাস প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হর্গাদাস লাঠিডী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্থনাথ কাব্যতীর্থ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কলিকাতা হইতে নবদ্বীপের এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ৩টা বক্তৃতা করিয়া, মহাকবি কালীদাস যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহা সাব্যস্ত করিয়াছেন, সভাস্ত সকলেই “কালীদাস বাঙ্গালীকবি” বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এখন কবি কালীদাস বাঙ্গালার নিজস্ব হইয়া গেলেন।

পুরাতন ‘কাজের লোক’ শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

## বর্ষায়ত্ত।

এই জুন হইতে কলিকাতায় বর্ষা আরম্ভ হইয়া প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে। বাঙ্গালার অগ্রাংশ জেলায় অনেক স্থান হইতেই বৃষ্টির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, অতিশয় গরম পড়িয়াছিল, এখন একটু বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। কৃষির অবস্থা ভাল হইলেই মঙ্গল।

## রেলের কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি।

রেলের কর্মচারীগণ বেতন বৃদ্ধির জন্য যে আবেদন করিয়াছিল, রেলকর্তৃপক্ষ বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া বিশেষ: সন্নিবেশনায় পরিচয় দিয়াছেন, নচেৎ রেলও দক্ষঘট হইত, গাড়ী চলাচল বন্ধ হইয়া যাইত।

## ডাকপিয়নদের ধর্মঘট।

১৫ টাকা বেতনে পেট চালান দায়, সেইজন্য ২০টা টাকা বেতন প্রার্থনা করিয়াছিল, হতাশ হইয়া ধর্মঘট করে। কলে দক্ষঘটের খাজাজীর ২০ দিন কঠিন পরিশ্রমের সহিত মেয়াদ, আর ৫জন দক্ষঘটের নেতাব তিন সপ্তাহ করিয়া মেয়াদ, ও ৮ জনের জরি মানা হইয়াছে। যাহারা বাকী ছিল, তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া সেই পুরাতন বেতনেই পুনরায় কাজ করিতে দেওয়া হইয়াছে। “উদারের নান মহাশয়, যা সহাবে তাই সয়া” ভগবান মাতৃয়ের নাক মুখ চোক, কান, বুদ্ধি সবগুলি বেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মাঝখানে এদেশের লোকের উদার মহাশয়কে দিয়াই যতগোল বাধাইয়াছেন, এ পেটের উপায় আজকালকের বাজারে কঠিন সমস্যায় দাঁড়াইয়াছে।

## চাউল ও ধান্য।

সকৌশলিল গভর্ণমেন্ট সাধারণকে জানাইয়াছেন যে, বাঁহাদের, ৫০ মনের অধিক চাউল বা ধান্য মজুত আছে, তাহারা যেন ১৬ই জুনের মধ্যে গভর্ণমেন্টকে তাহা জ্ঞাত করেন। উদ্দেশ্য?

## কাবুলের যুদ্ধ।

কাবুলের যুদ্ধের বোধ হয় শীঘ্রই অবসান হইবে। সন্ধির কথাবার্তা চলিতেছে। শুভক্ষ শীঘ্র।

## কবির উপাধি বর্জন।

কবির রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর জগদ্বৈরাগ্য কবি। তিনি পাঞ্জাবের কয়েকটা স্থানীয় দাঙ্গা নিবারণ করে কতৃপক্ষ যে সকল প্রতি-কার ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাতে তাহার প্রাণে আঘাত লাগায় তিনি তাহার “নাইট” উপাধি বর্জন করিয়াছেন।

## আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের

## উপদেশ।

বাঙ্গালী গয়না গড়াবে, চাদনীতে কাপসে-নের কাপড় কিনবে, নানা রকম বিলাসে পরমা নষ্ট করবে, কিন্তু পুস্তকে নয়। বাঙ্গাজে দেশীয় লোকের খুব বড় পুস্তকের দোকান আছে। উদাহরণ স্বরূপ—গণেশ কোম্পানী ও নটেশন কোম্পানীর নাম করা যেতে পারে। নটেশন মোটর চড়েন। প্রথম দেখে মনে হয়েছিল, বইএর দোকান ক’বে মোটর ঠাঁকা-ছেন অর্থাৎ পৈতৃক সম্পত্তির অপচয় করছেন। কিন্তু তা নয়—এর পিছনে বাঙ্গালীদের

জ্ঞানের আদর ও পাঠের তৃষ্ণা বর্তমান। তাই তিনি নিজের রোজগারেই মোটর কিনে-ছেন। আমাদের বাঙ্গালাদেশে Text-book ছাত্রপাঠ্য বই না ছাপালে দোকান উঠে যায়, কিন্তু নটেশন Text-book বা ছাত্রপাঠ্য বই ছাপান না। তাঁরা বাংলা তথা ভারতবর্ষের চিন্তাশীল পণ্ডিতগণের বক্তৃতা ছাপান; রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, মনস্বীগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রভৃতি নানা প্রকারের পুস্তক প্রকাশিত করেন। সংপুস্তক প্রকাশ ক’রে দেশের একটা অভাবও দূর করেন। তাই বলতে হয়, সেখানে জ্ঞানভূমি বেশী। কলিকাতার বড় পুস্তক বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা ক’রে জানা যায়, “People’s Library” প্রভৃতি সংস্করণের অল্প মূল্যে বই মাল্জাজীরা বেশী কেনেন, বাঙ্গালী বড় একটা কেনেন না। বাংলা দেশে “টেক্সট বুক কমিটি”র অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তক না হ’লে আর বই উদ্ধারের উপায় নেই। এখানে বসায়ন মধ্যস্থে ক্ষুদ্র পুস্তকের আদর হয় না। কারণ তার মধ্যে “লাবো-বেটবা” চাই। কিন্তু জন্ম মধ্যস্থে কোতুল হ’তে পারে, এটি ভেবে একথানা ছোট “প্রাণবিজ্ঞান” লিখেছিলাম। কিন্তু বই-খানা কয়েক বৎসর পড়ে বইলো, কাটিতি হ’লো না। কিছুকাল পরে জানি না কেন, সেখানা ‘টেক্সট বুক কমিটি’র Text-Book Committee) অনুমোদিত হ’য়ে গেল। একজন ইনস্পেক্টার পূর্ববাংলার একটা অঞ্চলের জন্ত সেখানা পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দিষ্ট ক’রে দিলেন; বাস নিখাসে সব বই বিক্রী হয়ে গেল।

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬।

৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা লইব।

## বাঙ্গালী যুবকের অদ্ভুত রাসায়নিক আবিষ্কার।

—•••—

১৭ বৎসর বয়স্ক মিঃ টি, দত্ত কয়েকটা রাসায়নিক আবিষ্কার করিয়া বশব্দী হইয়াছেন। তিনি বারিষ্টার, পি সি দত্তের পুত্র, তিনি বধ্য প্রদেশে বাস করেন।

বালকের বালা জীবনের অধিকাংশ সময় বিলাতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। মিঃ দত্ত কখনও কলেজে রসায়ন বিজ্ঞা শিক্ষা করেন নাই। পিতার খনি হইতে প্রস্তুতাদি কুড়াইয়া রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন, এবং মার্শ-গ্যাস (Methane or Marsh-gas) নামক অতি আবশ্যকীয় গ্যাস, অতি অনায়াসে এবং সহজে প্রস্তুত করিবার উপায় আবিষ্কার করেন। এই গ্যাস দ্বারা মটর শক্তি বৃদ্ধি করিয়া বহু শিল্পোন্নতি সহজ সাধ্য হইবে। এই মার্শ-গ্যাস কয়লার খনিতে প্রায়ই উঠিয়া থাকে। এখন যেখানে সেখানে প্রস্তুত হইবে। গভর্ণমেন্ট ৪৮২২২ পূর্বে তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে জব্বলপুর রাসায়নাগারে রাসায়নিক পরীক্ষার অধিকার দেন। দুই বৎসর পূর্বে এই মার্শ-গ্যাস আবিষ্কৃত হয়, কিন্তু গভর্ণমেন্ট পাছে জীবনমগণ যুদ্ধের সময় জানিতে পারে বলিয়া চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া জিপসম হইতে বিস্তৃত গন্ধক ও সোডা, কার্বনেট অফ সোডা এলুমিনা এবং প্রস্তুত হইতে পটাস বাহির করিবার উপায়ও আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার এই আবিষ্কারের ফলে বড় বড় সওদাগরগণ পেটেন্ট ক্রয় করিয়া ব্যবসা চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ২ কোটি টাকা মূলধন লইয়া একটা কারখানা আরম্ভ হইয়াছে, ২ বৎসরে মধ্যেই কাঁচা আরম্ভ হইবে। আমেরিকা, জর্মণী প্রভৃতি

স্থানে কৃষিকার্যের জন্য পটাশ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মিঃ দত্তের আবিষ্কৃত উপায়ে সাধারণ পর্কতের প্রস্তুত হইতে প্রচুর পটাস বাহির হইতে পারিবে এবং তাহা ইয়োৰোপ আমেরিকায় বপ্তানা হইয়া ভারতের আর্থিক অবস্থায় উন্নতি করিতে পারিবে। মিঃ টি, দত্ত ১৯০২ খৃঃ জুলাই মাসে জব্বলপুরে জন্মগ্রহণ করেন, এখন তাঁহার বয়স ১৭ বৎসর মাত্র। তিনি বালা বয়সে লণ্ডনেই থাকিতেন এবং সেন্টপলস প্রিপেয়ারেটরী স্কুলে মাত্র অধ্যয়ন করেন। এই লণ্ডনে থাকিবার সময়ে রসায়ন শিক্ষালিপ্সা তাঁহার অদ্বৈত বলবত্তী হয়। তাঁহার পিতা বারিষ্টার, কিন্তু তাঁহার ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞায় আসক্তি আছে এবং সখের ভূ-তত্ত্ব বিদ। পুত্রের রসায়ন শাস্ত্র পাঠে আগ্রহাতিশয়া দেখিয়া তিনি তাঁহার জব্বলপুরের বাঙ্গালার বালকের জন্য একটা ক্ষুদ্র রসায়ন পরীক্ষাগার করিয়া দেন, সেট স্থান হইতেই তিনি উপরোক্ত দ্রব্যগুলি আবিষ্কার করিয়াছেন। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘ জীবিত করণ। মিঃ দত্ত বাঙ্গালীর গৌরব। কার্যকরী রসায়নে এদেশের ছেলের কৃত-কাগ্যতা আমরা এই প্রথম স্তমিলম বলিলেও অতুক্তি হয় না। মিঃ দত্ত এখন বোধে অবস্থান করিতেছেন।

## Medical.

### Homœopathic Notes.

### হোমিওপ্যাথিক

### চিকিৎসা-তথ্য।

স্মৃতিকা জ্বর।

—•••—

বোগিনীর বয়স ৩৫২৬ বৎসর, ৪টী সন্তানের জননী। এবারে প্রসবের পূর্বে

বোগিনী দেশব্যাপী ইনফ্লুয়েন্সা বোগে আক্রান্ত হইয়া ৬৪৪৪ ছিলেন। তাহাতে অবশ্য এলোপ্যাথিক চিকিৎসাই হইয়া ছিল। অত্যাচার যেমন সহজেই সন্তান প্রসব হইত, ৬৪৪৪ ৬৪৪৪ হইত বা যে কোন কারণেই হউক, প্রসবের সময় কষ্ট পাইয়াছিলেন, এমন কি প্রসবের জন্য এলোপ্যাথিক ঔষধও দেওয়া হইয়াছিল। প্রসূতি একটা পুত্র সন্তান প্রসব করেন, কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ট হইয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে। নানা উপায়ে স্থানীয় ডাক্তার সন্তানটীর চৈতন্য সম্পাদন করেন, কিন্তু সন্তান ৩৪ ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সময় সেট বাড়ীতে আর একটা অতি শোচনীয় চর্ঘটনা ঘটিয়া যায়। বোগিনী সেজন্ত শোকাবুত ছিলেন। যে ডাক্তার দেখিতে ছিলেন, তিনি বোগিনীর বিশেষ আত্মীয়, তাহাও একটা চর্ঘটনা বয়স্ক পুত্র অকস্মাৎ বক্ত প্রসাব হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়, এই কারণে বাড়ীতে ঘোর শোকের কারণ উপস্থিত হয়।

প্রায় ৪ দিনের পর প্রসূতির শীত করিয়া জ্বর হয়, প্রবল মাথাধরা, হস্ত, পদেব জ্বালা, কমাগত পার্শ্ব পরিবর্তন, প্রচুর জল পিপাসা, নিম্নোদরে দাক্ষণ বেদনা। বোগিনীর বহুবার আর বাড়িলাম না ইত্যাদি হতাশা জ্ঞাপক কথা বলিতে থাকে। সামান্য সামান্য Lochia বাহা নিঃসরণ হইতে ছিল, তাহাও বন্ধ হইয়া যায়। দ্বি ১০৫, জীহ্বা শ্বেতবর্ণ, শুষ্ক, অন্ন অন্ন প্রকাশ। পেটের এত বেদনা যে বোগিনী পার্শ্ব পরিবর্তন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

চিকিৎসা।

একোনাইট—১ দঃ ২ কোটি প্রায় ২

আউন্স জলে দিয়া ২ ঘণ্টা অন্তর ৩বার সেবন করাইবার ব্যবস্থা। প্রথম দিন ঔষধ

পুরাতন “কাঙ্কের লোকের” সূচীপত্রের জন্য ১০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

সেবনের ১ ঘণ্টা পরে জ্বর কমিতে আরম্ভ হইল, অস্থিরতা অনেক কমিয়া গেল, পিপাসা কম। ওয়ারট ঔষধ সেবন করান হইয়াছিল। ভোর ৪ টার সময় রোগিনী সুস্থভাবে নিজা ঘাইতে ছিলেন। এখন জ্বর ৯৯, মাথাধবা অতি সামান্য।

বেলা ৭টা পর্য্যন্ত নিদ্রার পর্ব রোগিনী জাগরিতা হইলে দেখা গেল, জ্বর ৯৮। পিপাসা নাই, মাথাধবা নাই। কিন্তু পাশ পরিবর্তন করিতে বাইলে তলপেট ও কোমরে দারুণ বেদনা—স্রাব বন্ধ। সমস্ত দিন কোন ঔষধের ব্যবস্থা করা হইল না। নড়িতে চড়িতে বেদনা, কোষ্ঠী বদ্ধতা। বেলা ৪টার সময় পুনর্বার জ্বর-রাত্রিতে জ্বর স্বেদপটে ১০৫ ডিগ্রি, পুনরায় একোনাইট ১ দঃ ২ মাত্রা ২ ঘণ্টা অন্তর দেওয়ায় প্রাতে জ্বর ৯৮। বেলা ১০ টা পর্য্যন্ত কোন ঔষধ দেওয়া হইল না। কেবল গমের ভূষিকে, কাট খোলায় ভাজিয়া তলপেট সেকের ব্যবস্থা করা গেল।

বেলা ১২টার সময় ট্রাইগোনিয়া ৬, আর সেদিন জ্বর হইল না, বৈকালে একবার কঠিন গুটলে মল বাহ্যে হইয়াছিল।

রাত্রিতে ১ মাত্রা ট্রাইগোনিয়া ৬ দেওয়া হয়। পথোর মধ্যে ঈষৎক্ষণ দুগ্ধ। রোগিনী মাগু খাইতে নারাজ। প্রাতে একটু একটু স্রাব দেখা বাইতে লাগিল, গমের চোকলের সেক পূর্ব্বৎ চলিতে লাগিল। পেটের বেদনা অনেক কমিয়াছে। কোন ঔষধই আর দেওয়া হইল না। অগ্নি আর জ্বর হইল না।

পরদিন প্রাতে রোগিনী অল্প সর্ষ বিষয়েই সুস্থ, কিন্তু নড়িলে চড়িলে এখনও বেদনা অনুভব করিতেছেন।

সেকের ব্যবস্থা পূর্ব্বৎ, স্রাব কাল্চে কাল্চে, কিন্তু চর্গক বিহীন।

সন্ধ্যায় ট্রাইগোনিয়া ৩০ একমাত্রা। ইহার পর আব ঔষধ দিতে হয় নাই, দিন দিন রোগিনী সুস্থতা লাভ করিতে লাগিলেন। শুদ্ধ একোনাইট এবং ট্রাইগোনিয়া দ্বারাই রোগিনী আরোগ্য হইলেন, আর অল্প কোন ঔষধই দিতে হয় নাই।

S. P. C.

## (Agriculture)

### গাইশ্বাক্ষর্য।

—:—:—

জ্যৈষ্ঠ মাসে এই সময় কতকগুলি গাইশ্বাক্ষর্য দ্রব্যের আবাদ করিলে বর্ষায় তরকারীর উৎপাদন অনেকটা লাভব হয়। আমরা পুরুষ বতন—থাইবার সময় থাইতে পাটলেট হইল, না পাটলে ক্রোধে সকলকে সন্তুষ্ট করিতে থাকিব, কিন্তু এদিকে একটু মনোযোগ দিলে সংসারের অনেক অর্থ বাঁচিয়া যায় এবং নানাপ্রকার তার তরকারী থাইতে পাওয়া যায়। এই সময় পরীগ্রামের গৃহলক্ষীগণ বাড়ীর চতুর্দিকে লাউ, শসা, কুমড়া নানাপ্রকারের ডাটাশাক সবজীর আবাদ নিজেরা করেন বলিয়া বর্ষাকালে অনেকটা তরকারীর কষ্ট লাভব হইয়া থাকে এবং আমাদের বাবুজ বজায় থাকে। আমরাও যদি তাঁহাদের সহিত

যোগ দিয়া এই গাইশ্বাক্ষর্য কৃষি কার্যের একটু উন্নতি করি, তাহা হইলে সোণায় সোহাগা হইয়া যায়।

এই সময়ে বাড়ীর চতুর্দিকে পতিত জমিতে শসা, লাউ, কুমড়া, ডাটা প্রভৃতির চাষ করিতে হয় এবং এই সকল ফসল বাস্তব মোহাস মাটিতেই জন্মে ভাল। বিশেষ, শসা, লাউ কুমড়ার বিস্তারিত চাষের বিবরণ লিখিয়া আর পাঠককে অধিক পণ্ডিত করিতে চাহিনা, এসকলের চাষ আমাদের গৃহলক্ষীগণ করিয়া থাকেন, আমাদেরিগকে অপেক্ষা বরং তাঁহারা একাজে পণ্ডিত। আমাদেরিগকেই রোগে ধরিয়াছে, তাই শ্রাক্ষর্য ধানগাছে ক'খানা কড়িকাঠ হয় জিজ্ঞাসা করিতে লাজ্জিত হই না। থাই ভাত, অথচ ধানগাছ চিনি না বলিয়া কালকে শিয়ান শাজিয়া বসি, যেন ধানগাছ চিনি বলাটাও অসম্ভাব্য। কিন্তু কলিকাতার মহিলাগণও ছাদের উপর চাষ করিয়া উচ্ছে, বেগুন, করলাদি উৎপন্ন করেন। এই জন্মই বাঙ্গালীর মেয়ে লক্ষ্মীস্বরূপিনী। ইহারা না থাকিলে আমরা থাইতেই পাইতাম না। সেই অল্পপূর্ণা লক্ষ্মী-স্বরূপিনীদিগকেও নিজের খেয়ালে বিলাসিনী করিয়া ও বিধি শাজিয়া সর্জনশ করিতে বসিয়াছি। যাহা এই সময় ঐ সকল ফসল জন্মে, কেবল ইহাই স্মরণ করাইয়া দিলাম।

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত ১১০ মূল্য লওয়া হইবে।



## কেমন করিয়া বড় লাউ জন্মান যায়।

লাউ গাছে লাউ কলিতে আবদ্ধ হইলে একেবারে অনেকগুলি লাউ বরিয়া থাকে। তাহার কতক খসিয়া পড়িয়া যায় এবং কতক বড় হয়। এই সকল লাউয়েব ২৪ টাকে একটা উপায়ে খুব বড় করা যাইতে পারে। আমরা ইহা একখানা আমেরিকান কাগজে পড়িয়াছিলাম এবং পরীক্ষাও করিয়া সমস্ত লাউ করিয়াছিলাম। এটা আমেরিকান পদ্ধতি হইলেও আমাদের দেশে ইহা অভিনব নহে। কারণ উপরোক্ত প্রক্রিয়া, গোয়ালন্দ প্রভৃতি স্থানের কৃষকগণ জ্ঞাত আছে, এবং এই উপায়ে তরমুজ বড় ও সুস্বাদু করে। উপরে যে চিত্র দেখিতেছেন, তাহাতে কেমন করিয়া জল-প্রধান ফল, যথা লাউ, কুমড়া তরমুজ প্রভৃতিকে অতি শীঘ্র আকারে বড় করা যাইতে পারে, তাহা দেখান হইয়াছে। লাউ ধরিতে আরম্ভ হইলে, তাহাটা লাউয়ের জালীকে বাছাই করিয়া তাহাদের বোটা গুলিকে তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা ডিরিয়া এক গোছা সূতা বা পাট, বাহার জলশোষণের ক্ষমতা আছে, তাহাই ঐ বিদারিত বোটার মধ্য দিয়া

এদান ওদান ঢালাইয়া দিন। ২৪ মূখ একদ করত একটা পাতে জল বাখিয়া ঐ সূতার ছুই মূখ বাহা বোটার মধ্য দিয়া আসিয়া একত্রিত হইয়াছে তাহা ঐ পাতের জলে ডুবাইয়া রাখিয়া দিন। ২৪ দিন পরেই দেখিতে পাইবেন যে, সূতার মধ্য দিয়া জল টানিয়া ফলটা নিতাই বিলক্ষণ বড় হইয়া যাইতেছে। যদি লাউ বা কুমড়ার মত উচু হয়, তাহা হইলে এক একটা বাঁশের খোঁটা পুড়িয়া শিকার দ্বারা মাংসা কুলাইয়া বোতালে জল দিয়া সূতা সংলগ্ন করা যাইতে পারে। বাঁশের খোঁটা এমন ভাবে উচু থাকা উচিত, তাহাতে মাংসা কুলাইলে অতি অনায়াসে সূতাটা মাংসার জলস্পর্শ করিতে পারে।

যাহারা তরমুজের চাস করে, তাহারা ঐরূপে জলপাত্রে সূতা সংলগ্ন করিয়া দেয় এবং সেই জলে ডিনি বা গুড় গুলিয়া দিয়া থাকে। সকলেই এইটা পরীক্ষা করিলে নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবেন। ফল বড় হইলে তাহার মূল্যও বৃদ্ধি হয় এবং লোকেও আদর করিয়া ক্রয় করিয়া থাকে।

## জমিদারের সংক্ষেপ।

আমরা বিশ্বস্ত হইতে পারি যে, মেদিনীপুর জেলায় মুগবাড়িয়ার জমিদার প্রায় ১০০০০০ নন্দ মহাশয় মুগবেড়িয়াতে একটি বিজ্ঞান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সাধারণ শিক্ষার সচিব শিখ, কৃষি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইবে। জমিদার বাবু শ্রীমোহন শ্রী জল সঞ্চয় আছে। “কাজের লোক” পত্রের জন্য প্রথমাবধি গ্রাহক এবং পুঁজিগোষ্ঠী, কলিকাতা তাহার উদ্দেশ্য ফলস্বরূপ প্রচেষ্টা করিয়াছেন। তিনি অতি দ্রুতের দ্বারা প্রদর্শন, তিনিই প্রকৃত বড়লোক এবং মাথার।

## Home Industries.

### গার্হস্থ্য শিল্প।

#### THE CRYSTALIZED FRUITS

—:—:—

This can be made at home very nicely. Select nice firm fruit. Cook it a little in clear water, the amount of cooking you will soon learn. Place the cooked fruit into very thick sirup and let it stand for about 2 days; then drain off the sirup which will now be very thin, and boil it down until it is thick again. Put in the fruit and let it heat through and stand for about 4 days, then repeat the process letting it stand longer time.

When the sirup no longer gets

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

thin, remove the fruit and dry it in the sun or in an evaporator with gentle heat. It may be rolled in granulated suger to fully dry it and then may be packed in boxes for use. By using the first sirup for jelly and making up some entirely new, the process can be hastened and the fruit will be dry better; but will not be of quite so good a flavor. Try it, this is a good American process.

ভারতে বহুপ্রকার ফল জন্মে, এবং সে সকলের অনেক ফল অত্র দেশে জন্মে না বলিলেও অত্যাশ্চর্য্য হয় না। পাশ্চাত্য দেশ সমূহ হইতে ফলকে চিনির রসে দানাদার করিয়া লইয়া কত দেশ বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। আমাদের দেশে অসংখ্য প্রকারের ফল থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা সেই সকল ফলকে কেমন করিয়া দানাদার করিয়া লইতে হয়, তাহা জানিনা। ভারতীয় ফল এদেশ হইতে Crystallized হইয়া বিদেশে যার কিনা তাহাও আমরা অবগত নহি। কিন্তু উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় এদেশের ফল অনায়াসে বিদেশে রপ্তানী করা যাইতে পারে। এই জন্ত আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রক্রিয়াটী কোন আমেরিকান পত্রিকা হইতে সাধারণের গোচরার্থে অবিকল প্রকাশ করিলাম। কেহ ইচ্ছা করিলে এই প্রক্রিয়ায়, আম, আনারস প্রভৃতি ফলদানাদার করিয়া দেখিতে পারেন। ইহা একটী বেশ অর্থকরী কাজ কিন্তু এদেশে অত্যন্ত স্মিনিসেব চায় ইহাও উপেক্ষিত বলিলে অত্যাশ্চর্য্য হয় না।

## Scent-Powders.

### সৌরভ-চূর্ণ।

—:—:—

ইহার যাহা ইচ্ছা নাম, নিজের মনের মত রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারে। তরল Essence অপেক্ষা ইহার গন্ধ আরও মনোহর। ইহা অতি সহজে প্রস্তুত হয়, এবং যে সকল বাগ্ম, ড্রয়ারে, আলমারীতে বস্তাদি রক্ষিত, হয় তাহাতে কিঞ্চিৎ ছড়াইয়া রাখিলে সমস্ত বস্তাদি সুবাসিত হইয়া উঠে। ইহার সৌরভ স্থায়ী এবং কীটপ্রভৃতির উপদ্রব হইতে বস্তাদি রক্ষা করিতেও সম্পূর্ণ সক্ষম। বিলাতে সেন্টপাউডার মনিফারী দোকানে সাদরে বিক্রয় হইয়া থাকে। এদেশেও কেহ করিলে সুন্দর বিক্রয় হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

### প্রস্তুত প্রণালী।

Coriander	...	1 oz.
Rose Leavess	...	1 oz.
Orris root	...	1 oz.
Aromatic Calamus	...	1 oz.
Lavender flower	...	2 oz.
Rhodium wood	...	1 Dr.
Musk	...	5 Gr.

এইগুলিকে মিশ্রিত হুক্ষভাবে গুড়া করিতে হইবে। বাস্ হইয়া যেন। এই চূর্ণ বস্তাদিতে লাগিলে মনে হইবে যেন একাবারে নানা পুষ্প সাব বন্দে প্রদত্ত হইয়াছে। এমন সহজ উপায় থাকিতে এসেন্স শিশি, এত কেন?

এদেশেরও বহু পুষ্প আছে, বেলা, চম্পক, গোলাপ, চন্দন কাষ্ঠ, মৃগনাভি প্রভৃতি একত্র

এইরূপে গুড়াইয়া কেহ কি চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন না?

## Rose-Powder.

—:—:—

শুক গোলাপের পাউডার নামে যাহা বিখ্যাত, তাহা নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত হয়।

গোলাপ ফুলের পাতা চূর্ণ ... ১ পাউণ্ড।

চন্দন কাষ্ঠ চূর্ণ ... ১ পাউণ্ড।

উত্তমরূপে মৃক্ষচূর্ণে পরিণত করিয়া ইহার সহিত ২ ড্রাম গোলাপী আতর বা অটোডি-রো মিশাইলেই প্রস্তুত হইবে। এ পাউডার মুখেও রাখা চলিবে। ইহাও নতুন ব্যবসায়ের সামগ্রী।

## To destroy Insects.

### মোট নম্বরের কয়েকটি উপায়।

—:—:—

লাল লাল ছোট ছোট পিপীলিকার দংশন অসহ্য।

ইহাদিগকে তাড়াইতে পারা যায় না।

মাঝিবাও শেষ করা কঠিন।

Keatings Insect Powder দ্বারা ইহারা তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। ইহা আমরা সন্ধ্যা প্রতিদিন প্রয়োগ করিতেছি। ইহা দ্বারা ছারপোকা, মস্যা পিপীলিকার উপদ্রব নষ্ট হয়।

৩। ম্যাগনেটিক আনৈরিক নামক পণ্ডে একটী উপায় আমরা পড়িয়া ছিলাম। পূর্ব গরম কটুকিরির জল দ্বারা লাল পিপড়ে, মার্কসা, আরসোয়া, ছার মরে। কিন্তু খুব গরম

৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা লইব



জলে না মরে কি? যাহা হউক, আমরা কিন্তু উইপোকার হাত হইতে পরিত্রাণের কোন উপায় দেখি না, দেওয়ালের নানা স্থানে উই হইয়া থাকে, সেখানে কিনাইল লাগাইয়া দিলে আর হয় না দেখিয়াছি। আল্কাতরা পীচ দ্বারা উয়ের উপদ্রব কমে বটে, কিন্তু সকল স্থানে ইহার প্রয়োগ সুবিধা জনক নহে। ইহা একপ্রকার অমর জাতি, উইয়ের হাত হইতে বাস্তবিক পরিত্রাণেব বৃদ্ধি উপায় নাই।

## The Neglect Of Moral Instruction

আধুনিক শিক্ষায় নীতি শিক্ষা  
উপেক্ষিত।

—:—:—

আমরা বতবারই বলিয়াছি যে, আধুনিক শিক্ষায় আমাদের নৈতিক উন্নতি হইতেছে না, সাধারণ শিক্ষার সহিত এই নীতিশিক্ষার জ্ঞাত যত্ন, শিক্ষকদেব দেখা যায় না। ইহারা মুখস্থ বিজ্ঞা শিক্ষা দিয়া এবং কোনরূপে পাশ করাষ্টয়া দিলেই নিজেদের কৃতিত্ব মনে করেন। অনেক শিক্ষকের সহিত এ বিষয়ে কথা কহিয়া দেখিয়াছি, ইহারা দোড়িয়া পরীক্ষার ফল দেখাষ্টয়া দিয়া, নিজেদের কৃতিত্বের গৌরব দেখাইতে লজ্জিত হন না। অনেক স্থলে যখন জানা শুনা শিক্ষকদের নৈতিক, অবনতি দেখিয়া ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইতে হয়, তখন তাঁহার ছাত্রদের শিক্ষা দীক্ষার কথা লইয়া আলোচনা প্রথা। শিক্ষার নৈতিক শিক্ষাই আবশ্যকীয় উপকরণ, কিন্তু হুংথের সহিত বলিতে হয়, এদেশের শিক্ষায় সেই অতি আবশ্যকীয় উপাদানই উপেক্ষিত। একথা

আমাদের গ্রাম ক্ষুদ্র লোকেই বলে না, শিক্ষা কমিশনের বড় বড় জ্ঞানী মহাশয়গণও তাই বলিয়াছেন।

The Education Commission says :-

"In the Government Colleges there has been no attempt at direct moral teaching. In their entire reliance has, as a rule, been placed on such opportunities for indirect moral lessons as are afforded by the study of ordinary text-books and by the occurrences of ordinary academic life" Report P. 204.

অর্থাৎ গভর্ণমেন্ট কলেজ সমূহে মুখ্যতঃ নীতি শিক্ষা দেওয়ার কোন চেষ্টাই হয় নাই। সাধারণ পাঠ্য পুস্তকাদি হইতে যতটুকু সুযোগ পাওয়া যায়, ততটুকুই নীতি শিক্ষা হয় মাত্র। এষ্ট গেল কলেজ প্রভৃতি উচ্চ বিদ্যালয় সমূহের কথা। যেখানে সুকোমল নীতি থাকেবা পড়ে, সেইস্থান হইতেই নৈতিক উন্নতির প্রকৃত ভিত্তি, কিন্তু সে সকল নিয়ন্ত্রণের বিদ্যালয় সমূহের নৈতিক শিক্ষার কথা স্বপ্নেও আশা করা যায় কি?

Mr. H. J. S Cotton in "New India" Thus describes the style of instruction in Ethics :-

"The professors of Educational department deliver their lectures and discourse on Milton or Mill in the same spirit as a Magistrate dispenses justice in his cutchery. They do their official duty but they make no attempt to exert a moral influence over their pupils, to form their sentiments and habits or to control and guide their passions," P. 146.

ঠিকই তাই। নিম্নবিদ্যালয় হইতে উচ্চ কলেজের অধ্যাপকগণ ম্যাজিষ্ট্রেট যেমন তাঁহার কাচারীতে বিচার কার্য নির্বাহ করেন, সেইরূপ তাঁহাদের কর্তব্য পালন করেন মাত্র, ছেলের মধ্যে প্রগাঢ় যত্নের সহিত কোন নীতির মূল প্রবেশ করাষ্টতে সচেষ্ট নহেন। এইরূপেই নৈতিক শিক্ষা উপেক্ষিত হইয়া আধুনিক ছেলেদের মস্তিষ্কাচিহ্নিত জন্ম গঠিত হইতে পায় নাই। সেই নৈতিক শিক্ষার অভাবে তাহারা যদিও অসংখ্যক কার্য সমূহ করিয়া বসে, তবে তাহা আধুনিক নীতিবর্জিত শিক্ষার বিষময় ফল বই আর কি বলা যাউতে পারে?

সেকালের শিক্ষায় এই নৈতিক শিক্ষাই শিক্ষকগণের লক্ষ্য ছিল। তাই তাহারা ধর্মভীক জ্ঞানী হইত, তাহারা সভ্যতার অজুহাতে বিলাসী হইয়া অভাবের রাক্ষসগ্রাসে পড়িয়া অপকণ্ঠে প্রবৃত্ত হইত না। অন্ন আয়ে সুখে দিন কাটাষ্টয়া বড় বড় কাজ করিয়া দেশের কলান সাধন করিত। নীতি উপেক্ষিত শিক্ষায় দেশের মঙ্গল নাই। কবে এদেশের কর্তৃপক্ষ ইহা বুঝিবার চেষ্টা করিবেন। গোড়ায় গলদ, এদেশের আধুনিক শিক্ষার সহিত নীতি শিক্ষা দেওয়ার একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

## মুক্তিযোগ।

১। আকুলো চালিতাগাছের দক্ষিণ দিকের শিকড় মাটির কদিয়া কটদেশে ধাবণ করিলে, একশিবা আরোহণ হয়।

২। ভোজনকালে কেশুরিখা বাউয়া খাইলে অসুপিত্ত ভাল হয়।

৩। ভোজনকালে নিম ও তেজপাতা একত্র খাওয়া খাইলে, অসুপিত্ত রোগ আরাম হয়।

৪। বিড়াবীজের নম্র গ্রহণে কামলা

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্যন্ত ১।০ মূল্য লওয়া হইবে।

বা জ্বালা রোগ আরোগ্য হয়। হরীতকী চূর্ণ  
সহ ও মধুসহ পান করিলে পাণ্ডুরোগ  
আরোগ্য হয়।

৫। অকৃতকীর্ণ গোলাপজলে বাত  
রতি কটুশিরি দ্বন্দ্ব করিয়া জ্বালা বাত বাত  
চক্ষু প্রক্ষালন করিলে, চক্ষু উঠা আরোগ্য হয়।

৬। জৈবদ্রব্য গব্যাদি, গোলমরিচ চূর্ণ,  
আদার রস, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া  
সেবন করিলে কাশি, সর্পিলসা, গলা পুস্পুদানি  
ও দ্বন্দ্বজ সহর আপাম হয়।

৭। কুম্ভজীরা অথবা দাউন কাজের চাউন  
ওড় সহ সেবন করিলে, সর্পিলকাণ্ড অর্জাণ  
বাগ, আমাশয় ও মলবক্রা নিবারিত হয়।

৮। উৎকৃষ্ট গব্যায়ত গরম করিয়া পান  
করিলে বাতিক জ্বর সারে।

৯। গুলফ, পিপ্পল ও শুষ্ক এই তিন  
দ্রব্যের পাচনে বাতজ্বর সারে।

১০। গুলফের রস অথবা ক্ষেতপাবড়ার  
রস ২ তোলা মাত্রায় মধুসহ সেবন করিলে,  
পিত্তজ্বর নিবারিত হয়।

১১। হুড়হুড়ের মূল, ৮১০ টী গোলমরিচ  
সহ জলে পিষিয়া সেবন করাইলে, সর্পিলদ  
নষ্ট হয়। ইহা সেবনেব কিছুকাল পরে দষ্ট  
বাত্তিকে ফটুকীরী ভল পান করিতে দিলে।  
যদি তাহাতে বমি হয়, তাহা হইলে বিবের  
হাস হয় নাই বুঝিতে হইবে এবং পুনরায় ঐ  
মূল পূর্ববৎ খাইতে হইবে। সর্পিলবির ইহা  
উৎকৃষ্ট প্রতিষেধ।

১২। একটা কাচা আম পোড়াইয়া,  
অববিচ্ছেদাস্তে রোগীর হাতে, পায়ে ও গায়ে  
মাখাইলে সহজে আরোগ্য হয়

## আপনি কি ?

প্রাচীন দবারোগা রোগে ভুগিতে-  
ছেন? যদি অত্যন্ত চিকিৎসার বিফল  
মনোভাষ হইয়া থাকেন, তবে একবার ডাঃ  
কে, হেমদাসের হেমিওপ্যাথিক নামক নতুন  
চিকিৎসা দ্বারা চিকিৎসিত হউন। তিনি  
২২ বৎসর ব্যবহার ও বহুদর্শিতার ফলে  
হেমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদ সম্মিলিত করিয়া  
এই নতুন ব্যবহার আবিষ্কার করিয়াছেন।

তাকানা—১৯নং মদন বড়ালের লেন (২২নং  
দেওয়ানীমন্দিরের পার্শ্বের গলি), কলিকাতা।

মধ্যস্থলের রোগীর সর্দিরোগ রোগ বিবদ  
লিপিগা পোড়াইলে সবচেয়ে ব্যাপ্তা ও উর্বদ  
ভি: পিতে পাঠান হয়।

## বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ইংরাজী হেমিওপ্যাথিক চিকিৎসাগ্রন্থ-  
সমূহ আমরা যথাযোগ্য মূল্যে ক্রয় করিব।  
ইকারদিগকে বিক্রয় করা অপেক্ষা আমাদের  
মিকট বিক্রয় করার আপনার সুবিধাই হইবে।  
যদি বিক্রয়ার্থ আপনার কোন পুস্তক থাকে,  
দ্রা করিয়া পুস্তকের নাম, গ্রন্থকারের নাম,  
পুস্তকের বর্তমান অবস্থা, কত মূল্য চাহেন  
ইত্যাদি আমাদের কাছে জানাইয়া বাধিত  
করিবেন।

ম্যানেজার

“কাজের লোক”

১৭নং অকুরদত্তের লেন বহুবাজার  
কলিকাতা।

# বতি বিজয়

বা যৌবন রক্ষক। ক্রৈবা মায়বিক দৌষল্য,  
জ্বরকারণা যন্ত্রদোষ নিবারক এবং কাশি  
পুষ্টি, শ্রুতি, বল, বীর্ঘা, মেধা ও অগ্নিবদ্ধক  
মূল্য এক শিশি ১০০ টাকা, মাণ্ডলাদি স্বতন্ত্র।

## প্রমেহ ধ্বংসরী।

একদিন ব্যবহারে যন্ত্রণার শাস্তি এবং  
সম্পূর্ণ ক্রমেই আরোগ্যলাভ। এই ঔষদ  
সেবনে প্রস্রাবকালীন দাক্ষণ যন্ত্রণা, প্রস্রাব  
সহ সম্পূর্ণ শোণিতক্ষরণ, শ্বেত বা হরিদ্রাবর্ণের  
স্রাব, কাপড়ে দাগ লাগা, মূত্রনালীতে ক্ষত  
ও তৎকৃত অত্যন্ত প্রদাহ নিয়ত প্রস্রাবের বেগ  
অগত বিলুপ্ত প্রস্রাব তাগ ও শিরঃ ঘূর্ণনাদি  
উপসর্গ সকল প্রশমিত হয়। মূল্য ১০০ টাকা  
মাণ্ডলা পৃথক।

খাঁজী পদ্ম-অম্বু।—সর্দিপ্রকার নেষ্ট  
রোগের মছৌষধ, মূল্য প্রতি ড্রাম ১২ টাকা।

বিনামূল্যে :—নোপোলিয়ান বোনাপাটিক  
গণনা-পুস্তক সম্বলিত ক্যাটালগ পাঠান হয়।

## বিশুদ্ধ ভৈষজ্য ভাণ্ডার।

১২৫ নং বোম্বাজার ষ্ট্রীট, ( ক ) কলিকাতা।

## কাজের লোক আফিস।

১৭নং অকুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৭এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক

কাছের লোক, কলিকাতা।



## জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়,  
নিরানন্দের আনন্দকর।

সংবেদনশীল ব্যাপী নিরানন্দের পর আনন্দসমীর শুভাগমন হইবে। সাগরী  
কটীরবাসী হইতে বুকুটখারী রানাদিরাহ পৰ্যন্ত সকলেই সেই শুভদিনের  
প্রতীক্ষা করিতেছেন। বাহার যেক্রপ সাধ্য তিনি সেইক্রপ আনন্দের আয়ো-  
জন করিতেছেন। জবাকুসুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক উৎসবের দিনে



জবাকুসুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা। ডাকমাণ্ডল ১০ আনা। ভিঃ পিতে ১১/০ আনা। উজন (১০ শিশি) ৮৫০ আনা।

## সুরবলী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক সালসা।

দ্রবিত বৈদ্য জন্য বাহাদের রক্ত খারাপ হইয়াছে, শরীরে নানা প্রকার রণ বা ক্ষতের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া ভ্রম সমাজে মিশিবার অন্তরায়  
হইয়াছে, শরীরের কান্তি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাহার। সুরবলী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবলী কষায় সেবন কালে বিশেষ  
কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবলী কষায় সেবনে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১১০ টাকা। ভিঃ পিতে ২/০ আনা। ৩ শিশি ৩৫০ টাকা। ভিঃ পিতে ৪/০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলা স্ট্রীট, — কলিকাতা।

## খোকসিনা

অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক,  
“খোকসিনা” ২১০ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা,  
পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য ছুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান  
করিবে।

## কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্থায়ী কলপ্রদ। সজিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ষবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে  
উপকার করে। এত আশু কলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী  
আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৫০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য  
হইবে। প্যাকিং ভিঃপি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চার্টার্ড এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্যালয় এবং

কৌর—গলসী, জেলা বর্ধমান।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য

অটুট রাখতে

## ‘অস্থান’ অদ্বিতীয়

অস্থান স্মৃতিশক্তির হ্রাস, মাথাঘোরা, কার্যে অমনোযোগিতা, অস্থান  
চিষ্টিরিয়া, সর্বপ্রকার মানসিক বিকার, রক্তাল্পতা,  
অকাল-পক্বতা, শুক্রতারলা, পুরুষ-হানি, কাশ, ক্ষয়-  
রোগ, বাত, ডায়াবিটিস বা বহুমূত্র, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ  
অস্থান অল্পরোগ, কোষ্ঠদ্রবতা, প্রভৃতি রোগে অব্যর্থ। সেখানে অস্থান  
অতিরিক্ত মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম অনিত  
দৌর্বল্য দূর হয়, দেহে নববলের সঞ্চার হয়। বহুকাল  
রোগভোগে ক্ষীণ ও অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিও স্বাস্থ্য সামর্থ্য  
অস্থান ফিরিয়া পাইবেন, সুস্বাদু ও ক্ষুণ্ণিকর। দায় অস্থান  
এক টাকায় ন’ আনা।

বেঙ্গল কোমিক্যাল এণ্ড  
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড  
কলিকাতা

# কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিল্প।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী প্রকাশিত।

মূল ১০ ডাকমাণ্ডলাদি পতত্র।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত  
কলালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। যের  
জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-  
প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। মূল্য  
চাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ  
পত্র লিখুন।

সিফ্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড।

“কাজের লোক” সম্পাদক প্রণীত। কেমন  
করিয়া অল্প পুঁজিতে ঘরে বসিয়া অসংখ্য  
কাঁচ ও চাকুরী থাকা যত্নে উপার্জন করিতে  
পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও  
অনেক গুণ্ড রহস্য আছে তাহা কেহ কাহা-  
কেও শিখায় না। পুস্তক আর নাই, পুনরায়  
চাপা হইতেছে।

HOW TO MAKE MONEY.

এবি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে  
পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং  
ঘনাকাজীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে, আমরা  
অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-  
প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ  
আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে,  
তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বস্তুমান  
সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংক-  
লিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে  
পারে, তবে আমাদের আশীত এই পুস্তক-  
খানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ২১  
টাকা ভি: পি মত্বর। কাপড়ে বাস্তান, পরিষ্কার  
অক্ষরে বিনাভে প্রকাশিত। যুদ্ধের  
অন্ত মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে  
মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কাঁচা আরম্ভ করা  
যায়, এই সকলের ফলি সন্নিবেশিত অনায়াস  
সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক প্রকাশিত  
পত্র ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু  
সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন  
করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জন করিয়া  
সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই  
সন্নিবেশিত হইয়াছে। কোচুলাকান্ত  
হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক  
নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই  
কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অত্যন্ত  
করিবেন, পকেট সাইজ, কলিকাতা  
১৬ পোন্ড সাইজ, প্রত্যেক প্রামাণ্য মূল্যবান।  
মূল্য ১০ আনা। ভি: পি মত্বর।

ONE THOUSAND RECIPE

বিশালী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস  
প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী  
পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে  
জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২১  
যুদ্ধের অন্ত মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমা-  
দের খেঁচী কল্যাণী নাই যে, পরদাই এই  
কাঁচা উপস্থিত থাকিতে পারে টাক-  
পাঠাইতে এবং আশিবে আসিতে ব্যয় সমানই,  
অধিকতর ডাকে লহলে সময় বাঁচান যায়।  
সমস্তই ভাল পুস্তক এবং কেবল কাজের  
লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা  
এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। বাহা আমা-  
দের নাই, তেমন পুস্তকও ভদার করিলে সংগ্রহ

করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন  
শেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্ধাবস্তুর  
জন্য ন্যানেজারপুস্তক বিভাগ, “কাজের  
লোক আফিস” এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,

১৭ নং অক্টোবর দকের লেন,  
বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য  
বস্তুস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন  
চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য  
দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই  
অমূল্য চক্ষুরক্ষকে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু  
তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দোষ চসমা  
উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়।  
তাহা কাঁচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই  
চক্ষুর রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্ষু  
পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক বস্তু আনা হইয়াছি।  
চক্ষুর বিবরণ আশা করিতে যেন এবার অতি  
অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বহু-  
বর্ণিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল  
কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই  
যে, মল্লিক এণ্ড কোং,  
২ নং লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

চিকিৎসা প্রকাশ।

বাহালা ভাষায় সুযোগ্য চিকিৎসকগণের  
দ্বারা পরিচালিত ও এক মাস চিকিৎসা বিষয়ক  
মাসিক পত্র মফঃস্বলের প্রত্যেক পত্রী চিকিৎ-  
সকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য। বার্ষিক মূল্য  
সভাক ২১ মাত্র।

ডা: ডি, এন, হালদার,

কার্যাব্যক্ষ,

পো: আশুসংঘেদিয়া বেলা নদীয়া, ১৭

কাজের লোক, কলিকাতা।

স্থান পরিবর্তন।

আমরা ১৬ নং হুন্সিয়াস লেনে যুগ্মীহাটার পাঠশালা চর্কের সম্মুখে উঠিয়া আসিয়াছি।

৮ পি, এম, বাকচি প্রতিষ্ঠিত

সন ১৩২৬ সালের

পাঞ্জিকা বাহির হইয়াছে।

মূল্য প্রতি শত ৪৫/- প্রত্যেকখানি ৯০/-

## হোমিওপ্যাথিক টাইকয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী সমেৎ সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক, চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূয়োসী প্রশংসিত। মূল ৯০ আনা মাত্র।

১৭নং অকুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্য।

সূর্যাকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ  
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২২ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা ছুলা পাঠ্য বাবতীর ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তন্মধ্যে নানা প্রকার এটলাস, যোগ, মানচিত্র, রামায়ণ, মহাভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট ক্লেঞ্চ্য পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লিখিবেন।

## মেসার্স ইজ্জহার এণ্ড সন

ক্যাবিনেট মেকার্স এণ্ড কন্ট্রাক্টরস।

বেণ্ড সরাই।

শিত, মাল, কাঠাল, প্রভৃতির গৃহস্থ্যার সমস্ত সামগ্রী ও দরজা জানলা ইত্যাদি অতি সুন্দরতর ক্রিয়ণ কারিকর দ্বারা প্রস্তুত করিয়া ভারতের সর্বত্র পাঠাইয়া থাকি। অর্ডার দিবারাত্র বা এক্সপ্রেস চাহিলে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিই। প্রকৃত অর্ডারের দ্রুত অস্তিত্ব: মূল্যের অনুমান অর্ধেক অধিক পাঠাইতে হয়। বাকী টাকা ভি: পি:তে আদায় হয়। দরে ও এখানে প্রদর্শিত হইবে।

# টাকার এদেশে খুব সস্তা নয় । কাজের লোক

তাই একটি পরিসাও অপব্যয় করেন না ।

এক ঘোড়ার হাড়ের ঐষথ আত্মকাল পাওয়া তা' বায়, কিন্তু সাবধান রোগী অর্ধের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঐষথটাই বেছে, বুধে, টাউনের কিনে। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামকা বা' তা' কেনার খরচও বাঁচে ।  
সর্বপ্রকার ঘোড়ার জন্য, আত্মকাল সর্বস্বার্থীসম্মত মত হচ্ছে যে



একমাত্র মহোদয় । অন্য অনেক ঐষথ থাকিতে পারে, বাহাতে আশ্রয় হয়, কিন্তু হিমালয়ের বিশেষত্ব ( ১ ) প্রতি মাত্রায় কম (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ ( ৩ ) সস্তাহে আরোগ্য । এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের ডাক্তারপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রমাণস্বাক্ষরের মধ্যেই আছে—অব্য পত্র লিখে এই বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন । মূল্য বড় ২৪০, গোট (অঙ্কে) ১৮০ ।

আর, লগিন এও কোং—মানুষ্যাক্চারিং কেমিস্টন্,

১৪৮ নং বহুবাজার স্ট্রীট, ( শিয়ালদহ চৌমাথা ), কলিকাতা ।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—“হিলিং” কলিকাতা । টেলিফোন নং ১৬১৫. কলিকাতা ।

## “কাজের লোকে” বিজ্ঞাপনের হার ।

১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না । পত্র লিখিয়া জানিতে হয় ।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১২ টাকা ধরা হয় । সং ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাড়া ।

### সাধারণ পৃষ্ঠার হার :

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮ টাকা প্রতি মাসে	৭ টাকা প্রতি মাসে	৬ টাকা প্রতি মাসে
২ " "	৫ " "	৪ " "	৩ " "
৩ " "	৩ " "	৩ " "	২ " "
১ কলাম	৩ " "	২ " "	২ " "
২ " "	১৮ " "	১৮ " "	১৮ " "

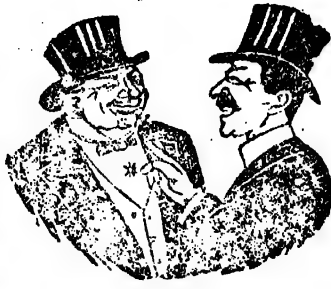
১২ বৎসরের কম বয়স । ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না । অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব ।

কার্যাব্যয়

“কাজের লোক” ।

১৭ নং অজুর দস্তের লেন, বহুবাজার, কলি কাতা





## স্বাভাবিক-দৌর্বল্যই শরীর ধ্বংসের কারণ।

“কেন না”—স্বাস্থ্য সমূহ দুর্বল হইলে, পেশী প্রভৃতি ও দুর্বল হইয়া পড়ে। অত্যধিক  
শ্রুতপাত, অথবা উপায়ে কামবৃদ্ধির সন্তোষ সাধন, অতিগমন প্রভৃতি  
কারণে শোণিতের সার শুক্র দূষিত হইয়া পড়ে।

“কেন না”—শুক্রের ভারতা ও ধারণা-শক্তির অভাব হইলে—সমগ্র শরীর দুর্বল  
হয়, মস্তিষ্ক দুর্বল হয়, চিন্তাশক্তি বা কর্ম্মশক্তি থাকে না। চিত্ত সর্বদা  
অপ্রকৃষ্ট—মনে নানা চিন্তাস্তর আবির্ভাব হয়।

“কেন না”—এই শুক্র-ভারতা হইতে, মাথাঘোরা, অক্ষুধা, অনিদ্রা, অজীর্ণতা মুহূর্ত্ত  
প্রভৃতি উপস্থিত হয়। যৌবনের পূর্ণ-শক্তির অধিষ্ঠানে এই শুক্র-বিকাৰে বলিষ্ঠ যুবককে অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ করিয়া তোলে।  
জানিয়া রাখিবেন—উল্লিখিত সমস্ত উপসর্গ দূর করিয়া পূর্ণ-স্বাস্থ্য লাভনা ও কাস্থি কিরাইয়া আনিতে, আমাদের শাভু  
ঘটিত মহোদয় একমাত্র ব্রিটিশ ব্রহ্মচর্য্য সমর্থ।

এক শিশি মূল্য ১৫০ দেড় টাকা মাস্তাদি ৫০০ এগার আনা।

গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

স্বাস্থ্যকৌশল প্রদর্শন,

১৮১১ ও ১২ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

## নগদ ৩০০০ টাকা পুরস্কার বিতরণ !

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটি প্রতিনিধি কৃষি সমন্বিত ২০টি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কৃষি  
এবং জাহাজ উন্নতির এককট উপায় স্বরূপে জাহাজ গবেষণা ও চুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রেরণ করিতে  
পারিবেন, তাঁহাদিগকে যোগ্যতাসম্মত নিম্নলিখিত হারে উপরোক্ত পুরস্কারের টাকা নগদ প্রদান করিবেন।

### প্রথম প্রতিযোগিতায়

- ১ম পুরস্কার ১০০০
- ২য় পুরস্কার ৫০০
- ৩য় পুরস্কার ২৫০

### দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায়

- ১ম পুরস্কার ৬০০
- ২য় পুরস্কার ৩০০
- ৩য় পুরস্কার ১০০
- ৪র্থ পুরস্কার (২টা) প্রত্যেকটি ৫০ হিসাবে
- ৫ম পুরস্কার (১০টা) প্রত্যেকটি ১০ হিসাবে

নিয়ম :—জাহাজের কৃষি কার্যে অকল্যাণ আছে, তাঁহাদের প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে পারেন। প্রবন্ধ বিচারের জন্য ২জন  
বিচারক প্রতিকাগাত দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। সমস্ত প্রবন্ধ তত্ত্বগত না হইলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবন্ধ লেখকসমূহের নাম বিচারকগণকে  
জানিতে দেওয়া হইবে না। পরীক্ষার শেষে, পুরস্কার প্রাপ্ত লেখকসমূহের নাম ঠিকানা এবং প্রবন্ধের নকল কেহ চাহিলে তাঁহাকে  
পাঠান হইবে। আরও বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানিতে পারিবেন।

Delegate—

CHILEAN NITRATE COMMITTEE,

1. Royal Exchange Place, CALCUTTA.

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটি,

১ নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস,

কলিকাতা।

1889

Vol. 212  
30/1/18



১৯শ বর্ষ,  
৭ম সংখ্যা।

New Series.  
July 1919.

বৃহত্তম সংস্করণ।  
জুলাই ১৯১৯।

Vol. XLII.  
No. 7



# শানমেটো। SANMETTO.

দুই পুরুষ ও বালক পীলকাক্ষণের মাত্র এবং জননযন্ত্রের বাবর্জীয বীড়া নিবারক  
সকলপ্রকারে বধক দ্রব্য।

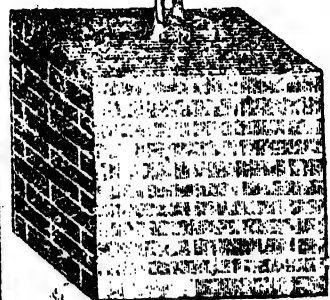
নিম্নলিখিত পোগে ডাক্তারেরা শানমেটোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রথলের (Kidney and Bladder) বাবর্জীয বীড়ার প্রকাশকালে ভীষণ ময়নায় বাক্ত দিগ্বিত প্রজ্ঞাব বা অন্যবিধ জাবে নিত ও বালকগণের শব্দ্য মুক্তে প্রায়িক, ব্যক্তি বা মেম্বটিক যে কোন পীড়ার অকাল ব্যক্তি দর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন যন্ত্রের অবস্থান করিতে শানমেটোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাষ্ট একমাত্র নিরপত্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আদিং যদি কোন মেসার ভিন্নিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নিলিয়ে ব্যবস্থা। প্রতি গকেই শানমেটো থাকে উচিত প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবস্থাপত্র থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৩/৬। সকল ডাক্তারগণের পাওয়া যায়। আমরাই শানমেটোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মাঠী সকল প্যাকেই উপরে দেখিয়া লইবেন।  
অড চেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক, ইউ. এস. এ।  
OD. CHEM. CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A

কাজের লোক আফিস—২, নং রাস্তা দত্তর লেন, বর্তমান, কলিকতা।

সীলট চূণ



সীলট চূণের

গাঁথুনি একশও কঠিন প্রাপ্তরের  
ন্যায় পরিণত হয়।  
(আঁকপনের সুবিধার জন্য চূণ বস্তা-  
বন্দী করিয়া রেলের কিম্বা ঠামারে বুক  
করিয়া দিই।

কিলবরণ এও কোং,  
৪ নং ফেয়ারলি প্রেস, কলিকাতা।

ভারতীয় সর্বত্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপ্লোরেশন

সর্বত্র রোপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাটলিওয়ালার বালমুত, হুইল, শিওবের  
জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার অলকিমেটাম, সর্বপ্রকার  
শিওবের জন্য আধাত্মনিত ও  
যন্ত্রণার জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার টনিক পিল, স্বাস্থ্যতা এবং  
হৃদয়তার জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার (কলেয়াল) কলেয়ার এবং  
রক্তমাশের জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার অসল কুইনাইন টেবলেট  
প্রত্যেক বোতল (১ ড্রোপ  
করিয়া) ১/০।

ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by  
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.  
Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address :—  
BATLIWALLA, WARLI Bombay

স্ত্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ

এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও

ALETRIS CORDIAL RIO

মানসীয় দীর্ঘায়ু যথা বাপক, অধিকার, এবং ক্ষেত্রপ্রদ, অস্বাভাবিক হৃদযন্ত্রের দোষাদিহ লক্ষ্য সমস্ত  
অসুস্থতার চিকিৎসাকরণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ দীর্ঘায়ুর একশ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।  
ইহা নারীদের সমস্ত দুর্ভাগ্যের উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্ময়ী  
বালিকাগণের ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিম্নে তিনবার প্রত্যহ  
সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রতারণিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকাব্যতা দেখিয়া প্রতারণা করিতেছে। ক্রয়ের সময় লেবেলের উপর Rio  
Chemical Company, New York City, U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি  
৩৫০ আনা মাত্র।

মেঃ রাইও কেমিক্যাল কোং,  
১৮৭০ সালে স্থাপিত।  
৭২ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,  
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

কারের লোক, কলিকাতা।

ম্যালেরিয়া জ্বরের  
গর্ভাধার।

# জ্বরমলীন

সর্বপ্রকার জ্বরের  
মর্হোষধ।

মূল্য ৥০ আনা, ডজন ৫ টাকা।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।

জ্বরমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ!

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্মরণ আসিয়া জানুন।

আব্র, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

## THE London Directory

(Published Annually)

enables traders throughout the World to communicate direct with English

### MANUFACTURERS & DEALERS

in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and Suburbs, it contains lists of

### EXPORT MERCHANTS

with the goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply; also

### PROVINCIAL TRADE NOTICES

of leading Manufacturers, Merchants, etc., in the principal Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom.

Business Cards of Merchants and Dealers seeking

### BRITISH AGENCIES

can now be printed under each trade in which they are interested at a cost of £1 for each trade heading. Larger advertisements from £3 to £12.

A copy of the directory will be sent by post on receipt of postal orders for £1 10-0.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,

25, Abchurch Lane, London, E. C. 4.

## কমলা মধু।

গ্রীষ্মে দেশীয় কমলা বাগানের ফোঁচক  
হইতে সংগৃহীত বাঁটী কমলা মধু তিনি  
একবার খাইয়াছেন তিনি জীবনে - স্বাস্থ্য  
ভুলিতে পারেন না। মকরাজা, রাস্তা,  
উকীল, ব্যাংকিয়ার, জমিদার ও ঘনী বড় লোককে  
আমরা এই মধু সরবরাহ করিয়া আসিতেছি।  
সাধারণতঃ এক পাউণ্ড টিন মধুর মূল্য ১২  
কেলটাকা। অর্ধমণ্ডল কি ততোধিক পরিমাণ  
একত্রে লইতে চাহিলে পত্র লিখিয়া দ্রুত অবগত  
হউন। অবিলম্বে চাহিলে প্রতি অর্ধমণ্ডলের  
অল্প অগ্রিম ২০/- কুড়ি টাকা পাঠাইতে হইবে  
মাঘ বরষ অবশিষ্ট মূল্য ত্রি পিতে আদায়  
করা হইবে।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং

হুনাগঞ্জ, ষ্ট্রীট,

অভাবনীয় মূল্যে ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত ৫০ টী সেট

## ‘কাজের লোক’

২৭ টাকা স্থান মাত্র ১২।০ টাকা।

আমরা কি বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

“Kajer-Loke” or Businessman—  
is replete with useful articles on art and industry.

*Indian Empire.*

“Contains interesting articles on trade and speculation.”

*Indian Daily News.*

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture

*Bengalee.*

“A special and healthy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartily wish our contemporary all success in his noble endeavours.

*The Indian Nation.*

“The Businessman” is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike.”

*Telegraph.*

“There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading “Kajerloke.”

*Gardeners Magazine.*

‘কাজের লোকের’ বিস্তৃত সমালোচনা আগাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই একরূপ সুন্দর, সুলিপিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আত্মোপাস্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।”

বিশেষতঃ।

“সত্য বলিতে কি, একরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্প্রদায় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্বদাঃ করণে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মত উৎকৃষ্ট বৈদ্য সর্বদাঃ হুসিদ্ধ হয়।”

সময়।

“আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি সেরূপ সারগর্ভ সেটরূপে উপযোগী।”

বঙ্গ-দু।

‘কাজের লোক’

‘এই বাসিকপত্রিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে ব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহার কাহ্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা একরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুকুটের বলিতে পার ‘কাজের লোক’ পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায়

দৈনিকচন্দ্রিকা।

“আমরা ‘কাজের লোক’ পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।”

খুলনাবাসী।

‘কাজের লোক’ গৃহস্থ মাত্রেই পাঠ করা ‘র্তব্য’।”

মেদিনী বাসক।

একরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। ‘কাজের লোক’ পত্রিলে বাস্তবিকই কাজে প্রযুক্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সন্ততি সংশোধনের চেষ্টা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দারিদ্র্য, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপাধীন ‘বেকারের’ বন্ধু।

জ্ঞানদর্পণ।

বঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্সা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালীর এই শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালীর সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা ‘চিত্রাবাদী’, ‘বঙ্গ-বাসী’, ‘বঙ্গবন্ধু’, এবং অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূয়োদী প্রকাশনা করিয়াছেন, তাহাদের বিষয়, স্থানান্তরিততঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

কাছের লোক, কলিকাতা ।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

এলোপ্যাথিক বিভাগ ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রাচীন ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেন্ট ঔষধ, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি, মুগন্ধিস্রব্য ইত্যাদি আমদানী করাইয়া বহুসংখ্যক সুলভমূল্যে বিক্রয় করি। মফঃস্বলের অডারামুসারিক মাল অতি সহজে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ ।

(অম্মান নহে) বিখ্যাত আমেরিকান ঔষধ টিউব শিনিতে প্রতি ড্রাম/৫ ও/১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার নান্ন ঔষধ ফোটা সেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২১, ৩১, ৩৬, ৪৬, ৬০ ও ১১৪। সুগার মোবিউন পিল, কর্ক ইত্যাদিও সুলভ। মফঃস্বলের মাল অতি সহজে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, হাডি ও চসমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২২১৭।

১৬১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, হেড্‌ আফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হারিসন রোড ।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিক্রী, চেন, পার্শী ও ইন্দী মাণ্ডী, কানফল, নাকফল ইত্যাদি অতি সুন্দর ও নতুন বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ঘোড়াদি দিবার নতুন অনেক রকম সুন্দর সুন্দর থা "বন্দে মাতরম" "সুখে থাক ইত্যাদি লেখা রোড প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রুক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরাকা পাখীদি। কাটলগ বিনামূল্যে পাঠান।

দেশীয় ছাপার

কালী

ব্যবহার করুন ।

সমস্ত সংবাদপত্রে কৃপসী প্রকাশিত শোষ্টকাড লিগেনেই আমাদের প্রতিনিধি থাইরা সন্মুখাদি দেখাইয়া আসিবেন। অল্পই লিখুন।

মেঃ দাস গুপ্ত এণ্ড সন্স,

ইক গ্যায়ক্যাকচারাস,

৩৩ নং চড়কডাঙ্গা রোড, কলিকাতা।

অতি সুলভে ছাপার কাজ ।

- ১। ব্লক পোস্টার, ইলুমিনেট ব্লক, ডিস্ক, হাণ্ডটোন ব্লক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ২। সকল সকল ছাপার কাজ, চেক দাখিয়া, পুস্তক, লেটার হেডিং, খ্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্রাকার্ড, প্রভৃতি অতি সহজে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ৩। দিবাহের অতি সুন্দর খ্রীতি উপহার মাগ করিতা পর্য্যাপ্ত লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই। কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয়।

মাননজার

"কাছের লোক"

১৭ নং অক্ষয় নগরের লেন, কলিকাতা।

১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত

## কাজের লোক।

অপূর্ব সুযোগ—২৭ টাকার স্থলে ১২।০ সাড়ে বার টাকার বিক্রয় হইতেছে। যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও ইচ্ছা হয় তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া বাইতে পারে। ১০ এক আদার ভাণ্ড টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল প্রেম্যবিলীর মুচীপত্র পাঠান যায়, মুচীপত্র পাইলে না লইয়া থাকা শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পত্র লিখুন।

মানেজার “কাজের লোক”

১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রিট, বহুবাজার কলিকাতা।

## শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এণ্ড কোং ইকনমিক ফার্মেসী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড অফিস—৮৪ নং ব্লাইথ স্ট্রিট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—১৬২ নং বহুবাজার স্ট্রিট, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, ৩১২ নং রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ঢাকা ও কুমিল্লা।

বিভিন্ন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব নিম্নলিখিত ড্রাম /১০ ও /১৫ পরমা।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বায়, ফেণ্টা-কেশা যন্ত্র ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি স্বাক্ষরে ২।০, ৩।০, ৪.০, ৭।০ ও ১২।০ টাকা। ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, প্লোবিউলস, পিলিউলস ইত্যাদিও স্থলভ।

- ১। পারিবারিক চিকিৎসা—২য় সংস্করণ; সচিব পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত; কাপড়ে বাধান মূল্য ১।০।
- ২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিব বাধান মূল্য ৬০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকারী।
- ৩। ওষ্য উচ্চাত্তর ও চিকিৎসা—প্র্যাকটিস ও মেটরিয়াল-মেডিকা; কাপড়ে বাধান মূল্য ৬০ আনা।
- ৪। ওষ্য উচ্চা চিকিৎসা—৪য় সংস্করণ; মূল্য ১০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকারী।
- ৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও কার্মাকোপিয়া; ৪র্থ সংস্করণ; কাপড়ে বাধান মূল্য ১।০ টাকা।
- ৬। ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—স্বল্প মেটরিয়াল-মেডিকা, ২য় সংস্করণ; কাপড়ে বাধান মূল্য ৭৪০ টাকা।
- ৭। জননেন্দ্রিয়ের গীড়া (উপদেশ প্রেমহ ওষ্য রক্তিরোগ সম্বলিত)—মূল্য ৮০ আনা।
- ৮। ব্যবসায়ী—শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত; ৩য় সংস্করণ; কাপড়ে বাধান মূল্য ৬০ আনা।

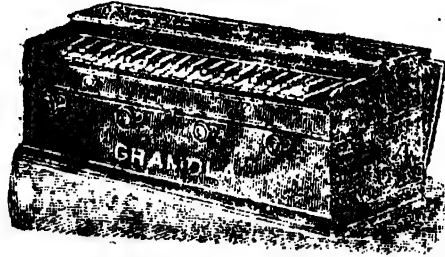
আমাদের এলোপ্যাথিক ষ্টোর—১০ নং বনফিল্ডস লেন, কলিকাতা।

বিলাতী ঔষধাদি বিলাত হইতে একাইক আমদানী; মূল্য বখাসত্তব স্থলভ, অতি ভৎপরভাঙ্গ স্বক্যাতি সরবরাহ।



কাজের লোক, কলিকাতা।

## ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম



৪০ বৎসর পূর্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত। আজও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সমস্ত ধারণা ত্যাগ না। ইহার স্বর অতীব মধুর। শুণ্যের তুলনায় ইহার স্বর অতি জল।

৩ অক্টেভ, একসেট রীড, ৩ বা ৪ ইঞ্চি মূল্য ২৪  
৫ ৩ই সেট রীড, ৪ বা ৫ ইঞ্চি মূল্য ৩৬ ৩ ৫০  
দক্ষিণাবাহু প্রস্তুত হারমোনিয়ম শিলা, মূল্য ২২

সঙ্গীতাচার্য্য ত্রীকৃষ্ণকেশ বিখ্যাস প্রণীত নূতন পুস্তক সম্বল হারমোনিয়ম শিলা মূল্য ২২

Write for Illustrated Catalogue

**DWARKIN AND SON**  
**No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.**

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক মানেই কাজের লোকের মূল্য ২০ এবং মাত্র ১০ অধিক দিলেই ১৯১৭ সালের ৯ মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে কাকে পাঠবেন। মফঃস্বলে ডিঃ পিঃ ও দাক্ষিণাত্যেও সত্বর লাগিবে। মানোজ্ঞার, কাজের লোক।

### EUROPEAN AGENCY.

**W**HOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery, Boots, Shoes and Leather, Chemicals and Druggists' Sundries, China, Earthenware and Glassware, Cycles, Motor Cars and Accessories, Drapery, Millinery and piece Goods, Fancy Goods and perfumery, Hardware, Machinery and Metals, Jewellery, Plate and Watches, Photographic and Optical Goods, Provisions and Oilmen's Stores, etc., etc.

Commission 2½% to 5%.

Trade Discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Orders from £10 upwards.

Consignments of Produce Sold on Account.

**WILLIAM WILSON & SONS**

(Established 1814).

26, Abchurch Lane, London, E.C.

Cable Address: "ANFURF, LONDON."

### উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন করা কার্টের প্রস্তুত—সুন্দর অতিশয় ব্যক্তি দ্বারা স্বর দ্বারা—বাক্স হারমোনিয়ম নতুন, এই বিশেষ কথাটি স্বরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অন্যত্র বাইবেন। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুবের জন্য ২ বৎসর গ্যারান্টি দেওয়া হয়।

গ্রামোফোন ও রেকর্ড

বিবিধ প্রকারের নূতন রেকর্ড ও গ্রামোফোন সর্বদাই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্রামোফোন মেসামতের কাজ।

মেশিন পাট এবং মেশিন প্রিং যুদ্ধের জন্য দুর্বল হওয়ার অনেক মেশিন মেসামত করিতে পারেন নাই। আমাদের এখানে হারমোনিয়ম ও কলের গানের মেশিন মেসামত। উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আপনার মেশিন মেসামতের জন্য পাঠান কাজ সমস্ত, সুলভে মেসামত হইবে।

১৫ টাকার কম মূল্যের রেকর্ড একবে পাঠাইলে পোস্টেজ এবং প্যাকিং ফ্রি।

গ্রামোফোন পিন—প্রতি বাক্স ১২, ছাপানী ও জেনো ফান পিন ১০ বাক্স পাইকারী দরের জন্য পত্র লিখুন।

এন্, বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

১, সি, বেকিং হিল্ট (মার্কেটহিল বিল্ডিং) কলিকাতা।

## KEATING'S INSECT POWDER.

# কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীট নষ্টকরকার ঔষধ

### মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে ইহা অপ্রত্যক্ষ নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মশুকের উকুন, মূল্যবান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিংবা বলপ্রয়োগে দূরভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লন্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ-মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত “কিটিংস পাউডার” মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা অস্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুঃস্বাদ নাই।

### সাবধান!

অনেক প্রকারক ছারপোকায় ঔষধ বলিয়া ঠিকায়, যেন কিটিংস সাহেবের সাক্ষর দেখিয়া গৃহীতেন। সমস্ত কোটায় কিটিং সাহেবের সাক্ষর থাকে।

### মূল্যাদি।

বড় নিশি ১০/-

মাঝারী ৫/-

ছোট ২/-

ডাকমাণ্ডল, ভিঃ পিঃ সত্বে।

কিটিংসের কক গডেপ্রেস—সর্বপ্রকার সর্দি কাশির অমোদ ঔষধ ১০/-

কিটিংসের বন্বন—সর্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৫/-

মিঃ বি, কে, স্পাল এণ্ড কোং,

৭নং বোন্ফিল্ড লেন, কলিকাতা।

কে ছোঁধুরীর - স্বর্যাক কাশীর বড়ী।

কালি কালি ও কালি কালি পাউডার, বহিষ্কার  
আমরা নানাবিধ অতি উৎকৃষ্ট লিপিবার  
কালি সত্তরে ও মফস্বলে বিক্রয় করিতেছি।  
অন্যান্য কালি হইতে আমাদের কালি ভাল  
অধিক সুশুভ। আমাদের কালিতে লিপিলে  
কলমে সরিচা ধরে না। কাগজ স্পষ্টিয়া  
যায় না। অক্ষরগুলি উজ্জ্বল ও স্থায়ী এবং  
বিশেষতঃ বড় কালিতে লিখিলে  
একইদোয়াত সুব্যাক কালি লিখিলে  
ছাত্রগণ ও সর্বসাধারণ তাৎপর্যের জন্য  
করিতেছেন। কলমের সহায়ত প্রাপ্ত  
চাউদেল উপযুক্ত কমিশনে কালির  
দ্রব্যাদি।

কালির বড়ী একশত ১২  
বেঙ্গিকালী ১নং পতি বাতল ১২  
জায়েগেশের সহিত পূর্বক বন্দোবস্ত  
হয়। সর্বত্র আমাদের কালির  
১০ অর্জমান টিকিট সহ পত্র লিখুন।  
কে, চৌধুরী এণ্ড কোং, মুম্বাইগঞ্জ, শ্রীহট।

প্রত্যেক দূরদর্শীকে



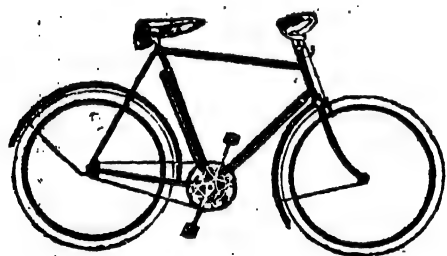
অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বহুত্ব ঐশ্বর্য না হইলে চিকিৎসাকাৰ্য্য সকল  
কর না। আমোদের সমস্ত ঐশ্বর্য বিজ্ঞান—টোটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঐশ্বর্য  
প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক টাফেলের নিকট হইতে জানীত। খ্যাতিমান  
চিকিৎসক হইলেন এম, ডি, ডি, এন, ক্যাব, এম ডি, জে, এন, ঘোষি এম,  
ডি, চিকিৎসক বালী এম, এম, এম; অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, এম, এম, এম;  
মিউনিসিপ্যাল হাসপাতাল, এম, এম, এম; ক্যাম্ব্রিজ হাসপাতাল চিকিৎসক এম,  
এম, এম; বিপিনবিহারী চৌধুরী এম, ডি, প্রকৃতি চিকিৎসকগণ  
আমাদের ঐশ্বর্য বিজ্ঞানকার অন্যতম প্রদাতা ঐশ্বর্য, ব্যবস্থা করেন।  
সুদূরে পৃথক স্থানিতে পাই, কিছু প্রেরণ করে না—অটীক হইবে।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

শ্রী: এও কো:

চৌনিওপাত্তিক কেচিষ্টম্

৮০ নং এ্যাভিনিউ রোড, কলকাতা-১৫ টি আশান, ৮১ নং কলকাতা-১৫ টি, কলিকাতা



প্রত্যেক কাজের লোকেরই সাঠিকেল  
আবশ্যক। যেহেতুক অন্ন সময়ে অধিক কাজ  
করার দরকার। কাজেরলোক জানেরই যে  
টহা সর্ব প্রথম আবশ্যক, টহা বলাই নিম্পা-  
কন। আমাদের নিকট সকল রকম সাঠিকেল  
উচ্চ সর্বত্র সম্ভব। পাওয়া যায়। চাই  
পয়সার টিকিটসহ, পত্র প্রিমিলেই সচিব  
ক্যাটিলগ পাঠান য়।

স্যাংগের

## ଅଧ୍ୟାୟ ୯, ଦାକ୍ଷେଣ



১৯৮০ নং। ক্রীডা কমিটি, টেনিস, কবী  
ইত্যাদি খেলায় বাব ১০০ ক্রিয়ায় অনুভব নিয়ম।  
নিষিদ্ধ টিকানাঃ সকল। প্রচুর পাঠ্যেবন  
বল্য তালিকা পত্র নির্দেশেই পাঠ্যেবন যায়।



যদি করে নদিয়া বিখ্যাত গায়ক খানিক  
দিগের মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিস্তর  
আমোদ উপভোগ করিতে হান, তবে একটি  
কালের গান বাজুন, ১২ খানা উৎকৃষ্ট গানসহ  
একটি উৎকৃষ্ট কালের দাম ৩০ টাকা মাত্র।  
বিনামূল্যে আমোদন আছে, তাঁহারা যদি  
অগ্রগত করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমোদ  
নিকে লিখিয়া পাঠান, তবে আমার প্রেরণ  
যায়ে নতুন বেকডের পরিচয় বহু  
বাহাদুরকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ।

# স্বাস্থ্য-পুস্তক ।

## বিনামূল্যে বিতরণ ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুঃ কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম বথাবথরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্য-শালী করিবে ।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক খরচার প্রেরিত হয় ।

## আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা ।

অত্যধিক বা অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে জননেত্রিরে যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না কেন, উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দোষ ঔষধ । এই বটিকা বদ্বন্দ্যের ও অনিচ্ছার সুরূপাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয় ।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, সুবস, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ, প্রদর ও রক্তশ্রাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজবিনী করে । সংসার-সুখ-সম্ভোগ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ যথেষ্ট সহায়তা করে ।

মূল্য ৩২ বটিকার কোটা ১ টাকা ।

## কাসাস্তক

এই বটিকার নাম যেরূপ ইহার গুণও সেরূপ । ইহা বশ্মা, ক্ষয়, হাঁপানী, শ্বসন্ত্রস, গলা খসখস প্রভৃতি ও কুসু-কুসের ও শ্বাস যন্ত্রের অন্তান্ত সর্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ । যখন ইহা ক্ষয়, বশ্মা প্রভৃতি রোগের অন্তক স্বরূপ, তখন সামান্ত সন্ধি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখা বাহ্য মাত্র ।

মূল্য ৫০ বটিকার কোটা ১ টাকা ।

## হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির ব্রহ্মার । যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেজন্য অচিরেই আরোগ্য হইবে ।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা ।

## কবিরাজ যশীশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধা-য়,

২১৪ নং, বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা ।

শাখা ঔষধালয় :—১৯১১ বড়বাজার, কলিকাতা ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৫০ টাকা।

Registered No. C. 421.

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

## কাজের লোক।

কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহিত্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১৩শ বর্ষ।

৭ম সংখ্যা।

New Series

July 1919.

নব পর্যায়।

জুলাই ১৯১৯।

Vol. XIII

No. 7

## বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমাদের ঠিকানা ১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রিটের লেন ছিল, ফ্রান্স হইতে কলিকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন-গলিটির নাম করিয়া দিয়াছেন—রাজেন্দ্র দত্তের লেন, সুতরাং গ্রাহকগণ ও সহযোগীগণ, অতঃপর আমাদের চিঠি পত্রিতে—

“কাজের লোক” অফিস

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,

বহুবাজার, কলিকাতা, লিখিবেন।

কার্যাব্যক্ষ।

## দেশী তুলা।

দেশী তুলা ও বিদেশী তুলার তুলনা করিলে কার্যক্ষেত্রে বিদেশী তুলারই উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়। তাহার কারণ, দেশী তুলার এখন অধঃপতন বটিয়াছে।

কেন এমন হইল? একদিন যে বাঙ্গালার তুলা পৃথিবীর মনো হৃদয় ছিল, একদিন যাহার সাহায্যে বাঙ্গলার বয়নশিল্প জগতে অপরাহ্মের হইয়াছিল, আজ বাঙ্গলার সেই তুলার এমন অধঃপতনের কারণ কি?

কারণ অনেক আছে। বয়নশিল্পের অবনতি তাহাদের মধ্যে প্রধান। বয়নশিল্পের যেদিন হইতে অবনতির যত্রপাত হইয়াছে, সেই দিন

হইতে বাঙ্গলার তুলারও কপাল ভাঙ্গিয়াছে। বাঙ্গলার তুলার চাষ কি ছিল, কেমন ছিল, সে কথা ভাবিলে সোথে জল আসে। তুলা এক কালে বাঙ্গলার প্রধান উৎপন্ন ছিল। এখন যেমন আমরা আমাদের নদ-নদী-খাল-বিলের জল পচাইয়া মজাইয়া, উহাদের মৎস্যকুল নষ্ট করিয়া বিদেশী বস্ত্রশিল্পীদের জন্য বিস্তৃতভাবে পাট সরবরাহ করি, সেইরূপ বিস্তৃতভাবে আমাদের দেশে তুলার চাষ হইত। পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার নানান স্থানে, গাজীপাড়া, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলার অনেক স্থলে অতি উৎকৃষ্ট তুলা জন্মিত। আরাকান অঞ্চলেও যথেষ্ট তুলার চাষ হইত। সে সকল তুলা ঢাকার ও পশ্চিম বাঙ্গলার নান

পুরাতন ‘কাজের লোক’ শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

স্থানে আমদানী হইত। ইহার উপর পশ্চিম বাঙ্গলারও অনেক স্থলে তুলার চাষ যে না হইত, এমন নহে, তবে সে তুলা পূর্ববঙ্গের তুলার মত উৎকৃষ্ট হইত না।

এই তুলার চাষের সহিত বাঙ্গলার একটি জাতীয় শিল্পের ইতিহাস এক স্তরে এখিত রহিয়াছে। বাঙ্গলার শিল্প কতদূর আশ্রয়শীল ছিল, বাঙ্গলার বয়ন-শিল্প কতদূর আবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেকালের তুলার চাষের আলোচনা করিলে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সেটুকুর ইঙ্গিত করিবার জন্যই তুলার চাষের বিষয় আলোচিত হইল।

বাঙ্গলার যেমন অপগাংপ উৎকৃষ্ট তুলা জন্মিত, তেমনই বাঙ্গলার সকল অধিবাসী—উচ্চ-নীচ-ভেদে সকল বাঙ্গালী পরিবারই সেই তুলা হইতে হুতা তৈয়ারী করিত। সে কারণ প্রত্যেক বাঙ্গালী পরিবারেই একাধিক চরকা থাকিত। জালোকেরা গৃহস্থালীর কাজ শেষ করিয়া চরকার হুতা কাটিত, এবং সেই হুতা তাঁতীদিগকে বিক্রয় করিয়া টাকা অথবা সেট হুতার বদলে কাপড় তৈয়ারী করাইয়া লইত। একটা নিয়ম ছিল যে, প্রত্যেক পরিবারকে অন্ততঃ সেই পরিবারের এক বৎসরের ব্যবহারোপযোগী কাপড়ের হুতা কাটিতে হইবে। এই নিয়ম জাতি নির্বিশেষে প্রচলিত ছিল। চরকার হুতা কাটা একটা বিরাট জাতীয় কৰ্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এই নিয়ম ছিল বলিয়াই বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্প এত উন্নত হইয়াছিল, এবং উহা কখনও পরমুখাপেক্ষ হয় নাই। বস্ত্রশিল্পের এই আশ্রয়শীলতার মূলে বাঙ্গলার এই চরকা এতই মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইত যে, দিবাহের সময় কতকালে চরকা যৌতুকস্বরূপ দেওয়া হইত। চরকাই জীলোকের ধনদোলত ছিল। বাঙ্গলার জীলোকেরা এই জাতীয় সম্পত্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেন—

চরকা আমার ভাতার-পুত,  
চরকা আমার নাতি;  
চরকার দৌলতে মোর  
দোবে বাধা হাতী।

কথাগুলি বড় মিথ্যা নয়। অবসর সময়ে চরকার হুতা কাটিয়া অনেক জীলোক টাকা কড়ির সংস্থান করিয়া রাখিতেন।

বেশী দিনের কথা নয়, ন্যূনাধিক দেড় শত বৎসর পূর্বে, বাঙ্গলার প্রত্যেক পল্লীবাসীর খিড়কীর প্রাঙ্গণের কোণে দুই একটা করিয়া কাপাস তুলার গাছ থাকিত। সেট তুলা হইতে গৃহিণীরা হুতা কাটিতেন। তবে সে হুতা সাধারণতঃ মোটা হইত, এবং তাহা হইতে মোটা কাপড়ই তৈয়ারী হইত।

মোট কথা—বাঙ্গলার সর্বত্র তুলার চাষ ও বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে হুতা তৈয়ারী হইত বলিয়াই বাঙ্গলার বস্ত্র-শিল্প বা বয়নশিল্প বাহিরের কোনও সাহায্য গ্রহণ না করিয়াই সদর্পে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম, বাঙ্গলার বস্ত্র-শিল্পই বাঙ্গলার জাতীয় শিল্প—উৎকৃষ্ট-শিল্প। এ শিল্প যতদিন বাঁচিয়াছিল, ততদিন বাঙ্গালীও বাঁচিয়াছিল। বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্প কেবল বাঙ্গালীর লজ্জানিবারণ করিত না, সমগ্র সভ্যজগতে বাঙ্গলার বস্ত্র আদরের সহিত গৃহীত হইত। তাই, তখন বাহিরের টাকা ঘরে আসিত। বাঙ্গলার চাষী, গৃহস্থ ও শিল্পীদিগের অন্নকষ্ট ছিল না, তাহারা পেট ভরিয়া দুই বেলা দুই মুঠা খাইতে পাইত, এবং কিছু সঞ্চয়ও করিত। বস্ত্রশিল্পই বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর লক্ষ্মী-শ্রী ছিল।

বৈদেশী আন্দোলনের সময়ে আমরা এইটুকু বুঝিয়াছিলাম। কার্যে যতদূর না পারি, বক্তৃতার বুঝিয়াছিলাম, এবং লোককে বুঝাইয়াছিলাম। তখন চারি দিকে লোকের

মুখে শুনিয়াছিলাম,—অমুক রাজা এত হাজার বিঘা জমীতে তুলার চাষ করিবেন, অমুক জমীদার তাঁহার জমীদারীতে তুলার চাষ করিবেন, অমুক জমীদার তাঁহার জমীদারীতে তুলার বীজ বুনিয়াছেন। এইবার এই তুলা জন্মিলেই আবার ঘরে ঘরে চরকা চলিবে, এবং সেই হুতা লইয়া তাঁতীরা দিন-রাত তাঁত চালাইবে—বাঙ্গালীকে আর বিদেশী কাপড়ের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইবে না।

বক্তৃতার দিন, ভাবোচ্ছাসে উদ্দীপিত হইবার দিন কাটিয়া গিয়াছে। কার্যের সময় আসিয়াছে। বস্ত্রশিল্প বাঙ্গলার জাতীয় শিল্প; বাঙ্গালীর পুরুষপুরুষপুরুষের সম্পদ। এ শিল্প বাঙ্গালীর দাতব্য যেমন উপযোগী, আর কোনও শিল্পই তেমন নহে। বাঙ্গালী যদি প্রাণপণে চেষ্টা করে, তাহা হইলে বাঙ্গলার বস্ত্র-শিল্প আবার বাঁচিয়া উঠিতে পারে। বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে তুলার চাষ হইলে, ঘরে ঘরে চরকার হুতা তৈয়ারী হইলে, আর সেই হুতার কাপড় বুন হইলে, বাঙ্গালী অন্ততঃ বস্ত্রশিল্প আশ্রয়শীল ও পরমুখ-নিরপেক্ষ হইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালীর প্রাণ-শক্তি এই জাতীয় শিল্পের শবসাধনা করিয়া তাহাকে আবার নবজীবন দান করিতে পারিবে কি? ভারতে বস্ত্র সঙ্কট যেন ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে।

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।

## শিল্প কথা।

শুনিতে পাই,—ভারতবর্ষই এখন পৃথিবীর মধ্যে সর্বপেক্ষা দরিদ্র দেশ। অথচ ন্যূনাধিক তিন শত বৎসর পূর্বে ধনসম্পদে এই দেশই জগতে অদ্বিতীয় ছিল। গত তিন শত বৎসরে অর্থাৎ মোটামুটি বারো পুরুষেই এ দেশের আর্থিক অবস্থার একরূপ শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে।

৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা লইব।

সম্রাট আকবর বলিতেন,—এদেশের শিল্প-বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও কলা সকলই হিন্দুদিগের হাতে। আমাদের তরবারি চালনা হিন্দুদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু শিল্প-ব্যাপারে হিন্দুর সমকক্ষ কেহ নাই। হিন্দুর শিল্প জগতে অতুলনীয়। তাই চারি দিকের ধনরত্ন এখন হিন্দুস্থানে সঞ্চিত হইতেছে। জগতের কোনও জাতিই হিন্দুর সহিত শিল্প প্রতিযোগীতা করিতে অক্ষম; সেই জন্ত সকল দেশেই হিন্দুর শিল্প দমাদৃত এবং সর্বত্রই ইহার অবাধ গতি।

তিনি আরও বলিতেন,—“হিন্দু জাতিকে ধ্বংস করিলে উহাদিগকে বাচাইয়া রাখিতে না পারিলে, ভারতের শিল্প সম্পদ নষ্ট এবং সঙ্গে সঙ্গে লক্ষী-শ্রীও অস্তিত্ব হইবে। তখন ভারতবর্ষ অত্যন্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িবে। এই জন্ত আমি হিন্দু জাতির রক্ষার এত প্রয়াসী।”

আকবর বিচক্ষণ ও পরিণামদর্শী সম্রাট ছিলেন। তিনি প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে বাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এখন সত্য পরিণত হইয়াছে।—শিল্প-নাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। আজ সত্যি ভারতের মত দরিদ্র দেশ পৃথিবীর আর কোথাও নাই।

আজ জগতের শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের যেরূপ অবস্থা, এক কালে ভারতের ধন-শিল্প—ঢাকার মসলিন, কাশ্মীরের শাল পাঙ্গলার নানা স্থানের রেশমী বস্ত্র, নানা প্রকার ছিটের কাপড় জগতে অতুলনীয় ছিল, পৃথিবীর অত্র কোনও দেশ ভারতের সহিত এই সকল শিল্পের প্রতিযোগীতা করিতে পারিত না। ভারতের স্থচী-শিল্প, খোদাইয়ের কাছ, সুগন্ধি দ্রব্যাদি পৃথিবীর সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। মোট কথা,—ভারতের শিল্প তখন

জগতের সকল সভ্য দেশেই রথানি হইত। পৃথিবীর নানা স্থানের বণিকেরা কোটি কোটি মুদ্রার বিনিময়ে এই সকল শিল্প দ্রব্য ভারত হইতে লইয়া যাইত। বিখ্যাত পরিব্রাজক টেরী তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—“সকল নদীই যেমন সমুদ্রে পতিত হয়। সেইরূপ পৃথিবীর বহু রোপা-নদী এই রাজ্যে (ভারতে) পতিত হইতেছে।” ইহার উক্তি বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জিত নহে। কারণ, প্রসিদ্ধ পর্যটক বার্নার্ডের মুখেও আমরা শুনিতে পাই,—“মেক্সিকো দেশের সমস্ত রোপা এবং পেরু রাজ্যের সমুদয় স্তবর্ণ ইউরোপ ও এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে গুরিয়া ভারতে প্রবেশ করিত। এখান হইতে সেগুলি আর বাহির হইত না।”

ভারতবর্ষের এইরূপ অর্থসম্পদ ছিল বলিয়াই মোগল বাদশাহেরা তঁহাতে অস্বস্তি অর্থাভাব করিতেন। শুনিতে পাই,—মান-সিংহকে বৎসবে তঁহার করিয়া বাদশাহের সহিত দেখা করিতে হইত, এবং প্রত্যেকবার সাক্ষাতের সময় তিনি বাদশাহকে ১৮ লক্ষ টাকা নজর দিতেন। আকবরের সিংহাসনের মূল্যই ছিল,—নানাদিক তিন কোটি টাকা। তুর্গ-নির্মাণে সাড়ে ছাশিশ কোটি টাকা খরচ হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর বাদশাহের অন্তঃপুরে প্রতি বৎসর ১৫ কোটি টাকার উপর খরচ হইত। বিবাহের সময়ে সনাট জাহাঙ্গীর নূরজাহানকে ৭ কোটি টাকা কেবল জহরত কিনিতে দিয়াছিলেন।

প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে যে দেশের আর্থিক অবস্থা এইরূপ উন্নত ছিল, আজ সেই দেশের দৈন্য দেখিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে হয়।

এ দেশের শিল্প-সম্পদ গিয়াছে। শিল্প-কুল ধ্বংস পাইতে বসিয়াছে। দেশের শিল্প-

বিনাশের সহিত লোক নিদারুণ দারিদ্র্যের পেষণে নিম্পিষ্ট হইতেছে। এখন শিল্পকে রক্ষা করিতে না পারিলে দেশের দৈন্য ঘুচিবে না। জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে আমাদের মুখু শিল্পগুলিকে সজীবিত করিতেই হইবে।

শ্রীঅমলাচরণ সেন।

## বিলাতী ব্যবসায়ীর উদ্যম।

সাড়ে একত্রিশ লক্ষ টাকায়

রসায়ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

বিলাতের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা নতুন রাসায়নিক স্কুল খোলা হইতেছে। এই স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য বন্ধা অয়েল কোম্পানী, এংলো-পার্সিয়ান অয়েল কোম্পানী ও এংলো-সায়ন পেট্রোলিয়াম কোম্পানী প্রত্যেকে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা, ৯৬ কাউন্ড্রে ও অনা-রেবল ক্লাইব পিয়ার্সন একত্রে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা, এবং মিঃ ভেটোরিঙ দেড় লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন, অর্থাৎ মোটের উপর স্কুলটির খিছনে ৩১১ লক্ষ টাকা লাগিয়াছে।

এই স্কুলে রসায়নশাস্ত্রে সুশিক্ষিত ছাত্র-দিগকে পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত রসায়নবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইবে। পেট্রোলিয়াম হইতে কত রকমের নুতন জিনিষ তৈয়ারী করা সম্ভব, ছাত্রেরা সেই বিষয়ে মাথা ঘামাইবে। তাহা হইলে লাভের অনেক নূতন পথ বাহির হইতে পারিবে।

বিলাতের ব্যবসায়ীরা উপার্জনের নুতন নুতন উপায় উদ্ভাবনের জন্ত জলের মত টাকা ব্যয় করে। আমাদের দেশেও ব্যবসায়ীরা লাভের টাকা কোনও গতিকে সিক্কে

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্যন্ত ১১০ মূল্য লওয়া হইবে।



পুরিতে পারিলেই নিশ্চিত। উপার্জনের সীমা বাড়াইবার জন্য বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করা দূরে থাকুক, একটি আধলা ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হন। কলিকাতায় এত যে তেলের কল আছে, খইল ছাড়া সে সকল কলে তৈলের পরিত্যক্ত অংশ হইতে অল্প কোনও প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈয়ারী হইতে পারে কি না, তাহার পরীক্ষার চেষ্টা কখনও হয় কি? হিন্দুস্থান।

## কাগজের কাজ।

—:—:—

কোন জিনিষ বড়ই সামান্য ও তুচ্ছ হউক না কেন, সদ্যবহার করিতে জানিলে তাহাও কাজে আসে এ কথাটা বাস্তবিকই ব্রহ্ম সত্য। এই যে আমরা প্রত্যহ বাতিল কাগজ অনাবশ্যক বোধে ফেলিয়া দিতেছি, তাহা যদি একপাশে না ফেলিয়া যত্নপূর্বক সংরক্ষণ করিয়া রাখি, তবে তাহাও যে ভবিষ্যতে আমাদের কাজে আসিতে পারে, তাহা কয় জন ভাবিয়া দেখিয়াছেন? সামান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজখণ্ড দ্বারা কত যে সুন্দর সুন্দর মনোমুগ্ধকর জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে, আজ আমি এই প্রবন্ধে তাহা দেখাইব। প্রথমটী পাঠ করিয়া সকলেই যেন হাতে কলমে বিষয়টা পরীক্ষা করিয়া বন, ইহাই আমার অনুরোধ।

সংবাদপত্রে পড়িয়াছি, জাপানে নাকি কাগজ দ্বারা ঘর বাড়ী প্রস্তুত হইতেছে। ইহা যে এক সময় কাঠের স্থান অধিকার করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? যাক সে কথা, কাঠের পরিবর্তে কাগজ ব্যবহার করিবার ক্ষমতা আমাদের এখনও হয় না। যে সকল বিষয় আমাদের সাধ্যাত্ত, আমরা তাহার কথাই আলোচনা করিব।

ছিন্ন কাগজ নানা কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে। সকল বিষয় বর্ণনা করা আমার বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ইহা দ্বারা কি প্রকারে সর্বসাধারণে সুন্দর সুন্দর জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারেন, কেবল মাত্র ইহা শিক্ষা দেওয়াই আমার বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ আমি পেপিয়ার মেচিব (Papier Mache) কথা বলিব। পেপিয়ার মেচি ফ্রেঞ্চ ভাষার শব্দ। পেপিয়ার অর্থ কাগজ ও মেচি শব্দের অর্থ চূর্ণ করা—উভয় শব্দ একত্র করিলে অর্থ হয়, চূর্ণীকৃত কাগজ। কাগজকে চূর্ণ করিয়া (বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া) ছাঁচ সাহায্যে তাহা দ্বারা জিনিস প্রস্তুত করাই পেপিয়ার মেচির কাজ। এই কাজটা অতি সহজ। নিম্নলিখিত প্রণালীতে পরীক্ষা কবিলে বিষয়টা সহজে বোধগম্য হইবে।

১০।১২ খানা কাগজ কয়েক ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখ। কাগজ সাধারণ চিঠির কাগজের মত বড় হইলেই হইবে। সংবাদপত্র অথবা এই প্রকার যে কোন কাগজ ব্যবহার করিতে পার। এখন কাগজগুলি সম্পূর্ণরূপে নরম হইয়া যাইবে, তখন তাহাদিগকে জল হইতে তুলিয়া একখানা তক্তার উপর উপন্যাস পরি স্থাপন কর এবং সঙ্গেসঙ্গে চাপা দিয়া যতদূর সম্ভব, জল বাহির করিয়া লও। এ দিকে কিছু ময়দার লেট প্রস্তুত করিয়া নিকটে রাখ। একটি সাধারণ বাট বা রেকাব লইয়া তাহা টেবিলের উপর উপুড় করিয়া রাখ এবং একখানা পূর্ণোক্ত ভিজান কাগজ লইয়া তাহা এই বাটের উপর রাখিয়া চতুর্দিকে এমন ভাবে চাপা দাও, যেন বাটের উপরি ভাগের সহিত কাগজ সংলগ্ন হইয়া যায় অর্থাৎ বাটের আকৃতি প্রাপ্ত হয়। কাগজের কোন কোন অংশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতে পারে, তাহাতে কোন অনিষ্ট হইবে না। এক্ষণে একখানা শুক কাপড় চাপা দিয়া যতদূর সম্ভব

কাগজের উপর হইতে জল তুলিয়া লও। তৎপরে কাগজের উপর ময়দার লেই মাখাইয়া তাহার উপর আর একখানা কাগজ স্থাপন করিয়া চতুর্দিকে ভাল রকম চাপা দাও এবং পূর্ববৎ শুক কাপড় দ্বারা জল তুলিয়া লেই মাখাও। এক্ষণে আর একখানা কাগজ বসাত—এইরূপে সমস্ত কাগজই বসাইয়া ফেল।

কয়েকখানা কাগজ বসাইবার পরই সম্ভবতঃ বাটের কিনারার সহিত কাগজের মিল থাকিবে না। একপাশে অবস্থায় বাটের কিনারার সহিত মিল রাখিয়া কাঁচি দ্বারা কাগজ কাটিয়া দিবে। সমস্ত কাগজ বসান হইলে শুক হইবার জন্য গরম স্থানে রাখিয়া দিবে এবং শুক হইলে বাট হইতে তুলিয়া লইবে। দেখিতে পাইবে, ইহা প্রকৃতই বাটের আকার ধারণ করিয়াছে, অথচ বেশ শক্তও হইয়াছে।

এক্ষণে দ্বিতীয় আর একটি পরীক্ষা করা যাক। মনে কর, একটি কাচের পুষ্পাধার হইতে যেন কাগজের পুষ্পাধার প্রস্তুত করিতে হইবে। পুষ্পাধারের গাত্রে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উঁচু নীচু স্থান থাকিতে আমাদিগকে এবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজ খণ্ডে ব্যবহার করিতে হইবে। কারণ এস্থলে কেবল একখানা কাগজ দ্বারা প্রত্যেক অংশ আচ্ছাদিত করা সম্ভবপর হইবে না। কাগজকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া জলে ভিজাইয়া এই খণ্ডগুলি এক একটি করিয়া পাত্রে গাত্রে বসাইতে থাক। পাত্রের সমস্ত স্থান আরক্ত হইলে পূর্ব নিয়মে লেই মাখাইয়া আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড ইহার উপর বসাইতে থাক। এই প্রকারে কাগজের স্তর পুরু হইলে শুকাইবার জন্য গরম স্থানে রাখিয়া দাও। শুক হইলে ইহা খুলিয়া লইতে হইবে।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাণ্ডুল পাঠান।

এখানে আর একটি সমস্যা উপস্থিত হইবে। পাত্রের গাত্র অসমান থাকতে কাগজ খুলিয়া আসিবে না। ধারাল ছুরি দ্বারা ইহাকে এক দিকে লম্বালম্বি ভাবে কাটিয়া পৃথক করিয়া খুলিতে হইবে। তৎপর দুটি কঠিন প্রাস্ত ঠিক মিল করিয়া সংলগ্ন করিয়া ইহার উপর লেইর দ্বারা পাতলা কাগজ লাগাইয়া দিবে।

অতএব দেখা যাইতেছে, জিনিষটি যে কোন আকারেরই হউক না কেন, আমরা ইহার উপর কাগজ বসাইয়া ইহার অধিকল আকৃতি পাইতে পারি, শেষে সেট কাগজ কাটিয়া খুলিয়া লইতে পারি এবং পূর্ব কথিত প্রাস্ত সংযুক্ত করিয়া সেট জিনিষের অধিকল আকৃতি পাইতে পারি।

উপরোক্ত পেনিয়ার মেচির কাজে চারিটি বিষয়ের প্রতি আমাদের নবোন্মোদন দেওয়া কর্তব্য ; —

(১) কাগজগুলি জলে ভিজাইয়া যথাসম্ভব নরম করিতে হইবে।

(২) ছাঁচের গঠন অনুসারে ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ যে কোন আকারের কাগজ ব্যবহার করা যাইতে পারে, তবে এমন ভাবে কাগজ বসান আবশ্যক, যেন ছাঁচের গঠন ক্ষণ অংশও পরিদৃশ্য হয়।

(৩) লেইর দ্বারা সংযুক্ত করিবার পূর্বে কাগজের উপরিভাগ হইতে জল মুছিয়া লইবে।

(৪) কাগজস্তরের উপর যত অধিক চাপ পড়িবে, জিনিসও তত শক্ত হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ফাঁপা ছাঁচ অপেক্ষা নিরেট ছাঁচই উৎকৃষ্ট।

পেনিয়ার মেচির অনেক গুণ। আঙুনে ইহা সহজে পুড়িবে না। তক্তার মত কাটা, চিরা ও পালিস করা যাইতে পারে। ইহার উপর রং মাখান যাইতে পারে ও বার্ণিস মাখাইয়া চাকচক্যশালী করা যাইতে পারে।

সাধারণতঃ ইহা আমাদের নিকট যত নরম বলিয়া মনে হইতেছে, ইহা প্রকৃতপক্ষে তদপেক্ষা অনেক শক্ত।

আগামীবারে কাগজমণ্ড, কাগজের পুটিং ইত্যাদি প্রস্তুত প্রণালী বর্ণিত হইবে এবং তৎপর ইহাদের সাহায্যে অনেক নতুন নতুন জিনিষ প্রস্তুত করিবার কৌশল প্রকাশ করা যাইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দাস।

নিলামিবার,  
সিলেট।

## সমবায় দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন।

(মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্রের  
বক্তৃতার মর্ম্ম)

১৯১৭ সালে বঙ্গদেশে হাজার করা ১০০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ১৯১২-১৭ এই পঞ্চাব্দিক মৃত্যুহার ৩০০। ১৯১৭ সালের মৃত্যু সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও ঐক্য মৃত্যুহার অতি শোকারহ। পল্লীর অবস্থা শোচনীয়, জন্ম মৃত্যু সংখ্যা সহর হইতে অধিক। ১৯১৭ সালে পল্লী সমূহে এক নাত্র জন্মে হাজার করা ২০০ জন মরিয়াছে। মৃত্যুসংখ্যা যখন এইরূপ, তখন ম্যালেরিয়া জরে কত লোক আক্রান্ত হইয়াছেন তাহা সহজেই অনুমেয়। কত লোক ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, আমরা উহার সংখ্যা জ্ঞাত নহি, তবে যত লোক হয়, উহার অষ্টম বা দশমাংশের মৃত্যু হয়, ইহা মনে করা যায়। সাধারণতঃ অক্টোবর হইতে জানুয়ারী এই কয় মাসে ম্যালেরিয়া জরে বেশী সংখ্যক লোক মরে। সাধারণতঃ ম্যালেরিয়া জরে প্রস্তুত অঞ্চলে অর্ধেক বা তিন ভাগের একভাগ লোক রোগাক্রান্ত

হয়। এই ব্যাধির আক্রমণে অনেকের স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়, তাহাদের হঠাৎ মৃত্যু না হইলেও উহার পেট ভরা প্লীহা লইয়া কতিপয় বর্ষ পৃথিবীতে অকর্ম্মণ্য জীবন যাপন করিয়া থাকে। ইহার ফলে যেমন ব্যক্তির, তেমন সমাজেব জীবনে গভীর অবসাদ আসিয়া থাকে।

ম্যালেরিয়া ব্যাধির জন্ম বাঙ্গালীর কি পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হইতেছে, কেহ যদি সেট হিসাব করেন ত দেখিতে পাইবেন যে, ঐ আর্থিক ক্ষতি অসীম। আমি এক সময়ে বঙ্গীয় ক্রসকদের আর গণনা করিয়া স্থির করিয়াছিলাম, উক্ত আর ৫০ কোটি হইতে পাবে। কিন্তু ইহার ম্যালেরিয়ার হাত হইতে মুক্তি পাইতে পারিলে ঐ আর আর ২০ কোটি হওয়া সম্ভব। ম্যালেরিয়ার উৎপীড়নে বাঙ্গালীর গড় পরতা আয় ১৫ বৎসরের কন হইয়াছে। গড় আয় সংখ্যা দ্বারা হয়ঃ বক্তব্য স্পষ্ট প্রকাশিত হইল না। নিম্নলিখিত হিসাব হইতে যথার্থ অবস্থা বুঝা যাইবে :—

বঙ্গদেশে ১ লক্ষ পুরুষ মদ্যে ৭১ হাজার লোক ৩০ বৎসর উদ্বীর্ণ হইবার পূর্বে মরিয়া থাকে। প্রায় ৮৭ সহস্র ৪০ বৎসরের পূর্বে, প্রায় ১৩০০০০ সহস্র ৫ বৎসরের পূর্বে মরে।

বাহার ম্যালেরিয়া এবং ঐক্য নিবাস ব্যাধিতে মরিতেছে, তাহাদের পক্ষে কি সামাজিক, রাজনৈতিক বা শিক্ষাবিষয়ক কোন মহৎ কার্য সাধন করা সম্ভবপর হইতে পারে?

### দুর্গতি মোচনের উপায় কি ?

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, উক্ত অকলাঙ্ক নিবারণের উপায় কি? কেহ বলেন, সহস্র বহু ব্যক্তিদের দানের দ্বারা ইহার প্রতিকার করা যায়। কেহ কেহ বলেন, এত বড় বৃহৎ সমস্যা গভর্ণমেন্ট ভিন্ন আর কেহ সমাধান করিতে পারিবেন না। আমি সাহসের সহিত বলিতে পারি যে, গভর্ণমেন্ট বা দাতব্য

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

প্রতিষ্ঠান দ্বারা এই সমস্যা কিছুতেই সর্বতোভাবে নিবারণিত হইতে পারিবে না। কার্যের বিপুলতার সম্মুখে গভর্ণমেন্টের সাহায্য এবং দয়ালুদের দান অকিঞ্চিৎকর বিবেচিত হইবে। দেশের পল্লীসমূহে ৬৮ বর্গ মাইল স্থানে ৪ কোটি ২০ লক্ষ লোক বাস করিতেছে।

### দাতব্য প্রতিষ্ঠান।

সর্বপ্রথমে আলোচনা করা যাউক যে, সমৃদ্ধদের নিকট হইতে প্রাপ্ত দানের দ্বারা বঙ্গের সকল স্থলে স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতে পারে কিনা। তিন শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে দান আশা করা যায়। (১) সমৃদ্ধ ভূম্যধিকারী (২) সমৃদ্ধ বণিক (৩) সমৃদ্ধ অপর ব্যবসায়ী। ভূম্যধিকারীদের কথা আলোচনা করা যাউক। এখন বঙ্গদেশে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৫ জন গভর্ণমেন্ট রাজস্ব প্রদান করেন। বঙ্গীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব মোট ১২৮ কোটি খাজনা দিয়া থাকেন। গভর্ণমেন্ট উহার মধ্যে ২ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব পান। সুতরাং ভূম্যধিকারীর আয় গড় পরতা বার্ষিক ৩০ টাকা, ইহা গুলিতে বড়ই বিষয়কর হউক, অবস্থা এইরূপ। ইহার মধ্য হইতে যদি আবার রাজা মহারাজাদিগকে পাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে আয় আরও কম হইবে। বলিতে পারেন যে, এই গড় আয়ের সহিত আমাদের কিছু সংশয় নাই, আমরা ধনী ভূম্যধিকারীদের নিকট হইতে সাহায্য পাইব। হাঁ, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচনে ভোট দানের অধিকার বঙ্গদেশের ৩৪ শত ভূম্যধিকারীর ন্যূন কল্পে যাহার ৮ কি ৯ হাজার টাকা বার্ষিক আয়, তিনিই ভোট দিবার অধিকারী। সুতরাং ইহাদের নিকট হইতে বিস্তর দান পাইবার আশা করনা মাত্র।

বঙ্গদেশে ১২ শত বণিক ও অপর ব্যবসায়ী বার্ষিক ১০ সহস্র ও তদূর্ধ্ব টাকা আয়ের

উপর আয়কর দিয়া থাকেন। ইহারা নানা কার্যে অর্থ দিতেছেন। ইহাদের আয় হইতে এই কার্যে যাহা পাওয়া যাইবে, উহা কোন ক্রমে যথেষ্ট হইবে না। গত আদাম স্মারী হিসাব মতে বঙ্গদেশে ৯৭৫০ জন আইন ব্যবসায়ী আছেন। ইহাদের মধ্যে কাজী, মোক্তার, এজেন্ট প্রভৃতিও ধরা হইয়াছে। সুতরাং যথার্থ আইন ব্যবসায়ী ৬০ হাজার হইবে। ইহাদের মধ্যে শতকরা ১০ জনে বৎসর ৬৭ হাজার টাকা উপার্জন করেন। সুতরাং ইহাদের নিকট হইতে বিস্তর দান পাওয়া যাইবে মনে হয় না। ১৯১৪ সালের চিকিৎসা আইন মতে বঙ্গদেশে প্রায় ৩ সহস্র চিকিৎসক তালিকাভুক্ত হইয়াছেন। ইহাদের অধিকাংশই স্কুলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, সুতরাং ইহাদের তেমন আয় হয় না। অধিক আয় করেন, এমন চিকিৎসক অতি অল্প। সুতরাং বুঝাইতেছে যে, একমাত্র দাতব্যের আয় দ্বারা ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্ত টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

### সরকারী সাহায্য।

১৯১৬-১৭ সালে গভর্ণমেন্ট “স্বাস্থ্যরক্ষার” জন্ত ৪ লক্ষ এবং “চিকিৎসা”র জন্ত ২৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। গত বৎসর গভর্ণমেন্ট এই ব্যয় বাড়াইয়াছেন। এই বৎসর হয়ত আরও বাড়াইবেন। কিন্তু এই কয় লক্ষ টাকায় এত বৃহৎ সমস্যার সমাধান হইবে? বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের আয় ব্যয় খাহারা জানেন, তাহারা ইহা বুঝিতে পারিবেন যে, সাধু ইচ্ছা থাকিলেও গভর্ণমেন্ট সুবিস্তৃত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বহনে অসমর্থ।

### জনমগুণী।

ধনীর দানে বা গভর্ণমেন্টের সাহায্যে যে কার্য হইবে না, কে সেই মহৎ কার্যের ভার লইবে? জনমগুণী যদি প্রকৃষ্ট পথে কার্য করে, তাহা হইলে তাহারাই এই দুর্লভ কার্যের

ভার গ্রহণ করিতে পারিবে। এই মহৎ কার্য সাধনের জন্ত সকলকে হাত ধরাধরি করিয়া মিলিত হইতে হইবে; কল্যাণ কামনার প্রসন্ন চিত্তে এই কার্যে প্রত্যেকে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ ও শক্তি দান করিবে। এই সমবায়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার আছে; কিন্তু সেই সামান্য ত্যাগ স্বীকারে সুকল পাইবার জন্ত যদি লোক সাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত কার্য করিতে পারে, তাহা হইলে কালক্রমে উহার অসামান্য উপকার প্রত্যক্ষ করিয়া তাহারাই বিস্মিত হইবে।

### কার্য্য পদ্ধতি।

বঙ্গদেশে ১৭৫৮টা গ্রামে ২ হইতে ৫ সহস্র লোক বাস করে; ১৭৫৮টা গ্রামের মোট অধিবাসী সংখ্যা ৪৮ লক্ষ ৫৭ হাজার ২১৯। এতদ্ভিন্ন ১৬২টা নগর গ্রামে ১০ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪২২ জনের বাস। উক্ত ১৬২ নগর ও পল্লী মধ্যে অনেক গুলিতে মিউনিসিপালিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যে সকল গ্রামে ২ হইতে ১০ হাজার লোক বাস করে, সেই স্থলে সমবায় প্রণালীতে স্বাস্থ্যোন্নতি নিধান করা যাইতে পারে। যে সকল গ্রামের অধিবাসী সংখ্যা ৫ শত হইতে ১ সহস্র বা উহার কম, সে সকল স্থলে কোনরূপ ব্যবস্থা করা অপেক্ষাকৃত দুর্লভ। যে পল্লী লোকবহুল, সেই সকল গ্রামে প্রথমে কার্য আরম্ভ করা সহজ। সেই সকল স্থলে চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং ম্যালেরিয়া প্রশমনের আয়োজন করা হউক। যে গ্রামে ৫ সহস্র লোকের বসতি, সেই স্থলে ১ কি দুই বৎসর সমবায়ের উপকারিতা প্রচার করিলে সমবায় সমিতিতে ২ শত সভ্য পাওয়া যাইতে পারিবে। সমবায় সমিতির আরম্ভ সময়ে অবশ্য সভ্য সংখ্যা অল্প হইবে। সমিতির প্রথম শ্রেণীর সভ্য মাসিক ১২ আনা হইতে ১ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্য ৬ আনা হইতে ৮ আনা, তৃতীয়

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাণ্ডুল পাঠান।

শ্রেণীর সভা ৩ আনা হইতে ৪ আনা টাকা দিবেন। এই টাকার হার স্থানীয় লোকের অবস্থার উপর নির্ভর করিবে।

প্রথম শ্রেণীর সভাগণ বিনা দর্শনীতে চিকিৎসক এবং কেনা দরে ঔষধ পাইবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর সভাগণ চিকিৎসকের বাড়ী বাইরা তাহাকে বিনা দর্শনীতে রোগী দেখাইতে পারিবেন, অসুস্থ মহিলাদের এবং কঠিন রোগীকে চিকিৎসক বাড়ীতে যাইয়া বিনা ব্যয়ে দেখিবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর সভা চিকিৎসককে অথবা বাড়ীতে না ডাকেন, এই জন্ত প্রত্যেক বারে তাহারা ডাকিলেই ৩ কি ৪ আনা দর্শনী দিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহাবাও কেনাদাকে ঔষধ পাইবেন। তৃতীয় শ্রেণীর সভাগণ বৎসরে ২ কি ৩ মাস দ্বিতীয় শ্রেণীর সভাদের সমান অধিকার পাইবেন। যাহারা কাগ্যগতিনে বিদেশে থাকেন, কেবল বৎসরে ২৩ মাসের জন্ত দেশে যান, তাহারা এই শ্রেণীর সভা হইবেন। ইহা ছাড়া সভাগণ প্রত্যেক দুই কিস্তিতে ৩ কি ৪ টাকা প্রবেশিকা টাকা দিবেন। সভাগণ যদি মাসিক টাকা প্রদান না করেন, তবে তাহাদের প্রবেশিকা হইতে উহা কাটয়া লওয়া হইবে। সভাগণের প্রাপ্য সমস্ত অধিকার হইতে ইহাবা বঞ্চিত হইবে। ১ কি ২ বৎসর এইভাবে কাগ্য করিতে পারিলে সমিতির মাসিক আয় ১১০ হইতে ২০০ টাকা হইবে। প্রথমে আয় অতি সামান্যই হইবে। ৫০ হইতে ৭৫ টাকা হয়ত উঠিবে। ইহার একভাগ চিকিৎসক ও তাহার সহকারীর বেতনে, একভাগ চিকিৎসালয়ের সংস্থানে, তৃতীয়াংশ ম্যালেরিয়া দমনে এবং কিস্তি ঋণশোধ ও গৃহনির্মাণার্থ রক্ষিত হইবে। যাহারা সমিতির সভা নহে, চিকিৎসক তাহাদের মধ্যে ব্যবসায় করিয়া অর্থোপার্জন করিতে এবং তাহাদের নিকট উপযুক্ত মূল্যে ঔষধ বিক্রয় করিতে পারিবেন।

ম্যালেরিয়া দমনের জন্ত যে অর্থ থাকিবে, উহার দ্বারা (১) গ্রামের জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা (৩) পচা পুষ্করিণী ও ডোবা ভরাট (৪) চিকিৎসক উপদেশ করিলে পানীয় জল বৈজ্ঞানিক প্রণালী ক্রমে সংশোধন করিয়া পানযোগ্য করিবার ব্যবস্থা (৫) পচা পুষ্করিণী ও ডোবা ভরাট করিবার অর্থ যতদিন না হইবে, ততদিন ঐ সকলের জল শোধনের ব্যবস্থা (৬) ফুটান জল ব্যবহার প্রচলন এবং চিকিৎসালয়ে বা চিকিৎসকের বাড়ীতে ঋণ মূল্যের শোধন যদ্যে জল শোধন ব্যবস্থা এবং (৭) স্বাস্থ্যনীতির প্রচার করিতে হইবে।

উল্লিখিত কল্প পদ্ধতি মধ্যে কোন কাগ্যে কত অর্থ ব্যয় কবিত হইবে আমি তাহা নির্দেশ করি নাই, কারণ উহা স্থানীয় অবস্থার উপর নির্ভর করিবে। যে গ্রামে উপযুক্ত চিকিৎসক নাই, সেই গ্রামে চিকিৎসক নিয়োগ করিতে হইবে। এইরূপ গ্রামে সমিতির আয়ের শতকরা ৪৫ চিকিৎসকের বেতন হইবে, চিকিৎসক সমবায় সমিতির সম্পাদকের কাগ্যও করিবেন। শতকরা ১০ চিকিৎসকের সহকারীর বেতন হইবে, তিনি সমবায় সমিতির মুক্তরীর কাগ্যও করিবেন। শতকরা ৫ চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্ত ব্যয়িত হইবে। শতকরা ১৫ ঋণশোধ ও গৃহ নিম্মাণে ব্যয়িত হইবে। সমবায় সমিতি বদান্ত ব্যক্তিদের এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও সরকার হইতেও সাহায্য পাইবেন। প্রবেশিকা হইতে যে ৪ কি ৫০০ শত টাকা পাওয়া যাইবে, উহা দ্বারা চিকিৎসালয় স্থাপন কাগ্য চলিবে। যদি কোন সমিতি প্রবেশিকা হইতে ঐ পরিমাণ অর্থ না পান, তাহা হইলে ঐ সমিতি ২ কি ৩ শত টাকা ধার করিয়া কাগ্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। সভা সংখ্যা যেমন বাড়িবে, ঋণ তেমন শোধ করা হইবে। ঋদের টাকাটা ঋণশোধ বা

গৃহ নিম্মাণ জন্ত রক্ষিত অর্থ হইতে দেওয়া যাইতে পারিবে।

যে সকল গ্রামে চিকিৎসক আছেন, সেই সকল গ্রামে স্থানীয় লোককেই নিযুক্ত করিয়া তাহাকে শতকরা ৩৫ বেতন দিলেই চলিবে। কেন না বাহিরে ব্যবসায় চালাইবার অধিকার তাহার থাকিবে। সমিতির সভা সংখ্যা যদি অধিক হয় এবং ব্যবসায় করার অসুবিধা ঘটে, তাহা হইলে বেতন বাড়াইতে হইবে।

### ক্ষুদ্রপল্লীর ব্যবস্থা।

বঙ্গের পল্লীবাসী ৪ কোটি ২০ লক্ষ লোক মধ্যে কেবল ৬০ লক্ষ লোক জনবহুল পল্লীতে বাস করে। বৃহৎ পল্লী সমূহে সমবায় সমিতি স্থাপিত হইলে ক্ষুদ্র পল্লী সমূহের অসুবিধা দূর হইতে পারিবে। কারণ পার্শ্ববর্তী ছোট পল্লী বা পল্লী সমূহ বৃহৎ পল্লীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। এইরূপ সমবায় সমিতি স্থাপনে যাহাদের যথার্থ আগ্রহ হইবে, তাহারা কাগ্য প্রণালী দেখিবার জন্ত ২৪শ পরগণার সৈদপুর, স্ককচর এবং গানিহাটা গমন করিলে চক্ষু কণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া আসিতে পারেন। ঐ সকল সমিতি প্রধানতঃ রায় বাহাদুর ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে পরিচালিত হইতেছে।

### চিকিৎসার সুবিধা।

উহা স্বীকার্য যে, সাধারণ লোকের মনে এমন জনহিতৈষণা নাই যে স্বাস্থ্যোন্নতির নামে তাহাদিগকে সমবায় সমিতির সভা করা যাইতে পারিবে। কিন্তু নাম মাত্র বাধে চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া বাস্তবিকই মহত্বপূর্ণ, উহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ঐ সুযোগের জন্ত যখন লোক সন্বেত হইবে, তখন তাহারা ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যবিধির অর্থ ব্যকিবে, উহা প্রবর্তন দ্বারা নিবার্য ব্যাধি প্রশমন ও রোগ নিবারিত হইলে লোক

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্যন্ত ১১০ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।

স্বাস্থ্যবিধির সুফল গীকার না করিয়া থাকিতে পারিবে না।

### গরীবের চিকিৎসা।

আমি যে কল্পপদ্ধতি নির্দেশ করিয়াছি, উহা কার্যে পরিণত হইলে প্ৰবোদ্ধভাবে বহু সুফল ফলিবে। ইহার দ্বারা দরিদ্রতর মধ্য শ্রেণীর লোকের উদরায় সংস্থানের কিয়ৎ পরিমাণ সুবিধা হইবে। তাহারা এখন কেবাণীখানাপুলির ভিড় বাড়াইয়া অপ্রয়োজনীয় জীবন বহন করিতেছে, তাহাদের কেহ কেহ পল্লীগ্রাম গমন করিয়া লোকের কাজে লাগিয়া যাউতে পারিবে। এখন বঙ্গদেশে ৩ সহস্র তালিকাভুক্ত চিকিৎসক আছেন, উহাদের মধ্যে ছুই সহস্রই মিউনিসিপ্যাল এলাকায় আছেন। সেই এলাকায় লোক সংখ্যা ৩০ লক্ষ, সুতরাং অবশিষ্ট ৪ কোটি ৩ লক্ষ পল্লীবাসীর জন্য কেবলমাত্র শিক্ষিত ১ সহস্র চিকিৎসক আছেন। একজন চিকিৎসকের অংশে গড়গড়তা ৪২ সহস্র লোক পড়ে। ইউরোপে একজন চিকিৎসক ১২ শত হইতে ২ সহস্র লোক চিকিৎসা করেন। তারপর বঙ্গদেশে হইতে ইউরোপের স্বাস্থ্য কত উত্তম। সুতরাং এই দেশে চিকিৎসকের ভীষণ অভাব আছে। একজন চিকিৎসকের উপর যদি ৩০০০ লোকের চিকিৎসাতার অর্পিত হয়, তাহা হইলেও বঙ্গের পল্লী সমূহে ১৪ সহস্র চিকিৎসক চাই। এতদ্বারা ১ সহস্র আছে, ১৩ সহস্র চিকিৎসক আরও দরকার।

পল্লীগ্রামে শিক্ষিত লোকের একান্ত অভাব। এই প্রেসিডেন্সীতে ১৫ সহস্র উপাধিদারী এবং ৮০ হইতে ৯০০ সহস্র মেট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ লোক আছেন। উহাদের অধিকাংশই মিউনিসিপ্যাল এলাকামধ্যে কার্যে নিযুক্ত হইতে চেষ্টা করেন। এই জন্যই আফিস আদালতে ভিড় হয়। মধ্যশ্রেণীর দরিদ্রেরা কার্যে পাইতেছে না। এই দিকে এমন ভিড়,

অন্যদিকে পল্লীসমূহে শিক্ষিত লোক আদৌ নাই পল্লীগ্রামে যদি শিক্ষিতেরা না থাকেন, তাহা গ্রামের স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা প্রভৃতি উন্নতির ব্যবস্থা কিরূপে হইবে? পল্লীগ্রামে চিকিৎসকদের জন্য কল্প সৃষ্টি করিতে যেমন সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হইবে, তেমনই গ্রামে কিয়ৎপরিমাণে শিক্ষিত লোকের আমদানী হইবে।

### স্বাস্থ্য বিষয়ক মৌলিকতত্ত্বালোচনা।

আমাদের যদি এমন সৌভাগ্য হয় যে, ৩ কি ৪ বৎসর মধ্যে বঙ্গদেশে এইরূপ ৩০০ কি ৪০০ সমিতি স্থাপিত হয়, তাহা হইলে পল্লীর চিকিৎসকদের সাহায্যে নানাব্যাদি ও প্রাণহীনা রোগাবিহীন হিসাব প্রস্তুত হইতে পারে। এই সকল হিসাব স্বাস্থ্য বিভাগের গবেষণার সহায় হইবে।

### সমবায়ের শিক্ষিতের সহানুভূতি।

এখন সমবায় সমিতি সমূহ কুবকদিগকে স্বপদান করিতেছেন। ভদ্র শ্রেণীর লোক দিগের সহিত একে আন্দোলনের ধনিত্তা স্থাপিত হয় নাই। অবশ্য ভদ্রশ্রেণীর কল্পচারী আছেন। আমি যেকোন সমিতি স্থাপনের কথা বলিলাম, উহাতে কুবক ও ভদ্র সকলেব সহানুভূতি সমভাবে আকৃষ্ট হইবে। এতদ্বারা এই প্রদেশের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

### স্বায়ত্ত শাসনের প্রশিক্ষণ।

এইরূপ আন্দোলন দ্বারা স্বায়ত্ত শাসনের প্রশিক্ষণ কার্যতঃ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। জনমণ্ডলী আপনাদের হিতকর কার্যে আপনাদের সাধন করিতে শিখিবে। তাহারা পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কার্যে করিলে কিরূপ সুফল পাওয়া যায়, উহা প্রত্যক্ষ করিবে। এই জ্ঞানকেই আমি স্বায়ত্ত শাসনের ভিত্তি বলিয়া মনে করি।

### আত্ম নির্ভর।

এতদ্বারা আত্ম নির্ভরের গুণ ফল শিখ করিয়া উপকৃত হইবে। তাহারা দেখিবে, ধনীরা যাহা পায়েন না, গবর্ণমেন্ট একাকী বাহ্য করিতে সমর্থ নহেন, পরস্পরের প্রতি সদিচ্ছা পোষন করিয়া সমবায় দ্বারা লোক সাধারণ সেইরূপ কঠিন কাৰ্য সাধন করিতে পারিতেছে। (স্বাস্থ্য সমাচার)

### শিক্ষার অন্তরায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফি বা মাসুলের হার বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা বোধ হ কাটারও অবদিত নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যয় সঙ্কলনার্থ এই বৃদ্ধির কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই বৃদ্ধিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে নানাদিক ছুই লক্ষ টাকা আয় বাড়িবে।

দেশমাতা, মহাপাণ্ডিত, উপাধি সাগর দীন দরিদ্র ছাত্রের পরম বন্ধু ত্রীমুখ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই নূতন ব্যবস্থার মূল কারণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাই চ্যান্সেলার যিনিই থাকুন, আশ্রয়বুই ইহার হস্তী কর্তা ও নিয়ন্তা বলিলে বোধ হয় অত্যুচিত হইবে না; তিনি যে বিধির প্রস্তাব করেন তাহাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত এবং প্রবর্তিত হয়। আশ্রয়বু বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যখন যে প্রস্তাব উপস্থিত করেন, তাহা অধিকাংশ সভ্য কর্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে যখন ভগবানেরও ভুল হয়, তখন ভরসা করি ইহার আশ্রয়বুকে অস্বাস্থ্য মনে করেন না সুতরাং আশ্রয়বুর গবর্ণমেন্টে যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি আছে, সেই কারণে অথবা আপনাদের স্বার্থ সিদ্ধির আশায় তাঁহার আশ্রয়বুকে সমর্থন করিয়া থাকেন। স্বাধীন চেতা, সহদয় স্পষ্টবক্তা কতিপয় মহাত্ম আশ্রয়বুর প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন বটে

আর ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৫০ টাকা লইব না।

কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় অল্প হওয়ায় তাহা বার্থ হয়।

সুজলা সুফলা শস্ত শ্রামলা বাঙ্গলা আজ বড়ই কাল্জালিনী; অর্থাভাবে তাহার পুত্র কল্যাণ অনশন ক্রিষ্ট, বসনাভাবে লজ্জা-নিবারণে অক্ষম, রোগে জীর্ণশীর্ণ। সৌধমালা শোভিত, বিলাস বিভ্রম বিক্ষুব্ধ কলিকাতা-বাসীর অবস্থা ও আচার ব্যবহার দেখিয়া সমগ্র বাঙ্গালা সম্বন্ধে কোনরূপ মতামত প্রকাশ করা অনুচিত। দেশের আর্থিক অবস্থা বুঝিতে হইলে পল্লীবাসীর অবস্থা দর্শন করা উচিত। পল্লীগামে বাইলে দেখিবেন, অধিকাংশ ব্যক্তি অতৃপ্ত বা অর্ধতৃপ্ত আছে; মাথা রাশিবার ঠাঁই নাই বলিলে বাড়লা হয় না; ছিন্নবসনে লজ্জানিবারণে বিফল প্রয়াস পাইতেছে; ব্যয়সাপা বলিয়া বহু পিতা পুত্রের শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না, সুতরাং সে চিবকালা মৃগ হইয়া থাকিতেছে। আমাদের বণনা অতিরঞ্জিত বা অত্যুক্তি নহে, ইহাই প্রকৃত অবস্থা। তাহারা ইহা স্বীকার করেন, তাঁহারা হয় দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, অথবা অল্প কোন বার্থ তাঁহাদের আছে। সুতরাং বিদেশবাসীর পক্ষে এক্ষণ মন্তব্য প্রকাশ সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু এদেশবাসীর কোনও ব্যক্তি বিশেষতঃ কোনও প্রবীণ, বনাম ধন্য, সুদীর্ঘশ্রেষ্ঠ দেশপূজা ব্যক্তি এক্ষণ অত্যন্ত মন্তব্য প্রকাশ করিলে বড়ই ত্রুণ হয়। এসম্বন্ধে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। কলিকাতাবাসী অধিকাংশ ছাত্রই ধনী বা অবস্থাপন্ন ব্যক্তির সন্তান এবং ইহারা ই গিয়েটার বা সিনেমা প্রভৃতি সচরাচর দেখিয়া থাকে। মধ্যবিত্ত বা দরিদ্রের সন্তান এক্ষণ আমোদ প্রমোদে যে যোগ দেয় না, তাহা, আমরা বলি না, তবে তাহারা মোহের বশে বা অপরের

প্ররোচনায় একরূপ করিয়া থাকে। ইহাদের বাহিরে কৌটার পত্ন, ভিতরে ছুঁচোর কীর্তন,—শরীরকে কষ্ট দিয়া বা খণ করিয়া তাহারা এই সকল ব্যয় নিরীহ করিয়া থাকে। সে কারণ ইহাদের দৃষ্টান্তে অল্প ছাত্র সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা অজ্ঞায়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করা অবশ্য কর্তব্য, তাহা একরূপ সঙ্গবাদী সম্মত। ইহা কার্যে পরিণত করিতে হইলে শিক্ষা সুগম ও সুলভ হওয়া একান্ত আবশ্যক। অধ্যাপনায় ও অর্থব্যয় শিক্ষালাভের প্রকৃষ্ট পথ। অধ্যাপনায় নিজের আয়বাসী, কিন্তু অর্থব্যয় সকলের পক্ষে ইচ্ছামত দুবে থাকুক, একান্ত আবশ্যক মত ও করিতে পারা সম্ভব হইয়া উঠে না। সে কারণ শিক্ষা হেতু অর্থব্যয় সম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থা করিতে হইলে বিশেষ বিবেচনা করা কর্তব্য।

এই বিধি হারা নহে, এইরূপ আবাদবাণী উক্ত হইয়াছে। বাকী অস্থায়ী, তাহা হারা করিতে কতকগুলি ব্যবস্থাপক সভায় একটি আইনেব অপেক্ষা নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভারত বন্ধা আইন দ্বারা বাইতে পারে। আব এক কথা, অস্থায়ী হইলেও এক্ষণ সমুদয় যখন অর্থাভাবে নিতা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংকুলান হওয়া ত্রুণ, তখন আবার এক্ষণ অকাব্য বায়ভাবে ছাত্রদিগের অভিভাবক-গণকে পীড়ন করা আদৌ বুদ্ধি বৃদ্ধ নহে।

বদি প্রকৃত পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থের অনাটন হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা বয় কমাইয়া এবং গভর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য বা ঋণ লইয়া তাহার সম্বলন করা উচিত। আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃপক্ষগণ এ সম্বন্ধে পুনরায় বিবেচনা করিবেন। আমরা গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি সাহায্যে আকর্ষণ করিতেছি,

শিক্ষার এ অন্তরায় অটরে দূর করিয়া গরিব প্রজাকে রক্ষা করুন।

শ্রীকৃষ্ণলাল রায়।

## Home Industries.

### গার্হস্থ্য-শিল্প।

WATER-PROOF COATING  
FOR WALLS.

দেওয়ালের জন্য জল সহনশীল

কোটিং।

দেওয়ালে যে দ্বারে জল শোষন করিবার সম্ভবনা, সেই দেওয়ালে একপ্রকার পোঁচড়া দিলে জল শোষিত হইয়া, ডাম্প বা ঠাণ্ডা লাগিতে পারে না। নিম্ন লিখিত উপায়ে এইরূপ কোটিং প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়।

পিচ্	...	২০ পাউণ্ড।
রজন	...	৩০ পাউণ্ড।
Red ochre	...	৬ পাউণ্ড।
১০০ গ্ৰামস্	...	১০ পাউণ্ড।

অগ্নির উদ্ভাপে গলাইয়া ফেলিলে হইবে এবং নাড়িয়া সমস্ত দ্রব্য ওলি উত্তমরূপে মিশাইতে হইবে। ইহা হইলে যথোপযুক্ত তাপ দিন মিশাইলে যখন কসেব মুখে সবিবার মত হইবে, তখন খুব পাতলা ভাবে দেওয়ালে একটা পোঁচড়া টানিয়া দিলে ওয়াটার পক্ষ হইবে, যাইবে, কখন ঠাণ্ডা লাগিবে না।

TO RESTORE INSCRIPTIONS  
ON COINS.

টাকা পয়সা উপরের লেখা ব্যবহার বারঃ অস্পষ্ট হইয়া বাইলে, তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

মুদ্রাটিকে অগ্নিতে অল্পে অল্পে উত্তপ্ত করিলে, অনেক স্থলেই লেখা মুদ্রাট হইয়া উঠে। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

## NEW RECIPE FOR GUMMING.

### টিকিটাদিতে গঁদ মাথাইবার

#### ফরমুলা।

টিকিট লেবেল প্রভৃতির পৃষ্ঠে আটা লাগাইবার নূতন ফরমুলা। এক পাউণ্ড গম বা গঁদকে ৩ পাইন্ট জলে ভিজাইয়া ফেঁসিতে হইবে। উৎকৃষ্ট আরবীগঁদট ব্যবহার করা উচিত। যখন গঁদ বেশ গলিয়া যাইবে, তখন তাহাতে এক টেবল চামচের এক চামচ পরিমিত মিসারিন এবং ২ আউন্স মধু (খাটা) মিশাইয়া ফ্রান্সেল দ্বারা ঢাকিয়া সইতে হইবে। তাহার পর টিকিট বা লেবেলের পৃষ্ঠে স্পঞ্জ দ্বারা লাগাইয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে।

মিসারিন ও মধু দেওয়ায় উদ্দেশ্য, টিকিটের পিছনে মাথান গঁদ ফাটিবে না এবং গঁদ শুকাইয়া যাইলেও কাগজ গুটাঁইয়া বা কোকড়াইয়া যাইবে না। এদেশেও ছাপা খানায় ৩৪ বা ১০ খানা টিকিট বা লেবেল একত্রে ছাপা হয়, সেই গুলিকে টিকিটের ছায় পরফোবেট করিয়া তাহার পৃষ্ঠে উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় গঁদ লাগাইয়া দিলে ছাপার কাগজের মূল্যও অধিক পাওয়া যায়, এবং ব্যবহারকারী অনেক সুবিধা ও সময় পায়। আমেরিকায় ফ্রেণ্টন্ কোম্পানী কেবল গঁদ দেওয়া লেবেলেরই ব্যবসায় করিয়া থাকেন। তাহারাই দুব স্থলভেও বিক্রয় করিয়া থাকেন।

## TO WATERPROOF CANVAS CLOTH &c.

### কাপড়, কাষিসাদিকে ওয়াটার প্রুফ করিবার উপায়।

লিন্সিড্ অয়েল	...	২ কোয়ার্ট।
রেড্ লেড্	...	১ আউন্স।
Umbre	...	১ আউন্স।
রজন	...	১০ আউন্স।

অগ্নির উত্তাপে প্রায় ২০ মিনিট বাথিয়া গলাইয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ফেঁসিতে হইবে। ইহাকে পাতলা করিতে হইলে তারপিন মিশাইলেই পাতলা হইয়া যাইবে। উপরোক্ত প্রকারের লাল রং হইবে। কিন্তু সাদা করিতে হইলে বা অল্প রঙের করিতে হইলে উপরোক্ত পরিমানে সেই রং লইতে হইবে। যথা সাদা হইলে White Lead, ইত্যাদি।

## অর্থসাধন বা ধনবিজ্ঞান।

### অনুক্রমণিকা

#### অর্থের প্রয়োজন।

—:—:—

তোমার ধনে প্রয়োজন আছে, কেননা তুমি সংসারী, আর অর্থ দ্বারা সংসারের বাস্তবিক অজাব মিটিতে পাবে। অর্থ বাতীত সংসার চলে না।

### বিনা সাধনায় কোন কার্য্যই

#### সিদ্ধ হয় না।

বিনা সাধনায় কোন দ্রব্যই লাভ করা যায় না। জড়পিণ্ডবৎ নাহি জঠর হতে ভূমিষ্ঠ হয়ে, বিনা সাধনায় আমরা বসন্তে দাঁড়াতে বা কথা কইতে শিখি নাই, বিনা সাধনায়

বিদ্যালোভ করি না। ভগবান দত্ত জল বাতাস আলোক ও মাটি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দ্রব্য ভিন্ন কোন জিনিষটি মানুষ বিনা চেষ্টা বা যত্নে বিনা সাধনায় লাভ করে? তাই বলি, ধন লাভ করতে হলেও সাধনা চাই।

### ভাগ্য ও পুরুষকার।

পূর্ব পূর্ব জন্মের সঞ্চিত সংকর্যফল থাকলে, ইহজন্মের কর্মফল শীঘ্র ও বেশী রকম ফলপ্রসূ হয়, অন্যথায় বিলম্বে ও আংশীক সিদ্ধি লাভ হয়। তথাপি কর্মের ফল ভোগ শীঘ্র বা বিলম্বে হউক, ভোগ করতেই হবে।

### সাধনার প্রকার ভেদ।

বসন্তে বা হাঁটুতে শেখায় যে সাধনা। কথা কইতে বা বিদ্যালোভের জন্ত সাধনা কিছু অন্য প্রকারের। আবার ধন উপার্জনের যে সাধনা, তাহাও ভিন্ন প্রকারের। কিন্তু প্রত্যেক সাধনাতেই মনযোগ পূর্বক দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করাটাই সর্ব প্রধান সিদ্ধিমন্ত্র।

### কষ্ট।

যে ব্যবসায়ে যত risk, সে ব্যবসা শিখতে তত বেশী কষ্ট ও অধ্যবসায় আবশ্যক। আর যে ব্যবসায়ে যত Risk (লাভ লোকসান) কম, সে কাজ তত কম কষ্টে শেখা যায়।

বাজারে আলু পটল পান বেচার যতটা শিক্ষার প্রয়োজন, একখানা সামান্য মুদীখানা দোকান চালাতে তদপেক্ষা অনেক বেশী শিক্ষার প্রয়োজন, আলু পটল বেচতে স্বাভাবিক বুজিই যথেষ্ট, কিন্তু মুদীখানা দোকান চালাতে সামান্য রূপ হিসাব বোধ ও একটু লেখা পড়া জানার আবশ্যক।

আর ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা লইব না।



### আড়তদারী।

আবার মুদীখানার দোকান চালাতে যে য শিকার প্রয়োজন, একখানি আড়তদারী গ বড় গোলদারী দোকান চালাতে তদপেক্ষা অনেক বেশী শিকার প্রয়োজন।

### SPECULATION.

Speculation সকল ব্যবসায় রাজ্য, Speculation শব্দের অর্থ ভবিষ্যতে লাভের আশায় ২৫১০ দিন পূর্বে বা ২৫১০ মাস পূর্বে কোন দ্রব্য খরিদ বা বিক্রি করা। বর্তমান সময়ে বেশী লাভ বা লোকশানির কাজ মাত্রকেই Speculation বলা যায়। Speculation এ কেনা বেচায় রাতারাতি ড়লোক বা গরীবলোক হতে সদা সন্দেহই দখা যাচ্ছে। যে কাজে সর্বস্বান্ত হওয়ার ভয় এবং রাতারাতি বড় লোক হওয়ায় আশা একত্রে বর্তমান, সে কাজ শিখতে কত কষ্ট! অধ্যবসায় দরকার, তা বোঝান অসম্ভব।

কেবল লেখা পড়া জানা থাকলেই ব্যবসা করা যায় না, ব্যবসা রীতিমত শিখতে হয়।

এর তুলনায় M. A. B. A. পাশ করা অতি সুখসাধ্য। আমরা যেখানে শিক্ষিত হই প্রয়োগ করেছি, তার মানে M. A. B. A. পাশ করা শ্রেণীকে যেন না বোঝা হয়—মামাদের শিক্ষিত শব্দের অর্থ লেখা পড়া জানা এবং ব্যবসায়ের গুপ্ত ও গুহ রহস্তবিদ ব্যক্তি। তাঁর তুলনায় M. A. B. A. পাশ গবুভায়াদের ব্যবসায় বিদ্যায় A B C. বা ংর্ণ পরিচয় পর্য্যন্ত শেখা হয় নাই।

সহজ পথ কিন্তু অতি ভয়ানক।

লক্ষীলাভের এই নিকট পথ শানিত ক্ষুর-ধার অপেক্ষাও অতি ভয়ানক। অথচ এইটাই

অতি সহজ পথ। পাঠক আমি তোমাকে এই পথের বিবরণ—পথে যে সব ভয় আছে, তাহার কথা, বিশ্রাম ও আরাম, নিরাশ ও অন্ত্রাত্ত যাবতীয় তইসহ পথের প্রকৃত নক্সা (map) পর পর প্রদান করিব, আলস্য, লজ্জা ভয় পরিত্যাগ করে এই পথে কি অগ্রসর হতে পারবে? যদি পার, তবে এস আমি তোমার পার্শ্বিণ অমৃতের পথ দেখাইয়া দিব। তদতিরিক্ত করিবার আমার ক্ষমতা নাই।

## স্বহং ব্যবসায়ে কৃতকার্য হওয়ায় অতি গুঢ় ও গুহ কথ্য সকল।

চাঁদী (রূপা) ছত্তি।

(EXCHANGE)

কেনা বেচা।

পৃথিবীর সকল দেশের সকল দ্রব্যের কেনা বেচার দাম রূপা দ্বারা লেন দেন হয়।

ছত্তির দর।

রূপার দরের উপরই যাবতীয় দেশের ছত্তির দর নির্ভর করে, আর ছত্তিই হচ্ছে আজ কালকার ব্যবসায়ের প্রধান সহায়।

ছত্তিরস্ববিধা।

কেননা, চীনাম্যানের দেশের মুদ্রা ভারতে চলে না এবং ভারতের মুদ্রাও চীনাম্যানের দেশে চলে না। এইরূপ পৃথিবীর কোন দেশের মুদ্রাই অপর দেশে চলে না। কেনা বেচার মাঝখানে ছত্তি থাকায় ঐ স্ববিধা দূর হচ্ছে।

### নগদ টাকায় বিপদ।

আর যদিই এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশে চলিত, তথাপি ছত্তি ব্যতীত সব ব্যবসাই রীতিমত চলত না। কেননা একদেশ হতে টাকা ছাড়তে করে নিয়ে গিয়ে অন্য দেশে মাল খরিদ করিতে যাওয়ার পথে পথে বিপদের ভয় আছে।

ছত্তির দর কেন কম বেশী হয়?

এই সব কারণে ব্যবসায়ে ছত্তির একাধি-গতা সর্বত্র। চাঁদীর দরের সঙ্গে সঙ্গে এবং ব্যাঙ্ক ও ব্যবসাদারদের টাকার স্বচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার উপর ছত্তির দর নিয়তই কম বেশী হইয়া থাকে।

জোর খরিদ ও বাঁধি কাজের

ফলাফল।

চাঁদীর দর যদি কম থাকে এবং ব্যাঙ্কের টাকার বেশ সচ্ছলতা থাকে, তাহা হইলে ছত্তির দর ও (ব্যাঙ্ক) কম থাকার দরুন সব ব্যবসাই রীতিমত জোরে চলে এবং ব্যবসা-দারেরাও নানা দ্রব্য বাঁধি কবিতা থাকে, এবং সব জিনিষই একটু টেনে অর্থাৎ ছু পয়সা বেশীতে বিক্রী কবাব চেষ্টা কবে। আবার চাঁদীর দর যদি বেশী থাকে এবং ব্যাঙ্কের টাকার অসচ্ছলতা হয় (ব্যাঙ্ক বেশী হয়) তবে সব ব্যবসাব কেনা বেচা মন্দ হয়ে যায় এবং ব্যবসাদারেরাও বাঁধি কবতে সাহস পায় না।

ছত্তির দর পড়ায় মালের দর চড়া

পড়া।

এইজন্য পৃথিবীর কোন দেশে ছত্তির দর চড়া পড়া করিলে ঐ দেশের সহিত যে সব দেশের মালের আমদানি রপ্তানি আছে, সেই

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

সব দেশে ঐ সব জিনিষের দর চড়া পড়া করিয়া থাকে।

### উদাহরণ।

এক মণ লোহার দাম যখন বিলাতে ১০ শিলিং, তখন যদি হুগুর দর ১ = ১ শিলিং ৮ পেনি অর্থাৎ ১ = ১৬ পেনি হয়, তবে

$$১০ \times ১৬ = ১৬০ \left( \frac{১২০}{১১০} \right) \left( \frac{১২০}{১১০} \right) \text{ পেনি অর্থাৎ বিলাত}$$

তের ১০ শিলিং একমণ লোহার দাম যখন, তখন যদি Exchange rate ১ = ৮ পেনি হয়, তবে ঐ সময়ে ভারতে উহার প্রকৃত দাম ৭০০ টাকা (অবশ্য জাহাজভাড়া, ডিউটী, ইনসিওর পত্রি এবং ব্যবসায়ীর লাভ এতে দর হইবে না।)

কিন্তু এক মণ লোহার দাম যখন বিলাতে ১০ শিলিং, ঐ সময়ে যদি Exchange rate দর ১ = ১ শিলিং ৮ পেনি হয় অর্থাৎ ১ = ১৬ পেনি হয়, তবে

$$১০ \times ১৬ = ১৬০ \left( \frac{১২০}{১১০} \right) \left( \frac{১২০}{১১০} \right)$$

ভাড়া হইলে বিলাতে ১০ শিলিং, ভারতে ৮০ ছয় টাকা মাত্র।

আবার দেখুন, বিলাতে ১০০ একমণ লোহার দাম ১০ শিলিং আর হুগুর দর ১ = ১ = ২ পেনি, বা ১ = ১৪ পেনি অর্থাৎ ১ = ১২ = ১৪) ১২০ (৮ পেনি প্রায় ৮১০ আট টাকা আদ্য আনা হইতেছে। এখন যখন, বিলাতে সেই একই ১০ শিলিং দর থাকা সত্ত্বেও হুগুর দরের কদ বেশীতে ঐ ১০ শিলিং এই দর ভারতে কখন ৭১০ কখন ৭০০ আর কখন ৮০ টাকা মাত্র। ডিউটী, ইনসিওর জাহাজ ভাড়া, কমি কমতা টাকার ব্যয় ও অন্যান্য খরচা এবং ব্যবসায়ের লভ্যাংশ প্রত্যেক বারই ঐ হিসাবের উপর যোগ করিতে হইবে।

হুগুর হার আরও ৩০।৩৫ রকমের

বিভিন্ন বিষয়ে সদা সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে পারিলে তবে চড়া পড়া বোঝা যায়। এহিসাবে হুগুরে ব্যবসায় ক্ষেত্রের ৩০ অংশ বা অনেক সময় ৫০ অংশ পর্য্যন্ত বলা যেতে পারে।

চড়া ও পড়া এই দুইটী ধরাই বড়লোক হওয়ার সর্বাঙ্গীণ কঠিন কাজ।

এই কঠিন বিষয় যদি পাঠকগণ Digest (টিকমত ধারণা) করতে পারেন, তাহা হইলে পরপর বেশী রকম বলবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ রক্ষিত।

## MEDICAL.

### গুর্ভিনী তত্ত্ব।

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

( ডাঃ কার্তিকচন্দ্র দাস মহাশয় লিখিত )

### মাতৃচিত্র।

সন্তানের মনোবৃত্তি ও প্রকৃত মাতার মনোভাবের উপর নির্ভর করে। অনেক শারীর বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় বুদ্ধি দর্শাইয়া বলেন যে, মাতৃচিত্রের সহিত সন্তানের কোন সম্বন্ধ নাই। এই সকল বুদ্ধি শারীর বিজ্ঞান লইয়া তর্ক করিলে অর্থহীন বটে। কিন্তু কাগ্যে দেখা যায় যে, মাতৃচিত্র সন্তানে অঙ্কিত হইয়া ভূমিষ্ট হইবার পর সন্তানে সন্নিবিষ্ট হয়। অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে যে, গর্ভাঙ্গ, অঙ্গুল্যাধিকা, তিলচিহ্ন প্রভৃতি মাতার চিত্তোদ্ভূত; এবং সন্তানের গঠন প্রভৃতিতে অধিকাংশ স্থলেই মাতৃচিত্রের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সাদৃশ্যের কারণ শারীর বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। ইহা মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। মনোবিজ্ঞানের যত উৎকর্ষ সাধন হইবে, ক্রমশঃ ইহার কারণও সপ্রমাণিত হইবে। অনেক পীড়া ও মাতৃ

চিত্তোদ্ভূত। একবার একটা শিশুর হিষ্টিরিয়া বা মুচ্ছারোগ হইয়াছিল। শিশুটি অনেক দিন আমাদের চিকিৎসাধীনে থাকে। নানাপ্রকার ঔষধ সেবনে কোনরূপ উপকার হয় না। পরে কথোপকথনচ্ছলে একদিন প্রকাশ হইল যে, এই শিশু যখন মাতৃগর্ভে ছিল, তখন একদিন তাহার মাতাকে বানরে তাড়া করে। তিনি ভয়ে গৃহ মধ্যে পলায়ন করিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়েন। প্রসবের পর যদিও প্রসূতিব আর এ রোগ দেখা যায় নাই বটে, কিন্তু সন্তান মাঝে মাঝে মুচ্ছা যাইত। এই বৃত্তান্ত শ্রবণে ভয় হইতে রোগোৎপত্তি স্থির করিয়া ততপন্থক হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থা করিলাম। নতুন ব্যবস্থিত ঔষধ সেবন মাত্রেই শিশু আরোগ্য লাভ করিল। রোগ যে মাতৃচিত্রের প্রভাব, তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব সন্তানের সর্বল নীরোগ সন্তান প্রসবের জন্য মাতৃচিত্রবিধি প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। গুর্ভিনীর চিত্র ক্রোধদেবাদিশূন্য নিঃশব্দ, নিক্রোধ ও চিন্তাবর্জিত হওয়া প্রয়োজন। কোন বাতৃগত পীড়ার সম্ভবন থাকিলে গর্ভাবস্থায় প্রসূতিকে ঔষধ সেবন করাইয়া তাহার নিবারণ করা যাইতে পারে।

### গর্ভলক্ষণ ও চিহ্ন।

শরীরের অবস্থানভেদে, মাসকালভেদে, পরকমভেদে, আদ্য প্রভৃতি বা বহুপ্রসূতি ইত্যাদি প্রকার ভেদে, গর্ভ চিহ্নের ও প্রকাশান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। নারী প্রকৃত গর্ভবতী কি না এ বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত অত্যাশঙ্কীয় হইলেও বিশেষ চিন্তার কারণ, পূর্বে বয়সাগণ ইহার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিশেষ পট ছিলেন। এক্ষণে আর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। এক্ষণে এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত চিকিৎসকগণ দ্বারাই হইয়া থাকে। সে

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত ১।০ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।

কালের অশিক্ষিতা বা অর্ধশিক্ষিতা প্রৌঢ়াদের অভিজ্ঞতা এখনকার শিক্ষিতা রমণীগণের অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। তাঁহাদের অভিজ্ঞতা যে কেবল গর্ভলক্ষণ সম্বন্ধে ছিল, তাহা নহে, গর্ভিনীর পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। নানাবিধ মুষ্টিযোগ দ্বারা প্রসূতি ও শিশুদের পীড়ার চিকিৎসা পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন। জীবনভাবস্থলভ লজ্জাবশতঃ হিন্দুরমণীর সকল কথা উপযুক্ত সময়ে পুরুষদের বা চিকিৎসকের কর্ণগোচর হয় না। সুতরাং জীলোকদের মধ্যে সকলেরই কিছু কিছু অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। গর্ভনির্দ্ধারণার্থ নিম্নে কতিপয় লক্ষণ উল্লিখিত হইল।

১। ঋতুবন্ধ—গর্ভসঞ্চারের আদি লক্ষণ ঋতু বন্ধ। যদি নারীর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে, কোনরূপ ঋতুবিপর্যায় না থাকে, অথবা ঠাণ্ডা লাগা, জলে ভিজা কিম্বা অল্প কোন আকস্মিক কারণ বর্তমান না থাকে, যদ্বারা ঋতু বন্ধ থাকিতে পারে এবং দ্বিতীয় তৃতীয় মাস অতীত হইলেও যদি ঋতু দেখা না দেয়, তাহা হইলে গর্ভ সঞ্চার মনে করিতে হইবে। ইহার সহিত যদি গর্ভ লক্ষণাদির অপরগুলিও বর্তমান থাকে, তাহা হইলে গর্ভসঞ্চার সম্বন্ধে সন্দেহহীন হইতে হইবে।

যদিও ঋতু বন্ধ অন্তঃস্বস্তার সর্বপ্রথম লক্ষণ, তত্রাচ জানিয়া রাখা উচিত যে অন্তঃস্বস্তা না হইয়া অত্যাশ্চর্য কারণেও ঋতুবন্ধ হইতে পারে। যথা পার্শ্বতা বায়ু সেবন, আহার বিহারাদি অভ্যাস নিত্যক্রিয়ার ব্যতিক্রম, মদ্য যাত্রা ইত্যাদি। আবার আশু ঋতুর পূর্বে, কিম্বা প্রসবের পর শিশুপালন বন্ধ ঋতুর পুনরাবির্ভাবের পূর্বে গর্ভসঞ্চার হইতে পারে। কোন কোন পীড়াতেও ঋতু বন্ধ থাকিতে পারে, এবং উহার পুনরাবির্ভাবের পূর্বেও গর্ভসঞ্চার হইতে পারে।

সুতরাং যদিও ঋতুবন্ধ গর্ভসঞ্চারের আদি ও প্রধানলক্ষণ, তত্রাচ ইহাকে গর্ভের স্থির পরিচায়ক মনে করিতে পারা যায় না।

(ক্রমশঃ।)

### পত্রাদি।

মাননীয় “কাজের লোক” সম্পাদক

মহাশয় সমীপে।

নিম্নলিখিত কয়েকটি জিনিষ কেমন করিয়া সহজে প্রস্তুত করিতে পারা যায় ও কোথায় পাওয়া যায়, অতুগ্রহ করিয়া বিস্তারিত ভাবে তাহার ফরমুলা “কাজের লোকে” প্রকাশ করিলে বাঞ্ছিত হইবে।

বশব্দ—

শ্রীমুরেশচন্দ্র সিংহ।

(গ্রাহক)

১। বর্তমানে যে সকল উৎকৃষ্ট ব্ল্যাক বড়ীকালী ৮০। ৮০/১০ আনা গ্রোস বিক্রি হইতেছে, তাহা কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে পারিব?

উত্তর। ব্ল্যাক বা গ্রীণ আনিলাইলে গদ নিশাইয়া বড়ী পাকাইয়া বড়ী প্রস্তুত করা হয়। এখন ইহার দান অত্যন্ত বাড়িয়াছে।

২। কেমন করিয়া সহজে ব্ল্যাক ও ব্ল্যাক বোতলের কালী প্রস্তুত করিতে পারিব। লোকমুখে শুনিতে পাই, বোম্বে ও কলিকাতায়, ইউরোপ হইতে ডিবাতে এক প্রকার কালীর পাউডার আসিয়া থাকে। সেই পাউডার গরম জলে মিশ্রিত করিয়া কলিকাতায় অনেকই বিক্রি করিয়া থাকে এবং এক ডিবাতে দুই ডজন উৎকৃষ্ট বোতলকালী হইয়া থাকে। অতএব মহাশয় অতুগ্রহ করিয়া ব্ল্যাক বা ব্ল্যাক পাউডার কোথায় পাওয়া যায়, তাহা জানাইবেন।

উত্তর। হাঁ, তাহাই এনিলাইন রং,

কলিকাতা খোঁড়াপটীতে একটা মাড়োয়ারীর দোকানে পাওয়া যায়।

৩। কেমন করিয়া অল্প ব্যয়ে সহজে কতক গুলি অয়েল মিশ্রিত করিয়া স্মগলী তৈলের নির্ঘাস অর্থাৎ কয়েক ফোঁটা ঘরাই যেন অন্ততঃ এক বোতল স্মগলি তৈল প্রস্তুত করিতে পারি। এইরূপ নির্ঘাস প্রস্তুত প্রণালী জানাইবেন।

উত্তর। ইতি পূর্বে—“কাজের লোকে” বহুতর পদ্ধতি বাহির হইয়াছে, “কাজের লোকে” পুস্তকন খণ্ড গুলিতে পাইবেন।

৪। কেমন করিয়া অল্প খরচে উৎকৃষ্ট মহাস্মগলি তৈল প্রস্তুত করিতে পারিব তাহা জানাইবেন।

উত্তর। ঐ। পুস্তকন “কাজের লোকে” পাইবেন।

তৈলকে বিফটিন করিয়া “হেকোর” এসেন্স মিশাইলেই সৌরভময় তৈল হইবে। কলিকাতা বটকুটে পালের দোকানে ঐ সকল এসেন্স পাওয়া যাইতে পারে।

## রথের গান।

কলিকাতায় রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বৎসরই বহু সঙ্গীত সম্প্রদায় কর্তৃক রথের গান গীত হইয়া থাকে। আমরা বহুবাজারের দুইটা বালক সম্প্রদায়ের কয়েকটি সঙ্গীত পাঠক গণকে উপহার দিলাম। বালকগণ রাখাল বালক বেশে চরণে মৃদু দিয়া যখন কোমল বালকণ্ঠে আকাশ নিনাদিত মধুর সুরে গান করিয়া নৃত্য করিয়া থাকে তখন, দর্শক এবং শ্রোতাগণ একেবারে বিমোহিত হইয়া যান। ইহা চক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস উপায় নাই।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

## পুনর্জন্ম উপলক্ষে— লীলা-গীতি।

২২শে আষাঢ় সোমবার সন ১৩২৬ সাল।

### আবাহন।

#### কীর্তন মিশ্রিত—তাল ফেরতা।

কাদাইয়া ব্রজবাসী বসি সিংহাসনে।  
কেশব কেমনে আছ প্রকল্পিত মনে ॥  
জান নাকি তোমাছাড়া মোদের জীবনে।  
নাহি অস্ত্র কোন সাধ শরনে স্থপনে ॥  
বিরহে ব্যাকুল, সমূহ গোকুল, আঁখি-সলিলে  
দীনমনে।  
নিশিদিন ভাসিছে হাহাকাৰে  
পূরিছে যাপিছে রোদনে।  
যমুনা-তীর কানন নন্দির একই নিনাদে  
স্বপনে।  
পূরিত নিরন্তর, প্রতিধ্বনি সমীর, বহে স্তম্ভের  
নানাস্থানে,  
হায় হায় বুক ফেটে যায়, কত আর বলব  
তোমায়,  
কীৰ্ত্তি ভাল রাখ লে হরি গৃহে এবার  
রুগতময়।  
ক'রে চুরি সাধুগিরি পাটবে কি আর এখন  
ভাই,  
পায়ে ঠেলে, সব রাখালে, দবার নামে দিলে  
ছাই।  
গোষ্ঠে ধেমুগণ, করি বিচরণ, যেন কাৰে করে  
অধ্বন,  
শত আকর্ষণে ফিরিতে না যায়, কিছুতে না  
হয় তৃপ্তমন,  
ফিরে ফিরে চায়, যেন কি হারায়, হাথারব  
করে কখন,  
ভাবায় বঞ্চিত ভাই অপারগ বলিতে নিজ  
বেদন।

( হা গোপাল গোপাল হবে )  
ছুটে চারিধারে, যশোদা কাতরে, জানেনা কে  
ভনিবে।

কত আছাড়িয়া, পড়ে ভূমিতলে, বলে এ প্রাণ  
কি যাবে ॥

নন্দ ব্রজময় ভ্রমিয়া বেড়ায়,  
পাগলের প্রায়, বাহারে পায়, সুধায় তায়  
কোথায় মোর গোপাল আছে গো।  
হারায় নিজ চেতনে, রাধা প'ড়ে ধরাসনে,  
দেখতে যদি সাধ থাকে এস পুনঃ বৃন্দাবনে ॥

শ্রীচরণাশ্রিত দীনহীন সেবক,—  
শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাস।  
বাগ্ধারান অকুর লেন, ওয়েলিংটন ষ্ট্রট,  
কলিকাতা।

শিক্ষক— ম্যানেজার—  
শ্রীবিষ্ণুচরণ হাজরা। শ্রীপঞ্চানন ঘোষ।  
সেক্রেটারী—শ্রীগোবিন্দলাল বসাক।

### শাঁখারি টোলা বালক সম্প্রদায় কর্তৃক বালক সঙ্গীত। কীর্তনাদ।

পুনরথে প্রাণসখা লয়ে যাব তোরে আজ।  
বড় আশে তব পাশে এসেছি রাখাল বাজ ॥  
দরি পায় রাখ কথা বুঝে অস্তুর ব্যথা,  
শান্তি রাও শান্তি দাতা হেন না বৃকেতে বাজ ॥  
( তোনারে ) সাজিয়ে লইয়া যাব আজ  
এনেছি মোহন চড়া কোচান রঞ্জন ধড়া,  
বন ফুলে গাথা মালা, রাখালের সাজ ॥  
এস এস গ্রাম, এস গুণধাম,  
রাখ মিনতি এস হে সাথে।  
কি ছার অসার, রাজ সিংহাসন,  
হৃদয় আসন দিব হে পেতে ॥

রাজার দণ্ড, ধরেছ কানাই,  
ছেড়ে দেছ তব মোহন বাণী।  
হে নব ভূপাল, আমরা রাখাল  
বাণীর রব বড় ভালবাসি ॥  
বাজা বেহু, প্রাণ কান্ত, হোক মন উচাটন।  
যত জালা, দেছ কালা, ভুলে যাই কিছুক্ষণ ॥  
তোমার দ্বারি, নিষ্ঠুর ভারি, কহিয়াছে কুবচন।  
হাসি মুখে, এস বৃকে, ওহে ব্রজের জীবন ॥  
গোকুলের কথা, কি আর কানাই  
কহিব তোমার কাছে।  
চল, চল, চল, দেখিতে সেথায়,  
কি ভাবে সবাই আছে ॥  
বশ্মমতি না অতি দীনা  
কাদে পড়ি ভূনে চেতনা বিহীনা  
কাদি হারালো নয়ন জনক তব,  
কান্ন তোমার শোকে।  
হাহাকার উঠে চারিদিকে  
বিয়োগ বিধুরা, গোপের বধুরা,  
যমুনা জলে নাহি যায়।  
( কুঞ্জ ) বাজেনাকো বাণী, উঠে নাকো হাসি  
সবে করে হায় হায় ॥  
আছে পথ চাহি, রাই প্রেমময়ী,  
দুলি কুল মান লাজ।  
গাহাবে তুমিতে, হাসিতে হাসিতে,  
লয়ে যাব তোরে আজ ॥

( ওহে ধংশী বদন ) ( ওহে ব্রজের জীবন )  
রচয়িতা—শ্রীযোজীয চন্দ্র বিশ্বাস।  
ম্যানেজার—শ্রীজহর লাল পণ্ডিত  
১৪ নং শাঁখারী টোলা লেন।

### মুক্তিযোগ।

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )  
১৩। গুলঞ্চ, আমলা ও মুখা এই তিন  
দ্রব্যগুলির কাথ প্রস্তুত ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া  
পান করিলে, দুই দিন অস্তুর যে জ্বর, তাহা  
বিনষ্ট হয়।

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত ১।০ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।

১৪। চিরেতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন ও গুঠি মিলিত ২ তোলা, জল অর্ধসের, শেষ অর্ধ পোয়া, মধু প্রক্ষেপে ইহা পানে একদিন অন্তর যে জর তাহা বিনষ্ট হয়।

১৫। যাহাদের কোষ্ঠবদ্ধ রোগ বহুকালের হইয়া গিয়াছে, অথচ জোলাপ দীর্ঘদিন ব্যবহার ভাল নয়, তাহাদের প্রধান ঔষধ ইসবগুল। অতি প্রত্যয়ে উঠিয়াই একটা বড় কাচের বাটিতে আধ বাটির উপর জল নইয়া উহাতে নিজ হস্তের দুই মুঠা ইসবগুল ফেলিয়া দিবেন। ঐ ইসবগুল ১০ মিনিট ভিজিলে হস্ত দিয়া উহা যে জলে ভিজান আছে, ঐ জলের সহিত মিশাইয়া লইবেন। ইসবগুলও জলে মিশিয়া যেন পাতলা করা হয়, বৃক্কথকে না হয়। বৃক্কথকে হইলে উহাতে আবার জল দিয়া পাতলা করিয়া লইতে হইবে। পরে মিছরীর সহিত ঐ ইসবগুল পান করিবেন। প্রথম প্রথম উহা ভাল লাগিবে না, কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধের যত্নরূপে করিয়া উহা খাইতে ভাল না লাগিলেও পান করিবেন। যিনি ধৈর্যের সহিত উহা পান করিবেন, তাহার কোষ্ঠবদ্ধ আরোগ্য হইয়া যাইবে। উক্ত ইসবগুল খাইবার ৩ ঘণ্টার পরে যাহা আহার করিতে ইচ্ছা হয় করিবেন। ইসবগুল খাইয়াই কিছু আহার করিলে কোন গুণই হইবে না। কোষ্ঠবদ্ধ রোগীরা যদি চিরকাল ইসবগুল পান করেন, তাহাতে কোন অপকার হইবে না।

## নানা কথা ।

### কথাবার্তার কায়দা ।

কি করিয়া কথাবার্তা কহিতে হয়, সে সম্বন্ধে একজন নিদেশী-লেখক গুটিকতক সার কথা বলিয়াছেন। কথাগুলি এদেশেও

অনেকের কাজে লাগিবে ভাবিয়া আমরা এখানে তুলিয়া দিলাম।

### কথাবার্তায় অকর্তব্য ।

১। শ্রান্ত ও বিশ্রাম-প্রয়াসী লোকের সঙ্গে কথা কহিতে চেষ্টা করিও না। পাঠে বা কর্মে রত লোকের সঙ্গে কথা কহিও না।

২। নিজে যখন বিষয় ও অবসাদগ্রস্ত থাকিবে, তখন কোন প্রসঙ্গ তুলিও না— কেননা, সে সময়ে তোমার কথাবার্তাতেও রস-কন্ধ্য পাওয়া যাইবে না।

৩। চুপচাপ থাকিলে বন্ধুরা তোমাকে অরসিক ভাবিবে, এমন ভয় করিও না। সোকে আলোচন করার চেয়ে অবসিক হওয়া ভালো।

৪। তোমার চেয়ে শক্তিশালী কোন কথক আসরে থাকিলে, তুমি ভয়ে পিছাইয়া পড়িও না। তাহার কথাতেও তুমি যে মন-যোগ দিয়াছ, তাহা দেখাইবে এবং নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার আসল বক্তব্য বাহির করিয়া লইবে।

### শ্রোতা নির্বাচন ।

১। তোমার কথা যাহার পছন্দ হয়, এমন লোকের সঙ্গেই কথাবার্তা কহিও।

২। পুরুষের পক্ষে স্ত্রী শ্রোতা এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষ শ্রোতাই শ্রেষ্ঠ। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। একজন পুরুষের মতামত, অল্প পুরুষের কাছে নিতান্ত সাধারণ ও চিন্তাকর্ষক বলিয়া বোধ হইবে।

৩। সম-ব্যবসায়ী লোকের সঙ্গে তোমার কাজের কথা কহিও না। কিন্তু যে অল্প কাজের কাজী, তার কাছে তোমার কাজের কথা বেশ মনের মতই হইতে পারে।

যে ছিল ঘৃণ্য, সে হ'ল দেশমান্য।

এদেশে বাহারা নিম্নশ্রেণীর লোক, সাধু-

রগতঃ তাহাদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব দেখা যায়। অথচ ইউরোপ ও আমেরিকার প্রতিমাসেই কত লোক যে সামান্য অবস্থা হইতে অসামান্য উন্নতির শিখরে গিয়া উঠিতেছে, তাহার আর সংখ্যা হয় না।

বিলাতের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন যিনি ইটালীয় ভাষার অধ্যাপক, তাহার নাম মিঃ টমাস ওকে। ইটালীয় ভাষা এবং শিল্প-রত্নাবলী সম্বন্ধে পৃথিবীতে এখন যে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত আছেন, মিঃ টমাস ওকে তাহাদেরই মধ্যে প্রধান একজন। এ সম্বন্ধে তাহার কথা চূড়ান্ত কথা। কিন্তু অধুনা-বিখ্যাত এই মহা পণ্ডিতটি প্রথম-জীবনে একজন নিম্নতম শ্রেণীর লোক ছিলেন,—ঝুড়ী-ওয়ারার কাজ করিয়া তিনি আপনার পেট চালাইতেন।

আল্যাণ্ডে গ্রাণউড বালক-বয়সে কাব-খানার কুলী-মজুরীর কাজ করিতেন। অল্পে অল্পে কিছু টাকা জমাইয়া, এই হীন কাজ ছাড়িয়া, তিনি লণ্ডন সহরে আসিয়া হাজির হন। সেখানে কিছুকাল জ্ঞান-চর্চার ফলে, নিজের ঐকান্তিক যত্নে শ্রমে অবশেষে তিনি কলাবিদ্যায় একটা উচ্চশ্রেণীর বৃত্তিলাভ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

কোথ জের 'সিনিয়র ব্যাংলার' মিঃ আব, এস এডিংটনও প্রথম-জীবনে অমনি এক মগণ্য অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাহার মধ্যেও ভবিষ্যতের উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব ছিল না। 'সমরসেট কাউন্টি কাউন্সিল স্কলারশিপ' লাভ করিয়া তিনি কলেজে চুকিবার জন্ত টাকার যোগাড় করেন। পরে কলেজ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে চুকিয়া অবশেষে তিনি 'সিনিয়র ব্যাংলার' হইয়া দাঁড়ান। হিন্দুস্থান।

বায়ু-পরিবর্তনের অনাবশ্যকতা।

অনেকের ধারণা যে, জল বায়ু পরিবর্তন

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

করিলেই রোগ সারিয়া যায়, কিন্তু তাহা ঠিক নয়। বরং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব-দিগের নিকট হইতে রোগীকে বিদেশে লইয়া গেলে অনেক সময় বিপরীত ফল ফলে। ক্রম অবস্থান মনে ফুটিল প্রয়োজন; আত্মীয়-বন্ধুর বিরহ রোগীকে ক্রিষ্ট করিলে তাহার দেহ ও মনের অবস্থা খারাপ হয় ও সে শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রোগীর পক্ষে বহুদূরব্যাপী রেলপথে ভ্রমণও কষ্টজনক। আজকাল দেওবর, মধুপুর, জগন্নাথ, শিমুলতলা প্রভৃতি স্থানে বহু রোগীকে বায়ু-পরিবর্তনে জন্ম লইয়া যাওয়া হয়, এমন কি পুরীর সমুদ্র-তীরে তাহাদের রাখিয়া Ozone inhale করানও হয়। কয়জন তাঁহাদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন? ফিলাডেলফিয়ার হেনরি রাইপস্ ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর ডাক্তার লরেন্স ফ্রিক বলেন—“নন্দা যে কোনস্থানেই ভাল হইতে পারে।” বিগুন্ধ বায়ুসেবন, পরিমিত আহার, সুনিয়ম ও রোগপ্রতিকালে নির্দিষ্ট বিশ্রাম ও ব্যায়াম রোগীর পক্ষে প্রয়োজন। যাহাদেব ঐ সকল সুবিধা নাভীতেই হয়, তাহাদের আর বিদেশ বা সানিটেরিয়ম্ স্বাস্থ্য-নিবাসে যাইতে হয় না।

ভারতী।

পাটের দাম।—গত মঙ্গলবার পুরাতন পাট ৫।।০ হইতে ১৬।০ দরে ও নূতন পাট ১১।/৫ হইতে ১৫।/৫ দরে বিক্রয় হইয়াছে।

জর্মন সম্রাটের শাস্তি।—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, জাপান ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ

আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভূতপূর্ব জর্মন সম্রাটের বিচারক পদে নিযুক্ত হইবেন। বিচারকগণ সম্রাটকে ফাঁসী বা কারাদণ্ড দিবেন না কিন্তু তাঁহাকে অধর্ম যুদ্ধের জন্ত তিরস্কার করিয়া জর্মন সিংহাসন হইতে চির দিনের জন্ত তাঁহাকে ও তাঁহার বংশকে বঞ্চিত করিবেন এবং কোন নির্দিষ্ট স্থানে জীবন কাটাইতে বাধ্য করিবেন।

লণ্ডন নগরে তাঁহার বিচার হইবে। বিচার কালে সম্রাটকে লণ্ডন টাওয়ারে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে।

কাগজের মণ্ড।—কাগজের মণ্ড তৈয়ার জন্ত সেলুলস নামক এক পদার্থের দরকার হয়। উহা বাঁশে ও নানাপ্রকার বাসের মধ্যে থাকে। এই মণ্ড তৈয়ার করিবার জন্ত যে সরকারী কর্মচারী আছেন, তিনি সংগ্রহিত কলিকাতায় চিত্রশালিকায় এক বক্তৃতায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ব্রহ্মদেশ, বাঙ্গলা, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে ৪০৫,০০০,০০০ মণ সেলুলস উৎপন্ন হইতে পারে। এখন সমগ্র পৃথিবীর কাগজের জন্ত ২৭০,০০০,০০০ মণ মাত্র সেলুলস দরকার। সমস্ত পৃথিবীর প্রয়োজন পূরণের ক্ষমতা ভারতবর্ষের আছে, কিন্তু এখনও সেই ভারতবর্ষের এমন আয়ুপ্রভায় জাগিয়া উঠে নাই যে, সে কাগজের জন্ত পরমুখাপেক্ষী না হইয়াও পারে। ভারতে কাগজ নির্মাণের উপাদান আছে, অথচ ভারতে কাগজ নির্মিত হইতেছে না, ইহার জন্ত কি গবর্ণমেন্ট দায়ী নহেন?

## আপনি কি

পুরাতন হারারোগ্য রোগে ভুগিতেছেন? যদি অজ্ঞাত চিকিৎসার বিফল মনোরথ হইয়া থাকেন, তবে একবার ডাক্তার, সি দাসের মাইক্রোপ্যাথি নামক নূতন চিকিৎসা দ্বারা চিকিৎসিত হউন। ইনি ২৫ বৎসর গবেষণার ও বহুদর্শিতার ফলে হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদ সম্মিলিত করিয়া এই নূতন ঔষধাবলী আবিষ্কার করিয়াছেন। ঠিকানা—১৯নং মদন বড়ালের লেন (২৪নং ওয়েলিংটনস্ট্রীটের পার্শ্বের গলি), কলিকাতা।

মফঃস্বলের রোগীর সবিশেষ রোগ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে সমস্ত ব্যবস্থা ও ঔষধ ভিঃ পিতে পাঠান হয়।

## বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ইংরাজী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাগ্রন্থ সমূহ আমরা যথাযোগ্য মূল্যে ক্রয় করিব। হকারদিগকে বিক্রয় করা অপেক্ষা আমাদের নিকট বিক্রয় করায় আপনার সুবিধাই হইবে। যদি বিক্রয়ার্থ আপনার কোন পুস্তক থাকে, দয়া করিয়া পুস্তকের নাম, গ্রন্থকারের নাম, পুস্তকের বর্তমান অবস্থা, কত মূল্য চাহেন ইত্যাদি আমাদের জানাইয়া বারিত করিবেন।

ম্যানেজার  
“কাজের লোক”

২নং রাজেন্দ্রদত্তের লেন, বহুবাজার  
কলিকাতা।

## কাজের লোক আফিস।

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫এ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সন্ন্যাসী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

কাজের লোক, কলিকাতা।



## জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়,

গুণে অদ্বিতীয়,

নিরানন্দের আনন্দকর।

সংবেদনশীল ব্যাপী নিরানন্দের পর আনন্দময়ীর শুভাগমন হইবে। সাগরীয়  
কুটারবানী হইতে বুকুটপাখী স্নানার্থীরা পশ্চাৎ সকলেই সেই শুভদিনের  
প্রতীক্ষা করিতেছেন। বাহার যেরূপ সাধ্য তিনি সেইরূপ আনন্দের আয়ো-  
জন করিতেছেন। জবাকুসুম তৈল সকলেরই আনন্দময়ক। উৎসবের দিনে



জবাকুসুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অসুখানি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক শিশির মূল্য ১/- এক টাকা। ডাকমাণ্ডল ১০ আনা। ভিঃ পিতে ১১/- আনা। ডজন (১২ শিশি) ৮৫০ আনা।

## সুরবলী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক সালসা।

দ্রবিত বিষ জন্য বাহ্যিকের রক্ত খারাপ হইয়াছে, শরীরে নানা প্রকার ত্রুণ বা ক্ষতের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া উক্ত সমাজে শিশিবার অসুখ হইয়াছে, শরীরের কান্তি ও পুষ্টি হইয়াছে তাহার। সুরবলী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবলী কষায় সেবন কালে বিশেষ  
কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবলী কষায় সেবনে সুখার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১১/- টাকা। ভিঃ পিতে ২/- আনা। ৩ শিশি ৩৫/- টাকা। ভিঃ পিতে ৯৫/- আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২২ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, - কলিকাতা।

## খোকসিনা

অদ্বিতীয় বৈদ্যাতিক বেদনানাশক মালিস

\* \* \* \* \*  
যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক  
“খোকসিনা” ২৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিহীন হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা,  
পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য হুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান  
করিবে।

## কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্বাস্থ্য কলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে অলৌকিক বর্ণাবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে  
উপকার করে। এত আশু কলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী  
আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য - এক শিশি ৫০ পয়সা আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য  
হইবে। প্যাকিং ভিঃপি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চাটার্জী এণ্ড সন্স

খোকসিনা কার্যালয় এবং

ফৌর-গলসী, জেলা বর্ধমান।



শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য

অটুট রাখিতে

## ‘অস্থান’ অদ্বিতীয়

অস্থান স্মৃতিশক্তির হ্রাস, মাথাঘোরা, কার্যে অমনোযোগিতা, অস্থান

হিস্টিরিয়া, লক্ষ্যপ্রকার মানসিক বিকার, রক্তাৱতা,

অকাল-পকতা, শুক্রতারলা, পুরুষত্ব-হানি, কাশ, কফ-

রোগ, বাত, ডায়াবিটিস বা বহুমূত্র, অগ্নিমান্দ্য, অকীর্ণ

অস্থান অস্মরোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা, প্রভৃতি রোগে অস্বাৰ্থ। সেহে অস্থান

অতিরিক্ত মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম জনিত

দৌৰ্দ্ধৰ্ম্য দূর হয়, যেহেতু নববলের সকার হয়। বহুকাল

রোগভোগে ক্ষীণ ও অকৰ্ম্মণ্য ব্যক্তিও স্বাস্থ্য সামৰ্থ্য

অস্থান ফিরিয়া পাইবেন, অস্বাভু ও ক্ষতিকর। দাম অস্থান

এক টাকান’ আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড  
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়াকম্‌ লিমিটেড  
কলিকাতা

# কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

ঐহরিণ চক্রবর্তী প্রকাশিত।

মূল ১০ ডাকমাণ্ডলাদি বস্ত্র।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। যেরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। মূল্য ১০০ কাপি যাত্রা আছে, পত্র পাঠ লিখুন।

সিক্রেট অফ্‌ এ নিউ ট্রেড।

“কাজের লোক” সম্পাদক প্রণীত। কেমন করিয়া অল্প সুতিতে যেরে বসিয়া অত্যন্ত কাজ ও চাকুরী থাকা বড়ো উপার্জন করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাই আঁচে, আরও অনেক গুণ রহস্য আছে বাহা কেহ কাহা-কেও শিক্ষার নাপ। পুস্তক আর নাই, পুনরায় ছাপা হইতেছে।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাজীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনারাসসাধ্য উপায় সমূহ বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ২০ টাকান্তি: পি বস্ত্র, কাপড়ে বানান, পরিষ্কার পক্ষরে, বিলাতে প্রকাশিত। যুদ্ধের বড় মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের কল্পি সন্ধিও অতি অনারাস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক প্রকাশিত পত্র ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কোটুলনাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আশঙ্ক্য নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অচাণ করিবেন, পকেট সাইজ, ক্লিসকাপ ১৬ পোজ সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ১০০ আনা। ডি, পি বস্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPES

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২০ যুদ্ধের জন্ত মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তককে ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কন্সটারী নাই যে, সর্বদাই এই কাষে উপস্থিত থাকিতে পারে টাক পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যব সমানই, অধিকন্তু ডাকে লহলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। বাহা আমাদের নাই, তেমন পুস্তকও জড়ার করিলে সংগ্রহ,

করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন শেলও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্ধোবন্ধের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, “কাজের লোক আফিস” এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,

১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রের লেন,

কলিকাতা, কলিকাতা।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ বড় মূল্যবান—অমূল্য বস্তুরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চকুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য নামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চকুরকে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নিদোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেন্ডের প্রস্তুত হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাঁচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চকুরের রক্ষার যথার্থ সানগ্রী। আমরা চকু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাটয়াছি। চকুরের বিবরণ ভাষাভিগকে যেন এরবার ভিত্তি অবশ্য জানান হয়। পায় ৩০ বস্ত্রের বস্ত্র-শিল্পীও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যাবস্থাসূত্র চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই দে, মল্লিক এও কোং, ২ নং লালবাড়ার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

চিকিৎসা প্রকাশ।

বাসালা ভাষায় সুযোগা চিকিৎসকগণের দ্বারা পরিচালিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র মঙ্গলগণের প্রত্যেক পল্লী চিকিৎসকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য। বার্ষিক মূল্য মডাক ২০ মাত্র।

ডা: ডি, এন্, হালদার,

কার্যধ্যক্ষ,

পো: আশুপেড়িয়া জেলা নদীয়া,

কাজের লোক, কলিকাতা।

## ব্রত বিজয়

বা. যৌবন রক্ষক। ক্রিয়া, আয়ুধিক, দীর্ঘজীবা,  
অকৃত্যবল্য, স্বপ্নসিঁদুর নিবারণক এবং কাম  
পুষ্টি স্থিতি বল বীৰ্য্য মেদা ও অগ্নিবদ্ধক।  
মূল্য এক শিশি ১০ পিকা। মাংসাদি  
বর্জ্য।

### প্রমোহ ধ্বস্তরী

এক দিন ব্যবহারে যন্ত্রণার শাস্তি এবং  
সপ্তাহ কাশেট আরোগ্যলাভ। এই ঔষধ  
সেবনে প্রস্রাবকাশীন দারুণ যথো, প্রস্রাবসহ  
সম্পূর্ণশোণিতকরন যেত বা হরিণা বনের  
স্রাব, কাপড়ে লাগ লাগ, মূত্রোদীভিত ক্রান্ত ও  
বৃদ্ধনা অত্যন্ত প্রসার নিযত প্রস্রাবের বেগ  
তৎকাল বিলুপ্তি প্রস্রাব ত্যাগ ও শিরঃ  
ধূননাদি উপসর্গ সকল প্রশমিত হয়। প্রদর  
প্রভৃতি দীর্ঘ ব্যাধিও অত্যন্ত সহজ দূরীভূত হয়।  
মূল্য ১০ টাকা, মাংসক পুস্তক।

### খাঁচী পদ্মধু

সর্বপ্রকার বন্য রোগের মহোষধ, মূল্য  
প্রতি কুম ১ টাকা।

বিনামূল্যে ১০০০ পত্রিকা প্রদান। বিনামূল্যে  
পত্রিকা-পুস্তক সম্বন্ধে কলিকাতা কলিকাতা

বিশুদ্ধ ঔষধজ্য ডাক্তার,

১০০ নং বোম্বে স্ট্রীট, কলিকাতা।

## হোমিওপ্যাথিক টাইকয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রোগের চরিত্র নমুনা সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক,  
চিকিৎসক এবং সাধারণজনেদের দ্বারা কৃপায়ী প্রশংসিত। মূল ১০ আনা মাত্র।

১৭ নং অক্টোবর দস্তুর লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্য।

## সূর্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৯ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (মুর্গীছাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্থূল পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও  
ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তদ্বিধা নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব,  
মানচিত্র, রামায়ণ, মহাভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট  
পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও বালকসকলকে আমরা পাঠ্যকারী হবার কনিষ্টম দিয়া  
থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও কনিষ্টম দিতে প্রস্তুত। পাঠ্য লিখিলে  
পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাইমন যায়। নাম ও ঠিকানা  
স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

আমরা এদেশে খুব সস্তা নয় !

কাজের লোক

তাই একটি পরসাদে অপব্যয় করেন না।

এক কোণের হাটার ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' বায়, কিন্তু সাবলান রোগী অর্ধের ও বেহের অপব্যবহার নিষারণার্থ ঠিক ঔষধটাই খেলে, ঠিকই ক্রিয়েন। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামকা বা' তা' কেনার খরচও ধাঁচে।  
সর্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে

**হিলিং বাস**

একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, যাহাতে আয়াম হয়, কিন্তু হিলিং বাসের বিশেষত্ব (১) প্রতি মাত্রায় ফল (২) ১৫ দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বহু বহু ডাক্তারের প্রমাণবাদের মধ্যেই আছে—অধ্য পত্র লিখে এই বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ২৪০, ছোট (অর্ধেক) ১২০।

আর, লগিন এও কোং—মানুস্ক্যাক্চারিং কেমিস্টন্স,

১৪৮ নং বহুবাজার স্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—“হিলিং” কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৬১৫, কলিকাতা।

“কাজের লোকে” বিজ্ঞাপনের হার।

- ১। কতাবি চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লহতে পারি না। পর লিখিয়া জানিতে হয়।
- ২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১২ টাকা দরা হয়। সং ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার :

৩ মাসের জন্য		৬ মাসের জন্য		১২ মাসের জন্য	
১ পৃষ্ঠা	৮ টাকা প্রতি মাসে	১ টাকা প্রতি মাসে		৬ টাকা প্রতি মাসে	
১	৫	৪		৩০	
২	৩	৩		২০	
৩	৩	২		২০	
৪	১৫	১৫		১০	

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিপিতে জানিহিব।

কার্যাব্যক্ষ

“কাজের লোকে”।

১৭ নং অক্টোবর দস্তের লেন, বহুবাজার, কলি কাতা



“কেন না” — এই তুচ্ছ-ভারসা হইতে, মাথাঘোরা, অকৃশা, অনিশ্রা, অসীর্ণতা মুহুর্ত  
প্রভৃতি উপস্থিত হয়। যৌবনের পূর্ণ-শক্তির পরিচীনে এই তুচ্ছ-বিকারে বলিষ্ঠ যুবকে অক্ষমতা ও অপদার্য করিয়া তোলে।  
অনিয়া রাপিনেন — উল্লিখিত সমস্ত উপসর্গ দূর করিয়া পূর্ণ-সাহা লাগণা ও কাঙ্ক্ষি কিরাইয়া আনিতে, আমাধেয় ধাতু  
ঘটিত মহোদর একমাত্র প্রতিবন্ধক রসায়নই সমর্থ।

১৮।১ ও ১৯ নং সোয়ার চিংপুর বোর্ড, কলিকতা।

বাগান এবং শস্যক্ষেত্রের উন্নতির জন্য

ନାହିଁତେଣୁ ତାଙ୍କ ସୋତା ଅଧ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ ।

৬। Improvement of agriculture in India (ভারতে কৃষির উন্নতি)।

ডাঃ দেবজিৎ

চলিয়ান নাইটোট কমিটি

১ নং রয়াল একমুচেষ্ট প্রেরণ, কলিকাতা ।

THE

# BUSINESSMAN

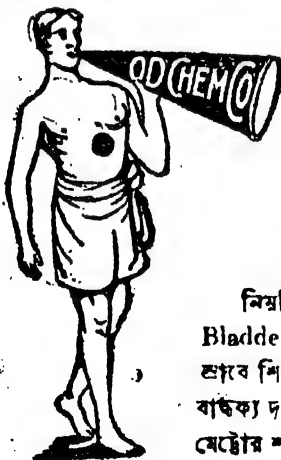
কাজেরলোক

১৩শ বর্ষ,  
৮ম সংখ্যা।

New Series,  
August 1919.

মৃত্যু সংস্করণ।  
আগস্ট ১৯১৯।

Vol. XIII.  
No 8.



## শানমেটো। SANMETTO.

শ্রী পুরুষ ও বালক বালিকাগণের মূত্র এবং অননবস্থের যাবতীয় পীড়া নিবারক  
সর্বশ্রেষ্ঠ বলকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেটোট ব্যবস্থা করেন। মূত্রবস্তুর (Kidney and Bladder) যাবতীয় পীড়ার প্রত্যাবর্তনে ভীষণ যন্ত্রনার বন্ধ মিশ্রিত প্রত্যাব বা অন্যবিধ শ্রমে শিশু ও বালকগণের শয্যা মুতে মায়বিক, মায়িক বা মেহঘটিত যে কোন পীড়ার অকাল বার্তা দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও মূত্রন বস্তুর বলবিধান করিতে শানমেটোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আমি যে কোন মেসার জিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নির্ভীক ব্যবহার্য। এমি গুহেই শানমেটো থাকে উচিত প্রত্যেক শিশুর সহিত ব্যবস্থাপন থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ০.৮০ সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। আমরাই শানমেটোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকেট উপরে দেখিয়া লইবেন।  
অড চেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক, ইউ. এস. এ।  
O. CHEM. CO., 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A

কাজেরলোক আদিত, ১২ নং বামেন্দ্র রাস্তার ধেন, বহুবাজার, কলিকাতা।





কামের লোক, কলিকাতা।

ম্যালেসিয়া জ্বরের  
মহাবিধ।

# জারমলীন

মঙ্গলপ্রকার জ্বরের  
মহাবিধ।

মূল্য ১০ আনা, ডজন ৫ টাকা।

জ্বরের বিজ্ঞের সেনান করা চলে।

## একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।

জারমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ!

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আর, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

## THE London Directory

(Published Annually)

enables traders throughout the World to communicate direct with English

**MANUFACTURERS & DEALERS**

in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and Suburbs, it contains lists of

**EXPORT MERCHANTS**

with the goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply; also

**PROVINCIAL TRADE NOTICES**

of leading Manufacturers, Merchants, etc., in the principal Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom.

Business Cards of Merchants and Dealers seeking

**BRITISH AGENCIES**

can now be printed under each trade in which they are interested at a cost of £1 for each trade heading. Larger advertisements from £3 to £12.

A copy of the directory will be sent by post on receipt of postal orders for £1 10-0.

**THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,**  
25, Abchurch Lane, London, E. C. 4.

## কমলা মধু।

ব্রিট্র দেশীয় কমলা বাগানের মোটাক  
হইতে সংগৃহীত ঐচ্চী কমলা মধু যিনি  
একবার পাইয়াছেন তিনি জীবনে তাহা  
ভুলিতে পারেন না। মহারাজা, রাজা,  
উকীল, ব্যারিষ্টার, জমিদার ও ধনী বড় লোককে  
আমরা ঐ মধু সরবরাহ করিয়া আসিতেছি।  
সাপারগতঃ এক পাউণ্ড তিন মধুর মূল্য ১২  
একটাকা। অর্দ্ধমণি ত্রৈমাসিক পরিমাণ  
এক্রে লইতে চাহিলে প্রতিনিয়ত দর অবগত  
হউন। অবিলম্বে চাহিলে প্রতি অর্দ্ধমণির  
জন্ত অগ্রিম ২০ কড়ি টাকা পাঠাইতে হইবে।  
মাগ খরচ অবশিষ্ট মূল্য তিন পিতে আদায়  
করা হইবে।

কে. চৌধুরী এণ্ড কোং

স্বনাম গৃহ, ব্রিট্র.

অভাবনীয় স্বযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত ৫০ টী সেট

## “কাজের লোক”

২৭ টাকা মাসে মাত্র ১২।০ টাকা।

আমরা কিহু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

“Kajer-Loke” or Businessman—  
is replete with useful articles on art and industry.  
*Indian Empire.*

“Contains interesting articles on trade and speculation.”  
*Indian Daily News.*

“Kajer-Look,”— Or the “Businessman” is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture  
*Bengalee.*

“A special and healthy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartily wish our contemporary all success in his noble endeavours.  
*The Indian Nation.*

• • “The Businessman” is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike.”  
*Telegraph.*

“There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading “Kajerloke.”

*Gardeners Magazine.*

“কাজের লোকের” বিস্তৃত সমালোচনা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই একরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আন্তোপাস্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।” যশোহর।

“সত্য বলিতে কি, একরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্বাঙ্গতরুণে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ সহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্বথা সুসিদ্ধ হয়।” সমর।

“আমরা এই পত্রিকাখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেমন সারসংক্ষেপ, সেইরূপই উপযোগী।” বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই ব্যবহার্য শিখর সোজা কথা ও সরলভাবে ব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহার কার্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা একরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও উন্নতি প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুকুটেরে মসিতে পাই “কাজের লোক” পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায়

দৈনিকচন্দ্রিকা।

“আমরা ‘কাজের লোক’ পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে ইহার স্বাধিক ও উন্নতি কামনা করি।”  
খুলনাবাদী।

“কাজের লোক” গৃহস্থ মাজেরই পাঠ করা কর্তব্য।”

মেঘিনী-বাক্যব।

একরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। “কাজের লোক” পড়িলে বাণ্যবিক্রয় কাজে প্রযুক্তি জ্ঞান, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপাধীন “বেকারের” বন্ধু। • • • জ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী বাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী বাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পণ্যের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালার এ প্রেসীয় মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা “চিত্তবাসী”, “বঙ্গবাসী”, “বঙ্গমতী”, এবং অন্যান্য সংবাদপত্রও ত্রুটীসী প্রশংসা করিয়াছেন, চুংবের বিষয়, স্থানান্তরিত: সকলগুলি হিতে পারিলাম না।

কাছের লোক, কলিকাতা ।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

**শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,**

১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

**এলোপ্যাথিক বিভাগ ।**

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেক্ট ঔষধ, যক্ষ ও অন্যান্য, মুগকিজবা ইত্যাদি আমদানী করাইয়া যথাসম্ভব সুলভমূল্যে বিক্রয় করি। যক্ষঃশলের অচারামুসারিক মাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

**হোমিওপ্যাথিক বিভাগ ।**

(অস্বাস্থ্য নহে) বিত্তম্ভ আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম / ৫ ও / ১০ । কলেরা ও ঘূষ-চিকিৎসার বাল ঔষধ কোটা সেলা জ্বর ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২, ৩, ৩০, ৫০, ৬০ ও ১১০ । মুগার সোঃবিউন পিল, কর ইত্যাদিও সুলভ। যক্ষঃশলের মাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



**ঘোষ এণ্ড সন্স,**

**জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চসমা বিক্রেতা,**

টেলিকোন নং ২৫১৭।

১৬১১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, চেম্ঃ অফিস ও কারখানা, ৭৮১১ নং চার্লসন রোড ।

শিশি সোনার প্রস্তুত চিকলী, চেন, পার্শী ও ইহুদী নাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ঘোড়কাদি দ্বিবার মত অনেক স্বকম সুন্দর যথা “বন্ধে মাতরম্” “সুখে থাক ইত্যাদি লেখা ব্রেচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল স্বকম রুক, টাইম্পিস, সোনা রপার পকেট ঘড়ি ও চসমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাঠানো।

দেশীয় ছাপার

**কালী**

ব্যবহার করুন ।

সমস্ত সংবাদপত্রে কৃষসী প্রার্থনিত  
নোটকাণ্ড লিখিলেই আমাঃের প্রতিনিধি  
বাইরা নমুনাদি দেখাইয়া আসিবেন। অস্তই  
লিখুন।

মোঃ দাস ওপ্ত এণ্ড সন্স,

ইন্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স,

৩৪ নং চক্ৰবর্তী রোড, কলিকাতা ।

**অতি সুলভে ছাপার কাজ ।**

- ১। রুক বোদাই, ইলেক্ট্রো রুক, থিক, হাপটোন রুক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ২। সকল সকম ছাপার কাজ, চেক দাখিল, পুস্তক, লেটার হোড, শ্রীতি উপহার, শো-শার্ড, প্রাকার্ড, প্রভৃতি অতি সম্বরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ৩। দিবাহের অতি সুন্দর শ্রীতি উপহার মার কবিতা পর্যন্ত লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই। কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয়।

ন্যানেজার

“কাছের লোক”

১৭ নং অক্ষর ধন্তের লেন, কলিকাতা ।

কাজের লোক, কলিকাতা।

১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত

## কাজের লোক।

অপূর্ব সুযোগ—২৭ টাকার স্থলে ১২।৪ সাড়ে বার টাকার বিক্রয় হইবে। যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও চাই তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা অগ্রা সাইতে পারে। ১/২ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল গ্রন্থটিকে মুচীপত্র পাঠান যায়, মুচীপত্র পাইলে না লইয়া থাকা শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পত্র লিখুন।

ম্যানেজার “কাজের লোক”

১৭ নং অত্র দস্তুর লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

## ইকনমিক ফার্মেসী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

ফেড. অফিস—৮৪ নং ব্লাইক স্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাক—১৬২ নং বহুবাজার স্ট্রীট, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ৩১২ নং রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব বিশিষ্ট ড্রাম ১/১০ ও ১/১৫ পয়সা।

কলেরা ও গৃচিকিৎসার বায়, ফেঁটা-ফেলা যন্ত্র ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০০ শিশি যথাক্রমে ২।০, ৩।০, ৪।০, ৬।০ ও ১২।০ টাকা। ইংরাজী পুস্তক, বর্ক, প্লোবিউল্‌স, পিলিউল্‌স ইত্যাদিও স্থলভ।

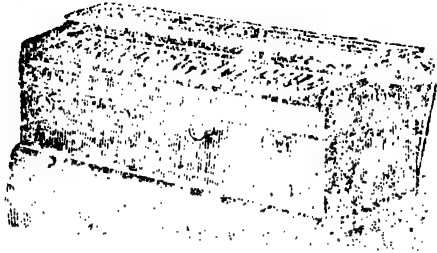
- ১। পারিবারিক চিকিৎসা—২য় সংস্করণ; সচিত্র পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্দ্ধিত; কাপড়ে বাধান মূল্য ১।০।
- ২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাধান মূল্য ৮০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকারী।
- ৩। ওলাউঠাতত্ত্ব ও চিকিৎসা—প্র্যাকটিস ও মেটরিয়াল-মেডিকাল; কাপড়ে বাধান মূল্য ৮০ আনা।
- ৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ; মূল্য ১০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকারী।
- ৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও ফার্মাকোপিয়া; ৪র্থ সংস্করণ; কাপড়ে বাধান মূল্য ১।০ টাকা।
- ৬। ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—স্বতন্ত্র মেটরিয়াল-মেডিকাল, ২য় সংস্করণ; কাপড়ে বাধান মূল্য ৭৪০ টাকা।
- ৭। জননেদ্রিয়ের গীড়া (উপদংশ প্রমেহ প্রভৃতি রক্তরোগ সম্বলিত)—মূল্য ৮০ আনা।
- ৮। বাবসায়ী—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত; ৩য় সংস্করণ; কাপড়ে বাধান মূল্য ৮০ আনা।

আমাদের এলোপ্যাথিক স্টোর—১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

ঘিনাটী ঔষধাদি বিলাত হইতে একাইক আমদানী; মূল্য যথাসম্ভব স্থলভ, অতি তৎপরতাসহ প্রবাসী সরবরাহ।

কাজের লোক, কলিকাতা।

## ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



৪০ বৎসর পূর্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই একমুঠে বিবেচিত হইত। আজিও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। হতা সঙ্কটে খারাপ হয় না। ইহার স্বর অতীব মধুর। স্বপ্নের তুলনায় ইহার দাম অতি অল্প।

৩ অক্টোব, একসেট রীড, ৩ বা ৪ ষ্টপ মূল্য ২৪  
ঐ ৫৫ সেট রীড, ৪ বা ৫ ষ্টপ মূল্য ২৬ ৪ ০০  
দক্ষিণাবাবু প্রণীত হারমোনিয়ম শিক্ষা, মূল্য ২৯

মদ্রীতাচার্যী ত্রীম্বিকেশ বিশ্বাস প্রণীত নূতন পুস্তক সরল হারমোনিয়ম শিক্ষা মূল্য ১৯

Write for Illustrated Catalogue

**DWARKIN AND SON**  
**No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.**

নূতন আচকের অ্যোগ।

নূতন খাতক মাসেট কাজের লোকের মূল্য ২২। এবং মাসেট ২২। অধিক নিলেই ১৯১১ সালের ৩ মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে থাকে পাঠবেন। মফসসলে পিঃ পিঃ ও পাঠমাধ্যম পত্র লিখিবেন। মানেন্দার, কাজের লোক।

### EUROPEAN AGENCY.

WILLIAM WILSON & SONS undertake for all British and Continental goods including Books and Stationery, Boots, Shoes and Leather, Chemicals and Druggists' Sundries, China, Earthenware and Glassware, Cycles, Motor Cars and Accessories, Drapery, Millinery and piece Goods, Fancy Goods and Perfumery, Hardware, Machinery and Metals, Jewellery, Plate and Watches, Photographic and Optical Goods, Provisions and Oilmen's Stores, etc., etc.

Commission 2½% to 5%

Trade Discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from ££10 upwards

Commissions of Produce Sold on Account

**WILLIAM WILSON & SONS**

(Established 1814)

25, Abchurch Lane, London, E.C.

Cc Address: "ANNUAL LONDON."

### উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট গীতনু কণা কাঠের গ্রামোফোন সুন্দরভাবে আবেগ বাজায় এবং স্বর বাজায় বাজারে হারমোনিয়ম নহে, বরং বিশেষ কদমী স্বরস্বর বাজায়। অথবা আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অক্ষয় থাকিবেন। এতদ্বারা হারমোনিয়মের সুবেদন ২ বৎসর গারান্টি দেওয়া হয়।

#### গ্রামোফোন ও রেকর্ড

বিবিধ প্রকারের নূতন রেকর্ড ও গ্রামোফোন সম্পদাই বিক্রয়প্রাপ্ত প্রাপ্ত আছে।

গ্রামোফোন মেসার্সের কাজ।

মেশিন পাঠ এবং মেশিন যন্ত্রের জন্য উৎকৃষ্ট স্বর অনেক মেশিন মেসার্সের কাছে পাবেন না। আমাদের এখানে হারমোনিয়ম ও কলার গানের মেশিন মেসার্সের উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অগুনীর মেশিন মেসার্সের জন্য পাঠান অল্প সময়ে, সুন্দর মেসার্স হইবে।

১৫ টাকার অধিক মূল্যের অর্ডার একমুঠে পাঠাইলে পোষ্টেব এবং প্যাঁচিং ফ্রি।

গ্রামোফোন পিন - প্রতি বাস ১০, ছাপানো ও গ্রামোফোন পিন ২০ বাস। গাইফান্ট দ্রবের জন্য পত্র লিখুন।

এন্. বি. মেন এণ্ড সান্দার্স,

১, সি, রেকর্ড ষ্ট্রিট (মার্কেন্টাইল বিল্ডিং) কলিকাতা।

## KEATING'S INSECT POWDER.

# কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীট নষ্টকরবার ঔষধ

### মানব ক্ষমতা

সেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে ইহা অপ্রত্যাশ্য নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মশুর উকুন, মূল্যবান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লন্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত “কিটিংস পাউডার” মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটমণ্ডকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা ক্ষুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

### সাবধান !

অনেক প্রভাবক ছারপোকায় ঔষধ বলিয়া ঠিকায়, যেন কিটিংস সাহেবের সাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কৌটায় কিটিং সাহেবের সাক্ষর থাকে।

### মূল্যাদি।

বড় শিশি ৥০/০

মাঝারী ৥০/০

ছোট ৥০

চাকমা হুল, ভিঃ পিঃ সত্বে।

কিটিংসের কক লজেন্সেস—সমস্ত প্রকার সর্দি কাশির অমোঘ ঔষধ ৥০/০।

কিটিংসের বনবন—সমস্ত প্রকার ক্রিমিনাশক মিটাই মূল্য ৥০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

৭নং বোন্ফিল্ড লেন, কলিকাতা।

## কাজের লোক, কলিকাতা।

কে চৌধুরী-ব্ল্যাক কালীর বড়ী।

বোতল কালী ও কালির পাউডার বাচু।

আমরা নানাবিধ অতি উৎকৃষ্ট লিপিবার কালি সহরে ও মফস্বলে বিক্রয় করিতেছি। অন্যান্য কালি হইতে আমাদের কালি ভাল অণুচ সুলভ। আমাদের কালিতে লিপিলে কলমে সচিচা ধরে না। কাগজ পুখিয়া যায় না। অক্ষরগুলি উজ্জ্বল ও স্থায়ী রং বিশিষ্ট হয়। বড় কালির একটি বড়িতে এক দোয়াত বুঝাক কালি হয়। স্কুলের ছাত্রগণ ও সরকারাদারণ তাহা সাধরে গ্রহণ করিতেছেন। স্কুলের মষ্টার এজেন্ট হইতে চাহিলে উপযুক্ত কমিশনে কালির এজেন্সী দিয়া থাকি।

কালির বড়ী একশত ১২

বোতলকালী ১নং প্রতি বোতল ৮/০ ২নং ৮/০

এজেন্টগণের সহিত প্রাক বন্দোবস্ত করা হয়। সর্বত্র আমাদের কালির এজেন্ট ১০ বর্জিমানা টিকিটসহ পর লিখুন।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং, সুদামগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

## প্রত্যেক দূরদর্শীকে



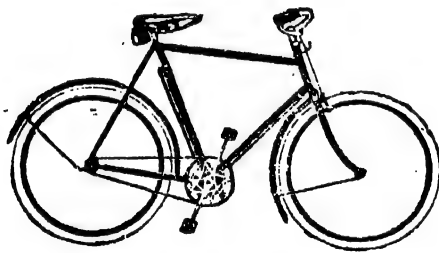
অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বস্তুক উদ্দেশ্য হইলে চিকিৎসাকাঙ্ক্ষী সক্ষম হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিশুদ্ধ - টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ার্ডিক টাকেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, বায়, এম ডি; লে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস; নিতাইচন্দ্র হান্দার এল, এম, এস; ক্ষীরোদ প্রমাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; নিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি স্বচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিশুদ্ধতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। সুলভে পয়সা বাচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাচে না—এটাই চুঃখ!

আমাদের মাস্টারটিংচার ৮০ : ১—১২ প্রতি ড্রাম ১০, ৩০ ক্রম পয়সা ৮০। হস্তার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিস্ট্রিস,

৮০ নং হ্যারিসন রোড, কলেজ টাট অংশন, ডাক:—৪৫ নং প্যারেলোল স্ট্রিট, কলিকাতা।



প্রত্যেক কাজের লোকেরই সাইকেল আবশ্যিক। যেহেতুক অল্প সময়ে অধিক কাজ করার দরকার কাজেরলোক আমাদেরই যে টকা সর্বপ্রথম আশ্রয়, টকা বলাই নিশ্চয়। আমাদের নিকট সকল বকম সাইকেল উহার সবজাম সর্বদা পাওয়া যায়। ছই পয়সার টিকিটসহ, পর লিপিলেই সচিচ কাটলগ পাঠান হয়।

## স্যাণ্ডোর স্পিৎ ডায়েল



টেনিস গ্রিপ, ও চেষ্টা এক্সপ্টিভার দ্বারা নিয়ম মত ব্যায়াম করিলে সুস্থ, সবল ও নীরোগ হওয়া হয়। ইহা প্রবাস্য ফুটবল খেলার আমোদ কাটাকোট বলিতে পারে না। ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলার যাবতীয় জিনিষ সুলভে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় সর্বদা প্রচুর পাইবেন। মূল্য তালিকা পত্র লিপিলেই পাঠান হইবে।



যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক বায়িকার দ্বারা মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া নিশ্চয় আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একটী গানের গান বাগুন, ১২ পানি উৎকৃষ্ট গানসহ একটী উৎকৃষ্ট কলের দাম ৬০ টাকা মাত্র। গানসহ আমোদজনক আছে, উহার দ্বারা হকি সঙ্গীত করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা আপনাকে নুতন বেকমের হালিকা যথাসময়ে নুতন বেকমের হালিকা যথাসময়ে পাঠাইতে পারি।

শেষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।



# স্বাস্থ্য-পুস্তক ।

## বিনামূল্যে বিতরণ ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু: কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম যথাযথরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে। এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পণ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্য-শালী করিবে।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক খরচায় প্রেরিত হয়।

## আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা ।

অত্যধিক বা অধৈর্য ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে জননেন্দ্রিয়ের যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না কেন, উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দোষ ঔষধ। এই বটিকা স্বপ্নদোষ ও অনিচ্ছায় শুক্রপাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, যুবত, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ, প্রদর ও রক্তস্রাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজস্বিনী করে। সংসার-সুখ-সন্তোষ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটেই সহায়তা করে।

মূল্য ৩০ বটিকার কোটা ১ টাকা।

## কাসাস্তক

এক বটিকাশ নাম যেকোন ইহাশ গুণক সেতপ। ইহা যক্ষ্মা, কফ, হাঁপানী, শ্বস্মক, বলায় যক্ষ্মাস প্রভৃতি ও কুস-ফ্রমের ও শ্বাস যন্ত্রের অন্যান্য সকলবিধ রোগের একমাত্র ঔষধ। যখন ইহা কফ, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের অন্তক স্বরূপ, তখন মাত্রা সন্ধি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা বেগে বাহ্যে মাত্র।

মূল্য ২০ বটিকার কোটা ১ টাকা।

## হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির প্রসার। যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেখানে অচিরেই আরোগ্য হইবে।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা।

কবিরাজ যশিন্দ্র গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধাশ্রয়,

২১৪ নং, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাথমিক ঔষধালয় : - ১-১১ বড়বাজার, কলিকাতা।

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

## কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহিত্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১৩শ বর্ষ।

৮ম সংখ্যা।

New Series

August 1919.

নব পর্য্যায়।

আগষ্ট ১৯১৯।

Vol. XIII

No. 8.

### Notes of Interest.

বিশ্বব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ১৯শে জুলাই তারিখে শান্তি উৎসব হইয়া গিয়াছে।

জন্মণ সম্রাটের বিচার।—সন্ধির সঠীক্-  
শারে জন্মণ সম্রাটের বিচার হইবে। বিভিন্ন-  
দেশ হইতে বিচারকগণ লণ্ডন নগরে সমবেত  
হইয়া বিচার কাষা নিকাহ করিবেন। জন্মণ  
সম্রাটকে লণ্ডন নগরে হাজির করা হইবে।  
কিন্তু যদি তিনি হাজির হইতে সম্মত না হন,  
হল্যান্ডের গবর্ণমেন্ট যদি সম্রাটকে তাঁহার  
বিপক্ষদের হস্তে অর্পণ না করেন, তবে কি  
উপায় অবলম্বন করা হইবে, তাহা অজ্ঞাপি  
জানা যায় নাই। জন্মণীয় যুবরাজ বলিয়াছেন,  
তাঁহার পিতা যুদ্ধের জন্ত দায়ী নহেন। আদা-  
লতের সম্মুখে হাজির হওয়া অপেক্ষা তিনি  
মৃত্যুকেই প্রেরণ মনে করিবেন।

জন্মণীয় ভূতপূর্ব মন্ত্রী লডেনডর্ক বলিয়া-  
ছেন, সম্রাটের আদেশে বৃদ্ধ হয় নাই। তিনি  
নিজে যুদ্ধের জন্ত দায়ী।

কলিকাতা কলেজ স্টোয়ারের “সঞ্জীবনী”  
সম্পাদক জানিতে চাহিতেছেন, “তিনিতেছি,  
বাঙ্গলা দেশ হইতে ভারতব অত্যাচার প্রদেশে  
ধান চাউল রপ্তানি করিবার জন্ত রেলওয়ে  
ষ্টেশনে অপরিমিত মাল মজুত করা হইতেছে,  
এবং গাড়ীর অভাবে তাহা ষ্টেশনেই মজুত  
রহিয়াছে। আমাদের পাঠকগণ ইহার  
সত্যতা সম্বন্ধে যদি সংবাদ দিতে পারেন, তবে  
আমরা বাধিত হইব।

গবর্ণমেন্ট ও কোন কোন প্রধান লোক  
বলিতেছেন, ধান চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে  
চাষারা উপকৃত হইতেছে। আমরা শুনিয়াছি,  
চাষাদের ঘরে ধান চাউল মজুত নাই। মূল্য  
বৃদ্ধি হওয়াতে ব্যবসায়ীরাই লাভবান হইতেছে,

চাষারা লাভবান হয় নাই। আমাদের পলী-  
গামছ পাঠকদের নিকট এতৎসম্বন্ধে প্রকৃত  
খবর জানিতে চাই, এখন চাষাদের ঘরে ধান  
চাউল মজুত আছে কিনা? তাহা বিকৃত  
করিয়া তাঁহার লাভবান হইতেছে কিনা? এই  
দুই প্রশ্নেব উত্তর দিয় আমাদের নিকট  
করিবেন।”

আবার ইন্ডুলুয়েঞ্জা।—কর্পোরেশনের  
স্বাস্থ্য কর্মচারী এই বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া-  
ছেন যে, গত ২ সপ্তাহ ধাবত এইরূপ অস্বাস্থ্য  
রোগী দেখা যাইতেছে যে, উহাদের জ্বর ও  
হঠতে ৭ দিন স্থায়ী হয়, এবং তৎসহ সর্কাসে  
বেদনা, মাথাধরা এবং অবসাদ প্রভৃতি লক্ষণ  
থাকে। সৌভাগ্যক্রমে এবারকার এই ব্যাধি  
এযাবৎ কোথায়ও বাধ্যক হয় নাই। তবে  
কলিকাতায় আবার ইন্ডুলুয়েঞ্জা হইবার  
সম্ভাবনা হইয়াছে।

স্বাস্থ্যকর্মচারী লোকসাধারণের অবগতি

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

জন্ত নিম্নলিখিত প্রতিকারোপায়গুলি প্রকাশ করিয়াছেন।

(১) অতি সামান্য অল্পখ হইলেও কেহ চিকিৎসকের বিনা অনুমতিতে যথা ত্যাগ করিবেন না।

(২) স্কুল কলেজ, কারখানা, প্রভৃতি লোক পূর্ণ স্থলে গমন করা যথাসম্ভব বন্ধ করা উচিত।

(৩) রোগীর বস্ত্রাদি অল্পে ব্যবহার করিবেন না।

(৪) থাইমল আরক মিশ্রিত জল দ্বারা প্রত্যহ ৫/৬ বার নাক মুখ ধুইবে। ১ চামচেব এক চামচ লবণ দশ ছটাক জলে মিশাইয়া তাহা নাকে টানিয়া লইবে।

১ গ্রেটন পারম্যানেন্ট অব পটাস এক পোয়া জলে মিশাইয়া তাহারা কুলকুটি করিবে ও গলনালী ধৌত করিবে।

(৫) ইউক্লিপ্টাস তৈলেব গন্ধ শোকা উত্তম।

(৬) রোগীর থুতু কাসি প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা শোধন করা পাত্রে ফেলিতে হইবে।

(৭) এই রোগে পুষ্টিকর পথ্য ভিন্ন কোন ঔষধে ফল হয় না।

(৮) রোগী হাঁচিবার বা কাসিবার সময়ে কমাল ব্যবহার করিবে।

(৯) এই রোগ লোকেব ব্যবহার হইতে পারে।

(১০) যাহার এই রোগ হইবে, তিনি ইহা মনে রাখিবেন যে লোক সাধারণের নিরাপত্তার জন্ত তিনি সর্বপ্রকার সতর্কতা গ্রহণে জায়তঃ বাধ্য।

(১১) কলিকাতায় এই রোগের টিকা দেওয়ার যতগুলি স্টেশন আছে, সমস্ত গুলিই পূর্ণাঙ্গ ৭টা হইতে ১১টা এবং অপব্যক্ত ৩টা হইতে ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকিবে। তথায় গরীবদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে।

আমরা “অমৃতবাজার পত্রিকা” আকিস হইতে “ভারতে কুষ্ঠ রোগীদের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সম্বন্ধে অনুষ্ঠানপত্র” হাসপাতালের প্লান এবং পণ্ডিত কুপারাম দ্বারা চিকিৎসিত রোগীগণের ফটোগ্রাফ ইত্যাদি প্রাপ্ত হইয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বলা বাহুল্য আমরা এই লোক হিতকর অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। স্থানান্তরে আমরা সাধারণের অবগতির জন্য অনুষ্ঠান পত্রখানি প্রকাশ করিলাম। অনুষ্ঠানগণের উদ্দেশ্য সফল হউক।

## ভারতে কুষ্ঠরোগীদের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব।

### বর্তমান আশ্রমের কথা।

যাহারা এদেশের কুষ্ঠরোগীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত আশ্রম দেখিয়াছেন, তাহারা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন, রোগীগণকে আবশ্যিকানুরূপ বাসস্থান ও বস্ত্রাদি দেওয়া হয় এবং তাহাদের ক্ষত আরোগ্য করিবার জন্ত ঔষধ প্রদান করা হয়। এবং তাহাদিগকে সুখে রাখিয়া হৃদিশা তুলাইবার জন্ত ক্রটি হয় না। যাহারা লোকহিতৈষণাবশে বিবিধ “মিশন” পরিচালন করেন, তাহাদের মধ্যেই ইহা হইতেছে। কিন্তু এই বহু সহেও কি রোগীরা সব সত্যই সুখে থাকে? বাস্তবিক রোগীরা সর্বদাই মনে করে, তাহারা আশ্রমে আছে, সে আশ্রম হাসপাতাল নহে। রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়া হাসপাতালে যায়। আশ্রমে রোগীকে যথাসম্ভব যত্নে রাখিবার সুব্যবস্থা থাকিতে পারে; কিন্তু আশ্রম হইতে রোগীদের প্রায়ই আত্মীয় স্বজনের কাছে ফিরিয়া আশা ঘটে না।

ইতঃপূর্বে কোন কোন “মিশনের” আশ্রমে নানারূপ চিকিৎসাপ্রণালী অবলম্বিত হইত। কিন্তু কোন্টিতে বিশেষ সফল কলে নাই। এদেশে বহুদিন হইতে চালমুগরার তৈল কোন কোন প্রকার কুষ্ঠের ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কোন কোন আশ্রমে চালমুগরার তৈল দিয়া চিকিৎসা করাও হইয়াছে, কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীর দেহে ইহার সফল ফলিয়াছে। সম্প্রতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসক সার লিওনার্ড রজার্স চালমুগরার তৈল হইতে সোডিয়াম গাইনোক্যারডেট প্রস্তুত করিয়াছেন। কেহ কেহ আশা করেন, এই ভেদে রোগীর শিরায় প্রবিষ্ট করাইলে সাফল্য লাভ করা বাইতে পারে। তবে বিশেষ পরীক্ষা বাতীত এই ভেদে যে রোগ সারিবেই, এমন কথা বলা যায় না।

### আবশ্যিক সুব্যবস্থা।

আমরা অবগত হইয়াছি, কুষ্ঠরোগীদিগেব মিশনের সম্পাদক মহাশয় ভারত সরকারেব সাহায্যে ১৫ বা ২০ জন শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসকের দ্বারা আবিষ্কৃত সকল উৎকৃষ্ট ঔষধের ফল পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন। তাহারা এই রোগ আরোগ্য করিবার সমস্যা সমাধানে যথাসম্ভব চেষ্টা করা হইবে। বড়লাটের পত্নী লেডি চেমস্ ফোর্ড দয়াপরবশ হইয়া এই অনুষ্ঠানে বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। আমরা আশা করি, যাহারা এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহারা যথাসম্ভব শীঘ্র পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।

### বিরাট্ ব্যাপার।

এ ব্যবস্থা ভালই হইবে। কিন্তু ভারত-বর্ষ বিশাল দেশ এবং এদেশে প্রায় সব জেলাতে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত লোক বিস্তৃত। এ অবস্থায় পূর্বোক্ত আয়োজন কখনই দেশের লোক সংখ্যার তুলনায় যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। গতবারের

আদমহুমারে দেখা গিয়াছে, ভারতবর্ষে ১ লক্ষ ২ হাজারেরও অধিক কুষ্ঠরোগী আছে, কিন্তু তাঁহারা এবিষয়ে অধিক অসুস্থকান করিয়াছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস, ভারতবর্ষে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। বর্তমানে ইহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক রোগীই আশ্রম সমূহে আশ্রয় পাইয়াছে এবং “মিশান টু লেপারস্” এই কাণ্ডে অগ্রণী হইয়া নানা আশ্রমে প্রায় ছয় হাজার রোগীকে আশ্রয় দিয়াছেন। কিন্তু এই সকল আশ্রমেরও অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। ৯টি আশ্রমে যত রোগী রাখা উচিত, তদপেক্ষা অধিক রোগী রাখিতে হইয়াছে, ৬টিতে স্থানান্তর, অনেক আশ্রমে রোগীরা ঘাইতে পারিতেছে না, ১০টি আশ্রমে নতুন গৃহ প্রয়োজন। অর্থাৎ ভারতবর্ষের নানাতানে বর্তমানে যে সকল আশ্রম বিদ্যমান, তদপেক্ষা অনেক অধিক আশ্রম প্রয়োজন।

মিশনের লোক, সরকার ও যে সকল জনহিতৈষী চিকিৎসক এই মহাব্যাধির ঔষধ সন্ধান করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের প্রশংসাজনক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি আমাদের স্বদেশীয় প্রণালীতে এ বিষয়ে কার্যে প্রবৃত্ত হই, তবে ভাল হয়। আমাদের দেশে এই ব্যাধির স্বতন্ত্র চিকিৎসা প্রণালী ছিল। প্রতীচ্যবাসিরা অতীত এই ব্যাধির নিদান নির্ণয় করিতে পারেন নাই; এবং চিকিৎসা সম্বন্ধেও নিশ্চিত হইতে পারেন নাই। কিন্তু আমাদের দেশে এই ব্যাধির চিকিৎসা প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে প্রচলিত ঔষধের মধ্যে কেবল চালমুগারার তৈল যুরোপেরা ব্যবহার করিয়াছেন এবং সুফল ও পাইয়াছেন, কিন্তু আমাদের দেশের চিকিৎসাশাস্ত্রে আরও নানারূপ ঔষধ উল্লেখ আছে এবং সে সকলও ব্যবহারে সুফল পাওয়া গিয়াছে।

## জাতীয় চিকিৎসা প্রণালী।

আমাদের শাস্ত্রে আছে—কুষ্ঠরোগ অষ্টাদশ প্রকারের। এই সকল রোগে একই প্রকার চিকিৎসা অবলম্বনীয় নহে। ভিন্ন প্রকারের ব্যাধির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার চিকিৎসা আছে; এবং একই প্রকার ব্যাধিতে রোগের অবস্থা, রোগীর স্বাস্থ্য ও প্রকৃতি ভেদে চিকিৎসার প্রকার ভেদ হয়। বহুআয়ুর্বেদ গ্রন্থে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সে সকলের মধ্যে দ্রব্যগুণ, পাঁচনসংগ্রহ, ভাবপ্রকাশ, আয়ুর্বেদসংহিতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এদেশে প্রাচীন ঋষিরা এই রোগের নিদান নির্ণয় করিয়া ঔষধ স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহারা আভ্যন্তরীণ প্রয়োগের জন্ত বিরচক, বমন ও রক্ত পরিষ্কারক ঔষধ দিতেন। বাহ্যিক প্রয়োগের জন্ত তৈল ও ঘৃত ক্ষতস্থানে ব্যবহৃত হইত। অনন্তমূল, গুলঞ্চ, নিম্ব, রুদ্রবন্তী, চিরতা, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া ও অন্যান্য ঔষধ এই রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইত।

কিন্তু প্রকৃত ঔষধ নির্ধারণ করিয়া, মাত্রা ও প্রকার স্থির করিয়া প্রয়োগ অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ। কেবল স্বদেশজাত ঔষধ এবং সেই সকলের গুণ জানিলেই কুষ্ঠরোগে তাহা প্রয়োগ করিয়া সুফল লাভ করা যাইবে না। চিকিৎসককে রোগ পরীক্ষা করিতে হইবে, কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে কাজ শিখিতে হইবে। তাঁহাকে নানা অবস্থার কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসার ফল লক্ষ্য করিতে হইবে—ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে ইত্যাদি।

সৌভাগ্যবশতঃ আমরা একজন বিশেষজ্ঞের পরিচয় পাইয়াছি। তিনি আমাদের দেশের চিকিৎসা প্রণালীতে অভিজ্ঞ এবং কোনও হাড়ুড়িয়া ঔষধ ব্যবহার করেন না।

তিনি কেবল শাস্ত্রীয় ঔষধই ব্যবহার করেন। তিনি তাঁহার চিকিৎসার ফল দেখাইয়াছেন। বেলগাছিয়া আলবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতালের পরিচালকগণ কয়টি রোগীকে তাঁহার চিকিৎসাধীন করিয়াছিলেন। ডাক্তার সার পার্দালুকিস, ডাক্তার রাধা গোবিন্দ কর, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গননাথ সেন, বাবু শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে তিনি রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নিকট তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞা শিক্ষা করিয়াছিলেন, পিতা নিজামরাজ্যে ও অন্যান্য স্থানে কতকগুলি কুষ্ঠরোগীকে চিকিৎসায় আরোগ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন পুত্র বা আত্মীয় নাই যে তিনি তাহাকে এই বিজ্ঞা শিখাইয়া যাইবেন। কিন্তু যাহারা তাঁহার লক্ষ্য বিদ্যার সন্ধানার্থে করিতে ইচ্ছুক, তিনি তেমন লোককে শিখাইয়া এই চিকিৎসা প্রণালীর বিস্তার সাধন করিতে ইচ্ছুক আছেন।

## উপায় নির্ধারণ।

উপরে যে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির কথা বলা হইল, তিনি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে স্বায়ে সালকিয়ায় একটি কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাতে ২জন রোগী বাস করিতে পারে; আরও ২জনের স্থান হইতে পারে। এই আশ্রমে বহু রোগী চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এখন এই মহৎ অগ্রগতির বিস্তৃতি সাধন প্রয়োজন। সেই জন্ত কোন মধ্যবর্তী অর্গাং সকল স্থান হইতে সুগম এবং কুষ্ঠরোগীদিগের পক্ষে স্বাস্থ্যকর স্থানে একটি হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। যে স্থানের আবহাওয়া উত্তম এবং বৎসরের সকল সময় নাতিশীতোষ্ণ এমন স্থানই ভাল। হাঁসপাতালটি কোন হিন্দু মন্দিরের নিকটে বা কোন বড় সহরে প্রতিষ্ঠিত হইলে লোকের সাহায্য পাইবার সুবিধা হয়। বিশেষজ্ঞটী

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাণ্ডুল পাঠান।

বিনামূল্যে এই হাসপাতালে কাজ করিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি আরও বলেন, যে সকল যুবক আত্মত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়া কুষ্ঠ-রোগীদিগের হিতকর জীবন উৎসর্গ করিবেন এবং তাঁহাদের মত পরার্থপর যুবকদিগকে আপনাদের লক্ষ অভিজ্ঞতা শিখাইতে প্রস্তুত হইবেন, তিনি তাঁহাদিগকে চিকিৎসা-প্রণালী শিখাইয়া দিবেন। তিনি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছেন, এবং জীবনের সারাজ্জে দেবার্জনায় অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করেন। যাহাতে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার লক্ষ জ্ঞান ও অনুমত চিকিৎসা-প্রণালী লুপ্ত হইয়া না যায়, তাহার উপায় করা আমা-দেরই কর্তব্য।

একবার যদি কুষ্ঠরোগীরা জানিতে পাবে, ভারতবর্ষে এমন হাসপাতাল আছে যে, তাহারা তথায় বাইলে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে না, পরন্তু চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিবে, তাহা হইলে তাহাদের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইবে এবং তাহাদের আশীর্বাদ এই হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতাদিগের শিরে বর্ষিত হইবে। এই অনুষ্ঠান সাফল্য লাভ করিলে পৃথিবীর নানা স্থানের শত শত কুষ্ঠরোগী রোগমুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারিবে। সেদিন ভারতবর্ষের পক্ষে কি গৌরবের দিন হইবে! তখন দেশ বিদেশ হইতে শত শত কুষ্ঠরোগী রোগ মুক্তির জন্য ভারতবর্ষের এই হাসপাতালে আসিবে। আর এক কথা, এই চিকিৎসা-পদ্ধতি একবার হাসপাতালে প্রবর্তিত হইয়া সর্বজনবোধ্য হইলে—বিজ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া ক্রমে যোগাতর ব্যক্তির চেষ্টায় পূর্ণতা লাভ করিয়া কুষ্ঠরোগের অমোঘ ঔষধ প্রদান করিয়া পৃথিবী হইতে এই দারুণ ব্যাধি বিদূরিত করিতে পারিবে।

### ব্যয়ের হিসাব।

সুতরাং, দেখা যাইতেছে, একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করাই সর্বোপায় প্রয়োজন।

যদি সামান্যভাবে কাজ আরম্ভ করা হয়, তবুও গৃহাদি নির্মাণে ও ব্যয়নির্বাহে লক্ষ টাকা প্রয়োজন হইবে, প্রকৃত কাজ করিতে হইলে হাসপাতালে অন্ততঃ ১৬ জন রোগীর স্থান হওয়া প্রয়োজন এবং তাহা বাড়াইবার ব্যবস্থাও রাখিতে হইবে। জমিতে ও বাড়ীতে আনুমানিক ব্যয় পড়িবে ২৫ হাজার টাকা। প্রত্যেক রোগীর দৈনিক ব্যয় ন্যূনতম ১ টাকা। সুতরাং প্রথমে ৮ জন রোগী লইয়া কাজ আরম্ভ করিলে রোগীর ব্যবদে মাসিক ২৪০০ টাকা ব্যয় হইবে। অগ্রাচ্ছ খুচরা ব্যয় মাসিক ৭২ টাকায় কুলাইতে পারে। সুতরাং লক্ষ টাকার মধ্যে গৃহ নির্মাণাদি ব্যবদে ব্যয়িত ২৫ হাজার টাকা বাদে অবশিষ্ট ৫ হাজার শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা সুদে মাসিক ব্যয় এই ৩১২ টাকা কুলাইয়া যাইবে। এইরূপে কার্য আরম্ভ করিয়া এককালীন দানে ও মাসিক সাহায্যে অবশিষ্ট রোগীদিগের ব্যয়নির্বাহের ব্যবস্থা হইতে পারে। কারণ, প্রথমে যে সব রোগী হাসপাতালে আসিবে, তাহারা আরোগ্য হইয়া গেলেই লোক এই অনুষ্ঠানে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন। এদেশে পরোপ-কার করিতে ইচ্ছুক লোকের অভাব নাই; তাহারা যে এইরূপ সংকাগ্য করিবেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এরূপ অনুষ্ঠানের জন্য লক্ষ টাকা অধিক নহে। অনুষ্ঠানের উপকারিতা বুঝিলে দশজন লোক অনায়াসে ১০,০০০ টাকা করিয়া দিতে পারেন, এমন কি একজনও এই টাকা একা দিতে পারেন।

উপরে যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কথা বলা হইয়াছে—তিনি পণ্ডিত কুপারাম। ইতঃপূর্বে তাঁহার প্রণালীতে চিকিৎসা করিয়া যে কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করিয়াছেন, তাহা নানা পত্রে ও তাঁহার পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে।

প্রয়োজন হইলে তিনি আবার তাঁর চিকিৎসার উপযোগিতা প্রতিপন্ন করিতে প্রস্তুত আছেন। কেহ ১০ হাজার টাকা দান করিতে প্রস্তুত থাকিলে তিনি যদি দুইজন কুষ্ঠরোগীকে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট পাঠান, তবে তিনি তাহাদের চিকিৎসা করিয়া সুফল দেখাইলে তাঁকে দাতা দান করিবেন।

আমি এ বিষয়ে আমাদের দেশের কতিপয় নেতার সহিত আলোচনা করিয়াছি। কার্যের জ্ঞান সমিতি গঠিত হইলে তাহারা সদন্ত হইতে প্রস্তুত আছেন। এখন লোকের মতামত লইবার আশায় এই অনুষ্ঠান পত্র লিখিত হইল। যিনি এ বিষয়ে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি অগ্রহপূর্বক চনং নন্দীবাগান পেন, 'শালকিয়া, ( হাওড়া জিলা ) ঠিকানা পণ্ডিত কুপারামের নিকট পত্র লিখিবেন।

শ্রীপীযুষ কান্তি ঘোষ।

“অমৃতবাজার পত্রিকা” কার্যালয়, কলিকাতা।

## ইন্দুর স্থান।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূর্বকথা

—)০(—

ইন্দু যখন দুইবৎসরের, তখন ইন্দুর ম বিধবা হইয়া মেয়েটিকে বুকে করিয়া ভাইয়ের সংসারে আসিয়াছিলেন, প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত অশেষ খাটিয়া, ভাতপুত্র-দের মাহুয করিয়া, যখন ক্রীণ শরীরটিকে আরো ক্রীণতর করিয়া তুলিয়াছিলেন, তখন সেই পরিশ্রমের মধ্যেই মেয়েটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিয়া, একটু আদর যত্ন করিয়া তাহাকে আপনার চেয়ে একটু সুখে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। ইন্দু শিশুকাল হইতেই অবুঝ নহে, কখন আবদার করে নাই, কখনও মামাতো ভাইদের সহিত ঝগড়া করিয়া মার

আর ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা লইব না।

নিকট নাগিন করে নাই, তাহার। সেখানে বে  
খুব একটা জোরের সখর লইয়া বাস করে না,  
বালিকা যেন তাহা বৃথিত।

ক্রমে যখন ইন্দু কৈশোরে পদার্পণ করিল,  
তখন মা আপন যথাসরস বসিতে আভরণগুলি  
বিক্রয় করিয়া একটা বি, এ, ক্রাসের ছাত্রের  
সহিত বড় আশায় বিবাহ দিয়া একটু শান্তি  
বোধ করিলেন, এবং পরবৎসরেই জামাতার  
মৃত্যু সংবাদে যে ধৈর্যশয্যা গ্রহণ করিলেন,  
একমাস মধ্যে তাহাতেই নির্ঝাণ লাভ  
করিলেন।

ইন্দু স্বামীকে বড় চিনিত না, তবে মাকে  
জারাইয়া যদিও বড় কাতর ছিল, তথাপি  
আজ্ঞায় পরিচিত মামার বাড়ীতে একরূপ  
কাটাইয়া দিত, মামী বড় মুখবা নতেন, তবে  
একটু অলস, চিরদিন বিধবা ননদিলীর স্বন্ধে  
যে ভারটা চাপাইয়া ছিলেন, সেইটাই অমান-  
বদনে ইন্দুর স্বন্ধে চাপাইতে লজ্জা বোধ  
করেন নাই।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

মামীদের সহিত দেওঘরে বেড়াইতে  
আসিয়া ইন্দু কাজকর্ম সারিয়া প্রত্যহ  
বিকালে বেড়াইতে যাইত, তখন প্রতিবাসী  
মলিনের মেহদৃষ্টি তাহার উপর পতিত দেখিয়া  
সে বড় সঙ্কুচিত হইত, মলিন কুচরিত্র নহে,  
তবে এই হতভাগিনীর ইতিহাস শুনিয়া ও  
তাহার উপস্থিত অবস্থা দেখিয়া তাহার চিত্ত  
করণায় ভরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ক্রমে সুপুষ্ঠা  
গৌরবর্ণী রূপাভারী প্রতি করুণা রূপান্তরিত  
হইয়া কোন্ এক অজানা দেশের অজানা  
ভাবে চিন্তকে আকুল করিয়া দিল, আর সেই  
আকুলতা যুখে চক্ষে প্রকাশিত হইয়া ইন্দুর  
দৃষ্টির তাহা তাহা করিয়া দিল।

কোথায় কোন্ উপলক্ষে বসিয়া উভয়ে  
প্রেমালাপ করিয়াছিল, কোন নির্ঝরিত  
তীরে হাতে হাত বাধিয়াছিল, কোন শিশু  
বৃক্ষের তলায় পত্র বিনিময় হইয়াছিল, আমরা  
সবিশেষ জানি না, তবে একদিন সকালে  
সবিস্ময়ে শুনিলাম, যে মলিনের সহিত ইন্দুর  
বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

মামি মা গালে হাত দিয়া বলিলেন মেয়েটা  
শেষে খীষ্টান হয়ে গেল? পুল সতীশ বলিল  
খীষ্টান কেন মা? ও যে হিন্দুমতে, বিদ্যা-  
সাগর মহাশয়ের মতে বিয়ে কবেছে। মা  
বলিলেন “হ্যাঁ, হিন্দু বললেই হল কিনা, কেউ  
মুসলমান হচ্ছে, কেউ খীষ্টান হচ্ছে, ভিত্তমানীর  
দোহাই দিয়েই তো আর তা’কে হিত বলবো  
না।”

সতীশ বলিল, “মা! হোটেল তো  
ব্রাহ্মণ মুসলমানের হাতে মুরগী খেয়ে আসছে,  
তা’রা কি করে হিত থাকে?”

মা সুপুষ্ঠ গণ্ডোগরি পতিত বড় মুক্কাব  
নথ ঢলাইয়া বলিলেন, “পুরুষেরা খেয়ে আসে  
সে এক কথা! তাই বলে বিধবার বিয়ে  
কর্বে, আবার হিতও থাকে?”

সতীশ বলিল, “ভগবান সাক্ষী করে এক-  
জনকে স্বামীরূপে নিয়ে সমাজে থাকতে পারে  
না, আর গোপনে কুচরিত্রা স্বীলোকেরা দূষণ  
সমাজে বিচরণ করবে।

সতীশের দিদিমা হরিনামের মালা ঘুমা-  
ইতে বলিলেন, “সতী! থাম, আর জেঠানো  
করিস্নে। মেয়েটার হাতে আমিও তো কত  
খেয়েছি; আমাকে একটা প্রাচিস্তির  
করিয়ে দিস বাপু! তোদের সেই রসিক  
বিশেষাগরকে জিজ্ঞাসা করিস, প্রাচিস্তির না  
করলে চলে কিনা : তোদের হালফাসানে কি  
বলে জানি না।”

সতী। “হ্যাঁ। সেই মহাপুরুষ তোমাদের  
মত বুড়ীদের কণ্ঠনের জবাব দেবার জন্য

চিরকাল পৃথিবীতে বসে আছেন কি না।  
বলিতে বলিতে রাগে গর গর করিয়া চলি  
গেল।

মলিনের পিতা একজন বড় ডাক্তার,  
মলিন তাঁর একমাত্র পুত্র, এম, এস, সি, পরী-  
ক্ষায় একজামিন দিয়া একটু আরাম করিতে  
দেওঘর গিয়াছিল। যখন মা বজ্রধ্বনির মত  
হঠাৎ শুনিলেন, পুত্র বিধবা বিবাহ করিয়াছে  
তখন তিনি জগৎ অন্ধকার দেখিলেন, ছুটিয়া  
স্বামীর চরণে পড়িয়া বলিলেন, “ওগো আমার  
গোপালকে এনে দাও, সে যে আমার বড়  
সুবোধ ছেলে; কোন রাক্ষসী তা’কে কি  
করেছে।”

পিতা মুখ অন্ধকার করিয়া বলিলেন,  
“মনেকর সে ছেলে মরে গেছে, কেননা  
তা’কে পাবার কোন আশা নাই।”

রোক্তদামানী বলিলেন, “তুমি সে রাক্ষসীকে  
তাড়িয়ে দিয়ে প্রাচিস্তির করিয়ে আমার  
ধনকে ফিরিয়ে আন।”

পিতা বলিলেন, “সে নিজে ইচ্ছে করে  
বিয়ে করেছে, আমার কথা তা’কে তাড়িয়ে  
কেন? একবার আগে জানালে না।”

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গরিবের সংসার।

মলিন পিতামাতার অবাধ্য নয়, যদি বিকা-  
হের আগে জানাইলে মত না পায়, তাই  
আগেই বিবাহটা সারিয়া ফেলিয়া তবে জানা-  
ইয়া ছিল। হিন্দুমতে বিবাহ, সুতরাং আশা  
করিয়াছিল, পিতামাতা বকিয়া বকিয়া আবার  
বধূসহ তাহাকে ঘরে লইবেন। কিন্তু যখন  
দেখিল, তাহার। ক্রমাগত পত্র ও লোকস্বায়  
বধুকে পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে ঘরে লইতে  
প্রস্তাব করিতেছেন, ও অসম্মতী জানিয়া ধর-  
চের টাকা বন্ধ করিলেন, তখন মলিন আপ-  
নার পায়ে তর করিয়া লাড়াইতে চেষ্টা  
করিল।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

অসহায় বালিকা ইন্দু, শশ ও শান্তির  
“সাক্ষীকে তাগ কর, শিশুটিকে দূর করে  
দাও;” শব্দে পুনঃ ২ এই সকল দেখিয়া ভীত-  
মনে স্বামীকে সিজ্ঞাসা করিত, “এঁরা খালি  
বলছেন, তুমি আমার তাড়িয়ে দেবেনা তো?  
আমার কোথাও ঘাবার ঘায়গাও নাই।”

মলিন স্নেহভরে ইন্দুকে বলিত, “না ও  
কথা তুমি শ্রুণেও ভেবোনা ইন্দু! আমি প্রাণ  
দাক্তে তোমায় তাগ করবো না।”

কলিকাতা গ্রামবাজারে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল  
বাড়ী ভাড়া লইয়া একটি টিকে রি রাখিয়া  
মলিন একটি ক্ষুদ্র সংসার পাতিল। একটি  
আফিসে দৈনন্দিন ৭০ টাকা মাহিনার চাক-  
রীও পাইল। মলিন অতি অবস্থাপন্ন সংসারে  
সমুদয় হইয়াছে, সে এত অল্প আয়ে কোন  
মতেই দিন কাটাতে পারিতেছিল না, ইন্দু  
শৈশব হইতেই গৃহকাৰ্য্য নিপুণ, সে অল্প  
আয়েই পরিপাটীরূপে সংসার চালাইত।

পাড়ার মেয়েদের সহিত ইন্দুর ভাব হইল,  
তাহারা ছপ্পর বেলা ছেলেদেব অন্ধ সেলাই  
জামা, ক্রশের লেস প্রভৃতি লইয়া আসিয়া  
তাহার ঘরে গল্প করিত, ও সেলাইয়ের আড্ডা  
বসিত, তাহারা যখন শুনিব, ইন্দু অতবড় এক-  
জন ডাক্তারের পুত্রবধু, তখন তাহারা “গায়ে  
একখানিও গহনা নাই কেন;” “এমন সামান্য-  
ভাবে তাহারা এখানে থাকে কেন?” প্রভৃতি  
প্রশ্নে তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল, অগত্যা  
ইন্দু অতি ভয়ে ২ স্বীকার করিল, তাহাদের  
অমতে বিধবাবিবাহ করিয়াছে।

আর তাহাদের বাড়ী কেহ আসিত না,  
পাড়ার আর তাহাদের নিমন্ত্রণ হইত না।  
পাড়ার রটিল, কে জানে কাহাদের একটা মেয়ে  
আসিয়া কাহার সহিত অবৈধভাবে ঘরকন্না  
করিতেছে। পাড়ার নিরুদ্ধ্যা যুবকদল এক-  
দিন গিয়া মলিনের পিতাকে বলিল, “অনুমতি  
করেন তো সে বোটাকে ঘরে পাড়াছাড় করে

দিই। আপনার ছেলেকে জোর করে এনে  
আটকে রাখুন।”

তিনি গভীরমুখে বলিলেন, “যে ছেলে  
আমার অবস্থা, তা’কে ঘরে আটকালেই কি  
সে আমার মতে চলবে? আমার ছেলে নাই,  
আমি অপূত্রক।”

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

#### রোগ-শয্যা।

পূর্ব ৬ই বিস্তর কষ্ট করিয়া মলিন ঘরকন্না  
করিল, কিন্তু শেষে সে অসুস্থ হইয়া পড়িল,  
ঘুমঘুমে দ্রব আর কিছুতেই ছাড়ে না, কাশী  
আছে; ডাক্তার কবিরাজে হার মানিতে  
বসিল, সেই অবস্থাতেই আফিসে যায়, চাকরী  
না করিলে, চলে কিসে?

মলিনের স্বভাব খিটখিটে হইয়া আসিতে-  
ছিল, অসুস্থতা প্রযুক্ত আফিসে কাজ ঠিক  
ঠিক করিতে পারিত না, আফিসে বকুনি  
খাইত, ঐষধ পথো সমস্ত টাকা ব্যয় হইয়া খর-  
চের অকুশল পড়িত। ইন্দু সেলাই করা  
কাপড় খানি আপনি পরিয়া মলিনকে আস্ত-  
খানি পবিত্রে দেয়, আপনি ভাতেভাত খাইয়া  
স্বামীকে প্ৰচুরকম খাইতে দেয়। গয়লানী  
পুনঃ পুনঃ টাকার তাগাদা করিতেছে, বাড়ী-  
ভাড়া ও মাসের বাকী পড়িয়া দুইমাসে ৪০  
টাকা হইয়াছে, ঐও দুমাসের মাহিনা পাইবে,  
সে মাথায় ঘোমটা দিয়া কাজ করিতে আসে  
বটে, কিন্তু রাস্তায় গিয়া মাথার কাপড় ফেলিয়া  
চুল এলো কবিরাজ মোটা মোটা তাগা বালাগুচ্চ  
হাত কোমরে দিয়া অগড়া করিতে করিতে  
রাস্তা দিয়া যায়, তাহা ইন্দু জানে, সুতরাং  
সে মাহিনা চাহিলেই ইন্দু ভয় পায়।

বিবাহের পর দুই বৎসর কাটায়া গিয়াছে,  
বাহিরিক আদর সঙ্কোচ আর নাই, কিন্তু বহু-  
দিন ঘরকন্না করিয়া যে একটা আত্মীয়তা জন্মে  
তাহা হইতেছে না কেন? হুখে কষ্টে মলিনের

প্রাণ বাইতে বসিয়াছে, স্বভাবও খিটখিটে  
হইয়াছে, মনে মনে ভাবে, এ বিবাহ না করি-  
লেই ভাল ছিল। ইন্দু তবু একরকম ছিল,  
এ—ও বেচারীরও কষ্টের সীমা নাই, আমিও  
বাইতে বসিয়াছি, মা বাবাকে এত মনস্তাপ  
দেওয়া কি ধর্ম্মে সহিবে, ব্রহ্মপ্রাণ পিতা  
মাতার মন্ত মলিনের প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিত,  
কখন কখন স্ত্রীকে ২১টা কড়া কথা শুনাইত,  
আবার সময়ে সময়ে প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিত।  
আগা ওয়ে আমার স্ত্রী, ওকে একদিনও সুখী  
করতে পারিলাম না।

ইন্দু কিন্তু মুখে হুখে ভাবে, “আমি কত  
জন্মজন্মান্তরের আপনার, মলিনের মত আমার  
কেহ নাই, স্বামী শুধু আমারই মন্ত কষ্ট  
পাইতেছেন।

একদিন সকালে মলিন, জানালের সাট  
গায়ে দিয়া মাগুর মাছের খোল দিয়া ভাত  
পাইতে বসিয়াছেন, ইন্দু গরম কোলে বাতাস  
দিতে দিতে বলিল, “ওগো! ঐটা দু মাসের  
মাহিনা পায়, বড় তাগাদা করছে যে!”

মলিন খালাকালা হইয়াছিল, আজ তিন-  
দিন পরে সবে দুটি খাইতে বসিয়াছে। বলিল,  
“তা’ব আমি কি করবো?”

ইন্দু। মাহিনা দেবে।

মলিন। কোথায় পাবো? তুমি দাও না।

ইন্দু। আমি কোথায় পাবো? তুমি কি  
যে সব বলো!

মলিন উত্তেজিত হইয়া বলিল, আমি  
একেবারে চোরদায়ে ধরা পড়েছি; না? সব  
দোষ আমারই; আমি নিজের দোষে কষ্ট  
পাচ্ছি, তুমি পরের বাড়ী রাঁধুনি হয়ে  
ছিলে, তোমার এনে কষ্ট দিচ্ছি, সব দোষ  
আমারই!”

ইন্দু অন্যদিন স্বামীর মুখে এসব কথা  
শুনিলে কাঁদিত, আজ ঝির কড়া কড়া কথার  
তাহার মনটা বিচলিত ছিল, তাই সে আর-

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।



জিম মুখে বলিল, “না সর্ব দোষ আমারই, কিন্তু যিকে মাইনে দেবার যদি ক্ষমতা নাই, তবে কি রাখ কেন? সে যে আমার দশকথা শুনাচ্ছে।”

মলিন অর্ধভুক্ত ভাতের থালা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ইন্দু স্বামীকে উঠিতে দেখিয়া শব্দব্যস্তে আসিয়া হাত ধরিয়া বলিল, “বোস, বোস আমার মাথা খাও, রাগ কোরোনা।”

মলিন বলপূর্বক হাত ছাড়াইয়া লইয়া চামা জুতা পরিয়া আফিসে গেল। ইন্দু ভাত খাইল না, অভুক্ত স্বামীর কথা ভাবিয়া চক্ষের জল ফেলিতে লাগিল।

ছপুর বেলা কাশিতে কাশিতে মলিনের মুখে ভ্রানক রক্ত উঠিতে লাগিল, সাহেব একজন ডাক্তার আনিয়া দেখাইলেন; ডাক্তার বলিলেন, “এর উপর পরিশ্রম করিলেই আশু মৃত্যু।” অগত্যা সাহেব কাজে জবাব দিয়া বেতনের কয়টা টাকা তাহার হাতে দিয়া মলিনকে গাড়ী করিয়া বাড়িতে পাঠাইয়া দিলেন।

সারাপথ মলিন ভাবিতে লাগিল, “অভাগিনী! তোর সর্বনাশ নিকট, কা’র হাতে তোমায় দিয়ে যাব।” আসিবার সময় যে অগড়া করিয়া আসিয়াছিল, সে জন্ত হফোটা চক্ষের জল মুছিল, দয়ালয় মোড়ে একটা দোকানে ইন্দুর প্রৌতিকর নানাদ্রব্য দেখিয়া কিছু উলকাপেট ইন্দুর জন্ত কিনিল।

অসময়ে বাড়ী আসিওঁই ইন্দু ছুটিয়া আসিল, “এখন কেন বাড়ী এলে? গাড়ী করে কেন এলে? শত প্রস্নে তাহাকে বাস্ত করিয়া তুলিল, মলিন বলিল, “আগে সভ্য করে বল দেখি, তুমি খেয়েছ কি না, একথায় ইন্দু বলিল, “তুমি উপবাসী আছ, আর আমি—বলিতে বলিতে চক্ষে টন্ টন্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

ইন্দু। সকালে তোমার মনে বড় কষ্ট

দিয়েছি, এই লও তা’র জরিমানা।” বলিয়া কার্পেট ও উল তাহার যাতে দিল, ইন্দু মন্তকে স্পর্শ করিয়া বলিল, “আফিসে কিছু খাবার টাবার খেয়েছ কি?”

মলিন আর কতক্ষণ চাপিবে, সবিস্তারে সেদিনের কাহিনী শুনাইল, ইন্দু মুখ শুষ্কিয়া পড়িয়া রহিল, মলিনের শত অমুরোধেও জল স্পর্শ করিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ডাক্তার আনা।

মলিন বোগ শযায় শুইয়া প্রত্যহই চক্ষের জল মুছে, ইন্দুকে বলে, “ইন্দু আমার বাবা ডাক্তার। বাবার সংসারে কত বাজে লোক প্রতিপালিত হচ্ছে, আর আনি ঔষধ পথা অভাবে মরিব? ইন্দু শিরে বসিয়া চক্ষের জল মুছে, সে মলিনের নাম দিয়া পিতাকে কত পত্র দিয়াছে, “বাবা আমার বড় অস্থখ, আমার বড় টাকার অভাব, এ সময়ে সাহায্য না করিলে, আমার আর পাবেন না।” দৃঢ়-চিত্ত পিতা তাহাতে কর্ণপাতও করেন নাই।

একদিন ইন্দু বাবা ২ টার সময় বিকে লইয়া গাড়ী করিয়া শব্দ বাড়ী গেল। অবগুষ্ঠনবতী ইন্দু শান্তিভিকে প্রণাম করিয়া ভূমিতে বসিল, গৃহিণী বলিলেন, “কেও গো পোটি! আমি তো চিন্তে পারলেম না। ইন্দু অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিল, “মা আমি বড় গর্বী, আমার আর কেউ নাই, আমার স্বামী মৃত্যুশয্যায় পড়ে। ডাক্তার বাবু যদি বিনা ভিজিটে তাঁকে একবার দেখে আসেন, এই আশায় আপনাব চরণে উপস্থিত হয়েছি।” গৃহিণী দয়াদ্র হইয়া বলিলেন “আহা! অবগু যাবেন, তুমি ঠিকানা দিয়ে যাও, তাঁকে যেতে বলো।” ইন্দু ব্যাকুলভাবে বলিল, “তিনি যাবেন বললে শুনবো না মা, আমি তাঁকে সঙ্গে করেই নিয়ে যাবো।” গৃহিণী গিয়া

স্বামীকে সমস্ত জানাইয়া আসিয়া বলিলেন, “তাঁর ঘুম ভেঙেছে, তিনি এখনি তোমাদের বাড়ী যা’বেন বললেন, এসে জল টল খাবেন। ও মতি একখানা ঠিকে গাড়ী আনতো। এবেলা আর গাড়ী যোতা কেন না।”

ইন্দু বলিল, “আমি তাঁর মেয়ে, তিনি দয়া করে আমার গাড়ীতেই আসুন।” গৃহিণী বলিলেন, “সে তোমার অস্থবিধা হ’বে না, তোমার গাড়ীর ভাড়া দিতে হবে না, তোমার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গাড়ী যাবে। আচ্ছ, তোমার দেখে বড় কষ্ট হল, আশীর্বাদ করি, সাবিত্রীর মত স্বামীকে রক্ষা করো।”

ইন্দু তাহার পদবুলি লইয়া মিভিতে নামিল, এই বাড়ী এই সম্পদ এই সকলে বঞ্চিত হইয়া পামি আজ মৃত্যুশয্যায় শয়ান; শুধু তাহারি জন্ত। হায়রে হিন্দুসমাজ! বাল-বিধবাব স্মৃতে তোর স্ত্রী, বাহাকে ভগবান মারিয়াছেন, সেট অভাগিনীকে পদদলিত করিতে তোর এত স্পৃহা, দিক তোর বিচারে!

ইন্দু স্বামীকে কিছু বলিয়া যায় নাই, মলিন জানিত, ইন্দু নিচে কাজকর্ম করিতেছে, এখন ডাক্তার বাবুকে লইয়া ভিতরে আসিয়া অবগুষ্ঠনমুখী শুধু স্বামীর শয্যাপাশে দাঁড়াইল, যি ডাক্তার বাবুকে একখানি চেয়ার টানিয়া দিল, পিতা প্রথমে ককালসাব পুত্রকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু মলিন তাহাকে দেখিয়াই কাদিয়া বলিল, “বাবা! বাবা! আজ অন্তিমকালে কি আমার মাপ করেছেন বাবা?” তখন বুকের বুঝিতে কিছু বাকী রহিল না, হা! এই কি মলিন? সেই স্তষ্টপুষ্ট গৌরবর্ণ দীর্ঘায়ত ছেলের এই ককাল কয়খানা অবশিষ্ট আছে? বৃদ্ধপিতা মৃতপ্রায় পুত্রকে বক্ষে লইয়া অজস্র

আর ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৯০ টাকা লইব না।

অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। ইন্দু পাশের ঘরে সরিয়া গেল।

চক্ষু মুছিয়া পিতা বলিলেন, “মলিন! তোর এমন অবস্থা দেখবো, মনেও করি নাই, কি অসুখ বল্বে?”

মলিনের মুখে সমস্ত জুনিয়া দেশ করিয়া এক জামিন করিয়া পিতা বলিলেন, “যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, এখনি এই অবস্থার ঘর ছেড়ে বাড়ী চল, ভাল ঔষধ পথা পেলেই সেরে উঠবে, এরোগ আমাদের বংশগত নয়, কোন ভয় নাই, নিশ্চয়ই সারবে। Slow but Sure. দেবী কিং নিশ্চয়ঃ! আমার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, আর ধবে তুলে নিয়ে যাই।”

মলিন আবার বাড়ী যাবে, কটকাহত বিহঙ্গ বনে বনে ঘুরিয়া আবার সেই সুখনীড়ে ফিরবে? মলিনের দুঃস্বপ্নে জলধারা! পিতা আবার বলিলেন, “মলিন! আমার কাঁধে ভর দিয়ে উঠে আয়।” মলিন একটু ইতঃস্ততঃ করিয়া বলিল, “বৌ কোথায় থাকবে? তাকেও সঙ্গে নিই বাবা?”

পিতা উগ্রস্বরে বলিলেন, “আগে প্রাণে বাঁচ, পরে সে সব ভেবে। তাও কি হয়? বাড়ীতে থাকুব রয়েছেন, ও সব নিয়ে গেলে লোকে একঘরে করবে যে?”

মলিন! তবে সে কোথায় থাকবে বাবা? Poor giri, জনিয়ার তার কোথাও স্থান নাই যে।

পিতা। ও সব কলঙ্কিনীদের আবার স্থান কোথায় থাকবে? না হয় এই বাড়ীতেই থাকুক, তুমি বাড়ী চল।

মলিন। সে কি হয় বাবা? তা’হলে আমারও যাওয়া হবে না। এই আমার সমাধি মন্দির, এই ঘরেই কাল শয্যা পাতবো।

পিতা। তা’হলে আমার ও এই সমাধি

মন্দির, মলিন, বাবা! বাড়ী গিয়ে দেখবি চল, তোর মা পাগল হয়ে রয়েচে, আমি বাহিরে রাগ করেছি বটে, কিন্তু এ বুক ভেঙ্গে দেখ, যে পর্যন্ত তুই বলে এসেছিস এ বুক ফেটে ভেঙ্গে যাচ্ছে।

মলিন নিরুত্তর; পিতা আবার বলিলেন, “আচ্ছা! সেরে উঠে আবার ফিরে আসিস, ততদিন বাড়ী চল! ততদিন ও না হয় এখানেই থাকুক।”

মলিন বলিল, “বাবা! আমি তোমারি ছেলে, তোমার সদৃশ্যের কিছু Part আমাতে আছে নৈকি! যার ভার হাতে করেছি, তা’কে ভাসিয়ে যাওয়া আমার অসাধ্য!”

পিতা। আচ্ছা, আমার উপর তার দাও, আমি ওর ব্যবস্থা করবো! আমার উপর তোমার বিশ্বাস আছে তো?

মলিন। বিশ্বাস খুবই আছে, কিন্তু আমার নঙ্গলচিন্তা করে ঐ অভাগিনীর অনিষ্ট করা আপনার অসাধ্য নয়, এ আমি জানি। অন্যায় আগে কথা দিন, কি করবেন, তবে আমি যাবো। ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করে বলুন, কি আপনার মনোভাব?

পিতা অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, “একটা বুড়ীটুড়ী সঙ্গে দিয়ে ঐকে কাশী পাঠিয়ে দেবো, সেখানে ২০১০ টাকা দিয়ে পাঠাব। আর—

আব কি বাবা?” মলিন উত্তেজিত ভাবে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিল।

পিতা। কিছু নয়।

মলিন। আর আমার বিয়ে দিয়ে আমার সুখী করবেন?

পিতা রুচস্বরে বলিলেন, “হাঁ! সেটা বড় মন্দ কথা কিনা, তাই ভাল লাগছে না। ছেলেবেলায় সবাই সব করে; বড় হয়ে কেনা সংসারী হয়।” ক্ষণপরে বলিলেন, “এখন তুমি সেরে উঠে ওঠ, বিয়ের কথা এখন কি?

এখন তুমি বাড়ী চল, ও কাশী যাবে এখন।” মলিনের শীর্ণগণ্ডে জলধারা বহিল, বলিল বাবা আমি যাব না।”

পিতা কিছু বলিলেন না, শুধু দক্ষিণ হস্তে পক্ষ কেশভরা মস্তকটা রাখিয়া, পুত্রের শীর্ণ দেহের দিকে চাহিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ পরে মলিন বলিল, “তবে চলুন, আপনি একটু এগুন, আমি ঝিকে দুটো কথা বলে যাই, যি আমাদের জামাটা দিক, ছুতাটা পায়ে পরিয়ে দিক।” বলিয়া কণ্ঠে বিছানায় উঠিয়া বসিল, আবার বলিল, না, না বাবা, আমার যাওয়া হবে না যদি ইন্দুকে নেন, তবে যাব, না হলে নয়।”

“আবার কি হ’ল? বলিয়া পিতা বিষয়ে চাহিয়া রহিলেন। হঠাৎ অশ্রুপ্লাবিত আরক্তমুখী ইন্দু পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া শক্তরের গায়ে মাথা দিয়া বলিলে লাগিল, “বাবা! বাবা! ঐকে ঘরে নিয়ে যান, স্বর্গের দিগে ঐকে বাঁচান, যে কণ্টকের জন্য এত বেদনা, সে কণ্টক আমি মোচন করে দিচ্ছি। মা’র আশীর্বাদ বর্ণে বয়ে ফলুক, সাবিত্রীর মত স্বামীকে রক্ষা করবো।” পার্শ্বস্থ বেদনাকাটা ছুরী লইয়া আপনবক্ষে আমূল প্রথিত করিয়া দিল, প্রাণহীন দেহ স্বামীর পদতলে পড়িয়া ধড়কড় করিতে লাগিল, গুহে রক্তস্রোত বহিতেছিল, রক্ত পুত্রকে নিরাপদ রাখিতে বৃদ্ধ তাহাকে আপনবক্ষে মুখ লুকাইয়া রাখিয়া বলিলেন, “রাম রাম এত সব মেয়ের কাছে ছিলি, খাড়াই জীলোক! কোনদিন বুকে ছুরী বসিয়ে দিত।”

মা যখন হারানিধি ঘরে ফিরিয়া পাইলেন, বলিলেন রাক্ষসী শুধু হাড় ক খানা ফেলে গেছে। মা সুবচনীকে পূজা দেবো, মঙ্গল চণ্ডীকে বুকের রক্ত দেবো, তাঁরাই তো’কে ফিরে দিয়েছেন।

মলিনের চখের পাতা একটু ভিজা দেখলে না বলিতেম, “কেন বাবা কাঁদছো? তুমি তো সেরে এসেছ, এবার ঘটকী লাগিয়ে, অত্ৰানমাসে একটা বড় মেয়ে দেখে বিয়ে দেবো। আমি চিরদিন তাঁকে ভিন্ন জানি না, তাই মা আপদ বিদেয় করে দিয়ে, তোমার ঘরে এনেছেন।

পাড়ার লোকে বলিত, মলিনের না'র কি কপাল জোর, ছেলেটা একেবারেই বয়ে গেছলো, আপদ বাংলাই বিদেয় হয়ে গেছে, আবার ছেলেকে কোলে ফিরে পেয়েছে।” হারে বঙ্গের বাল বিধবা! তুই কি এতটু জ্ঞান?

শ্রীহেমনলিনী বসু।

সার-সংগ্রহ।

## কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মাসিক খরচ

কলেজের কাজ।

কলেজী-শিক্ষার ভাব গ্রহণ করিয়া কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় যে অপব্যয় প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার হিসাব এই :—

আর্টস্

বিষয়	অধ্যাপক	মাসিক
সংখ্যা	বেতন	
ইংরাজী সাহিত্য	১৫	৩৯২৫.
সংস্কৃত ঐ	১২	২,৭৭০.
পালি	২	১,৪০০.
আরবী ও পার্শী	৬	৭০০.
ভাষা বিজ্ঞান	৩	৬৫০.
দর্শনশাস্ত্র	১৩	৩,০৫০.
মনোবিজ্ঞান	৭	১,৩০০.
ইতিহাস	২৩	৫,২২৫.

বিষয়	অধ্যাপক	মাসিক
অর্থ-নীতিশাস্ত্র	১৪	৩৬০০.
অঙ্ক-শাস্ত্র	১১	২,৭৭৫.
সেক্রেটারী	১	৫৫০.
.. অফিসেব কেবালী	...	১,১৪০.
		১৬,৬৮৫.

বিজ্ঞান।

অঙ্কশাস্ত্র	৪	৭৫০.
পদার্থ-বিদ্যা	৭	১,৬০৫.
রসায়ন শাস্ত্র	৬	৮৫০.
ভূ-তত্ত্ব	১	৪০০.
সেক্রেটারী	১	৫০০.
.. অফিস	...	৪৪৫.
		৪,৬৭০.

আইন।

আইন	৬০	১৪,২৭৫.
দফতরমেত	৪৫,৬৩০.	

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এন-এ, এম এম-সি ও বি-এল পড়াইবার জন্য এই যে নিবাত কাণ্ড করিয়াছেন, ইহার কোনও প্রয়োজন নাই। বাস্তবাবে কলেজ-সমূহে এই সকল উপাদি-বিদ্যার অধ্যাপনার ভার দেওয়া হউক।

গরীবের টাকা এই ভাবে ব্যয়িত দেখিয়া এবং বুঝিয়াও যদি আমরা নীরব থাকি, তাহা হইলে যাহারা অপব্যয় করিতেছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক অপরাধী আমরা হইব—যাহারা চোব মেলিয়া এ তাণ্ডব লীলা দেখিতেছেন, হাত গুটাইয়া নিচেষ্ট হইয়া রহিয়াছেন।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাজ।

এইবার যে হিসাবেব তালিকা দিতেছি, এইবার হিসাবেব সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই। সাধারণ জ্ঞান-চর্চার জন্য

বিশ্ব-বিদ্যালয় স্বতন্ত্রভাবে এই অর্থ ব্যয় করিতেছেন,—

বিষয়	অধ্যাপক	মাসিক
সংখ্যা	বেতন	
উদ্ভিদ বিজ্ঞান	১	৮০০.
সহকারী	১	৩০০.
অঙ্কশাস্ত্র	১	১,৩৫০.
অর্থ-নীতি	১	১,২৫০.
দর্শনশাস্ত্র	১	১,০০০.
প্রাচীন ইতিহাস	১	১,০০০.
সহকারী	১	২৫০.
বগদ	২	১৮৭৫.
সহকারী	১	৪৫০.
বিজ্ঞানের সহকারী	৪	২০০০.
কাপানী, তিন্ত্রীয় ভাষা	৩	৪০০.
	১৮	১০,৬৭৫.

যে দেশে দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক অর্থব ইতিহাসেব অধ্যাপক পাঠ শো না হইতেই তাইকোটের টাম পরিবার জন্ম লাভ হন, সে দেশে আপাততঃ ১৫ জন মোট বেতনভোগী অধ্যাপক লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ চলিতে পারে। প্রতিমা গড়িতে পারিলেই তাহাতে গোণ প্রতিষ্ঠা আপনি হয় না—নিষ্ঠা, ভক্তি না থাকিলে প্রতিমা মটির পুতুল মাত্র। জ্ঞানাজনস্পৃহা না থাকিলে শুধু প্রকাণ্ড কাঠামো খাড়া করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হয় না। এ ইষ্টকের স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলা হউক।

হিন্দুস্থান।

কৃষ্ণদাস পাল।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের স্মৃতিস্তম্ভ হইয়াছিল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের এই তারিখে এই স্বাবলম্বী, স্বলেখক, স্বাধীনচিত্ত ও

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

বাগ্গী-কৃষ্ণদাস পুরালোক গমন করেন। তাঁহার জীবন কথা তাঁহার এই প্রতিপূজার দিনে একটু ভুলিয়া রাখা হাল। তাই আজ সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিতেছি।

ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে শিক্ষাদাতার পর ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি মেট্রোপলিটান কলেজে প্রবিষ্ট হন। তাঁহার মেধা, বিজ্ঞানসুগতি ও সর্বভোগমুখী প্রতিভা রূপে অধ্যাপক কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন তাঁহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। অধ্যাপক মণ্ডলীর প্রিয়পাত্র হইলেও অবস্থা-বিপর্যয়-হেতু কৃষ্ণদাস দীর্ঘকাল কলেজের শিক্ষাগ্রাণ করিতে পারেন নাই; কিন্তু কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও তিনি বিজ্ঞানশীলন ও জ্ঞানার্জনে ক্ষান্ত হন নাই। জ্ঞানার্জনে এই অদম্য উৎসাহ ও মনোবাহু বিকাশের বলবতী স্পৃহাই তাঁহাকে বহুবা ও অমর করিয়া রাখিয়াছে।

অল্প বয়সেই তিনি বাঙ্গলার সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট হন এবং ‘হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার’ ‘ইণ্ডিয়ান ফিলড্’ ‘সিটিজন্’ ‘ফিনিয়’ ‘সেন্ট্রাল ষ্টার’ প্রভৃতি পত্রে নিয়মিত ভাবে প্রবন্ধাদি লিখিতে থাকেন। ২২ বৎসর বয়সেই তিনি বেনারীস্থান লক্ষপ্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র ‘হিন্দু পেট্রিয়েট’ সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। লন্ডন লিটনের আমলে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে যখন কঠোর মুদ্রাশুল বিধান প্রবর্তিত হয়, তখন কৃষ্ণদাস পাল তাঁর ভাষায় তাঁহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ইলবার্টাবল যখন বিধিবদ্ধ হয়, সে সময়ে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া ইলবার্ট সাহেব বলেন, ‘ইহার তুল্য লোক পৃথিবীর কোন দেশে বংশীয় হইতে পারেন।’ বাঙ্গলার ভূতপূর্ব ছোট-লাট স্যার রিচার্ড টেম্পল তাঁহার পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন, ‘‘রাজা স্যার ট্যাক্সের মাধব রাও ছাড়া কৃষ্ণদাসের সমকক্ষ ব্যক্তি ভারতে আমি দেখিতে পাইলাম না।’’

## শ্রমজীবী নৈশ-বিদ্যালয়।

গত ফাল্গুন মাসে পাবনা জেলার সিরাঙ্গ-গঞ্জে একটা শ্রমজীবী নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রথম ২৪ জন ছাত্র লইয়া কাজ আরম্ভ করা হয়। বিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্র সংখ্যা ৩০ জনের উপর। যাহাবা দিনের বেলা চাষ আবাদ বা অন্য কাজকর্ম করে, সেইরূপ বাৎসরিক এখানে বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করিতেছে। ছাত্রদিগকে বিনামূল্যে পুস্তক কাগজ প্রভৃতি সরবরাহ করা হয়। এইরূপ বিদ্যালয়ের প্রত্যেক গায়ে হওয়া উচিত নয় কি?

## জোকের দ্বারা আবহাওয়া নির্ণয়।

একজন বিদেশী গবেষক বলিতেছেন, ‘‘একটা কাচের পাত্রে খানিক জল ভরিয়া তাহার মধ্যে একটা জোককে বন্দি রাখিয়া দেওয়া হয়, তবে তাহার দ্বারা আবহাওয়া গণনাও কাজ সুচারুরূপে চলিয়া যাইবে। আকাশে যখন কুড়-বৃষ্টির কোনই সম্ভাবনা থাকিবে না, জোক তখন পাত্রের তলায় নিশ্চেষ্টভাবে শুটিঙুটি মারিয়া পড়িয়া থাকিবে। দিন-দুপুরের আগে বা পরে যখন বৃষ্টির সম্ভাবনা, জোক তখন পাত্রের উপরে উঠিয়া আসিবে এবং আকাশ পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সেখানে শুটিতে নামিবে না। কয়েক সম্ভাবনা থাকিলে, যতক্ষণ না কুড় আসে, ততক্ষণ সে অস্থিরভাবে তাড়াতাড়ি চারিদিকে ঘোরা-ফেরা করিতে থাকিবে। ভয়ানক কুড় বৃষ্টি বজ্রপাতের সম্ভাবনা থাকিলে জোকের সর্বাপেক্ষা একটা যত্নগ্ৰাস্তক আক্ষেপ-বিক্ষেপ প্রকাশ পাইবে—উপরন্ত, কয়েকদিন আগে হঠাৎই সে পাত্রের জলশূন্য শুষ্কস্থানে গিয়া বাসা বাধিবে। কৃষ্ণাসার সময়েও সে পাত্রের তলার নিশ্চলভাবে পড়িয়া থাকে।

হিন্দুস্থান।

## সাহিত্যরথী রামেন্দ্র সুন্দর।

বাসাংসি জীর্ণানি বধা বিহার  
নবানি গৃহাতি নবোহপরাণি  
তথা শরীরানি বিহার জীর্ণ  
জনানি সংঘাতি নবানি দেহী।  
গীতা, ২ অঃ ২২ শ্লোক।

রামেন্দ্র সুন্দর নাই। সাহিত্যরথী, সুধী, সত্যেন্দ্র শ্রেষ্ঠ রামেন্দ্র সুন্দর এই সুখঃখময়, জরাবাদিসম্মুল, নম্র সংসার পরিত্যাগ করিয়া গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ নিত্যানন্দময় অমর-ধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। আজ তাই তাহার গুণমুগ্ধ ভক্ত অহুবাগী নবনারী তাঁহার বিরহে মগ্ন, শোকে একান্ত মুহমান।

মহাজন বাক্যে আছে ‘‘কীর্তিবন্ত স জীবতি।’’ স্বনাম বহু ব্যাতি নামা মহাপুরুষ-গণ মহাপ্রয়াণ করিলেও তাহার আত্মনাব কীর্তিবলে এ মরণগতে অমর হইয়া বিরাজ করেন। আবাব উপরে উদ্ধৃত গীতার শ্লোক হইতে বুঝিতে পারি যে ‘‘যেমন মনুষ্য জীর্ণ বসন পরিত্যাগ পূর্বক নববস্ত্র পরিধান করে, তেমনি আত্মা জীর্ণ শরীর পরিহার করতঃ নতুন দেহ ধারণ করো।’’ সুতরাং রামেন্দ্র সুন্দর আমাদের ত্যাগ করেন নাই; যশস্বী রামেন্দ্র সুন্দর জীবিত, কেবল মাত্র তিনি অনিত্য নম্র কুংসিত দেহ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য সত্য সুন্দর অবয়ব গ্রহণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। ইহা সত্য, গুণ, নিশ্চিত; চক্ষু চক্ষুতে দেখিতে না পাইলেও মর্ম চক্ষুতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

সত্য বটে, রামেন্দ্র সুন্দর বিজ্ঞান, কিন্তু জ্ঞানী বা তদ্বদনী ব্যাতি অপরের ইহা হৃদয়ঙ্গম করা অকঠিন; তাই সাধারণ লোকের মন ত ইহাতে প্রবোধ মানে না, চিন্তে ইহাতে শান্তি আসে না, প্রাণ ত সাংঘনা ইহাতে পায় না। রামেন্দ্র-বিচ্ছেদে হৃদয় কেবল হহ করিতেছে,

পুরাতন ‘‘কাজের লোকের’’ সূচীপত্রের জন্ম /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

মরমে-মরমে কেবল হাহাকার উঠিতেছে।  
রামেন্দ্র সুন্দর বিজ্ঞান বটে, কিন্তু আমাদের  
চর্যচক্ষুর অন্তরালে। প্রত্যাগমন সম্ভবনা  
বহুও বিদেশগত প্রিয়জন বিরহে আমরা কত  
ব্যাকুল, আত্মহারা হই, তাহা ভক্তভোগী  
মাত্রেই অবগত আছেন; আর রামেন্দ্র সুন্দর  
আমাদের মায়া মমতা ভাগ করিয়া এমন দেশে  
প্রস্থান করিয়াছেন, যেখানে হইতে পুনরা-  
গমনের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং রামেন্দ্র  
বিচ্ছেদে তুখে অসীম, মাতনা অনন্ত পতীর,  
শোক অপরিস্রব। ইহার সাংসারী শুধু ভাবনী  
কথা এবং দ্রুতি চর্চার আলোচনায়, তাই  
রামেন্দ্র সুন্দর জীবন সম্বন্ধে কষ্ট চাবিটী কথা  
লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

১৮৭১ সালে এই ভাদ্র মাসে বঙ্গ  
গৌরীয়া জিহোতীয়া বংশে রামেন্দ্র সুন্দর  
জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিগত বৎসরাদিক কাল  
পূর্বে ইহার তনৈক পূর্ব পুত্র সুন্দরাম  
দ্বিবেদী মুর্শিদাবাদ জেলার সহস্রগত তৌয়া  
গ্রামে আসিয়া বাস করেন; পরে তাহার  
প্রপৌত্র বলভদ্র জেমোর রাজবাটীতে বসতি  
করেন এবং জেমোগামেই বাস করিতে  
থাকেন। বলভদ্রের পুত্র রুক্ষসুন্দর ও কৃষ্ণ  
সুন্দর। গোবিন্দিক শাস্ত্রবিদ রুক্ষসুন্দর পদম  
দাম্পিক এবং সর্বলোক প্রিয় ছিলেন। রুক্ষ  
ভাষায় রচিত 'মাধব সুলোচনা নাটক ও স্বর্ণ  
সিন্দুর প্রহসন ইহার উল্লেখ যোগ্য দুই পানি  
গ্রন্থ। কৃষ্ণ সুন্দরও পণ্ডিত এবং শাস্ত্রবিদ  
ছিলেন। কৃষ্ণ সুন্দরের দুই পুত্র, গোবিন্দ  
সুন্দর এবং উপেন্দ্র সুন্দর। আমাদের রামেন্দ্র  
সুন্দরের জনক গোবিন্দ সুন্দর।

রামেন্দ্র সুন্দরের পিতা একজন উচ্চদরের  
পণ্ডিত ছিলেন; জ্যোতিষ গণিত এবং বিজ্ঞান  
শাস্ত্রে তাহার অসাধারণ অধিকার ছিল।  
তাহার উপর তাহার প্রতিভা, তেজস্বীতা,  
অকলঙ্ক চরিত্র এবং বদেগীতি আদর্শ

স্থানীয় ছিল। রামেন্দ্র সুন্দরের জীবনে তাহার  
সদৃশের প্রভাব পূর্ণরূপে পরিলক্ষিত হয়।  
রামেন্দ্র সুন্দরের পিতৃব্য উপেন্দ্র সুন্দর  
পাণ্ডিত্য এবং জীতি দয়াদাক্ষিণ্যে সকলের  
জীতি শ্রদ্ধা পাত্র ছিলেন।

৩য় বৎসর বয়সে রামা পাঠশালায় রামেন্দ্র  
সুন্দরের বিজ্ঞান। তথায় সমগ্রদানে তার  
বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কান্দী  
ইংরাজী স্কুলে ভর্তি হন, এবং তথা হইতে ১৮৮১  
খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধি-  
কার করেন এবং প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পান।  
এই বয়সে রামেন্দ্র সুন্দরের পিতৃবিয়োগ  
হয়। এই নিদারুণ শোকজনক ঘটনা  
প্রবেশিকা পরীক্ষার কিছু পূর্বে ঘটে যখন  
পরীক্ষার এই স্তরক রামেন্দ্র সুন্দরের পক্ষে  
নির্ভর্য আশাভিত্ত বসিলে অত্যাশ্রিত হয় না।  
যদি সময়ে এক, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কিন্তু  
দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং যোগ্য বৃত্তি  
লাভ করেন। ইহাও রামেন্দ্র সুন্দরের ছাত্র  
জীবনে একমাত্র কনক কাণ্ডা, কারণ ইহা  
ব্যতীত সকল পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার  
করেন। এমন কি যখন তিনি 'বি. এ.  
পড়িতেছিলেন, অর্থাৎ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম  
তাঁহার পিতৃব্য বিরোগ ঘটে, তখন সুতরাং  
তাঁহার পাঠশালার কিছু কতি ইহারাজি  
তথাপি ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বিজ্ঞান  
শাস্ত্রে অনারের 'বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান  
অধিকার করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে 'এম. এ.  
এবং পরবৎসর রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষায়  
সর্বোচ্চ স্থান অধিকার পূর্বক উত্তীর্ণ হন।  
পদার্থ বিজ্ঞা ও রসায়ন শাস্ত্রে রামেন্দ্র সুন্দরের  
বায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় বিষয় ছিল।  
পরীক্ষাস্থে পরীক্ষকগণ যে অভিমত প্রকাশ  
করেন, তাহা শুধু রামেন্দ্র সুন্দরের নয়, আমা-  
দের--বঙ্গালী জাতিরপক্ষে বিশেষ গ্লাধি এবং  
গৌরবের বিষয় বলা বাহুল্যমাত্র। তাঁহার  
বলেন "বায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় এ অবধি

যে সকল ছাত্র পদার্থ বিজ্ঞা ও রসায়ন শাস্ত্রে  
পরীক্ষা দিয়াছে, এই ছাত্র তাহার মধ্যে বোধ  
হয় সর্বশ্রেষ্ঠ।" একপ প্রশংসাবর্ণি বহু  
ভাণ্ডে অতীব বিরল তাহা নিঃসন্দেহে বলা  
হইতে পারে।

"Child is the father of the man,"  
অর্থাৎ শৈশবকাল মানবের ভাবী জীবনের পরি-  
চায়ক। সুতরাং শিশুকে 'মাতুল' কবির  
গড়িয়া তুলিতে হইলে তাহাকে শৈশব হইতে  
মানবোচিত শিক্ষা, আচার, ব্যবহার, বীতি  
নীতি প্রভৃতিতে দীক্ষিত করিতে হয়। পিতা  
না হার যথাযোগ্য পরিচালন শক্তির উপলব-  
ধিতর ভবিষ্যৎ সম্পদ নির্ভর করে। কিন্তু  
ভ্রমের বিষয়, এদেশে ইহা পূর্ব কল লোকে  
করেন, অথবা বুদ্ধিলেও ক্ষমতা অভাবে বা  
অপব্যবহারে শির গাড়িতে দানব গড়িয়া  
তুলেন। বলা বাহুল্য, রামেন্দ্র সুন্দরের পিতা  
স্বায় পক্ষে যথাযোগ্য ভাবে পরিচালনে সমর্থ  
হইয়াছিলেন এবং সেই হেতু রামেন্দ্র সুন্দর  
এমন গৌরবময় সমাজ্য ছাত্র জীবন লাভে  
সক্ষম হইয়াছিলেন।

দিক সাংগঠন বৎসর পূর্বে, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে  
রামেন্দ্র সুন্দর বিপদ কলেজের অধ্যাপক পদে  
নিযুক্ত হন। প্রায় দ্বিগত বয়সে, কৃষ্ণ কমল  
বাবু পদভাষার পর তিনি অধ্যাপকপদে  
প্রতিষ্ঠিত হন। বিপদ কলেজ তাঁহার বড়ই  
প্রিয় ছিল। ইহার স্বত্ব ও শ্রীর্দ্ধি তাঁহার  
একান্ত কামা ছিল। এবং সেই জন্য বহুস্থান  
হইতে বিশেষ লোভনায় পদ গ্রহণের নিমিত্ত  
তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি  
হাত গছন করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন।  
আপনার স্বার্থ, আপনার সাংসারিক উন্নতি  
উপেক্ষা করিয়া অপরের মঙ্গল সাধনায় জীবন  
উৎসর্গ করে, একপ লোক বিরল, নাই  
বলিলেও অত্যাশ্রিত হয় না। আমার স্বর্গীয়  
পিতামহ নদীয়া মহারাজদিগের দেওয়ান

স্বনাম ধৃত দেশপূজ্য কাঙ্ক্ষিকের চক্রে রায় এই রূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন;—প্রভুর হিত কামনায় বচ লোভনীয় পদ প্রত্যাখান করিয়া ছিলেন। তাঁই আজ রামেন্দ্র সুন্দরের জীবনী আলোচনায় তাঁহাকে মনে পড়িতেছে। ইহা-দিগের জীবন ধৃত। ইহারা মনুষ্য হইয়াও দেবতা।

১৩০১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রামেন্দ্র সুন্দর ইহার সভা ছিলেন এবং ইহার কলাগণ করে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে ইহার সভাপতি পদে ইহাকে বরণ করা হইয়াছিল। সাহিত্য পরিষদের উন্নতি করে তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তুলিবার নয়। আশা করি, সাহিত্য পরিষদ তাহার যথামোগ্য কৃতজ্ঞতা দর্শনে কুণ্ঠিত হইবেন না।

বঙ্গভাষা ও তৎসার স্বজাতির সেবা তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য ছিল এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাহাতেই ব্রতী ছিলেন। তাঁহার ভাষা সরল, সহজ বোধ্য এবং সুমধুর ছিল। কঠোর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিষয়গুলি বেশ সরল, ভাষায় এবং বিশদভাবে বুঝাইবার ইহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধ গুলি প্রায়ই মৌলিক।

ইংরাজি লেখ পড়িবার সময় রামেন্দ্র সুন্দর বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। “নবজীবনে” ইহার হাতে খড়ি অর্থাৎ এই পত্রিকাতেই তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরে “সাবনা,” “পরিষৎ পত্রিকা,” “ভারতবর্ষ,” প্রভৃতি পত্রিকায় ইহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। কয়েক বৎসর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইহার “প্রকৃতি” (বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংগ্রহ), “জিজ্ঞাসা” (দার্শনিক প্রবন্ধ সংগ্রহ), “কর্ম-কথা” (ধর্ম কর্ম সনাজ তত্ত্ব ঘটিত প্রবন্ধ মালা), “চরিত্র কথা” (সাহিত্য সত্রাট

বন্ধিমচন্দ্র প্রভৃতি মনস্বী গণের জীবনীলোচনা) এবং অপর কয়েকখানি পুস্তক বঙ্গ সাহিত্যে রামেন্দ্র সুন্দরের দান অল্প হইলেও বহু মূল্যবান। ভাবে ও ভাষায়, জ্ঞান ও গবেষণায় এবং মৌলিকত্বে ইহা অমূল্য।

রামেন্দ্র সুন্দর ঋষি তুল্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মধুর চরিত্র, উদার হৃদয়, সরল অমায়িক ব্যবহার, তাহার স্বদেশাশ্রয়, দেশ ও দেশের প্রতি কর্তব্য পরায়ণতা প্রভৃতি আদর্শ স্থানীয়। তাঁহার সংসর্গ বড়ই প্রীতি-কর ও মধুর ছিল, এ কথা সে কেহ তাঁহার সংশ্রবে আসিয়াছেন, তাঁহাকেই স্বীকার করিতে হইবে। কাৰ্য্য গতিকে দুই একবার আমাকে তাঁহার সংশ্রবে আসিতে হইয়াছে, বয়স বিজ্ঞা, পদমগাদা আমার হীন সম্বোধ তাঁহার অহনিকাশ্রু্য সরল মধুর ব্যবহার আমাকে ধৃত করিয়াছিল। ইহাট তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্বঃ।

রামেন্দ্র সুন্দরের পুত্র নাট; তাঁহার একমাত্র পুত্র ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পিতার বঙ্গ, জননীর ক্রোড় শূন্য করিয়া জগন্নাথার কোলে আশ্রয় লইয়াছে। পত্নীও একমাত্র কন্যা রাণিয়া রামেন্দ্র সুন্দর পুত্র সন্নিধানে চলিয়া গেলেন। এ ছুপের শেষ নাই, এই শোকের সাধনা নাই, কেবল ভগবান ভরসা। ভগবান শোক মনুষ্য পরিবারের হৃদয়ে শাস্তি দিন।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল রায়।

## বিবেক-বাণী ।

“Gold has more worshipers than God” পরমেশ্বরের উপাসক সংখ্যা অপেক্ষা ধনের (স্বর্ণের) উপাসক সংখ্যা অধিক। ধনলাভের জন্তই ধর্মের ভান। এদেশে এক

সময়ে ধন তুচ্ছ করিয়া ধর্মের জন্য লোকে জীবন উৎসর্গ করিত।

ধনমদেই লোকে দেবতাকে দরজাঘ টানিয়া লইয়া যায়, কিন্তু আগে লোকেই দেবতার দ্বারেই উপনীত হইত। ভক্তির জেদ আর ধনের জেদ স্বতন্ত্র জিনিস।

কিন্তু ধন ও পাথরের ঠাকুরই অনন্ত অনন্ত কাল এই জগতেই পড়িয়া থাকে, ধনী লোক পাইয়া কোথায় যায়, তাহার পাতাই পাওয়া যায় না।

নিরহঙ্কারিতাই দেবত্ব, অহঙ্কারিতা পাশ-বিক। মানবের পশুত্ব দেখিলে ভাল লোকে জাতি ও লজ্জিত হইয়া যায়।

যাহারা নিজের স্বার্থ এবং জেদ বজায় করিবার জন্য লোকমত এবং ধর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করে না, তাহারা শীঘ্র অপ্রসিদ্ধ এবং হতমান হয়। ইহাই তাহাদের অধঃপতন এবং মৃত্যু।

মানবের কখন ধ্বংস অনিবার্য? যখন কোন কাণ্ডের জন্য সর্বশ্রেণীর লোকে কায়মনে তাহার সর্বনাশের জন্য কামনা করে। সকলের একত্রিত willforce দ্বারা তাহার ধ্বংস অনিবার্য হইয়া উঠে। ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য।

সুতরাং এমন কাজ করিয়া গৌরব অন্বেষণ করা উচিত নয়, যাহাতে একেবারে বহু প্রাণে আঘাত লাগে এবং একেবারে বহুলোকে অমঙ্গল কামনা করে।

২০০—ছাত্রের জন্মদাস পর্য্যন্ত ১৯০ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।

একপ কাঁচাধারা ছয়োঁচ কলক থাকিরা।  
যায়, যুগে যুগে লোক পরম্পরায় সেই  
কুকাঁচের আখ্যায়িকা ঘোষিত হইয়া থাকে।  
ইহাই মানবের অপমৃত্যু।

যাহা সর্বজননের অপ্রিয়, তাহা ভগবানেরও  
অপ্রিয়। তাহার মুফল সম্ভব নয়। লোক  
নারায়ণ, লোকমত উপেক্ষিত নয়।

কিন্তু অনেকে সে কথা বুঝিতে চাহে  
না, তাহাদের পাশাবিক ভেদই সর্বস্ব।  
লাভালাভ তাহারা খতাইয়াও দেখে না।  
শেষে অনুতাপ করে।

## বৈজ্ঞানিক তথ্য।

### গলিত অঙ্গার।

এই কথা শুনিতে হয় ত অনেকেই বিস্মিত  
হইবেন। আজ পর্যন্ত কয়লাকে দ্রবীভূত  
কেইই করিতে সমর্থ হয় নাই; কিন্তু Berlin  
University-র অধ্যাপক ডাক্তার O.  
Lummer রাসায়নিক জগতে এক যুগান্তর  
আনিয়ন করিয়াছেন। তিনি যে কেবল মাত্র  
কয়লাকে গলাইতে পারিয়াছেন তাহা নহে,  
উপরন্তু জলের মত সেই গলিত অঙ্গারকে  
ফুটাইতেও পারিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি  
২২০ ভোর্টের এক আর্ক ল্যাম্পের (Flame  
arc) শিখার মধ্যে সেই অঙ্গার খণ্ডটিকে  
স্থাপন করিয়া ক্রমে ক্রমে বায়ুর চাপ  
(atmospheric pressure) কম করিতে  
থাকেন; ৫০ কি ৬০ সেন্টিমিটার চাপে  
অঙ্গার খণ্ডটি ফুটিতে আরম্ভ করে, তাহার  
পূর্বে (অর্থাৎ ৫০ সেন্টিমিটার চাপের নিম্নে)  
কেবল গাঢ় তরল পদার্থ মত হয়। ৪০  
সেন্টিমিটার চাপে ইহা একেবারে তরল হয়।  
ফুটিবার কালে বেশ ধবধবে মুক্তার মত বৃন্দ-  
বৃন্দ উঠে। ইহার মজা এই যে, বায়ুর চাপ

কমাইতে কমাইতে অবশেষে একটা সময়  
আইসে, যখন এই তরল অঙ্গার ফুটিতে নিরস্ত  
হয়, এবং পরিশেষে ইহা পুনরায় কঠিন  
অঙ্গারে পরিণত হয়।

অঙ্গারকে ফুটাইলে পর যাহা হয়, তাহা  
সাধারণ কয়লা নয়; তাহা এই সাধারণ  
কয়লার রূপান্তর বিশেষ। তাহাকে গ্র্যাফাইট  
(Graphite) কহে! এই পদার্থ black  
lead বলিয়া সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Lummer সাহেব নানাপ্রকার স্বাভাবিক  
কয়লা পরীক্ষা করিয়া এই নূতন তথ্য অবিকার  
করিয়াছেন; এক্ষণে রাসায়নিক প্রণালীতে  
বিশুদ্ধীকৃত কয়লা লইয়া তিনি পরীক্ষা করিয়া-  
ছেন; তাহার ফল এখনও প্রকাশিত হয়  
নাই; পরে হইবে।

যদি বাস্তবিকই অঙ্গারকে এত অল্প  
আয়াসে দ্রবীভূত করা সহজ হয়, তাহা হইলে  
হীরকও প্রস্তুত করা সহজ হইবে। এতাবৎ-  
কাল অঙ্গারকে দ্রবীভূত করা যায় নাই  
বলিয়াই ত হীরক প্রস্তুত করা যাইত না,  
এবং এই কারণেই ত হীরকের এত মূল্য;  
না হইলে ইহার আর মূল্য কি? হীরক  
অঙ্গারের এক রূপান্তর বিশেষ, আর ত কিছুই  
নহে।

হীরক তৈয়ার করিলে ইহা সকল মূল্যবান  
বস্তু অপেক্ষা অল্প মূল্যের হইবে, যেহেতু  
কয়লাও সস্তা এবং Lummer সাহেবের  
প্রণালীও তত ব্যয় না কষ্ট সাধ্য নহে।

### অদ্ভুত সন্তানোৎপাদনশক্তি।

তারামংস্ত্র (Star fish) নামক সপ্তপদ-  
বিশিষ্ট সামুদ্রিক এক প্রকার জীব আছে,  
ইহাদিগকে মংসা কহে বটে, কিন্তু বস্তুর  
ইহারা মংস্ত্র জাতীয় ত নহেই অপরন্তু ইহারা  
মেরুদণ্ড বিহীন জন্তু। ঠিক এই প্রকার  
আর এক জীব আছে, তাহারাও ইহাদের মত

মংস্ত্র জাতীয় ত নহেই, বরং মেরুদণ্ড বিহীন,  
তাহাদের আমরা সচরাচর মংস্ত্র কহিয়া  
থাকি। ইহাদিগকে সকলেই জানেন; ইহারা  
“চিংড়ি মাছ”। তা যাহা হউক, এই তারা  
মংস্ত্রের সন্তানোৎপাদন শক্তির কথা Thomas  
Mortensen যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিতে  
আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। তিনি সংখ্যা  
করিয়া দেখিয়াছেন যে, একটা বড় তারা  
মংস্ত্র এককালে ২১ কোটি ডিম দিয়া থাকে।  
প্রত্যেক পদে দুইটি সারি করিয়া স্ত্রী-ডিম্বাণু-  
কোষ (ovary) আছে। প্রত্যেক সারিতে  
৫০ স্ত্রী-ডিম্বাণুকোষ থাকে; তাহা হইলে  
সপ্তপদে প্রায় ২১০০ স্ত্রী ডিম্বাণুকোষ থাকে।  
এক্ষণে প্রত্যেক ডিম্বাণুকোষে গড়ে একলক্ষ  
করিয়া ডিম্ব হয়। তাহা হইলে সমস্ত ডিম্ব  
একত্রিত করিলে ২১ কোটি হয়। ইহা বড়  
সামান্য কথা নয়।

কিন্তু কথা হইতেছে এই যে এত ডিম  
যায় কোথা? ছোট ছোট “বাচ্ছা” ত দূরের  
কথা, বড় বড় তারামংস্ত্রই যে এমন বেশী  
কই, তা ত নয়। তাহা হইলে এত ডিম্ব  
কিভাবে নষ্ট হয়?

## Home Industries.

### গাইম্ফ-শিম্প।

To obtain good Complexion.

Take

Blanched almond 2 oz

„ Sweet almond 1 oz

beat to paste and add distilled  
water one quarter, mix well strain  
and put into bottle. Add Corrosive  
sublimate in powder 20 grains,  
dissolved in two table-spoons of  
spirit of wine and shake well. Wet  
the skin with this, either by means  
of the corner of a napkin or the

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।



fingers dipped into it and gently wipe off with a dry cloth. After the eruption has disappeared, keep the skin free from its return by use of bath cold or tepid according to the constitution of the patient, by plenty of walking exercise, sufficient plain good substantial food—no pastry—no high meats use and keep early hours. H. T. B.

### TO CONVERT OIL INTO SOAP.

If oily matters be mixed with water, they will rise to surface; but if the water contains an alkali, the oily matter will go into the solution, forming an emulsion. When this solution is boiled for some hours, it becomes clear, being a solution of soap. By adding common salt a curdling is produced. The curd rise to the surface, which when collected and pressed, form soap, Glycerine remaining in clear liquid. Soda is the alkali used in hard soap and polish in soft soap.

H. E. D. B. Sq.

### EMBROKATION (আলিস)।

Dissolve one dram Castile soap in 8 ozs. of water, with one dram of Borax. When cold, add 2 oz. strongest ammonia and lastly an ounce of oil of Amber, one ounce of Turpentine and ½ lb (by weight) of neats foot oil. Shake well together.

উপরোক্ত আলিস, ঘোড়া ও গবাদির আঘাত জনিত দরদের জ্বর এবং বাত বেদনার জন্য ব্যবহার হয়, মানুষের বেদনাতেও ব্যবহার করিলে উপকার হইতে পারে।

### DRY CLEANING.

Gentleman's Clothes.

শুক রাখিয়া বস্ত্র পরিষ্কারের উপায়। Fullers earth কিঞ্চিৎ লইয়া সামান্য জল দিয়া তাহাকে paste বা আটা আটা মত করিয়া ভদ্রলোকের গরম কোট প্রভৃতির যে সমস্ত স্থানে তৈলাক্ত ময়লা ধরিয়াছে, তাহাতে বা সমস্ত জামাতে মাখাইয়া শুখাইতে দাও, যখন শুক হইয়া যাইবে, তখন কড়া ক্রস দ্বারা ছাড়িয়া দাও, কাপড় পরিষ্কার হইয়া যাইবে অথচ জলে ভিজাইতে হইবে না।

### গার্ডিন্স জ্ঞাতব্য বিষয়।

TURPENTINE AS A VERMIFUGE.

Turpentine five to ten drops, in milk or on sugar, taken on an empty stomach, three mornings in succession, is sure death to worms. Oil of turpentine, three teaspoonfuls, taken in milk and combined with a little castor oil, kills tape-worms.—*Southern Clinic.*

টারপিন একটি ক্রিমিনাশক ঔষধ। সাউদার্ন ক্লিনিক নামক মেডিক্যাল পেপার বলিতেছেন, প্রাতে খালি পেটে ৫ হইতে ১০ ফোটা উৎকৃষ্ট টারপিন তৈল চিনি কিম্বা জ্বরের সহিত সেবন করাইলে নিশ্চয়ই ক্রিমি মরিয়া যায়।

টারপিন তৈল ৩ চামচ পরিমাণ জ্বরে এবং কিঞ্চিৎ কাষ্টার অয়েলের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইলে (Tape worm) বা কিতার ঞ্চায় ক্রিমি মরিয়া যায়।

Doctor,

Oct. 1916.

### পালা জ্বর।

এদেশের তেলা কুচার পাতা খেঁতো করিয়া কাপড়ে একটা পুটলী করিয়া পালার দিন শুকিলে ১ দিন অন্তর পালা জ্বর ভাল হয়। পরীক্ষা করা উচিত।

অথবা—

আঁস সেওয়ার পাতা জ্বর আসার পূর্বে দুই কানে বাধিয়া দিলে এক দিন অন্তর পালা জ্বর ভাল হয়।

### হিকা বন্ধ করিবার উপায়।

১। শশার আঁতির রস খাওয়ান।

২। তাল শাঁশের জল।

৩। ছাবপোকা পোড়াইয়া তাহার ঝাণ লওয়ান।

### ত্যাগিক জ্বরের ঔষধ।

কুমিরে পোকের মেটে বাঁসা ভাজিয়া তাহার মধ্য হইতে কচি ছানা বাহির করিয়া কয়লার ভিতর পুরিয়া খাওয়াইয়া দিলে ত্যাগিক জ্বর ভাল হয়।

### জ্বর।

নিসিন্দার মূল হাতে বাধিলে সর্কসিধ জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে। যোগীশুক্র।

### পালাজ্বর।

এক মূল বা খেত অপরাজিতার পাতা হাতে করিয়া রগড়াইয়া কাপড়ের পুটলী করিয়া পালার দিন অতি ভোরে বা জ্বর আসার পূর্বে হইতে শুকিতে আরম্ভ করিলে জ্বর হয় না। যোগীশুক্র।

উপরোক্ত মুষ্টিযোগগুলি স্বর্গীয় মহিমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সংগৃহীত। তিনি প্রায় ২০ বৎসর বয়সে অল্প ২ বৎসর মাত্র কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। “কাজের লোকে” প্রকাশের

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত ১।০ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।

জন্ম তিনি তাঁহার প্রায় ৫০ বৎসরের সংগৃহীত দেশীয় ঔষধের একখানি খাতা আমাদের কাছে দিয়া গিয়াছেন। সাধারণে তাহা প্রকাশিত হয়, ইহাই তাঁহার শেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল। আমরা সময় সময় তাঁহার সেই শেষ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাই। তিনি একজন সুবিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকও ছিলেন।

## TO PRESERVE BOOKS.

### পুস্তক রক্ষার উপায়।

ভারতবর্ষে উইপোকা, আরসোলা ইন্দুর প্রভৃতি বহু জীব পুস্তকের শত্রু। বহু মূল্যবান পুস্তক ইহাদের উদয়ে চিরতরে লয় পাইয়া যায়। যদি নিম্নলিখিত মিশ্রণটি কোমল তুলি দ্বারা পুস্তকের মলাটে এবং কিয়ৎ পরিমাণ সেলাইয়ের নিকট পর্যন্ত মাখাইয়া শুষ্ক করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত শত্রুগুলির গ্রাস হইতে পুস্তকগুলি রক্ষা করা যাইতে পারে।

রেকটীফায়েড্‌ স্পিরিট	১ আঃ
করোসিভ্‌ সলভাইমেট	১০ গ্রেণ
কর্পূর	২০ গ্রেণ
কটকিরি (পোড়া)	১ চিম্‌টী
	পরিমাণ।

## INK STAIN.

### কাপড়ের কালীর দাগ।

কাপড় রুমালে যদি লিখিবার কালীর ছিটা লাগে, তাহা হইলে সেই স্থানটা তৎক্ষণাৎ কিঞ্চিৎ চুখে ডুবাইয়া কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া কাচিয়া দিলেই দাগ উঠিয়া যায়।

## PRESERVED BANNAS.

### কদলী সংরক্ষণ।

কলাকে বহুদিন রাখিতে পারিলে ইহা দ্বারা অনেক অর্থোপার্জন করা যাইতে পারে।

সে সম্বন্ধে আমরা বারাস্তরে বিশেষরূপে আলোচনা করিব। সহজ উপায়ে কেমন করিয়া কদলী সংরক্ষণ করা যাইতে পারে, তাহাই দেখাইতেছি।

কদলীকে গাছ হইতে কাটিয়া আনিয়া ঘরে অর্ধপঙ্ক করিয়া লইয়া ছাল ছাড়াইয়া ৪ ভাগে লম্বা লম্বা করিয়া চিরিয়া ফেলিতে হয়। এইরূপ অবস্থায় একটি পরিষ্কার মাচান করিয়া তাহার উপর দিয়া বোড়ে শুষ্ক হইতে দিতে হয়, বা যেকোন পাউরুটি সেকিবার উন্ন, সেইরূপ উনানে যেকোন রুটি সেকা হয়, সেটরূপে ভাজিয়া লইতে হয়, এইরূপ উত্তাপ দ্বারা কলার মধ্য হইতে এক প্রকার শর্করা নিগাস বাহির হইয়া পড়ে, তাহাই উত্তাপ পাইয়া দানাওয়া কলার গাত্রে একটা কোটিংএর মত আবরণ হইয়া দাঁড়ায়। তাহা দ্বারাষ্ট বৎসরামিক কাল কদলী অবিকৃত অবস্থায় থাকিয়া যায়। এইরূপে রক্ষিত কদলী জন্মাণী প্রভৃতি নানা স্থানে যেখানে কদলী জন্মে না, তথায় পাঠান যাইতে পারে। একবার “ক্যাপিট্যাল” এ সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছেন, আগামী বারে তাহার সার সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিব।

## উপার্জনের কয়েকটি সঙ্কেৎ।

শুদ্ধ কেশটেল এবং পেটেন্ট ঔষধ প্রস্তুতই ভারতের শিল্প নহে। “কাজের লোকের” অনেক গাহক আমাদের কাছে বিলাসিতার দ্রব্যের কর্মমুখার জন্তই লিখিয়া থাকেন কিন্তু পল্লীবাসীগণ বহু উপায়ে যে ঘরে বসিয়া বহু শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া সহরে পাঠাইয়া উপার্জন করিতে পারেন, তাহা আমাদের প্রকাশিত “বেকারের উপায়” নামক পুস্তকে অসংখ্য সঙ্কেত দিয়াছি। কিন্তু এ পর্যন্ত সে সম্বন্ধে অতি অল্প লোকেই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

এই বর্ষার সময় জমিতে বেনাগাছ জন্মিয়া

জমিকে চাষের অবোধ্য করিয়া থাকে, ইহা পল্লীবাসী মাত্রই অবগত আছেন। কাদার লাঙ্গল দিয়া সমুলে উৎপাটিত করিয়া এ সকল বেনা দাসকে নিম্মূল করা হইয়া থাকে কিন্তু সেই উৎপাটিত বেনাষ মূলকে সম্বন্ধে কৃষকগণ যদি বুট্টা শুদ্ধ মূলগুলি সংগ্রহ করিয়া শুদ্ধ করতঃ কলিকাতায় পাঠাইতে পারেন, তাহা উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়া উৎপাটনের সমস্ত ব্যয় উঠিয়া লাভ হইয়া থাকে। এদেশের অশিক্ষিত কৃষকও সে সন্ধান আদৌ অবগত নহে।

পল্লীগামে প্রচুর তালগাছ। কলিকাতায় লক্ষ লক্ষ তালের পাখার আবশ্যক। বহু স্থানের দোকান এই তালের পাখা প্রস্তুত করিয়াই কলিকাতায় চালান দেয়। কিন্তু বহু স্থানের দোকানে তো এ সন্ধান জানে না। কেন? পল্লীগামে এই তালের পাখা প্রস্তুত করিয়া পাঠান কাজটা কি একটা শিল্প মধ্য গণ্য নহে? কেবল এসেপ এবং কেশ তৈল প্রস্তুতের জন্তই মাখা ঘামাইতে হইবে?

বহুবার বলিয়াছি, দেশের চিকের কাজ একটা উৎকৃষ্ট কাজ। কলিকাতায় ১৮৮০ দশ দ্বায়ার দ্রুত বিক্রয় হয়। দেশের বাস কলিকাতায় আমদানী হইয়া এখানকার মুসলমান শিল্পীগণ চিক প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। দেশের ডোমদের দ্বারা চিক, কুলো ডালা, মোড়া প্রভৃতি প্রস্তুত করা ইয়া কলিকাতা ও অন্তর্গত সহরে রপ্তানী করাটা কি কাজ নহে। বাহা দেশের জিনিসে দেশের কাঁচা মাংসে প্রস্তুত হয়, সেই দিকেই আগে লক্ষ করা উচিত।

## REVIEW.

### সাহিত্য সংবাদ এবং সমালোচনা।

ব্রাহ্মণ-সম্পদ—বাঁকীপুর ব্রাহ্মণ সভার মহাধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা শশী-

আর ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা লইব না।

শেখরেশ্বর রায় বাহাদুর প্রদত্ত বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ। মূল্য ১/২ আনা মাত্র। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে ব্রাহ্মণের ধর্ম, ব্রাহ্মণের সম্পদ কি, প্রকৃত ব্রাহ্মণ কে, এই সকল অতি বিবদভাবে বুঝান হইয়াছে। পুস্তকখানি আমূল “কাজের লোকে” প্রকাশ করিবার লোভ সম্বরণ করা কঠিন হইয়াছিল। ছাপা ও কাগজ সুন্দর। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের ইহা অবশ্য পাঠ্য। কাশীধাম মহা-মণ্ডল প্রেসে প্রাপ্তব্য।

**শোণিতাজ্জলি**—ত্রিশূল পত্রে ত্রীযুক্ত রাজা শশিশেখর রায় বাহাদুর লিখিত প্রস্তাব। মূল্য ১০ আনা মাত্র। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। কাশীধাম মহামণ্ডল প্রেসে প্রাপ্তব্য। আলোচ্য গ্রন্থে গত মহাযুদ্ধ ব্যাপারের পরিণাম ফল সম্বন্ধে “ত্রিশূল” পত্রে ধারাবাহিক যে সকল সুদীর্ঘ প্রবন্ধাবলি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাই একত্রিত করিয়া “শোণিতাজ্জলি” নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সমস্ত প্রবন্ধগুলিই অতি গবেষণাপূর্ণ, শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা সমর্থিত। ইহাও ব্রাহ্মণগণের সুখ পাঠ্য পুস্তক। অনেক অজানা কথা শোণিতাজ্জলি পাঠে জানা যাইবে। রাজা বাহাদুরের পাণ্ডিত্য এবং চিন্তাশীলতা অসীম বলিলেও অত্যাধিক হয় না। হিন্দু সমাজ সম্বন্ধীয় রাজা বাহাদুরের অত্যাশ্চর্য পুস্তকাবলী যথা “সমাজ বিপ্লব,” “সমাজ গঠন” “সমাজ শোধন” “সমাজ শাসন” “সমাজ পল্লন,” হিন্দু সমাজ ও ধর্ম, হিন্দু সমাজ ও ব্রাহ্মণ, ত্রিশূল, “ব্রাহ্মণের ভগতি” প্রভৃতি অপরাপর পুস্তকগুলি আমরা প্রাপ্ত হই নাই, কিন্তু আশা করা যায়, ঐ সকল পুস্তক যে প্রকৃতি হিন্দু সমাজের উন্নতি কল্পে ও শুভ চিন্তায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। প্রত্যেক হিন্দুগৃহে এরূপ পুস্তক প্রচার বাঞ্ছনীয়।

**প্রবাসী প্রত্যাগমন**—জল প্রাবন, হালদার বাড়ী, মানস সরোবর প্রভৃতি বহু উপগ্রাস, কবিতা প্রণেতা শ্রীমুনীন্দ্র প্রসাদ সর্কাধিকারী প্রণীত, মূল্য ১/। ছাপা এবং কাগজ উৎকৃষ্ট। আলোচ্য গ্রন্থখানি কাব্য, চতুর্দশ স্তরে সমাপ্ত। মুনীন্দ্র বাবু সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। আমরা তাহার প্রণীত অত্যাশ্চর্য পুস্তক পাঠে যেমন পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলাম, প্রবাসীর প্রত্যাগমন পাঠে তদুপরি পরিতৃপ্ত হইলাম। তিনি তাহার প্রণীত “পুতুলের বিয়ে” “গঙ্গাস্নানে মৃত্যু” “ত্রয়ী” প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক উপহার স্বরূপ আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, তদ্ব্যতীত আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। প্রবাসীর প্রত্যাগমন এবং তাহার অত্যাশ্চর্য গ্রন্থগুলি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে পাওয়া যায়।

## আপনি কি

পুরাতন ডারারোগ্য রোগে ভুগিতেছেন? যদি অত্যাশ্চর্য চিকিৎসায় বিকল মনোরথ হইয়া থাকেন, তবে একবার ডাঃ কে, সি দাসের মাইক্রোপ্যাথি নামক নূতন চিকিৎসা দ্বারা চিকিৎসিত হউন। ইনি ২৫ বৎসর গবেষণার ও বহুদর্শিতার ফলে হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদ সম্মিলিত করিয়া এই নূতন ঔষধাবলী আবিষ্কার করিয়াছেন।

ঠিকানা—১৯নং মদন বড়ালের লেন (২৪নং ওয়েলিংটনস্ট্রীটের পার্শ্বের গলি), কলিকাতা।

মক্ষ্মলের রোগীর সবিশেষ রোগ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে সম্বন্ধে ব্যবস্থা ও ঔষধ ভিত্তিতে পাঠান হয়।

## ঠিকানা বদল।

### বিশেষ দৃষ্টব্য।

আমাদের আফিস সেই বাড়ীতেই আছে, কিন্তু কলিকতা করপোরেশন রাস্তার নাম পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এখন হইতে আমাদের ঠিকানা ১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রীটের লেন না লিখিয়া ২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা লিখিতে হইবে। আমাদের বন্ধ বান্ধব, গ্রাহক, সহযোগীগণ দয়া করিয়া স্মরণ রাখিলে কৃতজ্ঞ হইব।

কার্য্যাদক্ষ, কাজের লোক।

## বিশেষ দৃষ্টব্য।

ইংরাজী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাগ্রন্থ সমূহ আমরা যথাযোগ্য মূল্যে ক্রয় করিব। হকারদিগকে বিক্রয় করা অপেক্ষা আমাদের নিকট বিক্রয় করার আপনার সুবিধাই হইবে। যদি বিক্রয়ার্থ আপনার কোন পুস্তক থাকে, দয়া করিয়া পুস্তকের নাম, গ্রন্থকারের নাম, পুস্তকের বর্তমান অবস্থা, কত মূল্য চাহেন ইত্যাদি আমাদিগকে জানান ইয়া বাধিত করিবেন।

ম্যানেজার  
“কাজের লোক”

২নং রাজেন্দ্রদত্তের লেন, বহুবাজার  
কলিকাতা।

## কাজের লোক আফিস।

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫এ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সন্ন্যস্তী প্রেসে শ্রীমদপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

কাজের লোক, কলিকাতা।



## জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়,

নিরানন্দের আনন্দকর।

সংস্কারবাপী নিরানন্দের পর আনন্দময়ীর শুভাগমন হইবে। মানীনা কুটীরবাসী হইতে মুকুটধারী রাজ্যধিরাব পথ্যস্ব স্বকপেই সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। বাঁচার যেক্রপ সাধ্য তিনি সেইরূপ আনন্দের আয়োজন করিতেছেন। জবাকুসুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক উৎসবের দিনে



জবাকুসুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে, তাগতে কোন সন্দেহ নাই।

এক শিশির মূল্য ১/২ এক টাকা। ডাকঘাণ্ডল ১০ আনা। ভিঃ পিতে ১১/০ আনা। উজ্জন (১০ শিশি) ৮৫০ আনা।

## সুরবলী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক মালনা।

দ্রবিত পিত্ত দ্বারা বাঁগবের রক্ত খারাপ হইয়াছে, শরীরে নানা প্রকার রোগ বা কতের চিকিৎসা পাইয়া ভ্রম সমাজে শিশিরের অন্তরায় হইয়াছে, শরীরের কশ্মি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাগারা সুরবলী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবলী কষায় সেবন কালে বিশেষ কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবলী কষায় সেবনে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১১০ টাকা। ভিঃ পিতে ২/০ আনা। ৩ শিশি ৩৫০ টাকা। ভিঃ পিতে ৪/০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রী উপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলা স্ট্রীট, - কলিকাতা।

## খোকসিনা

অদ্বিতীয় বৈদ্যুতিক বেদনানাশক মালিস

যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক "খোকসিনা" ১০ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিচ্যুত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য দুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

## কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্বাস্থ্য ফলপ্রদ। নরিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ম্মবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত স্বাস্থ্য ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৫০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ভিঃপি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চার্টার্ড এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্যালয় এবং

ফৌর—গলসী, জেলা বর্ধমান।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য

অটুট রাখিতে

## ‘অস্থান’ অদ্বিতীয়

অস্থান স্মৃতিশক্তির হ্রাস, মাথাব্যোড়া, কার্গো অমনোযোগিতা, অস্থান  
হিষ্টিরিয়া, মর্দপ্রকার মানসিক বিকাং, রক্তাক্ততা,  
অকাল-পক্কতা, শুষ্কতারলা, পুষ্ক-হানি, কাশ, অস্ব-  
রোগ, বাত, ডায়াবিটিস বা বহুশ্র, অগ্নিমান্দ্য, অগ্নি-  
অস্থান অস্বরোগ, কোষ্ঠকতা, প্রভৃতি রোগে অস্বার্থ। সে নে অস্থান  
অতিরিক্ত মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম অর্জিত  
দৌর্দল্য দূর হয়, দেহে নবায়নের মকার হয়। বহুকাল  
রোগভোগে ক্ষীণ ও অকর্মণ্য ব্যক্তিও স্বাস্থ্য সামথ্য  
অস্থান ফিরিয়া পাইবেন, সুস্বাদু ও ক্ষতিকর। দা। অস্থান  
এক টাকান’ আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড  
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড  
কলিকাতা

# কাজের লোকের পুস্তক ।

শিল্প শিক্ষা ।

শ্রীচরিত্র চক্রবর্তী প্রকাশিত ।

মূল ৯০ টাকা মূল্যে প্রস্তুত ।

অসংখ্য হাতে হোতের জিনিস প্রস্তুত  
প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । যেরূপে  
জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-  
প্রণালী ইহাতে সম্মিলিত । সুন্দর  
চাপ, ১০০ কপি মাত্র আছে, পর পাঠ  
পত্র লিখুন ।

মিফোর্ট অফ এ নিউ ট্রেড ।

“কাজের লোক” সম্পাদক প্রণীত । কেমন  
করিয়া অল্প পুঞ্জিতে ধরে গরিব অসহায়  
কাজ ও চাকুরী থাকা পক্ষে উপায় নির্দেশ  
করা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও  
অনেক গুণ বস্তু মাত্র তাহা যেহেতু কালা-  
কের শিখায় না । পুস্তক আর নাই, পুনরায়  
ছাপা হইবেছে ।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে কোন খবর, তাহা হইলে  
পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং  
মনাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আসিয়া  
অনুগ্রহ করিতেছি । ইহা জিনিস প্রস্তুত-  
প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ  
আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে,  
তাহারই অনায়াসসাপা উপায় সমূহ বস্ত্তমান  
দায়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংক-  
লিত । এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে  
পারে তবে আমাদের আশীষ এই পুস্তক-  
খানিই যেন কর্য করিবেন । মূল্য ২২  
টাকা ডিঃ পি স্ত্রব্র । কাপড়ে বাধান, পরিষ্কার  
মক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত । যুজের  
মূল্য মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে ।

বেকারের উপায় ।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত ।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে  
মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য আরম্ভ করা  
যায়, এই সকলের কৃষ্ণি মন্দির অতি অনায়াস  
সাপা উপায় সকল বহুসংখ্যক প্রকাশিত  
পত্র ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । একটি  
সামান্য পরিশ্রম, অপাবসায় ভায়া কেমন  
করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জন করিয়া  
সম্পন্ন চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই  
সম্মিলিত হইয়াছে । কোচুহসাক্ষ্য  
হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আশঙ্ক্য  
নাই, করাও উচিত নয় । কিন্তু প্রকৃত  
কাজ করিতে জাহিলে পুস্তকখানি অস-  
কার্য, পকেট মার্চেন্ট, ফুলিসকাপি  
১৬ পোল মার্চেন্ট, প্রত্যেক ব্যবসায়ী  
মূল্য ৯০ টাকা । ডিঃ পি স্ত্রব্র ।

ONE THOUSAND RECIPES

বিশাল পুস্তক, বড় স্ত্রব্রাবা জিনিস  
প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ । তবে ইংরাজী  
পুস্তক । ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে  
জানিবার অনেক কথাই আছে । মূল্য ২২  
যুজের মূল্য বৃদ্ধি ।

সমস্ত পুস্তকই দ্রুত পঠন হয় । আমা-  
দের বেশী কথাকারী নাই যে, দক্ষদ্বারা এহ  
কাহ্যে উপস্থিত থাকিতে পারে । টাকা  
পাঠাইতে এবং আফিসে আগিতে ব্যবসায়ী,  
অধিকতর দ্রুত লেখেন সময় বাচান যায়  
সমস্তই ভাল পুস্তক এবং কেবল কাজের  
লোকের গ্রাহকগণের হৃদয়হার জন্য আমরা  
এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি । বাহা আমা-  
দের নাই, তেমন পুস্তকও আঁড়ার করিলে সংগ্রহ

করিয়া পাঠান যায় । এই বিভাগে কমিশন  
শেষ পুস্তক রাখা হয় । সে বন্দোবস্তের  
অন্য জানেজাবপুস্তক বিভাগ, “কাজের  
লোক আফিস” এই ঠিকানায় পর লিখুন ।

কাজের লোক আফিস,

১৭ নং অক্টোবর দরদে লেন,  
বড়বাঙ্গা, কলিকাতা ।

প্রাধান্য কল্পন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—কমলা  
বস্ত্রবস্ত্র । কিন্তু অনেকের দেখিরাছি, যখন  
চক্ষু দেয় ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য  
দায়ের একগামিনী কাঁচের দমরা দিয়া সেহ  
অনুযায়ী চক্ষুর চক্ষু বক্ষা করিতে যান ; কিন্তু  
তাহা ও হইবার নয় । প্রত্যেক নিদ্রার সময়  
উৎকৃষ্ট দেখিরা প্রস্তুত হইতে প্রস্তুত হই ;  
তাহা তাহা অনেকের মূল্যবান এবং তাহা  
চক্ষুর চক্ষু বক্ষা করিয়া সারিয়া । আমরা চক্ষু  
বক্ষা করিয়া বিবিধ বৈদ্যনিক বহু আনাইয়াছি ।  
কয়েক বিন্দুসহ আনাইয়াছে যেন এতদ্বারা তাহ  
অবস্থা স্থাপন করা । প্রায় ১০ বছরের বহু-  
নিশাও আছে, আমরা তাহা তাহা দেখিরাছি  
কণেবের ব্যবসায়ী ও সমস্ত প্রস্তুত করিয়া দিই  
দেঃ মন্দির এহ বোম্ব ।

২ নং মালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চিকিৎসা প্রকাশ ।

বাজায়া ভাষায় হিন্দী চিকিৎসকগণের  
দ্বারা প্রকাশিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক  
মাসিক পত্র মঙ্গলবার প্রত্যেক পত্রী চিকিৎসা-  
সকলের পক্ষে ইহা অপরিহার্য । বার্ষিক মূল্য  
মাত্র ২২ মাত্র ।

ডাঃ ডি, এন্, অগস্টার,

কাছাখাফ,

ডাঃ আশুপর্ণেডিয়া কল্যাণ নদীয়া,

## নতি বিজ্ঞান

বা যৌবন রক্ষক। ক্লেয়া, আয়ুর্বিদ্য দৌর্ভাগ্য, ক্রুরতাগ্ৰস্তা, স্বপ্নদোষ নিবারক এবং কাস্তি পুষ্টি স্থিতি বল বীৰ্য্য মেধা ও অগ্নিবর্দ্ধক। মূল্য এক শিশি ১।০ টাকা। মাড়লাদি স্বতন্ত্র।

### প্রমেহ ধনুস্ত্রী

এক দিন ব্যবহারে যন্ত্রণার শাস্তি এবং মগ্গাহ কায়েই আরোগ্যমাত। এই ঔষধ সেবনে প্রস্রাবকাপীন দারুণ যন্ত্রণা, প্রস্রাবসহ মপুষ-শোণিতকরণ স্বেত বা হরিদ্রা বর্ণের স্রাব, কাপড়ে দাগ লাগা, মূত্রনালীতে ক্ষত ও তজ্জন্য অত্যন্ত প্রদাহ নিয়ত প্রস্রাবের বেগ অথচ বিন্দু বিন্দু প্রস্রাব ত্যাগ ও শিরঃ স্ফূর্ণনাদি উৎসর্গ সকল প্রশমিত হয়। প্রদর ওভ্রুতি স্ত্রী-ব্যধিও ইহাতে সত্ত্বর দূরীভূত হয়। মূল্য ১।০ টাকা, মাড়ল পৃথক।

### খাঁটী পদ্মধু

সর্বপ্রকার নেত্র রোগের মহৌষধ, মূল্য প্রতি ড্রাম ১/২ টাকা।

বিনামূল্যে:—নেপোলিয়ান বোনাপার্টির গণনা-পুস্তক সম্বলিত ক্যাটলগ পাঠান হয়।

বিশুদ্ধ ভৈষজ্য ভাণ্ডার,

১২৫ নং বোম্বাই স্ট্রিট, (ক) কলিকাতা।

## হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী নমুনা সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক, চিকিৎসক এবং সাবাদপত্রদ্বারা ভূম্যসী প্রশংসিত। মূল ১।০ আনা বাত্র।

১৭নং অক্সফোর্ড স্ট্রিট লেন বহুবাড়ার, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় সমূহেও প্রাপ্য।

## সূর্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ

## পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২২ নং ক্যানিং স্ট্রিট, (মুর্শীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও বাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। উদ্ভিন্ন নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহাভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।



# টাকা এদেশে খুব সস্তা নয় । কাজের লোক তাই একটি পয়সাও অপব্যয় করেন না ।

এক বোনের কাছে ঐশ্বর্য আত্মকাল পাওয়া ক' যার কিছু ব্যবধান রোগী অপের ও দেশের অপব্যবহার নিবারণের টিক ঐশ্বর্যটাই; যেহেতু  
হবে, তাই উয়ে কিনেন । এতে শরীর শার ও নিশ্চিত আশ্রয় হয়, খামকা বা' তা' কেনার খরচও বাঁচে ।  
স্বাভাবিক মেহের জন্য, আজকাল নরকবাদীসম্মত মত হচ্ছে যে



একমাত্র মহোদয় । অন্য অনেক ঐশ্বর্য থাকিতে পারে, যাকাতের আশ্রয় হয়, কিন্তু হিন্দীমতের বিশেষত্ব ( ১ ) প্রাতি মাত্রায় ফল (২)  
১দিনে মন্ত্রণার শেষ ( ৩ ) সম্প্রদেহ আরোগ্য । এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের জাতিদাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের  
প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অন্য পত্র বিশেষে এই বই ১পানি সংগ্রহ করে দেখুন । মূল্য বড় ২৫০, ছোট (অর্ধেক) ১৫০ ।

**আর, লগিন এণ্ড কোং—মাতৃক্যাক্চারিং কেমিটম্,**

১৪৮ নং বহুবাজার স্ট্রীট, ( শিয়ালদহ চৌমাথা ), কলিকাতা ।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—“গিলিং” কলিকাতা । টেলিফোন নং ১৩০৮, কলিকাতা ।

## “কাজের লোকে” বিজ্ঞাপনের হার ।

১। কল্যাণ চাবি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না । পর নিখিয়া জানিতে হয় ।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইকি প্রতি বার ১২ টাকা ধরা হয় । ১২ বাবদীয় বিজ্ঞাপন ছাপি ।

### সাধারণ পৃষ্ঠার হার ।

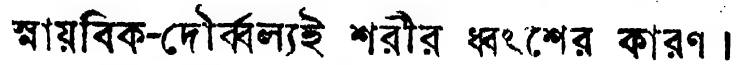
	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮ টাকা প্রতি মাসে	৭ টাকা প্রতি মাসে	৬ টাকা প্রতি মাসে
২ .	৫ .	৫ .	৪ .
৩ .	৫ .	৩ .	২ .
১ কলাম	৩ .	২ .	২ .
২ .	১৫ .	১৫ .	১৫ .

১২ বন্ধদের কাগজ । ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না । অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পর নিখিলে জানাইব ।

কার্যাব্যক্ষ

“কাজের লোক” ।

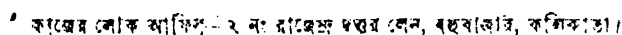
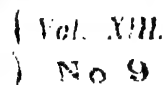
১৭ নং অজুর দস্তুর লেন, বহুবাজার, কলি কাতা



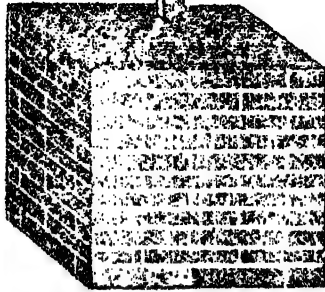
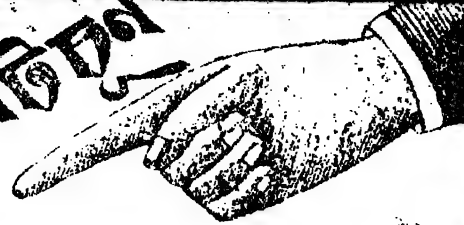
এক শিশি মূল্য ১৯০ দেড় টাকা মাশুলাদি ৯৮০ এগার আনা

১৮।১ ও ১৯ নং শ্রেণীর চিত্রপুর হোষ্টেল, কলিকাতা।

১ নং রয়াল এন্স্‌চেন্স প্রেস, কলিকাতা।



সীলট চূণ



সীলট চূণের

পাঁথুরি একতরফ কঠিন প্রস্তরের  
স্বায় পরিণত হয়।

(আবহকরণের সুবিধার জন্য চূণ বস্তা-  
বন্দী করিয়া বেলে কঁচা ইমারে ঢুক  
করিয়া দিই।

কিলবরণ এও কোং,

৪ নং ফেয়ারলি স্ট্রেন্স, কলিকাতা।

ডাঃ বাটলিওয়ালার ঔষধ।

ভারতের সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সিবিশনে  
বর্ন ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাটলিওয়ালার বালামুড, ইকল শিকড়ের  
জনা ১৯০৭।

বাটলিওয়ালার অলকিয়ারমান, সঙ্গীতকার  
সিঃগীড়া আখাউজনিও ও  
বৎসার জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার টনিক পিল, রক্তাক্ততা এবং  
হৃৎকলতার জন্য ১৯০।

বাটলিওয়ালার (কলেবোন) কলেবোন এবং  
বতাসাধারণের জন্য ১৯।

বাটলিওয়ালার আল কুইনাইন টেকস্ট  
প্রত্যেক বোতল (১ ডোজ  
করিয়া) ১৯।

ভারতের সকল পাণ্ডা দ্বারা।

SOLD EVERYWHERE in INDIA and also by  
Dr. H. L. Batliwala Sons & Co., Ltd.

Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address:—

BATLIWALLA, WARLI Bombay.

স্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ

এলিট্রিস কার্ডিয়াল রাইও

ALETTRIS CORDIAL RIO

বাণেশ্বর প্রীতোরি যথা বাণক, অতিষক, এবং মোহপ্রবর, পদাধুৰ ঘোষামনিক মুক্তবৎসা দোষাদির স্বল্প সমগ্র  
জগতের চিকিৎসকসম এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ প্রীতোরির এতদূর উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।  
ইহা বাণেশ্বরের সমস্ত রক্তকর উপদংশ বিদূষিত করে এবং অতিশয় তরুণাত্মা পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোদ্ভূত  
বালিকাশব্দের ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চা চামচেৰ এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ  
সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকৃত হইবে না।

এলিট্রিস কার্ডিয়ালেঃ স্ততকায়্যাস দেবিরা প্রস্তুতকরণ স্থান করিতেছে। ক্রয়ের সময় জেগেলেব উপর Rio  
Chemical Company, New York City; U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেবিরা তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি  
৩৮০ আনা মাত্র।

মে: রাইও কেমিক্যাল কোং,  
১৮৭০ সালে স্থাপিত।  
১২ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,  
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

কাজের লোক, কলিকাতা।

ব্যাংকোবিরসা জ্বরের  
মহাবিধ।

# জ্বরমলীন

সর্বপ্রকার জ্বরের  
মহাবিধ।

মূল্য ৥০ আনা, ডজন ৫ টাকা।

জ্বরের বিজ্ঞানের সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্বাস্থ্য আহার স্বাভাবিক।

জ্বরমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ।

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আম্র, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

## THE London Directory

(Published Annually)

enables traders throughout the World to communicate direct with English

### MANUFACTURERS & DEALERS

in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and Suburbs, it contains lists of

### EXPORT MERCHANTS

with the goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply ; also

### PROVINCIAL TRADE NOTICES

of leading Manufacturers, Merchants, etc., in the principal Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom.

Business Cards of Merchants and Dealers seeking

### BRITISH AGENCIES

can now be printed under each trade in which they are interested at a cost of £1 for each trade heading. Larger advertisements from £3 to £12.

A copy of the directory will be sent by post on receipt of postal orders for £1 10-0.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,

25, Abchurch Lane, London. E. C. 4.

## কমলা মধু।

শ্রীমন্তে দেশীয় কমলা বাগানের মৌচাক  
হইতে সংগৃহীত ঝাঁটী কমলা মধু যিনি  
একবার খাইয়াছেন তিনি জীবনে তাহা  
ভুলিতে পারেন না। মহারাজা, রাজা,  
উকীল, ব্যাডিক্টর, জমিদার ও ধনী বড় লোককে  
আমরা এই মধু সরবরাহ করিয়া আসিবেছি।  
সাধারণতঃ এক পাউণ্ড টিন মধুর মূল্য ১৮  
একটাকা। অর্জুন কি ততোধিক পরিমাণ  
একত্রে লইতে চাহিলে পত্র লিখিয়া দয় অবগত  
হউন। অবিলম্বে চাহিলে প্রতি অর্জুনের  
অল্প অগ্রিম ২০ কুড়ি টাকা পাঠাইতে হইবে।  
মায় বরচ অবশিষ্ট মূল্য ভিপিতে আদায়  
করা হইবে।

কে. চৌধুরী এণ্ড কোং

স্বনাম গঙ্গা, ব্রী,

অভাবনীয় সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত ৫০ টী সেট

## “কাজের লোক”

২৭ টাকা বুলে মাত্র ১২৫০ টাকা।

আমরা কিহু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

“Kajer-Loke” or Businessman—  
is replete with useful articles on art and Industry.

*Indian Empire.*

“Contains interesting articles on trade and speculation.”

*Indian Daily News.*

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture

*Bengalee.*

“A special and healthy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartily wish our contemporary all success in his noble endeavours.

*The Indian Nation.*

“The Businessman” is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike.”

*Telegraph.*

“There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading “Kajerloke.”

*Gardeners Magazine.*

“কাজের লোকের” বিখ্যাত সমালোচনা আবাদিগণের পক্ষে মন্তব্যের নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই একরূপ সুন্দর, সুশিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আভ্যোপাস্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকা-খানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।” যশোহর।

“সত্য বলিতে কি, একরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্বদাঃকরণে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্বথা সূক্ষ্ম হয়।”

সময়।

“আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেরূপ সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী।”

বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় লোভা কথার ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কার্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সমস্ত আমরা একরূপ পত্রিকার দৃষ্টান্তরূপে ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি “কাজের লোক” পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায়

দৈনিকচন্দ্রিকা।

“আমরা ‘কাজের লোক’ পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্বাধিত ও উন্নতি কামনা করি।”

খুলনাবাসী।

“কাজের লোক” গ্রন্থকর্মজ্ঞেরই পাঠ করা কর্তব্য।”

মেদিনী-বাকব।

একরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। “কাজের লোক” পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রযুক্তি জ্ঞান, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন “বেকারের” বন্ধু।

জ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রাপ্ততের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রাপ্তি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালার এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা “চিত্তাবাদী”, “বঙ্গবাসী”, “বঙ্গমতী”, এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভ্রমণী প্রকাশ্য করিয়াছেন, উৎকর্ষের বিষয়, স্থানান্তরিতঃ সকলগুলি দিতে পারিলেই নাই।



অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

এলোপ্যাথিক বিভাগ।

আমি ঔষধের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেন্ট ঔষধ, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি, সুগন্ধি দ্রব্য ইত্যাদি আমদানী করিয়া বখাসমত মূল্যে বিক্রয় করি। মফঃস্বলের অভ্যন্তরীণ মাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ।

(অম্বান নহে) বিখ্যাত আমেরিকান ঔষধ টিউব শিল্পে প্রতি ড্রাম/৫ ও/১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাস্তব ঔষধ ফোটা কেলো যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০০ শিশি-বাক্সে ২, ৩, ৩০, ৫০, ৬০ ও ১১০। সুগার স্ট্রোবিউন পিল, কর্ক ইত্যাদিও সুলভ। মফঃস্বলের মাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চশমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, চেম্. অফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হ্যারিসন রোড।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিকণী, চেন, পার্শী ও ইহুদী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ঘোড়কাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বন্দে মাতরম্" "সুখে থাক ইত্যাদি লেখা ব্রেচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

দেশীয় ছাপার

কালী

ব্যবহার করুন।

সমস্ত সংবাদপত্রে ভূয়সী প্রশংসিত পোস্টকার্ড লিখিলেই আমাদের প্রতিনিধি গাইদা নমুনা দিবে। অতঃপর লিখুন।

মেঃ দাস গুপ্ত এণ্ড সন্স,

ইক্স ম্যাক্সাকচারার্স,

৩৩ নং চড়কডাঙ্গা রোড, কলিকাতা।

অতি সুলভে ছাপার কাজ।

- ১। রক খোদাই, ইলেকট্রো রক, জিক, হাপটোন রক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ২। সকল রকম ছাপার কাজ, চেক দাখিলা, পুস্তক, লেটার হেডিং, প্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্লাক্যাট, প্রভৃতি অতি সম্বরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ৩। দিবাহার অতি সুন্দর প্রীতি উপহার মায় কলিকাতা পর্য্যটন লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই। কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিঃতে আদায় হয়।

ম্যানেজার

"কাজের লোক"

১৭ নং অক্ষয় দত্তের লেন, কলিকাতা।



কাজের লোক, কলিকাতা।

১৯০৯ ইহতে ১৯১৭ পর্যন্ত

## কাজের লোক।

অপূর্ণ সুযোগ—২৭ টাকার স্থলে ১২।০ সাড়ে বার টাকায় বিক্রয় হইতেছে। যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও ইচ্ছা হয় তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে। ১০ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল প্রেস্‌বলীর মুচীপত্র পাঠান যায়, মুচীপত্র পাইলে না লইয়া থাকা শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পত্র লিখুন।

মাননীয় “কাজের লোক”

১৭ নং অক্টবর রাস্তার লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এণ্ড কোং

## ইকনমিক ফার্মেসী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড অফিস—৮৪ নং ব্লাইক স্ট্রিট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—১৬২ নং বহুবাজার স্ট্রিট, ২০০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, ৩১২ নং ব্রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ঢাকা ও হুগলি।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব নিশিতে ড্রাম /১০ ও /১৫ পর্যন্ত।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স, ফোটা-ফেলা যন্ত্র ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি বাক্সকে ২।০, ৩।০, ৪.০, ৫.০ ও ১২।০ টাকা। ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, গ্লোবিউলস, পিলিউলস ইত্যাদিও সুলভ।

- ১। পারিবারিক চিকিৎসা—৩য় সংস্করণ; সচিত্র পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত; কাপড়ে বাধান মূল্য ১।০।
- ২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাধান মূল্য ৬০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকারী।
- ৩। ওলাউঠাত্ত্ব ও চিকিৎসা—প্র্যাকটিক ও থিওরিয়া-মেডিকা; কাপড়ে বাধান মূল্য ৬০ আনা।
- ৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ; মূল্য ১০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকারী।
- ৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও কার্যকোপিরা; ৪র্থ সংস্করণ; কাপড়ে বাধান মূল্য ১।০ টাকা।
- ৬। ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—স্বয়ং থিওরিয়া-মেডিকা, ২য় সংস্করণ; কাপড়ে বাধান মূল্য ৭০ টাকা।
- ৭। জন্মেন্দ্রিয়ের পীড়া (উপদেষ্টা প্রেমের প্রভুত্ব রক্তরোগ সম্বলিত)—মূল্য ৮০ আনা।
- ৮। বাবসায়ী—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত; ৩য় সংস্করণ; কাপড়ে বাধান মূল্য ৬০ আনা।

আমাদের এলোপ্যাথিক ফোর—১০ নং বনফিল্ডস লেন, কলিকাতা।

বিশালী ঔষধাদি বিলাত হইতে একাইক আমদানী; মূল্য স্বাস্থ্যসম্বল সুলভ, অতি তৎপরতাসহ দ্রব্যাদি সরবরাহ।

## ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



৪০ বৎসর পূর্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত। আজও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। তাই সর্বত্র প্রাপ্য হয় না। ইহার স্বর অতীব মধুর। যন্ত্রের ক্রিয়াকার্য ইহার দ্বারা অতি অল্প।

৩ অক্টেভ, একসেট রীড, ৩ বা ৪ ষ্টপ মূল্য ২৫/-

ঐ ৩ই সেট রীড, ৪ বা ৫ ষ্টপ মূল্য ৩৬/- ও ৫০/-

দক্ষিণাবাবু প্রণীত হারমোনিয়ম শিক্ষা, মূল্য ২/-

সদ্য প্রচারিত ত্রিভুজিকেশ বিখ্যাত প্রণীত নূতন পুস্তক সরল হারমোনিয়ম শিক্ষা মূল্য ১/-

Write for Illustrated Catalogue

# DWARKIN AND SON

## No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক যাহেই কাজের লোকের মূল্য ২০/- এবং মাস ১০/- অধিক দিলেই ১৯১১ সালের ৩/- মূল্যের একখানি "কালের লোক" গাথে কাজে লাগিবেন। যক্ষঃশলেনিঃ পিঃ ও ডাঃ মাঃ ওল প্রভৃৎ লাগিবেন। যাহা নৈঃসঃ, কালের লোক।

### EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery.

Boots, Shoes and Leather,  
Chemicals and Druggists' Sundries,  
China, Earthenware and Glassware,  
Cycles, Motor Cars and Accessories,  
Drapery, Millinery and piece Goods,  
Fancy Goods and Jewellery,  
Hardware, Machinery and Metals,  
Jewellery, Plate and Watches,  
Photographic and Optical Goods,  
Provisions and Grocers' Stores,  
etc., etc.

Commission 2½% to 5%.

Trade Discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from £10 upwards.

Consignments of Produce Sold on Account.

WILLIAM WILSON & SONS

(Established 1814).

25, Abchurch Lane, London, E.C.

Cable Address: "ANNULR, LONDON."

### উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট গীতন করা কার্টের প্রস্তুত—সুতরাং অতিশয় ব্যক্তি দ্বারা স্বর দান—বাজারে হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটি স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অন্যত্র যাইবেন। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুবর্ণের জন্য ২ বৎসর প্রারাতি দেওয়া হয়।

### গ্রামোফোন ও রেকর্ড

বিবিধ প্রকারের নূতন রেকর্ড ও গ্রামোফোন সর্বদাই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্রামোফোন মেসামতের কাজ।

মেশিন পাট এবং মেশিন প্রাঃ যন্ত্রের জন্য দুর্দৃষ্ট হওয়ার অনেক মেশিন মেসামত করিতে পারেন নাই। আমাদের এখানে হারমোনিয়ম ও কলের গানের মেশিন মেসামতের উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আপনার মেশিন মেসামতের জন্য পাঠান অল্প সময়ে, অল্প ভ্রমে মেসামত হইবে।

১৫/- টাকায় ক্রমিক মূল্যের হার্ডার এককে পাঠাইলে গোষ্ঠেব এবং প্যাসিং করা।

গ্রামোফোন পিন—প্রতি বাজ ১০, জাপানী ও জেনো ফান পিন ১০/- বাজ পাঠকারী দলের জন্য প্রঃ রাখুন।

এন্. বি. মেন এন্ড ব্রাদার্স,

১, সি, বেস্ট্রী স্ট্রীট (সার্কোটাইল বিল্ডিং) কলিকাতা।

# KEATING'S INSECT POWDER.

## কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীটনষ্টকরকার ওষধ

### মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাণত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে ইহা অসত্য নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুদের মশুকের উকুন, মশা-বান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিংবা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লন্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত “কিটিংস পাউডার” মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্রুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

### সাবধান !

অনেক প্রকারক ছারপোকার ওষধ বলিয়া ঠিকায়, যেন কিটিংস সাহেবের পাউডার দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কৌণায় কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

### মূল্যাদি।

বড় শিশি ১১/০

মাঝারী ১০/০

ছোট ১০

জাকমাসুল, ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।

কিটিংসের কক নেক্কেস—সরপ্রকা সন্দি কাটির অমোদ ওষধ ১২/০।

কিটিংসের বনুবন—সরপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ১০।

মিঃ বি, কে, পাল এও কোং,

৭নং বোর্নফিল্ড লেন, কলিকাতা।

## কে চৌধুরীর—ব্ল্যাক কালীর বড়ী।

বোতল কালী ও গালির পাউডার বা চুঁ।

আমরা নানাবিধ অতি উৎকৃষ্ট লিপিব্যবহার কালি সহজে ও মফস্বলে বিক্রয় করিতেছি। অন্যান্য কালি হইতে আমাদের কালি ভাল অথচ সুলভ। আমাদের কালি দ্বিগুণে কলমে গরিচা পড়ে না। কাগজ চপসিয়া যায় না। অক্ষরগুলি উজ্জ্বল ও দাগী রং বিশিষ্ট হয়। বড়ী কালির একটি বড়িতে এক দোয়াত ব্ল্যাক কালি হয়। স্কুলের চিত্রগণ ও সঞ্চয়াদারণ তাহা মাদরে গ্রহণ করিতেছেন। স্কুলের মস্তুর এজেন্ট হইতে চাহিলে উপযুক্ত কমিশনে কালির এজেন্সী দিয়া থাকি।

বালির বড়ী একশত ১২

বোতল কালী ১নং প্রতি বোতল ৮০ ২নং ৮০

এজেন্টগণের সহিত পুরক বন্দোবস্ত করা হয়। সর্বত্র আমাদের কালির এজেন্ট ১০ বর্জিতানা টিফিনসহ পত্র লিখুন।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং, সুগানগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

## প্রত্যেক দূরদর্শীকে



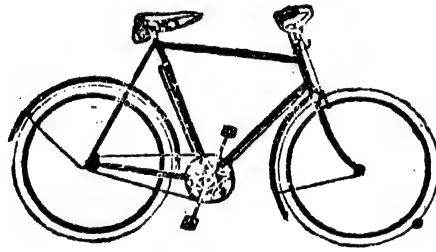
অন্যটি ভাবিতে হইবে, যে বস্তুর ঐশ্বর্য না হইলে চিকিৎসাকার্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঐশ্বর্য নিম্নোক্ত টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঐশ্বর্য প্রস্তুতকারক বোয়ার্ডিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। শ্রীমান ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, বায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস; নিতাপ্রভাচরণ হাদিদার এল, এম, এস; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; পিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি স্বচিকিৎসকগণ আমাদের ঐশ্বর্যের বিশুদ্ধতার জন্যই আমাদের ঐশ্বর্য ব্যবস্থা করেন। সুলভে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই ভংগ।

আমাদের মালার টিফিন ৮০ : ১—১২ প্রতি ড্রাম ১০, ৩০ ক্রম পর্যন্ত ৮০, ১০০ ক্রম আমেরিকা পারি না। মূল্য তালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

চৌমুখপাড়ার কেমিস্ট,

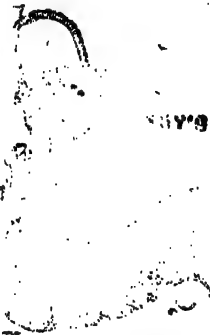
১০ নং হ্যারিসন রোড, কলকাতা টাট ফাংশন, ক্রাফ:—৪৫ নং কলকাতা টাট, কলিকাতা।



প্রত্যেক কাজের লোকেরই সাইকেল আবশ্যিক। যেহেতুক অল্প সময়ে অধিক কাজ করার দরকার কাজেরলোক সাইকেলই যে ইহা সর্বপ্রথম আশ্রয়, ইহা বলটি নিঃস্পন্দন। আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল উচ্চের সবজাত সর্বদা পাওয়া যায়। চাই পয়সার টিফিনসহ, পত্র লিখিলেই সচিহ্ন ক্যাটালগ পাঠান যায়।

## ম্যাগোর

## স্পিঙ্ ডান্সেস



টেরিস গ্রিপ, ও চেরি একম্পাতার দ্বারা নিয়ম মত ব্যায়াম করিলে স্বাস্থ্য, সজল ও নীরোগ হওয়া হয়। ইহা প্রবাসী ফুটবল খেলার আমোদ কাঙ্ক্ষকেও বলিতে

সক্ষম না। ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, তর্ক ইত্যাদি খেলার যাবতীয় ছিনিস সুলভে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় সর্বদা প্রচুর পাইবেন মূল্য তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠান যায়।



যদি ঘরে বসিয়া নিখুঁত গায়ক পারিত্যক হিসেবে মনোহরকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিজ্ঞান আমাদের উপভোগ করিতে চান, তবে একটুকরো গান রাখুন, ১২ পানী উৎকৃষ্ট গানসহ একটা উৎকৃষ্ট কলের দাম ৩০, টাকা মাত্র। আমাদের প্রয়োজন আছে, তাঁহারা যদি অগ্রগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা তাহা মাসে মাসে রেকর্ডের শ্রমিকের যত্নে প্রস্তুতকৃত পাঠাইতে পারি।

মোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

# স্বাস্থ্য-পুস্তক ।

## বিনামূল্যে বিতরণ ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুঃ কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম যথাযথরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্য-শালী করিবে ।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক খরচায় প্রেরিত হয় ।

## আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা

আতঙ্ক বা অট্টম ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে জননেদ্রিয়ের যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না কেন, উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দোষ ঔষধ । এই বটিকা স্বপ্নদোষ ও অনিচ্ছায় শুক্রপাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয় ।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, যুবস্ব, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রেমহ, প্রদর ও রক্তস্রাব আরোগ্য করে ও ভীষনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজস্বিনী করে । সংসার-সুখ-সন্তোষ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ যথেষ্ট সহায়তা করে ।

মূল্য ৩২ বটিকার কোটা ১ টাকা ।

## কাসাস্তক

এই বটিকার নাম যেরূপ ইহার গুণও সেরূপ । ইহা কশ্মা, ক্ষয়, হাঁপানী, পরভক্ষু, গলা প্লাম্বুস প্রভৃতি ও কুস্ম-কুস্মের ও শ্বাস যন্ত্রের অন্যান্য সর্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ । যখন ইহা কশ্ম, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের অন্তক স্বরূপ, তখন সামান্য সন্ধি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেগা বাতলা মাত্র ।

মূল্য ৫০ বটিকার কোটা ১ টাকা ।

## হাঁপানি নাশন

যে কোন প্রকার হাঁপানির বন্ধন । যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেখানে অচিরেই আরোগ্য করিবে ।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা ।

## কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধাশয়,

১১৪ নং, বড়বাজার স্ট্রীট কলিকাতা ।

শাখা ঔষধালয় : - ১১১ বড়বাজার, কলিকাতা ।

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

## কাজের লোক ।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্র্য মাসিকপত্র ।

Edited by S. P. Chatterjee.

১৩শ বর্ষ ।	New Series.	নব পর্য্যায় ।	Vol. XIII.
৯ম সংখ্যা ।	September, 1919.	সেপ্টেম্বর, ১৯১৯ ।	No. 9.

দেখিতে দেখিতে আবার পূজা আসিয়া পড়িল—দুর্ঘ্নলাতা ক্রমেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে । মধ্যবিত্ত ও চাকুরী জীবনের ঝাঝ ভারে প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায় হইয়া উঠিয়াছে । গবর্ণমেন্ট ইহার প্রতিকারের কোন উপায়ট করিতে বোধ হয় সক্ষম হইলেন না । যুদ্ধের পরিণাম ফল সমগ্র পৃথিবীকে বিধ্বস্ত করিয়া তুলিল ।

গতবৎসর পূজার পূর্বে বস্ত্রের যেরূপ মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছিল, এবারেও প্রায় সেইরূপই আছে । দেশের লোকে বক্তৃতায়, কাগজে তুলার চাষ প্রচলন দরকার, তাঁতের সন্ধান, নানান উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইয়া দিন কতক মস্তক চালনা করিয়াছিলেন । আর সে আন্দোলন অভিযোগের নামও শুনা যায় না—কোথায় বা তুলার চাষ, কোথায় বা তাঁতের কথা—সব স্বপ্নবৎ উড়িয়া গিয়াছে ।

কেমন নম্রার দেশ ! শুদ্ধ গলা ও কলম বাজী—চিরকালই এক রকম গেল ।

গবর্ণমেন্ট সেই চেষ্টাচেষ্টার সময় ষ্টাণ্ডাড কাপড়ের কথা তুলিয়া ছিলেন—বাস্, সব ঠাণ্ডা । কোথায় বা ষ্টাণ্ডাড কাপড়, আর কোথায় বা তুলার চাষ ।

আমরা তুলার চাষও দেখি নাই, ষ্টাণ্ডাড কাপড়ও দেখি নাই । এদেশের একটা গুণ আছে, যতই হুংস দৈন্ত আশ্রক, একটা অসম্ভব সহিব্যার শক্তি আছে । ধৈর্য্য—এদেশের অদীন, এবং সহিব্যার শক্তিও অতুল ।

খাতি সামগ্রী অগ্নিমুখ্য । অনাহারে হুংসী লোক নিঃশব্দেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে । রোগে শোকে, অনাহারে, ছিন্ন বস্ত্রে, উৎ-

পৌড়নে সমগ্র দেশবাসী—বাস্তবিক কি স্তব্ধই আছে !

আমরা প্রতিকারের উপায়ও জানি না, জানিলেও সম্পূর্ণ উদাসীন—শিথিয়াছি কেবল কাঁদিতে—ককাইতে । কি হৃদঙ্গা আমাদের ! বাস্তবিক কি অধঃপতনই আমাদের হইয়াছে । এত অধঃপতন বাঙ্গালার যেমন হইয়াছে—এমনটা আর কোন প্রদেশে নয় । বাঙ্গালী অর্থহীন, সামর্থহীন, অলস, বিলাসী, তাহার উপর সম্পূর্ণ উত্তোষহীন । বোধে ও মাদ্রাজের লোক তেমন নহে—তাহাদের এখনও উত্তো আছে,—উত্তো তাহাদের অনেক কাজও হইয়াছে । তাহারা আমাদের অপেক্ষা ধনী, তাহাদের অবস্থাও অনেক ভাল ।

আমরা যুগ্ম জাতি, বাঙ্গালার লোকের উত্তো নাই, কেবল বাজে কথায় বাঙ্গাল-

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন ।

সুখরিত। তাই বাঙ্গালার এত দুর্দশা। নচেৎ এতবড় বুদ্ধিমান জাতি—চুটি উদরায়ের জন্তু নালায়িত—এমন দুর্দশা আমাদের কেন হইল? কোন পাপে সোণার বাগলা, লক্ষ্মীর ভাগুর আজ দৈতের—অলক্ষ্মীর আবাসভূমি হইয়া দাঁড়াইল?

এদিকে রেলের মাল আমদানী রপ্তানির কোন টেশন হইতেই সুবিধা নাই। এক জেলার মাল অন্য জেলাতে বাতায়তের স্বন্দোবস্ত থাকিলে এক দুম্বলাতা সম্ভব হইত না। বাজারের গ্রাহক অনেক, আমদানী মাল কম, একজুই মূল্য চড়িয়া গাইতেছে। রেলের স্বন্দোবস্তের জন্ত চারিদিক হইতেই হাহাকার আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানস্থ কোন সুবিধাই হইল না। কর্তৃপক্ষ রেলের মাল চলাচলের সুব্যবস্থা আগে করুন। লোকেব জীবন সংশয় হইয়া উঠিতেছে। লোকে অসন্তোষ ও বাতনা ভোগ করিতেছে ভারতের শাস্তিপ্রিয় লোক অনাহারে মরিবে, তবু অশান্তি ভাল বাসে না। তাহাদিগকে রক্ষা করা গবর্ণমেন্টের একান্ত কর্তব্য হইয়া উঠিয়াছে।

চাউল ৯৯০ হইতে ১২১, তৈল সের ১১, ময়দা ১০ হইতে ১০, ঘৃত ২৯০ টাকা সের, অথচ ঘূতের তৈলের ভেজাল পূর্ববৎ চলিতেছে। শাক সবজীর দরও চরমে উঠিয়াছে, চাউলের দর সাবেকের দরের প্রায় ডবল। আলু ১০ পটল ১০ বেগুন ১টা ১৫, মাছ ৮০/০ হইতে ১১ সের, কাপড় ৯০ দশ হাতি এক জোড়া। ১টা লোকেরই ২০১ টাকার উপর খরচ পড়িতেছে। যাহারা দৈনিক ১০ আনা উপার্জন করে, এইরূপ লোকের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ, তাহারা এক বেলাও অর্দ্ধাশন পায়

কিনা তাহা সহজেই অসম্মান করা যাইতে পারে।

অনাহারই মৃত্যুহার বৃদ্ধির মূখ্য কারণ, অভুক্ত দুর্বল শরীর সর্বপ্রকার ব্যধির মন্দির। এষ্ট অর্দ্ধাশন অনশনই ভারতের অকাল মৃত্যু, অপমৃত্যু, শিশুমৃত্যু এ সমস্তেরই জন্ত যে দায়ী, তাহা আর বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। ভারতের চুক্তি নিবারণের কোন প্রকৃষ্ট উপায়ই কেহ করিল না। যখন হাহাকার উঠে, অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে, তখন কমিটি, কমিশন বসাইয়াই দুদিন পরে সকল কথাই চাপা পড়িয়া যায়, ফলে কোন প্রতিকারই হয় না। বাস্তবিক পরমেশ্বর কি সুখেই আমাদের রাখিয়াছেন? আমাদের এতদুর্দশা মোচনের জন্ত আমাদের যে কেহ উপরে আছে, এ বিশ্বাস যেন লোকের মন হইতে অপসারিত হইয়াছে। এখন নিজেকে নিজে রক্ষা না করিলে বাঁচিবার আর উপায় নাই।

সেই বাঁচিবার উপায় নিজের কৃষি এবং শিল্পের উন্নতি সাধন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বাঙ্গালী এই দুটীতেই উদাসীন। তাহার কারণ বাঙ্গালীর অবস্থা অন্তঃসার শূন্য, প্রকৃতই বাঙ্গালীর ভিতর নিঃসঞ্চল—কাজ কারবার করিবার মত বাঙ্গালীর কিছুই নাই। বাঙ্গালার লোকের উপরে চিকন চাকন, ভিতরের অবস্থা প্রকৃতই শোচনীয়। কাজেই বাঙ্গালার স্থায়ী কোন কারবার হওয়া সম্ভবও নহে। তাহার উপর বিকট বিলাসিতা বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক মধ্যে হুকিয়াছে—এরোগ যে সহজে ছাড়াবে, সে আশাও ভ্রাশা। আয়ের অধিক ব্যয় যাহাদের, তাহাদের আবার হইবে কি?

কৃষির অবস্থা কোন বৎসরই সুবিধাজনক নহে। সুবিধা জনক জল সেচনের জন্ত খাল, ক্যানাল না থাকায় অনেক স্থলেই সুচাক ফসল জন্মে না। অল্প দিকে বাঁধ ভাঙ্গা, জলপ্লাবন আছেই—সুতরাং যাহাদের শিল্প এবং কৃষি বিপন্ন, তেমন জাতির অন্ন সমস্তা সূত্র পরাহত নহে কি?

তাহার উপর উপসর্গ, আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দীক্ষায় শিক্ষিত এবং শিক্ষিত হইয়া লাভের মধ্যে শ্রমকাতর, বিলাসী, অপব্যয়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছি। সভ্যতার অজুহাতে শিক্ষিত বহু কষ্টের অর্থ অসার ক্ষণিক স্তম্ভ স্বচ্ছন্দতার জন্ত ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না। ভারতের যে প্রকৃত সম্পদ—সংঘম, সদাচার, সমস্তই বিসর্জন দিয়াছি। আমাদের আর পরিব্রাজনের উপায় কোথায়? আমাদের অভাবে স্বভাব নষ্ট হইয়াছে। অভাবের বিকট তাড়নায় পরস্পর পরস্পরের শোণিত শোষণের জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি, পেটে ভর নাই, আত্মার স্বজন জ্ঞান নাই, ক্ষুদ্র নীচ স্বার্থের জন্ত আপনাআপনি নানাপ্রকার মানলা মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া অর্থবল, জনবল শারীরিক ও নানাসিক শক্তি হারাইতেছি। সর্বাস্থে যাহার কত, তাহার ঔষধ বাক্সিবে কোথায়?

এত কাণ্ড সেই সংঘম হারাইয়া। সংঘনী হইলে আমরা বিলাসী হইতাম না, স্বার্থপর হইতাম না, অল্পে সন্তুষ্ট হইয়া অল্প আয়ে অল্প ব্যয়ে আমরা অনেক মহৎ কার্য করিগা স্বজন এবং স্বজাতিকে রক্ষা করিতাম। আর কখনও কি সেদিন আসিবে? আবার আমরা কি সেই প্রকৃত সংঘম সদাচারের সাধনায় বসিতে পারিব? মনে হয় না—কেন

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত ১৯০ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।



না দেশের ভবিষ্যৎ আশা যাহাদের উপর, সেট  
সন্তান সন্ততির নৈতিক অবস্থা আরও অধঃ-  
গামী হইতেছে। এখন কোন অজানা  
শক্তিতে দেশটা, একেবারে ভূগর্ভে চলিয়া  
যাইলেই সকল আশা প্রশমিত হয়। এত পাপ  
যে দেশের, তাহার হুখে কোন উপায়েই  
দুটিবার সম্ভাবনা নাই। আমাদের কক্ষফল  
হাইবে কোথায়। সমগ্র জগতের সভ্য জাতি  
মাত্রেরই নিকট আমরা নিতান্ত দয়ার পাত্র।

## PLANTAIN FIBRES.

### কলার আঁশ।

আমরা “কাজের লোক” একবার এই  
শিরে সম্প্রদেয় আলোচনা করিয়াছিলাম,  
“কাজের লোকের” পুরাতন গ্রাহকগণের বোধ  
হয় স্মরণ থাকিতে পারে। কলার পেটুকো  
হইতে এক প্রকার সিল্কের জায় আঁশ বাহির  
হয়, তাহা দ্বারা যে বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, তাহা  
বেশমের জায় সূচিকরণ ও পুট। বাঙ্গলা দেশে এই  
একটা লাভজনক কাগাও উপেক্ষিত। বাঙ্গলায়  
প্রচুর কলাগাছ জন্মে। কিন্তু ইহার পেটুকো  
গুলি যে এত মূল্যবান, তাহা অনেকেই জ্ঞাত  
নহে বলিয়া ইহা রক্ষন কাণ্ডে, ধানসিল্ক  
করিতে, জালানীরূপে অপব্যবহৃত হইয়া যায়।  
যাহারা সামান্য মূলধনে কাগা করিতে ইচ্ছুক,  
তাহারা এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া কৃতকার্য  
হইতে পারিতেন। আমরা “উণ্ডিয়ান একো-  
নমিষ্ট” পত্রিকা হইতে এই কলার আঁশ  
প্রস্তুত করিবার কল কব্জাদিতে কত ব্যয়  
হইতে পারে, সাধারণের অবগতির জন্ত  
তাহার একটা এন্টিমেট উদ্ধৃত করিয়া  
দিলাম।

## ESTIMATE.

Fifteen “Sri Ganapal” Patent Plantain Fibre Extractor No. 3 @ 45/- Each for Powder Driving.	675
1 Bullock Geer to drive 15 Machines	300/-
Shafting, Pulleys, Plumner block, accessories, Freight &c. for machineries and fitting up charges	100/-

Total Rs. 1,400-

দৈনিক এই কলে ১ হইতে ১১০ হস্তের  
উৎকৃষ্ট শুদ্ধ আঁশ বাহির হইবে। এই কল  
চালাইতে একজন মিস্ত্রী এবং ২০ জন বালক  
আবশ্যক। সামান্য মূলধনে লইয়া এই সরঞ্জামেই  
বেশ কাজ চলিবে। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ  
জানিতে হইলে Mr. A. G. Ganapatty  
Ayer, Mechanical Engineer, Am-  
basamudram এই ঠিকানায় লিখিয়া  
জানিতে পারেন। তিনি বহুদিন ঐ ঠিকানায়  
ছিলেন এবং আশা করি, এখন আছেন।

বাঙ্গালার কলার পেটুকো শুধি হইতে  
উৎকৃষ্ট কাঁচবীর প্রস্তুত হইতে পারে। কোন  
উচ্ছোঙ্গা যুবককে এই কার্যে রতি হইতে  
দেখিলে আমরা গুণী হইতাম।

দেশের বহু আয়কর দ্রব্য এইরূপেই অব-  
জাত হইয়া নষ্ট হয়, অথচ আমরা সামান্য  
বেতনের চাকরীর জন্ত লাগায়িত হইয়া অন্ন-  
কষ্টও পুচাইতে পারি না। আমাদের আত্ম-  
নির্ভরশীল হইবার প্রকৃতই সময় আসিয়াছে।  
অতঃপর এইভাবে চলিলে আমাদের হুখের  
সীমা থাকিবে না।

## EDITOR IN COUNCIL.

### সম্পাদকের মন্তব্য সভা।

শ্রীমুখ্যন্ত শেখর মুখোপাধ্যায়।

জিজ্ঞাস্ত। ছাত্র প্রস্তুতের সরঞ্জামাদির জন্ত  
বিলাতের কোন কারমের নাম আগনা-  
দের জানা আছে কিনা, যদি থাকে,  
“কাজের লোক” প্রকাশ করিয়া  
বাহিত করিবেন ইত্যাদি।  
উত্তর। Messrs Holland William &  
Co. Ltd., 15 Oxford Street,  
Birmingham and for umbrella  
sticks Messrs Howell, Henry  
& Co., 179 Old St, City Road  
London, ইহাদিগকে পত্র লিখিয়া  
সবিশেষ জানিতে পারেন।

## SUGAR MANUFACTURE ON SMALL SCALE.

### ছোটরকম চিনির কারখানা।

হুখের বিষয়, যে ভারতে ইক্ষুর চাষ এত  
অধিক, সে দেশের লোককে চিনির জন্ত পর-  
মুখ্যোপেক্ষী হইয়া চিরকাল কাটাইতে হইল।  
ভারতে প্রায় ২৯০০০০০ একর জমিতে ইক্ষুর  
চাষ হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে একা বাঙ্গলা  
দেশেই ৮৬০২০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হয়।  
এই যে হিসাব, ইহা প্রায় ৭ বৎসর পূর্বের,  
এক্ষণে আরও অধিক জমিতে ইক্ষুর চাষ  
হইতেছে। বাঙ্গালার অভাব মোচন হইয়াও  
প্রচুর চিনি বিদেশে রপ্তানি হইতে পারে।  
এই চিনির কাজ বাঙ্গালার উৎপন্ন আমদানী  
দ্রব্য সকলের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার  
করিয়াছে। অপর দুইটা আমদানী দ্রব্যের  
মধ্যে তুলা নিশ্চিত বস্ত্র এবং লৌহ ও ইস্পাতের  
দ্রব্য সমূহ। কাপড়, লৌহ এবং চিনিই বাঙ্গলা

আর ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা লইব না।

দেশের আমদানী দ্রব্য সমূহের মধ্যে প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালার যদি সামান্য পরিমাণে ছোট আকারেরও চিনির কারখানা স্থাপিত হয়, তাহা হইলে চিনির জ্ঞাত এদেশকে বোধ হয় পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না। কিছু কাল পূর্বে বাঙ্গালার চিনিতেই বাঙ্গালার অভাব পূর্ণ হইত, চিনির কাজ করিয়া বাঙ্গালার বহুলোক ধনী হইয়াছিলেন, এমন দিনও গিয়াছে। আজ কি কারণে বাঙ্গালার চিনির কারখানা বন্ধ হইয়া পরমুখাপেক্ষী হইতে হইল?

ভারতের চিনি চিরকালের সেই পুরাতন প্রথাতেই প্রস্তুত হইয়া আসিতে ছিল, এক্ষণে কল কারখানায় প্রস্তুত চিনির প্রচুর আমদানীতে প্রতিদ্বন্দিতায় ভারতের চিনি প্রস্তুতকারকগণ দাঁড়াইতে পারিল না, এই এক প্রধান কারণ। দ্বিতীয় কারণ—প্রতিদ্বন্দিতায় পরাহত হইয়া চিনি প্রস্তুতের কাজ লাভজনক না হওয়ায় লোকে এই কাজে বিরত হইল এবং অনেক স্থলেই তুলা চাষের জায় ইক্ষুর চাষও পরিত্যক্ত হইল। ইহাই চিনির কাজের অধঃপতনের কারণ বলিয়া বোধ হয়। ভারত-বর্ষ ইক্ষু এবং তুলা চাষের উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র, ইহা বহু অভিজ্ঞ দ্বারা বারবার প্রতিপন্ন হইয়াছে। তথাপি কোন দেশীয় ক্যাপিটালিষ্ট বা ধনী এই কার্যে অগ্রসর হইয়া আধুনিক কল কারখানা দ্বারা একাধারে এপর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমাদের দেশের ইক্ষুর চাষ হয় এবং তাহা হইতে সকালের সেই চরকা কল বা কলের শালে গরু দ্বারা ইক্ষু পেমন করিয়া বড় বড় লৌহের কটাহে কাষ্ঠ বা ইক্ষুর শুকু শালা দ্বারা রস ফুটাইয়া শুড় প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। এই পদ্ধতিতে নিষ্পেশিত ইক্ষুদণ্ড হইতে তাহার সমস্ত নির্যাসই ভালরূপ বাহির হইতে পায় না, শুড় প্রস্তুত করিতে মজুরিও

অধিক পড়িয়া যায় এবং যে পরিমাণ খরচ ও পরিশ্রম হয়, তাহা খতাইয়া দেখিলে ইক্ষু চাষে তেমন আয় হওয়া দূরে থাকুক, খরচাই পোঁষায় না। ইহা আমরা কৃষকগণের নিকট শুনিয়া থাকি। এই কারণেই ইক্ষুর চাষও অনেক স্থলে উঠিয়া গিয়াছে। যাহারা সামান্য সামান্য চাষ করে, তাহাদের উৎপন্ন শুড় দ্বারা সংসারেরই ব্যয় সংকুলান হয় না, সুতরাং চিনি প্রস্তুতের কথা ত দূরের কথা।

এই সকল কারণেই দেশের দেশী চিনির কারখানা ক্রমে ক্রমে উঠিয়া গিয়াছে এবং এদেশবাসীকে সম্পূর্ণভাবেই এখন বিদেশী চিনির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে।

বাঙ্গালার শুড় ভাল পরিষ্কার হয় না এবং অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু যদি আধুনিক উন্নত প্রক্রিয়ায় শুড় প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে তাহার মূল্যও ৩৪ গুণ অধিক হইয়া থাকে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

এক্ষণে অনেক স্থলেই কাষ্ঠের আক মাড়া কল আর ব্যবহৃত হয় না। বিহিয়া রোলার মিল ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার দ্বারা শতকরা ৪০ ভাগ রস ইক্ষু হইতে বাহির করা যায়, কিন্তু ডবল রোলার বিহিয়া দ্বারা ৫৫ ভাগ রস বাহির হইতে পারে।

ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট এক প্রকার আক মাড়া কল মাসগো নগরে মেঃ ম্যাক্লিন এণ্ড কোং প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা গরু দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এই কলে ১০০ শত মন ইক্ষুদণ্ড ১২ ঘণ্টায় নিষ্পেশিত হইতে পারে। কলিকাতায় এই কল বিক্রেতা মেঃ মারশাল সন্স এণ্ড কোং (Messrs. Marshall Sons & Co.) নিকট পাওয়া যায়।

তাহার পর ইক্ষুর রস ধরিবার জন্ত এমন পাত্র আবশ্যক, যাহা সহজেই স্থানান্তরিত করা

যাইতে পারে। আমাদের সে কালের পদ্ধতি, একটা মাটির বাইনকে মাটির সহিত পুতিয়া রাখা হইত, রস প্রচুর পরিমাণ তাহাতে জমিলে ছোট ছোট হাঁড়ী বা কলসী দ্বারা তুলিয়া যেখানে শুড় জাল দেওয়া হইতেছে, সেখানে বহিয়া লইয়া গিয়া শুড় প্রস্তুতের খোলাতে ঢালিয়া দেওয়া হইত। তাহাতে পরিশ্রম অনেক এবং রস বারবার আলোড়িত হইয়া গাঞ্জিয়া উঠিয়া শুড়ের আবাদ ও রং ধারাপ হইয়া উঠে। এইরূপ ক্ষেত্রে যে পাত্রে ইক্ষু নিষ্পেশিত হইয়া রস পড়িবে, সেই পাত্র উত্তমরূপে পরিস্কৃত হইয়া ঘুটের আগুনে শেঁকিয়া বা গন্ধকের ধোয়া দিয়া না লইলে শুড়ের গন্ধ ভাল হয় না, অল্প সময়ের মধ্যে শুড়ে গন্ধ হয়।

### অধুনিক শুড় প্রস্তুতের সরঞ্জাম।

কলিকাতায় মেসার্স জোসেফ এণ্ড কোং বিহার এবং যুক্ত প্রদেশের ইক্ষু ক্ষেত্র সমূহে ব্যবহারের জন্ত কতকগুলি যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। এই সকল কল ও উপকরণগুলি আনানের পুরাতন পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক উন্নত প্রণালীর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহার Evaporator বা যাহা দ্বারা রসকে জাল দিয়া শুড় করা হয়, সেই পাত্র ষ্টিন সাহায্যে উত্তপ্ত করিয়া শুড় প্রস্তুত হয়, কিন্তু এমন প্রশস্তভাবে প্রস্তুত, তাহা অগ্নির সাহায্যেও উত্তপ্ত করা যাইতে পারে। বিশেষ বিবরণের জন্ত মেঃ জোসেফ এণ্ড কোংকে লিখিলে সবিশেষ জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে।

মিঃ এ, ই, জর্ডান (A. E. Jordan A. M. I. M. E.) ইনি একজন ইক্ষুকলের অভিজ্ঞ, তিনি মরিশস, যেখানে ইক্ষুর প্রচুর চাষ সেই মরিশসের সর্বত্র ঘুরিয়া কিছুদিন পূর্বে মাস্ত্রাজে আসিয়া উপস্থিত হইয়া ছিলেন।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

তিনি যে প্রাণী উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা বোম্বাই একজিভিশনে স্বর্ণ পদক পাইয়াছিল। ইহার পদ্ধতি আরও সুন্দর। ইহার কল ফিটিং সময়ে ১০০০ টাকা পড়িয়া থাকে।

(বারান্তরে সমাপা।)

## কথামৃত।

ব্রহ্মদর্শন ও সমাধি—

ব্রহ্মদর্শন হ'লে মানুষ চুপ হয়ে যায়। ব্রহ্মদর্শন না হয়, ততক্ষণই বিচার। ঘি কাঁচা ব্রহ্মদর্শন থাকে, ততক্ষণই কলকলানি। ব্রহ্মদর্শন মোমাছি ফুলে না বসে, ততক্ষণ ভন ভন করে। ফুলে বসে, মধু পান করিতে আরম্ভ করলে, চুপ হয়ে যায়।

—রামকৃষ্ণ।

## NEED OF DEVELOPED MANUFACTURES.

ভারতে শিল্পোন্নতির আবশ্যিকতা।

দেশের দীনতা এবং দুর্ভিক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে কৃষি দক্ষিণ হস্ত এবং শিল্প বান হস্ত স্বরূপ। একের অভাবে অন্যও অক্ষম ও অকর্মণ্য। সেই জন্য কি রজা কি প্রজা উভয়েরই এই দুইটা বিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যিক। নচেৎ দেশের দুর্ভিক্ষ এবং দুর্দশা মোচনের অপর সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ এবং বিফল। আমরা প্রত্যেকবারেই দেখাই-তেছি যে, কৃষিতে এদেশের সকল সময় অন্ন-ভাব ঘুচে না। আমাদের দেশকে বৃষ্টির জন্য আকাশের পানে চাহিয়া থাকিতে হয়, যদি সময়ে পরিমিত রূপে আকাশের বৃষ্টি পাওয়া যায়, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ শস্ত পাওয়া যায়, নচেৎ দেশে অন্নভাবের হাহাকার উঠিয়া থাকে। তখন রাজা এবং প্রজা উভয়েই কোন প্রতিকারের উপায় খুঁজিয়া পান না। দেশের

অসহায় নরনারী অন্নভাবে অনশনে প্রাণ-ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। তখন অসংখ্য প্রজাধ্বংস হয় এবং প্রতাপশালী ইংরেজ শাসনের উপর কলঙ্ক কালিমা পড়িয়া যায়; এটা রাজা এবং প্রজা উভয়েরই অবশ্য উপায়ের নহে। যে দেশের শিল্পের অবস্থা ভাল, তাহার শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়ে অর্থসংস্থান করিতে পারে এবং সেই অর্থের দ্বারা অল্প-দেশের অন্ন অনায়াসে আয়ত্ত্বাধীনে আনিয়া বাঁচিয়া যাইতে পারে। ভারতের প্রাচীন শিল্প লুপ্তপ্রায়, শিল্প শিক্ষারও কোন ব্যবস্থা নাই যে ভারতবাসী শিল্পজাত দ্রব্য দ্বারা কোন রূপে অজন্মা দুর্ভিক্ষ হইলে বাঁচিয়া যাইতে পারে। কাজেই দুর্ভিক্ষ হইলে কৃষিতে কৃতকাণ্য না হইতে পারিলে অনশনে অকালমৃত্যু অবশ্যস্তাবী। দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধানের জন্য যে কমিশন গঠিত হইয়া অনুসন্ধান হইয়াছিল, তাহাতে Famine Commissioners গণ বলিয়াছেন যে :—

“We have elsewhere expressed our opinion that at the root of much of the poverty of the people of India and of the “risks to which they (Indians) are exposed in seasons of scarcity, lies the unfortunate circumstance that agriculture forms almost the sole occupation of the mass of the population, and that no remedy for present evils can be complete, which does not include the introduction of a diversity of occupations, through which the surplus population, may be drawn from agricultural pursuits, and led to find the means of subsistence in manufacture or some

such support” সংক্ষেপে ইহার মর্ম এই যে, ভারতের দারিদ্র্যের মূল কৃষির শোচনীয় অবস্থা, যখন কৃষির অবস্থা শোচনীয় হয়, তখন ভারতের জনসংখ্যার শিল্প এবং বসেইরূপ এমন কোনও উপায় থাকা আবশ্যিক, যাহা দ্বারা অজন্মা জনিত ভীষণ সময়ে তাহা-দের অনেক লোকেই শিল্পজাত দ্রব্যের উপর নির্ভর করিতে পারে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, প্রজাগণ বা রাজকর্মচারীগণ এদিকে তেমন বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই, কাজেই দুর্ভিক্ষের সময় উভয় পক্ষেরই অবস্থা বড় জটিল হইয়া দাঁড়ায়। এই বিষয় সমস্তার প্রতিকার না করিলে দেশের মঙ্গল হইবে না। ভারতের প্রজা অনাহারে অনশনে, রোগে শোকে দীনাদপিদীন। ইহাই ভিতরের কথা। যাহারা বলে যে ভারতবাসী নিজেদের অর্থ প্রতিরা বাঁচিয়া অনাহারে মরে, তাহারাজা এবং প্রজা উভয়েই শত্রু। প্রকৃতই এদেশে অন্নভাবের শুল্ক হইয়াছে, দেশের শিল্প লুপ্ত, কৃষির অবস্থা ভাল নয়, শিক্ষায় অনেক গলদ, রোগের চিকিৎসার ব্যয়ে বাস্তবিক বিকাইয়া যায়, লোকে নৈতিক উন্নতির অভাবে মামলা মোকদ্দমায় সর্বশাস্ত্র—এমন দেশের প্রচুর অর্থ যাহারা কলনা করে এবং রাজাকে অল্প-রূপ দুখাইয়া বিপথগামী করিবার প্রয়াস পায়, তাহারাজা ও প্রজার শুভাকাঙ্ক্ষী হইতে পারে না। বাক সে অল্পকথা, কিন্তু দেশকে রক্ষা করিতে হইলে এই শিল্পোন্নতির জন্য সদাশয় গবর্ণমেন্টের উচিত, ভারতে নষ্ট শিল্প উদ্ধার করিয়া প্রজাদিগকে সাহায্য করা। তাহা হইলে ভারতের দৈনন্দিন প্রতিকার হইবে, নচেৎ নহে। ওদিকে প্রজার মতিজ্ঞান হই-য়াছে। শ্রমজীবী শ্রেণীর বালক বালিকাগণ-কেও তাহাদের কর্তৃপক্ষগণ চাকরী পাইবার আশায় জাতীয় ব্যবসায় ও শিল্প শিক্ষা হইতে টানিয়া আনিয়া ইংরাজী শিক্ষায় প্রবেশ

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

করাইয়া দিয়া দেশীয় শিল্পের আরও অবনতি ঘটাইতেছে। ইহারা সকলেই উচ্চশিক্ষাও লাভ করিতে পারে না এবং সামান্য বেতনের চাকরীর আশায় পৈতৃক পেরা ছাড়িয়া বিলাসী হইয়া উঠে, বাহা পায়, তাহাতে অবস্থার উন্নতি করা দূরে থাকুক, অক্ষাণেও জীবনযাত্রা নিরুৎসাহ করা তাহাদের পক্ষে তরুণ হইয়া উঠে। কৃষির অবনতির এই সকল কারণও মূল বলা বাইতে পারে।

Mr. John Murdoch L. L. D., মহোদয় তাহার "A letter to The right Honourable Lord Curzon of Kedleston, The Viceroy and Governor General of India," নামক যে পুস্তিকা ছাপাইয়াছিলেন, তাহাতে দেখাইয়াছেন যে, "Petty shopkeepers, Mechanics, Peons, domestic servants are now making great efforts to get English education for some of their children in the hope that they will obtain Government appointment. The supply already far exceeds the demand. The country is being filled with imperfectly educated youngmen who yet think it beneath their dignity to engage in industrial employments."

একথা খুবই সত্য নহে কি? সুতরাং বলা অসঙ্গত নহে যে, দেশের লোকেও শিল্পোন্নতির প্রতি অনমনোযোগী এবং উদাসীন। এই ভাবটা ঘুচাইবার জন্য দেশের লোকের প্রাণপণে সচেষ্টিত হওয়া উচিত। কারণ সর্ব প্রথমেই আমরাগকে নিজের গাঙ্গা-ছাদনের চেষ্টা করিতে হইবে। সে বিষয়টার

জন্ত পরমুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের মঙ্গল নাই। এই যে অনাহারে বজ্রভাবে আমরা মরিতেছি, এজন্য দুঃখ কাহার? কাহারও তো প্রাণ কান্দে না। আমরাগকে নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্ত চেষ্টা করিতেই হইবে, কিন্তু আমরা যদি দেশীয় শিল্পকে, জাতীয় ব্যবসায়কে ত্রণার চক্ষে দেখি, তাহা হইলে অপরের দোষ দেওয়া অস্তায়।

গবর্ণমেন্টেরও এ বিষয়ে উদাসীন থাকিলে আর চণে না। দেশ যদি জনশূন্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে রাজ্যের মঙ্গল নহে। প্রজারক্ষা করিতেই হইবে। শুদ্ধ কৃষির উপর এদেশের অন্তর্যন্তের সমাধান হইবে না, শিল্পোন্নতি না হইলে আর পরিত্রাণ নাই।

S.P.C

### TRICKS OF THE BOOT TRADE.

BY A WORKING TANNER.

In this age of sham and adulteration many unsuspecting people may be deluded so far as to imagine the title of this article is still a proverbial truth as regards purity and stability. Let me assure these confiding innocents they are grievously mistaken. Not only is leather adulterated, it is also villainously imitated.

I had occasion the other day to buy a purse. It is seldom I require an article of this description; but hearing the jingle of money in my pocket, I thought it advisable in the interest of public

safety to get a purse. I entered a shop and was shown several purses. The lady in attendance, assured me, they were made of "solid" leather—they certainly had a leathery appearance. Still I had "ma doots," and, being a craftsman in the leather line, I examined the surface of one of the purses with the help of a pocket lens, which revealed the absence of the fish scale like grain that belongs to all true skin.

This leather imitation business is not confined to the purse trade. When your daughter takes it into her head to learn dancing, she demands a pair of dancing shoes, and, in order to preserve your domestic tranquillity, you buy her a pair—the cheapest you can get of course. She goes to the dance, her heart beating high with anticipation; she dances, and on her return asks you, if you wished to make a fool of her, handing you back the shoes. You look at them and horrors, the uppers are saying good-bye to the soles! and no wonder—the uppers are made of thin cloth, japanned on one side to give them the appearance of petent leather. This vile product of American ingenuity is extensively used in the fancy goods trade.

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্ত /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

## SOLES FOR CHEAP BOOTS.

Not only uppers but soles of boots are manufactured from various compounds, and sold as leather. The shaving taken off the hide by the currier in reducing it to the desired thickness are collected by leather manufacturers, unrolled to make them lie flat, and ten or twelve of them laid on top of each other, with layers of gum between; then pressed and dried under strong heat. When ready for use, soles and heels are stamped out for the making up of cheap boots. If the weather keeps dry, this stratified imposture may wear reasonably well, but expose it to rain or snow and your sole will strip off in flakes like the outer skin of an onion.

Still, a sole made from leather shavings is not so bad as that scoundrelly substitute for leather that was born of German jugglery a few years ago. A grass resembling the fibre of cocoanut husk was chopped into short pieces, mixed with glue or other cheap adherent, then semidried and rolled out to form thick sheets, from which the soles of cheap boots were to be made. This form of "leatherine" has not caught on with any great degree of tenacity; house slippers are

the only articles of wear I have seen it used for.

It is not to be supposed, however, that all real skin is good leather. The tanning process is a long and expensive one, and to save time and money tanners resort to more rapid and less expensive materials and methods. Instead of using only pure vegetable products like bark and nuts, various extracts of plants are obtained by analytical means, and these are extensively employed in converting skin into leather. These extracts contain the tanning material and no more. This saves time, which is held to be the equivalent of cost.

The leather produced from extracts is not so good as that obtained from the bark and ground nut. Extracts destroy to a great extent the flexibility and toughness that characterised the leather of a former period; because they do not contain the vegetable oils that grew in conjunction with the tannic element.

Therefore, the best advice to intending purchasers of boots is to remember "there is nothing like leather," and that skin prepared with minerals is not leather. No matter how cheap the boots you buy, see that the material they

are made of his tanned and not merely cured.

Gardener's Magazine.

## IMPORTS AND EXPORTS OF BRITISH INDIA IN JULY 1919.

In the trade returns for July 1919, published by the Department of Statistics, India, imports amounted to £9,959,000 a decrease of £1,732,000; and exports (including re-exports) to £18,592,000, an increase of £5,027,000, as compared with the corresponding month of 1918. There was a large increase in the exports of food, drink and tobacco (mainly, food grains and tea) amounting to £2,347,000, but raw materials and articles mainly unmanufactured increased by £5,778,000 owing to larger exports of raw hides and skins, seeds and cotton raw. Articles wholly or mainly manufactured rose by £654,000 mainly on account of larger exports of tanned hides and skins and cotton manufactures including twist and yarn, notwithstanding smaller shipments of jute goods. During July of the pre-war year 1914, imports amounted to £9,325,000 and exports (including re-exports) to £13,045,000.

আর ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৯০ টাকা লইব না।

## Notes of Interest.

## আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ।

## দেবোত্তর সম্পত্তির মামলা।

রাজা সেবারিত থাকিতে পারিবেন না।

“অমৃতবাজার পত্রিকা” সংবাদ দিতেছেন :—

কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মিঃ মুখার্জি ও মিঃ প্যাণ্টন সম্পত্তি উত্তর-পাড়ার দেবোত্তর সম্পত্তির আপীলের মোকদ্দমার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। উত্তরপাড়ার অন্যতম জমিদার বাবু মনোহর মুখার্জি রাজা প্যারীমোহন মুখার্জির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিয়াছিলেন। উত্তরপাড়া ঠেটের দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কে রাজা প্যারীমোহনের সেবারেতগিরি নাকচ করিবার জ্ঞান প্রদান বাবু এই মামলা করেন। দুইটা দেবখিগ্রহের নিত্যসেবা, হুগোৎসব এবং পূর্ণ-পূর্ণগণের শ্রাদ্ধাদি ধর্মকার্যের জ্ঞান উত্তরপাড়া মুখার্জিবংশের পূর্বপুরুষ স্বর্গগত জগন্মোহন মুখার্জি মহোদয় ১৮৪০ সালে কতক সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়াছিলেন। উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তির বর্তমান সেবারত রাজা প্যারীমোহনের অসদাচরণ (Misconduct) অপব্যয় এবং শৈথিল্য নিবন্ধন বাদী তাঁহার সেবাইতগিরি নাকচ করিয়া জ্ঞান সেবারেৎ নিযুক্ত করিবার জ্ঞান এই মামলা দায়ের করেন। রাজার বিরুদ্ধে যে সকল হেতুবাদে মামলা রুজু করা হইয়াছিল, তাহার একটা এইরূপ :—দেবোত্তর সম্পত্তির বিরুদ্ধে একটা ডিক্রি করিয়া ঐ ডিক্রিজারী করত রাজা উহা নিজ পুত্রের বেনামীতে ১৫৬৬০০ টাকা মূল্যে খরিদ করিয়াছেন।

হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণ এই মোকদ্দমার যে চূড়ান্ত রায় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল।

তাঁহার এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কোনও সেবাইত কদাচ কোন দেবোত্তর সম্পত্তি নিজে খরিদ করিতে পারেন না, ঐরূপ খরিদ আইনতঃ একান্ত অবৈধ। বিশেষতঃ রাজা উক্ত সম্পত্তির শাসন সংরক্ষণে যেরূপ গোলযোগ করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তিনি আর সেবারেৎ থাকিবার যোগ্য নহেন; মাননীয় বিচারপতিদ্বয় উক্ত সম্পত্তির খরিদ নাকচ করিয়া দিয়াছেন এবং উহা পূর্ববৎ দেবোত্তর স্থিরতর থাকা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং উক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ জ্ঞান একজন রিসিভর নিযুক্ত করিবার আদেশ দিয়াছেন। আপীল উভয় আদালতের খবচাসহ ডিক্রি দেওয়া হইয়াছে।

## বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটী বিক্রয়।

চব্বিশ-পরগণা বেহালা হইতে শ্রীযুক্ত শিবদাস মুখোপাধ্যায় বিগত ২৬ শে জুলাই তারিখের ‘বেঙ্গলীতে’ লিখিয়াছেন—“৬ জৈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থ সমূহের ‘কপি রাইট’ বিগত ২৮শে জুন কলিকাতা হাইকোর্টের আদালতের বিভাগের নিলামে বিক্রয় হইয়াছে। বাবু আশুতোষ দেব ১৯২০০ টাকায় ঐ নিলাম ক্রয় করিয়াছেন। বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের বশত বাড়ীখানিও বন্ধকের দ্বায়ে নিলামে উঠিবার সম্ভবনা। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের এই বসতবাটী যাহাতে নিলামে উঠিয়া হস্তান্তরিত না হয়, তাহার জ্ঞান এদেশের বিজ্ঞাসাগর ভক্তমাত্রেরই বিশেষ চেষ্টা করা কর্তব্য। এই বাড়ীখানি দায়মুক্ত করিয়া বিজ্ঞাসাগর স্মৃতি রক্ষারূপে স্বতন্ত্রভাবে সমস্ত রাখিয়া দেওয়া একান্তই কর্তব্য। আমাদেরও ইহাই পরামর্শ।

## বোম্বাই শাসনের মন্ত্রীর বেতন।

যে দেশের শতকরা আশীজন মরণারী হুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, সে দেশের হোমরুল শাসনের মন্ত্রীর বেতন হইবে মাসিক ছয় হাজার টাকা? এ যে প্রশ্ন। মোগার প্রদীপ বসান হইবে? ট্যানার উপর হীরার উক্ষীষ জড়ান হইবে? জাপান স্বাধীন, জাপানের মন্ত্রীদিগের বেতন কত? জাপানের আদর্শে কাজ করিবে না কেন? তোমারাই যদি মন্ত্রী সাজিয়া জোঁকের মতন জাতির সকল রসটুকু শোষণ করিয়া লও, তাহা হইলে সমাজ-দেহে থাকিবে কি? এই এক কথাতেই বাবুদের মনের ভাব বঝিয়া লইয়াছি। চাই টাকা, চাই সিভিলিয়ানদের সহিত সমকক্ষতা করিবার অবসর, দেশের ভাবনা, জাতির ভাবনা তা কাহারও নাই, আছে নিজের নিজের অভ্যুদয়ের আকাঙ্ক্ষা!

আমরা বলি কি—যদি সত্যি দেশসেবা ও জাতির সেবা করিতে চাও, তবে মাসিক পাঁচ শত টাকা বেতনে মন্ত্রীর কাজ করিতে প্রস্তুত হও। তোমরা পাঁচশত টাকা বেতনে সিভিলিয়ানের তুল্য-মূল্য কাজ করিতে আরম্ভ করিলে, দশবৎসর পবে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সিভিলিয়ান কর্মচারির বেতন কমান্বিতে বাধ্য হইবেন, রাজ্যের সকল অপব্যয় বন্ধ হইবে। যে হেতু সিভিলিয়ানদের দল মোটা বেতন লইয়া কাজ করিতেছেন, সেই হেতু তোমরা দেশের লোক, জাতির সুখে সুখী এবং জাতির ভ্রুখে দুঃখী, দেশস্ববোধে-প্রবুদ্ধ তোমরাও মোটা বেতন-ভোগী চাকুরে হইয়া ভারতবর্ষের এই ভীষণ অশ্রানক্ষেত্রে বিলাসের তাণ্ডব নৃত্য করিবে!

নাগরক—৩১শে শ্রাবণ।

২০০—ভাতের জুনমাস পর্য্যন্ত ১১০ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।

## বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস।

### ক্যাল ওয়ার্কস।

এই কোম্পানিটার ১৮শ বার্ষিক বিবরণী পড়িয়া যুবক বাঙ্গালী মাঝেই স্থখী হইবেন। হিসাব বাঙ্গালী সন অনুসারে রাখা হয়। মূলধন ১০ লক্ষের মধ্যে ৬ লক্ষ টাকায় অংশ বিক্রয় করা হইয়াছিল। রিজার্ভ ফণ্ড ২৪ হাজার। এ বৎসর বার্ষিক ১৭% হিঃ, লভ্য অংশীদারেরা পাইবেন। মেসার্স প্যাটন কোং হিসাব পরীক্ষক ছিলেন। শ্রীযুক্ত জে, সি দাসকে নিয়োগ জ্ঞাত অংশীদারগণ নোটিস দিয়াছেন। ৩রা আগষ্টের অধিবেশনে মূলধনের পরিমাণ ২৫ লক্ষ পর্য্যন্ত বাড়াইয়া এবং দশ লক্ষের মধ্যে বাকী ৪ লক্ষের শেয়ার বিক্রয়ের প্রস্তাব হইবে। কাজ ভালই চলিতেছে। সকল বাঙ্গালীই শ্রীযুক্ত প্রকুরচন্দ্র রায়ের এই কীর্তির মঙ্গল কামনা করেন।

## ইনফুয়েঞ্জা ও ম্যালেরিয়া।

ইনফুয়েঞ্জা ও ম্যালেরিয়া একই সময়ে আবার দেশময় ছড়াইয়া পড়িতেছে; সকলেই সাবধান হউন। ক্রিষ্টিত ত্যাগ স্বীকার আর একটু সতর্কতা অবলম্বন করিলেই এই মারাত্মক জ্বর হইতে রক্ষা পাইবার খুবই সম্ভবনা। অতএব সর্ব সাধারণকে নিম্নলিখিত সহজসাধ্য নিয়মগুলি সর্বদা পালন করিতে ও স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

১। গৃহ প্রাঙ্গণ সর্বদা পরিষ্কার রাখা ও চর্ম্মক নাশক Antiseptic Lotion ব্যবহার করিতে হইবে।

২। শ্বেদ্যাকর দ্রব্য আহার, রাত্রি জাগরণ, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বসবাস, অবরুদ্ধ বায়ুতে

অবস্থান এবং জনতাপূর্ণ স্থানে বাতাসাত স্থগিত রাখিতে হইবে।

৩। কোঠবদ্ধতা যাহাতে না আসে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

৪। প্রত্যহ প্রাতে বা ২১ দিন অন্তর ৫ গ্রেণ মাত্রায় বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের অধীনে প্রস্তুত কুইনইন টেনলেট অথবা জারমলীন নামক জরের ষম একমাত্রা করিয়া সেবন করিতে হইবে।

উপরোক্ত উভয় ঔষধই সকল ডিস্পেন্সারীতে পাওয়া যায়।

K. P. Mukherji. M. B.

Medical Adviser.

### বাটা বৃদ্ধি।

লর্ড কর্জনের আমলে গবর্ণমেন্ট গিনির দর বাধিয়া দিয়াছিলেন পনের টাকা; অর্থাৎ তদবধি টাকাপ্রতি ১ শিলিং ৪ পেন্স ধরা হইত কয়েক মাস পূর্বে বাটার হার টাকা ১শিলিং ৮ পেন্স নির্দেশ করেন। সম্প্রতি এক্সচেঞ্জের দর আবার চড়িয়াছে; অর্থাৎ টাকাপ্রতি এক এক শিলিং দশ পেন্স দাঁড়াইয়াছে। কাজেই ভারত গবর্ণমেন্ট এই মন্তে এক প্রেস কমিউনিক প্রচার করিয়াছেন;—এক্সচেঞ্জের মূল্য বৃদ্ধিহেতু ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের স্বর্ণ বিষয়ক আইন অনুসারে বিদেশ হইতে আনা সারকারী স্বর্ণের মূল্যের হার পরিবর্তন করা প্রয়োজন হইয়াছে। ফলে গিনির মূল্য এখন এগার টাকা তিন আনা নিরূপিত হইল। ১৬ই আগষ্ট তারিখে বা তাহার পরে যে স্বর্ণ জাহাজে চালান দেওয়া হইয়াছে, তাহার মূল্য ঐ হারে প্রদত্ত হইবে। যে সকল সরকারী কর্মচারী বিলাতে যাইতেছেন, তাঁহারাও বৃত্তি বাবদ ১২ই আগষ্ট হইতে টাকাপ্রতি এক শিলিং দশ পেন্স পাইবেন। ফল কথা এই বাটা বৃদ্ধিহেতু টাকার ক্রয়শক্তি (Purchasing power) হই পেন্স হিসাবে বাড়িল। অর্থাৎ যাহারা বিদেশ হইতে ভারতে মাল আমদানির জন্ত অগ্রিম চুক্তি (Forward Contract) করিয়াছেন, তাঁহাদের বিশেষ সুবিধা হইবে—তাঁহারা এখন এক শিলিং আট পেন্সের স্থলে ১ শিলিং দশ পেন্সের বিনিময়ে এক একটা টাকা দিবেন। পক্ষান্তরে এই পরিবর্তনের ফলে এদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষতি হইবে। কারণ, ভারতীয় মালের পড়তা বিলাতে ও অগ্রাণ্ড স্থানে বেশী পড়িবে।

### কৃষ্ণনগরে কিষ্কিন্দ্যা-কাণ্ড।

বহুকাল পূর্বে কৃষ্ণনগরের মহারাজ ৬ঈশ্বরচন্দ্র বানরের বিবাহ দিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে—“ঈশ্বরে বানব-কীর্তি”। সে কীর্তির কিছুমাত্র লোপ হয় নাই; বরং কৃষ্ণনগরে বানরকুলের যেকোন বংশবাহুলা দেখা যায়, তাহাতে স্বদ্র ভবিষ্যতেও সে কীর্তির কিছুমাত্র লোপের কোনও আশঙ্কাই নাই। তথাপি সম্প্রতি কৃষ্ণনগর প্রবাসী বস্ত্রব্যবসায়ী এক মাড়োয়ারী ঐরূপ বংশপ্রার্থী হইয়া সহস্রাধিক টাকা ব্যয়ে মহাসমারোহে বানরের বিবাহ দিয়াছেন। সম্মুখে ভাদ্র মাস বলিয়া গত ৩১শে শ্রাবণেই শুভ কার্য সম্পন্ন করা হইয়াছে। পাত্রটি মাড়োয়ারী মহাশয়ের বাড়ীতে বাল্যাবধি অপতানির্বিশেষে প্রতিপালিত; পাত্রী, প্রথমে যেটা জুটিয়াছিল, সেটা হিন্দু গৃহপালিতা নয় বলিয়া ধর্ম্মসংক্রান্ত আপত্তি উঠায়, সে পাত্রী ছাড়িয়া এক মোদকের পালিতা রূপ-যৌবন-সম্পন্ন ও কৃষ্ণচন্দ্র-বদনা কুমারী বানরীর সহিত সম্বন্ধ স্থির হয়। তৎপরে, পাকা দেখা ও আশীর্বাদ সমস্ত ক্রিয়াই বিধিনতে হইয়া যায়। এমন কি ‘জল সওয়া’ পর্য্যন্ত বাদ পড়ে নাই। বরপক্ষে পণ্যপণ্যাদির কোনও উপদ্রব

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।



ছিল না; বরং বরপক্ষই বিবাহের সমস্ত ব্যয় বহন করিয়া যে উচ্চাঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা মনুষ্য সমাজের পক্ষেও অমূল্য। পরাভরণ, কণ্ঠভরণ, কিছুই ত্রুটি হয় নাই। বরের শোভাযাত্রা মহা সমারোহেই সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে,—আলোক সজ্জা, কৃত্রিম হস্তী, ময়ূরপঙ্খী, পুতুলের বাইনাচ, ইংরাজি বাগ্গাদি কোমও অন্তর্ধানই বাদ পড়ে নাই। অসংখ্য বরযাত্রী হুলহলা ও কিলকিলা শব্দে বরাহগমন করিয়াছিল। উহাতে সেই সময়ে কিছুক্ষণের জন্ত দর্শকমণ্ডলীর মনে কিস্কিন্দ্য-লম জন্মিয়াছিল। এ বিবাহে পোরোহিত্য করেন এক আখড়া-পারী হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। মিষ্টান্নমিত্রের জনা :—তা, ততর লোকে যথেষ্ট মিষ্টান্নে পরিভুক্ত হইয়াছে। রম্ভাদি সুপক্ক ফলসম্ভারের প্রাচুর্য্য থাকিই সমস্ত ও স্বাভাবিক। এখন ত্রীণাম-চন্দ্রের রূপায় ত্রীমান দক্ষানন, ত্রীমতী পাশুল-বতীকে লইয়া সুখে ধরকরা করিতে থাকুন, আমাদের এই প্রার্থনা। এই শুভ বানর-পরিণয়-সংঘটন-কর্তা ত্রীগুপ্ত নাড়োয়ারী মহাশয়কে আর কি বলিব—কীর্তিগুপ্ত সজীবিত—তাহার কীর্তি অক্ষয় হউক।

বঙ্গবাসী।

## বান্দালীকে বিক্রপ।

গত ১৩ই আগষ্টের “এম্পায়ার” পত্রে “কসমস”—সম্পাদিকা লাউরা ভাল্ডা এই মন্তব্যে লিখিয়াছেন,—“কলিকাতার এম্পায়ার থিয়েটারে দুই জন বান্দালী বাবুকে লইয়া কারিকেচর বা ব্যঙ্গচিত্র করা হইয়াছে,—বা সঙ সাজাইয়া বিক্রপ করা হইয়াছে। থিয়েটারের তাবৎ দর্শক এ দৃশ্যে খুবই আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। এমন বিদ্রিষ্ট পালা অভিনয় করিতে আমি বড় ব্যথা পাইয়াছি।” আশা করি পুলীশ কমিশনের অবিলম্বে এই

অভিনয় বন্ধ করিয়া দিবেন। এমন পালা অভিনয় করিতে অনুমতি দেন কেন? শুনিয়াছি, বান্দালী থিয়েটারের কোন অভিনয়-পুস্তকে কোন ইউরোপীয় চরিত্রে যদি এতটুকু দোষ দেখান হয়, তাহা হইলে তাহা পুলীশ পাশ করেন না। এমন ব্যবহার ভেদ ভাল নহে। আর এক কথা এই এম্পায়ার থিয়েটারে বান্দালীকে গালি দেওয়া হইতেছে, অথচ নির্লজ্জ বান্দালী পরসী খরচ করিয়া এই থিয়েটার দেখিতে গিয়া থাকেন! থিক তাহাদের আত্মমর্য্যাদার!” ইহার উপর আমাদের মন্তব্য অনাবশ্যক।

## সরিষা তৈলে ভেজাল।

গত ১২শে আগষ্টের ‘ইণ্ডিয়ান ডেলি-নিউসে’ শালখিয়া হইতে ত্রীগুপ্ত বি, এন, সন্ন্যাল নামক এক ভদ্রলোক পত্র লিখিয়াছেন। ইহাতে তিনি বলিতেছেন,—“সরিষার তৈলে এক্ষণে পকড়া বীজ ভেজাল দেওয়া হইতেছে। ফলে এই তৈল ব্যবহারে অনেকের বিবমিষা, শিরোগূর্ণন এবং দৌর্যলা প্রভৃতি ঘটতেছে।” ঘীয়ে ভেজাল বলিয়া অনেকে সরিষার তৈল খাইতেছিল, এবার তাহাতেও ভেজাল হইল। শুনিয়াছি, সরিষার তৈলে চর্কি পর্যন্ত ভেজাল দেয়, টাটকা চর্কি তেলের সহিত মিশাইয়া থাকে, যদি তেল কিনিয়া সঙ্গে সঙ্গে খরচ হয়, তাহা হইলে ঐ ভেজাল ধরা যায় না, কিন্তু তেল কিছুদিন থাকিলে তেলের পাত্রের নীচের চর্কি জমিতে দেখা যায়। আশা করি, ঘীয়ে ভেজালে গবর্ণমেন্টের যেমন চোখ পড়িয়াছিল এই এই সরিষায় তৈল ভেজালেও সেই রকম চোখ পড়িবে। একবার খনিজ তেল “হোয়াইট অয়েল” সরিষার তৈলে ভেজাল হওয়ায় তাহার জন্ত দেশে বেরি বেরি রোগের মড়ক হইয়াছিল। যুদ্ধের জন্ত ঐ তেল আমদানি বন্ধ হওয়ায় রোগও বন্ধ হইয়া যায়। আবার

তুনিতেছি কোথাও কোথাও বেরি বেরি দেখা দিতেছে। তবে কি যুদ্ধ বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে আবার হোয়াইট অয়েলের আমদানী ও সরিষার তৈলে মিশ্রণ আরম্ভ হইয়াছে? আশা করি, গবর্ণমেন্ট এ সম্বন্ধে অবহিত হইবেন।

## ইতর জাতীয় জীবের পরমায়ুর

### পরিমাণ।

Day fly	২৪ ঘণ্টা
ছারপোকা	৬ সপ্তাহ
প্রজাপতি	২ মাস
মশা, ডাংশ ইত্যাদি	২ মাস
মক্ষিকা	৩ হইতে ৪ মাস
পিপিলিকা, ঝিলি, মধুমক্ষিকা	১ বৎসর
খরগোষ, মেঘ	৬ হইতে ১০ বৎসর
শ্রমা, দোয়েল	১২ বৎসর
ব্যাঘ্র	১২ হইতে ১৫ বৎসর
ক্যানারী পক্ষী	১৫ হইতে ২০ বৎসর
কুকুর	১৫ হইতে ২৫ বৎসর
গবাদি পশু	২৫ বৎসর
অশ্ব	১৫ হইতে ৩০ বৎসর
ঈগল পক্ষী	৩০ বৎসর
হরিণ	৩৫ হইতে ৪০ বৎসর
শকুণী, গধিণী, সিংহ, ভল্লুক	৫০ বৎসর
দাঁড়কা	৮০ বৎসর
হস্তী, কচ্ছপ, তোতা পক্ষী, pike এবং carp	১০০ বৎসর
আইতি লতা	২০০ বৎসরের অধিকতর কাল
এলম	৩০০ হইতে ৩৫০ বৎসর
লোকাষ্ট বৃক্ষ, ওক বৃক্ষ	৪০০ বৎসর
লিগুন-বৃক্ষ	৫০০ হইতে ১০০০ বৎসর
দেবদারু ( Fir tree )	৭০০ হইতে ১২০০ বৎসর
তাল জাতীয় গাছ	৩০০০ হইতে ৫০০০ বৎসর
অশ্বখ, বট, পাকুড়	৫০০০ বৎসরের অধিকতর কাল।

বিঃ।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

## পত্রাদি লেখকগণের প্রতি।

শ্রীহরেশচন্দ্র সিংহ। (কুমিল্লা)।

আপনার ১৭শে শ্রাবণের পত্রোত্তরে জানাইতেছি, যে সকল বিষয় ইতিপূর্বে "কাজের লোকে" প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে, তাহা আমরা পুনরায় বিশাল বিশ্ব-কোশ সদৃশ পুরাতন খণ্ডগুলি হইতে পুনঃ প্রকাশ করিয়া আমাদের এবং অন্যান্য গ্রাহকগণের সময় ও "কাজের লোকের" স্থান নষ্ট করা সম্ভব মনে করি না। ইহাতে আপনি অসন্তুষ্ট হইলেও সহস্র ব্যক্তির অসন্তোষ উৎপাদন করিতে অক্ষম। ক্ষমা করিবেন।

বাজারে যে সকল করণ ফ্রাউয়ার, বালি টানে করিয়া বিক্রয় হয়, তৎসম্বন্ধে জানাইতেছি, যে, বালি, যবের গুড়া, যবকে ক্ষুদ্র চূর্ণে পরিণত করিলেই বালি হয়। তাহাই টানে করিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় হয়। ইংরাজীতে ইহার নাম বালি। করণ ফ্রাউয়ারও ইরূপ যবচূর্ণ। বিলাতি যবের চূর্ণ নানা নামে বিক্রয় হয়।

প্রথমে যবকে জলে দৌত করিয়া বাছিয়া বিশুদ্ধ যবগুলিকে ঢেঁকিতে কুটিয়া ইহার খোসা গুলি বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে, তাহার পর পুনরায় শুষ্ক করিয়া জাতায় পিসিয়া বা গ্রাইণ্ডিং মেশিনে খুব মোলায়েম ও সূক্ষ্মচূর্ণে পরিণত করিতে হইবে। তাহার পর কাপড়ে ছাকিয়া কোটা পূর্ণ করিয়া লেবেলাদি দিয়া বিক্রয়োপযোগী করিতে হইবে।

প্রস্তুত প্রণালী।

## ম্যাকাসার অয়েল।

(নূন পদ্ধতি)

অলিত অয়েলম্যান্ড ৩ পোয়া।

Spt. of wine . 7 oz.

Cinnamon Powder বা

দারুচিনি চূর্ণ . ১ আউন্স।

অয়েল বারগানট . ৫ ড্রাম।

এই গুলি লইয়া একটা বড় এনামেল পাত্রে মুখে ঢাকা দিয়া অগ্নির উত্তাপে ১০১৫ মিনিট উত্তপ্ত করুন। তাহার পর নানাইয়া লইয়া ইহাতে দ্বৈত্বক থাকিতে থাকিতে Alkanet root, যাহাকে বেনের দোকানে লাঙ্গপাতা বলে, তাহারই ৩৪টা ছোট অংশ চূর্ণ করিয়া ঐ তৈলে নিক্ষেপ করুন। এইরূপ অবস্থায় ৬ ঘণ্টা কাল পাত্রের মুখ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়া দিউন। তাহার পর কাচের ফেনেলের ভিতর ব্রুটিং দিয়া তৈলটাকে ঢাকিয়া ফিল্টার করিয়া লউন। ইহা দেখিতে লালবর্ণ, যেনন প্রাইসের, ও বোনাল্‌সের ম্যাকাসার অয়েল বাজারে বিক্রয় হয়, সেইরূপই হইবে। কেহ কেহ ইহাকে আরও সৌরভময় করিবার জন্য হেকোর অটোডিভোজ, ১০ ফোঁটা, অয়েল নিরোলী ৫ ফোঁটা ইত্যাদি দিয়া মাজিয়া মিশ্রিত করিয়া ২ আউন্স শিশিতে পুরিয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত করেন। কিন্তু বিলাতি আমদানী ম্যাকাসার অয়েল ১ আউন্স এক্ষণে ৭/০ বা ৮০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে।

## STAR HAIR OIL.

Oil Ben (coloured with alkanet)

20 oz.

Nut oil (বালাম তৈল উৎকৃষ্ট)

10 oz.

Alcohol (66 over proof)

5 oz.

Oil Bargamut

2 Dr.

Essence of Musk

2 Dr.

Otto of Rose (Hecho's)

20 Drops.

Mix well, set aside for 48 hours

and decants (Sec. R. 76)

## HOW TO PRESERVE INDIAN FRUITS.

Fruits to be preserved are procured freshly broken from the trees. They are placed in ordinary Tin Vessels hermitically closed with tin-mans solder, and tightly packed with cotton. A small hole is then made at the top of the tin vessel, and placed in another some what larger vessel filled with water, keeping the upper surface of the vessel above the level of the water, so that the water may not pass through the small hole made on it. Place both the vessels over a stove of fire. Boil the water of the outward vessel -which the vessel containing fruits is placed within it. After a period of two hours, stop the hole of the fruit-containing vessel with a drop of melted tin-solder by the aid of the Tin-mans hot iron. Take off the fruit-containing vessel out of the vessel containing boiling water and the fruits are ready for exportation. Any suitable vessels of our cookery, such as those common country earthen ware, or of copper may be used for containing boiling water. The oxygen thus given off by the heat and boiling water from the vessel containing the fruits to be preserved, cannot effect putri-

আর ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৯০ টাকা লইব না।

fication. The fruits such as Mango, Pineapple, Plantain, Leechus &c. may be easily and safely preserved and ready for exportation.

### FISHING SECRET.

This recipe will teach you the art of catching fish in any quantity. Mix 4 parts of Alpha-nut (an Indian tree) with 20 parts of Arrowroot or pure flour by hot water and make each pill like a plump's nut. At the begining of fishing, spread the pill in the water, and after a little while, after eating the pills, fishes will come near the edges of the pond, and then you may catch them in baring state without taking any pain.

The Secret revealer.

(But we cannot understand what is Alpha nut, as we have never seen this tree. Ed. Businessman.)

### JAMS & JELLIES.

#### জাম এবং জেলী।

জাম (Jam) ইংরাজীতে ফলের মোর-  
কার নাম “জাম” “Fruits boiled down  
with sugar to the consistence of a  
paste” ফলকে চিনির রসে পাক করিয়া  
একেবারে গলাইয়া আটার মত করিয়া  
তুলিলেই তাহাকে “জাম” বলে। আমাদের  
বাঙ্গালার জাম ফলের গাছে যে গ্রীষ্মকালে  
“কাল জাম” ফলিয়া থাকে, ইহা তাহা নহে।

এই পাশ্চাত্য “জাম” যে সময় ফল পাওয়া  
যায় না, সেই সময় এই “জাম” খাইয়া ফল  
ভোজনের সাধ মিঠাইবার উপায় নাত্র।  
আমাদের দেশে এই “জামের” নাম ফলের  
মোরকা বই আর কিছুই নহে। বাঙ্গালায়  
বীরভূম জেলার সিউড়ী এই ফলের মোরকা  
প্রস্তুতের জন্য এক সময় ভারি বিখ্যাত ছিল।  
এখনও যে সিউড়ী এবং বীরভূমের অপরাপর  
স্থানে এই মোরকার কাজ না চলিতেছে  
তাঁহা নহে, তবে একাজের তেমন উন্নতি  
আর নাই। বিলাতি “জাম” আর জেলিতে  
বড় তফাৎ দেখা যায় না। এ দেশের মোর-  
কাতে যেমন ফল, চিনির রসে পাক হইয়া  
তাঁহার ছাল, আশা প্রভৃতি আস্ত থাকে,  
বিলাতি “জাম” তাঁহা নহে। ইহার ফলকে  
সিদ্ধ করিয়া তাঁহার মাড়ীটাকে চিনির সহিত  
পাক করিয়া খুব ঘন কাইয়ের মত প্রস্তুত  
করে, এবং চামচে দ্বারা তুলিয়া ভক্ষণ করে।  
জেলিও প্রায়ই সেইরূপ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত—যথা  
Mango Jelly, Goava Jelly ইত্যাদি।  
আমরা ইহাদের জেলটাকে আচারের মধ্যে  
ফেলিতে পারি।

ফলকে সিদ্ধ করিয়া তাঁহার মাড়ী বাহির  
করিয়া ঘনীভূত করিয়া লইলেই “Jam”  
প্রস্তুত হয়। এই কার্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা  
আবশ্যক। ইহা প্রস্তুত করিতে ইনামেদের  
কটাচ বা মাটির পাত্র ব্যবহার করা উচিত।  
কাঠের হাতা ব্যবহার করা উচিত। কারণ ফল  
মাঝেই Acid বা অম্লজান বিद्यমান আছে,  
তাঁহা ধাতু দ্রব্যের সংযোগে রাসায়নিক ক্রিয়া  
উৎপাদন করিয়া বিষাক্ত হইতে পারে।  
আমাদের দেশের আম, আনারস, কলা,  
পেয়ারা, পেপিয়া, লিচু প্রভৃতি ফল হইতে  
উৎকৃষ্ট জাম প্রস্তুত হইতে পারে। বিলাতি  
জান প্রস্তুতের ২১১ধারা নিয়ে প্রদত্ত হইল।  
তাঁহা হইতে বিলাতি পদ্ধতির কতকটা  
আভাষ বুঝিতে পারা যাইবে।

### CHERRY JAMS.

Take

Sound cherries and remove the  
stones. Put the cracked stones in  
a small pan and boil them for half  
an hour, and strain; then take one  
pound of sugar to one pound of  
Fruits and ½ tea spoonful of water.  
the cherries were boiled in; if  
necessary, make up the water with  
a little red currant juice. Boil the  
water and sugar for 10 minutes,  
then put in the cherries, and boil  
for about 14 minutes till it jellies.

আমাদের পুরাতন “কাজের লোকে”  
আজার মোরকা, জেলীর কথা ইতিপূর্বে  
বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। পুনরুক্তি  
দ্বারা সময় ও “কাজের লোকের” স্থান নষ্ট  
করিতে অক্ষম।

### গুরুত্ব-তত্ত্ব।

( পূর্ব প্রকাশিতের পর । )

২। প্রাতঃবসনাশা—সাধারণতঃ গর্ভ  
সঞ্চারের পর দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ মণ্ডাহ, কখন  
বা গর্ভসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই রমণীগণের অম্ল-  
ধিক বসনাশা হয়, এবং কখন কখন বসনও  
হয়। ইহা প্রাতঃকাল অর্থাৎ শয়নাবস্থা হইতে  
উঠিয়া সোজা হইয়া বসিলে বা দাঁড়াইলে হয়।  
সম্ভবতঃ এই সময় জরায়ুতে রক্তাধিক্য হয়,  
সেইজন্য সহায়ভৌতিক দ্বায্যারা পাকাশয়  
উত্তেজিত হয়। এই বসনাশা কাহারও  
দুই মাসের পূর্বে হয় না, আবার কাহারও  
একেবারেই হয় না।

ইহাও যে গর্ভসঞ্চারের স্থির-জ্ঞাপক তাঁহা

২০০—ছাত্রের জন্মাস পর্য্যন্ত ১১০ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।

নহে। কারণ অনেক পীড়াতেই পাকাশয়ের সহায়ত দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। অতিরিক্ত লালারাব ইহাও সহায়-  
ভৌতিক রাসায়নিক। লালারাবিসমূহ ক্ষীত  
এবং সেই গুলি হইতে প্রচুর লালার নিঃসরণ  
হয়। ইহার জন্ত নানাবিধ খাণ্ডে অত্যন্ত  
আগ্রহ হয়।

৪। অরুচি—খাদ্যে অত্যন্ত স্পৃহা হয়  
বটে কিন্তু কোন খাণ্ডেই রুচি থাকে না।  
ইহা পাকাশয়ের উত্তেজনা বশতঃই হয়।  
কাহারও কাহারও অরুচি আনো হয় না।

তৃতীয় ও চতুর্থ লক্ষণ হয় হো অনেক  
পীড়ায় দেখা যায় এবং এ দুইটিও পাকাশয়ের  
লক্ষণের উপর নির্ভর করে। সুতরাং ইহাও  
গর্ভসঞ্চারের স্থির পরিচায়ক নহে।

৫। স্তনক্ষীতি—ইহা অন্তঃস্রাবের একটি  
প্রধান লক্ষণ। সাধারণতঃ গর্ভসঞ্চারের  
পর বর্ষ হইতে অষ্টম সপ্তাহের মধ্যে, কখন  
আগেও পূর্বে, গর্ভিনী স্তনদ্বয়ে গুরুত্ব অল্পত্ব  
করেন। তৎসঙ্গে স্তনদ্বয়ের আয়তন বৃদ্ধি হয়  
এবং সুড় সুড় করে ও ধপ্ ধপ্ করে;  
স্তন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও দৃঢ় হইতে থাকে।  
স্পর্শ করিলে ভিতরে গুটি গুটি অল্পত্ব হয়।  
ইহার কিয়দিন পরে গর্ভবৎ এক প্রকার  
তরল পদার্থ নির্গত হয়। কিন্তু এই চিহ্নও  
একক অন্তঃস্রাবের পরিচায়ক নহে, ইহার  
সহিত অন্যান্য লক্ষণাবলী বর্তমান থাকা চাই।  
যেহেতু স্তন ক্ষীতি অনেক কারণে হইতে পারে,  
যথা, জরায়ুতে অর্কুদ থাকিলে, এমন কি  
কাহারও কাহারও রক্তস্রাববশতঃ ইহা অন্তঃ-  
স্রাব হইতে পারে।

বৃদ্ধি হয়। কিন্তু মেদোদ্ধৃত স্তনবৃদ্ধি ও অন্তঃ-  
স্রাবের স্তনবৃদ্ধিতে পার্থক্য আছে। মেদ  
সঞ্চার হইলে সর্বাঙ্গীন ক্ষীতি হয় অর্থাৎ সকল  
অবয়বেরই আয়তন বৃদ্ধি হয়, স্তন কোমল হয়,

অন্তঃস্রাব হইলে স্তন কঠিন হয় ও উহার প্রতি-  
কোষগুলি গুটি গুটি মত অল্পত্ব হয়।

(ক্রমশঃ)

## MEDICAL.

### HOMEOPATHIC NOTES.

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা তথ্য

Dyspepsia and constipation.

রোগীর বয়স ২৮, কোষ্ঠবদ্ধতা সহ অজীর্ণতা  
প্রায় ১১ বৎসর ভুগিতেছেন। তিনি বলেন,  
প্রাতঃকালে তাহার মুখের আনন্দ অতিশয়  
খারাপ বোধ হয়। আহােরের ৮/৫ ঘণ্টা  
পরেও তিনি ভুক্তদ্রব্যের উপায়ে ভুক্ত দ্রব্যের  
আয়তন পাইয়া থাকেন। পাকস্থলী দুর্বল,  
পরিপাক করিবার শক্তি মাত্র নাই।  
পাকাশয়ে ভার বোধ, অম্ল গন্ধ বিশিষ্ট বায়ু  
নিঃসরণ। কোষ্ঠবদ্ধতা অথচ বারংবার মল  
প্রবৃত্তি, কিন্তু বাহ্যে বাইলে আশঙ্করূপ কোষ্ঠ  
পরিষ্কার হয় না। শেষ বাত্রে নিদ্রাভাব—  
রাগি ৩টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া আর ঘুম হয় না।  
কিন্তু প্রাতঃকালে নিদ্রাবেশ এবং নিদ্রা।  
নিকংসাহ, উচ্চাশ্বাসীনতা, হস্ত এবং পদ ঠাণ্ডা  
বোধ। উদরাস্পর্শ এবং হৃদয়স্পন্দন, সর্বাঙ্গ  
রাগ রাগ ভাব, দ্বিপদে ব্রতাব। Nux V  
200 এক মাত্রা দেওয়া হইল।

যেহেতু রোগী ইতিপূর্বে অনেক অ্যালো-  
প্যাথিক ঔষধ সেবন করিয়াছিল, নকসের  
পাকাশয়ে গুরুত্ব, শেষ বাত্রে নিদ্রা হীনতা,  
প্রাতে উপসর্গের বৃদ্ধি, হস্ত পদ শীতল এবং  
খিট খিটে ব্রতাব এইগুলি বিশেষ লক্ষণ।

৮ দিন পরে রোগী আসিয়া বলেন—  
তাহার অবস্থা খুবই ভাল হইয়াছে এবং ক্রমে  
ক্রমে সে উন্নতির দিকেই অগ্রসর হইতেছে।  
রোগীকে কেবল শয়নের পূর্বে মাত্র ১ মাত্রাই  
ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল।

## HINTS.

Toothache from decayed teeth  
— Mercurious Viv.

কয় প্রাপ্ত দস্ত শূলে মারকিউরাস  
ভাইভাস উৎকৃষ্ট ঔষধ।

Consumptive should use pure  
olive oil freely.

Homes Envoy, April, 1907.

It is asserted that Natrum  
Mur. is a good remedy for night-  
mare.

Dr. Thomas Simpson in "Homeo-  
pathic World" says :—Phosphorus  
6 is the remedy for worst cases of  
Nose-bleed or from extracted  
teeth.

ঠোঁট ফাটা, মুখের কোন ফাটা ও ক্ষত  
একটি কুড়ু ৬ ব্যবহারে আরোগ্য হইবে।

অত্যধিক গলা শুকাইয়া যায়, এমন শুক  
যে তাহাতে মনে হয় যেন গলা চিরিয়া যাইবে।  
সাল্পুইনারিয়া নাইটেট ৩ ব্যবহারে  
আরোগ্য হইবে।

উরুদেশে বেদনা, ঠাণ্ডার সময়ে বৃদ্ধি, চলিয়া  
বাইলে বৃদ্ধি, কালকেরিয়া কার্বি দ্বারা সারিয়া  
যায়। ৩০ শক্তির ১ মাত্রাই যথেষ্ট।

ছেলে মান করাইতে বাইলে বিরক্ত হয়  
এবং কান্দে। বয়স্ক ব্যক্তির মানে অপ্রবৃত্তি,  
ইহা সলফারের লক্ষণ। ১ মাত্রা সলফার দিনেই  
এসকল যাইবে।

"Nervous Dyspepsia" one day  
food is easily digested, and next  
day causes distress, try Kali Carb.

Intence itching all over the  
whole body may find relief in Aci-  
dum Sulphuricum.

When Influenza i. e. Grippe is

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

prevalent, a few doses of Arsenic Alb. is the preventive.

ইনফুয়েঞ্জার সময়ে ২১ মাত্রা আর্সেনিক ব্যবহারে রক্ষা পাওয়া যায়।

কাশীতে গেলেই প্রস্রাব বাহির হইয়া পড়ে, লক্ষণে কষ্টিকম উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আয়ু শূল—যেখানে বেদনা এবং যন্ত্রণা অতিশয় অধিক, সেখানে সাইলিসিয়াইট সর্বোৎকৃষ্ট—(The remedy.)

একোনাইটির কাশী Short, dry and hoarse কাশী ছোট ছোট, অতিশয় অধিক বার এবং কষ্টদায়ক এবং তাহাতে সব ভঙ্গতা অনয়ন করে।

অনেকলোকের অন্ত্রের সময় খাবারের গন্ধে ভয়ানক বমি আসে (Nausea at the smell of food) কলচিকম ও ব্যবহারে আরোগ্য হইবে।

শিশুদের গগল বাহির হওয়া (Prolapsus of rectum) এলোজ ও অদেফা উৎকৃষ্ট ঔষধ দেখা যায় না। সকালে ও সন্ধ্যায় ১ মাত্রা দিনেই আরোগ্য হইবে।

## জলাতক রোগে আকন্দ।

ক্ষিপ্ত কুকুর বা শূগালে কামড়াইলে যদি শীঘ্র উপযুক্ত চিকিৎসা করান না হয়, তবে রোগী জলাতক রোগ হইয়া প্রায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কামড়াইবার ৬ সপ্তাহ হইতে ১০ সপ্তাহের মধ্যে এই রোগ দেখা দেয়। আবার কাহারও বা দুই বৎসরের পরেও জলাতক হইয়া থাকে।

কুকুরে কিম্বা শূগালে কামড়াইয়া মাত্র ভাল তারপিন তৈল দিয়া সেই স্থান ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিবে। তৎপর কষ্টিক বা গরম লোহ দ্বারা সেই স্থান পুড়াইয়া দিবে। সেই স্থানটা চিরিয়া খানিকটা রক্ত বাহির করিয়া দিবে। তৎপরে কঁসোলিতে পাঙ্করের

মতে চিকিৎসার জন্ত পাঠাইয়া দিলে নির্দোষ ভাবে সারিয়া যাইবে।

জলাতক সাংঘাতিক রোগ। এই সময়ে মৃগ দিয়া যে লাল পতিত হয়, তাহা তীব্র বিষাক্ত। এইরূপ অবস্থায় নিম্নের মুষ্টি যোগ্য বিশেষ কলপ্রদ। :—

শ্বেত আকন্দের পাতার রস আধ পোয়া, কাচা নিজ্জল তরু আধ পোয়া, একটা নতুন সরায় মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইয়া দিতে হয়। সমস্ত দিনের মধ্যে বোগীকে নিজ্জল তরু এবং চিড়া ভাজা খাওয়াইয়া রাখিতে হয়। যদি সে দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ না সারে, তবে পরদিন একরূপ আর একবার খাওয়াইলে সারিবে। আকন্দের পাতার রস ও তীব্র বিষ। বোগীকে শরীরে বিব ক্রিয়া না হইলে সে ব্যক্তি কিছুতেই উদ্ধা থাকিবে না। (সর্জাবনী)

কবিরাজ শ্রী আশুতোষ ধর্মহরী

গোবরডাঙ্গা, উচ্চাপুর

(২৪ পরগণা)

## স্বাস্থ্য-তত্ত্ব।

এনামেলের বাসনে রন্ধনে বিপদ।

রন্ধনেরকাষে এনামেলের বাসন ব্যবহার করা উচিত নয়। “Book of Facts” নামক পুস্তকে দেখা যায়—মিঃ টাটলক (Mr. Tatlock নামক কনৈক পুদ্রলোক এসম্বন্ধে Public analyst এর মনোবোগ আকর্ষণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, এনামেলের বাসন গাছ বাজারে বিক্রয় হয়, তাহার ১ আউন্স মাত্র এনামেলকে বাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা কে পরিমাণ আর্সেনিক (সেকোবিবি) পাইয়াছিলেন, তাহাতে মৃত্যু অবশ্যম্ভাব্য। এদেশে সাধারণে প্রচুর এনামেল বাসন ব্যবহার করিয়া থাকে কিন্তু তাহা ক্রমে ক্রমে সাংঘাতিক বা স্বাস্থ্য নষ্টের কারণ হইতেছে

কিনা কে বলিবে। এ হিন্দুর দেশে সাহেবী চাল চুকিয়া কত সর্বনাশই হইতেছে।

Two harmless doses that make one poison. ক্লোরট অফ পটাস, এবং আইয়োডাইড অফ পটাস এই দুইটা ঔষধ পৃথক পৃথক বথাবোগ্য পরিমাণে দিলে কখন অনিষ্ট কারক হয় না। কিন্তু কোন ঔষধে এই দুইটা একত্র মিলাইয়া দিলে বিবক্রিয়া করে। কারণ এই দুইটা একত্র পাকস্থলীতে বাইয়া Iodate of Potassium উৎপন্ন করে তাহা সাংঘাতিক বিষ। Mr. Melsuns নামক জনৈক রসায়ন তত্ত্ববিদ দেখিয়া ছিলেন যে, কুকুরেরা ৫ হইতে ৭ গ্রেন্ ক্লোরট বা আয়োডাইড কোনরূপ অস্বস্থতা প্রকাশ না করিয়া অনায়াসে হজম করিতে পারে, কিন্তু তাহাদিগকে ঐ দুইটা ঔষধ একত্র মিলাইয়া দেওয়াতে আয়োডাইড পটাসিয়েনের বিব ক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া মৃত্যু হইয়াছিল। সেইজন্য American Journal of Pharmacy নামক পত্রিকায় প্রকাশ, “This combination must therefore be avoided” “অর্থাৎ এইরূপ সংমিশ্রণ অবশ্যই পরিত্যজ্য কিন্তু হাজারে! পরীক্ষামের এবং সর্গেরও কত হাতুড়ে প্রজ্ঞার এইতথ্য না জানিয়া মারিয়া ফেলে কে জানে?

## বঙ্গীয় নাট্যশালা।

দেশ পূজা সনাম ধন্য স্বদেশ ভক্ত ৬ মীন বন্ধু মিত্রের “সধবার একাদশী” নামক সুবিখ্যাত পুস্তকের প্রচার ও অভিনয় ত্রীযুক্ত পুলিন কামিন্যার মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় বন্ধ হইয়াছে। এই পুস্তক খানি অগ্নীলতা দোষে ভুট, এই কারণে এইরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

“সধবার একাদশী” কোন মহাশয়ার

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্যন্ত ১৪০ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।

অমূল্য বা উপযাচিন্তায় একরূপ দুর্ভাগ্য প্রাপ্ত হইল, তাহা জানি না। তবে অল্পীলতা দোষ ইহার প্রচার বন্ধের অজুহাত মাত্র। সম্প্রদায় বিশেষের উপর কঠোর কশাঘাত এইরূপ প্রাণনার কারণ, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কারণ, আজকাল এ দেশীয় বঙ্গালয়ে যে সকল নাটক ও প্রহসন অভিনীত হয়, নৈতিক হিসাবে বহু নিকৃষ্ট অথচ অবোধ তাহাদের অভিনয় হইতেছে।

বঙ্গালয়ের উদ্ভেদ্য লোক শিক্ষা। যাহাতে লোকের চরিত্র, নীতি ও ধর্ম উন্নত হয়, বুদ্ধি বিবেক প্রসারিত হয়, বিশুদ্ধ রুচির বিকাশ হয় ও বিকৃত রুচি পরিমার্জিত হয়, দেশের ও দেশের হিতকামনায় সদয় আকৃষ্ট হয়, এইরূপ ভাবে অভিনয় কবা প্রত্যেক বঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষগণের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু বলিতে লজ্জা হয়, আজ কাল অধিকাংশ সময় ঠিক ইহার বিপরীত ঘটয়া থাকে।

বর্তমানে এখানকার বঙ্গালয় সমূহে যে সকল নাটক, প্রহসনাদি অভিনীত হয়, তাহা নৈতিক হিসাবে বড়ই আপত্তি জনক। এই সকল অভিনয় পিতা পুত্র, মাতা কন্যা, ভ্রাতা ভগ্নিতে, জ্যেষ্ঠে কনিষ্ঠে, এমন কি স্বামী স্ত্রীতেও একসঙ্গে দেখিতে বাটলে একের অপরের নিকট মাথা হেঁট করিতে হয়। ততপরি অভিনেতা অভিনেত্রীগণের কুরুচিপূর্ণ হাস্য ভাব ভঙ্গিমা চাল চলন, নৃত্য গীত বড়ই বিসদৃশ ও বিরক্তিকর, ইহা বোধ হয় নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রই বলিতে কুণ্ডা বোধ করিবেন না।

এ সম্বন্ধে শ্রোতৃবর্গ দোষী হইলেও বঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষগণ যে অধিক দোষী তাহা নিশ্চিত। এইরূপ অভিনয়ে তাহাদের অর্থ অগ্রহ হয়, কিন্তু লোকের রুচি বিকৃত করার জন্ত তাহারা সম্পূর্ণ দায়ী। বঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষগণ যদিও বলিয়া থাকেন, সাধারণের রুচি

অনুসারে, লোকে যেননটী চায়, সেইমত তাহারা অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু একরূপ উক্তি যে ভ্রান্তি পরিপূর্ণ, তাহা অনায়াসে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। যখন মহাপ্রাণ বিজ্ঞানজ্ঞানের “বানাপ্রতাপ” “তুর্গদাস” “সাহাবান” মেবারপতন, “বিরহ” প্রায়শ্চিত্ত, নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের “মির-কাশিম,” “সিরাঙ্গদোহা,” বলিদান,— দেশপ্রসিদ্ধ ক্ষীরোদচন্দ্রের “রজাবতী, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতির অভিনয় হইত, তখন প্রতি অভিনয় বঙ্গনীতে লোক সমাগনের অভাব হইত না। অথচ এই সকল নাটকাদি কত উৎকৃষ্ট, কত সুন্দর, কত মহাপ্রাণভার্য পূর্ণ, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই।”

এ সম্বন্ধে শ্রোতৃবর্গেরও একটা কর্তব্য আছে। যাহাতে বঙ্গীয় বঙ্গালয় সমূহে উৎকৃষ্ট নাটকের অভিনয় হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা যাহা পাই, তাহাই পলায়করণ করি, পরিপাক হোক আর নাই হোক, ইহা কর্তব্য নহে। তাহাতে পরিনামে ভগ্ন পড়িতে হয়। ভাল পুস্তকের অভিনয় না হইলে বঙ্গালয়গুলি বরকট অথাৎ বর্জন করণ, দেখিবেন, বঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষগণ যে প্রকারেই হোক, ভাল পুস্তকের অভিনয় করিতে বাধ্য হইবেন। ইহাতে দেশের আব একটা উপকার হইবে—আবার দীনবন্ধু, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানলাল, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির দায় ক্ষণ-জন্মা লেখকগণের আবির্ভাব হইবে।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল রায়।

## প্রাপ্ত দ্রব্যাদির সমালোচনা।

### Hand Stencil Paper

জেলা মুরশিদাবাদের পরগামপুর গ্রাম হইতে মেসার্স ব্রজচাঁদী ব্রাদার্স “হ্যাণ্ড স্টেন্সিল পেপার” প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহা নক্সাদির

কার্যে ব্যবহৃত হয়। ইহা এত সুন্দর হইয়াছে যে, সহজে দেশী-বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। ইহারা ইতিপূর্বে টাইপরাইটিং কলের জন্য কার্ডন পেপার প্রস্তুত করিয়া ছিলেন, তাহা আমরা ব্যবহার করিয়াছি, বিলাতি কার্ডন পেপার অপেক্ষা কোন অংশেই নান নহে। অথচ দেশের লোক দেশীয় শিল্পের আদর করেন না, ইহা বাস্তবিকই বড় ক্ষোভের কথা। আমরা সদা প্রস্তুত করিয়া এই কোম্পানীর উন্নতি কামনা করি। প্রাপ্তিস্থান ব্রজচাঁদী ব্রাদার্স পরগামপুর, চোয়া পোঃ, মুরশিদাবাদ। এই এই স্টেন্সিল পেপার সমস্ত জেলা বোর্ড এবং মিউনিপালিটির Draftsman দ্বারা ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

অনুপূর্ণাধুপ—এ ব্রজচাঁদী ব্রাদার্স দ্বারা প্রস্তুত, ইহা বৃপের মসলাদিচূর্ণ ধূমবিহীন অঙ্গুরের উপর দিলে দিগন্ত সৌরভে আনোদিত হইবে। ইহা পবিত্র ও দেবীভাজন কার্যে ব্যবহৃত হইবার জন্ম। অতি সুন্দর হইয়াছে। ১ পোয়া তিন মূল্য ১৯/০, প্যাকেট ৬/০ ডাক মাঃ স্বতন্ত্র। পরগামপুর। চোয়া পোঃ, মুরশিদাবাদ।

শিশুকণ্ঠহার—কলিকাতা ১২ নং হরিতকী বাগানলেন, শাস্ত্রপ্রকাশ কার্যালয় হইতে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৬/০ আনা মাত্র। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি অনব-কোষ অবলম্বনে শিশুদিগের কণ্ঠস্থ করিবার উদ্দেশ্যে সংকলিত। ইহাতে এক এক শব্দের বহু অর্থ, এবং তাহাদের ইংরাজী অনুবাদও প্রদত্ত হইয়াছে। ছেলেদেব সহজে মুখস্থ করিতে সুবিধা হইবে বলিয়া অধিকাংশ স্থানে কবিতায় লিখিত হইয়াছে। ইহা বাস্তবিকই শালকের উপযোগী হইয়াছে, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

## কলিকাতার বাজার দর।

১৪ই আগষ্ট, ১৯১৯।

দ্রব্যের নাম।	প্রতি মণ।	প্রতি সের।
মোটী বালাম	৮০ ৮৮/০	১/৫ ১/১০
ঐ মাঝারি	৮৮/০ ৯২	১/০ ১/৫
পাটনাই মোটা	৮২ ৮৮/০	১/৫ ১/১০
ঐ মাঝারি	৮৮/০ ...	১/৫ ১/১০
নাগরা মোটা	৮২ ৮৮/০	১/১০ ১/১৫
ঐ মাঝারি	৮৮/০ ৮৮/০	১/০ ১/৫
ভদ্রকলমা	৮৮/০ ...	১/১৫ ১/৫
রেঙ্গুনী সিদ্ধ	... ...	১/৫ ১/১৫
কাজলা	৭৮/০ ৭৮/০	১/৫ ...
গম—দুধিয়া	৭৮/০ ...	... ...
গঙ্গাজলি	৭২ ...	... ...
জামেলি	৭২ ...	... ...
ছোলা—পাটনাই	৭৮/০ ৭৮/০	১/০ ১/১০
ছোলা ডাল	৮৮/০ ৯২	১/১৫ ১/১০
মুগ ডাল খাড়ি	১০৮/০ ১০৮/০	১/০/০ ...
“ সোনা	...	১/১০ ১/১০
ঐ কুম্ভ	১১০ ১১৮/০	১/০ ...
অড়হর	৮৮/০ ১১০	১/০ ১/১০
মস্তুরভাঙ্গা	৭৮/০ ৮২	১/০ ১/১০
ঐ খাড়ি	৯৮/০ ১০৮/০	১/০ ১/১০
কলাই ডাল	৮২ ৮৮/০	১/১০ ১/১০
লবণ	৩৮/০ ৩৮/১০	১/১০ ১/১৫
চিনি (জাভা লাল)	১৬২ ...	১/১০ ১/১০
শুড় ভেলি	... ...	১/১০ ১/১০
ঐ ভুরমুট	৯৮/০ ৯৮/০	১/১০ ...
ছদ্ম	১০২ ১১২	১/০ ১/১০
সরিষা তৈল	৩৫২ ৪০৮/০	১/১০ ১/১০
ময়দা দেশী	৯৮/০ ১০৮/০	১/১০ ১/১০
আটা নং ৩	৭৮/০ ...	১/৮০ ১/১০
“ ২৮	৭৮/০ ...	... ...
“ বি	১০৮/০ ...	... ...

সুজি	১০৮/০	১০৮/০	১০৮/০
ঘূত ভাদওয়া মটকি	৮৯ ৯০	২১০ ...	
(পাতিয়া, খুজী, বাটো, ৮৫, ৮৯, ২১০/০ ...			
এটো, উত্তম জিনিষ			
লালি, এটোয়া, সাগর	৮০ ৮১	২১০ ...	
ভুট্টা	৬২ ৬০	... ...	
আলু	৬২ ৮২	১/১০ ১/১০	
পটল	৬৮/০ ৮২	১/১০ ১/১০	
বেগুন	... ...	... ১/১০	
পেয়ার	৩৮/০ ৪৮/০	১/১০ ১/১০	
কটমাহ	৩০২ ৩২২	১/১০ ১/১০	
ভেড়ার মাংস	... ...	১১/১০ ...	
ছাগ মাংস	... ...	১১/১০ ১/১০	

## বিজ্ঞাপন দাতাগণের প্রতি।

সামুহ্যে জানাইতেছি যে “কাজের লোকের” অক্টোবর সংখ্যা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে, সুতরাং বিজ্ঞাপনে পরিবর্তন করিবার ইচ্ছা থাকিলে অবিলম্বে পত্রাটীয়া না দিলে ডিসেম্বরের পূর্বে আর কোন বিজ্ঞাপন পরিবর্তন করা সম্ভব হইবে না।

কার্যাব্যাহক—“কাজের লোক।”

## আপনি কি

প্রাচীন হারাগোয় রোগে ভাগ্যে-ছেন? যদি অজ্ঞাত চিকিৎসার বিকল মনোরথ হইয়া থাকেন, তবে একবার ডাঃ কে, সি দাসের মাইক্রোপ্যাথি নামক নূতন চিকিৎসা দ্বারা চিকিৎসিত হউন। ইনি ২৫ বৎসর গবেষণার ও বহুদর্শিতার ফলে হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদ সম্মিলিত করিয়া এই নূতন ঔষধাবলী আবিষ্কার করিয়াছেন।

ঠিকানা—১২নং মদন বড়ালের লেন (২৪নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রিটের পার্শ্বের গলি), কলিকাতা।

মফঃস্বণের রোগীর সবিশেষ রোগ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে সম্বন্ধে ব্যবস্থা ও ঔষধ ভিঃ পিত্তে পাঠান হয়।

## ঠিকানা বদল।

## বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমাদের আফিস সেই বাড়ীতেই আছে, কিন্তু কলিকাতা করপোরেশন রাস্তায় নাম পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এখন হইতে আমাদের ঠিকানা ১৭ নং অজুর দত্তের লেন না লিখিয়া ২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা লিখিতে হইবে। আমাদের বন্ধু বান্ধব, গাহক, সহযোগীগণ দয়া করিয়া স্মরণ রাখিলে কৃতজ্ঞ হইব।

কার্যাব্যাহক, কাজের লোক।

## বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ইংরাজী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাগ্রন্থ সমূহ আমরা যথাযোগ্য মূল্যে ক্রয় করিব, চকারদিগকে বিক্রয় করা অপেক্ষা জ্ঞানানের নিকট বিক্রয় করায় আপনার সুবিধাই হইবে। যদি বিক্রয়ার্থ আপনার কোন পুস্তক থাকে দয়া করিয়া পুস্তকের নাম, গ্রন্থকারের নাম, পুস্তকের বর্তমান অবস্থা, কত মূল্য চাহেন ইত্যাদি আমাদের কাছে জানাইয়া বাধিত করিবেন।

ম্যানেজার

“কাজের লোক”

২নং রাজেন্দ্রদত্তের লেন, বহুবাজার

কলিকাতা

## কাজের লোক আফিস।

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।





## জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়,  
নিরানন্দের আনন্দকর।

সংসারব্যাপী নিরানন্দের পর আনন্দসমীর ভাগ্যজন হইবে। সাধনায়  
কটীরবাসী হইতে মুকুটধারী রাজাধিরাজ পর্যন্ত সকলেই সেই শুভদিনের  
প্রতীক্ষা করিতেছেন। স্বাস্থ্যের যেকোন সাধ্য তিনি সেইরূপ আনন্দের আয়ো-  
জন করিতেছেন। জবাকুসুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক উৎসবের দিনে



জবাকুসুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে, অত্যাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক শিশির মূল্য ১/৬ টাকা। ডাকমাণ্ডল ১০ আনা। ভিঃ পিতে ১১/০ আনা। উজ্জন (১২ শিশি) ৮৫০ আনা

## সুরবল্লী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক সালসা।

নবিত্রিবিধ জন্ম বীজবৈকর রক্ত খারাপ হইয়াছে, শরীরে নানাপ্রকার রোগ বা কতের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া ভ্রম সমাজে শিশিরের অন্তর্গত  
হইয়াছে, শরীরের কাস্তি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাহার সুরবল্লী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবল্লী কষায় সেখন কালে বিশেষ  
কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবল্লী কষায় সেখনে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১৪০ টাকা। ভিঃ পিতে ২/০ আনা। ৩ শিশি ৩৫০ টাকা। ভিঃ পিতে ৪/০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলা স্ট্রীট, - কলিকাতা।

## খোকসিনা

অদ্বিতীয় বৈদ্যুতিক বেদনানাশক মালিস

\* \* \* যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক  
“খোকসিনা” ২৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা,  
পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য জুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান  
করিবে।

## কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্বাস্থ্য ফলপ্রসূ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় বর্ষাবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে  
উপকার করে। এত স্বাস্থ্য ফলপ্রসূ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী  
আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৫০ বায় আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য  
হইবে। প্যাকিং ভিঃপি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চাটার্জী এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্যালয় এবং

ফৌর—গলসী, জেলা বর্ধমান।

# কি বিজ্ঞান

বা যৌবন রক্ষক। ক্রিয়া, আয়ুর্বিদ্য দৌর্ভাগ্য, শ্রুতভাষ্য, স্বপ্নদোষ নিবারক এবং কাণ্ডি পুষ্টি স্থিতি বল বীৰ্য্য মেধা ও অগ্নিবর্দ্ধক। মূল্য এক শিশি ১০ সিকা। মাওলাদি স্বতন্ত্র।

## প্রমেহ ধনুস্তরী

এক দিন ব্যবহারে যন্ত্রণার শাস্তি এবং সপ্তাহ কালেই আরোগ্যলাভ। এই ঔষধ সেবনে প্রস্রাবকালীন দারুণ যন্ত্রণা, প্রস্রাবসহ সপুষ্প-শোণিতক্ষরণ স্বেদ বা হরিদা বর্ণের শ্রাব, কাপড়ে দাগ লাগা, মূত্রনালীতে ক্ষত ও তক্তন্য অত্যন্ত প্রদাহ নিয়ত প্রস্রাবের বেগ অথচ বিন্দু বিন্দু প্রস্রাব ত্যাগ ও শিরঃ বৃণাদি উপসর্গ সকল প্রশান্ত হয়। প্রদর প্রভৃতি ক্রী-ব্যাদিও ইহাতে সম্বর পূরীভূত হয়। মূল্য ১০ টাকা, মাওলা পৃথক।

## খাঁচী পদ্মমধু

সর্বপ্রকার নেত্র রোগের মহৌষধ, মূল্য প্রতি ড্রাম ১ টাকা।

বিনামূল্যে :—নেপোলিয়ান বোনাপার্টের গণনা-পুস্তক সম্বলিত ক্যাটলগ পাঠান হয়।

বিশুদ্ধ ভৈষজ্য ভাণ্ডার,

১২৫ নং বোবাজার ষ্ট্রীট, (ক) কলিকাতা।

## হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিশুদ্ধ লক্ষণ, নিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রিপোর্টের নমুনা সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক, চিকিৎসক এবং সাবাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূয়োদী প্রশংসিত। মূল ১০ আনা মাত্র।

১৭নং অক্সফোর্ড স্ট্রীটের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ওষধালয়সমূহেও প্রাপ্য।

## সূর্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ

## পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৯ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, (মুর্শীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। ভিত্তির নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহাভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

# টাকা এদেশে খুব সস্তা নয় । কাজের লোক তাই একটি পয়সাও অপব্যয় করেন না ।

এক ঘোলের চাষায় ঐসখ আজকাল পাওয়া 'ত' যায়, কিন্তু সাধারণ রোগী অর্ধেক ও ঘোলের অপব্যবহার নিবারণার্থ ষ্টিক ঐসখটাই, দেশে  
দুকে, ঠাট্টেরে কিনেন । এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামকা বা 'তা' কেন্দ্রীয় খরচও বাঁচে ।  
সম্প্রদায়িক মেহের জন্য, আজকাল সর্বাঙ্গীণ সমস্ত বস্ত্র হচ্ছে যে



একমাত্র মহৌষধ । অন্য অনেক ঐসখ থাকিতে পারে, বালককে আশ্রয় হয়, কিন্তু হিসিংকর্মের বিশেষত্ব ( ১ ) প্রতি যাত্রায় ফল (২)  
১দিনে স্বস্ত্যকার শেষ ( ৩ ) সম্ভ্রমে আরোপ্য । এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাভুক্তকে বস্ত্র বস্ত্র ডাকাতের  
একসংসারদের মধ্যেই আছে—অধ্য পয়সা নিশে এই বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন । মূল্য বস্ত্র ২৪০, ছোট (অর্ধেক) ১২০ ।

আর, লগিন এও কোং—যানুক্যাক্চারিং কেমিফটম্,

১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ( শিয়ালদহ চৌমাথা ), কলিকাতা ।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—“হিসিং” কলিকাতা । টেলিফোন নং ১৬১৪, কলিকাতা ।

## “কাজের লোকে” বিজ্ঞাপনের হার ।

১. কতদিন চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এমন লইতে পারি না । পর লিখিয়া জানিতে হয় ।
২. ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ষ্ট্রীট প্রতি বার ১২ টাকা ধরা হয় । ২২ বারসারীর বিজ্ঞাপন ছাপি :

মাথার পৃষ্ঠার হার :

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮২ টাকা প্রতি মাসে	৮২ টাকা প্রতি মাসে	৮২ টাকা প্রতি মাসে
২ " "	৮২ " "	৮২ " "	৮২ " "
৩ " "	৮২ " "	৮২ " "	৮২ " "
১ কলাম	৮২ " "	৮২ " "	৮২ " "
২ " "	১২০ " "	১২০ " "	১২০ " "

১২ বারসারের কাগজ । ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না । অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পর লিখিলে জানাইব ।

কার্যাব্যাহক

“কাজের লোক” ।

১৭ নং অক্ষর দণ্ডের লেন, বহুবাজার, কলি কাতা ।



## মায়িক-দৌর্বল্যই শরীর ধ্বংশের কারণ।

“কেন না”—আয়ু সমূহ হ্রাস হইলে, পেশী প্রভৃতি ও হ্রাস হইয়া পড়ে। অত্যধিক

শ্রুপাত, অথবা উপায়ে কামব্যতির সন্তোষ সাধন, অতিগমন প্রভৃতি কারণে শোণিতের সার শুষ্ক দূষিত হইয়া পড়ে।

“কেন না”—শ্রুকের ভারল্য ও ধারণা-শক্তির অভাব হইলে—সমগ্র শরীর হ্রাস হয়, মস্তিষ্ক হ্রাস হয়, চিন্তাশক্তি বা কল্পাশক্তি থাকে না। চিত্ত সর্বদা অপ্রসন্ন—মনে নানা হুশিয়ার আবির্ভাব হয়।

“কেন না”—এই শুষ্ক-ভারল্য হইতে, মাথাগোরা, অস্থি, অনিদ্রা, অস্বীর্ণতা মূহুর প্রভৃতি উপস্থিত হয়। যৌবনের পূর্ণ-শক্তির অধিকানে এই শুষ্ক-বিকারে বলিষ্ঠ যুবককে অকর্মণ্য ও অপদার্প করিয়া তোলে। জানিয়া রাখিবেন—উল্লিখিত সমস্ত উপসর্গ দূর করিয়া পূর্ণ-স্বাস্থ্য লাভ্য ও কাঙ্ক্ষি ফিরাইয়া আনিতে, আমাশয়ের দাতৃ খট্টক মঙ্গোদধ একমাত্র বতিবল্লভ রসায়নই সমর্থ।

এক শিলি মূল্য ১৯০ দেড় টাকা মাস্তাদি ৪৮০ এগার আনা।

গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়,

১৮১ ও ১৯ নং বোয়ার চিংসুই রোড, কলিকাতা।

আপনার

## বাগান এবং শস্যক্ষেত্রের উন্নতির জন্য

নাইট্রেট অফ সোডা ব্যবহার করুন।

বিনামূল্যে শস্যক্ষেত্রে নাইট্রেট ব্যবহার শিক্ষার জন্য আবেদন করুন এবং নিম্নলিখিত পুস্তক সমূহের যে কোন একখানির জন্য আবেদন করুন—বিনামূল্যে এবং বিনা ডাকমাস্তুলে পাঠান যায়।

১। Improving the crops for bigger profits (অধিক লাভের জন্য শস্যের উন্নতি সাধন।)

২। Guide to manuring of Field and Garden crops (কৃষিক্ষেত্র এবং বাগানের ফসলে সার দিবার প্রণালী শিক্ষা।)

৩। Experiments on Tobacco (তামাক চাষে নাইট্রেট পরীক্ষা।)

৪। Prize Essays in the last competition (পত প্রতিদ্বন্দী পুরস্কার রচনার রচনাবলী।)

৫। Nitrate of soda as a Tea Fertilizer (নাইট্রেট অফ সোডা চাষের উৎকৃষ্ট সার।)

৬। Improvement of agriculture in India (ভারতে কৃষির উন্নতি।)

Delegate—

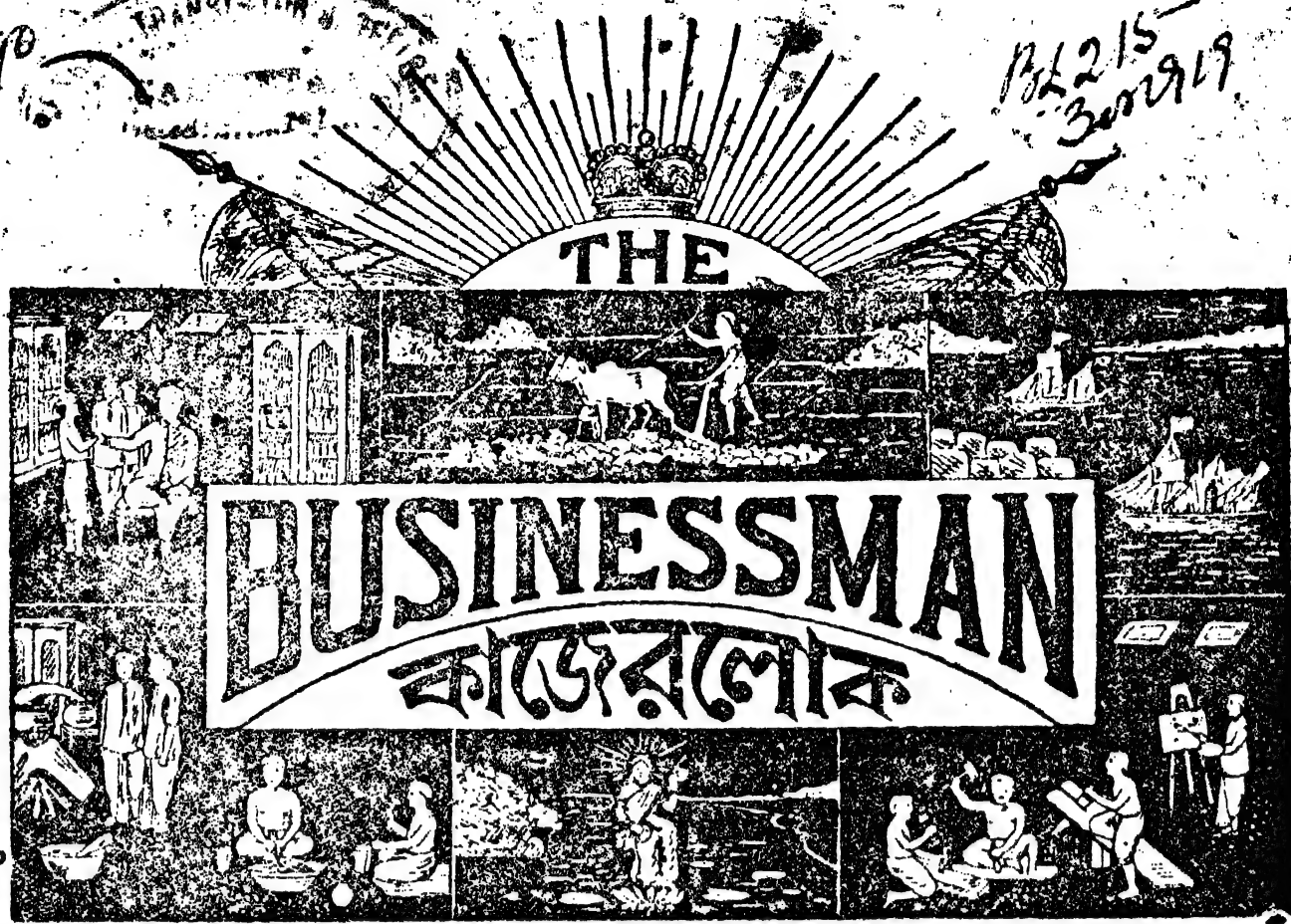
CHILEAN NITRATE COMMITTEE,

1. Royal Exchange Place, CALCUTTA.

ডাইরেক্টর

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটি,

১ নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।



১০শ বর্ষ,  
১০ম সংখ্যা।

New Series,  
October 1919.

নৃতন সংস্করণ।  
অক্টোবর ১৯১৯।

Vol. XIII.  
No 10.

শান্মেটো।

SANMETTO.

হী পুত্র ও বালক ব্যক্তিগণের মত এই প্রসঙ্গের দ্বারা এই নিবন্ধ

সকলকেই বলাগী করি।

নির্দিষ্ট পোশাক প্রভৃতির দ্বারা শান্মেটোই ব্যবহৃত করেন। মূত্রপথের (Kidney and Bladder) দ্বারা পীড়িত প্রভৃতির দ্বারা শান্মেটোই ব্যবহৃত করেন। মূত্রপথের (Kidney and Bladder) দ্বারা পীড়িত প্রভৃতির দ্বারা শান্মেটোই ব্যবহৃত করেন।

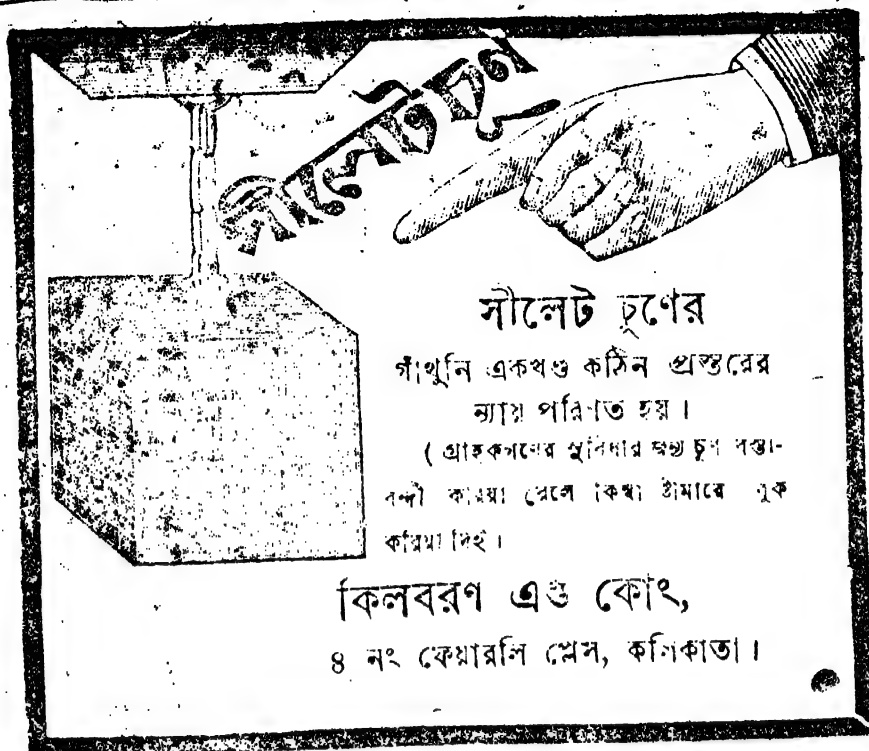
আমি যদি কোন রোগের ভিত্তি নাহি। বালক, বৃদ্ধ সকলেই নিবন্ধে ব্যবহৃত। প্রাণি প্রভৃতি শান্মেটো

যদি উচিত পোশাক শিশুর দ্বারা ব্যবহৃত থাকে। মূত্রপথের (Kidney and Bladder) দ্বারা পীড়িত প্রভৃতির দ্বারা শান্মেটোই ব্যবহৃত করেন।

আমাদের নামের পোশাক এবং নাকি সকল পোশাকের উপরে দেখিয়া লইবেন।

অড্রেস কোং, ৫৯ এবং ৬১ বার্লো স্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক, ইউ. এস. এ।

OP. CHEM. CO., 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A



**সীলট চুণের**  
 গাখুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের  
 ন্যায় পরিণত হয়।  
 (গ্রাহকগণের সুবিধার স্বত্ব চূর্ণ পত্তা-  
 বন্দী কারয়া পেরে কিছা ঠামারে চুক  
 কারয়া দিহ।

**কিলবরণ এণ্ড কোং,**  
 ৪ নং কেমারলি প্লেস, কলিকাতা।

## ডাঃ বাটলিওয়ালার ঔষধ।

ভারতের সমস্ত ইনডাস্ট্রিয়াল একজিবিসনে  
 স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাটলিওয়ালার-বালমুখ, হৃৎপল শিশুদের  
 জন্য ১.০।

বাটলিওয়ালার-অনিকোরাগাম, সর্দিপ্রকাশ  
 শিশুদের আশ্বাসজনিত ও  
 যন্ত্রণার জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার-টনিক পিল, রক্তজটা এবং  
 হৃৎপলতার জন্য ১.০।

বাটলিওয়ালার (কলেকোল) কলেরার এবং  
 রক্তমাংসের জন্য ১.০।

বাটলিওয়ালার-খাসেল কুশনাসন, টেবলেট  
 প্রত্যেক বোতল (১ গ্রেন  
 করিয়া) ১.০।

ভারতের দর্শক পণ্ডিতগণ যান।

SOLD EVERYWHERE in INDIA and also by  
 Dr. H. L. Bhatiwalla Sons & Co., Ltd.  
 Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address:—  
 BATLIWALLA, WARLI Bombay

## স্ত্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও ALETRIS CORDIAL RIO

মানবীয় দ্রাব্যোগ যথা বায়ক, অগ্নিবজ, এবং শেতপ্রদর, অসামান্য বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট যুক্তকরণে যোগদানের অঙ্গ সমগ্র  
 জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যাপ্ত্য করেন, কারণ দ্রাব্যোগের অঙ্গণ উৎকৃষ্ট ঔষধ ও পদার্থ অনিশ্চিত হয় নাই।  
 ইহা নারীলোকের সমস্ত হৃৎপলকর উপদ্রব নিবৃত্তি করিয়া অচিরে ভয়বাত্তা পুনঃস্থাপন করিয়া দেয়। যৌবনোন্মত্ত  
 বালিকাগণের হৃদা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিম্নে তিনবার প্রত্যহ  
 সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রতারণিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের ক্রতকার্যতা দেখিয়া প্রতারকগণ ভ্রাম্য করিতেছে। জন্মের সময় লেবেলের উপর Rio  
 Chemical Company, New York City, U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া ভ্রমে পড়তে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি  
 ৩০০ আনা মাত্র।

মে: রাইও কেমিক্যাল কোং,  
 ১৮৭০ সালে স্থাপিত।  
 ৭২ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,  
 আমেরিকা।

**RIO CHEMICAL COMPANY.**

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

কাছের লোক, কলিকাতা ।

ম্যালেরিয়া জ্বরের  
মহৌষধ ।

# জারমলীন

ম্যালেরিয়া জ্বরের  
মহৌষধ ।

মূল্য ৥০ আনা, ডজন ৫- টাকা ।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে ।

একদিনে জ্বর ছাড়ে ।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই । স্নান আহার স্বাভাবিক ।

জারমলীন বিক্রেতাপণের টাকায়-টাকা লাভ !

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন ।

আম্র, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

## THE BUSINESSMAN,

2, Rajendra Dutt's Lane, BOWBAZAR, CALCUTTA.

An Ideal Journal of Practical Agriculture, Art, Industry, Medicine,  
Manufacture, and various Informations.

ANNUAL SUBSCRIPTION, Rs 2--8, POST FREE.

For particulars regarding Rates of Advertisements, etc., apply to our London  
agents Messrs T. B. Browne, Ltd., 102, Queen Victoria Street, London.  
E. C. C. Mitchell & Co. Ltd., 1 & 2, Snow Hill, London, E. C. 4. Sell's  
Ltd., 100, Fleet Street, London, E. C. 4.

## হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা ।

বাগের দিল্লত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রশালী, রপারটরী নমেং সন্ধ্যাক্ষর পুস্তক  
চিকিৎসক এবং সম্বাদপত্রমুখ্য দ্বারা কৃত্যাদী প্রশংসিত । মূল ৥০ আনা মাত্র ।

১৭নং অকুর দস্তুর লেন, বহুবাজার, কলিকাতা ।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্যবা

## কমলা মধু ।

প্রীতি দেবী কমলা বাগানের মৌচাক  
হইতে সংগৃহীত খাঁচী কমলা মধু যিনি  
একবার খাইয়াছেন তিনি জীর্ণনে কষ্ট  
ভুগিতে পারেন না । মহাবাজা, বাজা,  
উকাল, ব্যারিষ্টার, জমিদার ও ধনী বড় লোককে  
স্বাস্থ্য এই মধু মরবরত কথিয়া আসিয়াছে ।  
সাধারণতঃ এক পাউণ্ড টিন মধুর মূল্য ১-  
৫০ টাকা । অতীত কি ততোধিক পারমান  
একরে খাইতে চাহিলে পত্র কথিয়া দব মন্থন  
হউন । অবিবাহে চাহিলে প্রতি কক্ষমণের  
স্বত্ব অগ্রিম ২০ কুড়ি টাকা পাঠাইতে হইবে ।  
মায় বরড অদৃষ্ট মূল্য তি-মিতে আদায়  
করা হইবে ।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং  
গুনাম গুজ, প্রিন্ট,



অভাবনীয় সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত ৫০ টী সেট,

## ‘কাজের লোক’

২৭ টাকা স্থলে মাত্র ১২৥০ টাকা।

আমরা কিহ্ বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

“Kajer-Loke” or Businessman— \* \* \*  
is replete with useful articles on art and Industry.  
*Indian Empire.*

“Contains interesting articles on trade and speculation.”  
*Indian Daily News.*

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture  
*Bengalee.*

“A special and healthy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartily wish our contemporary all success in his noble endeavours.  
*The Indian Nation.*

\* \* \* “The Businessman” is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike.”  
*Telegraph.*

“There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading “Kajerloke.”  
*Gardeners Magazine.*

“কাজের লোকের” বিস্তৃত সমালোচনা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই একরূপ সুন্দর, সুশিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আত্মোপাস্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।”  
বিশোধর।

“সত্য বলিতে কি, একরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্বাঙ্গসংকল্পে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্বথা সুসিদ্ধ হয়।”  
সমন্বয়।

“আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি বেক্সপ সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী!”  
বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকপানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে ব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহার কার্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা একরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি “কাজের লোক” পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় \* \* \*

দৈনিকচন্দ্রিকা।

“আমরা ‘কাজের লোক’ পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।”  
খুলনাবাসী।

“কাজের লোক” গ্রন্থ মাত্রেরই পাঠ করা কর্তব্য।”

মেদিনী-বান্ধব।

একরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। “কাজের লোক” পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সঙ্কট সংশয়ের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাপানি দরিদ্র, অজ্ঞবিত্ত, সাধারণ গ্রন্থ এবং উপারহীন ‘বেকারের’ বন্ধু। \* \* \*  
জিজ্ঞাসদর্পণ।

বঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জাতব্য বিষয় আছে। বঙ্গালার এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।  
বঙ্গালী।

বঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা “জিতবানী”, “বঙ্গবাসী”, “বঙ্গমতী”, এবং কল্যাণ অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূয়োদী প্রাশংসা করিয়াছেন, চংখের বিষয়, স্থানান্তরিতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

**শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,**

১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

**এলোপ্যাথিক বিভাগ ।**

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেন্ট ঔষধ, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি, ভূগন্ধিভব ইত্যাদি আমদানী করাইয়া যথাসম্ভব সুলভমূল্যে বিক্রয় করি । মকঃস্বলের অডারানুসারিক মাল অতি সত্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয় ।

**হোমিওপ্যাথিক বিভাগ ।**

(অম্মান নহে) বিখ্যাত আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম ৫ ও ১০ । কলেরা ও গুহ-চিকিৎসার বাস্তব ঔষধ কোটা ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক নং ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২, ৩, ৩৫, ৫০, ৬০ ও ১১০ । সুগার মোবিউন পিল, কর্ক ইত্যাদিও সুলভ । মকঃস্বলের মাল অতি সত্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয় ।



**ঘোষ এণ্ড সন্স,**

**জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চশমা বিক্রেতা,**

টেলিফোন নং ২৫১৭ ।

১৬১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, হেড্‌ অফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হারিসন রোড ।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিকরী, চেন, পার্শা ও ইন্ডী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর ও নতুন বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে । ঘোড়কাপি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বন্দে মাতরম্" "সুখে স্বাঃ ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে । জানবা সকল রকম রুক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি । পরীক্ষা প্রার্থনীয় । ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন ।

দেশীয় ছাপার

**কালী**

ব্যবহার করুন ।

সমস্ত সংবাদপত্রে ভূয়সী প্রশংসিত পোষ্টকার্ড লিখিলেই আমাদের প্রতিনিধি গাইয়া নমুনা দি দেখাইয়া আসিবেন । অজুই লিখুন ।

মেঃ দাস গুপ্ত এণ্ড সন্স,

ইন্ড গ্যাব্রুয়াকচারার্স,

৩৯ নং চড়কডাঙ্গা রোড, কলিকাতা

**অতি সুলভে ছাপার কাজ ।**

- ১। ব্লক পোদাট, ইলেকট্রো ব্লক, গ্রিফ, গাপটোন ব্লক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই ।
- ২। সকল সকল ছাপার কাজ, চেক দানিয়া, পুস্তক, লেটার হেডিং, প্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্রাকার্ড, প্রভৃতি অতি সত্বরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই ।
- ৩। দিবালের অতি সুন্দর প্রীতি উপহার মায় কবিতা পর্যায়গুলি প্রস্তুত কাঁদিয়া দিই । কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে । বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয় ।

ম্যানেজার

"কাছের লোক"

১৭ নং অক্ষর দস্তের লেন, কলিকাতা ।

১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত

## কাজের লোক ।

অশুদ্ধ স্বযোগ—২৭ টাকার স্থলে ১২।০ মাড়ে বার টাকায় বিক্রয় হইতেছে । যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও চেষ্টা হয় তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে । /০ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল গ্রন্থাবলীর সূচীপত্র পাঠান যায়, সূচীপত্র পাইলে না লইয়া থাকা শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব । পত্র লিখুন ।

মানেন্জার “কাজের লোক”

১৭ নং অক্টুর দপ্তের লেন, বইবাজার কলিকাতা ।

## শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং ইকনমিক ফার্মেসী ।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড অফিস—৮৪ নং ফ্রাইল স্ট্রিট, কলিকাতা ।

বাক- ১৬০ নং বহুবাজার স্ট্রিট, ২০০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, ৩১২ নং রসায়ন, চব্বানীপুর, কলিকাতা । ঢাকা ও কুমিল্লা ।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব শিশিতে ড্রাম /১০ ও /১৫ পয়সা ।

কাসের ও গৃহচিকিৎসার বায়, ফোঁটা-ফেলা যথ ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৫ শিশি যথাক্রমে ২।০ ৩।০, ৩.৫, ৫.০ ও ১০।০ টাকা । ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, প্রোবিউন্স, পিলিউন্স ইত্যাদিও উল্লভ ।

- ১। পারিবারিক চিকিৎসা—১০ম সংস্করণ ; সচিব পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্দ্ধিত ; কাপড়ে বাধান মূল্য ১।০০ ।
- ২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিব বাধান মূল্য ৬০ আনা । ডাক্তার ও গৃহস্থ ন্যাবেরই উপকারী ।
- ৩। ওলাউচাত্তর ও চিকিৎসা—প্রথমটি ও মেট্রিফাই-মেট্রিকা ; কাপড়ে বাধান মূল্য ৬০ আনা ।
- ৪। ওলাউচাত্তর চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ ; মূল্য ১০ আনা । ডাক্তার ও গৃহস্থ ন্যাবেরই উপকারী ।
- ৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও কাস্টাকোপিয়া ; ৪র্থ সংস্করণ ; কাপড়ে বাধান মূল্য ১।০ টাকা ।
- ৬। ভেষজজনকরণ-সংগ্রহ—স্বরূপ মেট্রিফাই-মেট্রিকা, ২য় সংস্করণ ; কাপড়ে বাধান মূল্য ৭।০ টাকা ।
- ৭। জননেদ্রিয়ের পীড়া ( উপদংশ প্রমেহ প্রভৃতি বাতচরোগ সংশ্লিষ্ট )—মূল্য ৬০ আনা ।
- ৮। ব্যবসায়ী—জীবন্ত ন্যাবের ভট্টাচার্য্য প্রণীত ; ৩য় সংস্করণ ; কাপড়ে বাধান মূল্য ৬০ আনা ।

আমাদের এলোপ্যাথিক ষ্টোর—১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা ।

বিলাতী ঔষদাদি বিলাত হইতে একাইক আমদানী ; মূল্য যথাসম্ভব সুলভ, অতি তৎপরতাসহ জবাবাদি সরবরাহ ।

# কাজের লোকের পুস্তক ।

শিল্প শিক্ষা ।

শ্রীচরিত্র চক্রবর্তী প্রকাশিত ।

মূল ১০ ডাকমাত্ৰা দ্বিতীয় ।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত  
করাই ইচ্ছাতে সংগৃহীত হইয়াছে । যের  
জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-  
করাই ইচ্ছাতে সরিবেশিত । সুন্দর  
চাপ, ১০০ কপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ  
পত্র লিখুন ।

নিফ্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড ।

“কাজের লোক” সম্পাদক প্রণীত । কেমন  
করিয়া অল্প পুঁজিতে পরে বসিয়া অত্যন্ত  
কাজ ও চাকুরী থাকা পথেও উপাঙ্গন করিতে  
পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও  
অনেক গুঢ় রহস্য আছে যাহা কেহ কাগ-  
কেও শিখায় না । পুস্তক আর নাই, পুনরায়  
ছাপা হইতেছে ।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, জ্ঞান হইলে  
পুস্তকখানি প্রত্যেক বুঝ, ব্যবসায়ী এবং  
ঘনাকাজীরা পাঠ করা উচিত, পড়িলে আমরা  
অল্পবয়সেই ইংলিষ জিনিস প্রস্তুত-  
করাই নই, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইংরেজি  
আমেরিকার লোকে সমুদ্রের তটতে পাবে,  
তাহারই অনুশাসনীয় উপায় সমূহ বস্তুমান  
সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংক-  
লিত । এটি পড়িলে অনেক পুস্তক থাকিতে  
পারে, তবে আমাদের জানীত এই পুস্তক-  
খানিই যেন ভুল করিবেন । মূল্য ২২  
টাকা তিন শত । কাগজে বাঁধান, পরিষ্কার  
অক্ষরে বিদ্যেতে প্রকাশিত । বুকের  
জন্ত মূল্য ২২ টাকা ।

বেকারের উপায় ।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত ।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে  
মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কাৰ্য্য আরম্ভ করা  
যায়, এই সকলের কল্পি সন্ধিও অতি অনায়াস  
সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত  
পত্র ইচ্ছাতে সংগৃহীত হইয়াছে । একই  
সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন  
করিয়া অগতীত অবস্থা হইতে উপাঙ্গন করিয়া  
সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই  
সরিবেশিত হইয়াছে । কৌতুহলজ্ঞান  
হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আশঙ্কা  
নাই, করাও উচিত নয় । কিন্তু প্রকৃতই  
কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অগ্র  
করিবেন, পকেট সাইজ, কুলিসক্যাপ  
১৬ পোজ সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান ।  
মূল্য ১০ আনা । তি, পি বস্ত্র ।

ONE THOUSAND RECIPES

বিলম্বী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস  
প্রস্তুত প্রণালীতে পরিপূর্ণ । তবে ইংরাজী  
পুস্তক । ইংরাজী অতিশয় ব্যক্তিরা ইচ্ছাতে  
জানিবার অনেক কথাই আছে । মূল্য ২২  
যুক্তের অল্প মূল্য বৃদ্ধি ।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয় । আমা-  
দের বেশী কথ্যচারী নাই যে, সর্বদাই এই  
কাৰ্য্যে উপাঙ্গত থাকিতে পারে টাকার  
পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই,  
অধিকতর ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায় ।  
সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের  
লোকের প্রাণকণের প্রবিচার জন্য আমরা  
এই পুস্তক বিভাগ প্রস্তুত । বাহা আমা-  
দের নাই, ডেকে পুস্তক অগ্রহণ করিলে সংগ্রহ

করিয়া পাঠান যায় । এই বিভাগে কমিশন  
শেলেও পুস্তক রাখা হয় । সে বন্দোবস্তের  
জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, “কাজের  
লোক আফিস” এই টিকানায় পত্র লিখুন ।

কাজের লোক আফিস,

১৭ নং অক্ষর দলের লেন,

বহুবাজার, কলিকাতা ।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য  
বস্তুস্বরূপ । কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, মলম  
চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য  
দায়ের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই  
অমূল্য চক্ষুরকে রক্ষা করিতে যান ; কিন্তু  
তাহা ত হইবার নয় । প্রকৃত নিদোষ চসমা  
উৎকৃষ্ট রেজিন প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয় ;  
তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই  
চক্ষুর রক্ষার যথার্থ সাহায্যী । আমরা চক্ষু  
পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাষ্টাইছি ।  
চক্ষুর বিবরণ আশাশ্রিত্যে যেন একবার ততি  
অবশ্য জানান হয় । প্রায় ৩০ বৎসরের অভ-  
বিশিষ্ট আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল  
কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই  
দে, মালিক এণ্ড কোং,  
২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

চিকিৎসা প্রকাশ ।

বাকলা ভাষায় সুযোগ্য চিকিৎসকগণের  
দ্বারা পরিচালিত শু এক মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক  
মাসিক পত্র মকস্বেলের প্রত্যেক পল্লী চিকিৎ-  
সকের পক্ষে ইচ্ছা অপরিহার্য । বার্ষিক মূল্য  
সস্তাক ২২ বাত্র ।

ডাঃ ডি, এন্, হালদার,

কার্যাব্যাস,

ডাঃ আশুভবোদিতা দেবী নন্দীয়া, ১

# বতি বিজয়

বা যৌবন রক্ষক। ক্রৈয়া, স্নায়ুগিক দৌর্বল্য, স্ফুটনরোগ, অগ্নিদোষ নিবারক এবং কাস্তি পুষ্টি বৃদ্ধি বল বীর্ঘ্য মেধা ও অগ্নিবর্দ্ধক। মূল্য এক শিশি ১০ টাকা। মাওলাদি স্বতন্ত্র।

## প্রমেহ ধ্বংসরী

এক দিন ব্যবহারে যন্ত্রণার শাস্তি এবং সপ্তাহ কাগেই আরোগ্যলাভ। এই ঔষধ সেবনে প্রস্রাবকালীন দারুণ যন্ত্রণা, প্রস্রাবসহ সম্পূর্ণ-শোধিতক্ষরণ যেত তা হরিদ্রা বর্ণের প্রস্রাব, কাপড়ে দাগ লাগা, মূত্রনালীতে ক্ষত ও তৎজন্য অত্যন্ত প্রদাহ নিয়ত প্রস্রাবের বেগ অথচ দিনে দিনে প্রস্রাব ত্যাগ ও শিরঃ পূর্ণনাদি উপসর্গ সকল প্রশমিত হয়। প্রদাহ প্রভৃতি দ্বী-ব্যাদিও ইহাতে সত্তর পুরীভূত হয়। মূল্য ১০০ টাকা, মাওলা পুথক।

## বাঁটা পদ্মমধু

সর্বপ্রকার নেত্র-রোগের মধৌমধ, মূল্য প্রতি ড্রাম ১২ টাকা।

মকরপুষ্ক (অর্গসিন্দুর) ভরি ৫৭

এ বড়গুণ ভরি .. ৬৭

চাবনপ্রাণ সের ... ৩৭

শ্রীমদনানন্দ মোদক সের ... ৪৭

সাসসার শ্রেষ্ঠ, স্বর্ণঘটিত রুদ্র সালসা।

সর্বপ্রকার রক্ত-বিষ্ঠার মধৌমধ। মূল্য প্রতি শিশি ১০, তিন শিশি ৩০ টাকা।

বিনামূল্যে :—নেপোলিয়ান বোনপাটির প্রদান-পুস্তক সম্বন্ধিত ক্যাটলগ পাঠান হয়।

বিশুদ্ধ ভৈরবজ্য ভাণ্ডার,

২২৫ নং বোঝার ফ্রীট, (ক) কলিকাতা।

## সূর্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২২ নং ক্যানিং ফ্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। ভিত্তি নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও বাবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাপক্ষকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্শ্বলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লিখিবেন।

(Published Annually)

THE

## London Directory

with provincial & foreign Sections,  
enables traders to communicate direct with

**MANUFACTURERS & DEALERS**

in London and in the Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom and the Continent of Europe. The names, addresses and other details are classified under more than 2,000 trade headings, including

**EXPORT MERCHANTS**

with detailed particulars of the Goods shipped and the Colonial and Foreign Markets supplied;

**STEAMSHIP LINES**

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate Sailings.

One-inch BUSINESS CARDS of Firms desiring to extend their connections, or Trade Cards of

**DEALERS SEEKING AGENCIES**

can be printed at a cost of £ 1. 10. 0. for each trade heading under which they are inserted. Larger advertisements from £ 2 to £ 16.

A copy of the directory will be sent by parcel post for £ 2 nett cash with order.

**THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,**

25, Abchurch Lane, London, E. C. 4.

ENGLAND.

Business established 105 years



## জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়,

গুণে অদ্বিতীয়,

নিরানন্দের আনন্দকর ।

সংবৎসরব্যাপী নিরানন্দের পর আনন্দময়ীৰ শুভাগমন হইবে । সাধারণ কটীরবাসী হইতে মুকুটধারী রাজাধিরাজ পর্যন্ত সকলেই সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন । বাহার ঘেরূপ সাধ্য তিনি সেইরূপ আনন্দের আয়োজন করিতেছেন । জবাকুসুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক । উৎসবের দিনে



জবাকুসুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অর্থহানি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা । ডাকমাস্তুল ১০ আনা । ভিঃ পিতে ১১/০ আনা । উজন (১২ শিশি) ৮৫০ আনা ।

## সুরবল্লী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক মালসা ।

দুর্ভিত বিব জন্য বাহাদের রক্ত ধারাপ হইয়াছে, শরীরে নানা প্রকার রণ বা ক্ষতের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া ভ্রম সমাপ্তে শিশিবার অন্তরায় হইয়াছে, শরীরের কান্তি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাহারা সুরবল্লী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন । সুরবল্লী কষায় সেবন কালে বিশেষ কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না । সুরবল্লী কষায় সেবনে সুখার বৃদ্ধি হয় ।

১ শিশি ১১০ টাকা । ভিঃ পিতে ২/০ আনা । ৩ শিশি ৩৫০ টাকা । ভিঃ পিতে ৪১/০ আনা ।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড ।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ ।

২২ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, —কলিকাতা ।

## খোকসিনা

অদ্বিতীয় বৈদ্যুতিক বেদনানাশক মালিস

\* \* \* যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক “খোকসিনা” ২১৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে । কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, গাতের অসহ্য জ্বরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে ।

## কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্বাস্থ্য ফলপ্রদ । সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ম্মবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সস্তে সস্তে উপকার করে । এত আশু ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই । ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে । মূল্য এক শিশি ৫০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে । প্যাকিং ভিঃপি সত্য ।

এস, পি, চার্টার্ড এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্যালয় এবং

ফৌর—গলসী, জেলা বর্ধমান ।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য

অটুট রাখিতে

## ‘অস্থান’ অদ্বিতীয়

অস্থান স্মৃতিশক্তির হ্রাস, মাথাঘোরা, কার্গো অনন্যোগিতা, অস্থান  
চিষ্টিরিয়া, সর্কপ্রকার মানসিক বিকার, রক্তাল্পতা,  
অকাল-পক্বতা, শুক্রতারলা, পুরুষত্ব-হানি, কাশ, ক্ষয়-  
রোগ, বাত, ভায়াবিটিস বা বহুমূত্র, অগ্নিমান্দ্য, অঙ্গীর্ণ  
অস্থান অঙ্গরোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা, প্রভৃতি রোগে অব্যর্থ। সেহেন অস্থান  
অতিরিক্ত মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম জনিত  
দৌর্বল্য দূর হয়, দেহে নববলের সঞ্চার হয়। বহুকাল  
রোগভোগে ক্ষীণ ও অকর্মণ্য ব্যক্তিও স্বাস্থ্য সামর্থ্য  
অস্থান করিয়া পাইবেন, শ্রমাত্ম ও স্বকৃত্তিকর। দাম অস্থান  
এক টাকা ন’ আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড  
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড  
কলিকাতা



# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

## কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্রস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১৩শ বর্ষ।

New Series.

নব পর্য্যায়।

Vol. XIII.

১০ম সংখ্যা।

October. 1919.

\*

অক্টোবর, ১৯১৯।

No. 10.

### আমাদের অবকাশ প্রার্থনা।

চিরস্থান প্রথানুসারে শাবদীয় পূজোপলক্ষে আমরা আমাদের “কাজের লোকের” প্রিয় পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, এবং পৃষ্ঠপোষক ও সহযোগী মহোদয়গণের নিকট হইতে কয়েকদিনের ক্ষুদ্র অবকাশ গ্রহণ করিতেছি। আগামী নবেম্বর মাসের ৩০শে পুনরায় আশীর্বাদ গ্রহণের ক্ষুদ্র “কাজের লোক” আপনাদের দ্বারে উপস্থিত হইবে।

কার্য্যধ্যক্ষ  
“কাজের লোক।”

### দুটী আপোস কথা।

দেশে অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, ভারত জুড়িয়া হাতাকাব ও অশান্তি, পূজায় আর এদেশের সুখ শান্তি কোথায়? এ পূজায় এখন দেশবাসীর অন্তঃকরণে—অভাবের মনোভেদে বেদনা আর অশ্রুজল সম্বল মাত্র। বর্তমান আন্দোলন ও সুখের দিন—প্রাণভরা হানির লহরী লীলা যেন চিরতরে এদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। একালের বাঙ্গালা আর সেকালের বাঙ্গালা নহে। বাঙ্গালা এখন মালেশিয়া, ইন্ডুয়েজিয়া প্রভৃতি বিবিধ রোগের নিকট গ্রাসে তাহার সমস্ত সমস্তিকে তুলিয়া দিয়া শস্যানে পবিত্র হইতে চলিয়াছে। রোগ, শোক, অনাহারের কাহিনী ব্যতীত বাঙ্গালায় আর অল্প প্রসঙ্গ নাই।

কেন এমন হইয়া গেল? এই বাঙ্গালা দেশে সে কালে ত এমন ছিল না। অতি সামান্য আয়ে, রোগশোকের অজ্ঞবিত না হইয়াও সেই বাঙ্গালার ক্ষেত্রজাত শস্যেই বেশ ত আনন্দের দিন কাটিত। এত পূজার কত শত নবনারী আনন্দের মহোৎসবে তিনটী দিন সকল আলা তুলিয়া স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিত। আর আজ অর্থ স্বচ্ছল হইয়াছে, বাঙ্গালী বড় বড় চাকরা পাইয়াছে, বাঙ্গালীর বিলাসের ঘটা দেবীয়া জগত স্তম্ভিত। উপরের দৃশ্য দেখিলে কেহ সহসা বলিতে পারে না যে শস্যশাশ্বত বঙ্গভূমি আজ কালালিনী, তাঁহার সমস্ত সমস্ত অর্দ্ধাংশে, অনসনে সর্ব প্রকার রোগেরই উপভোগ্য হইয়া নীরবে অকালে অর্য্য বাক্য, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হইতেছে।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

কেন এমন হইল? এখন ৮ টাকা বেতনের চাকরী করিয়া পূজার তিনটি দিবস আশ্রয় স্বজন দীন হুঃখীকে লইয়া অন্নচ্ছত্র খুলিয়া দিয়া লোকে আনন্দময়ীর পূজায় স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিত, আর আজ এত টাকার, এত গাড়ী, ঘোড়া, মটরের বাহলা স্বর্ষেও আশ্রয় স্বজন, দীন হুঃখী ঘরে মহাশয়্যার হুটী প্রসাদ পাইবার আশাও করিতে পারে না, ধনী নির্ধন কেহই তো বলেনা যে আমি শাস্তিতে—সুখে আছি? সেই মহাপূজা আছে, সেই দেশ, সেই শত্রু শ্রামলা বঙ্গভূমি, তবে এত কেন বিধাদের ছায়া সমগ্ৰ দেশটাকে ঘন ঘটাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল কে? বলিতে পার কি?

শাস্তির অভাবে—দেশে শাস্তি নাই—আমাদের নিজের পাপে—এই সোনার বাঙ্গলার এমন হুঃখের দিন আসিয়া পড়িয়াছে। দেশ মাতার অযোগ্য সন্তান আমরাই মায়ের এত হৃদশা করিয়া তুলিয়াছি।

এদেশে আগে ছিল একটা বহুমূল্যবান সামগ্রী—সেটা “পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি” নিঃস্বার্থ ভাবে লোকে পরকে আপনার করিয়া করিয়া লইয়া, পরের ঢাকে নাচিয়া প্রাণের আনন্দ উপভোগ করিয়া লইত। সেই অমূল্য গুণটি বাঙ্গালীর অদয় হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। তাই শাস্তি অন্তর্হিত, স্বার্থ-পরতার পৈশাচিক রাজত্ব স্থাপিত হইয়া পড়িয়াছে।

উচ্চ শিক্ষার অভিমানী বাঙ্গালী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া কিছু মাত্র নৈতিক উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। একতা, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, ধর্মভাব, সমস্ত মহুয্যত্ব ব্যঞ্জক গুণ হারাইয়া নিতান্ত সংকীর্ণমনা হইয়া

পরস্পর পরস্পরের শোণিত পানের জন্ত লালায়িত। মানলা মকদ্দমার জন্ত শতদ্বার উন্মুক্ত, বাঙ্গালী কণিক সুখ এবং প্রভুত্ব লালসায়, ক্ষুদ্র স্বার্থের তাড়নায় তাহাতে পতঙ্গের প্রায় নিজেকে আশ্রয়লী ও আহতি দান করিয়া দেশের দীনতা বৃদ্ধি করিতেছে! দেশ দারিদ্র্যের চরম দীনায় উপনীত—বিলাসে আশ্রয়-হারা ভোগ বাসনারত সন্তানগণের নিকট দেশ জননী উপেক্ষিত—সব স্ব স্ব প্রধান, কেহ কাহারও উপদেশ শুনে না, কেহ কাহারও মুখের দিকে তাকায় না। পিশাচের তাণ্ডব-নৃত্যে দেশ পরিপূর্ণ—দেশের ভাল কি ভূতের দ্বারা সম্ভব?

ইহাতে হইয়াছে কি? ভাল কাজ বাহা পূর্ব পুরুষগণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা লোপ পাইতেছে—জলাশয়, সরোবর শুকাইয়া ডাঙ্গায় পরিণত হইতেছে—পিপাসার জলাশয় নাই—শত্রু ক্ষেত্রে শস্য নাই, গোচারণের মাঠ আত্মদাস্য করিয়া দেশে স্বাস্থ্যকর খাওয়ার অভাব হইয়াছে—চাকরীর আশায় পৈতৃক জ্যোত্স্নমী অনাবাদে পতিত রহিয়াছে। অহরহ বিষয় পিপাসা—তজ্জনিত নামলা মোকদ্দমায় শত্রু বৃদ্ধি—অনৈক্যতা বশতঃ শাস্তি বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। বাহাদের এক তিলাদ্ধি প্রাণের মনের শাস্তি নাই, তাহাদের আবার আনন্দোৎসব হইবে কিসে?

সকলেই একবার নিভূতে চিন্তা করুন! পেটের ভাতের জন্ত লালায়িত অভুক্ত জাতি, ইহাদের আবার রোগ শোকের অভাব কি? দেশ যে প্রতি নিয়তই রোগের করাল কবলে পতিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

এ সকল কাহাদের দোষে? আমরা সম্পূর্ণ ভাবে এই সকল হুঃখ দরিদ্রতাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছি, আমাদের কর্মফল আমরাই ভোগ করিতেছি। কারণ, আমরাই তো আজ কথায় কথায় আদালত খুঁজিতেছি, কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করি না, কাহাকেও সহানুভূতি দেখাই না, কেহ কাহারও সহানুভূতি পাইও না। চিনিয়াছি কেবল আপনাকে, আপনার পেট ভরিলেই, আপনি সুখী হইতে পারিলেই সুখী। “রাড়ীর বেটা গোবিন্দ, পেট ভরিলেই আনন্দ।” তাহাতে হইবার নহে, সংসারে থাকিয়া পাঁচজনকে চাই—পাঁচজনের সাহায্য ব্যতীত সংসার সুখের হয় না, কেহ সুখী হইতে পারেও না। এই যে একা থাকার বাসনা, ইহাও পাশ্চাত্য দেশের আমদানী। আমরা তাহারই অনুকরণ করিয়া মরিয়াছি, তাই একানবর্তিতার দোষ দিই।

এদেশ সংঘমের দেশ;—আগা অধিগণ সংঘমেরই প্রচারক, সংঘমশিক্ষা দিয়া আমিত্ব বিসর্জনের উপদেশ দিয়া প্রকৃত সুখের পথ দোপাইয়া দিয়াছিলেন, আমরা তাহার অসারত্ব ঘোষণা করিয়া কেবল আমিত্বেরই উৎকর্ষতা সাধনের জন্ত বহুবান হইয়া সর্বনাশ করিয়াছি।

আমরা আর দশজনে বসিয়া একটা পরামশ করিতে পারি না, পরস্পরকে বিশ্বাস নাই; কেহ কাহারও নিকট নত হইবার নহি, —তন, অহঙ্কার জীবাংসা প্রবৃত্তিতে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছে। এদেশের পরিণাম কি হইতে পারে আশা করিতে পারি? এই রৈরব নরকে দেবতার আবির্ভাবও সম্ভব নহে, আর শাস্তির আশাও করিতে পারি না।

২০০—ছাত্রের জন্মদাস পর্য্যন্ত ১৫০ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।

যদি আবার এই পূজার সেকালের মহোৎসবের উচ্চ আনন্দ উপভোগ করিতে চাহ, প্রথমেই সেকালের ত্রায় বিশ্বপ্রেম শিক্ষা কর, পরস্পর পরস্পরকে আপনায় করিয়া লও। দীন হুঃখীর মুখের দিকে তাকাও—বিশ্বাসিতা পরিত্যাগ করিয়া তাগী হও—মিতব্যয়ী হইয়া অর্থ সঞ্চয় দ্বারা কৃষির উন্নতি কর। কাহার মুখপানে তাকাইয়া আছে, কে তোমাদের এই অন্ন সমস্তার মিমংসা করিবে? কে বস্ত্র সমস্তার সমাধান করিয়া দিবে? কে আছে তোমাদের? কাহার নিকট কান্না কাটা?

যদি যথাযোগ্য অন্ন-বস্ত্র পাও, পীড়ার আধিক্য হইবে কেন? অকালে মরিবে কেন? সংযমী কি অকালে মরে? সংযমী আত্মত্যাগীর কি অভাব হয়? সংযমার যে অন্নই সন্তোষ। যাহাদের হৃদয়ে সন্তোষ আছে, তাহাদের আবার হুঃখ কিসের? তাহারা যে অহরহ সদানন্দ—শান্তি যে তাহাদের হৃদয়ের অধি-ষ্ঠাত্রী দেবী, শোক রোগের, জরা বান্ধকোর কি তাহারা ভয় রাখে?

তোমরা যে এই পূজার সময় বিলাসিতার অতি বাড়ানো করিয়া পল্লীগামে যাইয়া সেখানকার দীন, অন্নকষ্ট, অভুক্ত, রোগ জর্জরিতগণের সম্মুখে বাবু দেখাইতে আজ আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছ, ইহা ভাল দেখাইবে কি? তোমার চাকচিক্যময় পোষাক পরিচ্ছদ, তোমার এত অহংমণ্ডিত—উপেক্ষার ভরাবহ মুক্তির সম্মুখে কোন দীন আত্মীয়ও সাহস করিয়া ঘেঁষিতে পারে কি—না প্রাণ খুলিয়া তোমার সহিত কথা কহিতে সাহস করে? যদি আজ নিজের ভোগ বাসনা সংযত করিয়া তাহাদের হুঃখময় স্নান মুখের দিকে তাকাইতে শিখিতে, তাহা হইলে পূজা সার্থক হইত, মহামায়া মুক্তিমতী

হইয়া বিরাজ করিতেন। পূজা—আনন্দোৎসবে সমগ্র দেশ মুখরিত হইয়া উঠিত।

ভোগবাসনার অন্ত নাই—সে বিকারের পিপাসা পরিতৃপ্ত হইবার নহে। বহুবাহু বলিয়াছি, Plain living and high thinking” এই নীতি অবলম্বন করিয়া অমরত্ব লাভ কর। দেশ এবং পরার্থে প্রকৃতই আত্মনিয়োগ কর—মহুয়া উপার্জনের জন্ত সাধনা কর। নিজের সুখের জন্ত, নিজের জন্ত কেবল পুস্তরই যত্ববান হয়। মানুষ যে—সে অহরহ নিজের আত্মিক ভোগ পিপাসা সংযত করিয়া পরার্থে আত্মবলি দিয়া থাকে—ইহাই হিন্দুর ধর্মের সার মন্ত্র—হিন্দুর প্রকৃত সম্পদ। হায় হায়! এই সম্পদ হারাইয়া আজ আমরা সর্বনাশ করিয়াছি।

ধন, দৌলত, আকাশ, ভূমি, শস্য, জল সবই এই দেশেরই। সেকালেরই বাহা ছিল, আজও তাহাই আছে। কেবল একটীর অভাবেই আমরা প্রকৃত দান হইয়া পড়িয়াছি—সেটা প্রকৃত “মহুয়া—তাহাই” দেবত্ব। মহামায়ে! আনাদিগকে প্রকৃত মানুষ হইবার প্রবৃত্তি দাও। তবেই আমাদের সকল দৈন্ত হুঃখের হইবে।

তাই বলিতে ছিলাম যে, দেশের প্রকৃত সুখ স্বচ্ছন্দতা নিজেদের হাতে। যে দিন এই বিশ্বাস আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবে, তখনই দেশের প্রকৃত মুক্তি অবগুণ্ণাবী। “ভিক্ষায়ানু নৈবচ নৈবচ” ভিক্ষায় হুঃখ ঘুচিবে না। নিজেদের চেষ্টা, মুখ্য, স্বায়ত্ব শাসন, কমিটি কমিশন ইত্যাদি গোণ উপায় হইতে পারে। হে ধীমান! আত্মনির্ভরশীল হও, আপনাদের হুঃখ নিজেরা ঘুচাইতে আগে

চেষ্টা কর। চারিদিক হইতে নিজেদের ব্যয় সংক্লেপ করিয়া দেশের জলাশয় পুষ্করিণী কৃষি শিল্পের উন্নতি সাধন কর, পরস্পর পরস্পরকে আপনায় করিতে শিক্ষা কর, ইহাতেই উন্নতি হইবে ও প্রকৃত সুখ দেখিতে পাইবে। আর চিরকালে “পুরাণো-ধর্মে চোরে” মত, সুবিধা হইলেই নিজের পকেট খারি করিয়া সরিয়া পড়িবে, অথচ দেশনারকেবল পবিত্র নাম লইয়া হাম বড় হইবে, ইহাতে দেশের কোন কল্যাণই সাধিত হইবে না, বরং দেশের ঘোর অনিষ্টই হইবে। তাও—এই পূজার অবকাশে প্রত্যেক অনভিজ্ঞ গ্রামবাসীগণকে কৃষি, বাহ্য, মিতব্যয়িতা মত্রে উপদেশ দাও, প্রতিমুহুর্তকে লোক সেবায়, লোক হিতকর কাৰ্য্যে নিয়োজিত কর। দেখিবে, প্রকৃত মঙ্গলের সূচনা হইতেছে। তাহাতে তোমারও স্বার্থ অন্ন নহে। সংসারের প্রত্যেক লোকে যদি নিজের কর্তব্য সাধন করিয়া যায়, তাহা হইলে শাস্তির অভাব হইবে না। প্রত্যেক হৃদয়কে দেবতাব পবিত্র সিংহাসন প্রস্তুত কর, দেখিবে স্বর্গীয় সুখে ভুবন ভরিয়া যাইবে। পরাধীন জাতি, বাবু দেখাইয়া কোন লাভ নাই। যাহার জন্য এত অর্পব্যয়, অপব্যয় কর, সাধারণে আর তাহা দেখেই না। তোমার ধারণা হইতে পারে যে, না জানি ২০ টাকা জোড়া জুতা, ৩০ টাকা জোড়া কাপড় পরিয়া কি অসম্ভব কাণ্ডাই করিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু ছি—ছি, লোকের এই সব দেখিয়া চক্ষু পচিয়া গিয়াছে, কলিকাতা সহরের রাস্তায় একটা রাজা যাইলেও কেহ ফিরিয়া তাকায় না। দেখে বড় লোকের সংকীর্ষ—তাহাতেই লোকে মুগ্ধ হয়। সুতরাং কেন বৃথা অপব্যয়?

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

## আবাহন।

এস মা! তোমার আগমনে আজ চিরজীবী বাঙ্গালীর বরে আনন্দোৎসব হোক, আজি অল্পকিষ্ট বৃদ্ধকৃ বাঙ্গালী নয়নের অশ্রু মুছিয়া, হৃদয়সহ জালা বহুলা আশ্বহারা তোমার পূজায় তিনটি দিন তুলিয়া থাকুক। শক্তিশ্বরূপিনী! এস, আজ তোমার হৃৎকথন মূর্তি দেখিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক করি।

আবার বলি তুমি কর্মের মূর্তিমতী জীবন্ত চিত্র, দশহস্তে দশ প্রহরণ ধারণী, তুমি, কি যে উত্তমের, কি যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব, কি যে সাহসের উগ্র অথচ কমলীয় মূর্তি, তাহা বর্ণাভীত। এদেশের কর্মের সাধকমণ্ডলী এখন তোমার স্বরূপ বুদ্ধিয়া ছিল, তখনই তোমার প্রকৃত পূজা হইয়া ছিল মা। সেই জন্ত তখন সাধকেরও মনস্কাম সিদ্ধ হইত, আর জননীর গুণও সন্তানে প্রতিফলিত হইত। হায়! হায়! সে দিন আর নাই! জননী তোমার হতভাগ্য সন্তানগণ আজ উত্তমহীন, অলস, অকর্মণ্য, বিলাসী, পাপাসক্ত, বক্ষে তোমার তামসিক পূজা, এ পূজা তোমার প্রকৃত পূজাই নয় মা—কেবল পূর্বসংস্কার বশে লোকে বহুভাষ্যে উন্নত মাত্র। এ পূজা তোমার নয় জননী—এপূজা আশ্বহৃৎখের বিলাসিতার—অবিদ্যার, তাই সেবাপরোধে বস্ত্রের এত হৃদশা।

জননী! তুমি অকর্মণ্য অলসকে ভালবাস না, অকর্মণ্য অলসের প্রতি তোমার কৃপা কটাক্ষপাত হয় না তাহা বুঝি। মানুষ যদি পরিশ্রমী, উদ্যোগী সাহসী হয়, মানুষ যদি প্রকৃতই কর্মের সাধক হয়, তাহা হইলে সেখানে তোমার অপার করুণা, যাহারা কর্মের সাধনা করে, তুমি তাহাদিগকেই তো সিদ্ধি দান কর। রামচন্দ্রকে দয়া করিয়া ছিলে, যেহেতু তিনি কর্মের প্রকৃত সাধক,

রাবণ নিষ্ঠুরতা এবং পাপাচরণে কলুষিত হইলেও কর্মী বলিয়া তোমার করুণালাভে বঞ্চিত হয় নাই। তোমার নিকট কর্মীরই আদর।

তুমি জগত জননী, সর্ব দেশের সর্ব প্রকার মানবের উপরই তোমার সমদৃষ্টি, তোমার নিকট জাতি ধর্মের বিচার নাই। যে উদ্যোগী, যে কর্মী, যে সাধক, তাহাকেই তুমি সিদ্ধি দান কর—অধম অকর্মণ্য সন্তানে তোমার তো দয়া নাই।

আমেরিকা, ইংলণ্ড, জাপান, প্রায় সমগ্র পাশ্চাত্য জগতবাসী তোমার করুণালাভে সাধনার সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছে, তাই বলি, তুমি কর্মীরই জননী। তোমার ঐ মূর্তিই কর্মের মূর্তি, তোমার দশ বাহু দশকর্মের নিয়োজিত; অধরে হাতছাটা, ব্রহ্মরসে প্রতিভার ও দৃঢ় সংকল্পের জলন্ত আভা বিকাসিত, নরি নরি, কি সুন্দর মূর্তি মা তোমার! হতভাগ্য ভারত সন্তান এমন কখনই আদর্শ দেখিধাও কর্মের সাধনায় বসিতে পারিল না! মাতা! তোমার দক্ষিণ পার্শ্বে লক্ষ্মী, মূর্তিমতী সৌভাগ্য বিরাজিতা—জগতকে দেখাইতেছে, হে জীব! কর্মী হও, কর্মের সাধনায় বসিলেই সৌভাগ্য তোমার পার্শ্বে আবির্ভূত হইবেন। দক্ষিণে সিদ্ধিনাতা গণপতি, যদি কেহ কর্মের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারে—সিদ্ধি লাভ তাহার পক্ষে অবশ্যস্বাবী। তুমি তাহাকে সিদ্ধি দান কর। বাম পার্শ্বেই জ্ঞানের ত্রিধ্ব জ্যোতিষ্ময়ী মূর্তি স্বরস্বতী—উদ্যোগী কর্মীর জন্ত জ্ঞান দানে উদ্যাত। তৎপার্শ্বে শ্রুসেনাপতি কার্তিকেয়—সাহসের জলন্ত আদর্শ! মাগো—তুমি কর্মরূপিনী, তোমার সাধনায় সৌভাগ্য, সিদ্ধি, জ্ঞান, বীর্ঘ্য সমস্তই লাভ করিতে পারা যায়—বাহারা এই কর্মের সাধনা করিয়াছে, তাহারাই সিদ্ধ মনস্কাম হইয়াছে—তাহারাই ষণ্মার্থ সাধক—ষণ্মার্থ পূজক। আমরা তোমার

তামসিক পূজারী মাত্র। বিলাস বিভ্রমে আশ্বহৃৎখে উন্নত, তাই এখন আর বক্ষে তোমার পূজাই হয় না মা। পাঠ করি, জ্ঞান লাভ হয় না, তোতা পাখীর তায় বোল আঙড়াইয়া বেড়াই মাত্র, কিছু বুঝি না জননী। নৈতিক সাহস লুপ্ত প্রায়, সৌভাগ্য অন্তহিত, উদয়নের জন্য লালসিত! সাধনা নাই, তাহার সিদ্ধিলাভ কোথায়?

জননী! ক্রুরতা, শততা, মাৎসর্য্যে হৃদয় পরিপূর্ণ—দেবতার সিংহাসনে শয়তান বিরাজিত, এ কলুষিত হৃদয় মন্দিরে কি তোমার পূজা, তোমার সাধনা সম্ভবে? না—মা—তোমার পূজা করিতে হইলে কর্ম সাধনায় বসিতে হয়, একগত্যা সাধন করিতে হয়, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে হয়, দৃঢ় সংকল্প সাধন করিতে হয়, তবে সিদ্ধিলাভ হয়।

অগ্নি শক্তিশ্বরূপিনী! একবার এই অধম সন্তানগণের প্রতি কৃপাকটাক্ষ পাত করিয়া তোমার শক্তিতে আমাদের শক্তিময় কর, তাহা হইলে আবার আমরা কর্মী হইয়া তোমার আরাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারি, তোমার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারি, তোমার চরণে কেবল এতমাত্র প্রার্থনা, কেননা জগতে কর্মের সাধনাই উৎকৃষ্ট সাধনা। হতভাগ্য বক্ষে কর্মের সাধনা লোপ পাইয়াই এত হৃদশা হইয়াছে। কর্ম স্বরূপিনী! কর্মের সাধনাতেই তোমার প্রকৃত সাধনা হয়। বঙ্গ সন্তান! যদি প্রকৃতই সিদ্ধিলাভে বাসনা থাকে, তবে কর্মের সাধনায় বসিয়া যাও, আলস্য, বিলাস পরিত্যাগ করিয়া—হৃদয়মন্দির হইতে শয়তানের মূর্তি বিতাড়িত করিয়া দেবতার স্থান কর, দেখিবে—তোমাদের কর্মরূপিনী জননী তখন কোলে তুলিয়া লইয়া অষ্টসিদ্ধি প্রদান করিবেন। এই সাধনায় জাতি, ধর্ম, দেশ বিদেশ নাই, যে কেহ কর্মের সাধক, যে কেহ উদ্যোগী, যে কেহ পরিশ্রমী, যে কেহ নীতিবান সরল,—সেই কর্মরূপিনী মায়ের করুণা লাভে সক্ষম হয়।

আর ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৥০ টাকা লইব না।

তোমার যে অপার করণ। তাই আবার  
কবির কথায় বলি :—

“তোমার বাতাস শীতল করে  
মোর তপ্ত দেহ খানি ;  
তোমার আকাশ ভুলায় মোরে  
ওগো, কেন তা না জানি।  
তোমার আগুন পাক ক’রে দেয়  
খাওয়ার দ্রব্য যত,  
তোমার আশীশ জ্বরে কেড়ে নেয়  
পাপ তাপ মনোগত।  
আমি তোমার, সবই তোমার,  
বলি যেন মন খুলে,  
তার মাঝে আর ‘আমি’ ‘আমার’  
ভাবি না যেন কুলে।  
দেখু তুমি সকল সময়,  
স্তির আঁখি তব মেলে,  
বৈধে রাখগো এ দীনের হৃদয়  
তোমাৰ চরণ তলে।”

এস মা—তোমার চরণে আয়তনমর্পণ  
করিয়া আজ আমরা ধন্ত হই।

## সর্বপ তৈলে সাংঘাতিক ভেজাল।

কলের তৈল খাইয়া বহুলোক উদরাময়,  
উদর বেদনা, বমি প্রভৃতি সাংঘাতিক অসুস্থায়  
উপনীত হইতেছে, কোন কোন স্থলে মৃত্যুও  
ঘটিতেছে। খাঁটী সর্বপতৈল ১৯/১০ প্রতিসের  
বিক্রয় হইয়া থাকে, কলের তৈলের মূল্য হুই  
এক আনা কম। এই সামান্য মূল্যের তার-  
তম্যের জন্ত কতকগুলি ব্যয়কুষ্ঠ অর্ধাচীন এই  
কলের তৈল খাইয়া মরণাপন্ন হইতেছে।

কর্পোরেশনের স্বাস্থ্যবিভাগের নিকটে এই  
সংবাদ পঁছিয়াছে যে, সরিষার তৈলের সহিত  
পাকরা তৈল মিশাইয়া তাহা সরিষা  
তৈল নামে বিক্রয় করা হইতেছে। সরিষার

তৈলের সহিত পাকরা তৈল মিশাইলে উহা  
অবাস্যকর ও মনুষ্যের পক্ষে অপাণ্ড হয়।  
তাঁহারা সকলকে সতর্ক করিতেছেন যে,  
কেহ যেন ঐরূপ ভেজাল সরিষার তৈল  
ব্যবহার না করে। যে সকল ব্যবসায়ী ঐরূপ  
ভেজাল সরিষার তৈলের ব্যবসায়ী, কর্পোরেশন  
তাহাদিগকে দাড়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।  
জনসাধারণ ও তৈলের কলের মালিকেরা  
এই দণ্ডদান কার্যে কর্পোরেশনকে সাহায্য  
করেন, কর্পোরেশন সে জন্ত অনুরোধ  
করিয়াছেন। ডাক্তার এস, মুখার্জি পরীক্ষা  
করিয়া দেখিয়াছেন, ইহাতে সাংঘাতিক  
হাইড্রোসেনিক এসিড আছে। তিনি  
বিড়াল ও গিনি পিগকে খাইতে দিয়াছিলেন,  
উভয়েই মারা গিয়াছে। উড়িষ্যার জঙ্গল  
হইতে কুসুম বা পাকড়া বীজ কলিকাতায়  
আনিয়া তৈল প্রস্তুত করা হইতেছে এবং  
সরিষার তৈলের সহিত মিশাইয়া বিক্রয়  
করা হইতেছে। কলিকাতায় নাকি ১৫ লক্ষ  
টাকার পাকড়া বীজ আমদানি করা হইয়াছে।  
যে ঐ তৈল খাইতেছে, তাহার দান্ত, বমি  
হইতেছে। সাবধান, যদি কেহ ভেজাল তৈল  
বিক্রয় করে, তবে তাঁহাকে দরাস্তি দিও।  
মকস্বেলে যদি ঐ তৈল চালান হয়, তবে বংশে  
ভীষণ ব্যাধির উপস্থিত হইবে। গবর্নমেন্ট  
অবিলম্বে পাকড়া গ্রেপ্তার করুন।

কলিকাতা কর্পোরেশন অবিলম্বে গুরু  
দণ্ড দ্বারা কিছুদিন জারানিষ্ট হইয়া কার্য  
করিলে কতক পরিমাণে ভেজাল তৈলের  
প্রসার থর্ব করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু  
অসহায় পল্লীরজন্ত জেলা বোর্ডের স্বাস্থ্য  
বিভাগ যে কি করিবেন, তাহাই দেখিবার  
জন্ত আমরা সমুৎসুক রহিলাম। সহযোগী  
“মেদিনীপুর হিতৈষী” কি বলিতেছেন  
দেখুন :—

“এ বৎসর মেদিনীপুর অঞ্চলের বন হইতে

প্রতিদিন হাজার হাজার মণ কুসুম বীজ  
মাড়োয়ারী মহাজনগণ চালান দিতেছে। কচড়া  
বীজও বহু হাজার মণ চালান গিয়াছে।  
তাঁহারা ফলে তৈল নূতন রকমে বিযাক্ত হইয়া  
উঠিয়াছে। কুসুম, বনকরজাব জায়, এক  
প্রকার তৈলময় পদার্থ। ইহা কুসুমলতার  
বীজ নহে। ইহা শাল, সেগুন, ভেলা প্রভৃতির  
জায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের বীজ। ইহার  
তৈল বন অঞ্চলে প্রদীপে জালার জন্তই  
ব্যবহৃত হয়। ইহা মাখিলে গা জ্বালা করে।  
তরকারিতে ব্যবহার করিলে ভোজনাস্তে  
ভেদ-বমি হয়। তৈল দেখিতে সরিষা তৈলের  
জায় বর্ণ বিশিষ্ট। এই জন্ত দোকানদারগণ  
উক্ত তৈলের সহিত ভেজাল দিতেছে। ইহা  
যে এক বিষম বিপত্তি, তাহাতে আর সন্দেহ  
নাই। কুসুম বীজের মণ কোন বৎসর দশ  
আনা দার আনার বেশী হয় নাই, এবং বৎসর  
মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের কল্যাণে ২০ টাকারও  
অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। ব্যবসা-  
নেশামন্ত মাড়োয়ারীর আবার এক প্রকারে  
ব্যাপার সর্বনাশে মনোযোগী হইল। উপায়  
কি? বন অঞ্চলের লোক উক্ত তৈলের গুণ  
জানে, সেজন্য তাহারা রজনকার্যে তাহা  
ব্যবহার করে না। কিন্তু মাড়োয়ারীদের কল্যাণে  
এইবার উহা সমুদয় বংশ ছড়াইয়া পড়িলে  
তৈলের রং দেখিয়া অনভিজ্ঞ ব্যবসায়ীরা  
তাঁহা সরিষা তৈলের সহিত মিশাইয়া একটা  
বিদ্রুতি বাধাইবে।” আমরা বলি, অবিলম্বে  
সংস্থানের মিউনিসিপালিটী, জেলার বোর্ড  
এবং জেলার কর্তৃপক্ষগণ কঠোরনীতির দ্বারা  
এই ঘোর অনিষ্টকর ভেজাল শঙ্কট হইতে  
দেশের লোককে রক্ষা করণ। দেশের  
লোকের কষ্টব্য, তৈলব্যবহারে কোনরূপ  
অসুস্থতা বোধ করিলে অবিলম্বে স্থানীয়  
পুলিস, থানা বা পঞ্চয়েৎকে বা ম্যাজিষ্ট্রেটকে  
সংবাদ দিয়া তৈল এবং বিক্রয়তাকে সঙ্গে সঙ্গে

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

প্রেরণা করিয়া দেওয়া। ইহাতে চক্ষু মজ্জা বা খাতির করিতে বাটলেই সন্নিধান হইবে। দ্রব্য ভেজালের জ্ঞাত অর্থদণ্ড এবং কঠোর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইলে তবে প্রত্যেক পশু-সমূহ দোকানদার ও ভেজাল ব্যবসায়ীদের চৈতন্য হইবে। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক পল্লীতে ভদ্রলোকগণ সাধারণকে ভেজাল তৈলের বিষয় বুঝাইয়া দিয়া বাহাতে অপরাধী রত হইয়া দণ্ড পায়, তজ্জন্য পরিশ্রম করিয়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষের গোচরে আনয়ন করুন, দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। ইহা উপেক্ষা বিষয় নহে।

## FAN MAKING IN JAPAN.

### জাপানী পাখার কাজ।

জাপানে পাখা প্রস্তুতের কাজ একটা উল্লেখযোগ্য শিল্প মধ্যে গণ্য। Mr. Consul Annesley's "Commercial Report on Hiago and Osaka", বাহা কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে দেখা যায় যে, ৩০০০০,০০০, কাগজের পাখা এই সকল বন্দর হইতে পৃথিবীর সভানগর সমূহে রপ্তানী হইয়াছিল, তাহার মূল্য ৯০০০০ ডলার অর্থাৎ আমাদের ৩৮১২৫০ টাকা। এখানে জাপানের বাণিজ্যের এবং শিল্পের অবস্থার অসম্ভব উন্নতি হইয়াছে, সুতরাং অনুমান করা বাইতে পারে যে, এই পাখার কাজ জাপানে এখন নিশ্চয়ই আরও অধিক হইয়াছে।

ওসাকাই "Ogi" বা মুড়িয়া ফেলা যায় একরূপ পাখা নিৰ্মাণের প্রধান স্থান এবং এই স্থান হইতেই Folding Fan or (Ogi) প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীর নানাস্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। ওসাকায় বাসের রিড্ বা ছিল।

কাইয়াটো নগরে যায় এবং সেখানে পাখার উপর কাগজ বা কাপড় প্রভৃতি বসাইয়া কারুকার্য হইয়া রপ্তানীর উপযোগী করা হইয়া থাকে।

কেমন করিয়া এই পাখা প্রস্তুত হয়, এবং তাহার শ্রম বিভাগ কিরূপে করিয়া দেওয়া হয়, পাঠকগণ পাঠ করিলে অনেক শিখিতে ও জানন্দিত হইতে পারেন। সেই জ্ঞান নিয়ে তাহার কিঞ্চিৎ আভাব প্রদত্ত হইল।

"Hiago News" (হীয়াগো নিউজ) নামক সংবাদ পত্রে এ সম্বন্ধে যে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সংক্ষেপে মাত্র প্রদত্ত হইতেছে।

পাখার বাসের যে Ridi অর্থাৎ ছিল। বাহা পাখার ব্যবহৃত হয়, তাহা লোকে আপন আপন গৃহে প্রস্তুত করিয়া থাকে, এবং তাহাতে যে সকল খাঁজ এবং ছিদ্রাদি প্রভৃতি আবশ্যক, তাহা করিতে একজন বাসের কামো পাকা লোকের হাতে দেওয়া হইয়া থাকে। সাধারণ স্ত্রী পুরুষ (Private people) আপন আপন গৃহে বাসের ছিল। প্রস্তুত করিয়া উপরোক্ত Finishing workman এর নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলে। তাহার পর এই সকল অভিজ্ঞ মিস্ত্রিগণ এই সকল সরু সরু অথচ পাতলা বাসের ছিল। গুলিকে একত্রে আঁটিয়া তাহার Handle বা হাতল প্রভৃতি দিয়া বাহা তাহাদের মজুরী, তাহা লইয়া বাহারা Designer অর্থাৎ চিত্র বিচিত্রের কাগা করে, তাহাদের হাতে ফেলিয়া দেয়। তাহারা আবার চিত্র বিচিত্র করিয়া বিক্রয়োপযোগী করিয়া তুলে। পাখার রিড্ গুলিকে যখন সাধারণ লোকে প্রস্তুত করে, কারিগরগণ সেই বংশ বাখারি গুলিকে লইয়া যায়, এবং একটা চাপ দিবার কলের মধ্যে পুরিয়া খুব চাপ দিয়া বাখিয়া দেয়। এইরূপ অবস্থায় কয়েক দিবস থাকিলে রিড্ অর্থাৎ ছিল। গুলি বেশ সোজা হইয়া

থাকে। তাহার পর সেই গুলিকে সম পরিমাণে কাটিয়া সেগুলিতে ছিদ্র করা হয় এবং প্রথমে তার দ্বারা গাঁথিয়া লওয়া হয়। সমস্ত ছিল। গুলি গাঁথা হইলে পুনরায় পাখা খানিকে খুলিয়া মুজিয়া দেখা হয় যে, ছিল। গুলি ঠিক যথার্থ পর পর পড়িতেছে কিনা। তার দ্বারা গাঁথার পর ইহা অবস্থায় পাখার নতই হইয়া দাঁড়ায়। সেই অবস্থায় পাখা প্রসারিত করিয়া পুনরায় চাপ দিয়া রাখা হয়।

তাহার পর জাপানী কাগজ দ্বারা রিড্ বা ছিল। গুলিকে নিখুঁত ভাবে আঁটা দিয়া ভূঁপারে আচ্ছাদিত করা হয় এবং শেষে নক্সার কাজ শেষ করিয়া উপরে ১ কোট বার্নিস মাখাইয়া দিলেই কাজ শেষ হইয়া যায়।

জাপানী পাখার সর্বোচ্চ মূল্য ৬ ইয়েন এদেশে জাপানী পাখা ১০, ১৫, ২০, ২৫, ৩০, ৩৫, ৪০, ৪৫, ৫০, ৫৫, ৬০, ৬৫, ৭০, ৭৫, ৮০, ৮৫, ৯০, ৯৫, ১০০, ১০৫, ১১০, ১১৫, ১২০, ১২৫, ১৩০, ১৩৫, ১৪০, ১৪৫, ১৫০, ১৫৫, ১৬০, ১৬৫, ১৭০, ১৭৫, ১৮০, ১৮৫, ১৯০, ১৯৫, ২০০, ২০৫, ২১০, ২১৫, ২২০, ২২৫, ২৩০, ২৩৫, ২৪০, ২৪৫, ২৫০, ২৫৫, ২৬০, ২৬৫, ২৭০, ২৭৫, ২৮০, ২৮৫, ২৯০, ২৯৫, ৩০০, ৩০৫, ৩১০, ৩১৫, ৩২০, ৩২৫, ৩৩০, ৩৩৫, ৩৪০, ৩৪৫, ৩৫০, ৩৫৫, ৩৬০, ৩৬৫, ৩৭০, ৩৭৫, ৩৮০, ৩৮৫, ৩৯০, ৩৯৫, ৪০০, ৪০৫, ৪১০, ৪১৫, ৪২০, ৪২৫, ৪৩০, ৪৩৫, ৪৪০, ৪৪৫, ৪৫০, ৪৫৫, ৪৬০, ৪৬৫, ৪৭০, ৪৭৫, ৪৮০, ৪৮৫, ৪৯০, ৪৯৫, ৫০০, ৫০৫, ৫১০, ৫১৫, ৫২০, ৫২৫, ৫৩০, ৫৩৫, ৫৪০, ৫৪৫, ৫৫০, ৫৫৫, ৫৬০, ৫৬৫, ৫৭০, ৫৭৫, ৫৮০, ৫৮৫, ৫৯০, ৫৯৫, ৬০০, ৬০৫, ৬১০, ৬১৫, ৬২০, ৬২৫, ৬৩০, ৬৩৫, ৬৪০, ৬৪৫, ৬৫০, ৬৫৫, ৬৬০, ৬৬৫, ৬৭০, ৬৭৫, ৬৮০, ৬৮৫, ৬৯০, ৬৯৫, ৭০০, ৭০৫, ৭১০, ৭১৫, ৭২০, ৭২৫, ৭৩০, ৭৩৫, ৭৪০, ৭৪৫, ৭৫০, ৭৫৫, ৭৬০, ৭৬৫, ৭৭০, ৭৭৫, ৭৮০, ৭৮৫, ৭৯০, ৭৯৫, ৮০০, ৮০৫, ৮১০, ৮১৫, ৮২০, ৮২৫, ৮৩০, ৮৩৫, ৮৪০, ৮৪৫, ৮৫০, ৮৫৫, ৮৬০, ৮৬৫, ৮৭০, ৮৭৫, ৮৮০, ৮৮৫, ৮৯০, ৮৯৫, ৯০০, ৯০৫, ৯১০, ৯১৫, ৯২০, ৯২৫, ৯৩০, ৯৩৫, ৯৪০, ৯৪৫, ৯৫০, ৯৫৫, ৯৬০, ৯৬৫, ৯৭০, ৯৭৫, ৯৮০, ৯৮৫, ৯৯০, ৯৯৫, ১০০০, ১০০৫, ১০১০, ১০১৫, ১০২০, ১০২৫, ১০৩০, ১০৩৫, ১০৪০, ১০৪৫, ১০৫০, ১০৫৫, ১০৬০, ১০৬৫, ১০৭০, ১০৭৫, ১০৮০, ১০৮৫, ১০৯০, ১০৯৫, ১১০০, ১১০৫, ১১১০, ১১১৫, ১১২০, ১১২৫, ১১৩০, ১১৩৫, ১১৪০, ১১৪৫, ১১৫০, ১১৫৫, ১১৬০, ১১৬৫, ১১৭০, ১১৭৫, ১১৮০, ১১৮৫, ১১৯০, ১১৯৫, ১২০০, ১২০৫, ১২১০, ১২১৫, ১২২০, ১২২৫, ১২৩০, ১২৩৫, ১২৪০, ১২৪৫, ১২৫০, ১২৫৫, ১২৬০, ১২৬৫, ১২৭০, ১২৭৫, ১২৮০, ১২৮৫, ১২৯০, ১২৯৫, ১৩০০, ১৩০৫, ১৩১০, ১৩১৫, ১৩২০, ১৩২৫, ১৩৩০, ১৩৩৫, ১৩৪০, ১৩৪৫, ১৩৫০, ১৩৫৫, ১৩৬০, ১৩৬৫, ১৩৭০, ১৩৭৫, ১৩৮০, ১৩৮৫, ১৩৯০, ১৩৯৫, ১৪০০, ১৪০৫, ১৪১০, ১৪১৫, ১৪২০, ১৪২৫, ১৪৩০, ১৪৩৫, ১৪৪০, ১৪৪৫, ১৪৫০, ১৪৫৫, ১৪৬০, ১৪৬৫, ১৪৭০, ১৪৭৫, ১৪৮০, ১৪৮৫, ১৪৯০, ১৪৯৫, ১৫০০, ১৫০৫, ১৫১০, ১৫১৫, ১৫২০, ১৫২৫, ১৫৩০, ১৫৩৫, ১৫৪০, ১৫৪৫, ১৫৫০, ১৫৫৫, ১৫৬০, ১৫৬৫, ১৫৭০, ১৫৭৫, ১৫৮০, ১৫৮৫, ১৫৯০, ১৫৯৫, ১৬০০, ১৬০৫, ১৬১০, ১৬১৫, ১৬২০, ১৬২৫, ১৬৩০, ১৬৩৫, ১৬৪০, ১৬৪৫, ১৬৫০, ১৬৫৫, ১৬৬০, ১৬৬৫, ১৬৭০, ১৬৭৫, ১৬৮০, ১৬৮৫, ১৬৯০, ১৬৯৫, ১৭০০, ১৭০৫, ১৭১০, ১৭১৫, ১৭২০, ১৭২৫, ১৭৩০, ১৭৩৫, ১৭৪০, ১৭৪৫, ১৭৫০, ১৭৫৫, ১৭৬০, ১৭৬৫, ১৭৭০, ১৭৭৫, ১৭৮০, ১৭৮৫, ১৭৯০, ১৭৯৫, ১৮০০, ১৮০৫, ১৮১০, ১৮১৫, ১৮২০, ১৮২৫, ১৮৩০, ১৮৩৫, ১৮৪০, ১৮৪৫, ১৮৫০, ১৮৫৫, ১৮৬০, ১৮৬৫, ১৮৭০, ১৮৭৫, ১৮৮০, ১৮৮৫, ১৮৯০, ১৮৯৫, ১৯০০, ১৯০৫, ১৯১০, ১৯১৫, ১৯২০, ১৯২৫, ১৯৩০, ১৯৩৫, ১৯৪০, ১৯৪৫, ১৯৫০, ১৯৫৫, ১৯৬০, ১৯৬৫, ১৯৭০, ১৯৭৫, ১৯৮০, ১৯৮৫, ১৯৯০, ১৯৯৫, ২০০০, ২০০৫, ২০১০, ২০১৫, ২০২০, ২০২৫, ২০৩০, ২০৩৫, ২০৪০, ২০৪৫, ২০৫০, ২০৫৫, ২০৬০, ২০৬৫, ২০৭০, ২০৭৫, ২০৮০, ২০৮৫, ২০৯০, ২০৯৫, ২১০০, ২১০৫, ২১১০, ২১১৫, ২১২০, ২১২৫, ২১৩০, ২১৩৫, ২১৪০, ২১৪৫, ২১৫০, ২১৫৫, ২১৬০, ২১৬৫, ২১৭০, ২১৭৫, ২১৮০, ২১৮৫, ২১৯০, ২১৯৫, ২২০০, ২২০৫, ২২১০, ২২১৫, ২২২০, ২২২৫, ২২৩০, ২২৩৫, ২২৪০, ২২৪৫, ২২৫০, ২২৫৫, ২২৬০, ২২৬৫, ২২৭০, ২২৭৫, ২২৮০, ২২৮৫, ২২৯০, ২২৯৫, ২৩০০, ২৩০৫, ২৩১০, ২৩১৫, ২৩২০, ২৩২৫, ২৩৩০, ২৩৩৫, ২৩৪০, ২৩৪৫, ২৩৫০, ২৩৫৫, ২৩৬০, ২৩৬৫, ২৩৭০, ২৩৭৫, ২৩৮০, ২৩৮৫, ২৩৯০, ২৩৯৫, ২৪০০, ২৪০৫, ২৪১০, ২৪১৫, ২৪২০, ২৪২৫, ২৪৩০, ২৪৩৫, ২৪৪০, ২৪৪৫, ২৪৫০, ২৪৫৫, ২৪৬০, ২৪৬৫, ২৪৭০, ২৪৭৫, ২৪৮০, ২৪৮৫, ২৪৯০, ২৪৯৫, ২৫০০, ২৫০৫, ২৫১০, ২৫১৫, ২৫২০, ২৫২৫, ২৫৩০, ২৫৩৫, ২৫৪০, ২৫৪৫, ২৫৫০, ২৫৫৫, ২৫৬০, ২৫৬৫, ২৫৭০, ২৫৭৫, ২৫৮০, ২৫৮৫, ২৫৯০, ২৫৯৫, ২৬০০, ২৬০৫, ২৬১০, ২৬১৫, ২৬২০, ২৬২৫, ২৬৩০, ২৬৩৫, ২৬৪০, ২৬৪৫, ২৬৫০, ২৬৫৫, ২৬৬০, ২৬৬৫, ২৬৭০, ২৬৭৫, ২৬৮০, ২৬৮৫, ২৬৯০, ২৬৯৫, ২৭০০, ২৭০৫, ২৭১০, ২৭১৫, ২৭২০, ২৭২৫, ২৭৩০, ২৭৩৫, ২৭৪০, ২৭৪৫, ২৭৫০, ২৭৫৫, ২৭৬০, ২৭৬৫, ২৭৭০, ২৭৭৫, ২৭৮০, ২৭৮৫, ২৭৯০, ২৭৯৫, ২৮০০, ২৮০৫, ২৮১০, ২৮১৫, ২৮২০, ২৮২৫, ২৮৩০, ২৮৩৫, ২৮৪০, ২৮৪৫, ২৮৫০, ২৮৫৫, ২৮৬০, ২৮৬৫, ২৮৭০, ২৮৭৫, ২৮৮০, ২৮৮৫, ২৮৯০, ২৮৯৫, ২৯০০, ২৯০৫, ২৯১০, ২৯১৫, ২৯২০, ২৯২৫, ২৯৩০, ২৯৩৫, ২৯৪০, ২৯৪৫, ২৯৫০, ২৯৫৫, ২৯৬০, ২৯৬৫, ২৯৭০, ২৯৭৫, ২৯৮০, ২৯৮৫, ২৯৯০, ২৯৯৫, ৩০০০, ৩০০৫, ৩০১০, ৩০১৫, ৩০২০, ৩০২৫, ৩০৩০, ৩০৩৫, ৩০৪০, ৩০৪৫, ৩০৫০, ৩০৫৫, ৩০৬০, ৩০৬৫, ৩০৭০, ৩০৭৫, ৩০৮০, ৩০৮৫, ৩০৯০, ৩০৯৫, ৩১০০, ৩১০৫, ৩১১০, ৩১১৫, ৩১২০, ৩১২৫, ৩১৩০, ৩১৩৫, ৩১৪০, ৩১৪৫, ৩১৫০, ৩১৫৫, ৩১৬০, ৩১৬৫, ৩১৭০, ৩১৭৫, ৩১৮০, ৩১৮৫, ৩১৯০, ৩১৯৫, ৩২০০, ৩২০৫, ৩২১০, ৩২১৫, ৩২২০, ৩২২৫, ৩২৩০, ৩২৩৫, ৩২৪০, ৩২৪৫, ৩২৫০, ৩২৫৫, ৩২৬০, ৩২৬৫, ৩২৭০, ৩২৭৫, ৩২৮০, ৩২৮৫, ৩২৯০, ৩২৯৫, ৩৩০০, ৩৩০৫, ৩৩১০, ৩৩১৫, ৩৩২০, ৩৩২৫, ৩৩৩০, ৩৩৩৫, ৩৩৪০, ৩৩৪৫, ৩৩৫০, ৩৩৫৫, ৩৩৬০, ৩৩৬৫, ৩৩৭০, ৩৩৭৫, ৩৩৮০, ৩৩৮৫, ৩৩৯০, ৩৩৯৫, ৩৪০০, ৩৪০৫, ৩৪১০, ৩৪১৫, ৩৪২০, ৩৪২৫, ৩৪৩০, ৩৪৩৫, ৩৪৪০, ৩৪৪৫, ৩৪৫০, ৩৪৫৫, ৩৪৬০, ৩৪৬৫, ৩৪৭০, ৩৪৭৫, ৩৪৮০, ৩৪৮৫, ৩৪৯০, ৩৪৯৫, ৩৫০০, ৩৫০৫, ৩৫১০, ৩৫১৫, ৩৫২০, ৩৫২৫, ৩৫৩০, ৩৫৩৫, ৩৫৪০, ৩৫৪৫, ৩৫৫০, ৩৫৫৫, ৩৫৬০, ৩৫৬৫, ৩৫৭০, ৩৫৭৫, ৩৫৮০, ৩৫৮৫, ৩৫৯০, ৩৫৯৫, ৩৬০০, ৩৬০৫, ৩৬১০, ৩৬১৫, ৩৬২০, ৩৬২৫, ৩৬৩০, ৩৬৩৫, ৩৬৪০, ৩৬৪৫, ৩৬৫০, ৩৬৫৫, ৩৬৬০, ৩৬৬৫, ৩৬৭০, ৩৬৭৫, ৩৬৮০, ৩৬৮৫, ৩৬৯০, ৩৬৯৫, ৩৭০০, ৩৭০৫, ৩৭১০, ৩৭১৫, ৩৭২০, ৩৭২৫, ৩৭৩০, ৩৭৩৫, ৩৭৪০, ৩৭৪৫, ৩৭৫০, ৩৭৫৫, ৩৭৬০, ৩৭৬৫, ৩৭৭০, ৩৭৭৫, ৩৭৮০, ৩৭৮৫, ৩৭৯০, ৩৭৯৫, ৩৮০০, ৩৮০৫, ৩৮১০, ৩৮১৫, ৩৮২০, ৩৮২৫, ৩৮৩০, ৩৮৩৫, ৩৮৪০, ৩৮৪৫, ৩৮৫০, ৩৮৫৫, ৩৮৬০, ৩৮৬৫, ৩৮৭০, ৩৮৭৫, ৩৮৮০, ৩৮৮৫, ৩৮৯০, ৩৮৯৫, ৩৯০০, ৩৯০৫, ৩৯১০, ৩৯১৫, ৩৯২০, ৩৯২৫, ৩৯৩০, ৩৯৩৫, ৩৯৪০, ৩৯৪৫, ৩৯৫০, ৩৯৫৫, ৩৯৬০, ৩৯৬৫, ৩৯৭০, ৩৯৭৫, ৩৯৮০, ৩৯৮৫, ৩৯৯০, ৩৯৯৫, ৪০০০, ৪০০৫, ৪০১০, ৪০১৫, ৪০২০, ৪০২৫, ৪০৩০, ৪০৩৫, ৪০৪০, ৪০৪৫, ৪০৫০, ৪০৫৫, ৪০৬০, ৪০৬৫, ৪০৭০, ৪০৭৫, ৪০৮০, ৪০৮৫, ৪০৯০, ৪০৯৫, ৪১০০, ৪১০৫, ৪১১০, ৪১১৫, ৪১২০, ৪১২৫, ৪১৩০, ৪১৩৫, ৪১৪০, ৪১৪৫, ৪১৫০, ৪১৫৫, ৪১৬০, ৪১৬৫, ৪১৭০, ৪১৭৫, ৪১৮০, ৪১৮৫, ৪১৯০, ৪১৯৫, ৪২০০, ৪২০৫, ৪২১০, ৪২১৫, ৪২২০, ৪২২৫, ৪২৩০, ৪২৩৫, ৪২৪০, ৪২৪৫, ৪২৫০, ৪২৫৫, ৪২৬০, ৪২৬৫, ৪২৭০, ৪২৭৫, ৪২৮০, ৪২৮৫, ৪২৯০, ৪২৯৫, ৪৩০০, ৪৩০৫, ৪৩১০, ৪৩১৫, ৪৩২০, ৪৩২৫, ৪৩৩০, ৪৩৩৫, ৪৩৪০, ৪৩৪৫, ৪৩৫০, ৪৩৫৫, ৪৩৬০, ৪৩৬৫, ৪৩৭০, ৪৩৭৫, ৪৩৮০, ৪৩৮৫, ৪৩৯০, ৪৩৯৫, ৪৪০০, ৪৪০৫, ৪৪১০, ৪৪১৫, ৪৪২০, ৪৪২৫, ৪৪৩০, ৪৪৩৫, ৪৪৪০, ৪৪৪৫, ৪৪৫০, ৪৪৫৫, ৪৪৬০, ৪৪৬৫, ৪৪৭০, ৪৪৭৫, ৪৪৮০, ৪৪৮৫, ৪৪৯০, ৪৪৯৫, ৪৫০০, ৪৫০৫, ৪৫১০, ৪৫১৫, ৪৫২০, ৪৫২৫, ৪৫৩০, ৪৫৩৫, ৪৫৪০, ৪৫৪৫, ৪৫৫০, ৪৫৫৫, ৪৫৬০, ৪৫৬৫, ৪৫৭০, ৪৫৭৫, ৪৫৮০, ৪৫৮৫, ৪৫৯০, ৪৫৯৫, ৪৬০০, ৪৬০৫, ৪৬১০, ৪৬১৫, ৪৬২০, ৪৬২৫, ৪৬৩০, ৪৬৩৫, ৪৬৪০, ৪৬৪৫, ৪৬৫০, ৪৬৫৫, ৪৬৬০, ৪৬৬৫, ৪৬৭০, ৪৬৭৫, ৪৬৮০, ৪৬৮৫, ৪৬৯০, ৪৬৯৫, ৪৭০০, ৪৭০৫, ৪৭১০, ৪৭১৫, ৪৭২০, ৪৭২৫, ৪৭৩০, ৪৭৩৫, ৪৭৪০, ৪৭৪৫, ৪৭৫০, ৪৭৫৫, ৪৭৬০, ৪৭৬৫, ৪৭৭০, ৪৭৭৫, ৪৭৮০, ৪৭৮৫, ৪৭৯০, ৪৭৯৫, ৪৮০০, ৪৮০৫, ৪৮১০, ৪৮১৫, ৪৮২০, ৪৮২৫, ৪৮৩০, ৪৮৩৫, ৪৮৪০, ৪৮৪৫, ৪৮৫০, ৪৮৫৫, ৪৮৬০, ৪৮৬৫, ৪৮৭০, ৪৮৭৫, ৪৮৮০, ৪৮৮৫, ৪৮৯০, ৪৮৯৫, ৪৯০০, ৪৯০৫, ৪৯১০, ৪৯১৫, ৪৯২০, ৪৯২৫, ৪৯৩০, ৪৯৩৫, ৪৯৪০, ৪৯৪৫, ৪৯৫০, ৪৯৫৫, ৪৯৬০, ৪৯৬৫, ৪৯৭০, ৪৯৭৫, ৪৯৮০, ৪৯৮৫, ৪৯৯০, ৪৯৯৫, ৫০০০, ৫০০৫, ৫০১০, ৫০১৫, ৫০২০, ৫০২৫, ৫০৩০, ৫০৩৫, ৫০৪০, ৫০৪৫, ৫০৫০, ৫০৫৫, ৫০৬০, ৫০৬৫, ৫০৭০, ৫০৭৫, ৫০৮০, ৫০৮৫, ৫০৯০, ৫০৯৫, ৫১০০, ৫১০৫, ৫১১০, ৫১১৫, ৫১২০, ৫১২৫, ৫১৩০, ৫১৩৫, ৫১৪০, ৫১৪৫, ৫১৫০, ৫১৫৫, ৫১৬০, ৫১৬৫, ৫১৭০, ৫১৭৫, ৫১৮০, ৫১৮৫, ৫১৯০, ৫১৯৫, ৫২০০, ৫২০৫, ৫২১০, ৫২১৫, ৫২২০, ৫২২৫, ৫২৩০, ৫২৩৫, ৫২৪০, ৫২৪৫, ৫২৫০, ৫২৫৫, ৫২৬০, ৫২৬৫, ৫২৭০, ৫২৭৫, ৫২৮০, ৫২৮৫, ৫২৯০, ৫২৯৫, ৫৩০০, ৫৩০৫, ৫৩১০, ৫৩১৫, ৫৩২০, ৫৩২৫, ৫৩৩০, ৫৩৩৫, ৫৩৪০, ৫৩৪৫, ৫৩৫০, ৫৩৫৫, ৫৩৬০, ৫৩৬৫, ৫৩৭০, ৫৩৭৫, ৫৩৮০, ৫৩৮৫, ৫৩৯০, ৫৩৯৫, ৫৪০০, ৫৪০৫, ৫৪১০, ৫৪১৫, ৫৪২০, ৫৪২৫, ৫৪৩০, ৫৪৩৫, ৫৪৪০, ৫৪

জাপানী পাখার এত মূল্য হইবার কারণ, জাপানী গৃহস্থ লোকে সংসারের কাজ কর্তৃ সারার পর অলস বসিয়া থাকে না। বিশ্রাম সময়ে বাড়ীর ছেলে যেয়ে লইয়া এইরূপ বহু শিল্পকার্য্য করিয়া থাকে, এবং তাহা দ্বারা অর্থ স্বাচ্ছন্দ্য করিয়া লয়। ভারতের বিশেষ বাঙ্গালার মত অলস দেশ জগতে অতি কম। জাপানে বিশ্রাম সময়ে অসংখ্য নর নারী প্রচুর পাখা প্রস্তুত করে বলিয়া মজুরী অতি সামান্য পড়িয়া থাকে এবং তাহাদের প্রচুর কাটতি হয় বলিয়া লাভও হইয়া থাকে। আমাদের দেশের অতি জঘন্য তালের পাখাও ১০, /০ মূল্যে পাওয়া যায় না। কতকগুলি এদেশের ইতর লোক আছে, যাহাদিগকে দেখিয়া ঘৃণায় আমরা নাসিকা কুণ্ঠন করি, তাহারা চাম না করিলে, কতক কতক এইরূপ জিনিষ প্রস্তুত না করিলে স্থপ পুণ্ড্রতায় মুখই দেখিতে পাইতাম না। আমাদের দেশের কোন অর্থবান লোকে এই শ্রেণীর কারিগর—যাহা স্থানে স্থানে এখনও আছে, তাহাদিগকে সামান্য অর্থ সাহায্য করিয়া এই সকল শিল্পরক্ষা করিতে যত্নশীল হইতে দেখিলাম না। দেশের ডোম্বাও নিজের জাতীয় ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া লোকের বাড়ীতে জন মজুরের কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছে। ক্রমে এই সকল শিল্পও লোপ পাইবে। এদেশে তাল গাছও যথেষ্ট, তালের পাখা জাপানী আদেশে করিয়া নানা স্থানে রপ্তানী করাও অসম্ভব নহে। বাঙ্গালায় চিত্র বিচিত্র করা বড় বড় পাখা তখন রাজা রাজভাগণও ব্যবহার করিতেন। ক্রমেই সমস্ত লোপ পাইতেছে। জাপানীরা এখন বহু লক্ষ টাকার পাখাই বৎসরে বিক্রয় হইয়া থাকে। উন্নতিশীল জাতি, না হইবে কেন?

## SUGAR MANUFACTURING IN SMALL SCALE.

### ছোট রকম চিনির কারখানা।

#### (পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গতবারে আমরা দেখাইয়াছি যে, আমাদের দেশীয় উপায়ে চিনি প্রস্তুত অপেক্ষা কলে প্রস্তুতের সুবিধা অনেক। আজ আমরা নিয়ে একটা ২৬ ইঞ্চি পরিধি বিশিষ্ট চিনির কলের ফেক্সারী মাসে কত কাজ করিয়া কিরূপ ফলাফল হইয়াছিল, তাহাট দেখাইব।

#### ব্যয়।

৫০ মন শুদ্ধ ক্রমকদের	
নিকট পরিদ করিতে	
টাকায় ১৩০ সের হিঃ	১৫১
ওজন, শুদামভাড়া, গাড়ী ভাড়া	
ইত্যাদি দরুন	৭৫০
কলের মজুরদের মাহিনা	৫০
মাতৃগুড়কে শুদ্ধে পরিণত	
করিবার কারণ	১০
ঐ কাজ করিতে ২টা	
মজুরের বেতন ১০ হিঃ	১০
মোট খরচ	১৬৫১০

#### আয়।

১০ মন শুদ্ধ দানাদার চিনি	
৬০/৫ মন হিঃ	১০২৫/০
চিনি প্রস্তুত করিতে যে মাত	
বাহির হয় ২১০/৮ হিঃ	৫৩১/৫
মোট	১০৭১/৫
বাদ খরচ	১৬৫১০
লাভ	১০৫৫/৫

উপরোক্ত এঁ টমেন্ট ১৯০৭ সালের ফেক্সারী মাসের একটা কলের আয় হইতে দেখান হইল। বর্তমান সময়ে শুদ্ধের মূল্যাদি অবশ্য

অধিক। ইহা হইতে একটা ধারণা হইবার জন্তই এই হিসাবটা দেওয়া হইয়াছে মাত্র।

ফেক্সারী মাসে দিন ছোট থাকে, কিন্তু দিন বড় হইলে ইহাপেক্ষা দৈনিক চিনি প্রস্তুতের খরচা নিশ্চয়ই কম পড়ে।

আরও একটা লাভ, ইহাতে যে মাত শুদ্ধ বাহির হয় তাহা পাইতে সুবাদ, গাজিয়া উঠে না। ইহাকে জাল দিয়া আবার শুদ্ধে পরিণত করা হইয়া থাকে। সে শুদ্ধও পরিষ্কার হয়। আমাদের দেশীয় প্রণালীতে চিনি প্রস্তুত যে সময় লাগে, তাহার সহিত তুলনা করিলে প্রায় ১৩ ও ৪৫ হয় অর্থাৎ ১০০ মন চিনি প্রস্তুত করিতে দেশীয় প্রণালী যেখানে ৪৫ দিন লাগে, কলে প্রস্তুত করিতে সেখানে ২ দিন মাত্র লাগিয়া থাকে। এতদ্বিধ দেশীয় প্রণালী যে পরিমাণ আলানী কাঠের আবশ্যক, কলে তাহার সহিত তুলনা অনেক কম লাগিয়া থাকে। আরও একটা সুবিধা, দেশীয় প্রণালী চিনি প্রস্তুত যে মাং বাহির হয়, তাহা অব্যবহা—খাওয়া চলে না। কেবল তামাক করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু কলে যে মাং বাহির হয়, তাহা হইতে পুনরায় শুদ্ধ করা হয় এবং সে শুদ্ধ সুখাদ্য হইয়া থাকে।

উপরে যে কলেব কথা বলা হইয়াছে, যাহাদের মূলদন অল্প তাহার আনায়মে অল্প ব্যয়ে এই চিনি প্রস্তুত কামো টাকা গ্রহণ করিয়া ক্ষুদ্র প্রকারের চিনির কারখানা চালাইতে পারেন।

The Machine can be had from Messrs. Manlone Alliot & Co. Nottingham, England. Messrs. Joseph & Co., Calcutta, have a similar machine and also a new improved self balancing centrifugal drier intended for the use of per

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য ১০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।



sons requiring only single machine instead of sets, or batteries suitable for use in factories, where only a small quantity of materials to be treated. The particulars can be had from Messrs Joseph & Co. Ltd., Barn & Co., Calcutta.

## Notes of Interest.

আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়।

বাজারে জর্মণীর মাল।

আবার চলিবে।

জাহাজের বাণী আবার খুলিল।

লাণ্ডন সহরের ১লা সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, পি এণ্ড ও কোম্পানী, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং ওয়েল লাইন এই তিন জাহাজ কোম্পানী স্থির করিয়াছেন যে, তাহারা জর্মণীর অন্তর্গত হামবার্গ, ব্রিটেন এবং বেলজিয়মের এন্টওয়ার্পে জাহাজ চালাইবেন। প্রথম দুইটা কোম্পানী ভারতবর্ষ এবং পারস্য উপসাগর এবং ওয়েল লাইন কলম্বো, মাদ্রাজ এবং কলিকাতা হইতে যাতায়াত করিবে।

শীতের প্রথমে যখন কালিপোকার উপদ্রব হইবে, তখন এক গামলা জলের নাকখানে একটা জলন্ত বাতি বসাইয়া রাখিবেন। আলো দেখিয়া কালি-পোকারা গামলার কাছে ধাইবে এবং বল, বাহলা—জলে ডুবিয়া পড়ি-লীলা সংবরণ করিবে।

শীতকালে রাত্রে যদি বিশেষ ঠাণ্ডা পড়ে এবং বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়াও বিশেষ

সোয়াস্তি বোধ না হয়, তবে লেপের ওয়াড়ের ভিতরে একখানি কাগজ ছড়াইয়া পুরিয়া দিবেন। হাড়-ভাঙ্গা শীতের রাত্রে, পথ চলিবার সময়ে ঠক্ঠক্ করিয়া কাপুনি আসিলে, গায়ের জামার তলায় বুকের উপরে বেশ করিয়া একখানি খবরের কাগজ ছড়াইয়া দিবেন। খবরের কাগজের কাছে দুই শীত দস্তরমত জল হইয়া যায়।

পার্লমেন্টের 'হাউস অফ কমন্স' হাততালি নিষিদ্ধ।

\* \* \*  
মাদী কুকুর প্রায়ই পাগল হয় না।  
পাগল হয় মদ্য কুকুর।

\* \* \*  
সারাগোটা সমুদ্রের আগাছা এতবেশী ঘন যে, তাহাতে বৃহত্তম জাহাজ চালনাতেও বাধা উপস্থিত হয়।

\* \* \*  
খালি আকগাছ হইতে নয়—এমন ১৯০টি বিভিন্ন উদ্ভিদ আছে। যাহাদের ভিতর হইতে চিনি পাওয়া যায়।

\* \* \*  
বজ্রের বর্ণবিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আছে। যেমন সাদার চেয়ে কালো রঙের কোন-কিছুর উপরেই বাজ পড়িবার সম্ভাবনা বেশী।  
হিন্দুস্থান।

## Medical.

COCKROACH UTILEZED.

আরসোলাও অকেজো নয়।

আরসোলা আমাদের দেশে অতি ঘৃণিত এবং অনিষ্টকারী জীব বলিয়া সকলেই আরসোলার উপর বিরক্ত। কিন্তু এই আরসোলা অবস্থা বিশেষে মানবের জীবনরক্ষক রূপে

আজ পরিচিত হইতেছে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, ভগবানের সৃষ্ট কোন জীবই অনর্থক নহে। আরসোলাকে ইংরাজীতে বলে কক্‌ক্রোচ, লাতিন ভাষায় Blatta Orientalis.

রুসিয়া দেশে এই আরসোলা ড্রপসী বা শোথের অতি প্রিয় ঔষধ বলিয়া পরিচিত “is a favourite popular remedy for Dropsy.”

The year book of facts.

সেন্টপিটার্সবার্গের প্রসিদ্ধ ডাক্তার পি. বগোমলো (Dr P. Bogomolow) ইহা বহুমুত্র হ্রাসরোগ, এবং শোথরোগে প্রয়োগ করিয়া আশ্চর্যরূপে সুফল পাইয়াছিলেন। হোমিওপ্যাথিক Blatta Orientalis ইপানী রোগে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, ইহা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক নায়েই জ্ঞাত আছেন। ডাঃ বগোমলো বলেন, ইহা ব্যবহার করাইয়া বম্বা ও প্রস্তাব হইয়া শোথ আরোগ্য হইয়াছিল।

“There was increase in the secretion of urine and perspiration with rapid disappearance of Oedema and also almost complete disappearance from the urine of albumen and renal derivatives. The dose was 5 to 10 grains of the powdered cock-croaches in the 24 hours. But they have also administered as Tincture and as an infusion” অর্থাৎ আরসোলাকে চূর্ণ করিয়া ৫ হইতে ১০ গ্রেণ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রয়োগ দ্বারা বম্বা ও প্রস্তাব বৃদ্ধি হইয়া শোথ এবং প্রস্তাবের সহিত আলবুমেন বা শ্বেতসার অন্তর্হিত হইয়া রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া ছিল।

ইহা টিংচার, এবং ইন্ফিউজন্স রূপেও

আর ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৯০ টাকা লইব না।

ব্যবহার হইতে পারে। Bostom Journal of Chemistry বলেন যে, কাছারাইডিসের মত ইহা মৃত্তকায় প্রদাহ উৎপন্ন করে না। ডাক্তার বগোমোলো এই আরসোলা হইতে এক প্রকার সারাস স্রাব প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং তাহার “Anti-hydropin” নাম দিয়াছেন, which is their (cockroaches) active principle.

কিন্তু আমাদের আয়ুর্বেদ দ্রব্যগুণ মধ্যে আরসোলার কোন উল্লেখ দেখা গেল না। কোন কবিরাজ এ সম্বন্ধে আরসোলার আয়ুর্বেদোক্ত গুণ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য প্রকাশ করিলে আমরা “কাজের লোকে” তাহা সাধারণ প্রকাশ করিতাম।

আমরা জানিয়াছি, চীনেরা আরসোলা ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহাদের দেহ দেখিলে বোধ হয় না যে, ইহাদের মধ্যে প্রস্রাবের পীড়া বা জনরোগ আছে।

### পত্রাদি লেখকগণের প্রতি।

মহাশয়! মস্ত প্রস্তুত প্রণালী অক্টোবর মাসের পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বিশেষ বাঞ্ছিত করিবেন। হাজার টাকা মূলধন লইয়া কলিকাতায় কি কি কাজ করা যাইতে পারে? সোপ প্রস্তুত প্রণালী অন্ততঃ কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুত প্রণালী “কাজের লোকে” অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশ করিয়া বাঞ্ছিত করিবেন ইত্যাদি। জে, এন, মুখার্জী।

গাতোর।

উত্তর। নম্র প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত বিশেষ অভিজ্ঞতা তামাক চূর্ণ করিয়া তাহাতে অতি সামান্য চূর্ণ, ঘৃত, আতর দিয়া একপ্রকার নম্র প্রস্তুত হয়। কিন্তু আজকাল বাজারে পরিমল মাকোভা প্রভৃতি যে সকল নম্র বিক্রয়

হইতেছে, আমরা তাহাদের প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই। আমরা চেষ্টা করিয়া ভাল নম্রের প্রস্তুত প্রণালী যদি সংগ্রহ করিতে পারি, অতি অবশ্যই তাহা “কাজের লোকে,” প্রকাশ করিব।

২। সাবান প্রস্তুত প্রণালী সহজ কাজ হইতে কল কারখানা, অভিজ্ঞ (Expert) আবশ্যক। সেটজন্ম সাবান প্রস্তুত প্রণালী আমরা “কাজের লোকে,” প্রকাশ করি নাই। তবে বারসোপকে কেমন করিয়া সুগন্ধ সাবানে পরিণত করিতে হয়, তাহা “কাজের লোকে,” কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুত প্রণালী বিস্তারিত ভাবে ১৯১২ সালের “কাজের লোকে,” প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। পুনর্বার প্রকাশ করিয়া আমাদের সংকীর্ণ স্থান ও সময় নষ্ট করিতে আনবা একান্তই অক্ষম।

মধ্যে মধ্যে “কাজের লোকে,” গল্প ও অজ্ঞাত বিষয় প্রকাশিত হইয়া থাকে। কারণ ভিন্ন ভিন্ন কচিব পাঠক আছেন, তাহারা আবার এক ভেদে কাজের কথাতেই সম্মত নহেন। সকলের মনোরঞ্জনও আমাদের একটা লক্ষ্য বটে। “কাজের লোকে,” শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, সাহিত্য, ধর্ম ও চিকিৎসা বিধিক বহু বিষয়ের আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। পূর্ণ কাজের লোক হইতে হইলে উপরোক্ত সর্ব বিষয়েই অভিজ্ঞতা লাভও আবশ্যক বটে। যথাসাধ্য কাজের কথাই অধিক দিব্যর আমরা চেষ্টা করি, আমরা সে লক্ষ্য স্থির রাখিয়াই চলিতেছি। কণ সংরক্ষণ প্রণালী সেপ্টেম্বর মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, দেখিবেন। ১৯১৮ সালেও এসম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল।

## হাজার টাকা মূলধন লইয়া কলিকাতায় কি কাজ করা যায়।

আমাদের জনৈক গ্রাহক আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, ১০০০ মাত্র মূলধন লইয়া কি কারবার করা যায়। আজকালের বাজারে হাজার টাকা মূলধন লইয়া যে কি কাজ করা যাইতে পারে, তাহা বলা বিষয় সমস্যার কথা সন্দেহ নাই। আমরা যে সম্বন্ধে দিব, তাহাই যে অনাথ, এরূপ বলিতে সাহস হয় না। তবে অনেক হাজার টাকার কম মূলধন লইয়াও যে সকল কাজে লাগিয়াছেন এবং তাহারা যেরূপ কাজ চালাইতেছেন, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে, ইহা চাকুরী অপেক্ষা ভাল এবং সুদী কারবার অপেক্ষাও ভাল। হাজার টাকা সুদে খাটাইলে শতকরা ১০/০ ৫০ সুদ মাসে পাওয়া যায় মাত্র। ১০০০ মূলধন লইয়া অনেকে সুদীপনার কারবারও করিয়াছেন, কিন্তু তাহারাও বলেন যে, কারবারে বিশেষ লাভ হয় না। কারণ অনেক জিনিস অপচয় হয়, বাজার উঠতি পড়তি আছে, চুবি চামারী আছে। আধুনিক কাজেব মধ্যে ১০০০ টাকা মূলধনে Mail Order Business একটা উল্লেখ যোগ্য, ডাকে কতকগুলি বাছাই জিনিস মকস্মে পাঠানর কাজ। আমেরিকায় এই মেল অর্ডার কারবার বহু নবনারীতেও করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। বিজ্ঞাপন দিয়া পেটেন্ট ঔষধের কাজও মন্দ নহে। অনেকে এই কার্য করিয়া যথেষ্ট উপার্জন করিতেছেন। ইহাও মেল অর্ডার কার্যের অন্তর্ভুক্ত ও অনুরূপ।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

কানভাষিংএর কাজও সুন্দর। হাজার টাকা অপেক্ষাও কম ব্যয়ে গাড়ী ঘোড়া রাখিয়া এই কাজ করিতে নামিতেও পারা যায়। কানভাষিং এবং দালানী কার্যে ঐ গাড়ী ঘোড়ারই ব্যয়। নিত্যই এইকার্যে বাহির হইলে ক্রমে প্রচুর লাভ হইবার সম্ভাবনা। কাজের লোক ১৯০৯ সালে কানভাষিং শিক্ষা অবশ্য পাঠ্য প্রবন্ধ।

হাজার টাকা মূলধন লইয়া কলিকাতা Sale অর্থাৎ মেকিঞ্জি লয়েল প্রভৃতির নিলামে কাঠ কাঠড়া প্রভৃতি ক্রয় করিয়া পুরাতন "Furniture Shop" করিয়াও মন্দ কাজ চলে না।

পুরাতন এবং নতুন পুস্তকের দোকান করাও মন্দ নহে। ১০০০ টাকা মূলধন লইয়া দোকান করিলে কমিশন সেলে বিক্রয়ার্থ গ্রন্থকারগণের নিকট হইতে অনেক পুস্তকাদি পাওয়া যায়, এবং অবিলম্বে বিনাখরচে টক্ বাড়িয়া উঠে। কমিশনেও লাভ হয়।

হাজার টাকা মূলধন লইয়া খুব বড় দোকান লোকজন রাখিয়া কাজ করা চলে না। নিজের চেষ্টায় Self-Canvassing দ্বারা মাল কাটাইবার চেষ্টা করিতে হয়। মাসে ৫০৬০০ টাকা হইতে ১০০ লাভ হইতে পারে। বহুবাড়িখড়শুখ হইয়া ধরে বসিয়া কাজ করিতে Mail order Business বাস্তবিকই একটি সুন্দর কাজ। আমরা হাতে কলমে এ কার্য বহুদিন করিয়াছিলাম, এবং আমাদের অভিজ্ঞতার কল পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া সাধারণে প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমাদের প্রদর্শিত পন্থায় যাহারা কাজ করিয়াছিলেন ও করিতেছেন, তাহারাও ইহা লাভজনক কার্য বলিয়া স্বীকার করেন।

আমাদের সেই পুস্তকের নাম "Secret of anew trade," তাহা এখন আর পাওয়া যায় না, শীঘ্রই পুনর্মুদ্রিত হইবে। শিক্ষিত পরিশ্রমী লোকে ধরে বসিয়া কেবল বিজ্ঞাপন দিয়া এই কার্য দ্বারা মাসিক ১০০০ টাকা উপার্জন করিতে পারেন। আমরা সাদরে আমাদের পাঠক ও গ্রাহকমণ্ডলীকে আহ্বান করিতেছি যে, যেকোন ১০০০ টাকা মূলধন লইয়া কি কার্য করা যায়, তাহার সঙ্কেৎ "কাজের লোকে" প্রকাশের জন্ত পাঠাইবেন, আমরা তাহা "কাজের লোকে" প্রকাশ করিব এবং যাহার প্রবন্ধ ভাল হইবে, তাহাকে পুরস্কার স্বরূপ একটি রোপা পদক উপহার ও তৎসঙ্গে "কাজের লোক" যে কোন বৎসরের এক চলিউম উপহার দিব। আশা কবি, আমাদের পাঠকগণ আপনাপন মন্তব্য প্রকাশে বিরত থাকিবেন না।

কা: সঃ।

## সাবানের কথা।

অনেকে সাবান প্রস্তুতের কথা আমাদের লিপিব্যক্তির জন্ত অমরোষ করেন, কিন্তু সাবান প্রস্তুতের কারখানা অনেক মূলধন সাপেক্ষ কাজ। কল কারখানা কারিকর আবশ্যক। মফঃস্বলবাসীগণ ইহা অদগত নহেন। বিশেষতঃ সাবান প্রস্তুতের কারখানা এক, এবং সাধারণ সাবানের কারখানা অল্প। ধরে যদি নিত্যন্তই কোন দ্রব্যাসিত সাবান প্রস্তুত করিবার বাসনাই কাহারও হয়, তাহা হইলে এক কাজ করিতে পারেন। সাদা বারসোপকে কাটিয়া উত্তম গরম জলে ফুটিতে গলিয়া নরম হইয়া যাইবে। যত সাবান, জল তাহার সিকি পরিমাণ। জলে গলাইয়া ক্রিমের মত করিয়া লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ গ্লিসেরিন ও সুগন্ধ দ্রব্য যথা—অটো

জফ রোজ, জেসমিন বা গোলাপী আতর দিয়া নাড়িয়া মিলাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া জমিলেই সাবান হইবে। ইহা "কাজের লোকে" ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

## স্বামী রামতীর্থের উপদেশ।

(১) যত তাড়া, যারা সংবাদ পত্র দেখে না, কারণ তারা প্রকৃতি দেখে এবং প্রকৃতি হ'তে ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করে।

(২) প্রকৃত ভালবাসা হৃদয়ের তায় আত্মাকে প্রসারিত করে, কিন্তু মোহ হিমালীর তায় আত্মাকে সঙ্কচিত করিয়া জমাইয়া দেয়।

(৩) যাহাকে জদয় মনে কুৎসিত বিবেচনা কর, তাহাকে কখনই ভালবাসিতে পার না; কারণ ভালবাসা মানে সৌন্দর্য্য দর্শন করা।

(৪) প্রকৃত শিক্ষা মানে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে (নিরপেক্ষ ভাবে) বিশ্বদর্শন করা।

(৫) জ্ঞান ও বিজ্ঞা এক নহে। বিজ্ঞা পেছ দেখে—অতীতের বিষয়; জ্ঞান সম্মুখে দেখে—ভবিষ্যতের দিকে।

(৬) ঈশ্বরের উপলব্ধি ও দর্শনের জন্ত বস্ত্ত: কিছু করিবার আবশ্যক নাই, কেবল কন্ঠের শৃঙ্খল যাহা পরিয়া রহিয়াছে, তাঙ্গিয়া ফেল, তাহা হইলেই সব হইবে।

(৭) জগজ্জাল ছিন্ন করিতে যত্ন করা সকলের প্রয়োজন। প্রেম, যুগা, বাসনা, কামনাদি জগতের বন্ধন। এই শৃঙ্খলে সকলেই আবদ্ধ। পাশবিক জীব, এই জন্ত প্রভুকে দেখিতে পায় না। বাসনাদি বন্ধনে আবদ্ধ জীবের ইহাই কারাগার।

(৮) সত্যাত্মমান বল ও বিজয় আনয়ন করে; কিন্তু দেহাত্মমান, ব্রহ্মজ্ঞানী ও সন্ন্যাসীকেও চণ্ডালে নমিত করে।

(৯) স্ত্রী, বালক ও শূদ্র ইহারাই জাতীয়

আর ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৫০ টাকা লইব না।

মহাবুদ্ধের মূল; কিন্তু চুখের বিষয়, ইহাদের উচ্চশিক্ষা ও যত্নের প্রতি আমরা ওদাসীভূত প্রকাশ করি। বাহারা উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ জাতি নামে অভিহিত, তাহারা এই বুদ্ধের সুন্দর কলা। আমাদের কেবল এই কলগুলিকে বুদ্ধোপরি রক্ষা করিবার জন্য সমস্ত সময় নষ্ট করা উচিত নহে, বরং মূলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক ও ইহাকে বিজ্ঞানপূর্ণ আহারে ও জ্ঞানবাণী সিদ্ধানে পরিপুষ্ট করা প্রয়োজন।

(১০) হে প্রিয় সংসারক! তুমি ঐশ্বর্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের মনোমত কায়া কবিতা বিজ্ঞেরাঙ্গসে ক্ষণিকের তরে ক্ষীণ ও উল্লাসিত হও; কিন্তু মনে রাখিও 'সত্য' দারিদ্র, বালক ও স্ত্রীর মধ্য হইতে প্রকাশিত হইবে।

(১১) কোন কায়া করিতে নিষেধ করিলে বা তত্ত্ব দত্ত দিলে, সেই কায়া করিতে ইচ্ছা বন্ধিত হয়।

(১২) নৈতিক বিধিনিষেধে আত্মীয়িক দৈত্যতা বন্ধিত হয়। আমাদের দেশের বায়ু গন্ত নৈতিক উপদেষ্টাগণ স্বয়ং বাস্তব সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বিষয়ে অনভিজ্ঞ এবং অপরকেও শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক নহেন। সর্বদা 'উহা করিওনা' 'উহা করিওনা' বলিলে মনুষ্যরূপ লোপ হইয়া যায়। বাধাপ্রাপ্ত ঘোড়া গেরূপ অস্বাভাবিক ভূতলে নিক্ষেপ করে, সেইরূপ নৈতিক চক্রে মনুষ্য পড়িতে নারিত হয়।

শ্রীরাধাচরণ সেন।

## বিবেক বাণী।

একের পিঠে শূন্য দিলে সংখ্যা বেড়ে যায় কিন্তু এক শূন্য মুছে ফেলিলে শূন্যের কোন মূল্য নাই। সেইরূপ জীবনকে প্রথমে লাভ করে অপরাপর কাজ কর, সে সমস্ত সার্থক হবে। যদি তাঁকে ছেড়ে দাও, তাহ'লে সকলই অনর্থক।

রামকৃষ্ণ দেব।

Seek ye first the kingdom of heaven and all other things will be added unto you.—New Testament.

চকমকির পাথর হাজার বছর জলের মধ্যে পড়ে থাকলে তার আগুণ নষ্ট হয় না। তুলে লৌহার যা মারবামাত্রই আগুণ বেরোয়। ঠিক ঠিক বিশ্বাসী ভক্ত সংসারে থাকলেও তার বিশ্বাস ভক্তি নষ্ট হয় না, ভগবৎ কথা হলোই সে উন্নত হয়।

ভিজে দেশালাই হাজার বছর জলে না, কেবল ধোঁয়া উঠে, কিন্তু শুকনো দেশালাই ধসবামাত্রই দগ্ন করে জলে উঠে। ভক্ত শুকনো দেশালাই, হরিকথা শোনা মাত্রই তার প্রেমায় জলে উঠে। কিন্তু কামিনী কাকনাসক্ত মানুষের প্রাণ, ভিজে দেশালাই, হাজার জীবের প্রসঙ্গেও উৎক হয় না।

বন্ধজীব মৃত্যুকালে সংসারের কথাই বলে। বাইরে মালা জপলে গঙ্গামান তাঁথে গেলে কি হবে? সংসারাসক্তি ভিতরে থাকলে মৃত্যুকালে সেটা বেরিয়ে পড়বেই। কত আবোল খাবোল বকে, হয়ত বিকারের পেয়ালে হলুদ, পাঁচফোড়ন, তেজপাত বলে চোঁচিয়ে উঠলো!

টিয়া পাখী সহজ বেলায় রাধা কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ বলে, কিন্তু বেড়ালে ধরে কৃষ্ণ নাম ভুলে নিজের বুলি বেরোয়—ক্যা কাঁ করে।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

"লাজন লাগত আপুকে।

ধোরে আরেহ সাথ।

ধিক্ ধিক্ অসেসে প্রেম কো

কথা কহৌ মে নাথ।

অস্থি চক্ষু ময় দেহ মম,  
তামো জৈদী প্রীতি।  
তৈসী জৌ শ্রীরাম সহ,  
হোত ন তত্ত্ব ভব প্রতি।"

তুলসী দাসের স্ত্রীর নাম রত্নাবলী। তিনি তার স্বামীকে সমাগত দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

"হে স্বামীন! আমার এই অস্থি চক্ষু মাংস শোণিত নির্মিত অনিত্য শরীরের প্রতি যে পরিমাণে তোমাব প্রীতি, সেই প্রেম, যদি সে পরিমাণ এই ম্লেহ প্রেম ভগবান বসন্তের প্রতি থাকিত, তাহা হইলে ইহ-লোক এবং পরলোকে বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হইতে। দ্বীর এই একমুখি কথায় তুলসী দাসের চৈতন্য হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ গুহরালয় পরিত্যাগ করিয়া ৮ কাশীধামে চলিয়া গেলেন এবং সেই দিন হইতেই তিনি বলিলেন—ত্যাগেই আত্মার মুক্তি, তাই সর্বদা ত্যাগ করিয়া বিশ্বপ্রেমের প্রেমিক হইবার জন্য কাশীধামে উপস্থিত হইলেন।

## অন্ন ও বস্ত্র শঙ্কট।

এই মহাপূজার অন্ন বস্ত্র উভয়ই প্রতি আবশ্যকীয় উপকরণ, কিন্তু এই দুইটা অপরি-চায়া সামগ্রীর আজ অধিমূল্য—এত আন্দোলনে, এত অসুস্থতানে, এত গবেষণায় কোন দলই হইল না। বাবুস সদৃশ ব্যবসাদারদেব নিদ্রিতায়—দেশের সন্ধান হইতে পরিত্যক্ত। মান সম্মত রক্ষার উপায় নাই। চাউল একমণ ১৩০, একজোড়া কাপড় কিনিতে প্রায় ৭ টাকা আবশ্যক।

কাপড় মাড়ারী মহাশয়দের হাতে, দাঙ তৈল ঘুতও এমন ইহাদেরই হাতে পড়িয়াছে। ইহারা যুদ্ধের সময় প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য ১০ আনা ভাকমাশুল পাঠান।

অত্যধিক মূল্যে কলিকাতা এবং মফঃস্বলের বড় বড় ছোট জমী আয়গা কিনিতেছে—প্রচুর অর্থ বলে সকল প্রদেশের অন্ন এক চেটিয়া করিয়া লইয়া যদুচ্চা উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া বাঙ্গালীকে অন্তঃসার শূন্য করিয়া তুলিতেছে। সেদিন ইংলিশম্যান পরে পড়িলাম, সাহেব পাড়ার বহুস্থলে অতিউচ্চ মূল্যে ইহার বাড়ী খরিদ করিতেছে। ইহার এইরূপ করাতে গাড়ীর ভাড়াও অত্যধিক বৃদ্ধি হইয়া উঠিতেছে সন্দেহ নাই।

ইহার পল্লীগ্রামে নওয়ালীর মুখে শ্রুত এবং অপরাপর শ্রুত খরিদ করিয়া জলাজাত করিয়া রাখিতেছে। টাকার জোরে ইহার বাঙ্গালীর অগ্নে ধূলা দিতে সক্ষম হইতেছে, এখন এ সঙ্কটের উপায় কি? বাঙ্গালী অর্থহীন নিস্ক্রিয়া, বিলাসী, দেনা করিয়াও মটর চড়িয়া বেড়াইবে মাত্র।

বাঙ্গালীর বিষয় বৃদ্ধি নাই, সহায়ত্ব নাই। ইহার স্বজাতি পোষক, চাদা করিয়া স্বজাতিকে মূলধন দিয়া দুই দিনে তাতাকে ব্যবসায়ী করিয়া তুলিলে। বাঙ্গালী এইবার গেল। বাঙ্গালীর অস্থির লোপ হইতে দাঁসিল। বাঙ্গালার শ্রমজীবী খাইতে পায় না, কিন্তু যত হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, সাঁওতাল উড়িয়ায় বাঙ্গালার মুখের গাস কাড়িয়া লইতেছে, আর বাঙ্গালী ফাল ফাল নেন্নে দেখিয়া নিঃশব্দে মৃত্যুর ক্রোড়ে চিরন্তন শায়িত হইতেছে। আমাদের অন্ন বস্ত্রের উপায় কি? বাঙ্গালী ভিন্ন এমন পরমুখাপেক্ষী জাতি ডনিয়ায় নাই বলিলেও অতুক্তি হয় না।

ইহার ব্যবসায় বৃদ্ধিতে অদ্বৃত, ব্যবসায় বৃদ্ধিতে অদ্বৃত। ব্যবসায় দ্বারা ধনে, অর্থ বলে বলীয়ান। ইহার নিজেয়া বিপুল দ্রব্য থাকিবে। তৈল দ্রব্য সমস্তই ইহার বিপুল খায়, নিজেদের জন্ত রাখে। একটা ঘরের হজুক তুলিয়া

প্রায়শ্চিত্ত হইল, জরিমানা হইল, তাহারপর যেমনকার ভেজাল দ্রব্য সেইরূপ চলিতে লাগিল। মাঝে হইতে যে দ্রব্য আগে ৩০, ৪০, টাকা মৌন বিক্রয় হইত, তাহাই এখন ২০, ২৫, টাকায় বিক্রয় হইতে লাগিল। বাঙ্গালীর জীবনে ইহাদের নমতা হইতে পারে না। তাই তৈল দ্রব্য সমস্ত দ্রব্য ভেজাল, ভেজালে দেশ পরিপূর্ণ। অথচ মিউনিসিপালিটির স্বাস্থ্য বিভাগে বাঙ্গালী ডাক্তার, বাঙ্গালী পরীক্ষক। কিন্তু রূপচাঁদের অপার মহিমা, চাঁদের মহিমায় সব ঠাণ্ডা এবং অন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং প্রতিকারের আর উপায় নাই। এই খাওয়া এবং বস্ত্র শব্দট হইতে পরিভ্রাণ লাভ করিতে হইলে ধরে ধরে চরকা, দেশে তুলার চাষের পুন প্রচলন প্রভৃতি উপায় কথাতো আবশ্যক, কিন্তু এদেশের কাজে তো কেহ কিছু করিবে না, শুদ্ধ কাগজে কলমে, বক্তৃতায় গবেষণায় শেষ। এমন জাতি পরমুখাপেক্ষী না হইয়াই বাইতে পারে না। এদিকে মার দেওয়া মোটা কাপড়ের গান করিয়া দেড়াইবে—কিন্তু বিলাতি বস্ত্র বস্ত্র না পাটলে মরিয়া যাউবে? সুতরাং সঙ্কটের সময় কান্দিলে চলিবে কেন? কবে বাঙ্গালীর চক্ষু ফুটিবে? এমন অধঃপতিত জাতি কেহ কোথাও দেখিয়াছে কি? বিক আমাদের শিক্ষায়—দিক সভ্যতায়। দিন দিন দেশের পরিণাম ঘন ঘটাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালী অর্থের সদ্ব্যবহার জানে না, কেমন করিয়া অর্থকে খাটাইয়া লইতে হয়, তাহাও শিখে নাই। এই জন্তই এত দুর্দশা। বাঙ্গালীর শ্রম গেল—শিল্প গেল, কৃষি বিপন্ন—বাঙ্গালীর ব্যবসায় জমী জোত আজ পরদেশীর কবলিত হইতে চলিল, ইহার পর বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ হইবে কি?

মাড়োয়ারীদের দোষ কি? তাহার ব্যবসা করিতে আসিয়াছে—পরদেশী বৈধুয়া আর তোমরা যদি ধূমও, তবে তোমাদের ঘর

সংসার যদি কেহ লুটিয়া লইয়া যায়; তাহা হইলে সে ঘোষ অপরকে দেওয়া যায় না।

শোক সংবাদ।

## ৩ অমৃতলাল সরকার।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের একমাত্র পুত্র, তাহার বিজ্ঞান সভার সম্পাদক ও পরিচালক অমৃতলাল সরকার ২১শে ভাদ্র রবিবার অতি প্রত্যুষে হৃদরোগে হঠাৎ দেহ-ভাগ করিয়াছেন। অমৃতলাল অতি শাস্ত ও শিষ্টাচারী পুরুষ ছিলেন, পিতৃ-কীর্তি বজায় রাখিতে তিনি কখনই কোনরূপ রূপগতা করিতেন না; অতি ধীর এবং স্থির ভাবে চলিয়া তিনি পিতার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সভা-টিকে এতকাল বাঁচিয়া রাখিয়াছিলেন। অমৃতলাল একজীবনে অনেকগুলি শোক পাইয়া-ছিলেন, তাহার হৃদরোগ যে হইবে, তাহার আর বিচিরা কি! ঈদানাং তাহার সহিত ডাক্তার মহেন্দ্রলালের জীবনের কীর্তি তাহার বিজ্ঞান সভা, এতদিন তাহার যোগ্যপুত্র অমৃতলাল উহাকে রক্ষা করিতেছিলেন; এইবার দেশের মনীষী সকল এ ভার গ্রহণ করণ, বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠের কীর্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন—হঠাৎ আমাদের সান্নিধ্য অন্তরোধ।

## কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন আর এজগতে নাই। মৃত্যুর ৪ দিন পূর্বে তিনি কোথাও মফঃস্বলে যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইতে ছিলেন, আমার সহিত সাক্ষাত হওয়ায় তিনি কত কথুটি কহিলেন। অকস্মাৎ তিনি যে একপে সকলকে শোক সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া যাইবেন, ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

১৯শে ভাদ্র, ৫ই নবেম্বর রাত্রি ১১টার পর অকস্মাৎ নগেন্দ্রনাথ হৃদরোগে লোকান্তরিত

২০০—ছাত্রের জন্মাস পর্য্যন্ত ১১০ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।

হইয়াছেন। ১৮৮৫ সালের ২৯শে মে তাঁহার জন্ম হয়। ঠিক ৫৪ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। এ মৃত্যু তাঁহার অকাল মৃত্যু সন্দেহ নাই।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ বর্দ্ধমান জেলার কালনার বিখ্যাত কবিরাজ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় কবিরাজ বিনোদলাল সেন কবিরাজের ইনি কনিষ্ঠ ছিলেন। অতি অল্প বয়স হইতেই ইহার সহিত আমরা বিশেষ পরিচিত ছিলাম। তাঁহার হৃদয় অধ্যবসায়, দয়া দাক্ষিণ্য, সত্যতা প্রভৃতি সদগুণে বিভূষিত ছিল। তিনি বহু অনাথ, আতুর, অসহায়ের সহায় ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বখারীতি আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ এবং ক্যাথলে পাঠ করিয়া একাধারে ডাক্তার ও কবিরাজ হইয়াছিলেন। একাধারে ব্যবসায় বুদ্ধি এবং অধ্যবসায় একত্রিত হইলে বাহা হয়, নগেন্দ্রনাথের তাহাই হইয়াছিল। নগেন্দ্রনাথের প্রথর ব্যবসায় বুদ্ধি ছিল, এই প্রথর ব্যবসায় বুদ্ধি লইয়া তিনি কবিরাজী ব্যবসায়ে নামিয়া ছিলেন। অনেক বিলাতি, আমেরিকান এবং ফ্রান্স দেশীয় মেডিক্যাল এসোসিয়েশন প্রভৃতির মেম্বর হইয়াছিলেন, তিনি কয়েক বৎসরে লক্ষপতি হইতে পারিয়া ছিলেন। নগেন্দ্রনাথের হৃদয় উন্নত ছিল, তাহার এই অকাল মৃত্যুতে আমরা মন্বাহত হইয়াছি। নগেন্দ্রনাথ ২৮ পুত্র এবং ৬৮ কন্যা রাখিয়া লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। আমরা কায়মনে আশীর্বাদ করি, পুত্রহইট পিতার ব্যবসায় রক্ষা করিয়া পিতৃনির্দিষ্ট সংপথে থাকিয়া পিতার ঋণ উন্নতি লাভ করুন। তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

## মুন্সিল আসান।

(গল্প)

আমহাট্ট ষ্ট্রিটের একটি মেসের দ্বিতল কক্ষে গবাক্সের সম্মুখে আরাম কেদারায় বসিয়া একটি আফিস বেশে সজ্জিত বাবু ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’ পড়িতেছেন এবং একএকবার সতৃষ্ণনয়নে পথের দিকে চাহিতেছেন। বাবুটির নাম বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়। বয়স বছর ত্রিশের অধিক নহে। চেহারা নিতান্ত মন্দ নহে, বেশ লালিতা আছে। বিভূতি বাবুর উৎকর্ষা মাথা পথের দিকে চাহনিতে অমুমান হয়, তিনি কাহার বা কিসের জ্ঞাত প্রতীক্ষা করিতেছেন।

অনেকক্ষণ চলিয়া গেল, তবু কেহ আসিল না। নিকটবর্তী গির্জার ঘড়িতে টং টং করিয়া দশটা বাজিল। “না আর ত অপেক্ষা করা চলে না, আফিস যাওয়া যাক্” বলিয়া কাগজ রাখিয়া উঠিলেন এবং যতক্ষণ ‘মাস ততক্ষণ আশ’ এই নীতির অনুসরণে বৃষ্টি আবার উদ্বিগ্ন নয়নে পথের দিকে লক্ষ্য করিলেন। এবার যেন তাঁকে একটু প্রফুল্ল বোধ হইল। তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলেন এবং অনতিপরে একখানি লেফাফা হস্তে পুনরায় গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। লেফাফা মধ্য হইতে পত্র বাতির করিয়া পড়িলেন :—

“অমৃত নগর”। ২২/১০/১৯

প্রিয়তম!

তোমার পত্র পাওয়া সুখী হইলাম। পূজার ছুটির আর বড় বেশী দেরী নাই। তোমার শুভাগমন বোধ হয় শীঘ্র হইতেছে, সেই জন্ত আর অধিক কিছু লিখিব না।

তবে একটা কথা। এবার কোন সুগন্ধ তেল এন না। “কাজের লোক” কাগজে সুগন্ধ তেলের মসলা অনেক রকম দেওয়া আছে, তারই একটা কিনে আনবে। এবার কাজের লোক হতে ইচ্ছা হয়েছে। আর যেমন সব আন তেমনি আনবে।

তোমার আসার আশায় পথ চেয়ে রইলাম। থোকাও ‘বাবা’ ‘বাবা’ করিতেছে। কবে আসবে পত্র পাঠ করত ডাকে জানিয়ে সুখী কর্কে। আমরা ভাল আছি, তুমি কেমন আছ পত্র পাঠ লিখবে। ইতি—

তোমার সুরমা।

পত্রখানি লেফাফা তুলে বাজার মধ্যে রাখিয়া বিভূতি বাবু দ্বরিত পদে আফিস চলিয়া গেলেন।

২

ম্যাক্ লাগান্ কোম্পানীর আফিস খুব বড় আফিস নহে, জন কয়েক নাত্র কেরাণী কাজ করেন। আফিস বড় না হইলেও কাজ অনেক। কাজ বেশী অথচ লোক অল্প, সুতরাং অনেক ছুটি এ আফিসের কেরাণী বাবুরা পান না। তবে পূজার ছুটিটা প্রত্যেক বারই পেয়ে পাকেন এবং এবারও পাইবেন সকলে আশা করিতেছেন।

বিভূতি বাবু এই আফিসে কাজ করেন। হাতের কাজ কর্ম কতক শেষ করিয়া জ্বর পত্রের উত্তর লিখিতে বসিলেন। পত্রপ্রাপ্ত অল্প সমাপ্ত হইয়াছে, এমন সময় বড় সাহেবের চাপরাসী একখানি বহি আনিয়া বড় বাবুর সম্মুখে রাখিল। এ বহি খানি ‘অর্ডার বুক’,—ইহাতে বড় সাহেবের সমস্ত আদেশ লিপিবদ্ধ হইয়া প্রচারিত হয় সুতরাং ইহা কেরাণী বাবুদের বিশেষ পরিচিত। সকলের সমুৎসুক দৃষ্টি এ বহির উপর নিপতিত হইল। বড় বাবু বহিখানি দেখিয়া সহি করিয়া বহিখানি সকলকে দেখাইতে বলিলেন। যথাক্রমে বহি খানি বিভূতিবাবুর কাছে আসিল। বিভূতি দেখিলেন, সাহেব লিখিয়াছেন :—

“No puja holidays this year; pressure of work, all must come during the holidays. Dismissal in case of disobedience.”

দপ্তরী এতক্ষণ ঘরে ছিল না, আসিয়া দেখিল, বিভূতি বাবুর নিকট ‘অর্ডার বুক’ জিজ্ঞাসা করিল “কি হুকুম হল?” বিবাদ কণ্ঠে

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

বিভূতি বাবু কহিলেন “আর কি হকুম! কাজের বড়ই চাপ, পূজার ছুটি বন্ধ, সকলকে আফিসে বেরতে হইবে, না হলে চাকুরী খতম হবে।”

বড় কড়া হকুম। আফিসে একটা প্রতিবাদের রোল উঠিল। বাবুরা পরামর্শ করিয়া প্রতিবাদ পত্র পাঠাইলেন। সাহেব নূতন আসিয়াছেন, এদেশের হাল চাল কিছুই বুঝেন না ও জানেন না, সুতরাং প্রতিবাদ পত্রে কোন ফল হইল না। বাবুদের আশা, আনন্দ, উৎসাহে ছাই পড়িল। হায় কেরানী জীবন!

বিভূতি বাবু অর্দ্ধ সমাপ্ত পত্র খানি হিড়িয়া ফেলিয়া আবার একখানি পত্র নূতন করিয়া লিখিলেন। পত্রখানিতে সুরমাকে সমস্ত বিবরণ জানাইলেন।

৩

বথা সময়ে পত্র সুরমার নিকট পৌঁছিল। পত্র খানি পড়িয়া সুরমার মুখ স্নান হইয়া গেল। পাশ্বে তাঁহার নন্দ লীলা ভাইপোকে লইয়া খেলা করিতেছিলেন। সুরমার মুখখানি বিষাদ মাথা হইল দেখিয়া, উৎকণ্ঠিত চিত্তে লীলা জিজ্ঞাসা করিল, কার চিঠি বউদিদি, দাদার? ভাল আছেন ত? সুরমা কোন উত্তর করিল না, পত্রখানি লীলার হস্তে দিল। সুরমা ও লীলা সমবয়সী, উভয়ে বড়ই ভাব; সুতরাং কাহারও কাছে কাহারও কোন বিষয়ে লজ্জা, দ্বিধা বা গোপন করা নেই, তাই সুরমা স্বামীর পত্র নন্দকে দিলেন—কোনও সন্দোহ করিলেন না। লীলাও বিনা আপত্তিতে পত্র পড়িতে লাগিলেন। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল :—

“কলিকাতা, ২৬/১০/১৯১৯  
প্রিয়তমে—

তোমার পত্র পাইলাম। এবার আর আমার ভাগ্যে তোমাদের দর্শন মিলিল না। এবার আমাদের পূজার বন্ধ নাই, পূজার

ছুটিতে আফিস বেরতে হবে। সুতরাং পূজার ছুটিতে বাড়ী যাওয়া ঘটবে না। কত আশা আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ, আনন্দ হৃদয়ে পোষণ কছিলাম, কিন্তু সবতেই ছাই পড়িল। প্রাণে বড়ই বাথা। সবই অদৃষ্টে করে, গরিব বাঙ্গালী কেরানীর অদৃষ্ট নিয়ে জন্মেছি, সুতরাং কলভোগ কর্তেই হবে।

তোমাদের জিনিস পত্র অতীনের সঙ্গে পাঠাব। আশা করি, তোমরা সকলে ভাল আছ। আমি একরকম আছি। পত্র পাঠ করত ডাকে উত্তর দিও। ইতি

তোমারই বিভূতি।

পত্রখানি পড়িয়া লীলা একটু কি ভাবিল, তারপর কহিল, ‘বউদি’ এক কাজ কর্তে পার্কে? ‘তা’ হলে কিন্তু উপায় হতে পারে।’

সুরমা সোদেহে জিজ্ঞাসা করিল “কি ঠাকুর কি?”

“বেশী কিছু নয়, তুমি মরতে পার্কে, তা হলে দাদা নিশ্চয়ই আসবে। কি বল পার্কে?” বলিয়া লীলা একটু মুচ্কি হাসিল।

“সব সময় যে তামাসা ভাল লাগে না।” সুরমা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

মবার বাড়ী গাল নেই নয়, তাই হঃখ আর রাগ হয়েছে। আচ্ছা, আর এক কাজ কর। এমন একটা বড় অগ্রপ কর, যাতে তোমার জীবন নিয়ে যমে মানুষের টানাটানি পড়ে।”

বিরক্তি পূর্ণ কণ্ঠে সুরমা বলিলেন “আবার?”

লীলা বলিল “না বউদিদি সত্য বলছি, পারত দেখ, তা হলে হয়ত একটা উপায় হতে পারে।”

সুরমা রাগিয়া বলিল “আমি ম’লে তুমি বাচ। আচ্ছা তাই হবে।”

লীলা হাসিয়া বলিল “বাবাই! ম’লে কেন? তোমার ঠাকুর কি মরুক। বউদি’ তোমার একটুও বুদ্ধি নেই। আমি কি সত্যই তোমায়

মরতে না অস্ব্থ কর্তে বলছি। তুমি নীরোগ হয়ে জলজ্যান্ত বেঁচে থাক। শুধু দাদাকে মিছে করে একটা টেলিগ্রাম কর্তে হবে। তোমার ভারী অস্ব্থ বাঁচ কি না সন্দেহ তা হলে দাদা আসতে পথ পাবেন না। কেমন রাজি?

সুরমা একটু ভাবিয়া বলিল “তা মন্দ নয়, কিন্তু যদি কোন গোল মাল হয়।”

লীলা বামণী তার উপায় কর্কে। তা হলে রাজি? টেলিগ্রামটা পূজার বন্ধের ঠিক পূর্বে পাঠাতে হবে। কেমন রাজি ত?

সুরমা সম্মতিহতক মাথা নাড়িলেন।

৪

মহাশয়ের প্রাতঃকালে বিভূতি বাবু জরুরী টেলিগ্রাম পাঠলেন :—“Surama seriously ill. Life hopeless. Come immediately.”

টেলিগ্রাম পাইয়া বিভূতি বাবু বড়ই বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হইলেন। সুরমার পীড়ার সংবাদ আশা অস্বস্থি পান নাই, অথচ আজ হঠাৎ “সুরমা সাংখ্যাতিক পীড়িত, জীবনের আশা নেই শায় এস” একপ টেলিগ্রাম। বিভূতি বাবু মাথা ঘুরিতে লাগিল।

বেলা তখন দশটা। আশঙ্কা চিন্তা, হঃখ অবসর বিভূতি আভারাদি না করিয়াই আফিসে গেলেন। বেলা ত্রিটর পূর্বে বাড়ী বাইবার ট্রেন নাই, আব আফিসে একবার ছুটির চেষ্টাটাও করা দরকার। এই হেতু বিভূতি বাবু নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আফিসে গেলেন। আফিসে গিয়া বড় বাবুকে সমস্ত জানাইলেন এবং তাঁহার পরামর্শ ক্রমে টেলিগ্রাম সহ সাত দিনে ছুটির দরখাস্ত বড় সাহেবের নিকট পাঠাইলেন। বড় বাবু লোক ভাল, বিভূতি বাবুর বিপদে বড়ই হঃখিত হইলেন। সুতরাং বিভূতি বাবুর সমস্ত কাজের ভার নিজের ঘাড়ে লইয়া বিভূতি বাবুর ছুটি মঞ্জুরের জন্ত বড়

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্য্যন্ত ১৫০ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।



সাহেবকে বিশেষ অমুখোষ করিয়া লিখিলেন। সাহেবও বিনা আপত্তিতে ছুটি মঞ্জুর করিলেন উপরন্তু লিখিলেন "I wish his wife may come round and live long." বড় বাবুর নিকট দরখাস্ত ফিরিয়া আসিল। বড় বাবু বিভূতি বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন "সাহেব কি লিখেছে দেখেছ, আমি ইচ্ছা করি, তার স্ত্রী ভাল হোক, আর দীর্ঘজীবন লাভ করুক।" এ বকম মন্তব্য দেখে কে বলবে আমাদের বড় সাহেব খারাপ লোক।" বিভূতি বাবু একটু মান হাসি হাসিলেন এবং বড় বাবুর অমুখোষ লইয়া অনতি বিলম্বে বাড়ী রওনা হইলেন।

ট্রেনে ও গরুর গাড়ীতে ৭ ঘণ্টা অতি-বাহিত করিবার পর ক্ষীণ ও অবসন্ন মনে বিভূতিবাবু বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভল ও ভাবনা বিজড়িত কর্তে ডাকিলেন "লীলা!" লীলা পূর্বেই প্রস্তুত ছিল, দাদাব করণ আশ্রানে তড়িত পদে আসিয়া কহিল, "এই ভাল আছে, উপরে এস" বলিয়া তাহাকে ঘিলে বিভূতিবাবুর শয়ন কর্তে লইয়া আসিল।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই বিভূতিবাবু অবাক। একি স্বপ্ন না সত্য! স্বপ্নদেহে, হৃদয়স্থিত বেশে সুরমা পাশে উপবিষ্টা! সুরমা স্বামী গৃহ প্রবেশান্তে উঠিয়া দাড়াইল। সকলেই নিকরাক :- বিভূতিবাবু দেখিয়া শুনিয়া কিংকর্তব্য বিমূঢ়, সুরমা অপরাধিনী, সুতরাং নীরব, লীলাও তরুণ। গণপরে সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া লীলাই প্রথমে কথা কহিল, বলিল, "দাদা দোষ সব আমার, তুমি পূজার সময় বাড়ী আসবে না তাকি আমরা সইতে পারি দাদা? তাই আমি এই ফিকির করে তোমাকে বাড়ী এনেছি।"

বিভূতি বাবুর রাগ পড়িয়া গেল। ভয়ীর এই স্নেহমাখা অমুখোষপূর্ণ উক্তির উপর আর কি রাগ করা সাজে! লীলাকে স্নেহে

কাছে আনিয়া আদর করিয়া কহিলেন, "তা বেশ করেছিস্ দিদি, তবে বড় ভাবনা হয়ে ছিল এই যা" এই বলিয়া কাপড় চোপড় ছাড়িয়া সায়ংকৃত্য মাঝিতে নীচে নামিয়া গেলেন।

সুরমা এতক্ষণে কথা কহিল, বলিল, ঠাকুরনি কাজটা ভাল হল না।" লীলা বলিল "যাক কাজ ত হাঁসিল হ'ল। সাহেববা বড় স্ত্রী ভক্ত, দ্বার অমুখ শুনে তাবা ছুটি দিয়েই থাকে। তাই এটা হল ছুটি বকে কেবাণী বাবুদেব মার্জল আসান।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল রায়।

SMILES.

## কৌতুক-কন্যা।

অসবর্ণ বিবাহের পতি-ভক্তির নমুনা।

আফ্রিকায় অনেক ইমোরোপিয়ান ঘাইয়া বাস করিয়া কৃষি ও কারবার করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে দীলোকের সংখ্যা বড় কম এবং পুরুষের সংখ্যা বেশী, সুতরাং একটা মহিলার পানিপাড়নের দ্বারা অনেক যুবক দাববান হয়। সেখানে আন্নাগোল্ড নামক এক যুবতী বিবাহ যোগ্য, তাহার অনেক বরের সহিত কোর্টশিপ্ হচ্ছিল। হঠাৎ একটা বরের সহিত তাহার পাকা মথক হয়ে গেল। তাই কুমারী কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া বাকী ভালবাসাদিগকে জানাইতেছেন যথা :-

ENGAGED --Miss Anna Gould to Candal --city Marshal, both of Lavenworth, Kansas. "From this time henceforth and for ever --until Miss Anna Gould becomes widow all youngmen are requested to withdraw their particular attentions."

"অর্থাৎ মিস্ আন্না গোল্ড্ সুন্দরী নারীগণ ক্যান্ডালের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা— আমরা উভয়েই ক্যানসাসের লেভেন ওয়ার্থ জেলার লোক, অথ হইতে চিরজন্মের জন্য অথবা যে পর্যাণ্ত মিস্ আন্নাগোল্ড্ বিধবা না হন, সে পর্য্যন্ত যেন কোন যুবক আর তাহার প্রতি যেমন বিশেষ মনোযোগ না দেন।

দুরিয়ে চিকিৎসা।

এক ডাক্তার সহরে কেবল ফিটের চিকিৎসা করেন। ফিট হয়ে যখন রোগী হাত পা খেঁচুতে আরম্ভ করে, তখন এই ডাক্তারের দারি পসার। ডাক্তার এই রোগের অভিজ্ঞ (Specialist) বলে থাকেন। দৈন্য যোগে একদিন পাড়া গাঁয়ে তাঁর এক বন্ধুর বাড়ী গেছলেন সেট পাড়ায় একটা ছেলের বসন্ত হয়েছে, তাই তাদের বাড়ীর সকলে বড় বিব্রত। প্রতিবেশী তাঁর বন্ধু ডাক্তারের সুখ্যাতি করেছেন এবং ছেলের বাপকে জপিয়ে একটা ভিজিটও দেবার বন্দোবস্ত করে --ডাক্তারকে গয়ে গেলেন। ডাক্তার ছেলেকে দেখে ভিজিটের টাকা কয়টা নিয়ে বল্চেন "দেখুন মশায়, এ হচ্ছে বসন্ত পাড়া, এটায় আমার বিশেষ দক্ষতা নাই, তবে যদি দুরিয়ে চিকিৎসে করা যায়, তাহা হলে আনা হতে কিছু হতে পারে।"

ছেলের বাবা। এজ্ঞে দুরিয়ে চিকিৎসে কি রকম?

ডাঃ। এই আমি একটা মিক্চার দিচ্ছি, খেলেই ছেলের হাত পা খেঁচুনি আরম্ভ হবে --তখন আমার চিকিৎসার এগাকায় আসবে এখন। আমি কেবল খেঁচুনির চিকিৎসাই জানি।

ছেলের বাপ। রকে করুন, আর কাজ নাই।

এদেশেও অনেক ডাক্তারেই দুরিয়ে

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য ১০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

চিকিৎসে যে না করেন এমন নয়। যেহেতু রোগী অপেক্ষা টাকার সঙ্গেই ডাক্তারের অধিক সম্বন্ধ।

## Home Industries.

### গার্হস্থ্য-শিল্পশিক্ষা।

#### SOME HOME MADE SOAPS.

##### CARBOLIC SOAP.

##### কার্বলিক সাবান।

Palm Soap	20 pound.
Starch	1 ..
Cristal Carbolic acid	1 oz.
Oil of Lavender	2 oz.
Oil of Cloves	1 oz.

প্রথমে পাম সোপ এবং ষ্টার্চকে সামান্য জলদিয়া অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া লইয়া উভয় দ্রব্যে মিশ্রিত করিয়া ফেল। কার্বলিক অ্যাসিড ক্রিষ্টাল অর্থাৎ দানাদার আকারে বোতলে থাকে। কোন একটা পাত্রে গরম জল দিয়া ঐ বোতলটী তাহার উপর বসাইয়া দিলেই কার্বলিক অ্যাসিড গলিয়া তরল হইবে। সেই দ্রবীভূত কার্বলিক উপরোক্ত দুইটা দ্রব্যের মিশ্রণের সহিত মিশাইয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর লাভেণ্ডার অয়েল ইত্যাদি দিয়া ছাঁচে ঢালিয়া সাবানের আকারে করিয়া লইতে হইবে। উপরোক্ত প্রকারের কার্বলিক সাবান ডাক্তারদের ও সার্জনদের ব্যবহারের উপযোগী হইবে। ইহাতে হাত ধোয়া চলে।

মুখে দেওয়া উচিত নহে। কারণ মুখের কোমল চর্মের প্রদাহ হইতে পারে। যদি পাম সোপ না পাওয়া যায়, ত'হা হইলে চলিত বারসোপকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া গরম জলে বেশ “ক্রিমের” মত করিয়া লইয়া বাকী মসলা মিশাইলেও কার্বলিক সোপ হইতে পারে।

##### PALM SOAP.

##### পাম সাবান।

Palm Oil ( Bleached )	
অর্থাৎ পরিষ্কৃত পাম তৈল	৫০ ভাগ
Se-same Oil ( তিল তৈল )	২০ ভাগ
Tallow ( চর্কি )	৩০ ভাগ
একত্র গলাইয়া লইলেই যে পদার্থ হইবে	
তাহাকে পাম সাবান বলা হয়।	

##### LONDON SOAP POWDER.

##### লন্ডনের সাবান চূর্ণ প্রস্তুত প্রণালী।

Yellow Soap	6 parts.
Soda Crystals	3 ..
Pearl ash	1 ½ part.
Sodium Sulphate	1 ½ ..
Palm Oil ( Bleached )	1 part.

উপরোক্ত সমস্ত দ্রব্য গুলিকে একত্র খলে পিণিয়া মিশ্রিত করিতে হয়, তাহার পর একখানা কাগজে ছড়াইয়া বোতলের উত্তাপে শুক করিতে দিতে হয়, শুক হইলে পুনরায় খলে চূর্ণ করিলেই সাবান চূর্ণ প্রস্তুত হইল। পাম অয়েল দেওয়ায় গন্ধটী একটু ভাল হয়।

##### ( FOR TOILET PURPOSE. )

##### GLYCERIN JELLIES.

##### FOR HANDS.

“The Pharmaceutical Era” gives the following formula.

I. Glycerin (pure)	2 oz
Tragacanth	60 gr
Water	4 oz
Extract of Rose	6 drops.

উপরোক্ত দ্রব্যগুলি ঔষধালয়ে পাওয়া যায়। ইহা হাত ও বাহ লতায় ব্যবহার্য। ইহাদ্বারা হস্ত কোমল ও পরিষ্কার হয়। ইহাকে বলে “মিসারিন জেলী”

##### WAX CANDLE.

##### মোমের বাতি।

মোমকে নরম ও চাপটা করিয়া লইয়া তাহার মধ্যে পল্টে দিয়া একখানা পাথরের উপর গোলাকারে রুলের মত পাকাইয়া লইলেই মোম বাতি হইবে।

অথবা মোমকে গলাইয়া একটা টিনের বা বাঁশের চোংএর মধ্যে পল্টে দিয়া ঢালিয়া দিলে যখন জমিয়া যাঠবে, তখন বাহির করিয়া লইলেই মোম বাতি হইবে।

ভ্রম সংশোধন—Medical শীর্ষক গ্রন্থে Cockroach “Utilised” স্থলে ছাপাখানার দোষে “Utelezed” এইরূপ সাংবাদিক বানান ভুল হইয়া ছাপা হইয়াছে। ত্রুটি ক্ষমা করিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন।

কাঃ সং।

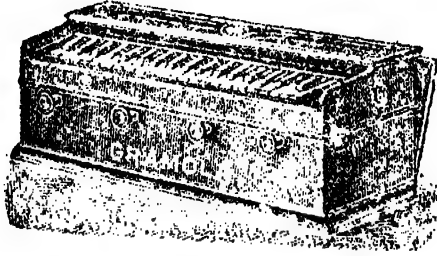
## কাজের লোক আফিস।

### ২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

## ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



৪০ বৎসর পূর্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্বশ্রেষ্ঠ বিখ্যাত হইত। আজও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সহজ খরাপ হয় না। ইহার স্বর অত্যন্ত মধুর। শুণের তুলনায় ইহার স্বর অতি অল্প।

৩ অক্টেভ, একসেট রীড, ৩ বা ৪ ইঞ্চি মূল্য ২৪  
এ দুই সেট রীড, ৪ বা ৫ ইঞ্চি মূল্য ৩৬ ও ৪০  
দক্ষিণাবাহু প্রসীত হারমোনিয়ম শিফা, মূল্য ২০

সঙ্গীতাচার্য্য ত্রীকবিকেশ বিশ্বাস প্রণীত নূতন পুস্তক সরল হারমোনিয়ম শিফা মূল্য ১০

Write for Illustrated Catalogue

**DWARKIN AND SON**  
**No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.**

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

বর্ত্তন গ্রাহক মার্গেট ক্যাডের লোকের মূল্য ২৫। এক মার্গেট মণিক দিলেই ১৯১৭ সালের ৩ মার্চের একখানি "ক্যাডের লোক" হাতে হাতে পাঠিবেন। মার্গেটের ডি পি: ও ডাকমাণ্ডল পত্র পাঠিবেন। মার্গেটের, ক্যাডের লোক।

### EUROPEAN AGENCY.

**WHOLESALE** buyers agencies undertake for all British and Continental goods including Books and Stationery, Boots, Shoes and Leather, Chemicals and Druggists' Sundries, China, Earthenware and Glassware, Cycles, Motor Cars and Accessories, Drapery, Millinery and Hosiery Goods, Fancy Goods and perfumery, Hardware, Machinery and Metals Jewellery, Plate and Watches, Photographs and Optical Goods, Provisions and Oilman's Stores, etc., etc.

Commission 2½% to 5%.

Trade Discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from ££10 upwards.

Consignments of Produce Sold on Account.

**WILLIAM WILSON & SONS**

(Established 1814).

25, Abchurch Lane, London, E.C.

## উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট স্মারক কণা ক্যাডের লোকের—স্বপ্নের আশ্রয় ব্যক্তি দ্বারা স্বর দীক্ষা—বাঞ্ছিত হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটি অরণ্য জমিয়া আগে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অন্যত্র যাইবেন। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুবের জন্য ২ বৎসর গ্যারান্টি দেওয়া হয়।

### গ্রামোফোন ও রেকর্ড

বিবিধ প্রকারের নূতন রেকর্ড ও গ্রামোফোন সর্বদাই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

### গ্রামোফোন মেসামতের কাজ।

মেশিন গাট এবং মেশিন পি: বুকের জন্য ৩০ মূল্য ৩৫ মূল্য অনেক মেশিন মেসামত করিতে পারেন নহি। আমাদের এখানে হারমোনিয়ম ও কলের গানের মেশিন মেসামতের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আপনাদের মেশিন মেসামতের জন্য পাঠান, অল্প সময়ে, সুন্দর মেসামত হইবে।

১৫ টাকার অধিক মূল্যের অর্ডার একই পাইপিলে পোস্টেজ এবং প্যাকিং ফি।

গ্রামোফোন পিন—পতি বায় ১০, আপানী ও ভোমোফোন পিন ১০ বায়। পাইকারী দরের জন্য পত্র লিখুন।

এন্, বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

১, সি, বেকিং স্ট্রিট (মার্কেটাইন বিল্ডিং) কলিকতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

# কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীট নষ্টকরবার ঔষধ

## মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে, ইহা অপ্রত্যক নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মশুরের উকুন, মূলা-বান পশুপক্ষীর গাডকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লন্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-ভবিদ্য মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত “কিটিংস পাউডার” মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর আগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেয়ই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

### সাবধান !

অনেক প্রত্যাক ছারপোকায় ঔষধ বলিয়া ঠকায়, যেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কোটায় কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

### মূল্যাদি।

বড় শিলি ১০/০

মাঝারী ১০/০

ছোট ১০

ডাকমাণ্ডল, ডি: পি: লন্ডন।

কিটিংসের কফ লজেন্জেন্স—সর্বপ্রকার সর্দি কাশীর অমোঘ ঔষধ ৫০/০।

কিটিংসের বন্বন—সর্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৫০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

বোনফিলস লেন, কলিকাতা।

## কে, চৌধুরী—রুম্যাক কালির বড়ী।

বোতল কালী ও কালির পাউডার বাচুন।  
আমরা নানাবিধ অতি উৎকৃষ্ট লিখিবার  
কালি সহরে ও মকমলে বিক্রয় করিতেছি।  
অন্যান্য কালি হইতে আমাদের কালি ভাল  
অবধি মূল্য। আমাদের কালিতে লিখিলে  
কলমে মরিচা ধরে না। কালিও চুপুবিয়া  
যায় না। অক্ষরগুলি উজ্জল ও দৃশ্যে  
বিশিষ্ট হয়। বড়ি কালির একটা বড়িতে  
এক দোরাতে রুম্যাক কালি হয়। ফুলের  
চাক্ষুণ ও সন্ধ্যাধারণ তাহা সাধরে গ্রহণ  
করিতেছেন। ফুলের মস্তার এজেন্ট হইতে  
চাহিলে উপযুক্ত কমিশনে কালির এজেন্সী  
দিয়া থাকি।

কালির বড়ী একশত ১২  
বোতলকালী ১২৫ প্রতি বোতল ১০ ২২৫ ১/০  
এজেন্টগণের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করা  
হয়। সর্বত্র আমাদের কালির এজেন্ট  
১০ অর্ডারনা টিকিটসহ পত্র লিখুন।  
কে, চৌধুরী এণ্ড কোং, হুনাঙ্গর, ব্রিহট।

## প্রত্যেক দূরদর্শীকে



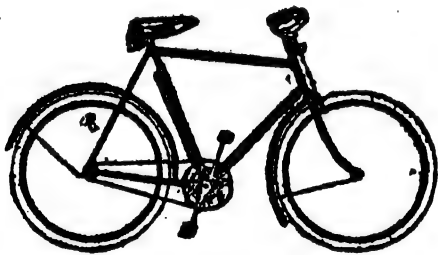
অবশ্যই ডাবিতে হইবে, যে বিত্ত ও বদ না হইলে চিকিৎসাকারী সকল  
হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিত্ত—টাটকা, আমেরিকার এসিড ও  
প্রভৃৎকারক বোয়ারিক টাকেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতিমান  
ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, হার, এম ডি; জে, এন, বোই এম,  
ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষরকুমার দত্ত, এল, এম, এস;  
নিভাইচরণ হালদার এল, এম, এস; কীরোন এসাদ চট্টোপাধ্যায় এল,  
এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি চিকিৎসকগণ  
আমাদের ঔষধের বিত্ততার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন।  
মূল্যে পরসী বাচিত পাবে, কিন্তু রোগী বাচে না—এইটাই হইবে।

আমাদের মালারউচ্চাঃ ১০; ১—১২ প্রতি ড্রাম ১০, ৩০ ড্রাম পর্যন্ত ১০। ইহার কমে জাবায়  
পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কমিউনিস্ট,

৩৩ নং হ্যারিসন রোড, কলেজ স্ট্রিট অংশ, ডাক:—৪৫ নং ডব্লিউসলি স্ট্রিট, কলিকাতা



প্রত্যেক কাছের লোকেরই সাইকেল  
অবশ্যক। বেহেতুক অল্প সময়ে অধিক কাজ  
করার ব্যবহার। কাছেরলোক সাজেই যে  
টাকা সর্বপ্রথম আবশ্যক, ইহা বলাই নিশ্চয়-  
কর। আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল  
উচ্চ সরঞ্জাম সর্বদা পাওয়া যায়। হুই  
পরসার টিকিটসহ, পত্র লিখিলেই সচিৎ  
কাটিং পাঠান যায়।

## স্যাণ্ডোর

## স্পিণ্ড ডাব্লেস



২০৭৭ নী। ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি  
ইত্যাদি খেলার ব্যবহারী জিনিষ মূল্যে নিম্ন-  
লিখিত টিকানার সর্বদা প্রচুর পাইবেম  
মূল্য তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠান যায়।



যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িকা-  
গণের মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিত্ত  
আমোর উপভোগ করিতে চান, তবে একটি  
কলের গান রাখুন, ১২ বাঁদা উৎকৃষ্ট গানসহ  
একটি উৎকৃষ্ট কলের দাম ৬০০ টাকা মাত্র।  
বালাদের প্রাবোকেস আছে, তাঁহারা যদি  
অনুগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের  
নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রচুর  
মাসে নূতন রেকর্ডের তালিকা বৎ মাসের  
তাহাফিক পাঠাইতে পারি।

সোম এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

# স্বাস্থ্য-পুস্তক ।

## বিনামূল্যে বিতরণ ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুঃ কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম বর্থাবধরূপে পালনের উপর নির্ভর নির্ভর করিতেছে এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তৌমাকে দীর্ঘায়ু এক সৌভাগ্য-শালী করিবে ।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক খরচার প্রেরিত হয় ।

## আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা ।

অত্যধিক বা অবৈধ ইচ্ছার সেবনের ফলে জননেত্রিরে যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না কেন উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দোষ ঔষধ । এই বটিকা বহুদোষ ও অনিচ্ছার উৎপত্তি একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয় ।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, যুবক, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ, প্রদর ও রক্তস্রাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজাবিনী করে । সংসার-সুখ-সন্তোষ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বথেষ্ট সহায়তা করে ।

মূল্য ৩২ বটিকার কোটা ১ টাকা ।

## কাসাস্তক

এই বটিকার নাম যেকোন ইহার গুণও সেদ্ধপ । ইহা বক্ষা, কফ, ইপানী, স্রবজ, গলা খুসখুস প্রভৃতি ও কুস-কুসের ও শ্বাস যন্ত্রের অন্তান্ত সর্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ । যখন ইহা কফ, বক্ষা প্রভৃতি রোগের অন্তক বন্ধন, তখন সামান্য সর্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখা বাহ্যিক মাত্র ।

মূল্য ৫০ বটিকার কোটা ১ টাকা ।

## ইপানি নাশন

সকল প্রকার ইপানির ব্রহ্মত্র । যে কোন প্রকারের ইপানিই হউক না কেন, ইহা সেবনে অচিরেই আরোগ্য হইবে ।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা ।

## কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

শাখা ঔষধালয় : — ১২১।১ বড়বাজার, কলিকাতা ।

# টাকা এদেশে খুব সস্তা নয় ! কাজের লোক

তাই একটি পরিসাও অপব্যয় করেন না।

এক ঘোমের হাটার ঔষধ আত্মকাল পাওয়া ত' যায়, কিন্তু দাবধান রোগী অর্ণের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটাই নেমে যাবে, ঠাউরে কিনেন। এতে শরীর শীত ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামকা বা' তা' কেনার খরচও বাঁচে।  
সর্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে



একমাত্র মনোবধ। অন্য অমেক ঔষধ থাকিতে পারে, বাহাতে আরাম হয়, কিন্তু হিংবামের বিশেষত্ব (১) প্রতি মাত্রায় ফল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সস্তা হে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অমৃত পত্র লিখে এই বই খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ২৫০, ছোট (অর্ধেক) ১৫০।

**আর, লগিন এণ্ড কোং—মানুষ্যাক্চারিং কেমিস্ট্‌,**

১৪৮ নং বহুবাজার স্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—“হিং” কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৬১৫, কলিকাতা।

## “কাজের লোকে” বিজ্ঞাপনের হার।

- ১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।
- ২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৮ টাকা ধরা হয়। সং ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার।

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮ টাকা প্রতি মাসে	৭ টাকা প্রতি মাসে	৬ টাকা প্রতি মাসে
২ "	৭ " "	৬ " "	৫ " "
৩ "	৬ " "	৫ " "	৪ " "
১ কলাম	৩ " "	২ " "	২ " "
২ "	১৫ " "	১৫ " "	১৫ " "

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্যাদক্ষ

“কাজের লোক”।

১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রীট, বহুবাজার, কলি কাতা।





## কেশের জন্যই কেশরঞ্জন ।

কারণ—ইহাতে কেশ সুকৃতি, কোমল ও মন্থন হয় । কচা কুল কুণ্ডল  
হয় । কিছু দিন ব্যবহারে কেশের কলিতা বা টাকরোগ আরাম হয় ।

কারণ—চুল তুলিতে গেলে, মাথায় টাক পড়িলে, অকালে চুল পড়িলে,  
চুল বিকৃত ও বিবর্ণ হইলে, কেশরঞ্জন ব্যবহারে এ সব দুঃসংসার দূরীভূত হয় ।

কারণ—ইহা অত্যধিক অধ্যয়ন, অধিক চিন্তা, সর্বাধিক শিরঃপীড়া, মস্তক-  
ঘর্ষণ, প্রভৃতি উপসর্গে অমোঘ প্রতিকারক । ইহার মনোমদ অগন্ধে চিত্তের  
প্রসন্নতা ও মানসিক অবসাদ নিবৃত্তি হয় ।

মূল্য প্রতি শিশি ১৫ এক টাকা মাত্র ; প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল ১/০ হয় আনা ।

৩ তিন শিশি ২৫ টাকা মাত্র ; মাণ্ডলাদি ... ৫০ বার আনা ।

বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায় ।

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পারদ-বিষ সংক্রামিত হইয়া থাকে,—  
পায়ে হাতে ও পায়ে চাকা চাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন,  
তবে আমাদিগকে লিখুন,—আমরা আপনাকে “বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়” পাঠাইয়া দিব । ইহার ব্যবহারে আপনি নির্দোষভাবে ও  
অল্প ব্যয়ে এই ভয়ানক রোগের ভীষণ কবল হইতে পরিজ্ঞান লাভ করিবেন । উপদংশ ও পারদ-বিকৃতিতে বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়  
মন্ত্রশক্তির হায় কার্য্য করে । প্রতি শিশির মূল্য ২৫ দুই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল ৫০ বার আনা ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮১ ও ১২ নং লোয়ার চিকিৎসা রোড, কলিকাতা ।

আপনার

## বাগান এবং শস্যক্ষেত্রের উন্নতির জন্য

### নাইট্রেট অফ সোডা ব্যবহার করুন ।

বিনাভাবে শস্যক্ষেত্রে নাইট্রেট ব্যবহার শিক্ষার জন্য আবেদন করুন এবং নিম্নলিখিত পুস্তক  
সমূহের যে কোন একখানির জন্য আবেদন করুন—বিনামূল্যে এবং বিনা ডাকমাণ্ডলে পাঠান যায় ।

১। Improving the crops for bigger profits (অধিক লাভের জন্য শস্যের  
উন্নতি সাধন ।)

২। Guide to manuring of Field and Garden crops (কৃষিক্ষেত্র এবং  
বাগানের কঙ্গেল সার দিবার প্রণালী শিক্ষা ।)

৩। Experiments on Tobacco (তামাক চাষে নাইট্রেট পরীক্ষা ।)

৪। Prize Essays in the last competition (গত প্রতিযোগিতা পুরস্কার রচনার  
রচনাবলী ।)

৫। Nitrate of soda as a Tea Fertilizer (নাইট্রেট অফ সোডা চাষের উৎকৃষ্ট সার ।)

৬। Improvement of agriculture in India (ভারতে কৃষির উন্নতি ।)

Delegate—

CHILEAN NITRATE COMMITTEE,

1, Royal Exchange Place, CALCUTTA.

ডাইরেক্টর

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটি,

১ নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা ।



१७७ वर्ष,  
११७ म२२ य२२

New Series,  
November 1919.

স্মৃতিসংস্করণ।  
 নভেম্বর ১৯১৯।

Vol. XII.  
No 11



শান্মেট্টো।  
SANMETTO.

শ্রী পুঙ্কণ্ড ও বাসক কলিকাগণের মৃত্যু এবং জননযন্ত্রের অবতীর পীড়া নিবারক  
সর্বশ্রেষ্ঠ বনকারী ঔষধ ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শনৈশেই ব্যবস্থা করেন। যকৃৎপ্লেথ (Kidney and Bladder) যাবতীয় পীড়ার প্রসারকালে ভীষণ যন্ত্রণায় রক্ত নিম্নিত প্রস্রাব বা অনাবিধ প্রাবে শিশু ও বালকগণের শয্যা মুক্তে অত্যধিক ব্যায়িক বায়রিক বা মেহহৃতি যে কোন পীড়ার অকাল বার্কক দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মুহু ও জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে শনৈশেই শক্তি অসাধারণ অভবনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আফিং জাদি কোন নেসার জিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নির্বিঘ্নে ব্যবহার্য। প্রতি গৃহেই শনিমেটো থাক। উচ্চিৎ প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবস্থাপত্র থাকে। মূল্য প্রতি শিনি ৩৮০ সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

आयनाहे शान्तमेट्रोस एंरुमाव अउतुकारक ।

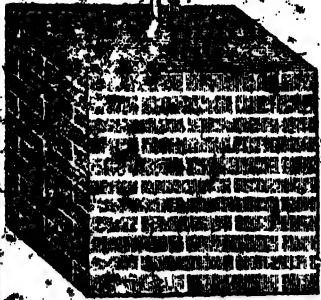
আমাদের নামের লেখন এবং স্বাক্ষর সকল প্যাকেজ উপরে দেখিয়া লইবেন।

অড চেম কোং, ৫২ এবং ৬১ ব্যারো স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক, ইউ. এস. এ।

• OIL CHEM. CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A.

কাজের লোক আদর্শ—২ শ্রী রাজেন্দ্র চন্দ্র সেন, বহুবাহুর, কলিকাতা।

সীলোট চুণ



সীলোট চুণের

গাঁথুনি একধণ্ড কঠিন প্রাপ্তয়ের  
ন্যায় পরিণত হয়।

(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চুণ বস্তা-  
বন্দী করিয়া রেলো কিম্বা টীমারে বুক  
করিয়া দিই।

কিলবরণ এণ্ড কোং,

৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

ডাঃ বাটলিওয়ালার ঔষধ

ভারতের সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়ার একমুখিত  
বর্গ ও রোগ্যপনিক প্রাপ্ত।

বাটলিওয়ালার খনিমুত, ইকল সিঙের  
জনা ১/০।

বাটলিওয়ালার অলকিমোরাম, সর্গপ্রকার  
শিরঃশিখা আঘাতজনিত ও  
বহুগার জন্ম ১/০।

বাটলিওয়ালার টনিক পিল, রক্তাক্ততা এবং  
ইকলতার জন্ম ১৫০।

বাটলিওয়ালার (কলোরোল) কলোরোল এবং  
রক্তমাশের জন্ম ১৫।

বাটলিওয়ালার আসল কুইনাইন টেবলেট  
প্রত্যেক বোতল (১ গ্রেন  
সকরিয়া) ১৫।

ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by  
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.  
Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address :—  
BATLIWALLA, WARLI Bombay

স্ট্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ

এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও

ALETRIS CORDIAL RIO

যাবতীয় স্ত্রীরোগ বধা বাধক, অতিরিক্ত, এবং খেতপ্রদর, জরায়ুর দোষজনিত মৃতবৎস্য লোমাদির অন্তঃসমগ্র  
কণ্ডেয় চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।  
ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্বলকর উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে তৎস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী  
বালিকাগণের ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ  
সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রচারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্যতা দেখিয়া প্রত্যেকগণ আল করিতেছে। জন্মের সময় স্ত্রীদেহের উপর Rio  
Chemical Company, New York City, U. S. A. দ্বিজিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি  
০৫০. আনা মাত্র।

দে: রাইও কেমিক্যাল কোং,  
১৮৭০ সালে স্থাপিত।  
১১ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,  
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

কালের লোক, কলিকাতা।

স্বাস্থ্যের  
সহায়ক।

# জারমলীন

সর্বপ্রকার জ্বরের  
সহায়ক।

মূল্য ১০ আনা, ডজন ৫ টাকা।

জ্বরে বিষয়ে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর হাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্বান আহাৰ স্বাভাবিক।

জারমলীন বিক্রেতাগণের টাকার-টাকা লাভ।

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আর, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

## THE BUSINESSMAN,

2, Rajendra Dutt's Lane, BOWBAZAR, CALCUTTA.

An Ideal Journal of Practical Agriculture, Art, Industry, Medicine, Manufacture, and various Informations.

ANNUL SUBSCRIPTION, Rs 2—8, POST FREE.

For particulars regarding Rates of Advertisements, etc., apply to our London agents Messrs. T. B. Browne, Ltd., 163, Queen Victoria Street, London, E. C ; C. Mitchell & Co., Ltd., 1 & 2, Snow Hill, London, E. C ; Sells, Ltd., 166, Fleet Street, London, E. C.

## হোমিওপ্যাথিক টাইকয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রোগের প্রকৃতি এবং সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা তুল্য প্রকাশিত। মূল ১০ আনা মাত্র।

১৭নং অক্ষর দস্তুর লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্য।

## কমলা মধু।

গ্রীষ্ম দেশীয় কমলা বাগানের মৌচাক হইতে সংগৃহীত খাঁটি কমলা মধু মিনি একবার খাইয়াছেন তিনি জীবনে তাহা ভুলিতে পারেন না। মহারাজা, রাজা, উকীল, ব্যারিষ্টার, জমিদার ও ধনী বড় লোককে আমরা ঐ মধু সরবরাহ করিয়া আসিতেছি। সাধারণতঃ এক পাউণ্ড তিন মধুর মূল্য ১ একটাকা। অর্জমণ কি ততোধিক পরিমাণ একত্রে লইতে চাহিলে পত্র লিখিয়া দর অবগত হউন। অবিলম্বে চাহিলে প্রতি অর্জমণের জন্য অগ্রিম ২০ হুড়ি টাকা পাঠাইতে হইবে। মায় খরচ অবশিষ্ট মূল্য তি-পিতে আদায় করা হইবে।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং  
হুগলি গলি, গ্রীষ্ম,

অতীতীয় সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত ৫৭টি সেট

## “কাজের লোক”

২৭ টাকা স্থলে মাত্র ১২৫০ টাকা।

আমরা কিহ বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

“Kajer-Loke” or Businessman—  
is repleted with useful articles on art and Industry.  
*Indian Empire.*

“Contains interesting articles on trade and  
speculation.”  
*Indian Daily News.*

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an  
excellent trade journal, devoted to useful art and  
manufacture  
*Bengalee.*

“A special and healthy feature of the magazine  
is the serial publication of recipes relating to  
patent medicines and manufacture of articles of  
every day necessity, etc. We heartily wish our  
contemporary all success in his noble endeavours.  
*The Indian Nation.*

“The Businessman” is on the whole an  
excellent monthly and deserves wide circulation.  
The monthly, we presume, will satisfy all alike.”  
*Telegraph.*

“There is none to whom it does not make an  
appeal, no one who would not profit in mind and  
in pocket by reading “Kajerloke.”  
*Gardeners Magazine.*

“কাজের লোকের” বিখ্যাত সমালোচনা আমাদের পক্ষে  
সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই একরূপ সুন্দর, সুশিখিত ও  
আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আন্তোপাত্ত পাঠ না করিলে  
প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকা-  
খানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।” যশোহর।

“সত্য বলিতে কি, একরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা  
বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা  
সর্বাত্মকরূপে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য যেরূপ  
সর্বথা সুসিদ্ধ হয়।” সময়।

“আমরা এই পত্রিকা পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত  
হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধ  
গুলি বেক্স সারগড়, সেইরূপই উপযোগী।” বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী  
বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে ব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহার  
কার্য্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা  
এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পার “কাজের লোক” পাঠে প্রকৃতই  
কাজের লোক হওয়া যায় \* \* \*

দৈনিকচন্দ্রিকা।

“আমরা ‘কাজের লোক’ পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে  
অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা  
করি।”  
খুলনাবাসী।

“কাজের লোক” গ্রন্থ হাজারেই পাঠ করা কর্তব্য।”

মেদিনী-বান্ধব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক  
পত্র বিরল। “কাজের লোক” পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রযুক্তি  
জ্ঞান, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে।  
পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গ্রন্থ এবং উপাধীন  
“বেকারের” বন্ধু। \* \* \* বিজ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মাসা কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য  
শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন  
করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়ো-  
জনীয় জ্ঞান প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি, অবশ্য  
জাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালার এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর  
নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা “হিতবাদী”, “বঙ্গ-  
বাসী”, “বঙ্গবন্ধু”, এবং অন্যান্য সংবাদপত্র তৃণোদী  
প্রাণসা করিয়াছেন, হাজার বিঘা, কল্যাণভাণ্ডার সকলগুলি  
দিতে পারিলেন না।



## অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং রত্নবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

### এলোপ্যাথিক বিভাগ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেণ্ট ঔষধ, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি, খুণিক্রিয়া ইত্যাদি আমদানী করাইয়া দখলমূল্যে বিক্রয় করি। মফঃস্বলের অভ্যন্তরীণ মাল অতি সস্তরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

### হোমিওপ্যাথিক বিভাগ।

(অসম্মান নহে) বিখ্যাত আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম/৫ ও /১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাস্তব ঔষধ কোটা ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০ ও ১০০। সুগার গ্লোবিউন পিল, কর্ক ইত্যাদিও মূল্যে। মফঃস্বলের মাল অতি সস্তরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



## ঘোষ এণ্ড সন্স, জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চসমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬১ নং রত্নবাজার স্ট্রীট, হেড্‌ অফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হ্যাংরিসন রোড।

শিনি সোনার প্রস্তুত চিকরী, চেন, পার্শী ও ইহনী মুকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর কন্যা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যৌতুকাদি দিব্যর মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বল্লভ মাতরম" "সুখে থাক ইত্যাদি লেখা ব্রেচি প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রূক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চসমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

## দেশীয় ছাপার কালী

### ব্যবহার করুন।

সমস্ত সংবাদপত্রে ভূরসী প্রকাশিত পোষ্টকার্ড লিখিলেই আমাদের প্রতিনিধি বাইরা নমুনা দিওয়াইয়া আসিবেন। অল্পই লিখুন।

মেঃ দাস ও সন্স,

ইন্ড গ্যাম্বল্যাচায়াস,

৩৩ নং চক্ৰভাঙ্গা রোড, কলিকাতা

## অতি সুলভে ছাপার কাজ।

- ১। ব্লক খোদাই, ইলেক্ট্রো ব্লক, জিক্স, হাগটোন ব্লক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ২। সকল সকম ছাপার কাজ, চেক দাখিলা, পুস্তক, মেটার হেডিং, খ্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্লাকার্ড, প্রভৃতি অতি সস্তরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।
- ৩। বিবাহের অতি সুন্দর খ্রীতি উপহার মার কবিতা পর্যায়ক্রমে প্রস্তুত করিয়া দিই। কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিঃতে আদায় হয়।

ম্যানেজার

"কাজের লোক"

১৭ নং অক্ষর দত্তের লেন, কলিকাতা।

১৯০০ হইতে ১৯০১ সাল

## কাজের লোক।

অপূর্ব সুযোগ—২৭ টাকারস্থলে ১২৪০ লাড়ে বার টাকার বিক্রয় হইতেছে। যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও চেষ্টা হয় তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে। ১০ এক আনার ডাক চিকিৎসা পাঠাইলে এই বিশাল গ্রন্থাবলীর সুচীপত্র পাঠান যায়, সুচীপত্র পাইলে না লইয়া থাকা নিষিদ্ধ লোকেরাও একবারেই অসম্ভব। পত্র লিখুন।

ম্যানেজার "কাজের লোক"

১৭ নং আর্মস্ট্রং স্ট্রীট, বহুবাজার কলিকাতা।

## শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং ইকনমিক ফার্মেসী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়,

হেড অফিস—৮৪ নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—১৩২ নং বহুবাজার স্ট্রীট, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ৩১২ নং রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ঢাকা ও সুমিরা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব শিশিতে ড্রাম /১০ ও /১৫ পরস।

কমের ও গৃহচিকিৎসার বাক্স, ফোঁটা-কেলা যন্ত্র ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি বাক্সেরে ২১০, ৩৮০, ৪৮০, ৬১০ ও ১২৪০ টাকা। ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, গ্লোবিউলস, পিলিউলস ইত্যাদিও মূল্যে।

- ১। পারিবারিক চিকিৎসা—১০ম সংস্করণ; সচিত্র পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১৫০।
- ২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাঁধান মূল্য ৫০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকারী।
- ৩। ওলাউঠাত্ত্ব ও চিকিৎসা—প্র্যাকটিস ও মেটরিয়াল-মেডিকা; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৫০ আনা।
- ৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ; মূল্য ১০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকারী।
- ৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও ফার্মাকোপিয়া; ৪র্থ সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১১০ টাকা।
- ৬। ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—স্বরূপ মেটরিয়াল-মেডিকা, ২য় সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৭৪০ টাকা।
- ৭। অনুনেস্ট্রিয়ের পীড়া (উপদেশ প্রমেহ প্রকৃতি রক্তজরোগ সম্বলিত)—মূল্য ১০ আনা।
- ৮। বাবসারী—ঔষুত মহেচ্ছ ভট্টাচার্য্য প্রণীত; ৩য় সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৫০ আনা।

আমাদের এমোপ্যাথিক স্টোর—১০ নং বনফিল্ড স্ট্রীট, কলিকাতা।

বিস্তারিত ঔষধাদি বিলম্ব হইতে এক্ষণিক আমদানী; মূল্য বখাসমত মূল্য, অতি তৎপরতাসহ প্রত্যাশি সরবরাহ।



কাজের লোক, কলিকাতা।

## ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



১০ বৎসর পূর্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত। আজিও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সর্বত্র খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহার স্বর অত্যন্ত সুন্দর। শুধু তাই নয়, ইহার মূল্য অতি অল্প।

০ অক্টেভ, একসেট রীড, ০ বা ০ টন মূল্য ২০/-  
১ দুই সেট রীড, ০ বা ০ টন মূল্য ৩০/- ০ ১০/-  
দক্ষিণাবাহু প্রাপ্ত হারমোনিয়ম শিল্প, মূল্য ২৫/-

কলিকাতাধী প্রত্নবিশেষ বিখ্যাত প্রাপ্ত নতুন পুস্তক সরল হারমোনিয়ম শিল্প মূল্য ১/-

Write for Illustrated Catalogue.

**DWARKIN AND SON**  
**No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.**

নতুন গ্রাহকের সুযোগ।

নতুন গ্রাহক যাহারাই কাজের লোকের মূল্য ২১০/- প্রত্যেক মাস ১০/- অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩/- মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। মকঃমলে ভিঃ পিঃ ও ডাকমাওল নতুন লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

### EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery, Boots, Shoes and Leather, Chemicals and Druggists' Sundries, China, Earthenware and Glassware, Cycles, Motor Cars and Accessories, Drapery, Millinery and piece Goods, Fancy Goods and perfumery, Hardware, Machinery and Metals, Jewellery, Plate and Watches, Photographs and Optical Goods, Provisions and Oilmen's Stores, etc., etc.

Commission 2½% to 5%.

Trade Discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from £10 upwards.

Consignments of Produce sold on Account.

**WILLIAM WILSON & SONS**

(Established 1814),

26, Abchurch Lane, London, E.C.

### উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন্ করা কার্টের প্রস্তুত—সুন্দর অতিশয় ব্যক্তি যারা সুর বাঁজা—বাজায় হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটি স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অন্যত্র যাইবেন। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুরের জন্য ২ বৎসর পর্যাতি দেওয়া হয়।

#### গ্রামোফোন ও রেকর্ড

বিবিধ প্রকারের নতুন রেকর্ড ও গ্রামোফোন সর্বদাই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

#### গ্রামোফোন মেসামতের কাজ।

মেশিন পার্ট এবং মেনু প্রিং যুদ্ধের জন্য হুর্দ্বা হওয়ার অনেকে মেশিন মেসামত করিতে পারেন নাই। আমাদের এখানে হারমোনিয়ম ও কলের গানের মেশিন মেসামতের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আপনার মেশিন মেসামতের জন্য পার্টনি, অল্প সময়ে, সুলভে মেসামত হইবে।

১৫/- টাকার অধিক মূল্যের রেকর্ড একত্রে পাঠাইলে পোষ্টেজ এবং প্যাকিং ফ্রি।

গ্রামোফোন শিল্প—প্রতি বছর ১০/-, আপানী ও গ্রামোফোন শিল্প ১০/- বাস্তব। পাইকারী যেরূপ অন্য পত্র লিখুন।

এন্, বি, সেন এন্ড সন্স,

১, নি, থেটিক ট্রাট (নর্দেকাইল বিল্ডিং) কলিকাতা।

## KEATING'S INSECT POWDER.

# কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীট নষ্টকরবার ঔষধ

### মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, নিষ্কান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে। ইহা অপ্রত্যাক্ষ নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূল্যবান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লওনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত “কিটিংস পাউডার” মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা অস্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

### সাবধান।

অনেক প্রতারক ছারপোকার ঔষধ বলিয়া ঠকায়, যেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কোটায় কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

### মূল্যাদি।

ষড় শিশি ১০/০

মাঝারী ১০/০

ছোট ১০

ডাকমাণ্ডল, ভিঃ পিঃ হস্তা।

কিটিংসের কফ লজেন্ডেস—সর্বপ্রকার সর্দি কাশীর অমোঘ ঔষধ ৫০/০।

কিটিংসের বনুবন—সর্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৫০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

বোন্‌ফিলস্‌ লেন, কলিকাতা।

**কে, চৌধুরী—রুম্মাক কালীর বড়ী।**

বোতল কালী ও কালির পাউডার বা চূর্ণ।

আমরা নানাবিধ অতি উৎকৃষ্ট লিখবার কালি সহরে ও মফস্বলে বিক্রয় করিতেছি। অন্যান্য কালি হইতে আমাদের কালি ভাল অথচ সুলভ। আমাদের কালিতে লিখিলে কলমে মরিচা ধরে না। কাগজ চূর্ণবিচূর্ণ বাহ্য না। অক্ষরগুলি উজ্জ্বল ও স্থায়ী রং বিশিষ্ট হয়। বড়ি কালির একটা বড়িতে এক দোয়াত সুর্য্যাক কালি হয়। স্কুলের ছাত্রগণ ও সর্বসাধারণ তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেছেন। স্কুলের মাস্টার এজেন্ট হইতে চাহিলে উপযুক্ত কমিশনে কালির এজেন্সী দিয়া থাকি।

কালির বড়ী একশত ১২

বোতল কালী ১২২ প্রতি বোতল ৮০ ২২২ ৮০

এজেন্টগণের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করা হয়। সর্বত্র আমাদের কালির এজেন্ট ১০ অর্ডারনা টিকিটসহ পত্র লিখুন।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং, সুনামগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

**প্রত্যেক দূরদর্শীকে**



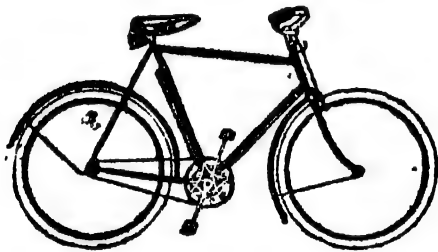
অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিত্তহীন ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সকল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিত্তহীন—টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ালিক টাকেলের নিকট স্টোতে আনীত। খ্যাতিমান ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, বায়, এম ডি; জে, এন, বোয়ালিক এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার বসু, এল, এম, এস; নিতাইচরণ হাসান এল, এম, এস; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি অচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিত্তহীনতা অনুভব করিয়া আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। সুলভে পরমা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই কথা।

আমাদের মাগারটিংচার ৮০ : ১—১২ প্রতি ড্রাম ১০, ৩০ গ্রাম পর্য্যন্ত ৮০। ইহার কমে ক্রয় করা যায় না। সুল্যতা লিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিস্টস,

৮০ নং হ্যারিসন রোড, কলেজ স্ট্রীট সংলগ্ন, ড্রাক—৪৫ নং ওয়েলসলি স্ট্রীট, কলিকাতা।



প্রত্যেক কাঁজের লোকেরই সাইকেল আবশ্যক। যেরূপকাল অল্প সময়ে অধিক কাজ করার ব্যবস্থা। কাঁজেরলোক সাইকেলই যে চৈতন্য সর্বপ্রথম আবশ্যক, ইহা বলাট নিস্ত্রেণ-ভয়। আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল উচ্চতর সর্বস্বত্ব সর্বদা পাওয়া যায়। চাই লক্ষসহ টিকিটসহ, পত্র লিখিলেই সচিহ্ন ক্যাটালগ পাঠান যায়।

**স্যাণ্ডোর**

**স্পিৎ ডাব্বেল**



১০০০ নং। ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলার যাবতীয় জিনিষ সুলভে নিম্ন-লিখিত ঠিকানায় সর্বদা প্রচুর পাইবেন। সুল্যতা লিকা পত্র লিখিলেই পাঠান যায়।



যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িকা-দ্বিগের মননগ্ৰস্তকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিত্তহীন আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একটা কলের গান রাখুন, ১২ খানা উৎকৃষ্ট গানসহ একটা উৎকৃষ্ট কলের দাম ৬০০ টাকা মাত্র। গানদেহ প্রামোদন আছে, তাহারই যদি অনুরাগ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রস্তুত থাকি। যাহা নতুন রেকডের তালিকা বৎসরকাল তাহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

# স্বাস্থ্য-পুস্তক ।

## বিনামূল্যে বিতরণ ।

স্বাস্থ্য এক দীর্ঘায়ুঃ কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম বধ্যাযথরূপে পালনের উপর নিষ্ঠার নির্ভর করিতেছে এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্য-শালী করিবে ।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক ধরচার প্রেরিত হয় ।

## আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা ।

অত্যধিক বা অধৈর্য ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে জননেদ্রিয়ের যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না কেন, উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দোষ ঔষধ । এই বটিকা বঙ্গদোষ ও অনিচ্ছার তরুণাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয় ।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, সুপ্তি, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রেমের, প্রেয়স ও রক্তস্রাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজস্বিনী করে । সংসার-মুখ-সন্তোষ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ যথেষ্ট সহায়তা করে ।

মূল্য ৩২ বটিকার কোটা ১০ টাকা ।

## কাসান্তক

এই বটিকার নাম বেরুপ ইহার গুণগু সের্বণ । ইহা বক্ষা, কফ, হাঁপানী, ঘরভজ, পসু বৃন্দগু প্রকৃতি ও কুস-মূসের ও বাস যন্ত্রের অন্তান্ত সর্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ । যখন ইহা কফ, বক্ষা প্রকৃতি রোগের অন্তক গ্রহণ, তখন সামান্য সর্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখা বাহ্য মাত্র ।

মূল্য ৫০ বটিকার কোটা ১০ টাকা ।

## হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির প্রস্রাব । যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেখানে অচিরেই আরোগ্য হইবে ।

মূল্য ১ শিশি ১০ টাকা ।

## কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

শাখা ঔষধালয় :—১২১১ বড়বাজার, কলিকাতা ।

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

## কাজের লোক ।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গাহস্থ্য মাসিকপত্র ।

Edited by S. P. Chatterjee.

১৩শ বর্ষ ।	New Series.	নব পর্য্যায় ।	Vol. XIII.
১১ম সংখ্যা ।	November, 1919.	* নভেম্বর, ১৯১৯ ।	No. 11.

পূজার অবকাশের পর আমাদের প্রিয় পাঠক, পৃষ্ঠপোষক, সহযোগী এবং বিজ্ঞাপন-দাতাগণ আমাদের বিজয়ার সাদব সম্ভাষণ এবং অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আশা করি সকলে কুশলে আছেন।

সমস্ত দয় কঠোর পরিশ্রমের পর আমরা সকলেই আশা করি যে, পূজার কয়েক দিন শান্তিস্থ উপভোগ করিব। কলিকাতার কোলাহলময় কর্মস্থল হইতে কয়েক দিনের জন্য পল্লীগামে যাওয়া বিশ্রাম লাভে সমর্থ হইব। কিন্তু বিধি বাঙ্গালার প্রতি যেন নিতান্ত বিরূপ। পল্লীগাম যমালয়ে পরিণত হইয়াছে, ম্যালেরিয়ার কল্যাণে ঘরে ঘরে হাঁসপা গ্রন্থ, সূচিকিংসক নাই, স্থাণ্ডও নাই, সদৃশ — প্রকৃত আশ্রয় নাই, অনাথ পল্লীবাসী নিরবে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, বাঙ্গালার পল্লীগাম গুলি বাসস্থান

অশানে পরিণত হইতে আর বড় বিলম্ব নাই। হায় হায়! ইহার প্রতিবিধানের কি কোন উপায়ই কেহ করিতে পারিলেন না। রাজদ্বারে জানাহাও কোন প্রতিকার হয় না, পরা স্বাস্থ্যের উন্নতি করলে কেবল আড়ম্বলপূর্ণ গবেষণাই স্ত্রীতে পাই কিন্তু কার্য্যকরী কোন প্রকৃত উপায়ের অনুষ্ঠানও এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম নাই।

পূর্ববঙ্গ ভাষায় বড় বৃষ্টিতে সঙ্কটাপন্ন হইল। পশ্চিমবঙ্গে জলাভায়ে প্রবৃত্ত মাছ শুক হইয়া গেল। তাহাব উপর জম্মুলার জন্ত অবস্থা পর লোকেবট পান ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছে, দরিদ্রের ভো কথাই নাই।

বোম্বের চিকিৎসা হয় না, ঘরে অন্নভাব। বঙ্গ শব্দট আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে, পূজার পর সামান্য একটু দর নামিলেও পূজার

পর হইতে বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রকোপে লোকে কঙ্কালসার হইয়া উঠিয়াছে। এ সকল অভিরঞ্জিত নহে, কর্তৃপক্ষও চক্ষু মিলিলেই এসকল তথ্য দেখিতে পাবেন এবং দেখিতেছেন, কিন্তু এদেশের জীবনকে এত উপেক্ষিত দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইতে পাবেন কিয়দূর? আমাদের কাঁচর ক্রন্দনে সমাজতন্ত্রের জন্ত বৃষ্টি এত সমগ্র পুণিবীতেও কেহ নাই।

জাগরিত হও, দেশবাসী! আর পরমুখ্য-পেক্ষা হইও না, স্ববংশে নাজও না। তোমা-দেব কেহ নাই, নিজের দাঁড়িবার উপায় নিজেরা কর, গ্রামে গ্রামে দ্বারা কমিটি গঠিত কর, গ্রামা বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া, মানলা মোকদ্দমা ভূমিমা — গ্রামা স্বাস্থ্যের উন্নতি কর। বন্ধপরিচর হও — গ্রামা পচা ডোবা বাঁধন জঙ্গলের মায়া পরি ত্যাগ কর, জল নিকাশের পস্থা

আর ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা লইব না।

কর, জেলা বোর্ডের সাহায্যের আশায় বসিয়া থাকিও না, তাহা হইলে অকাল মৃত্যুতে গ্রামগুলি শ্মশান হইয়া উঠিবে।

স্বায়ত্ব শাসন ইত্যাদি দেখিতে শুনিতে বেশই আছে। কিন্তু তথায় পল্লী দুঃখ মোচনের উপায় নাই। উপায় নিজেদের হাতে, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগে, যদি সেই ত্যাগ স্বীকার করিয়া অচিরাতঃ সংস্কারে প্রবৃত্ত না হও, তবে সমগ্র বাঙ্গালা দেশের ধ্বংসের আর বড় বিলম্ব নাই।

পল্লীবাসী জলকর ও পথকর দেয়, তাহাদের রাস্তা নাই, এক হাঁটু কর্দম ঠেলিয়া তাহাদের চলাফেরা করিতে হয়, চৌকিদারী ট্যাক্স দেয়, ক্রমেই সে হার বাড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু গ্রামে চৌকিদার নাই, কোথাও যা'হ একজন স্থানে আছে, তাহার থানার কার্যে, আমরা প্রেসিডেন্সি পঞ্চায়ত-গণের কার্যে নিয়োজিত থাকে, এদিকে দম্য তন্ত্রের ভয়ে সারাবাত্রি লোকের নিদ্রা নাই। আবেদন নিবেদনেও কোন প্রতীকার হয় না। বাস্তবিক কি স্মৃতেই আমরা আছি?

পল্লী ধ্বংস হইয়া যাইলে বিদেশের এবং স্বদেশের ব্যবসায় বাণিজ্য লোপ পড়িবে, রাজ-কর কমিবে, দেশটা মরুভূমি হইয়া পড়িবে। এ সকল চিন্তা করিয়া দেখিবার সহরবাসী ধনী এবং রাজ কর্তৃপক্ষগণের অবসর হইয়া উঠে না। পল্লীবাসী নিতান্ত নিরীহ, নিরক্ষর। তাহার রাজভক্ত, লেখালেখি বক্তৃতা আন্দোলন আলোচনা করিতে জানে না বলিয়া সেই অপরাধে কি এত উপেক্ষিত হইয়া মরিতে বাধ্য?

তাই বলিতেছিলাম প্রতিকার নিজেদের হাতে লইতে হইবে। স্বার্থ ত্যাগ করিয়া পরস্পর মনোমালিঞ্জ ঘুচাইয়া, পরস্পর একতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া নিজের গ্রামের কল্যাণ সাধনে বদ্ধ পরিকর হইতে হইবে।

স্বাস্থ্য নীতিতে অনভিজ্ঞতাই বিশেষ ভাবে এই অনর্থের জন্ম দায়ী। আমরা বাঁচিতে থাকিতে জানি না। বাসস্থানের নিকট আত্মকুড় রাখিয়া, মল মুত্র ত্যাগে আর্থ্য নীতির অমুসরণ না করিয়া বাসস্থানের অতি নিকটে মল মুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া, পানীয় জল নষ্ট করি। ধর্মজ্ঞান লোপ পাইয়াছে, পাপ পুণ্যের বিচার নাই। সামান্য দুই হাত নরদমা দখল জন্ত ঘোরতর মামলা মোকদ্দমা করিয়া অর্থনাশ করিয়া মনস্তাপে হৃদয়স্থায়ী অর্জুজ্বলিত হইয়া পলে পলে জীবনী শক্তি হারাইতেছি। অলস অকর্মণ্য বিলাসী হইয়া দুটা শাক বেগুন ফল মূল রোপণ করিতেও কুণ্ঠিত, অথচ চারি আনা সের বেগুন, পয়সায় ১টা মূলার জন্ত হা প্রত্যাশায় বসিয়া থাকি! এ সকলের প্রতিবিধান কি আমাদের নিজের হাতে নহে? আমরা সংকীর্ণ চেতা হইয়া অতি তুচ্ছ বিষয় লইয়া বিষয় ভোগের বাসনা করি এবং তৎকাল সর্বস্ব পণ করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি। কিন্তু স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত এক পাইও স্বৈচ্ছায় ব্যয় করিতে অগ্রসর হই কি? যাহারা এত নিরক্ষর, এত অসার, এত সংকীর্ণ, তাহাদের কক্ষফল এইরূপই না হইয়া যায় কোথা? শুদ্ধ কর্তৃপক্ষেরই তো দোষ নহে। তাই বলি জাগরিত হও, মোহনিদ্রা পরিত্যাগ কর। চক্ষু মিলিয়া দেখ আমরা জন্মভূমি সোণার বাঙ্গালাকে শ্মশানে পরিণত করিতে বসিয়াছি বাঙ্গালী তোমার শিক্ষা নাই, কৃষির অবস্থা শোচনীয়, তুমি বিলাসী অপব্যয়ী, অতি

সংকীর্ণচেতা—একবার চিন্তা করিয়া দেখিবে কি, কেন তুমি উপেক্ষিত, জগতে নগণ্য ও প্রকৃত পরাধীন?

## Notes of Interest.

### আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ।

৫০ বৎসরের চালের চর।—

৫০ বৎসরের চালের দর।—	
পুরাকালের কথা বলিব না, গত ৫০ বৎসর চালের দর কিরূপ ছিল এবং ক্রমে কিরূপ বাড়িয়াছে, তাহা নিম্ন তালিকায় দেখুন.....	
ইং ১৮৭০ সালে, প্রতি মণ ১১।০ হইতে ৩৮।০	১৮৮০ " " " ২৮ " ৫৮
১৮৮০ " " " ২১।০ " ৬৮	১৯০০ " " " ৩৮ " ৭৮
১৯১০ " " " ৪১।০ " ৮৮	১৯১৯ " " " ৭১।০ " ১২৮।
এ দরিদ্র দেশ কেমন করিয়া আর বাঁচে?	

### ইংলণ্ডে ব্যবসায়ের ধুম।—

ইংলণ্ডে ব্যবসায়ের ধুম—ইহা শুনিলে আশ্চর্য হইতে হয়। সন্ধিপত্র স্বাক্ষরের পর যে দিন অবাধ বাণিজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জন্মান্বী প্রভৃতি শত্রুদেশ সকলের সহিত বাণিজ্য ও ডাকঘরের সংযোগ পুনঃ স্থাপিত হয়, তাহার দুই দিন মধ্যে ইংলণ্ড হইতে ৬৫ কোটি বিজ্ঞাপন মূল্যতালিকা প্রভৃতি ডাকঘর দিয়া যাত্রা করিয়াছে। লণ্ডন নগরের রাস্তায় রাস্তায় ৬০ হাজার বিজ্ঞাপনের প্রাকার্ড মারা হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত এরিও-নেন দ্বারা আকাশ হইতে কোটা কোটা বিজ্ঞাপন ইংলণ্ডের সর্বত্র বিতরিত হইয়াছিল। যেন সকল ব্যবসায়ী প্রস্তুত হইয়া ঐ দিনের জন্ত মুখিয়া বসিয়াছিল। জন্মান্বীতেও ঐরূপ

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

হইয়াছিল, ঐ দিনে তথা হইতে ডাকযোগে প্রেরিত বিজ্ঞাপন আমাদের হস্তগত হইয়াছে, ভারতে ঐরূপ ব্যবসায়ের উদ্যোগের লক্ষণ বিন্দু মাত্র চক্ষে পড়ে না। (সময়)

## ভবিষ্যৎ বাণী।

—:—:—

আমাদের এ পৃথিবীর পক্ষে এমন ভয়ঙ্কর কথা পূর্বে কখন শুনা যায় নাই। এ ভবিষ্য-বাণী করিয়াছেন, আমাদের দেশের গণনাগীত গণক বা জ্যোতিষী নহে, প্রসিদ্ধ বিখ্যাত প্রকৃত জ্যোতিষ শাস্ত্রকার ও গণনাকারক প্রোফেসর আলবার্ট পোটা। তিনি ইংলণ্ডের বিখ্যাত পীপল নামক সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মন্ত্য নিম্নে দিলাম।

স্বর্গমণ্ডলে যখনই কোন কলঙ্ক দৃষ্ট হয়, তখনই পৃথিবীতে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি কোন প্রকৃতি-বিপর্যায় হয়। এই কলঙ্ক চিহ্ন মহা শক্তিশালী সূর্যহং দূরবীক্ষণের সাহায্য বিনা শুধু চক্ষে দেখা যায় না। কিন্তু আগামী ১৭ই ডিসেম্বর বাৎ ১লা পৌষ এত বড় কলঙ্কের উদয় হইবে যে, তাহা সকলে শুধু চক্ষে দেখিতে পাইবে, সুতরাং তাহার কল ও তদনুরূপ হইবে, অর্থাৎ এমন ভীষণ কাণ্ড হইবে যে, মনুষ্য জাতির সৃষ্টিকাল হইতে সেক্ষণ কখন হয় নাই। সম্ভবতঃ ভীষণ ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত ও ভূমিকম্পে পৃথিবী যেন ওলটপালট হইবে।

সূর্যের অভ্যন্তর হইতে কোন কারণে বাষ্প বাহির হইলে তাহা মেঘের তায় স্বর্গ মণ্ডলের এক অংশকে আমাদের দৃষ্টি হইতে আবৃত করে, এবং ইহাই কলঙ্ক বলিয়া কথিত হয়। এই বাষ্প স্বর্গমণ্ডলের লক্ষ লক্ষ মাইল ব্যাপী হইলেও মহা দূরত্বের জন্য আমাদের

চক্ষে বিন্দুবৎ প্রতীয়মান হয়। ঐ বাষ্পের সহিত যে চৌম্বক ও বৈদ্যুতিক শক্তি থাকে, তাহার প্রভাব সমগ্র সৌরজগতে বিস্তৃত হয়, এবং তাহাতে পৃথিবীতে ভীষণ বৃষ্টি প্রভৃতি প্রকৃতি বিপ্লব উৎপন্ন হয়।

সূর্য ও গ্রহগণ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে, এবং তাহার ফলে সকলেই আপন আপন নির্দিষ্ট চক্রে পরিভ্রমণ করে। দুইটা গ্রহ আপন আপন চক্রে ভ্রমণ-স্থলে কখন সূর্য হইতে সমান্তরপাতে পড়িলে উভয়েরই মিলিত আকর্ষণ শক্তি সূর্যের উপর পড়ে এবং তাহার ফলে স্বর্গমণ্ডলে উপরি-বর্ণিত ব্যস্পোদগম হয়, অর্থাৎ কলঙ্ক চিহ্ন দৃষ্ট হয়। দুইটা গ্রহ একত্র হইলেই এই কাণ্ড হয়, সে স্থলে উপরোক্ত প্রোফেসর পোটা গণনা করিয়া বলিয়াছেন, আগামী ১৭ই ডিসেম্বর ছয়টা গ্রহ তাহাদের আপন আপন চক্রে সূর্যের প্রায় সমান্তরপাতে (২৬ ডিগ্রী বা ৩৬০ ভাগের ২৬ ভাগ মাত্র পরস্পর দূর-ত্বের মধ্যে) পড়িবে। এই গ্রহগুলির নাম বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতির শনি ও নেপচুন। দুইটা মাত্র গ্রহের মিলনে যখন পৃথিবীতে উৎপাত হয়, তখন ছয়টা গ্রহের মিলনে যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার হইবে, তাহা প্রোফেসর মহা-শয় সকলকে ভাবিতে বলিয়াছেন। ঐ ছয়টা গ্রহের ঠিক বিপরীতে সূর্যের অপর দিকে সূর্যহং গ্রহ ইউরেনাস সেই সময়ে থাকিবে, সুতরাং দুই দিকের আকর্ষণে স্বর্গমণ্ডলের নধ্য ভাগ যেন বড়বার আঘাতে বিদীর্ণ হইবে। আমাদের পৃথিবী ঐ লাঠিনে থাকিবে না, প্রায় ৯০ ডিগ্রী দূরে থাকিবে। কিন্তু সাতটা গ্রহের কার্য হেতু স্বর্গমণ্ডলে যে অভূতপূর্ব ব্যস্পোদগম হইবে, তাহার পূর্ণ ভয়ঙ্কর ফল পৃথিবীকে ভুগিতে হইবে। ৭টা গ্রহের একরূপ অবস্থান কখন পূর্বে হয় নাই।

প্রোফেসর বলেন কি যে ব্যাপার হইবে,

তাহা আমার জ্ঞান বলিতে পারে না, তবে এই মাত্র বলি যে, আগামী ১৭ই হইতে ২০এ ডিসেম্বর তিন দিন ভীষণ ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত ও ভূমিকম্প পৃথিবীকে তোলপাড় করিবে এবং সে আঘাতের পরিণাম বহু দিন থাকিবে। সকলে ১৭ই হইতে ২০এ ডিসেম্বর অর্থাৎ আগামী পৌষ মাসের প্রথম ৪ দিন মনে রাখুন। সম্ভবতঃ অনেক রাজ্য দেশ নগর একেবারে উৎসন্ন হইয়া যাইবে।

এদেশের জ্যোতিষীদের

## সৌরমণ্ডলে গভীর-গম্বীর

নগ্ন-নয়নে-পরিদৃষ্টি।

—:—:—

এই সেদিন ‘সংবাদপত্রে’ “পৃথিবীর প্রলয় শঙ্কা” শীর্ষক প্রবন্ধ পড়িবার পর হইতেই আমি প্রত্যহ প্রত্যুষে ছাদে উঠিয়া উদীয়মান সূর্যকে নয়-চক্ষে বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছি। অধ্য (১লা নবেম্বর শনিবার) প্রাতঃ ৫টা ৪ মিনিটের সময় ছাদে যাইয়া সূর্যোদয়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ঠিক ৬টার সময় জ্বাক্ষুদুমসঙ্কাশ প্রভাকর নয়ন-পথে পতিত হইলে দেখিলাম উহার ঠিক কেন্দ্র হইতে একটু উত্তর পূর্বাধিক এক প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্ক; উহার আকার কতকটা আমাদের সিংহল দ্বীপের তায়। নয়ন-নয়নে ৬টা ৩৫ মিনিট পর্যন্ত উক্ত চিহ্ন স্পষ্ট পরিদৃষ্ট হইল। ১৬ই ডিসেম্বর আসিবার বচপূর্বেই প্রোফেসর এলবার্ট-পোটা বিবৃত সৌর মণ্ডলের মহাকলঙ্ক পরিদৃষ্ট হইতেছে। বোধ হয়, উক্ত তারিখ হইতে এই গম্বীর চিহ্ন সারাদিনমান ধরিয়। নয়ন-চক্ষে দেখা যাইবে। কোতুহলাক্রান্ত মহোদয়গণ প্রত্যুষে উঠিয়া স্বচক্ষে এই কলঙ্ক

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।



পরিদর্শন করিয়া জ্যোতির্বিদ্যার (astro-nomyর) সত্যতা দৃঢ়রূপে করিতে পারেন।

এ, এল, এম, এস দসর, বি এ,  
৬৭নং বৈঠকখানা, কলিকাতা।

### প্রলয়ে ভয় নাই।

প্রফেসর আলবার্ট পোটা মহোদয় লণ্ডনের “পীপল” নামক সংবাদপত্রে মহাপ্রলয়ের কথায় সাধারণে অত্যন্ত আশঙ্কিত হইয়াছেন; আমরা হিন্দু ও পাশ্চাত্যমতে গণনা করিয়া দেখিয়াছি, ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে উক্ত মহোদয়ের উল্লিখিত ৭টি গ্রহের একত্র সমাবেশ কোন কারণেই হইতে পারে না। একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষির এরূপ ভয় হওয়া অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। পৃথিবীর কোন কোন স্থানে সামান্য দৈব-ভূকম্প হইলেও ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগ হইতে মানবমণ্ডলীর কল্যাণকর কাণ্ডাবলী আরম্ভ হইবে এবং সমস্ত জাতির মধ্যে আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইবে। আমাদের প্রিয় সম্রাটের ষষ্ঠ চতুর্দিকে বিবোধিত হইবে। ইতি—

পরিব্রাজক শ্রীনগেন্দ্রনাথ লাহা।

Palmist & Astrologist.

### বজ্রের মূল্য।

গত পূজার সময় বজ্রের মূল্য কিঞ্চৎ হ্রাস হইয়াছিল। তাহাতে আশা হইয়াছিল যে, সম্ভবতঃ আরও হ্রাস পাইবে। কিন্তু আবার মূল্য বাড়িয়াছে, বজ্রের মূল্য লইয়া যেন খেলা চলিতেছে, কি কারণে মূল্য বাড়িতেছে, কি কারণে কমিতেছে, কেহই তাহা বলিতে পারে না। গবর্ণমেন্ট প্রতিকারে অক্ষম। দারুণ প্রজাকে সবদিন এই ভয়ানকতার ক্রোশ ভোগ হইবে কি না তাহা বিদ্যাতাই জানেন।

### ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফি—২

তার আওতায় মুখোপাধ্যায় মহাশয় অদ্বুত যুক্তিবলে ম্যাট্রিকিউলেশন ও ইন্টার মিডিয়েট পরীক্ষার্থীগণের পরীক্ষার ফি অসম্ভব বাড়াইয়া ছিলেন। সেই সঙ্গে বি-এ ও এম-এ পরীক্ষার্থীগণের পরীক্ষার ফিও বাড়ান হইয়াছিল। বাঁহারা মফঃস্বলের মধ্যবিত্ত লোকের আর্থিক অবস্থার বিষয় জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, মফঃস্বলের অনেক নিঃস্ব ও মধ্যবিত্ত লোকের মেধাবী সন্তান ম্যাট্রিকিউলেশন ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়িয়াও পরীক্ষার ফি দিতে অপারগতা বশতঃ পরীক্ষা দিতে পারিবে না। বাহা হউক, সে আশঙ্কার কারণ দূর হইয়াছে। গভর্ণমেন্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জানাইয়াছেন যে, বি-এ ও এম-এ পরীক্ষার ফি বৃদ্ধির প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়াছে; কিন্তু ম্যাট্রিকিউলেশন ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফি বৃদ্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। এজন্য সদাশয় গভর্ণমেন্ট অসংখ্য লোকের ধন্বাদাই হইয়াছেন।

পরলোকগত আন্টোনিও ট্র্যাভিভেরির নিজের-হাতে-গড়া বেহালা এখন অস্তিত্ব পনেরো হাজার টাকার কমে কিনিতে পাওয়া যায় না। সেদিন তাঁহার গড়া তথানি বেহালা যথাক্রমে পর্য্যটনশিল্পী হাজার ও ষাটহাজার টাকায় বিকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু ট্র্যাভিভেরি যখন বাঁচিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কোন বেহালাই আটচল্লিশ টাকার বেশী দামে বিক্রী হয় নাই। হিন্দুস্থান।

### ব্যবসায় বাণিজ্য।

জাভা চিনি।

বৃদ্ধির সময় জাভার চিনিব্যবসায়ীগণ অপরিয়াপ্ত অর্থলাভ করিয়াছেন। ভারতের

চিনি প্রস্তুতের জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, ইহা অবগত হইয়া তাঁহারা চিন্তিত হইয়াছেন। তাহার ফলে ভারতে আর জাভা চিনি বিকাইবেনা। সম্ভ্রান্ত জাভাবাসীগণ সভা করিয়া ডচ গবর্ণমেন্টকে এই অনুরোধ করিয়াছেন যে, অষ্ট্রিয়ার গবর্ণমেন্ট বিট-চিনির ব্যবসায়ীদিগকে সাহায্য করিয়া যেমন ভারতের ইক্ষু-চিনির ব্যবসায়ী মাটি করিয়া ছিলেন, ডচ গবর্ণমেন্ট সেইরূপ জাভার চিনি ব্যবসায়ীদিগকে অর্থ সাহায্য করুন, তাঁহারা ভারতে সম্ভ্রান্ত চিনি রপ্তানি করিয়া ভারতের চিনির ব্যবসায়ের ক্ষতি করিতে পারিবেন। শীঘ্রই নাকি প্রচুর জাভা চিনি ভারতে প্রেরিত হইবে।

আরব জাহাজ কলিকাতায়।

কলিকাতায় প্রায় ১২ থানা আরব ধাও অর্থাৎ পালের জাহাজ আসিয়াছে। জাহাজ অভাবে বাণিজ্যের অতি অল্পবিধা হইয়াছে? ভাড়া বাড়িয়াছে, সূচতুর আরবগণ তাই আরবের খেজুর ও মদ্রুট হালুয়া বোঝাই করিয়া কলিকাতায় তাহাদের ধাও পাঠাইয়াছে। এই সকল ধাও কলিকাতা হইতে কাপড় ও পাদাঙ্গাদা লইয়া বঙ্গা যাইবে। রেজুগ হইতে চাউল লইয়া কলিকাতা আসিবে। আরবের ধাও ইতঃপূর্বে কখনও কলিকাতায় আইসে নাই। বোম্বাই তাহাদের শেষ সীমা ছিল।

পাটের কল।

পাটের কলে অসাধারণ লাভ হইতেছে। কলওয়ালারা যত কম দরে পারে, পাট কিনিতেছে, আর যত বেশী দামে পারে চট বিক্রয় করিতেছে। পাটের দান কমাইবার জন্য ও চটের দাম বাড়াইবার জন্য কলওয়ালারা নিয়ম করিয়াছে যে আগামী ৩১এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সম্ভ্রান্ত ৪দিন এবং তারপর ৩১এ মার্চ পর্য্যন্ত সম্ভ্রান্ত ৫ দিন কল চালাইবে।

২০০—ছাত্রের জন্মদাস পর্য্যন্ত ১০০ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।

## বিবিধ তথ্য সংগ্রহ।

### প্রলয়ের পূর্বের উদ্ধাপাত।

আজকাল পোটা সাহেবের গণনা লইয়া একটা হলস্থল পড়িয়াছে। আমার মস্তব্যও সংবাদ-পত্রে স্থান পাইয়াছিল। অদূর-ভবিষ্যতে উহা প্রমাণিত হইবে, আমার স্থির বিশ্বাস।

বর্তমান নিকট ভবিষ্যতে উদ্ধাপাত সম্বন্ধে আমার কিছু বলিয়া আছে। আমার হিসাবে ১২ই, ১৩ই, ১৪ই ও ২৭শে নবেম্বর অর্থাৎ কয়েকদিন মধ্যেই উদ্ধাপাত হইবে। সাধারণে একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া রাত্রিতে আকাশে লক্ষ্য করিবেন। দেখিবেন, আমার কথা কতদূর সত্য। আমার বিশ্বাস, ঐ কয় তারিখের কাছাকাছি যথেষ্ট উদ্ধাপাত হইবে। \*

শ্রীউপেন্দ্রনাথ জ্যোতিষদ্ব।

## Home Industry.

### সহজ শিল্প প্রস্তুত প্রণালী।

#### LACQUERING.

##### ল্যাকারিং।

ল্যাকারিং একপ্রকার বার্নিস বিশেষ, লঠন, টিনের নানাপ্রকার দ্রব্যে লাল, গ্রীন, ব্লু, কাল প্রভৃতি এক প্রকার উজ্জল রং করা থাকে, তাহা ল্যাকার করা। টিনের খেলনার উপর, কোটার উপর এই প্রকার রঙ্গীন বার্নিস দেওয়া থাকে, তাহা ল্যাকারিং করা।

আমরা কয়েক প্রকার ল্যাকারিং প্রস্তুত প্রণালীর কথা আজ বলিব। ইহা গৃহস্থ এবং টিন মিস্ত্রি প্রভৃতির আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়।

\* হুঃখের বিষয় কোন উদ্ধাপাত ঘটে হয় নাই। কাঃ সঃ

#### MATERIALS FOR LACQUERING.

ল্যাকারিং মাল মসলা।

ল্যাকারিং = গালা এবং সুরা সার অর্থাৎ আলকোহল এবং গালা মিশ্রণেই ল্যাকার প্রস্তুত হয়। তাহাতে অপরাপর কয়েকটা দ্রব্যেরও আবশ্যক। সেগুলি রং করিবার জন্য মাত্র।

ল্যাকারিং করিতে নিম্নলিখিত দ্রব্য গুলিরও আবশ্যক হয়। যথা—

Spirit of Turpentine.

Turpentine.

Mastic Varnish.

Canada Balsam.

Pyro-acetic Ether.

Dragoons Blood—

ধোর লাল রং, ইহাকে বাঙ্গালা ভাষায় খুব খারাপী রং বলে।

Annato (লটকন ফল)

Red Sanders

Turmeric হলুদ

উপরোক্ত গুলি দ্বারা ও লাল রং হয়।

Saffron—জাকুরান।

Sandrac

Cape Aloes

উপরোক্ত গুলি হরিদ্রাবর্ণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

#### ল্যাকার প্রস্তুত প্রণালী।

ল্যাকারের মাল মসলা গুলি একত্রে মিশাইয়া রৌদ্রে রাখিয়া দিতে হইবে এবং মধ্যে মধ্যে ঝাঁকরাইয়া লইতে হইবে। এইরূপে ৩৪ দিন রৌদ্রে রাখিবার পর এবং গদ প্রভৃতি গলিবার পর ২৪ ঘণ্টা বা ৪৮ ঘণ্টা স্থির ভাবে রাখিয়া দিতে হয়, যখন তরল স্বচ্ছ জলীয়

পদার্থের উপরে উঠিবে, তাহাই আস্তে আস্তে গড়াইয়া বাহির করিয়া পাত্রান্তরে রাখিতে হইবে। এখন। ইহা ব্যবহারের উপযোগী হইবে।

#### পিতলের উপর ল্যাকার।

১ম প্রকার।

Seed Lac—

ডাঙনস্ ব্রড্ বা খুব খারাপী রং।

এনাটো লটকনফল।

গামোজ

প্রত্যেকটা ৪ আউন্স করিয়া,

জাকুরান ১ আউন্স।

আলকোহল ১০ পাউন্ট।

পূর্বোক্ত প্রকারে একত্র মিশাইয়া প্রস্তুত হইবে।

দ্বিতীয় প্রকার।

Turmeric বা

হরিদ্রা চূর্ণ ১ পাউন্ড।

লটকন ২ আঃ।

চাঁচ গালা ১২ আঃ।

গম ছুনিপার ১২ আঃ।

আলকোহল ১২ আঃ।

বিবিধ প্রকার ল্যাকার বিবিধ কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আমরা ক্রমে ক্রমে তাহা প্রকাশ করিব।

পিতলের দ্রব্যের উপর উপরোক্ত প্রকার ল্যাকার মাখাইয়া দিলে উজ্জল সোণার স্থায় বোধ হইবে।

প্রত্যেক দ্রব্যকে ল্যাকার করিবার পূর্বে তৈল ও কলঙ্ক শূন্য করিয়া লইতে হইবে, কোন প্রকার ময়লা থাকিলে ল্যাকার ভাল হয় না, ল্যাকার পাতলা হইলেও ভাল হয় না, আবার খুব ঘন হইলেও ভাল হয় না। ২১

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

বার করিতে করিতে মনোমত ল্যাকার  
প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করা যায়।

(S. A. 206)

### ঘর্ষ রোধক চূর্ণ।

FOR EXCESSIVE PERSPIRATION OF HAND AND FEET.

A German Pharmaceutical Journal recommends the following :—

Carbolic acid	1 Part
Burnt Alum	4 Parts
Starch	200 Parts
French Chalk	50 Parts
Oil of Lemon	2 Parts

Make a fine Powder, to be applied to the hands and feet or to be sprinkled inside the gloves or stocking.

অনেকের হস্ত পদ অতিশয় ঘামিয়া থাকে। নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় কোন জরমান ঔষধীয় বিষয়ক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

কাববলিক অ্যাসিড্	১ ভাগ।
কট্টকিরি (পোড়ান) চূর্ণ	৪ ভাগ।
ষ্টার্চ	২০০ ভাগ।
ফ্রেঞ্চচক	৫০ ভাগ।
লেবুর তৈল	২ ভাগ।

পূর্ব পূর্ণ চূর্ণ করিয়া হাতে পায়ে, অথবা জুতা মোজা দস্তনায় মধ্যে ছিটকাইয়া দিয়া ব্যবহার করিলে হাত পা ঘামা নিবারিত হইবে। এটা পেটেন্ট করিয়াও বিক্রয় করা যায়।

## Agricultural notes.

### কৃষি বিষয়ক।

বীজ সহজে অঙ্কুরিত করিবার সহজ উপায়।

বার্লিন হইতে ডাক্তার আডো ডেমনার বিলাতের গার্ডেনার্স কানকেন্স নামক পত্রে লিখিয়াছেন যে, তাহার বাগানে কোন এক জাতীয় বৃক্ষে অধিক ফল বরিত। এই গাছের বীজ যে সময় রোপন করা হইত, তাহার ২৪ ঘণ্টায় মধ্যেই অঙ্কুরিত হইয়া উঠিত। কিন্তু একটা বিশেষত্ব ছিল, কেবল একটা বৃক্ষের নিকটবর্তী স্থানেই এইরূপ অল্প সময়ের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইত, সেই বীজই অল্প সময় রোপন করিলে তত দ্রুত অঙ্কুরিত হইতে দেখা যাইত না। এই অঙ্কুর বাপারের অনুসন্ধান করিতে যাওয়া ডাক্তার সাহেব জানিতে পারেন যে, বিশেষ হইতে যখন ই বৃক্ষটি আমদানী করা হয়, তখন তাহার সহিত সেই দেশীয় এক প্রকার পিপীলিকা সঙ্গে আসিয়াছিল। উক্ত পিপীলিকার ফলনাত্মক হইতে বীজের সংগ্রহ করিয়া এই বৃক্ষের তলার জমা করিয়া গুহাতে রাখা করিত। ডাক্তার সাহেব ই মাটি খননা করিয়া দোপতে পান যে, ই মাটিতে এক প্রকার এসিড বিস্তারিত থাকায় সহজেই অল্প সময়ে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। অনেক সময় বেদেরা উই মাটির সাহায্যে দশমিনিটের মধ্যে আনের চাষা উৎপাদন করে। আমাদের দেশের উইটিপির মাটিতেও ইরূপ এসিড বিস্তারিত আছে এবং উইমাটি চূর্ণ করিয়া বীজ পুতিলে গুহাতে অতি দ্রুত বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। পাঠকগণ পরীক্ষা করিয়া ইহার ফলাফল জানিতে পারেন।

### ধানক্ষেত্রের সার।

গবর্ণমেন্ট কৃষি পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে ধান ক্ষেত্রে অস্থি চূর্ণ রেডীর খোল, গোবর সার, সোরা পৃথক ও পরস্পর মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহা দ্বারা রেডীর খোইল ধানক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট বন্নিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। হাড়ের সার ধানের পক্ষে অতি নিকৃষ্ট সার বন্নিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে।

### Curious Facts.

VALUATION OF SILVER AND GOLD.

### স্বর্ণ এবং রৌপ্যের মূল্য।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণের মূল্য ছিল রৌপ্য অপেক্ষা ১০ গুণ।  
১৭২৬ খৃঃ ,, ,, ১৩ গুণ।  
খৃষ্ট জন্মাব্দ ৫০০ বৎসর পূর্বে স্বর্ণের মূল্য রৌপ্য অপেক্ষা ১৮ গুণ; ১১০০ খৃঃ ৮ গুণ; ১৪০০ খৃঃ ১১ গুণ রৌপ্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় হইত। তারপর ১৮৭৫ খৃঃ অর্ধে স্বর্ণের মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পরে দর নামিয়া গিয়া রৌপ্য অপেক্ষা ২০ গুণ অধিক দাঁড়াইয়া যায়। খৃষ্ট জন্মাব্দ ৫০০ বৎসর পূর্বে হইতে বর্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত স্বর্ণের মূল্য অন্যান্য সময় অপেক্ষা সর্বোচ্চ দাঁড়াইয়া যায়। রৌপ্য অপেক্ষা ১৫ গুণ হয়। প্রেটিয়ার্ক আব্রাহামের সময়ে স্বর্ণের মূল্য রৌপ্য অপেক্ষা ৮ গুণ ছিল, খৃষ্ট জন্মাব্দ ১০০০ বৎসর পূর্বে ও খৃষ্টাব্দ হইবার প্রারম্ভে রৌপ্য অপেক্ষা স্বর্ণের মূল্য ৯ গুণ ছিল। আবার ১৪৫৪ খৃঃ স্বর্ণের মূল্য রৌপ্য অপেক্ষা ৬ গুণ মাত্র হইয়া যায়।

২০০—ছাত্রের জন্মাস পর্যন্ত ১১০ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।

অনেকে অনুমান করেন যে, ১০০ বৎসর মধ্যে  
পাউণ্ড রোপা দিয়া ১ পাউণ্ড স্বর্ণ পাওয়া  
বাইবে।

## THE HUMAN FAMILY.

### মনুষ্য পরিবার।

বর্তমান যুগে সমগ্র পৃথিবীতে ১৪৫০০০০০  
মনুষ্য বাস করে এবং বেশী হইবে, তথাপি  
কম হইবে কখনও নহে। পৃথিবীর মধ্যে  
এমন উল্লেখযোগ্য স্থান নাই, যেখানে  
মানুষের পদ চিহ্ন পড়ে নাই। এশিয়ায়  
৮০০০০০০০ লোক, গড়ে প্রত্যেক বর্ষ মাস্তিমে  
১২০ জন লোক ভয়ানক ঘনীভূত অবস্থায়  
বাস করে। ইয়োবোপে ১২০০০০০০০,  
গড়ে প্রতি ঘোরাব মাস্তিমে ১০০ জন, যদিও  
পূর্ব ঘন বসতি নহে, তথাপি যেখানে মানুষের  
বাস আছে, সেখানে পূর্ব ঘন ভাবেই অবস্থান  
করিতেছে। আফ্রিকায় ২১০০০০০০০,  
এবং আমেরিকায় উত্তর অক্ষীয় এবং মধ্য  
১১০০০০০০০ লোকে বাস করে। অন্যান্য  
মহাদেশের তুলনায় আমেরিকার বসতি তত  
ঘন বলা যায় না। একটি বড় সমস্ত দ্বীপ  
সমূহে ১০০০০০০০ বসতি। সাদা এবং কাল  
মানুষের ক্ষুদ্রপাত ও বৃহৎ তা বাকী  
১০০০০০০০০ লোক কটা এবং ধূসর বর্ণের।  
ইহার মধ্যে ৫০ কোটি লোক চীন কাপড়  
চোপড় পরিতে পায়, উলঙ্গ থাকে না। ২৫  
কোটি, তাহারা উলঙ্গ থাকিতেই অভ্যস্ত এবং  
১০ কোটি লোকে অঙ্গাঙ্গ আবারিত করে।

সমস্ত মনুষ্য সংখ্যা মধ্যে ৫০ কোটি  
লোকে গৃহ ও অট্টালিকা দিতে বাস করে,  
১০ কোটি লোকে কুটির এবং পর্দিত গুহায়  
থাকে এবং ২৫ কোটি লোকের আদৌ  
বাসস্থান নাই—ভবঘুরে।

St. Louis Republic.

## দেশের ব্যবসা বাণিজ্য।

### পাট।

বিগত ৬ মাসে ল্যান্স ডাউন পাটের কলে  
বার্ষিক শতকরা ১২০ টাকা লাভ করিয়াছে,  
ডালহৌসী পাটের কলে প্রতি অংশে ৫০  
টাকা, লয়েন্স কল ১০০ টাকা লাভ  
করিয়াছে হুংগের বিষয় বাঙ্গালীদের ধনীগণ  
একারণে কখনও অগ্রসর হইয়াছেন, দেখা  
যায় না।

### নতুন কোম্পানী।

নতুন কোম্পানী। বিগত সেপ্টেম্বর  
মাসে বাঙ্গলা দেশে বাদসায় বাণিজ্য করিবাব  
জন্ম ৬৮টা নতুন কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে।  
উত্তর ময়মন ২৫ কোটি। গত বৎসর সেপ্টে  
ম্বর মাসে ১৫টা নতুন কোম্পানী হইয়াছিল।  
সমস্ত মাপতবর্ষে ক্রমসে ১১৩ নতুন কোম্পানী  
বহিত হইয়াছে। ১৭টা ব্যাক, লোন ও ইনসি  
দিরেন্স কোম্পানী, ৫০টা বাণিজ্য ব্যবসায়  
কোম্পানী, ১৮টা ইক ও প্রেস, ৭টা চা  
কোম্পানী, ১২টা গমি কোম্পানী, ৩টা বড়ী  
নিষ্কাশ কোম্পানী, ৭টা চিনির কল, ৫টা  
অন্যান্য কোম্পানী।

পরিঃ

## ত্রৈলোক্যনাথ যথো-

### পাধ্যায়।

\*\*\*

এটা যেন বাঙ্গালার নক্ষত্রপাতেরই বৎসর  
আসিয়াছে। গত কার্তিক মাসে প্রসিদ্ধ  
সাহিত্য সেবক ব্রদেশ বৎসর শিক্ষানুরাগী  
কল্লবীর ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মানব  
লীলার অবসান করিয়াছেন। ত্রৈলোক্য নাথের  
অশেষ গুণ। তিনি বৈচিত্র ময় জীবন নাটকের

নাটক, স্বাবলম্বী পুরুষ। কেবল নিজের  
চেঁটার দারিদ্রের নিম্নতম স্তর হইতে সাফল্যের  
ধবল শিখরে আরোহণ করিতে পারিয়া  
ছিলেন। তাঁহার জীবনের অশেষ ঘটনা  
বর্ণী ও গুণবর্ণি বর্ণনার যথাযোগ্য স্থান  
“কাজের লোকে” অভাব। সংক্ষেপে বহুটুকু  
পারিভাস, প্রকাশ করিলাম।

ত্রৈলোক্যনাথের আদি বাস ২৪ পরগণা  
জিলায় জামনগরের নিকটে রাজিতা গ্রামে।  
বাঙ্গলা ১২৫৬ সালে তাঁহার জন্ম। তাঁহার  
পিতার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। বাল্য-  
কালে ত্রৈলোক্যনাথ অত্যন্ত দুঃস্থ ছিলেন।  
গ্রামের কলে বা পাঠশালায় তাঁহার শিক্ষার  
আরম্ভ। “বঙ্গভাষার শেখক” পুস্তকে লিখিত  
হইয়াছে—“১৮৫৯ সালে গ্রামের কুন্ডি উদ্বিগ্ন  
যায়। অতঃপর ত্রৈলোক্যনাথ চুচুড়ায়  
এক সাতেরের কলে গমন প্রেরণিতে ভর্তি হন;  
৬০ সালে ৬বল প্রমোশন পাঠিয়া গমন প্রেরণিতে  
উন্নীত হন; ৬১ সালে কিছু দিনের জন্ম ভদ্রে-  
বরের নিকট হেঁগলীপাড়া কলে পড়েন। পুন-  
বার এই এক সাতেরের কলে আসিয়া গমন  
প্রেরণিতে ভর্তি হন। ১৮৭২ সালে গ্রামে  
অত্যন্ত মালোঁররা হয়। তাহাতে তাহার  
পিতামহের পরলোক ঘটে; পরে মাতা এবং  
তৎপরে পিতারও পরলোক প্রাপ্তি হয়।  
ত্রৈলোক্যনাথ নিজের প্রাথমিকের আকাজুক  
হন। গ্রামের বহু বালক বালিকা এই যোগে  
আকাজুক হইয়া নারা পড়ে। এইখানেই  
ত্রৈলোক্যনাথের লেখাপড়া শেষ হইল।”

ইহার পর তিনি কুলীর আড়কাড়ীর পাত্রায়  
পড়িয়াছিলেন—অন্যভাবে এক বস্ত্রে দিন  
কাটাইয়াছেন—অতি সামান্য বেতনে চাকরী  
করিয়া কোনরূপে জীবন যাপন করিয়াছেন।  
তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন “কোন দিন  
আহার মিলিত, কোন দিন মিলিত না।”  
ইহার পর তিনি পুলিশে চাকরী করেন। কিন্তু

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

সাহিত্যাহারাগ তাঁহার প্রকৃতিগত। তাই তিনি উৎকল শুভকরীর সম্পাদন ভার লইলেন। এই সময় অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পিতা গঙ্গাচরণ সরকার ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন—“যতপি এই যুবক কিঞ্চিৎ দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া বিনীত হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতেছি, কালে এই যুবক ভারতবর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।”

এই সময় ত্রৈলোক্যানাথের সহিত অত্যন্ত ভাবে সার উইলিয়ম হাণ্টারের সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। সার উইলিয়ম তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে চাকরী দিলেন—বেতন মাসিক ১ শত ২৫ টাকা। ইহার পর তিনি উত্তর পশ্চিম কৃষি বাণিজ্য বিভাগে চাকরী লইলেন। এই কার্যে থাকিয়া তিনি দেশের শিল্পোন্নতির উপায় করেন। ত্রৈলোক্য বাবু লিখিয়াছেন—

“উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বহুকাল হইতে নামাক্রম কারুকার্য গঠিত হইত। যথা—কালীর রেশমের কাপড়, গোটা, পিত্তলের কাজ ইত্যাদি; লক্ষ্মীয়ে—গোটা, চিকণ সূচের কর্ম, সোণারূপার কাজ, বিদ্যারী কাজ মুরদাবাদের—পিত্তলের উপর মিয়া কলম; নগীনীর কাঠের কাজ ইত্যাদি। হিন্দু-রাজাদের সময় এবং মুসলমানদের আমলে বাদসাহ নবাব, আমীর ওমরাও এই সকল দ্রব্যের আদর করিতেন। ইংরেজের অধিকারে এই সকল শিল্প কারুকার্য লোপ পাইতে বসিয়াছিল। দেখিলাম, ইংরেজ কর্মচারীগণ এই সকল দ্রব্য ভালবাসেন; কিন্তু কোথায় পাওয়া যায়, তাহা জানেন না। এদিকে খরিদদার অভাবে কারিকরগণ অতিশয় অন্নকষ্ট পাইতেছিল। শিল্পকাজ ছাড়িয়া ভিক্ষা কিংবা কৃষি কার্যে আগ্রহ হইতেছিল; এই কারিকরদিগের ঘোরতর অন্নকষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত বক সাহেবের নিকট অনুরোধ করিলাম, বক

সাহেব গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে পাঁচ সহস্র টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ইহার দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্য ক্রয় করিয়া এলাহাবাদ ষ্টেশনের নিকট একটি বড় হোটেলে রাখিয়া দিলাম। আমি নিজে হোটেলস্থানী সাহেবের সহিত সদ্ভাব করিয়া তাঁহাকে এই সকল জিনিষ বিক্রয় করিতে অনুরোধ করি। এই হোটেলে বিলাতবাত্রী সাহেব মেমগণ ছই একদিন অবস্থিত করিতেন। দেশে বন্ধু বান্ধবগণকে উপহার দিবার নিমিত্ত সাহেব বিবির এই সকল দ্রব্য অতি আগ্রহের সহিত কিনিতে লাগিলেন। হোটেলের স্বামী একজন ধনবান লোক, তাঁহার চক্ষু ফুটিল, গভর্ণমেন্টের পাঁচ হাজার টাকা ফিরাইয়া দিয়া, তিনি নিজে অনেক দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতে লাগিলেন।”

ভারতের শিল্প—বিশেষ শ্রমশিল্প সম্বন্ধে ত্রৈলোক্যবাবুর অসাধারণ অভিজ্ঞতাছিল—‘Art Manufactures of India’ পুস্তকে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। যুরোপে নানা প্রদর্শনীতে তিনি যাইবার জন্ত অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং শেষে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বিলাতের প্রদর্শনীতে গমন করেন। তাহার ফল—‘A Visit to Europe’ গ্রন্থ। ত্রৈলোক্য বাবু ও তাঁহার অগ্রজ রঙ্গলাল বাবু ‘বিশ্বকোষ’ অভিধানের প্রবর্তক।

বিজ্ঞানের তত্ত্ব সরল ভাষায়—সহজবোধ্য করিয়া লিখিবার অধিকার ত্রৈলোক্য বাবুর যেমন ছিল, কেমন আর কোন বাঙ্গালীর আছে কি না—সন্দেহ। ‘বঙ্গবাসীর’ স্তম্ভে প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি বাঙ্গালীকে বিজ্ঞানের অনেক রহস্য বুঝাইয়াছিলেন। এক দিকে বৈজ্ঞানিক রচনা—আর এক দিকে ‘কঙ্কাবতী কোদলা দিগম্বর’ প্রভৃতি পুস্তক—ত্রৈলোক্য বাবুর অসাধারণ কৃতিত্ব-পরিচায়ক।

ত্রৈলোক্যানাথের মৃত্যুতে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালা ভাষার অসাধারণ ক্ষতি হইল।

এইরূপ স্বাবলম্বী কর্মবীরগণের বৃত্তান্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালীর ছেলেদের পাঠ্য পুস্তক হওয়া উচিত।

### সোনার ভবিষ্যৎ।

লক্ষ লক্ষ তোলা সোণা ভারতে আনীত হইতেছে কিন্তু মহাজন একমাত্র গবর্ণমেন্ট—অর্থাৎ বতদেশ হইতে সোণা আমদানী হউক তাহা গবর্ণমেন্টের এক চেটিয়া সম্পত্তি—গবর্ণমেন্ট যদৃচ্ছা দরে তাহা বিক্রয় করিবেন। শুনিতে পাই, আমেরিকা ও জাপানে সোণা রূপা এতই জমিয়াছে যে, তাহাদের কোষাগার আরও দৃঢ় করিতে হইবে—অত্যা উহা রাখিবার স্থান হইতেছে না—অতএব আমরা বিশ্বাস করি সে দেশে সোণা সস্তা। সেই আমেরিকা হইতে নিত্য গবর্ণমেন্ট সোণা কিনিতেছেন। তাহার প্রথম দফায় সোণা বিক্রয় করিলেন ২৩৮০/০ স্থলে ১৫১০/০; দ্বিতীয় দফায় ২৭৮০/০ বর্তমানে দশলক্ষাধিক টাকার সোণা আমেরিকা হইতে আমদানী করা হইতেছে। কত দরে উহা বিক্রয় হইবে তাহা গবর্ণমেন্টের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। কোনও বাহিরের লোক সোণা আমদানী বা বিক্রয় করিতে পারিবে না। ইহার ভাবীকল কি হইবে বুঝিতেছি না। আজ যাহারা সোণা ক্রয় করিতেছে, তাহার উহার বাজার একচেটিয়া করিয়া ২৫১০ টাকার সোণা ২৯—২৯১০ টাকায় বিক্রয় করিতেছে। কিন্তু কাল যদি গবর্ণমেন্ট অধিকতর সোণা আমদানী করিয়া সোণার দাম কমাইয়া দেন, তবে উহার মাত্রা যাইবে। এমনতাবস্থায় গবর্ণমেন্টের একটা বাধা দর থাকা উচিত। আবার যদি গবর্ণমেন্ট এই সমস্ত খরিদদারের মুখ চাহিয়া কখনও সোণার দাম না কমান, তাহা হইলে পৃথিবীতে সোণা মাটির দরে বিকালিলেও ভারতে চড়া দামে

আর ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা লইব না।

কিন্তু সেটা শুধু আঁধারের মধ্যেই। আর, একটি  
কমিটি গঠিত এবং সমস্ত সমস্যা এই ব্যবসায়  
বৃদ্ধির সঙ্গে একত্র করা হইতে না পারে।  
কিন্তু আমরা সমস্ত বাহ্যিককে অগ্রাহ্য  
করি, এ বিষয় একটা স্থানীয়তা করুন।

বিশাল হিতৈষী।

### প্রেসিডেন্ট পয়েনকেয়ারের কথা।

প্রেসিডেন্ট পয়েনকেয়ার এখন ফ্রান্সের  
প্রধান কর্মী। নিজের সম্বন্ধে তিনি একটা  
মজার গল্প বলিয়াছেন। গল্পটা এই :—  
“আমি যে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট হব, যে-  
সময়ের কথা বলিতেছি, এ কথা তখন আমি  
অপেক্ষা ভাবি নি। কিন্তু সে সময়ে আমি  
ফ্রান্স একাডেমির চল্লিশজন অমর সভ্যদের  
মধ্যে অন্যতম বলে নির্বাচিত হয়েছিলুম।  
সেই নির্বাচন গোঁরবে আমি তখন অত্যন্ত  
একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলুম এবং  
আমার মনে একটা সুনিশ্চিত ধারণা জন্মে  
গিয়েছিল যে, অন্ততঃ আমার নামটাও  
এখন দেশের আবার বৃদ্ধ বনিতার কাছে  
বিখ্যাত হয়ে পড়েছে! এই সময়েই  
একদিন রেলগাড়ীতে একটা বুড়া লোকের  
সঙ্গে চঠাং আমার দেখা হয়ে গেল।  
আমরা আগে যে গ্রামে বাস করতুম, এই  
বুড়াটি সেই গ্রামের লোক। বুড়া কিন্তু  
আমাকে দেখে চিনতে পারলে না। আমি  
তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি কি  
আপনার প্রতিবেশী পয়েনকেয়ার পরিবারকে  
চেনেন? বুড়া বললে ই্যা নিশ্চয়ই।”  
আমি বললুম, তাদের বাড়ীর রেডমণ্ড  
পয়েনকেয়ার (আমার নাম) বলে একটা  
ছেলেকে আপনি চিনতেন কি? বুড়া  
বললে, ই্যা, সে ভোঁড়াটা তারি অপদার্থ  
ছিল। বছর কয়েক আগে বাড়ী থেকে

সে মরে গেলে, তার পক্ষে তার আবার  
দেখা হয়নি। যেতে দিন বলাই, তার  
কথা খর্ব্বোর মধ্যেই নয়।—বুড়োর  
কথার আমার সমস্ত দর্প চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

## আবার একি সংবাদ!

### রূপ-সাজে জর্মনী?

মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে।

বিলাতে ‘টাইমস’ পত্রে প্রকাশ, নির-  
পেক্ষ দেশসমূহ হইতে যে সংবাদ পাওয়া  
গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, জর্মনীর  
সমর বিভাগ মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে বিপুল  
যুদ্ধায়োজন করিতেছে। জর্মনীতে বর্তমানে  
৭ লক্ষ সৈন্য সম্ভ্রুত আছে, ইহার উপর  
বার্লিন এবং জর্মনীয় অন্যান্য সহরে স্পেশাল  
পুলিশ বলিয়া প্রকারান্তরে তিন লক্ষ সৈন্য  
প্রস্তুত রাখা হইয়াছে।

বিরোধীদের যোগ।

লণ্ডন সহরের সংবাদে প্রকাশ, বার্লিনের  
গুজব যে, জর্মনী যে সেনাদল জেনারেল  
ভন ডার গল্জ এবং পরবর্তীকালে জেনা-  
রেল বারমণ্ডটের নায়ককে বাণ্টিক প্রদেশে  
লেটদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিল,  
তাহারা বার্লিনের গবর্নেন্ট বিরোধীদের  
সহিত যোগদান করিবার জন্য বার্লিনের  
দিকে ছুটিয়াছে।

## বিজয়া গীতি।

নবমীর নৈশাকাশে,  
তারারানি ভেসে ভেসে  
মিশ্রিল সাগরে আঁধারি গগন;

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

নিরন্তর সুখী নাসে

সুগন্ধ সুস্বাদে

শোক-আঁধার-তলে মুখিল নয়ন।

ভারত সারা রাতি

শান্তির অকল পাতি

ছিল সুপ্ত মহা সুখে শারদার কোলে;

খেচর কল তানে

বিজয়ার বাদনে

উঠিল চকিতে মাতা ঘোর আর্ত রোলে

কোমল বঙ্গের আজ কমল নয়ন—

সিক্ত শিশির-নীরে,

নিরস হৃদয়ে ধীরে

নিরাশা কণ্টক পশে শেলের মতন;

সুখ-বাধ ভেঙ্গে গেছে,

তাক্সা সে হিয়ার মাঝে

ছুটিছে শোকের-নদী করিয়া গর্জন।

আনন্দ নিবিয়া গেল,

ভয়ে অঙ্গ টলমল,

কর্দমে লটপট শ্রামল বসন।

মাতা আজ বাবে বলে

তাই সকলে মিলে

হায় বিরস বদন দাঁড়াবে মণ্ডপে

মুখে আর হাসি নাই

হৃদি আছে প্রীতি নাই

মার সে আননে যেন কালিমার-শিখা;

বরণের আলোয় আলো,

তবু সব যেন কালো,

চরণ চল চল কি যেন কি মাথা।

মা গো! রহিলি না ছদ্ম তরে,

গেলি চলে হৃদি পরে,

দেখিনি চক্ষু মিলে ক্রিংশা বজের,  
 দীনহীনা কাকালিনী  
 অন্নভাবে পাগলিনী  
 দৈন্ত সমীরণে বস্ত্র খসেছে সে অঙ্গের ;  
 রেখে মা কমলারে  
 দীনা এ বজের ঘরে  
 অলস্ত অর্ন্তর আলা জুড়াতে মোদের ।  
 যে কমলার কোলে  
 এবঙ্গ গো এক কালে  
 সোণার বঙ্গ বলি ঘুষিত জগতে ;  
 সে বঙ্গ হারায়ে তাঁরে  
 উদরের অন্ন তরে  
 পাগলিনী ভিখারিনী পৃথিবীর দ্বারেতে ।  
 ত্রীধনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়  
 জোড়াসাঁকো, হাইস্কুল ।

## স্নায়ু রোগের প্রতিকার ।

আমাদের দেহের মধ্যে যে সব অসংখ্য স্নায়ু বা নার্ভ আছে, তাহাদের উপরে স্নায়ুর অনেক ভাল ফল নির্ভর করে। সম্ভাব্য যে বাড়াতেছে, স্নায়ুর অবস্থা ততই খারাপ হইয়া পড়িতেছে। এখনো বাহারা শিক্ষিত নয়, বাহাদের উপাধি পাড়াগয়ে ভূত, বাহারা হাটে বাটে-মাঠে ঘোলা হাওয়ায় পবিশ্রম করে, সেই সব অসভ্য লোক স্নায়বিক দৌর্বল্যে ততটা কষ্ট পায় না, যতটা পান আমাদের এই সহরের টেটের কোটের বাসিন্দা লেখাপড়া জানা সম্ভাব্য হ্রস্ত বাবুলোকরা।

আমরা সভ্য বটে, কিন্তু আমাদের অনেকেরই স্নায়ুর উপরে কিছুমাত্র কর্তৃত্ব নাই। বিকল স্নায়ু সমষ্টির খামখেয়ালীর উপরে আমাদের সমস্তই নির্ভর করিতেছে। কারণ স্নায়ুর উপরে বাহারা কর্তৃত্ব হারায়, নিজে-

দের মনের ভাব ও চিন্তার উপরেও তাহাদের কোন কর্তৃত্ব থাকে না। গতিক বধন বেশী খারাপ হয়, তখন তাহারা অনেক সময়ে আপন আপন ছায়া দেখিয়াও শিহরিয়া উঠে, অতীতের স্মৃতি লইয়া মাথা ঘামাইয়া মন মরা হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতের অমঙ্গল কল্পনায় জীবনকে হ্রঃসহ করিয়া তোলে।

এই শ্রেণীর অনেক লোক আবার রাজ-পথে একলা বাহির হইতে বা কোন খোলা যায়গা দিয়া যাইতে ভয় পায়। কেউ কেউ বন্ধ ঘরে থাকিতে ভীত হয়। কেউ কেউ জনতার ভিতরে গিয়া দাড়ানো অসম্ভব মনে করে এবং সকলের সামনে মুখ খুলিয়া ছোটো কথা বলিতে তাহাদের প্রাণ যেন বাহির হইয়া যায়। আবার স্নায়ুর উপরে শক্তিহীন অনেক লোককে অত্যন্ত কুনো এবং অসামাজিক হইতেও দেখা গিয়াছে।

মানসিক পদ্ধতির উপরে বাহারা ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করিতে অক্ষম, তাহারাই আপনাতন, চিন্তা, অভিব্যক্তি ও গতিবিধিকে ঠিকমত নিয়মিত করিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে রোগ-শোকের জন্তও সরল স্নায়ু-বিশিষ্ট লোকের স্নায়ু-বন্ধ বিশৃঙ্খল হইয়া যায়।

ডাক্তারী ভাষায় এই লোকগুলির নাম “Neurotics”। সাধারণত কবি, চিত্রকর ও গায়ক এবং অসংখ্য শ্রেণীর প্রতিভাবান কলাবিদ্বাই এই স্নায়বিক অত্যাচারে বেশী-রকম ছখন হন। ডাক্তারেরা তাই “Artistic temperament” বলিতে প্রায়ই স্নায়ু-শক্তিহীন লোক বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর লোকের স্নায়ু-গ্রন্থি-পুঞ্জগুলি অতিশয় অস্থির হয়। একটু শব্দ শুনিলেই তাহারা চমকিয়া ওঠে, এবং হুখে-হুখে মনের বলগা ছাড়িয়া হাসিয়া ওঠে বা কাঁদিয়া ফেলে।

অথচ একটু চেষ্টা করিলেই তাহারা স্নায়ুর অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। তাহারা যে এ চেষ্টা করে না, তাহার আসল কারণ হইতেছে এই যে, তাহাদের বিশ্বাস এচেষ্টা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। তাহারা আপনাদের উপরে বিশ্বাস হারায়। তাহাদিগকে এই ভ্রম-বিশ্বাস দূর করিতে হইবে। স্নায়ুর উপরে ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিলেই তাহাদের সমস্ত দুর্বলতা দূর হইয়া যাইবে।

একজন বিখ্যাত বিলাতী ডাক্তারের মতে, স্নায়বিক দৌর্বল্য হইতে মুক্তিলাভ করিবার সর্বপ্রধান উপায় হইতেছে, Autosuggestion—অর্থাৎ “আত্ম-সংকেত”। এই আত্ম-সংকেত কথাটা শুনিতে শব্দ বটে, কিন্তু কাজে খুব সোজা। তুমি যদি ভীক বা লাজুক হও, তবে তুমি মনে মনে ক্রমাগত ভাবিতে থাক, “না, আমি ভীক নই, লাজুক নই। আমি সাহসী, আমি সপ্রতিভ,—নিজের উপরে আমার দৃঢ়বিশ্বাস আছে। আমি সব জায়গায় সমানভাবে যাইতে ও মিশিতে পারি, আমাকে বাধা দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।”—দিন রাত এই ভাবের ভাবুক হও, ভুলিয়াও ভাবিবে না, তুমি লাজুক, ভীক, কাপুরুষ! অতীতের অক্ষমতা, হুঃচিন্তা ও অশান্তি একবারও মনের কোণেও টাই দিও না। কিছুদিন এই ভাব সাধনায় একাগ্রভাবে নিযুক্ত থাকিতে পারিলেই, আর তোমাকে স্নায়ুর গোলামী করিতে হইবে না, তোমার সমস্ত দুর্বলতা ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবে, নিজের মনের ও কার্যের উপরে তোমার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে।

হিন্দুস্থান ।

আর ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা লইব না।



## HOOK—WORMS.

### বক্রকীটের প্রতিবেদক

### সোমরাজ।

সোমরাজের সংস্কৃত নাম সোমরাজী,—  
বাঙ্গালা নাম সোমরাজ বা বাকুচ, ডাক্তারী  
নাম *Serratula Authelnriutica*, হিন্দিতে  
বাকুচী বলে।

সোমরাজ বাঙ্গালা দেশে প্রত্যেক বাটী-  
তেই বেগুন মরিচ যে জমিতে হয়, তাহার  
একধারে কতকটি বীজ ছড়াইয়া রাখিলে বেশ  
গাছ হইতে পারে। সাধারণতঃ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ  
মাসে ইহার বীজ মাটিতে ফেলিলেই বর্ষার  
সময় ছোট ছোট গাছ হইয়া উঠে। পৌষ  
মাঘ মাসে ইহার পাতা শুক হইলে বীজ সংগ্রহ  
করিয়া রাখিতে হয়। আসাম ও কোচবিহার  
অঞ্চলে গৃহস্থেরা সোমরাজের আবাদ করে।  
সোমরাজের বীজ বণিকেরা বাজারে—সর্বত্র  
বিক্রয় করিয়া থাকে।

মাত্রা—পত্র সরস ১—৩ তোলা। বীজ  
চূর্ণ ১/০ আনা হইতে ১০ আনা। পত্র ও বীজ  
ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

বর্তমান সময়ে দেশে ন্যালেরিয়া, বদন্ত,  
সমস্ত জর প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাধির প্রাবল্যের  
সঙ্গে সমস্ত এক প্রকার নূতন ক্রমি রোগ দেখা  
দিয়াছে। ইংরাজীতে ইহাকে হুক্ ওয়ারমস্  
(hook worms) বলে, বাঙ্গালা ভাষায়  
ইহাকে বক্রকীট বলিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে।  
কীটের আকৃতি ও নামে সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষিত  
হইয়াছে। বস্তুতঃ যখনই এই কীট জীবন্ত  
অবস্থায় দেখিয়াছি, তখনই বক্র অবস্থায়  
দেখা গিয়াছে। বক্র কীট এক প্রকার ক্রিমি  
বিশেষ। ছোট সাদা ক্রিমির সহিত তুলনায়  
ইহা অত্যন্তই উদ্বৃত ও গতিশীল। এই কীট  
ক্রিমি রোগের সমুদয় উপসর্গের সহিত ঘর্ষণতা

ও কীর্ণতা অতীব দ্রুত আনয়ন করে। ক্রিমির  
জায় শরীরের সার পদার্থ আহাৰ করিয়া  
এই ক্রিমি কীট বাঁচিয়া থাকে। দীর্ঘকাল  
শরীরের ভিতর এই কীট থাকিলে রোগীকে  
পাণ্ডুরোগগ্রস্তের জায় জীর্ণ শীর্ণ দেখা যায়;  
শরীর রক্তহীন, দুর্বল ও মৃতপ্রায় হইয়া যায়;  
উৎসাহ নাশ হয়।

এই রোগের গোণ কারণ বাহাই হটক,  
মুখ্যতঃ নানা প্রকার দূষিত খাদ্য ও পানীয়  
এই কীট বৃদ্ধির কারণ, ইহা নিঃসন্দেহে বলা  
যাইতে পারে।

বক্রকীট রোগগ্রস্থ বহু ব্যক্তির চিকিৎসায়  
আমি দেখিয়াছি যে, সোমরাজ এই রোগ দীর্ঘ  
ধ্বংস করিয়া থাকে। সোমরাজ ব্যবহারে  
এই কীট মরিয়া বাহির হইয়া যায়। ৬৭টি  
সোমরাজের বীজ প্রাতে খালী পেটে শুধু জল  
দিয়া ২১৩ সপ্তাহ খাইতে হয়, ইহাতে ক্রিমির  
সমুদয় উপসর্গ ক্রমে ক্রমে দূব হইয়া দেহ সুস্থ  
করে। সর্ববিধ ক্রিমি রোগেই সোমরাজ  
ব্যবহার চলে, ইহা নির্দোষ দ্রব্য, স্বচ্ছন্দে ও  
নির্ভয়ে ব্যবহার করা যায়। সোমরাজের  
পাতায় ডাউল সিদ্ধ করিয়া ‘তিতা ডাল’ হিসাবে  
খাইতে পারা যায়। ইহা বেশ স্বাদু। মাঝে  
মাঝে এইরূপ আহাৰে শুধু বক্রকীট কেন,  
অন্যান্য ক্রিমিও হইতে পারে না, অনেক স্থলে  
এইরূপ আহাৰের প্রথা প্রচলিত আছে।

বাহারা বক্রকীটে ভুগিতেছেন, তাহারা  
আনার এই পরীক্ষিত ঔষধটি অবশ্যই ব্যবহার  
করিয়া দেখিবেন; এবং ফলাফল আমাকে  
লিখিয়া জানাইলে আমার পর্যবেক্ষণের  
(experiment) বিশেষ সাহায্য হয়। আমি  
উৎকৃষ্ট সোমরাজ বীজ হইতে “ক্রিমিহর”  
বলিয়া একটি ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছি। বাহারা  
সোমরাজ পাইবেন না, তাহাদিগকে এই ঔষধ  
লিখিলেই পাঠাইয়া দিব। এই ঔষধটি ক্রিমি  
রোগের বিশেষ ফলপ্রসূ ঔষধ। প্রাতে জল

দিয়া খাইতে হয়। দ্রবিরোগে দেশে সুল্যবান  
ঔষধ খরিদ করিবার কষ্টতা নাই, তুর্ভাগ্য  
বশতঃ এই রোগের ভূমি আবার দ্রবিরোগ  
দেশ। আমার পরীক্ষিত এই ঔষধটি ব্যব-  
হারে কোনও ভয়ের কারণ নাই। আশা  
করি, শিক্ষিত পাঠকমাত্রেই নিরঙ্কর লোক  
দিগকে এই প্রতিবেদক ঔষধটির ব্যবহার  
প্রণালী বলিয়া দেশের ও দেশের হিতসাধন  
করিবেন।

আয়ুর্কৌদীয় দ্রব্যগুণ হিসাবে সোমরাজ—  
মধুর তিক্ত রস, কটু বিপাক, রসায়ন, ষিষ্ট  
নাশক, শীতল, কুচি কারক, সারক, ক্রম  
ও ক্রম, স্নেহা, রক্তপিত্ত, খাস, কুষ্ঠ, মেহ, জ্বর  
ও ক্রিমিনাশক।

বাগভট—(১) গাত্র সোমরাজ চূর্ণ ৪  
ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ গোমুত্রে পেষণ পূর্বক  
প্রলেপ দিলে গাত্র সর্বত্র প্রাপ্ত হয়। চিঃ  
২০ অঃ। (২) কুষ্ঠ রোগী কৃষ্ণ তিলের সহিত  
সোমরাজ ১ বৎসব কাল সেবনে ঐ রোগ  
মুক্ত হয়।

বঙ্গদেশ—(১) খদির কাষ্ঠ এবং আম-  
লকীর কাথ প্রস্তুত পূর্বক বাকুচী বীজ চূর্ণ  
প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শ্বেতকুষ্ঠ আরোগ্য  
হয়। (২) ক্রিমি দস্তশূল এই বীজ সেবনে  
আরোগ্য হয়।

ডাক্তারের হিসাবে—

Dr. A. F. Ross speaks favourably  
of an infusion of the powdered  
seeds (in doses of from 10 to 30  
grains) as a good, a certain  
anthelmintic for ascarides.

ডাক্তার বস্ বলেন ১০ হইতে ৩০ গ্রেণ  
চূর্ণের শীত কষায় ক্রিমি বিশেষ বিনাশের  
পক্ষে অব্যর্থ।

The ordinary dose of the brui-  
shed seed as an anthelmintic,

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১/০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

administered in • • • with honey is about a dram in two equal doses at the interval, of a few hours, and followed by apperent ; the worms are generally expelled in a lifeless state.

কার্মাকোপিয়া অব ইণ্ডিয়া মতে ক্রিমি হরুরূপে বারহুত সোমরাজ বীজের মাত্রা ১৥ ড্রাম। ইহা ১ ঘণ্টাস্তর ২ বার সমভাগে প্রয়োজ্য। ইহা সেবনের পর রোগীকে মৃহরেচক ঔষধ সেবন করান উচিত, বাকুচী সেবনে প্রায়ই মৃত ক্রিমি নির্গত হয়।

ত্রীনুপেজনাথ রায়, কবিভূষণ।

পোঃ মালুচি, ঢাকা।

পত্রাদি।

মাননীয় “কাজের লোক” সম্পাদক।

সমীপেষু।

মহাশয়, আপনার অন্তর্গত ব্লক ও লাল-বড়ী কালী প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছি, এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যে নানা দেশে প্রচার হইয়া অতি সুখ্যাতির সহিত প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হইতেছে; এবং কালি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে, নানা স্থান হইতে গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগের প্রশংসা পত্রও পাইতেছি, আপনি আমার যতদূর উপকার করিলেন তাহা ইহা জীবনে পরিশোধ করিতে পারি না। ৬ ভগবান আপনার মঙ্গল করণ এবং লোক-হিতকর “কাজের লোক” পত্রিকায় উন্নতি হউক।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি “কাজের লোকে” প্রকাশ করিয়া বাঁধিত করিবেন।

১। বার সোপ সাবানকে নানা রকম

নীল, লাল, কাল, সবুজ, বাসারী, হলুদ ইত্যাদি রং কিরূপে করিব অর্থাৎ নানা রংএর সাবান প্রস্তুত কি করে করিব?

২। পরিমল, মাকোভা নম্র কেমন করিয়া প্রস্তুত করিব।

৩। সাবানের ছাঁচ কোথায় প্রস্তুত হয়? তাহাও প্রকাশ করিবেন।

ত্রীনুরেশচন্দ্র সিংহ—কাপড় ডিরাপটী।

কুমিল্লা, ত্রিপুরা।

উত্তর।

১। বারসোপকে গলাইয়া তাহাতে লট-কন ফলের বীজ দিলে বা জাকরান দিলে বা হলুদ দিলে হলুদ বর্ণ, গ্রীন আনিলাইন রং দিলে সবুজ রং হইবে।

২। পরিমল বা মাকোভা নম্র প্রস্তুতের ফরমুলা আমরা অবগত নহি।

৩। মাটির বা কাষ্ঠের বা ধাতুর ছাঁচ নিজেয়া প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। ইহা বাজারে পাওয়া যায় কিনা জানি না।

৪। হাত হইতে রং উঠাইবার কোন কোন আরক আছে বাজারে কি না জানি না।

৫। কালীর বড়ী ঔষধের পিল প্রস্তুতের মেশিনে করা চলিবে, বটরুম পালের নিকট পত্র লিখুন।

প্রঃ। এনিলাইন রং কোথায় পাওয়া যায়।

উত্তর। কলিকাতা খোঁড়া পটী ১নং আরমোনিয়ান স্ট্রীটে উদয় চাঁদ রাম মল নামক মাড়োয়ারীর দোকানে পাওয়া যায়। পুজার পূর্বে দর ছিল পাউণ্ড ১০ টাকা।

মিঃ জে, এন যুগাজী, লাহোর।

সাপনি যত্ন হইলে জে চলিবে না, ৩০শে নবেম্বর “কাজের লোক” বাহির হইবার কথা পূর্বে জানান থাকিলেও অনর্থক তাগাদা করিয়াছেন, “কাজের লোক” প্রত্যেক মাসের ৩০শে বাহির হয়।

কাপড়ে রং করার কথা “কাজের লোকে” ইতিপূর্বে বিস্তৃত রূপে বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহা পুৰাতন কাজের লোকের খণ্ড গুলিতে আছে। আমরা তাহা পুনঃপ্রকাশ করিতে অক্ষম, তাহাতে “কাজের লোকের” স্থান নষ্ট করা হইবে মাত্র। আবশ্যক হইলে পুরাতন “কাজের লোকের” খণ্ড গুলি দেখিতে পারেন। অথবা কলিকাতা মেঃ থাকার স্পিক কোম্পানীর নিকট ডাইং এবং ক্লিনিং শব্দকে পুস্তক আছে, তাহা ক্রয় করিতে পারেন।

## Homœopathic Notes.

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা  
তথ্য।

POINTERS.

When patient is hysterical and complains of lump in throat, give *Ignatia*.

For placing the hands under the head, we may think of *Arsenicum. Bell. Platina, Gels.*

When patient throws or bends head backwards, we think of *Belladonna*, also of *Hepar* and *Hyos.*

*Platina* is indicated when she lies with hands over head and has extreme tenderness of genital organs.

২০০—ছাত্রের জন্মমাস পর্য্যন্ত ১৥০ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।

*Cina* is well indicated, when child throws its head backwards, from intestinal irritation, on account of worms.

*Spongia* patient throws head backwards whilst sleeping and whilst sitting up; also found in diseases of the heart.

*Staphysagria* patient bends head forward, the tongue dropping out of the mouth, with swelling and soreness at the root of tongue.

In disease women frequently have the habit of placing their hands over the head in sleep; for this condition several remedies are indicated, the most prominent of which is *Pulsatilla*. When this same condition occurs in men, *Nuxvomica* is the most prominent.—  
*American Physician.*

## ( হোমিওপ্যাথিক )

### HOARSENESS.

স্বরভঙ্গ চিকিৎসা।

—:—:—

গায়কদের স্বরভঙ্গে কোন কোন ঔষধ আবশ্যক হয়?

কষ্টিকম্, গ্রাফাইস, সেলিনিয়ম এবং সলফর।

কার্বোভেজিট্রিসের স্বরভঙ্গ এবং কষ্টিকমের স্বরভঙ্গের পার্থক্য কি?

কার্বোয় স্বরভঙ্গ—সন্ধ্যায় বৃদ্ধি, সন্ধ্যাকালে হীম লাগিয়া স্বরভঙ্গ হইলে কার্বোভেজিয়ারাই উপকার হইবে।

কষ্টিকমের স্বরভঙ্গ শীতকালের, শুষ্ক, কঠোর শীতে এবং প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গের বৃদ্ধিতে চমৎকার উপকার করিয়া থাকে।

ফস্ফরাস—কিরূপ স্বরভঙ্গে ব্যবহার্য?

• সন্ধ্যায় স্বরভঙ্গ বৃদ্ধি, স্বর নালীর টাটানী থাকে, কাশিলে বা কথা কহিলে বেদনা অনুভূত হয়। স্বর কর্কশ—ভাঙ্গা ভাঙ্গা।

কষ্টিকম্ এবং ফস্ফরাসে পার্থক্য? যথা :—

ফস্ফরাসের স্বর ভঙ্গ সন্ধ্যায় এবং স্বর নালীতে। কিন্তু কষ্টিকমের স্বরভঙ্গ প্রাতে—Sternum প্রদেশে বেদনা অনুভব হয়, আরও বিশেষত, বেদনা এবং স্বরভঙ্গ শীতল জল পানে উপশমিত হয়।

কষ্টিকমের স্বর লোপ সম্পূর্ণ। রোগী উচ্চ-স্বরে কথা বলিতেই পারে না। স্বরনালীর শুষ্কতা বন্ধ পর্যন্ত, টাটানী বোধ, ষ্টারনমের মধ্য পর্যন্ত ক্ষতের আয় বেদনা। তজ্জন্ত শুষ্ক এবং গভীর কাশী। ফস্ফরাস এবং কষ্টিকমের পার্থক্য বিশেষ রূপে বুঝিয়া প্রয়োগ করা উচিত। কারণ এই দুটির পরস্পর পরস্পরের সহিত বৈষম্য সম্বন্ধ।

ইউপেটোরিয়ম পারফোলিকম স্বরভঙ্গের একটা ঔষধ বটে। কিন্তু কষ্টিকমের সহিত তুলনায় উভয়ের পার্থক্য কি?

উভয়েরই স্বরভঙ্গ প্রাতে বৃদ্ধি, উভয়েরই ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং শরীরে টাটানী থাকে। কিন্তু ইউপেটোরিয়মের বক্ষের অবস্থা কষ্টিকমের বক্ষের অবস্থার সহিত পার্থক্য আছে। ইউপেটোরিয়মের বক্ষ মধ্যে ক্ষত অনুভব হয়, কিন্তু কষ্টিকমে ভিতরে ক্ষত অনুভব এবং জ্বালাকর দাহ “*Eupatorium has a chest soreness than a burning or rawness.*”

সিনেগা স্বরভঙ্গ ব্যবহৃত হয়। সিনেগার

স্বরভঙ্গে (Throat) কঠিনালী এত শুষ্ক যে, কথা কহিতে কষ্ট হয়।

বক্ষে সচ্ছ শ্লেষ্মা জমিয়া থাকে, তাহা চেষ্টা করিয়াও অতি কষ্টে তুলিতে পারা যায় না। বক্ষে (Soreness) টাটানীও বোধ হয়।

আরসেনিকাম্ মেটালিকম বক্তা এবং গায়কগণের কিরূপ লক্ষণে প্রযুক্ত?

যেখানে স্বর নালীতে শ্লেষ্মা জমিতে থাকে, স্বর যন্ত্রে টাটানী এবং ক্ষত ভাব অনুভব হয়, কথা কহিলে সে স্বরভঙ্গ আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু হোখাক করিলে স্বরনালীর (Larynx) এর শ্লেষ্মা অনায়াসে উঠিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

আনোনিয়ম কষ্টিকমের স্বরভঙ্গ কিরূপ? এই স্বরভঙ্গের সহিতও বক্ষমধ্যে অগ্নিশিখাবৎ জ্বালা থাকে।

অরাম ট্রিক্লোরিমের স্বরভঙ্গ কেমন? ইহাও গায়ক এবং বক্তাদের স্বরভঙ্গে ব্যবহার্য। বক্তৃতা বা গান করিতে করিতে হঠাৎ স্বর লোপ হইয়া যায়। স্বরযন্ত্রের অথবা অতি ব্যবহারের ফলে যে স্বর ভঙ্গের উৎপত্তি।

গান গাইতে আরম্ভ করিবামাত্র স্বরভঙ্গের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে কোন্ কোন্ ঔষধ ভাল? সেলিনিয়ম এবং গ্রাফাইস।

( আগামীবারে সমাপ্য )।

## গার্হস্থ্য জ্বাতব্য বিষয়।

### Cleaning.

বস্ত্র পরিষ্কারের কাজ।

গরম কাপড় কাচিবার দেশী পদ্ধতি।

আলোয়ান, ক্লানেল, প্রভৃতি পশী কাপড় কাচিবার আমাদের দেশের পদ্ধতি এই, যথা—

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

রিটা                      আধপোয়া ।  
মুত্তরীর ডাল বাটা      অর্ধপোয়া ।  
সাবানের ফেনা            আবশ্যক মত ।

রিটাকে একটা পাত্রে জলে দিয়া প্রথমে ফুটাইয়া লউন, একটু সিদ্ধ হইলে নামাইয়া তাহাতে মুত্তরী বাটা দিয়া রিটা ও ডাল বাটা একত্রে চটকাইতে থাকুন, এইরূপ করিতে করিতে খুব ফেনা উঠিবে। তাহা হইতে রীটার বীজ ও ছাল গুলিকে নিংড়াইয়া বাছিয়া ফেলিয়া দিউন—জলটাকে ঠাণ্ডা হইতে দিউন, কেননা খুব গরম জলে কদাচ পশমী কাপড় দেওয়া উচিত নহে, কাপড় গলিয়া যাইতে পারে।

এই জলে কাপড় খানিকে ভিজাইয়া রাখুন। প্রায় অর্ধ ঘণ্টা রাখিবার পর বার-বার নিংড়াইয়া ও ভিজাইয়া চাপ দিতে থাকুন ও পুনরায় ভিজান। দেখিবেন, ময়লা কাটিয়া যাইতেছে, সেই ময়লা জল ফেলিয়া বারম্বার নূতন পরিষ্কার জল দিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে কাটিতে থাকুন, যখন পরিষ্কার জল দিলেও আর ময়লা বাহির হইবে না, তখন সাবানকে ঘলিয়া বা গরম জলে গলাইয়া ফেলিয়া বস্ত্র খানিকে পুনরায় সাবানের জলে ঐ পূর্বোক্ত প্রকারে কাটিতে থাকুন। যখন আর ময়লা বাহির হইবে না, তখন পরিষ্কার জলে কাটিয়া শুষ্ক চাপ দিয়া যতটুকু জল বাহির হইয়া যায়, বাহির করিয়া মুছ বোদে শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। বাতাসে শুষ্ক করাই প্রশস্ত উপায়। গরম বা পশমী কাপড়কে কদাচ খুব কড়া করিয়া নিংড়াইতে নাই, তাহাতে কাপড়ের ক্ষতি হইতে পারে। শুষ্ক হইলে দুই খণ্ড কাষ্ঠের রোলাবের মধ্যে শাল করগণ শুষ্ক কাপড়কে জড়াইয়া যেরূপ ইচ্ছা করিবেন, তাহা অনেকেই শালকরগণের নিকট দেখিয়াছেন। ইহা লিখিয়া পরিষ্কার বুখাইবার সুবিধা হইবে না। কাপড়কে কাচিয়া

শুক করার পর একটা ঘরের মধ্যে আলনা বা দড়ির উপর কাপড় গুলি রাখিয়া শালকর গণ সেই ঘরে গন্ধকের ধোঁয়া দিয়া থাকে। ইহাতে নাকি কাপড় আরও সাদা হয় কিন্তু ইহা দ্বারা কাপড়ের অনিষ্ট হয় কিনা তাহা আমরা বলিতে পারিতে পারি না। তবে ইহা আমরা জানি যে, কোন রঙ্গীন কাপড়ে গন্ধকের ধোঁয়া লাগিলে তাহা অশ্লিষ্টে বিবর্ণ হইয়া যাইবে, সুতরাং রঙ্গীন কাপড়ে কদাচ ঘেন গন্ধকের ধোঁয়া না লাগে।

গরম কাপড় কাচিবার পূর্বে মেয়ামতাদি করিয়া লইতে হয় এবং কাপড়ে তৈল কালি প্রভৃতির দাগ থাকিলে আগে সেই দাগ উঠাইয়া ফেলিতে হয়। সেই সকল দাগ উঠাইবার বিবিধ প্রক্রিয়া আছে। তাহার আলোচনা করিবার অস্থান নাই, সমরাস্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

গরম কাপড়ে রং করিতে হইলে কাপড়কে জলে প্রথমে ভিজাইয়া তাহার পর রংয়ের গামলায় চুবাইয়া লইতে হয়, ভিজা কাপড়েই রং সমভাবে ধরিয়া থাকে, তাহার পর শীতল জলে পুনরায় কাচিয়া লইয়া ছাওয়ায় শুষ্ক করিতে হয়। রঙ্গীন কাপড় অধিকক্ষণ বোদে থাকিলে তাহার রং জলিয়া যায়। কাপড়ে রং করার বিষয়ও স্বতন্ত্র। তাহা এ প্রবন্ধে আলোচ্য নহে এবং “কাজের লোকের” পুরাতন খণ্ডে তাহা আলোচিত হইয়াছে।

## IMITATION WAX CANDLE.

### কৃত্রিম মোমবাতি।

চর্কি (Tallow) কে প্রথমে রিফাইন বা পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। চর্কিকে গলাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ চুণের গুঁড়া ফেলিয়া দিয়া ছাঁকিয়া লইলেই চর্কি পরিশুদ্ধ হইয়া যায়। সেই পরিশুদ্ধ চর্কি অর্ধভাগ এবং

আমল মোম ১ ভাগ উত্তর যখন গলিয়া যাইবে, তখন পূর্ব প্রক্রিয়ার বাতি প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। উপরোক্ত টালো এবং মোম যখন গলিয়া যাইবে, তখন তাহাতে কিঞ্চিৎ কর্পূর চূর্ণ দিয়া দিলে আলো শুভ্র ও পরিষ্কার হয়।

## PREPARING WICK.

### পলতে প্রস্তুতের প্রক্রিয়া।

স্বস্ত শুষ্ককে নিম্নলিখিত লোশনে ভিজাইয়া শুষ্ক করিয়া লইয়া বাতির মধ্যে দিলে চর্কি গলিয়া গড়াইয়া পড়িবে না, অগচ আলোকও উজ্জ্বল হইবে।

সল্টপিটার বা সোরা চূর্ণ                      ১ আঃ।

চুনের জল    ২ কোয়ার্ড বোতল

ইহাতে পলতা ভিজাইয়া শুষ্ক করিয়া লইয়া বাতির মধ্যে দিতে হইবে।

গ্রাক এনিলাইন কলার সম্বন্ধে যাহারা অজ্ঞান করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে জানাইছি যে, ইহার দাম ২২, ২৩ টাকা পাউণ্ড। এক প্রকার নকল আছে, তাহার পাউণ্ড ১৫।১৬ টাকা। কলিকাতা খোঁড়াপটী, নং আরমেনিয়ান ষ্ট্রাটে পাওয়া যায়।

## হিত-বাণী

আত্মদোষ ফালনের জন্ত বাহাকে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হয়, সে বড় রকমের কাপুরুষ, এবং দয়ার পাত্র। জগতে এইরূপ কাপুরুষের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাইতেছে।

স্বার্থী হইয়া পরের অনিষ্ট করিতে নাই

আর ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৫০ টাকা লইব না।

বার্ষ এবং পরার্থ ভ্রম ও জানীলোকেই দেখিয়া থাকেন। যে তাহা দেখিতে চায় না, সে বড় রকম মূর্খ এবং প্রকৃত অন্ধ।

জগতের সমস্ত লোক যদি মরিয়া যায়, তাহা হইলে আমি এই বিষটা একাই ভোগ করি, এ ধারণা অতি নীচ ও কদর্য। ভোগের সহিত শান্তি চাই, পরস্পর অপহরণে শান্তি পাওয়া অসম্ভব।

দুর্কালের অশ্রাজল সবলের তরবারি অপেক্ষাও বলবান। তাহার উত্তপ্ত দীর্ঘ-শ্বাস অবাধে ভগবানের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সক্ষম।

যাহা অপরে করিলে তোমার অসম্ভাষ ও ক্রোধের সীমা থাকে না, সেই কার্য্য তুমি অপরের করিবার বেলায় দেখিতে যদি না পাও, তাহা হইলে তুমি অন্ধ যে নহ, তাহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করি।

প্রকৃতিগত দুই চরিত্রকে সংশোধন করা যায় না। কেন?

“স্বৈদিতোমর্দিতশ্চৈব রজ্জ্বতিঃ

পরিবেষ্টিতঃ।

মুক্তো দ্বাদশভিবর্ষেঃ যঃ পুংসঃ

প্রকৃতিং গতঃ।”

কুকুরের লাজ বাকা; কিন্তু সেই এক কুকুর পুচ্ছকে কেহ যদি স্বৈদিত এবং মর্দিত করিয়া রজ্জ্ব দ্বারা বাঁধিয়া বারটি বৎসর পরে ও পুলিয়া দেয়, তাহা হইলেও সেই যে বাকা, সেই থাকাই থাকিয়া যায়, সেইরূপ প্রকৃতিগত দুই চরিত্রকে কোন প্রকারেই সংশোধিত করা যায় না।

যঃ স্বভাবোহি যত্বেতি স নিত্যং

দ্রুতক্রমঃ।

যা যদি ক্রিয়তে রাজা  
তং কিং নান্দ্রাজ্যপানহং ॥  
হিঃ উঃ।

বাহার যাহা প্রকৃতিগত স্বভাব, তাহার সে স্বভাব চিরকালই থাকিয়া যায়। তাহাকে মণি মুক্তায়, জামা কোট দিয়া সাজাইলেও স্বভাবের পরিবর্তন হয় না। কুকুর বাদসা হইলেও তাহার চর্য্যপাটকা ভক্ষণের লোভ সংবরণ করা অসম্ভব হয়।

সেই জন্ত বঙ্গ মতিলাগণ বলিয়া থাকেন :—

কুকুর যদি বাদসা হয়, মতি দোলে যদি কাণে।

তবু আড় চোখে আড় চোখে চায় ছেঁড়া  
জুতার পানে।

“Pride goes before fall”

অহঙ্কার পতনের অগ্গমী। পতনের পূর্বেই অহঙ্কার একটা অধঃপতনের নিশিষ্ট লক্ষণ, ইহা স্মরণ রাখিবে। তেজ, অহঙ্কার এত দম্প কিসের তোমার? জীবন জলবিদ্য প্রায়, উন্নিভাসে পুরাণ কোরাণে এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

—:—

Blessed is the Peace maker, not the Conqueror.

বিজয়ী অপেক্ষা শান্তি স্থাপন কতাঁই ধন্য।  
পার যদি বিবাদ মিটাইয়া শান্তি স্থাপন করিয়া ধন্য হইও।

—

“Fool and obstinate people make Lawyers rich.” বোকা এবং জেদাল লোকে মোকদ্দমা করে সর্ব্ব্বই নষ্ট করে তাহার উকিলকে বড় লোক করিয়া দেয়। এ দেশে এই শ্রেণীর বোকা এত বেশী যে গণনা করাই চঃসাধ্য।

বক্তৃতার শক্তি।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিন্‌কলন বলিয়াছিলেন যে, “Oratory is the

great power that moves to do and dare. It was oratory that wrecked-Rome and Christianity live.” অর্থাৎ বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা একটা অসীম শক্তি-যাহা জাতিকে কাজ করিতে প্রভৃতি দেয় মানবকে সাহসী করে। বক্তৃতাতে রোমের ধ্বংস হইয়াছিল, বক্তৃতার জোরেই আজও পৃথিবী জীবিত আছে।

Dickenson একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক, তিনি বলিয়াছিলেন,—“It is too common with all of us, but it is specially in the nature of a mean mind to be overawed by fine clothes and fine furniture.” অর্থাৎ ইহা প্রায় আমাদের সকলের মধ্যে ও বিশেষরূপ নীচ প্রকৃতির লোকদের মধ্যে জন্মের সাজ সর্বজ্ঞানে আশঙ্কিত অধিক। হায় হায়! আমাদের দেশেও ক্রমে এই সাংঘাতিক ঘোড়ারোগ সংক্রামিত হইতেছে।

ভারতবর্ষ হইতে অজ্ঞাত দেশে গত জুলাই মাসে কত চাউল রপ্তানি হইয়াছে তাহা দেখুন—

১।	ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে	২০৭৪ মৌণ
২।	ভুরক্ষ	১৪৪০৪৩ „
৩।	এডেন প্রভৃতি দেশে	৫৭২৩ „
৪।	আরব	১৭১০২৭৬ „
৫।	বেহেরণ	২৮০২০৫ „
৬।	পারস্ত	২৫৫৮০৬ „
৭।	সফাধাপ	৯৯৫১২২৮ „
৮।	ট্রুট সেটেলমেন্ট	২৯০৫২০২ „
৯।	জাভা	১০৫২ „
১০।	চীন	৩৩৭২ „
১১।	জাপান	১৫৭৭৩৩ „
১২।	মিশর	৫৪০ „
১৩।	জাটাল	৬৪৮৪ „
১৪।	পর্্তুগীজ পুর্ল আফ্রিকা	৭৩২৫১ „
১৫।	মরীসস	১১২০৪ „
১৬।	জাম্বাণ পুর্ল আফ্রিকা	৩৬১৩ „
১৭।	পুর্ল আফ্রিকা	৫১৭৫৭ „
১৮।	অজ্ঞাত আফ্রিকা বন্দর	৬৪২৮৫ „
১৯।	অজ্ঞাত দেশ	৬৭৫০০ „

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

এদেশের অন্নভাবের কারণ কি, উপ-  
রোক্ত হিসাবে তাহা বুঝা যাইবে। যে  
রক্ষক, সে যদি ভক্ষক হয়, তবে দেশরক্ষা  
কে করিবে? এই তালিকা পড়িয়া সকলে  
একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মৃত্যুর জন্ত  
প্রস্তুত হউন!! (নব্য ভারত)।

যুদ্ধ জয়ের আনন্দোৎসবের দিন নিকটাগত  
হইয়া আসিতেছে। ভীষণ যুদ্ধে জগৎবাসীর  
আনন্দ উৎসব যে হওয়া উচিত তাহা বলা  
বাহুল্যমাত্র। কিন্তু দেশের লোকে দুশূল্যাত্মক  
অন্ধাশনে দিন কাটাইতেছে রোগে শোকে  
পীড়ায় জর্জরিত হাহাকারে দেশ পরিপূর্ণ এই  
আনন্দোৎসবে কয়জন প্রাণ ভরিয়া আনন্দ  
উপভোগ করিতে পাইবে—যুদ্ধের অবসান  
হইলেও—যুদ্ধ জনিত কুফলের অবসান হয়  
নাই—দারুণ অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে পুণিন্দী  
ব্যাপী হুঃখের ধনঘটা যেন আরও ঘনাইয়া  
আসিতেছে ভগবান এ দুর্দিন কতদিনে  
কাটিবে?

### সন্ধি-উৎসবে কলিকাতা।

কলিকাতায় সন্ধি উৎসবের ব্যবস্থা করি-  
বার জন্ত যে কমিটি গত আগষ্ট মাসে গঠিত  
হইয়াছিল, সেই কমিটি জানাইতেছেন, উৎসবের  
সময় গৃহসৌধসমূহ আলোকিত করিয়া পরচের  
মাত্রা বাড়ান হইবে না। পূর্ববঙ্গে ঝড়ের  
জন্ত সরকারকে যে ব্যয়ভার বহন কবিত্তে  
হইতেছে, সেজন্ত সরকার স্থির করিয়াছেন,  
উৎসবের সময় সরকারী বাড়ীগুলিও আলো-  
কিত করা হইবে না। তবে অন্ত্যস্ত কার্গোর  
জন্ত সরকার উৎসব-কমিটিকে বিশেষ অর্থ  
সাহায্য করিবেন। কমিটি দরিদ্র ও ছাত্রদের  
ভোজ্যকেই তাঁহাদের অন্নস্থানের প্রধান অঙ্গ  
করিবেন, স্থির করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের  
সর্বত্র দরিদ্র ও ছাত্রদের ভোজ্য দেওয়ার  
ব্যবস্থায় সরকার অর্থসাহায্য করিবেন। সকল

জেলায় দরিদ্রদিগকে কাপড় বিতরণের ব্যবস্থা  
গবর্ণমেন্ট করিতেছেন। স্থানীয় ব্যক্তির ও  
ঐক্য বজ্রবিতরণের ব্যবস্থা করিবেন। কমিটি  
যে মেলা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতেছেন,  
তাহা ডিসেম্বর মাসের ১৩ই বসিয়া ১৬ই পর্যন্ত  
থাকিবে; প্রয়োজন বিবেচনা করিলে ২১শে  
পর্যন্ত থাকিতে পারে। বড় বড় কারবারীরা  
প্রদর্শনীতে স্থান পাঠবার জন্ত দরখাস্ত করিয়া-  
ছেন। মেলা ও প্রদর্শনী ইডেন গার্ডেনে  
বসিবে, সে জন্ত এখন হইতে তথায় দোকান  
পাট বসিবার জায়গা ঠিক করা হইতেছে।  
১৫ই তারিখে অপরাহ্নে আর্মী ও নেভি  
ষ্টোবের সম্মুখের গড়ের মাঠে সৈন্যদের  
কুচকাওয়াজ, হাইল্যান্ডারদের নৃত্য, মণাল  
জালিয়া সৈন্যদের মিছিল, সামরিক বাণ্য  
প্রভৃতি হইবে।

### যুদ্ধ জয়ের আমোদোৎসব তালিকা।

গত বারে এ সম্বন্ধে কিছু সংবাদ দিয়াছি।  
সম্প্রতি ইহার নিম্নে বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত  
হইয়াছে।

১৩ই ডিসেম্বর শনিবার।—(১) স্কুলের ছেলে-  
দের আমোদ প্রমোদ, (২) মেলা ও প্রদর্শনী,  
(৩) অস্তপুরিকা রমনীদের আমোদ প্রমোদ—  
কিছুটা আমোদ প্রমোদ—তাহা লেখা নাই।

১৪ই ডিসেম্বর রবিবার।—(১) স্কীর্ভনের  
শোভা যাত্রা, (২) দরিদ্রের পাওয়ান, (৩)  
স্কুলের ছেলেদের আমোদ, প্রমোদ, (৪) মেলা।

১৫ই ডিসেম্বর সোমবার।—(১) সেনা ও  
জাহাজের গোরাবাদের আমোদ প্রমোদ, (২)  
যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রদর্শন, (৩) আলো ও বাজি  
ছোঁড়া, (৪) মেলা।

১৬ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার।—(১) রাজা  
সম্রাটের মঙ্গল কামনা, (২) সেনা ও জাহাজের  
গোরাবাদের আমোদ প্রমোদ, (৩) মেলা, (৪)  
ঘোড়দৌড়।

### মূলভে

### গ্রামোফনের পিন্।

আমরা আসল গ্রামোফোন পিন প্রতি  
বাক্স ৬০ আনা, জাপানী ১৮০ জোনোকোন  
১০ বাক্স বিক্রয় করিতেছি। পত্রপাঠ অর্ডার  
করণ।

এন, বি, সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং।

১নং সি, বেকিং স্ট্রীট লালবাজারের মোড়,  
কলিকাতা।

## বিশেষ দ্রষ্টব্য

ইংরাজী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাগ্রন্থ-

সমূহ আমরা যথাযোগ্য মূল্যে ক্রয় করিব।  
চিকারদিগকে বিক্রয় করা অপেক্ষা আমাদের  
নিকট বিক্রয় করার আপনার সুবিধাই হইবে।  
যদি বিক্রয়ার্থ আপনার কোন পুস্তক থাকে,  
দয়া করিয়া পুস্তকের নাম, গ্রন্থকারের নাম,  
পুস্তকের বর্তমান অবস্থা, কত মূল্য চাহেন  
ইত্যাদি আমাদের কাছে জানাইয়া বাধিত  
করিবেন।

আমাদের আফিস সেই বাড়ীতেই আছে,  
কিন্তু কলিকাতা করপোরেশন রাস্তায় নাম  
পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এখন  
হইতে আমাদের ঠিকানা ১৭ নং অকুর  
দস্তের লেন না লিখিয়া ২নং রাজেন্দ্র  
দস্তের লেন, বহুবাজার  
কলিকাতা লিখিতে হইবে। আমাদের  
বন্ধ বান্ধব, গ্রাহক, সহযোগীগণ দয়া করিয়া  
স্মরণ রাখিলে চিরকৃতজ্ঞ হইব।

কাগ্যাধ্যক্ষ, কাজের লোক।

## কাজের লোক আফিস।

### ২নং রাজেন্দ্র দস্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক

২নং রাজেন্দ্র দস্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

কালের সৌভাগ্য, কলিকাতা।



## জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়,

নিরানন্দের আনন্দকর।

সংবেদনশীল নিরানন্দের পর আনন্দময়ী স্তম্ভাগমন হইবে। সামান্য কুটীরবাসী হইতে মুকুটধারী রাজাদিগকে পর্যন্ত সকলেই সেই স্তম্ভাগমের প্রতীক্ষা করিতেছেন। স্বাস্থ্যের যেকোন সাধা তিনি সেইরূপ আনন্দের আশা-জন করিতেছেন। জবাকুসুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক। উৎসবের দিনে

জবাকুসুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক শিশির মূল্য ১/ এক টাকা। ডাকমাণ্ডল ১০ আনা। ভিঃ পিতে ১১/০ আনা। উজ্জ্বল (১২ শিশি) ৮৫০ আনা।

## সুরবল্লী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক মালিশ।

দ্রবিত বিব জন্য বাগানের রক্ত খারাপ হইয়াছে, শরীরে নানা প্রকার রোগ বা ক্রান্তির চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া তত্ত্ব সমাজে মিশিবার অযোগ্য হইয়াছে, শরীরের কাস্তি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাহার। সুরবল্লী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবল্লী কষায় সেবন কালে কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবল্লী কষায় সেবনে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১০ টাকা। ভিঃ পিতে ২/০ আনা। ৩ শিশি ৩৫০ টাকা। ভিঃ পিতে ৪৮০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, — কলিকাতা।

## খোকসিনা। অদ্বিতীয় বৈদ্যাতিক বেদনানাশক মালিশ

যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক “খোকসিনা” ২৩ বার মালিশ করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিচ্যুত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য দুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোপা হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

## কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্মার্য ফলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ম্মবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোপা হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৫০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোপা হইবে। প্যাকিং ভিঃপি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চার্টার্ড এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্যালয় এবং

ফোর—গলসী, জেলা বর্ধমান।



শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য

অটুট রাখিতে

## ‘অস্থান’ অদ্বিতীয়

অস্থান স্মৃতিশক্তির হ্রাস, মাথাঘোরা, কার্ষো অমনোযোগিতা, অস্থান  
হিষ্টিরিয়া, সর্বপ্রকার মানসিক বিকার, রক্তাল্পতা,  
অকাল-পক্কতা, গুরুতরলা, পুরুষত্ব-হানি, কাশ, ক্ষয়-  
রোগ, বাত, ডায়াবিটিস বা বহুমূত্র, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ  
অস্থান অস্মরোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা, প্রভৃতি রোগে অব্যর্থ। সেহেনে অস্থান  
অতিরিক্ত মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম জনিত  
দৌর্বল্য দূর হয়, দেহে নববলের সঞ্চার হয়। বহুকাল  
রোগভোগে ক্ষীণ ও অকর্মণ্য ব্যক্তিও স্বাস্থ্য সামর্থ্য  
অস্থান ফিরিয়া পাইবেন, সুস্বাদু ও ক্ষুধাভিকর। দাম অস্থান  
এক টাকা ন’ আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড  
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড  
কলিকাতা

# কাজের লোকের পুস্তক ।

শিল্প শিক্ষা ।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী প্রকাশিত ।

মূল ৯০ ডাকমাণ্ডলাদি পত্ৰ ।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত  
প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । যেরূপ  
জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-  
প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত । সুন্দর  
ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ  
নর লিখুন ।

সিফ্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড ।

“কাজের লোক” সম্পাদক প্রণীত । কেমন  
করিয়া অল্প পুঁজিতে ঘরে বসিয়া অত্যন্ত  
লাভ ও চাকুরী থাকা স্বত্বেও উপার্জন করিতে  
পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও  
অনেক গুঢ় রহস্য আছে যাহা কেহ কাহা-  
কেও শিখার না । পুস্তক আর নাই, পুনরায়  
ছাপা হইতেছে ।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে  
পুস্তকখানি প্রত্যেক যুগল, বাবসায়ী এবং  
ঘনাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা  
অনুরোধ করিগেছি । ইহা জিনিস প্রস্তুত-  
প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ  
আমেরিকার লোকের ধনকুবের হইতে পারে,  
তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বস্তুমান  
সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংক-  
লিত । এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে  
পারে, তবে আমাদের জানীত এই পুস্তক-  
খানিই যেন ক্রয় করিবেন । মূল্য ২৮  
টাকা তিঃ পি স্বতন্ত্র । কাপড়ে বান্ধান, পরিষ্কার  
অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত । যুদ্ধের  
অল্প মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে ।

বেকারের উপায় ।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত ।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে  
মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য আরম্ভ করা  
যায়, এই সকলের কল্মসন্ধি ও অতি অনায়াস  
দ্রাঘ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত  
পদ্ধতি ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । একই  
সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন  
করিয়া অগভীন অবস্থা হইতে উপার্জন করিয়া  
সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই  
সন্নিবেশিত হইয়াছে । কোরুতলাকান্ত  
হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আশঙ্ক্য  
নাই, করাও উচিত নয় । কিন্তু প্রকৃতই  
কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অড়ার  
করিবেন, পকেট সাইজ, ফ্লিসকাপ  
১৬ পোজ সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান ।  
মূল্য ৯০ আনা । তিঃ পি স্বতন্ত্র ।

ONE THOUSAND RECIPES

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস  
প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ । তবে ইংরাজী  
পুস্তক । ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহাতে  
জানিবার অনেক কথাই আছে । মূল্য ২৮  
যুদ্ধের অল্প মূল্য বৃদ্ধি ।

সমস্ত পুস্তকটাকে পাঠন হয় । আমা-  
দের বেশী কাম্ভারী নাই যে, সর্বদাই এই  
কাব্য উপস্থিত থাকিতে পারে । টাকা  
পাঠাইতে এবং আফিসে আনিতে ব্যয় সমানই,  
অধিকন্তু ডাকে লহলে সময় বাঁচান যায় ।  
সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের  
লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা  
এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি । যাহা আমা-  
দের নাই, তেমন পুস্তকও অড়ার করিলে সংগ্রহ

করিয়া পাঠান যায় । এই বিভাগে কমিশন  
শেলেও পুস্তক রাখা হয় । সে বন্দোবস্তের  
জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, “কাবের  
লোক আফিস” এই ঠিকানায় পত্র লিখুন ।

কাজের লোক আফিস

১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রীট, লেন,  
বহুবাজার, কলিকাতা ।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য  
বহুসংখ্যক । কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন  
চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য  
দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই  
অমূল্য চক্ষুরকে রক্ষা করিতে যান ; কিন্তু  
তাহা হইবার নয় । প্রকৃত নিদোষ চসমা  
উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয় ;  
তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই  
চক্ষুবদ্ধ রক্ষার যথার্থ সামগ্রী । আমরা চক্ষু  
পরীক্ষার নিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনায়াসে  
চক্ষুর বিকলণ আমাদিগকে যেন এতদূর অতি  
অবশ্য জানান হয় । প্রায় ৩০ বছরের বহু-  
দর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল  
কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই  
দে, মল্লিক এণ্ড কোং,  
২ নং লালাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

চিকিৎসা প্রকাশ ।

বাহালা ভাষার সুযোগ্য চিকিৎসকগণের  
দ্বারা পরিচালিত ও এক মাস চিকিৎসা বিষয়ক  
মাসিক পত্র নবম্বরের প্রত্যেক পল্লী চিকিৎ-  
সকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য । বার্ষিক মূল্য  
সডাক ২৮ মাত্র ।

ডাঃ ডি, এন, হালদার,  
কার্যাব্যাহক,

পোঃ আনন্দবৈদ্যা জেলা নদীয়া, ;

# রাতি বিজয়

বা যৌবন রক্ষক। ক্রৈব, ব্রাহ্মনিক দৌরল্য,  
উজ্জ্বলতা, স্বপ্নদোষ নিবারক এবং কাস্তি  
পুষ্টি স্থিতি বল বীৰ্য্য মেধা ও অগ্নিবর্দ্ধক।  
মূল্য এক শিশি ১১০ টাকা। মাওলাদি  
সত্তর।

## প্রমেহ ধ্বংসুরী

এক দিন ব্যবহারে যন্ত্রণার শাস্তি এবং  
সপ্তাহ কালেই আরোগ্যলাভ। এই ঔষধ  
সেবনে প্রস্রাবকালীন দারুণ যন্ত্রণা, প্রস্রাবসহ  
সম্পূর্ণ-শোণিতকরণ খেত বা ইরিট্রা বর্ণের  
স্রাব, কাপড়ে দাগ লাগা, বৃহদালাতে ক্ষত ও  
বৃহদালাত প্রদাহ নিয়ত প্রস্রাবের বেগ  
অথচ বিন্দু বিন্দু প্রস্রাব ত্যাগ ও শিরঃ  
স্বর্ণনাদি উপসর্গ সকল প্রশমিত হয়। প্রস্রাব  
প্রভৃতি স্থী-ব্যাধিও ইহাতে সত্তর ধুরীভূত হয়।  
মূল্য : ১০ টাকা, মাওলা পৃথক।

## খাঁচী পদ্মমধু

সর্বপ্রকার নেত্র রোগের মহৌষধ, মূল্য  
প্রতি ড্রাম ১ টাকা।

সকলধর (স্বর্ণসিন্দুর) ভরি ৪১

ঐ স্বর্ণমণ্ড ভরি .. ৬১

চাবনপ্রাণ সের ... ৩১

শ্রীমদনানন্দ মোদক সের ... ৪১

সালসার শ্রেই, স্বর্ণঘটিত রক্ত সালসা।

সর্বপ্রকার রক্ত বিকৃতির মহৌষধ। মূল্য প্রতি  
শিশি ১১০, তিন শিশি ৩১ টাকা।

বিনামূল্যে :—নোপোলিয়ান বোনাপার্টির  
গণনা-পুস্তক সম্বলিত ক্যাটালগ পাঠান হয়।

বিশুদ্ধ ভৈষজ্য ডাণ্ডার,

১২৫ নং বোম্বার্টার ষ্ট্রীট, (ক) কলিকাতা।

## সূর্যাকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২২ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্থল পাঠা ব্যবহার ইংরাজী, বাঙ্গালী ও সংস্কৃত পুস্তক ও  
ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। ভক্তি নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব,  
মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট  
পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া  
থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে  
পুস্তক ভি, পি, ডাকের কিম্বা রেলওয়ে কার্গোলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা  
স্বাক্ষর করিয়া লিখিবেন।

(Published Annually)

THE

## London Directory

with provincial & foreign Sections,  
enables traders to communicate direct with

### MANUFACTURERS & DEALERS

in London and in the Provincial Towns and Industrial Centres of the United  
Kingdom and the Continent of Europe. The names, addresses and other  
details are classified under more than 2,000 trade headings, including

### EXPORT MERCHANTS

with detailed particulars of the Goods shipped and the Colonial and Foreign  
Markets supplied ;

### STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate  
Sailings.

One-inch BUSINESS CARDS of Firms desiring to extend their connections,  
or Trade Cards of

### DEALERS SEEKING AGENCIES

can be printed at a cost of £ 1. 10. 0. for each trade heading under which  
they are inserted. Larger advertisements from £2 to £16.

A copy of the directory will be sent by parcel post for £2 nett cash with  
order.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,

25, Abchurch Lane, London, E. C. 4,

ENGLAND.

Business established 105 years.

# টাকা এদেশে খুব সস্তা নয় ! কাঁজের লোক

তাই একটি পয়সাও অপব্যয় করেন না।

এক রোগের হাজার ঔষধ অজ্ঞকাল পাওয়া শু' যায়, কিন্তু সাবধান রোগী অপের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটাই বেছে  
লুখে, ঠাউরে কিনেন। এতে শরীর শীত ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামকা বা' তা' কেনার খরচও বাঁচে।  
সর্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে



একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, যাহাতে আয়াম হয়, কিন্তু হিংবায়ের বিশেষ (১) প্রতি মাত্রায় ফল (২)  
১ দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের  
প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অন্য পত্র লিখে এই বই ১ বানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ২৫০, ছোট (অর্ধেক) ১৫০।

আর, লগিন এও কোং—মানুষ্যাক্চারিং কেমিকেল্,

১৪৮ নং বহুবাজার স্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—“হিং” কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৬১৫, কলিকাতা।

## “কাঁজের লোকে” বিজ্ঞাপনের হার।

- ১। কতগুলি চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।
- ২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১২ টাকা ধরা হয়। সং ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার :

৩ মাসের জন্য		৬ মাসের জন্য		১২ মাসের জন্য	
১০ পৃষ্ঠা	৮ টাকা প্রতি মাসে	১০ পৃষ্ঠা	৮ টাকা প্রতি মাসে	১০ পৃষ্ঠা	৮ টাকা প্রতি মাসে
১	৫	১	৫	১	৫
২	৭	২	৭	২	৭
৩ কলাম	৩	৩	৩	৩	৩
৪	১৫	৪	১৫	৪	১৫

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্যাদক্ষ

“কাঁজের লোক”।

১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রীটের স্টেন, বহুবাজার, কলি কাতা



## কেশের জুড়ি কেশরঞ্জন ।

কারণ—ইহাতে কেশ কৃৎসিত, কোমল ও মসৃণ হয় । কটা চুল ফকড়া হয় । কিছু দিন ব্যবহারে কেশের খালিতা বা টাকরোর আশ্রয় হয় ।

কারণ—চুল উঠিয়া গেলে, মাথায় টাক পাকিলে, অকালে চুল পাকিলে, চুল বিকৃত ও বিবর্ণ হইলে, কেশরঞ্জন ব্যবহারে এ সব দুর্ভাগ্য দূরীভূত হয় ।

কারণ—ইহা অত্যধিক অধ্যয়ন, অধিক চিন্তা, সর্ববিধ শিরঃপীড়া, মস্তক ঘর্ষণ, প্রভৃতি উপসর্গে অমোঘ প্রতিকারক । ইহার মনোমদ ক্ষাণ্ণে চিন্তের প্রকলতা ও মানসিক অবসাদ বিদূরিত হয় ।

মূল্য প্রতি শিশি ১ এক টাকা মাত্র ; প্যাকিং ও ডাকমাতুল ১/০ হয় আনা ।  
৩ তিন শিশি ২১০ টাকা মাত্র ; মাণ্ডলাদি ... ৮০ বার স্থানা ।  
বৃহৎ অমৃতবল্লী কমায় ।

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পারদ-বিষ সংক্রামিত হইয়া থাকে,—  
স্নায়ে হাতে ও পায়ে চুকা চাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ডাকপত্র বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন, তবে আমদিগকে লিখুন,—আমরা আপনাকে "বৃহৎ অমৃতবল্লী কমায়" পাঠাইয়া দিব । ইহার ব্যবহারে আপনি নিদোষভাবে ও সজ্ঞ ব্যয়ে এই ভয়ানক রোগের ভীষণ কবল হইতে পরিভ্রাণ লাভ করিবেন । উপদংশ ও পারদ-বিক্রান্তিতে বৃহৎ অমৃতবল্লী কমায় মনঃশক্তি হ্রাস কার্য্য করে । প্রতি শিশির মূল্য ২১ হই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাতুল ১০ বার আনা ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনাপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্বেদীয় ওষধালয়, ১৮১ ও ১৯ নং লোয়ার চিংড়ুর রোড, কলিকাতা ।

আপনার

## বাগান এবং শস্যক্ষেত্রের উন্নতির জন্য

### নাইট্রেট অফ সোডা ব্যবহার করুন ।

বিনাযায়ে শস্যক্ষেত্রে নাইট্রেট ব্যবহার শিক্ষার জন্য আবেদন করুন এবং নিম্নলিখিত পুস্তক সমূহের যে কোন একখানির জন্য আবেদন করুন—বিনামূল্যে এবং বিনা ডাকমাতুলে পাঠান যাক ।

১। Improving the crops for bigger profits (অধিক লাভের জন্য শস্যের উন্নতি সাধন ।)

২। Guide to manuring of Field and Garden crops (কৃষিক্ষেত্র এবং বাগানের কসলে সার দিবার প্রণালী শিক্ষা ।)

৩। Experiments on Tobacco (তামাক স্নায়ে নাইট্রেট পরীক্ষা ।)

৪। Prize Essays in the last competition (গত প্রতিদ্বন্দী পুরস্কার রচনার রচনাবলী ।)

৫। Nitrate of soda as a Tea Fertilizer (নাইট্রেট অফ সোডা চায়ের উৎকৃষ্ট সার ।)

৬। Improvement of agriculture in India (ভারতে কৃষির উন্নতি ।)

Delegate—

ডাইরেক্টর

CHILEAN NITRATE COMMITTEE,

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটি,

1. Royal Exchange Place, CALCUTTA.

১ নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা ।

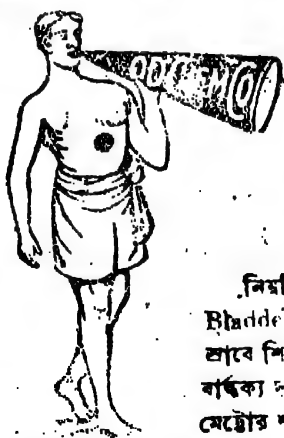


১৩শ বর্ষ,  
২২শ সংখ্যা।

New Series,  
December 1919.

চতুর্থ সংস্করণ।  
ডিসেম্বর ১৯১৯।

Vol. XIII.  
No 12.



## শানমেটো। SANMETTO.

দ্রুত পুরুষ ও বালক বালিকাগণের মূত্র এবং জননবস্তুর ব্যবতীর পীড়া নিবারক  
সর্বশ্রেষ্ঠ বালক-রী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেটোই ব্যবহা করেন। মূত্রবস্তুর (Kidney and Bladder) দ্রুত পীড়ার প্রস্তাবকালে ভীষণ যন্ত্রনার সহিত মিশ্রিত প্রস্রাব বা জননবিধ প্রাবে শিথিল ও বালকগণের শয্যা মূত্রে অস্বস্তিক, ব্যগ্রিক বা মেহশক্তি যে কোন পীড়ার অকাল বর্ধক্য দ্রব করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন বস্তুর বৃদ্ধিধান করিতে শানমেটোর শক্তি অসংধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আজি-আজি কোন মেসার জিনিব নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নিরীক্রে ব্যবহায়া। প্রাণ-গুহেই শানমেটো থাকে উচিত প্রত্যেক শিশুর সহিত ব্যবহায়া থাকে। মূল্য প্রাণ-নিমিত্ত অল্প। সকল দাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

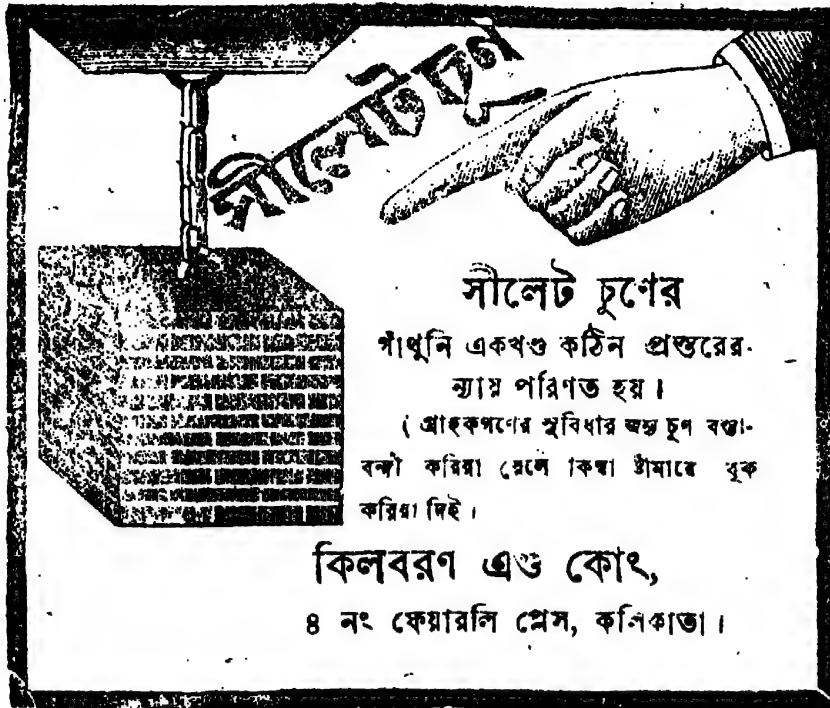
আমরাই শানমেটোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের জেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকেট উপরে দেখিয়া লওবেন।

অড চেম কোং, ৫২ এবং ৬১ ব্যারো স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক, ইউ. এস. এ.  
OP. CHEM. CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A

কাজের লোক আকর্ষণ—২ নং রাজেন্দ্র বস্তুর লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।





**সীলট চুণের**  
পাণ্ডুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের  
ম্যাস পরিণত হয়।  
(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চুণ বস্তা-  
বন্দী করিয়া রেলো কিসা ট্রামারে বুক  
করিয়া দিই।

**কিলবরণ এণ্ড কোং,**  
৪ নং ফেয়ারলি প্রেস, কলিকাতা।

**ডাঃ বাটলিওয়ালার ঔষধ**

ভারতের সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল একজিভিসনে  
বর্ণ ও মৌদ্যপদক প্রাপ্ত।

বাটলিওয়ালার বালারুত, হুপল শিউফে  
জনা ১/০।

বাটলিওয়ালার অলুকিরোরবাম, সর্গরকার  
শিরঃপিড়া আঘাতজনিত ও  
বর্ণণার জন্য ১/০।

বাটলিওয়ালার টনিক শিল, রক্তাক্ততা এবং  
হুপলতার জন্য ১০।

বাটলিওয়ালার (কলেবোল) কলেবোর এবং  
রক্তমাশয়ের জন্য ১।

বাটলিওয়ালার আসল কুইনাইন টেবলেট  
প্রত্যেক বোতল (১ গ্রেন  
করিয়া) ১০।

ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by  
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.  
Worli, Laboratory Bombay.

Telegraphic Address :—  
BATLIWALLA, WARLI Bombay

স্ত্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ  
**এলিটিস কর্ডিয়াল রাইও**  
**ALETRIS CORDIAL RIO**

বাবতীয় স্ত্রীরোগ থকা ব্যক্তি, অতিরিক্ত, এবং খেতপ্রসব, জরায়ুর দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির জন্য সমস্ত  
জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।  
ইহা নারীসেহের সমস্ত দুর্বলতার উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে ভগ্নবাহ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী  
বালিকাগণের ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ  
সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রচারিত হইবেন না।

এলিটিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্যতা দেখিয়া প্রত্যয়করণ জাল করিতেছে। জন্মের সময় সেবেলের উপর Rio  
Chemical Company, New York City, U. S. A. ব্রজিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি  
৩৫০ আনা মাত্র।

মে: রাইও কেমিক্যাল কোং,  
১৮৭০ সালে স্থাপিত।  
১২ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,  
আমেরিকা।

**RIO CHEMICAL COMPANY.**

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.



কালের লোক, কলিকাতা।

ম্যালেরিয়া জ্বরের  
নাহেঁষধ।

# জারমলীন

সর্বপ্রকার জ্বরের  
নাহেঁষধ।

মূল্য ৥০ আনা, ডজন ৫৮ টাকা।

জ্বরের বিজ্ঞানে সেবন করা চলে।

## একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে  
সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্বান আহার স্বাভাবিক।

জারমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ।

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আর, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

## THE BUSINESSMAN,

2, Rajendra Dutt's Lane, BOWBAZAR, CALCUTTA.

An Ideal Journal of Practical Agriculture, Art, Industry, Medicine,  
Manufacture, and various Informations.

ANNUAL SUBSCRIPTION, Rs 2—8, POST FREE.

For particulars regarding Rates of Advertisements, etc., apply to our London  
agents Messrs. T. B. Browne, Ltd., 163, Queen Victoria Street, London,  
E. C ; C. Mitchell & Co., Ltd., 1 & 2, Snow Hill, London, E. C ; Sells,  
Ltd., 166, Fleet Street, London, E. C.

## হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী, নোমেনক্লেশ্বর পুস্তক,  
চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা জ্যোসী প্রসংসিত। মূল ৥০ আনা মাত্র।

১৭নং অক্সফোর্ড স্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্য।

## কমলা মধু।

ত্রিহষ্ট দেশীয় কমলা বাগানের মৌচাক  
হইতে সংগৃহীত ঝাঁটা কমলা মধু যিনি  
একবার খাইয়াছেন তিনি জীবনে ত্রাণ  
ভুলিতে পারেন না। মহারাজা, রাজা,  
উকীল, ব্যারিষ্টার, জমিদার ও ধনী বড় লোককে  
আমরা ঐ মধু সরবরাহ করিয়া আনিংছি।  
সাধারণতঃ এক পাউণ্ড টিন মধুর মূল্য ১৮  
একটাকা। অর্দ্ধমণ কি ততোধিক পরিমাণ  
একত্রে লইতে চাহিলে পত্র লিখিয়া দর অবগত  
হউন। অনিলক্ষে চাহিলে প্রতি অর্দ্ধমণের  
অল্প অগ্রিম ২০ কুড়ি টাকা পাঠাইতে হইবে।  
মায় খরচ অবশিষ্ট মূল্য ভি.পি.তে আদায়  
করা হইবে।

কে, চৌধুরী এণ্ড কোং  
সুনাং গল, ত্রিহষ্ট,

অভাবনীয় সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত ৫৫৫৫ সেট

## “কাজের লোক”

২৭ টাকা স্থলে মাত্র ১২৫০ টাকা।

আমরা কিহ বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

“Kajer-Loke” or Businessman— \* \* \*  
is repleted with useful articles on art and Industry.  
*Indian Empire.*

“Contains interesting articles on trade and speculation.”  
*Indian Daily News.*

“Kajer-Look,”—Or the “Businessman” is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture  
*Bengalee.*

“A special and healthy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartily wish our contemporary all success in his noble endeavours.  
*The Indian Nation.*

\* \* “The Businessman” is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike.”  
*Telegraph.*

“There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading “Kajerloke.”  
*Gardeners Magazine.*

“কাজের লোকের” বিস্তৃত সমালোচনা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই একরূপ সুন্দর, সুশিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আন্তোপাত্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।” যশোহর।

“সত্য বলিতে কি, একরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যৱসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্বাঙ্গতঃ করণে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্বাঙ্গাঙ্গী হইয়া উঠে।”  
সময়।

“আমরা এই পত্রিকাখানি পাঠ করিয়া বৎসরোনাতি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেরূপ সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী।”  
বঙ্গবন্ধু।

“কাজের লোক”

“এই মাসিকখানিতে সর্বদাই শিথিলতার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে ব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহার কার্যকারী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা একরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবনকে বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি “কাজের লোক” পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় \* \* \* \* \*

দৈনিকচক্রিকা।

“আমরা ‘কাজের লোক’ পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্বাধিত্ব ও উন্নতি কামনা করি।”  
খুলনাবাসী।

“কাজের লোক” গ্রন্থ মাত্রেরই পাঠ করা কর্তব্য।”

যেদিনী-বান্দব।

একরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। “কাজের লোক” পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রযুক্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গ্রন্থ এবং উপায়েহীন “বেকারের” বন্ধু। \* \* \* \* \*  
জ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী ঘাঘাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী ঘাঘাতে সাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালার এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ বধা “হিতবাদী”, “বঙ্গবাসী”, “বঙ্গমতী”, এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভ্রমোন্মী প্রত্যাশা করিয়াছেন, হৃৎকণ্ঠে বিবরণ, স্থানান্তরিতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

কাজের লোক, কলিকাতা।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রী উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

এনোপ্যাথিক বিভাগ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এনোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেন্ট ঔষধ, যন্ত্র ও অন্যান্য, দুগন্ধিভাষ্য ইত্যাদি আমদানী করাইয়া বখাসমূল্যে বিক্রয় করি। মফঃস্বলের অভ্যন্তরীণ মাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ।

(সম্মান নং) বিত্তীয় আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম ৫ ও ১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাস্তু ঔষধ ফোটা সেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি বর্ষাক্রমে ২০, ৩০, ৩৫, ৪০, ৬০ ও ১১০। সুগার প্রোবিউন পিল, কর্ক ইত্যাদিও স্থূলত। মফঃস্বলের মাল অতি সম্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চশমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, হেড্‌ অফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হ্যারিসন রোড।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিকণী, চেন, পার্সী ও ইছদী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা।

বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ঘোড়কাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা “বন্দে মাতরম” “সুখে থাক ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রুক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাইবেন।

দেশীয় ছাপার  
কালী

ব্যবহার করুন।

সমস্ত সংবাদপত্রে ভূয়সী প্রশংসিত  
পোষ্টকার্ড লিখিলেই আমাদের প্রতিনিধি  
বাইয়া নমুনা দিখাইয়া আসিবেন। অঙ্কই  
লিখুন।

মেঃ দাস গুপ্ত এণ্ড সন্স,

ইন্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স,

৩৪ নং চড়কডাঙ্গা রোড, কলিকাতা

অতি সুলভে ছাপার কাজ।

১। রুক পোদাই, ইলেকট্রো রুক, জিঙ্ক, হাপটোন রুক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।

২। সকল সকম ছাপার কাজ, চেক দাখিলা, পুস্তক, লেটার হেডিং, প্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্লাকার্ড, প্রভৃতি অতি সম্বরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।

৩। বিবাহের অতি সুন্দর প্রীতি উপহার মাত্র কবিতা পর্যন্ত লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই। কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয়।

ম্যানেজার

“কাজের লোক”

১৭ নং অক্ষয় দত্তের লেন, কলিকাতা।

## ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্যন্ত কাজের লোক।

অশূন্য সুযোগ—২৭ টাকারস্থলে ১২।০ সাড়ে বার টাকায় বিক্রয় হইতেছে। যদি একবারে টাকা দিতে কাহারও চেষ্টা হয় তাহা হইলে সুবিধা বন্দোবস্তে টাকা লওয়া যাইতে পারে। ১০ এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এই বিশাল গ্রন্থাবলীর মুদ্রিত পাঠান যায়, মুদ্রিত পাইলে না লইয়া থাকা শিক্ষিত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পত্র লিখুন।

ম্যানেজার “কাজের লোক”

১৭ নং অক্টোবর স্ট্রের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

## শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এণ্ড কোং ইকনমিক ফার্মেসী। হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়, হেড অফিস—৮৪ নং ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—১৬২ নং বহুবাজার স্ট্রিট, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, ৩১২ নং রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ঢাকা ও কুমিল্লা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব নিশিতে ড্রাম /১০ ও /১৫ পর্যন্ত।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাস্তু, ফোঁটা-ফেলা যন্ত্র ও পুস্তকসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি স্বাক্ষর ২।০, ৩।০, ৪.০, ৫.০ ও ১২।০ টাকা। ইংরাজী পুস্তক, কর্ক, প্লোবিউল্‌স, পিলিউল্‌স ইত্যাদিও স্থলভ।

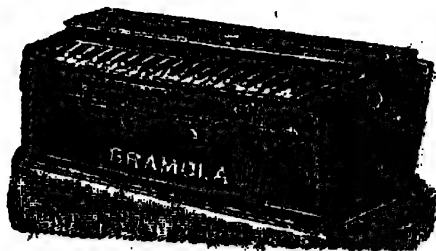
- ১। পারিবারিক চিকিৎসা—১০ম সংস্করণ; সচিত্র পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্দ্ধিত; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১৫।০।
- ২। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—সচিত্র বাঁধান মূল্য ৫।০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকারী।
- ৩। ওলাউঠাতত্ত্ব ও চিকিৎসা—প্র্যাকটিস ও মেটরিয়াল-মেডিকাল; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৫।০ আনা।
- ৪। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ; মূল্য ১০।০ আনা। ডাক্তার ও গৃহস্থ মাত্রেই উপকারী।
- ৫। ভেষজ-বিধান—হোমিও ফার্মাকোপিয়া; ৪র্থ সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১।০ টাকা।
- ৬। ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—স্ববহু মেটরিয়াল-মেডিকাল, ২য় সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৭।০ টাকা।
- ৭। জননেদ্রিয়ের গীড়া (উপদংশ প্রমেহ প্রভৃতি রতিজরোগ সম্বলিত)—মূল্য ১০।০ আনা।
- ৮। বাবসায়ী—শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত; ৩য় সংস্করণ; কাপড়ে বাঁধান মূল্য ৫।০ আনা।

আমাদের এলোপ্যাথিক ষ্টোর—১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

বিলাতী ঔষধাদি বিলাত হইতে একাইক আমদানী; মূল্য স্বাস্থ্যসম্ভব স্থলভ, অতি তৎপরতাসহ দ্রব্যাদি সরবরাহ।

কাজের লোক, কলিকাতা।

## ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।



১০ বৎসর পূর্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্বশ্রেষ্ঠ বিখ্যাত হইত। আজিও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সুস্বাদু স্বরাদায়ক। ইহার স্বর অত্যন্ত মধুর। ভূপের তুলনার ইহার স্বর অতি মধুর।

৩ অক্টেভ, একসেট রীড, ৩ বা ৪ টপ মূল্য ২০/-

এক সেট রীড, ৪ বা ৫ টপ মূল্য ৩০/- ও ৫০/-

সকলপাখার প্রস্তুত হারমোনিয়ম শিকা, মূল্য ১০/-

সকলপাখার প্রস্তুত হারমোনিয়ম শিকা মূল্য ১০/-

Write for Illustrated Catalogue.

**DWARKIN AND SON**  
**No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.**

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

এখন গ্রাহক যাহাই কাজের লোকের মূল্য ২০/- এক বছর ১০/- অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর একবার 'কাসের লোক' হাতে হাজিরা দিবে। মফঃসলে ডি: পি: ও ডাকমাওল দত্তর লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

### EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery, Boots, Shoes and Leather, Chemicals and Druggists' Sundries, China, Earthenware and Glassware, Cycles, Motor Cars and Accessories, Drapery, Millinery and piece Goods, Fancy Goods and perfumery, Hardware, Machinery and Metals, Jewellery, Plate and Watches, Photographs and Optical Goods, Provisions and Oilmen's Stores, etc., etc.

Commission 2½% to 5%.

Trade Discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from £10 upwards.

Consignments of Produce Sold on Account.

**WILLIAM WILSON & SONS**

(Established 1814).

25, Abchurch Lane, London, E.C.

### উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট নীলম্ব কল কার্টের প্রস্তুত—স্বরলয়ে অতিশয় ব্যক্তি দ্বারা স্বর বাদ্য—বাহ্যিক হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটি স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অন্যত্র যাইবেন। প্রত্যেক হারমোনিয়মের স্বরের জন্য ২ বৎসর গ্যারান্টি দেওয়া হয়।

#### গ্রামোফোন ও রেকর্ড

বিবিধ প্রকারের নূতন রেকর্ড ও গ্রামোফোন সর্বদাই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

#### গ্রামোফোন মেসামতের কাজ।

মেশিন পাট এবং মেশিন প্রিং যুদ্ধের জন্য দুর্লভ হওয়ার অনেক মেশিন মেসামত করিতে পারেন নাই। আমাদের এখানে হারমোনিয়ম ও কলের গানের মেশিন মেসামতের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আপনার মেশিন মেসামতের জন্য পাঠান, অল্প সময়ে, সুন্দর মেসামত হইবে।

১৫/- টাকার অধিক মূল্যের বর্ডার একরে পাঠাইলে পোষ্টক এবং প্যাকিং ফ্রি।

গ্রামোফোন পিন—প্রতি বাস ১২/-, আপানী ও বোনোফোন পিন ১০/- বাস। পাইকারী দরের জন্য পত্র লিখুন।

এন্, বি, সেন এণ্ড সন্স,

১, সি, স্ট্রীট (হার্কেটাইল বিল্ডিং) কলিকাতা।

আমের লোক, কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

# কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীট নষ্টকরবার ঔষধ

## মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে, ইহা অপ্রত্যাক্ষ নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, পরম কাপড়ের কীট, শিশুপণের মশকের উকুন, মূল্য-বান পশুপক্ষীর গাজকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লওনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত “কিটিংস পাউডার” মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেয়ই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

### সাবধান !

অনেক প্রত্যাক্ষ ছারপোকার ঔষধ বলিয়া ঠকায়, যেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কৌটার কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

### মূল্যাদি।

বড় শিশি ১০/-

মাঝারী ১০/-

ছোট ১/-

ডাকমাণ্ডল, ডিঃ পিঃ হুজুর।

কিটিংসের কক সল্ভেঞ্জেন্স—সর্বপ্রকার সর্দি কাশীর অমোঘ ঔষধ ৫০/-।

কিটিংসের বন্বন—সর্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৫০/-।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

বোম্ফিসল লেন, কলিকাতা।

## কাগজের লোক, কলিকাতা।

### চৌধুরী—সুখ্যাক কালীর বড়ী।

খোঁসল কালী ও কালির পাউডার বা চূর্ণ।  
আমরা নানাবিধ অতি উৎকৃষ্ট লিথিয়া  
কলির সহরে ও মফসসে বিক্রয় করিতেছি।  
অসংখ্য কালি হইতে আমাদের কালি ভাল  
অন্য সুশুভ। আমাদের কালিতে, লিথিলে  
কখনো সঠিচা ধরে না। কাগজ চূর্ণবিচা  
যাই না। অক্ষরগুলি উজ্জ্বল ও দৃশ্যে  
কিন্তুই হয়। বড় কালির একটি বড়িতে  
এক ঘোরাৎ সুখ্যাক কালি হয়। সুলের  
চলন ও সর্বসাধারণ তাহা সাধরে গ্রহণ  
করিতেছেন। সুলের মাটির এজেন্ট হইতে  
চাহিলে উপযুক্ত কলিন্দে কালির এজেন্সী  
দিয়া থাকি।

কালির বড়ী একশত ১২  
খোঁসলকালী ১২৫ প্রতি খোঁসল ৮/০ ২২৫ ৮/০  
এজেন্টগণের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করা  
হয়। সর্বত্র আমাদের কালির এজেন্ট  
১০ অর্ডারনা টিকিটসহ পত্র লিখুন।  
কে, চৌধুরী এণ্ড কোং, সুনামগঞ্জ, শ্রীহট।

### প্রত্যেক দূরদর্শীকে

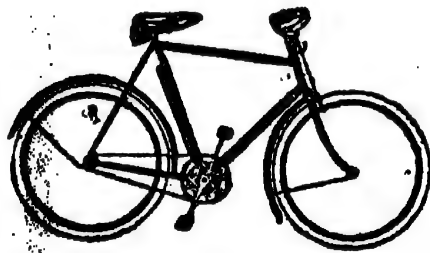


অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিত্তহীন ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকারী সফল  
হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিত্তহীন—টাকা, আমেরিকার এসিড ঔষধ  
প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাকেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতিমান  
ডাক্তার ডিউনাম এম, ডি; ডি, এন, হার, এম ডি; জে, এন, বোয়িক এম,  
ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস;  
নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; কীর্ত্তন প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল,  
এম, এস; বিশিণবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি স্বচিকিৎসকগণ  
আমাদের ঔষধের বিত্তহীনতা জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন।  
সুশুভে পরস্পর সাক্ষাৎ পাবে, কিন্তু রোগী বাচে না—এইটাই দুঃখ।  
আমাদের ষোল্লটিংচার ৮০, ১—১২ প্রতি ড্রাম ১০, ৩০ ক্রম পর্যন্ত ৮০। ইহার কমে আমেরিকান  
পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কমিউন,

৬৩ নং হ্যারিসন রোড, কলকাতা ট্রিট অংশন, ফ্রাঙ্ক:—৪৫ নং ওয়েলেন্সি ট্রিট, কলিকাতা



প্রত্যেক কাগজের লোকেরই সাইকেল  
অবশ্যিক। যেহেতুক অল্প সময়ে অধিক কাজ  
করাই য়রকার। কাগজলোক যাহারাই যে  
ইহা সর্ব প্রথম অবশ্যিক, ইহা বলাই নিম্প্রো-  
কৃত। আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল  
উৎকৃষ্ট সবজার সর্বদা পাওয়া যায়। হুই  
পর্বতার টিকিটসহ, পত্র লিখিলেই পছন্দ  
করাইয়া পাঠান যায়।

### স্যাণ্ডোর

### স্পিণ্ড ডাব্লেস



২০৭৭ নী। ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি  
ইত্যাদি খেলার যাবতীয় জিনিষ সুশুভে নিঃ-  
লিখিত ঠিকানায় সর্বদা প্রচুর পাইবেন।  
মূল্য তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠান যায়।



যদি ধরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িকা  
দ্বিগুন মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিত্তহীন  
আমোহ উপভোগ করিতে চান, তবে একটী  
কলের পান রাখুন, ১২ খানা উৎকৃষ্ট গানসহ  
একটী উৎকৃষ্ট কলের দাম ৩০, টাকা ব্যতী  
বালাদের প্রামোজন আছে, তাহারই বহি  
অনুগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের  
নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রতিক  
মাসে নতুন রেকর্ডের তালিকা বৎসরমুখে  
তাহাবিগকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।



# স্বাস্থ্য-পুস্তক ।

## বিশেষভাবে বিতরণ ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু: কতকগুলি দ্বাভাবিক নিয়ম বধ্যবধরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে । এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্য-লাভী করিবে ।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ভাক খরচার প্রেরিত হয় ।

## আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা ।

অত্যধিক বা অধিক ইন্দ্রিয় সেবনের কলে জননেত্রিরের যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না কেন, উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দোষ ঔষধ । এই বটিকা স্বপ্নদোষ ও অনিদ্রার উত্তরণাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয় ।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনর্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, বৃক্ক, দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ, প্রদর ও রক্তদ্রাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজবিনী করে । সংসার-দুখ-সন্তোষ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটেই সহায়তা করে ।

মূল্য ৩২ বটিকার কোটা ১ টাকা ।

## কাসাস্তক

এই বটিকার নাম বেরুপ ইহার স্তম্ভ ও সেরুপ । ইহা বক্ষা, ক্ষয়, হাঁপানী, শ্বসন, গলা বৃশ্ণু প্রভৃতি ও হৃদ-হৃদয়ের ও বাস যন্ত্রের অন্তান্ত সর্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ । বধন ইহা ক্ষয়, বক্ষা প্রভৃতি রোগের অন্তক ধরন, তখন সামান্য সর্দি কাশিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখা বাহুল্য মনে ।

মূল্য ৫০ বটিকার কোটা ১ টাকা ।

## হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির উদ্ভাস । যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেখানে অচিরেই আরোগ্য হইবে ।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা ।

## কবিরাজ যশধর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

শাখা ঔষধালয় : - ১২১১ বড়বাজার, কলিকাতা ।

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c,

## কাজের লোক ।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহিত্য্য মাসিকপত্র ।

Edited by S. P. Chatterjee.

14 JAN 13. 0  
WHITNEY

১৩শ বর্ষ ।

New Series.

নব পর্য্যায় ।

Vol. XIII.

১২শ সংখ্যা ।

December, 1919.

ডিসেম্বর, ১৯১৯ ।

No. 12.

এই সংখ্যার সহিত “কাজের লোকের” ত্রয়োদশবর্ষ পূর্ণ হইল। ভগবানের ইচ্ছা এবং পাঠকগণের অনুরোধেই যে “কাজের লোকের” এই দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবাব কারণ, তাহা বলাই বাচনামাত্র ।

শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রগতি উল্লেখিত করাই “কাজের লোকের” প্রধান উদ্দেশ্য লক্ষ্য ছিল, এবং বরাবর সেই মুখ্য লক্ষ্যই রক্ষা করিয়া আসিবার প্রয়াস পাউয়াছি। নিত্যই গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে আমাদের প্রদর্শিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক কার্য্য গ্রাহকগণ সাধন করিবার প্রয়াস পাউতেছেন, তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে যে, দেশের আই হাওয়া পরিবর্তন হইতেছে, লোকে প্রকৃতই স্বা-লম্বনের প্রয়াসী হইতেছেন ।

লোকে বলিতেছে যে, শুদ্ধ চাকরী দ্বারা জীবিকা নির্যাস সম্ভব নহে, কিছু কিছু শিল্প এবং ব্যবসায় side line অর্থাৎ পার্শ্ব পন্থাব আবশ্যক। সেই জন্য “কাজের লোক” পুষ্পাপেক্ষা জনসন্মানে আরও উঠিতেছে। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় এ কার্য্যে বৃদ্ধি হওয়া ছিলাম, আমাদের প্রাথমিক ইচ্ছাই পূর্ণ হইল। এই ত্রয়োদশ বর্ষ কঠোর পরিশ্রম করিয়া একনিষ্ট হইয়া লোকের দাওয়া শুভকর, সুপাঠ্য এবং বাঙ্গালীর শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্যের সাহায্যার্থে যাহা হিতকর বুঝিয়াছি, তাহাই সমগ্র সংগ্রহ করিয়া “কাজের লোকের” কলেবর সুসজ্জিত করিয়াছি। অসংখ্য স্বদেশ ও বিদেশের শিল্প কৃষি, বাণিজ্য চিকিৎসা বিষয়ক জনপ্রিয় বিষয় “কাজের লোকে” সংগৃহীত হই-রাছে। সে সকল দেশের লোকে পড়িলে, দেশের ছেলেদের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেই আমাদের ত্রয়োদশ বৎসরের কঠোর চেষ্টা

সার্থক হইবে, অর্থ সকল হইবে। আমরা আর অল্প কিছু চাই না।

অতীত বিষয় শিক্ষার জায় শিল্প ও ব্যব-সায় শিক্ষাতেও যথাযোগ্য অধ্যয়ন এবং অল্প নিয়োগের আবশ্যক হয়, নচেৎ কৃতকাংক্ষা লাভ করিতে পারা যায় না। সেইজন্য শিল্প বাণিজ্যে প্রকৃতই আসক্তি এবং অল্পস্বল্প থাকিলে শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক সাহিত্যের আদর কারতে অভ্যস্ত, তত্বদ্বার দরকার। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে এই শ্রেণীর সাহিত্যের বাজ এই আদর। কারণ সে সকল দেশে শিল্পকেই জাতীয় উন্নতির প্রধান উপায় বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। এদেশে চাকরীই জীবিকার প্রধান এবং মুখ্য লক্ষ্য করা হইয়া-ছিল বলিয়া যাবতীয় জাতীয় শিল্প এদেশে হইতে বিদূর গ্রহণ করিয়াছে, তাই এদেশে শিল্প বিষয়ক সাহিত্যের আদর ছিল না। সুখের

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন ।

বিষয়, এখন ক্রমে ক্রমে জনসাধারণে বৃদ্ধিতে চেষ্টা করিতেছেন, যে কেবল চাকরীই সমাজের হিতকর নহে, কিছু কিছু side line না হইলে চলে না।

দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে সকলের ইংরাজীতে অভিজ্ঞ নহেন, “কাজের লোকে” বাঙ্গালা ভাষায় আমরা সাধারণের বোধগম্য করিয়া সহজ কথায় সরল ভাষায় সেই সকল অসংখ্য side line বা পার্শ্বপত্তা প্রদর্শন করিয়াছি। দেশের লোকে তাহা সাধারণে গ্রহণ করিলে আমাদের অপাব আনন্দ উপভোগের, এবং শ্রম সার্থক কারবার সুবিধা ও সুযোগ হয় নাকি? সুতরাং সাধারণের নিকট আমাদের প্রতি মনোযোগ আকষণের দাবী অসম্ভব নহে।

## Notes of Interest.

### জলাশয়ের পক্ষোদ্ধার।

আমরা বরাবর বলিয়া আসিয়াছি, বোম্ব হ্রদ পাঠকগণ তাহা বিস্মৃত হইছেন না যে, মফঃস্বলের ঢাকার জল মাঠের পুষ্করিণীগুলি বীতিমত বর্ষা না হইলে একমাত্র আশ্রয়। কিন্তু মাঠের পুষ্করিণীগুলির অবস্থা সন্ধ্যাবেলায় অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, বতকাল সংস্কার না হওয়ায় তাহা এখন ডাঙ্গায় পরিণত হইতেছে। সম্প্রতি বঙ্গীয় বায়তাপক সভায় মাঠের আবুল কাসেম মহোদয় প্রস্তাব করেন যে, জল সেচনের উদ্দেশ্যে বাঙ্গালায় যে সকল জলাশয় আছে, তাহাদের উন্নতি সাধন বা পক্ষোদ্ধার করার জন্য সত্তর একটা ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রয়োজন হইলে একজন বেন আইন বিধিবদ্ধ হয়। সরকার পক্ষ হইতে মিং কমিং মহোদয় এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান

করেন এবং বলেন ইতঃপূর্বে সরকার একজন এই প্রস্তাব মত কার্য করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য এই প্রস্তাব দেশের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় এবং শুভ সংবাদ সন্দেহ নাই আমরা তৎক্ষণাৎ নানানীয় আবুল কাসেম মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

দেশের অধিকাংশ স্থলে বিশেষ: পশ্চিম বঙ্গ যথা বক্রানন, বাঁকুড়া, বীরভূম পটুচি জেলায় অনেক স্থলেই নদী বা বন নাই। ক্যানেল নাই। তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে আকাশের দিকে বৃষ্টির জল তাকাইয়া দাখ করিতে হয়। পূর্ণাপ্ত বর্ষার জল না হইলেই তাহাদের উত্তীর্ণ থাকে, অরকটে বহু পান যায়। গবর্ণমেন্ট ক্যানেলদিগকে প্রচুর অর্থব্যয়ে কৃষ্টিত হইলেও মাঠের পুষ্করিণীগুলির জীর্ণ সংস্কারের ব্যবস্থা হইলে বহু লাভ বাঁচিয়া যাইবে। অতীত এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইতে দেখিলেই সুখী হইব।

## বর্ধমানের কৃষি এবং শিল্প প্রদর্শনী।

১৯১৯

আগামী শান্তি উৎসবের প্রধান অঙ্গরূপ বর্ধমানে এক কৃষি এবং শিল্প প্রদর্শনী হইবে। বর্ধমান টাউনহলে এ বিষয়ে গত ৬ই আগষ্ট তারিখে একজন জনসাধারণের মহতা সভা হয়। সুযোগ্য কালেক্টর সাহেব বাহাদুর ত্রিভুক্ত বারলি মহোদয় এই সভায় সভাপতি হন এবং সর্ববাদিসম্মতি ক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে প্রদর্শনীই শান্তি উৎসবের প্রধান অঙ্গ হইবে। তবে ইহাও স্থির হয় যে, শান্তি উৎসবের দিনে অস্ত্রাশ্রয় অশ্রুতানেরও ব্যবস্থা হইবে। এই

সব সিদ্ধান্ত অনুসারে, শান্তি উৎসব এবং প্রদর্শনী সমিতি এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, ১২ই ইটতে ১৬ই ডিসেম্বর যে কয়দিন গবর্ণমেন্ট হইতে শান্তি উৎসবের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই কয়দিনে অস্ত্রাশ্রয় অশ্রুতানের ব্যবস্থা হইবে। তবে এই সময় প্রদর্শনীর জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত বিবেচিত না হওয়ায়, প্রদর্শনী কিছু পরে অর্থাৎ ২৭শে জানুয়ারী হইতে ২রা ফেব্রুয়ারী (১৩ই ইটতে ১১শে মাঘ) হইবে। অস্ত্রাশ্রয় উৎসবের মধ্যে ভিক্ষুকগণকে চাউল এবং বস্ত্র বিতরণই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং বিভাগীয় সমূহের এবং পুলিশ কনষ্টেবলগণের কীড়া আর এক অশ্রুতান হইয়াছিল। একটা শোভাযাত্রারও ব্যবস্থা হইয়াছে। বহুতঃ আমোদ প্রমোদ অথবা আত্মসম্বোধিত নৃপা অর্থব্যয় বস্ত্রান বস্ত্রের সমিতিতে বিবেচিত না হওয়ায় একেবারে পরি-তাক হইয়াছিল। এক্ষণে প্রদর্শনীর জন্যও যথোপযুক্ত আয়োজন হইতেছে। বর্ধমান জেলার একজন অশ্রুতান একরূপ নতুন বলিগেও অত্যাশ্চর্য্য হয় না। প্রদর্শনী সম্বন্ধে সমিতি যে অশ্রুতান পর প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিত হইয়াছে।

প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য বর্ধমান জেলার কৃষি এবং শিল্পের কমোৎকর্ষ সাধন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের একই প্রকার দ্রব্য এবং সকল স্থানের নানা প্রকার দ্রব্যের বহুল সমাবেশ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা প্রত্যেক শ্রেণীর দ্রব্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট নির্বাচন করিয়া তাহার জন্য পারিতোষিক দান—এই সকল উপায় দ্বারা এই উৎকর্ষ সাধনের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে এবং সরকারি, কৃষি ও অস্ত্রাশ্রয় বিভাগের কর্মচারীগণ উন্নতপ্রণালা দেখাইয়া এবং সে বিষয়ে বক্তৃতা দ্বারা এই ভিত্তি স্থাপনের সাহায্য করিবেন। আশা করা যায়, এই উদ্দেশ্যের সহিত মহাত্মা এবং চিত্তাশীল

আর ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৯০ টাকা লইব না।

ব্যক্তি মাত্রেই সহায়ত্ব আছে। সুতরাং কার্যকরী সমিতি সাহস করিয়া সকলেরই নিকট এই অনুষ্ঠানের জন্য সাহায্যপ্রার্থী হইয়া এই পত্র প্রচার করিতেছেন। প্রদর্শনীর ব্যয় নির্বাহার্থ অর্থ, নানা প্রকার দ্রব্যের বহুল সমাবেশ এবং কৃষি এবং শিল্প কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের প্রদর্শনীতে সমাগন, এই সকল বিষয়েই সমিতি সকলের নিকট সাহায্যপ্রার্থী। প্রদর্শনীর মহত্বদেয় উপলব্ধি করিয়া সকলেই ইহাকে সফল করিবার জন্য বন্ধপরিচর হউন। এই সহঃ জেলার দেখানে যে দ্রব্য উৎপন্ন অথবা প্রস্তুত হয়, সেই সকল দ্রব্য বাহাতে প্রদর্শিত হইবে, তাহার চেষ্টা সকলেবই করা কর্তব্য।

এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে বন্ধমানের সদর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের আফিসিত যে অনুষ্ঠানপত্র প্রচারিত হইয়াছে, তাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রকাশিত হইল, -

### বন্ধমান কৃষি এবং শিল্প প্রদর্শনী।

টাইনহলে দক্ষিণস্থিত ময়দানে।

পৃষ্ঠপোষক - অনারবল জব মহাভাড়াধি-  
বাজ বাহাদুর।

১৭শে জানুয়ারী ১৯২০ ( বাঙ্গলা: ১৩ই মাঘ,  
১৩৩৬ )

অপরাজ ১২টার সময় খোলা হইবে এবং ২রা  
ফেব্রুয়ারী ( বাঙ্গলা ১২শে মাঘ ) ১২টার

সময় বন্ধ হইবে।

উদ্দেশ্য :- বন্ধমান জেলাব কৃষি এবং  
শিল্পের ক্রমোৎকর্ষ সাধন।

বিনামূল্যে দ্রব্য প্রদর্শন - কৃষি এবং শিল্প  
ব্যবসায়ীগণ সমস্ত স্ব স্ব দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য  
আবেদন করুন।

উৎকৃষ্ট দ্রব্যের জন্য নানাবিধ পুরস্কারের  
ব্যবস্থা হইয়াছে। উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের জন্য  
বিশিষ্ট পুরস্কার। দ্রব্য অব্যাহে বিক্রয়

করিতে পারিবেন, অব্যবসায়ীগণ এবং ভদ্র  
মহিলাগণ এখন ইহাতে কার্যকর্য অথবা অন্য  
দ্রব্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করুন--তাঁহাদের  
দ্রব্য সাদরে গৃহীত হইবে।

যে সকল প্রদর্শক নিজ দ্রব্য তৎপ্রদানে  
থাকিতে না পারিবেন, তাঁহারা সেক্রেটারীর  
নিকট সাহায্য পাইবেন।

প্রদর্শনীর দরমার বেড়ার বাহিরের দিকে  
নিম্নলিখিত ধারে বিজ্ঞাপন দিতে পারিবেন,  
১৭র্গ ফুট - ৩০ আনা, ১৭র্গ গজ - ১২ টাকা।  
২০ বর্গগজ ১১০ টাকা; নীচের দিকে, মাটি  
ইহাতে ৪ ফুট পর্যন্ত, এবং উপরের দিকে ৮  
ফুটের উপর ইহাতে ইহার অধিক দ্রব্য দিলেই  
চলিবে। অষ্ট প্রহর পূর্বাংশ পাহারা থাকিলে,  
সুতরাং বিজ্ঞাপন নষ্ট হইবার ভয় নাই।

এই মহদপুস্তান সফল করিতে বহু  
অর্থের প্রয়োজন। সকলে নিজ ক্ষমতানু-  
যায়ী অর্থ সাহায্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট  
প্রেরণ করিলে তাহার সাফরিত রসিদ প্রাপ্ত  
হইবেন।

প্রদর্শনীতে বিনামূল্যে প্রবেশ। সকলে  
আসিয়া দেখিবেন। অন্ত্যায় বিষয় নিম্ন  
স্বাক্ষর কারীর নিকট জ্ঞাতব্য।

শ্রীপ্রবোধক চট্টোপাধ্যায়,

সদর সবডিভিসজাল অফিসার, প্রদর্শনী সমি-  
তির সেক্রেটারী। বন্ধমান।

সার সংগ্রহ।

### চিনাবাদাম চাষ।

অতি সহজেই চিনাবাদামের চাষ হইতে  
পারে। আসানসোল মহকুমায় জমি চিনা-  
বাদাম চাষের উপযোগী। অতএব শিক্ষিত  
ভদ্র মহোদয়গণকে কর্ষোদে নিবেদন করি-  
তেছি, যেন এই অগ্রহারণ মাসে তাঁহারা  
চিনাবাদামের চাষ করেন। কাপাসের জায়  
স্থযোগ পায়, এদেশীয় ভেমন নাই।

ইহাতেও তত বেশী বর্ষ আবশ্যক করে না।  
কোন কোন বার খুঁড়িয়া দিলেই যথেষ্ট।  
আমরা গবর্নমেন্টের ডিপ্লোম কৃষি অফিসারের  
নিকট ইহাতে ইহার বীজ (২০ সের) বিনা-  
মূল্যে লইয়া ওয়াশিয়া টেসনের নিকটবর্তী  
পুরুষাণানে ইহার চাষ করাইয়াছি।  
খোসাগুলি ছাড়াইয়া বীজগুলি আট হাত  
অন্তর পালুকাময় জমিতে বসাইয়াছিলাম,  
তাই জল সেচনে দরকার হয় নাই। দুই  
প্রকার বীজের মধ্যে বড় জাপানগুলিই  
ভাল। কেননা তাহারই ফলন বেশী।  
অধিকন্তু কোন কোনটী বীজ অপেক্ষাও বড়।  
আমি পুনরায় অনুরোধ করিতেছি, আপ-  
নাবা সকলেই বড় জাপানগুলিরই চাষ  
করুন। ইহার ১০০ সেরে এক সের তৈল  
হইবে। নতুন জমিতে তৈল বাহির করিলে  
খোলগুলি মাটির পৃষ্ঠিকব বায়ুরূপে পরিণত  
হইবে। কেননা তাহাতে তৈল বেশী  
থাকায় আমবা সহজে তাহা ইজম করিতে  
করিতে পারি না।

জি পি বুট,  
কৃষিবিজ্ঞান,  
আসানসোল।

### টাকা রোজগার।

ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন - "অন্নপূর্ণা  
মা থাকিতে আমার ভাগ্যে একদিনী।"  
এ কথা মিথ্যা নহে। না আমার সত্যসত্যি  
অন্নপূর্ণা। - আমবা না পাঠিতে পাঠিয়া  
নরিতেছি, সে আমাদেবই দোষ। নহিলে,  
উপার্কনের পক্ষে এমন সুবিধার স্থান আর  
আছে বলিয়া মনে হয় না। বিদেশী  
এদেশে আসিয়া যত নীল ধনী হইবাব  
সুযোগ পায়, এদেশীয় ভেমন নাই।

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য ১০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

বিকানীর, আলোরার ও জয়পুর প্রভৃতি দেশে মাড়োয়ারীদের অবস্থা একবার দেখিয়া আসিলেই বুঝা যায়, অর্থাগমের পথ কোথায় সুপ্রশস্ত! যে মাড়োয়ারী আজ এদেশের কল্যাণে কোটি পতি হইয়া কলিকাতায় কিনিয়া লটবার আকাজকা করিতেছে, সেই মাড়োয়ারী জাতি বোম্বাই প্রদেশে গিয়া কোনও স্থবিধা করিতে পারে না। সেখানে মারহাটা, ভাটিয়া ও নাখোদা মুসলমান প্রভৃতি প্রবল। তাহারা শিক্ষিত বাবসায়ী;—কাজেই অশিক্ষিত মাড়োয়ারী সেখানে বাবসায়ের ক্ষেত্রে আদৌ মাথা তুলিতে পারে না। অথচ সেই অশিক্ষিত মাড়োয়ারী এদেশের বাবসায় ক্ষেত্রে একচ্ছত্র সম্রাট হইয়া বিরাজ করিতেছে। কোনও বাধা-বিলম্ব নাই;—কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই, ইহারা এখানে বসিয়া জনে জনে প্রায় কোটিপতি হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং এদেশ যে অল্পপূর্ণার দেশ এবং এদেশে অর্থোপার্জনর পথ যে অতি সূক্ষ্ম, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখি না। আমরা যে এমন দেশের সম্ভাবন হইয়াও দৈন্ত ও অভাবের ভীষণ আবর্তে পড়িয়া মাথা ঘাটগেঁচি, তাহা কেবল আমাদের অজ্ঞতারই ফল। কিসেব অজ্ঞতা?—অর্থোপার্জনর পথ সম্বন্ধে অজ্ঞতা, টাকা রোজগার কবিতে হইলে কোন্ জিনিসকে মূলধন করিয়া কোন্ পথ দিয়া কেমন ভাবে চলিতে হয়, তাহা আমরা একটুও জানি না।

এ পথের যাত্রী হইতে হইলে টাকাকে ধান-জ্ঞান করিতে হয়। সর্বপ্রথম ঐ টুকুরই প্রয়োজন! অর্থের প্রতি ঐ মনস্তা বোধ না থাকিলে বা না জন্মিলে অর্থাগমের পথ সুপ্রশস্ত হয় না। পরসাক্ষে যে মানুষ মন-প্রাণ ঢালিয়া খুঁজে, পরসাক্ষে তাহাকে অনুসরণ করিয়া থাকে। প্রায় প্রত্যেক

বাবসায়ীর জীবনই এ কথার প্রমাণ। অর্থের প্রতি এ ভালবাসা কিন্তু আমাদের জন্মিয়াছে বলিয়া মনে করি না। উহা জন্মিলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাশের মোহ আমাদের মন হইতে অনেকটা কাটিয়া যাইত। আমরা তাহা হইলে আমাদের ছেলেদের ১৪।১৫ বৎসর বয়স হইতে ১০।২২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দোকান ও কারখানা প্রভৃতিতে কাজ শিখিবার জন্ত ভরি করাইয়া দিতে ইচ্ছুক বোধ করিতাম না। যেখানে অর্থাল্লাস প্রবল, সেখানে এ সঙ্কোচ এ ইচ্ছাস্তম্ভবোধ প্রভৃতি কোনও কিছু থাকে না। ঐ অর্থাল্লাসই এখন আমাদের কামনা।

বুদ্ধির চেয়ে সতর্কতা এখানে অধিক কার্য্য করী। সতর্কতা এ ক্ষেত্রের প্রধান শিক্ষা। সুতরাং আমরা যে মনে করি, বি-এ ও এম এ পাশ করিয়া, বেশী লেখা পড়া শিখিয়া বাবসায় ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে বাবসায় বুদ্ধিতে পণ্ডিত হইয়া উঠিব, সে ধারণা নিতান্ত ভুল। এদেশে বাবসায়ের ক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া যাহারা বেশ নাম করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে প্রায় কেহই বিদ্যাবুদ্ধিতে বড় নহেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা বাবসায়-বুদ্ধি সহিত সম্মিলিত হইলে হয়ত তাহা অজ্ঞানপন্থ হইতে পাবে, কিন্তু বাবসায়ী হইতে হইলে বাবসায় বুদ্ধিটা অন্ধন কবাই—সর্বপ্রথম আবশ্যক। অথ সকল কাজের মত এ কাজেও সাফল্য লাভ করিতে হইলে এ কাজের শিক্ষা নবিশী করা প্রয়োজন। এই কথাটাই এক্ষেত্রে প্রথম কথা।

চিন্তুদান

### ভূভিক্ষে দান।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, প্রসিদ্ধ জারমলীন নামক ঔষধের আবিষ্কারক আর, গেভিন কোম্পানী পূর্ববঙ্গের ঝটিকা ও ভূভিক্ষ প্রাপী-

কৃত অধিবাসীদের সাহায্য করি মিঃ সি. আর, দাসের হস্তে নগদ ৫০০ শত টাকা ও ৫০০ শত শিশি জারমলীন প্রদান করিয়াছেন, দেশের সমস্ত ধনী ব্যক্তির এই উদাহরণ করা উচিত। দেশমান্য নেতা উক্ত সি, আর, দাস মহাশয় উক্ত কোম্পানীকে ধন্যবাদ পত্র পাঠাইয়াছেন, দাতা শতং জীবতু।

### শুভ-সূচনা।

কয়েক দিন হটল, লর্ড রোণাল্ডসের উদ্যোগে মিকানিকালে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্ত এক সভা হইয়াছিল। সেই সভা অতি ত্বরায় শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্ত এক কমিটি গঠন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কলিকাতা ও কাচরাপাড়ায় দুইটা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। কাচড়াপাড়ায় রেলওয়ে সংক্রান্ত কার্য্য ও কলিকাতায় জাহাজ নিষ্পান, মোটর গাড়ী নিষ্পান, তাড়িত পন্থ প্রভৃতি বিবিধ বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইতে পাবে। কমিটির উৎসাহ ও উদ্যোগ দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

### কুলী ও পাঠশালার গুরুমহাশয়।

ভাবত গবর্ণমেন্টের শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী সাগ্ন সাহেব হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন,—একজন কুলী ৮০ বার আনা রোজ পায়, কিন্তু একজন পাঠশালার গুরু মহাশয়ের দৈনিক উপার্জন বড় জোর ১৮০ ছয় আনা! ইহার উপর আর মস্তব্য প্রকাশের প্রয়োজন নাই।

### বাণিজ্য ব্যবসায়।

#### চাউল রপ্তানি।

গত অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষ হইতে ৫৬,৬৮০ টন চাউল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

২০০—চাত্তর জুনমাস পর্য্যন্ত ১১০ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।

এক টন প্রায় ২৭ মণের সমান। তাহার পূর্ব মাসে ৩৬,১০৮ টন রপ্তানী হইয়াছিল। সমস্ত ভারতে আহাব সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে বহুলোক ছুটি বেলা ভাত পাইতে পার না। অথচ ভারতবর্ষ হইতে চাউল বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডে ২৭ টন চাউল রপ্তানী হইয়াছিল, কিন্তু অক্টোবর মাসে ৮,০০২ টন রপ্তানী হইয়াছে। বিদেশে এত চাউল চলিয়া গেলে আমাদের ক্ষুধার জ্বালা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

গত এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্যন্ত ৭ মাসে ভারতবর্ষ হইতে ২,৮৪,৬৯২ টন চাউল রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর ঐ ৭ মাসে ১৪, ২৭,২৩৮ টন চাউল রপ্তানী হইয়াছিল।

গত বৎসর অধিকা বর্তমান বৎসরে আমাদেব দেশের লোকের অন্ন ক্রেশ বেশী হইয়াছে। রপ্তানী কমান হইয়াছে বটে, কিন্তু একেবারে বন্ধ করা ভয় নাই। ইহা গুব আপাত্ত জনক।

গম।

গম ভারতের এক প্রধান খাদ্য দ্রব্য। গত সেপ্টেম্বর মাসে ৭৭০ টন ও অক্টোবর মাসে ৭৭৮ টন গম বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গত এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্যন্ত ৫০৭৬ টন রপ্তানী হইয়াছে, কিন্তু গত বৎসর ঐ ৭ মাসে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৪,৬০,৭৭২ টন। গম রপ্তানী গুব কম হইয়াছে, ইহা আনন্দের কথা।

চা।

গত সেপ্টেম্বর মাসে ২ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। অক্টোবর মাসে এক ইংলণ্ডে ৭ কোটি পাউণ্ড গিয়াছে। সেপ্টেম্বরে তথায় ২ কোটি ৪০ পাউণ্ড গিয়াছিল। চা গত বিদেশে যায়, ততই ভাল। ইহা আমাদের খাদ্য বা পানীয়

নয়, মধু খোরদের দেশে ইহার যত আদর হইবে, ততই মদ খাওয়া কমিতে পারে। চাখের বিষয় এই এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্যন্ত গত ৭ মাসে মোট ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড রপ্তানী হইয়াছে; গত বৎসর ঐ ৭ মাসে ২১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড রপ্তানী হইয়াছিল।

কেরোসিন তৈল।

গত অক্টোবর মাসে বিদেশ হইতে ৫ কোটি সের কেরোসিন তৈল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। গত বৎসরের অক্টোবরে একসের কেরোসিনও বিদেশ হইতে আইসে নাই। গত বৎসর এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্যন্ত কেরোসিন তৈল ২০২২,১০০০০ সের আমদানী হইয়াছিল, বর্তমান বৎসর ঐ ৭ মাসে ৩২,২২,১০,০০০ সের আমদানী হইয়াছে। সুতরাং কেরোসিনের দাম হাস হইয়াছে।

চিনি।

এপ্রিল হইতে অক্টোবর এই ৭ মাসে ২২, ৮২,৮৪,০০০ সের চিনি আমদানী হইয়াছে। কিন্তু গত বৎসর ঐ ৭ মাসে ২৮,২২,৮৮,০০ আমদানী হইয়াছিল। জাপান, জাপান ও চীন হইতে চিনির আমদানী হইয়া থাকে। মরিসসু হইতে আগে চিনি আসিত, এখন তাহা কমিয়া গিয়াছে।

বাণিজ্য জাহাজ।

যুদ্ধে বহু জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে, সৈন্য বুদ্ধ সংক্রান্ত দ্রব্যাদি বহনের জাহাজ বহু নিযুক্ত হইয়াছিল, সুতরাং বাণিজ্যের জাহাজ জাহাজ পাওয়া কঠিন হইয়াছিল। কিন্তু এখন বাণিজ্য জাহাজ সংখ্যা ক্রমেই বেশী হইতেছে।

যুদ্ধে পূর্বে ১৯১৩ সালের অক্টোবরে মোট ১০৩ খানা জাহাজ, ৫,৭১,৫৭২ টন মাল লইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। গত বৎসর অক্টোবর মাসে ৩৩৩ খানা জাহাজ ৩,২০,

৫২২ টন ও গত অক্টোবর মাসে ৩৮৭ খানা জাহাজ ৫,০৫,৬৪৪ টন মাল লইয়া আসিয়াছিল। যুদ্ধের পূর্বে ১৯১৩ সালের অক্টোবর ২১৮ খানা জাহাজ ৬,২৫,৫০৭ টন দ্রব্য লইয়া ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে গিয়াছিল। ১৯১৮ সালের অক্টোবরে ৪০০ জাহাজ ৪,৭২,৭৩২ টন ও গত অক্টোবরে ৩১৬ খানা জাহাজ ৫,২০,৪৬২ টন মাল লইয়া ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে গিয়াছে।

বেঙ্গল প্রভিন্স রেলওয়ে।

তারকেশ্বর হইতে মগরা এবং দশঘরা হইতে জামালপুর গন্তব্য পর্যন্ত এই রেলওয়ে বিস্তৃত। বাঙ্গালী ইহার প্রতিষ্ঠাতা, বাঙ্গালী ইহার পরিচালক। সুতরাং ইহা বাঙ্গালীর নিজস্ব। ১৮ বৎসর হইল, ইহা নির্মিত হইয়াছে। অনেক বিঘ বিপদ কাটািয়া আজও বে ইহা দাঁচিয়া আছে ইহাই আশ্চর্য। গত বৎসর অর্থাৎ ১৯১৮ সালের এপ্রিল হইতে ১৯১৯ সালের মাঝ পর্যন্ত মোট আয় ১,২৬,০১১ টাকা ও মোট ব্যয় ১,০২,২২৭ টাকা হইয়াছে। তাহার পূর্ব বৎসর আয় ১০৮৮৬০ ও ব্যয় ৯৬৯১৬ হইয়াছিল গতবৎসর যাত্রী সংখ্যা ৪,৪০,৪৫৪ এবং তাহাদের ভাড়া হইতে ৯৫২৮৪ টাকা আয় হইয়াছিল। তাহার পূর্ব বৎসর যাত্রী সংখ্যা ৪,২৭,৬৭৭ ও ভাড়া হইতে আয় ৮,৭৫০ টাকা হইয়াছিল।

মালের আয় গত বৎসর ২৯,০৬৯ টাকা এবং তাহার পূর্ব বৎসর ২৬,১৪৬, টাকা হইয়াছিল। যাত্রী ও মাল হইতে আয় বাড়িয়াছে। ইহা গুব আশার কথা। সমস্ত খরচ বাদে ১২২৯৭ টাকা লাভে ছিল; কিন্তু রাস্তা মেরামত প্রভৃতি কার্যের জন্য তাহা বর্তমান বর্ষে ব্যয় করিতে হইবে, সুতরাং অবশিষ্টগকে কিছু দেওয়া হয় নাই। (সত্যিঃ)

পুরাতন কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

## Commercial Information. ভারতজাত দ্রব্য।

খদির।

ইহার ইংরাজি নাম Cutch accacia, Catichu. বাঙ্গালায় ইহার নাম খদির বা খয়ের। খদির গাছ হিমালয়ের পশ্চিমাংশে এবং বর্মার দৃষ্ট হয়। খদির বৃক্ষ বড় হয়। তাহাকে কাটিয়া ফেলিয়া বৃক্ষের ভিতরের সারসংশকে কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া বড় বড় হাওয়ার মধ্যে জল দিয়া অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করা হয়, তখন ইহা হইতে ঘনীভূত গুড়ের সিরপের মত একটা ঘন আটার মত বাহির হইতে থাকে। তাহাকে আরও জল দিয়া ঘনীভূত করা হয়, তাহার পর ঘন হইলে কাঠের কুচি গুলি ছাকিয়া তুলিয়া লইতে হয়, তাহার পর পুনরায় জল দিলে খুবই ঘন হইয়া যায়। তাহা শীতল এবং শুষ্ক হইলেই খয়ের প্রস্তুত হয় যাহারা খদির প্রস্তুত কবে, তাহার বলে যে ১টন আন্দাজ কাঠ হইতে ৩৫০ বা ৩০০ পাউণ্ড খদির প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের কথায় সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। যেহেতু এট কায়া সাধারণ ছোট ব্যবসায়ী-গণের হাতে নিকিত আছে। ১৮৯৫-১৬ সালে বিদেশে ১৮৩৭২৯ হন্দর রপ্তানী হইয়াছিল, তাহার মূল্য ২৪৬৪০৭ পাউণ্ড। তাহার পর হইতে ইহার রপ্তানি কম হইয়াছিল। খদির আমেরিকার মুক্তসাম্রাজ্যেই অধিক গিয়াছিল, এতদ্ভিন্ন ফ্রান্স, জার্মানী এবং ইতালিতেও ইহার ক্রেতা ছিল এবং এদেশ হইতে রপ্তানী হইয়া যািত। ১৯১৩ হইতে ভারত ও রেঙ্গুন হইতে আমদানীর পরিমাণ নিয়ে দেওয়া গেল।

রপ্তানী	মূল্য
হন্দর	পাউণ্ড
১৯১৩-১৪	৫৮৮৫৯
১৯১৪-১৫	৬২০৪১
১৯১৫-১৬	১৪৫৭১১
১৯১৬-১৭	৬০১৯৫
১৯১৭-১৮	৪২১৩৩
১৯১৮-১৯১৯	৫৪১২৫
	৭৭১৮০

এই খদির রপ্তানির প্রধান বন্দর-রেঙ্গুন এবং কলিকাতা, অতীতে আমদানীর পরিমাণ রেঙ্গুন কলিকাতা ৪। কলিকাতার বাজারে চলিত মনিব দরে, রেঙ্গুনে চলিত হন্দর দরে বিক্রয় হয়। আমাদের বোধ হয়, যুদ্ধের জগৎ যদিএব বন্দারী ক্রমশঃ কমিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশেও পান খাইবার জগৎ খদিরের কাটি ক্রম নহে। খদির বিদেশীরা রজন কার্গো ব্যবসায় করিয়া থাকে। আমাদের দেশের বোকারে বিবিধ প্রকারে খদির দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—পাপরী, জনকপুরী, তিত্বরের প্রভৃতি। খদির চিকিৎসার ঔষধ রূপেও ব্যবহৃত হইয়া আছে।

আয়ুর্বেদে খদিরের গুণ :-

কষায় তিক্ত রস, শীতল, পাচক পিত্ত কফ নাশক, দংশুর উপকারক, কুষ্ঠ, বিসর্প, কাশ, রক্তক্ষয় শোথ কণ্ডু ব্রণ মেদাদোর নাশক। খদিরের নিদ্রাস কটু তিক্ত রস, উষ্ণবীণা অগ্নিবর্ধক, কটিকাবক সংকোচক, মূত্ররোগ ও কঠুরোগে হিতকর।

ভারত বহু ভূমি এইরূপ কত যে লাভজনক দ্রব্য এদেশ হইতে বিদেশে রপ্তানী হয়, তাহা আমরা ক্রমে ক্রমে পাঠকগণকে দেখাইবার চেষ্টা করিব।

সম্পাদক।

অর্থ স্রোতে জোয়ার ভাটা।

সোনার খনির 'সেয়ারে' টাকা খাটানো।

আর অন্ধের মত কপাল ঠুকিয়া কাজ করা প্রায় একই কথা। গুয়েটলিয়ার একটা সোনার খনির ব্যবসারে (Hampton Properties. Limited), 'সেয়ারে'র দাম সেদিন পর্যন্ত দুই আনাও ছিল না। ইষ্ঠাং সোনার নূতন খোঁজ পাওয়াতে তাহার 'সেয়ারে'র দাম এখন সাড়ে সাইত্রিশ টাকায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। এবং বিশেষজ্ঞদের মতে, সেখানকার 'সেয়ারে'র দাম ক্রমে আরো বেশী চড়িয়া যাইবে। এক সময়ে মহিশূর রাজ্যের Mysore Gold Mining Companyর অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, কড়পক্ষরা ব্যবসায়ী তুলিয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জগৎ, পর্যাশ্রিত হাজার হাজার মুদ্রাব্যয়ে তাহার আবেগ পানিকটা স্থান খুঁড়িয়া ফেলিলেন। ভাগ্যক্রমে শেষবারের খননের ফলে একেবারে নয় কোটি টাকার সোনা পাওয়া গেল এবং অংশীদাররাও যথেষ্ট লাভবান হইলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার একটি সোনার খনির অংশীদারদের ভাগ্য এমন খারাপ ছিল যে, পনেরো টাকা দানের প্রত্যেক 'সেয়ারে'র মূল্য ক্রমে কমিয়া শেষটা এক পয়সায় গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়ার আর-একটি সোনার খনির পনেরো টাকার 'সেয়ারে'র দাম আধ পয়সাতে নামিয়া আসিয়াছিল। ষ্টক-এক্সচেঞ্জের অপূর্ণ মহিমায় কথিবাব একটি সোনার খনির 'সেয়ারে'র মূল্য আশ্চর্যরূপে চড়িয়া গিয়াছিল। আগে সেই সোনার খনির মূলধন ছিল পনেরো টাকার 'সেয়ারে'র মোট পনের লক্ষ টাকা। মাল-কয়েকের মধ্যে তাহার দাম দুই কোটি উন-পঞ্চাশ লক্ষ সাইত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকায় গিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

২০০—ছাত্রের জুনমাস পর্যন্ত ১১০ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।



## তুর্কীর মদ-খাওয়া

মহম্মদ তাঁহার ধর্মাবলম্বীগণকে মত্তপান করিতে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সুরাদেবীর এমনি অপার মহিমা যে, ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্য হইতেও তিনি ভক্ত সংগ্রহ করিতে অপারগ হন নাই। তুর্কদেশে মদ আমদানির বিকল্পে খুব কড়া আইন চলিত থাকা সত্ত্বেও সেখানে অসংখ্য মাতালকে দেখিতে পাওয়া যায়। অণ্ড বিদেশীয় দূতবাণ্ড সেখানে আপনাদের ব্যবহারের অল্প মদ, গভীর রাত্রি ভিন্ন আর কোন সময়ে আনাইতে পারিতেন না। কারণ দিনের বেলায় রাস্তা দিয়া মদ লইয়া যাইতে দেখিলে অনেক ধার্মিক মুসলমানের চরিত্র ধারাপ হইয়াব সম্ভাবনা ছিল। যে সকল তুর্কী মদ্যপিপাসা, তাহারও প্রত্যেকবার মদের পিয়ালয় চুমুক দিবার আগে ভাবন চাংকার করিয়া ওঠে। এই চাংকারের অর্থ,—“তে আয়া! আমি মত্তপান করিতেছি, সাবধান! দেহের এক কোণে ঢুকিয়া তুমি গা-ঢাকা দিয়া থাকো,—নহিলে তোমাকে কদাচিত হইতে হইবে!”

তিন্দুহান।

আয়ল্যাণ্ডের সমাপনর্তী একটিমাত্র ডেট গ্রামে, মৎস্যময় সমুদ্র জয় লাগ টাকার Mackerel মাছ ধরা হইয়াছে।

## Home Industry.

### গার্হস্থ্য শিল্প।

### কাগজের কাজ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—:—:—

গত জুলাই মাসে “কাজের লোক” পেপিয়ার মেচি প্রস্তুতের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

অল্প কাগজ দ্বারা অল্প কতকগুলি জিনিস প্রস্তুতের প্রণালী বিবৃত করা হইবে।

**কাগজ মত্ত**—ইহাও এক প্রকার পেপিয়ার মেচি। এখানে কাগজকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া ব্যবহার করা হয়। প্রথমতঃ কাগজকে জলে ভিজাইয়া রাখিয়া এত নরম কর, যেন প্রায় খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। এক খণ্ড টিনের এক প্রান্তে কবাতের দাঁতের মত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁত কাটিয়া লও। ৬৭ খানা কাগজ নাম হস্তে চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হাতে উক্ত টিনের দাঁত লইয়া কাগজের উপর আঁচড়াইয়া থাক। দেখিতে পাইবে, কাগজ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভক্ত হইতেছে। সমস্ত আঁচড়ান হইলে এই খণ্ডগুলি একখানা কাপরের উপর চাপিয়া জল বাড়িব করিয়া লও। এই কাগজ চূর্ণ ময়দার লেইয়েব সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ইটা দ্বারা কাদাব মত যে কোন জিনিস প্রস্তুত কবিতে পার।

নিম্নলিখিত কবমুলা মতে ছাঁচ সাহায্যে কাগজ মত্ত দ্বারা অতি সুন্দর সুন্দর জিনিস প্রস্তুত করা যায়।

কাগজ মত্ত	১০ ভাগ।
সিরিস	১০ ..
সলেনা	৮ ..
প্লাষ্টার অব পারিস ২	..

সমস্ত ওজন মত লইবে। সিরিস এমন পরিমাণ জলে গলাইবে তেন পাতলা থাকে। এই জলে প্রথমতঃ কাগজ মত্ত, পরে সলেনা দিয়া সমস্ত ভাল রকম মিশ্রিত কর। ছাঁচ চালিবার ঠিক পূর্বক্ষণে প্লাষ্টার অব পারিস মিশ্রিত করিবে। ছাঁচের তিতর দিকে উত্তম রূপে তৈলাক্ত করা আবশ্যিক, নতুবা ছাঁচের সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া যাইতে পারে।

আর ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা লইব না।

## কাগজের পুটিং—

কাঠের কুটিল ইত্যাদি বন্ধ করিবার জন্য কাগজের পুটিং নিম্নলিখিত প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে পার।

কাগজকে প্রথমতঃ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত কর এক পাউণ্ড ময়দা, ৫ কোয়ার্ট ঠাণ্ডা জলে ভাল রকম মিশ্রিত করিয়া গরম কর এবং তাহাতে অতি হৃদয় কটিকিরী চূর্ণ এক আউন্স মিশ্রণ করিয়া সমস্ত ভাল রকম নাড়িতে থাক। এই ময়দার লেইর মধ্যে পূর্বোক্ত কাগজ চূর্ণ কয়েক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখা, তৎপরে চাপা দিয়া মত্ত ময়দার লেই বাড়িব করিয়া লও। এই কাগজের পুটিং দ্বারা দবজা, আনালা প্রভৃতির ফাটল অতি সুন্দর রূপে মেবামত করা যাইতে পারে।

## কাগজ মত্ত দ্বারা ফাপা মূর্তি প্রস্তুত প্রণালী

৫০ ভাগ অতি হৃদয় প্লেট বা কদম চূর্ণের সহিত ১০ ভাগ কাগজ মত্ত ভাল রকম মিশ্রিত কর। ইহাতে ১০ ভাগ প্লাষ্টার অব পারিস মিশ্রিত করিয়া বন লেইর মত কর। ছাঁচের ভিতর অংশ পূর্বোক্ত ভাল রকম ক্ষুদ্র ও গরম করিয়া তৈলাক্ত কবিয়া রাখিবে। এক্ষণে ছাঁচের মধ্যে উপরোক্ত মত্ত চালিয়া কিকুক্ষণ রাখিলেই প্রথমতঃ ছাঁচ সংলগ্ন অংশ শক্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু মধ্যাংশ তখনও তরল থাকিবে। এই অবস্থায় ইটা চালিয়া লইলেই জিনিসের তিতর কাপা হইবে।

## মুখোশ প্রস্তুত প্রণালী—

মুখোশের ছাঁচের উপর ভাগে তৈল মর্দন করিয়া তাহার উপর পাতলা কাগজ চাপা দিয়া বসাগ। তৎপর একটি মোটা লাস দ্বারা প্লাষ্টার অব পারিস মিশ্রিত কাগজ মত্ত ইহা উপর বসাগ। ইহা শীঘ্রই শক্ত হইয়া যাইবে, তৎপর আবার সেই মত্ত মাথাগ। এই

প্রকারে মুখোস পুর না হওয়া পর্যন্ত অন্ন অন্ন করিয়া মাখাইতে থাক। মাখাইবার সময় লক্ষ্য রাখিও, যেন সর্বত্র সমভাবে মাখান হয়, নতুবা মুখোসেব আকৃতি পরিবর্তিত হইতে পারে।

রিলিফের (Relief) কাজ—

ছাঁচের উপর পশু পক্ষী লতা পাতা ইত্যাদির চিত্র অঙ্কিত থাকিলে জিনিসের উপরও যেই সকল অঙ্কিত হয়, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু যদি ছাঁচের উপর কিছু অঙ্কিত না থাকে এবং জিনিসের উপর তোমার চিত্র অঙ্কিত করিতে ইচ্ছা হয়, তবে

প্রথমতঃ পিসবোর্ড হইতে তোমার ইচ্ছানুরূপ প্রতিকৃতি কাট এবং ইহা সিরিস দ্বারা ছাঁচের ধারে সংলগ্ন কর। এই ছাঁচ হইতে কাগজ দ্বারা জিনিস প্রস্তুত করিলে তাহাতে এই ছবিগুলি গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়া উঠিবে। এক্ষণে ইহার উপর তোমার ইচ্ছামত রং ফলাইতে পার।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণেন্দ্র কুমার দাস

পোঃ নিলামি বাজার ; সিলেট।

মদ্যপানে বিপদ।

বাহারী সুরাপান করেন, তাহার সড়ক হইল। এক্ষণে হইকিতে কাঠের একপ্রকার সুরাসার মিশ্রিত করিয়া রং করা হয়। এ সুরাপান করিয়া আমেরিকায় ১৩৭ জন মারা গিয়াছে এবং ১৪৯ জন অন্ধ হইয়াছে। ইহার উপর সুরাপান জন্ত যে অকালমৃত্যু ঘটে, তাহা কাহারও অবদিত নাই।

পল্লী স্বায়ত্ত-শাসন।

শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপকসভায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন—(১) কোন্ কোন্ জেলায় গবরনেন্ট সঙ্গে সঙ্গেই পল্লী স্বায়ত্ত-শাসন আইন জারি করিতে চাহেন? (২) এই আইন অনুসারে কতদিনের মধ্যে ইউনিয়ন-বোর্ডের ও লোকাল বোর্ডের বাছাই আরম্ভ হইতে পারে? (৩) যদি গবরনেন্ট ইউনিয়ন ফণ্ডে টাকা দেন, তাহা হইলে ১৯২০-২১ সালে এই প্রেসিডেন্সিতে সর্বসমেত কত টাকা দেওয়া হইবে? অনুরোধ মিঃ ওমালী উত্তর দেন,—১৯১৯ সালের ১লা নবেম্বর হইতে বর্তমান জেলার কাপনা ও কাটোয়া মহকুমায় এই আইন আমলে আসিয়াছে এবং টাকা জেলায় শীঘ্রই আসিবে বলিয়া আশা করা যায়। অতীত জেলাতেও আইন জারি হইবে; তবে ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এখনও পদ্ধতি সিদ্ধান্ত হয় নাই। (২) ইউনিয়ন বোর্ড গঠনের পর ছয় মাস মধ্যেই প্রথম বাছাই হইবে। লোকাল বোর্ডের বাছাই হইবে বেঙ্গল লোকাল সেলফ-গবরনেন্ট আইন অনুসারে, ভিলেজ সেলফ-গবরনেন্ট আইন অনুসারে নহে। (৩) গবরনেন্ট ১৯২০-২১ সালে ইউনিয়ন ফণ্ডে টাকা দিবে না।

## Agricultural Notes.

### ভারতের কৃষি।

গত দুই বৎসর ভারতবর্ষে কোন্ শস্য কত উৎপন্ন হইয়াছে ও একার প্রতি কত পাউণ্ড হইয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

	১৯১৮—১৯	১৯১৭—১৮	১৯১৮—১৯	১৯১৭—১৮
টন			সালে একার প্রতি পাউণ্ড	একার প্রতি
চাউল	২,৩৬,৭২,০০০	৩,৬২,৩৬,০০০	৬২৯	১০১৩
গম	৭৫,০২,০০০	২২,২২,০০০	৭০৭	৬২৬
ইক্ষু	২৩,৩৭,০০০	৮৩,১১,০০০	১৮৫৬	২৬৪০
তিসি	২,১৯,০০০	৫,১৪,০০০	২৬০	৩০৪
সরিষা	৭,৫২,০০০	১১,৫৩,০০০	৩৫১	৩৬২
ভিল	২,৫৮,০০০	৩,৮১,০০০	১৬৫	১৯৯
চীনাবাদাম	৪,৯০,০০০	১০,৫৭,০০০	৮৩৭	১২২৩
নীল	৪৪,০০০ হস্তর	১,২৭,০০০ হস্তর	১৬	২০
খলি বস্তায়				
ভুলা	৩৬,৭১,০০০ বস্তা	৪০,৬৫,০০০ বস্তা	৭২	৬৪
পাট	৬৯,৪৬,০০০ বস্তা	৮৮,৬৫,০০০ বস্তা	১১১৩	১২২৬
চা	৩৮,০৪,৫৯,০০০ পাউণ্ড	৩৭,১২,২৬,০০০ পাউণ্ড	৫৬০	৫৫৭

গত বৎসর চাউল, গম, ইক্ষু, সরিষা, ভিল, পাট প্রভৃতি কম জন্মিয়াছিল, কাজেই উহাদের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

এক টন = ২৭ মণ, এক পাউণ্ড = আধ সের, এক একার = ৩ বিঘা হিসাবে ধরিলেই কত মণ কত সের শস্য উৎপন্ন হইয়াছে, পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন। (সংগ্রহ)

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচাপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

## বিশেষ দ্রষ্টব্য।

—:—

এই সংখ্যায় সহিত সমস্ত গ্রাহকেরই বার্ষিক মূল্য শেষ হইল। যাহারা গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত থাকিয়া আমাদের মূল্য পাঠাইয়া দিয়া কৃতার্থ করিতে ইচ্ছুক, দয়া করিয়া যেন ১৯২০ সালের বার্ষিক মূল্য এই ডিসেম্বর সংখ্যা প্রাপ্ত মানই পাঠাইয়া বোধিত করেন। আনবা অতঃপর ছাত্র দিগকে ১১০ মূল্য কাগজ দিতে অক্ষম, কাগজের মূল্য কমে নাষ্ট। আমরা কতিপয়কর করিয়াছি দিতাম।

## প্রতিহিংসা।

"It cost none to revenge injuries than bear" অত্যাচার সহ্য করা অপেক্ষা প্রতিহিংসা ব্যয়বাতপাকব। সহিষ্ণুতা এবং ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ, প্রতিহিংসা নাবল্য। তাই বলিতেছিলাম, তুমি প্রবল প্রতাপশালী ও জয়ী হইতে পার, কিন্তু যেন প্রতিহিংসা প্ররুতি তোমার হৃদয় কলুষিত না করে। প্রতিহিংসা করিতে যাওয়া সকলশয় হইতে হয়, লোক চক্ষে মহত্ব হারাষ্টয়া দান ও হেয় হইতে হয়।

বিজীতকে ক্ষমা কবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। জেতা বিজিতকে পরাজিত করিলেও তাহাব হৃদয় অধিকার কবিতে পারে না। কিন্তু ক্ষমা দ্বারা—মহত্ব দ্বারা বিনা রক্তপাতে বিজিতের হৃদয় চিরতবে অধিকার করিতে পারে ইহা অতি বড় মূল্যবান কাণ্ড সন্দেহ নাই।

## EDITOR'S NOTE BOOK.

Fire-proof wash for clothes :—

Tungstate of soda is excellent, but too expensive; satisfactory result are obtained by simple solution of 4 parts of Borax and 3 parts of Epsom Salt. The only precaution necessary is that the solution (which is easily made by adding 3 or four parts of warm water to one part of mixture) be used immediately since the principle, the insoluble borate of magnesia, soon precepsitates.

*Scientific, America.*

Economical Fuel :—

Mix coal or charcoal or saw-dust

1 part

Sand of any kind 2 parts

Marl or clay 1 part

in quantity as thought proper.

Make the mass up wet into balls of a convenient size and when the fire is sufficiently strong, place these balls, according to their size, a little above the bar and they will produce a heat considerably more intense than common fuel, are insure a saving of one-half of the quantity of coals. A fire thus made up will require no stirring nor fuel for ten hours.

S. A. 226.

## HOW TO MAKE FRUIT SALT.

Fruit salt is a useful family aperient.

Carbonate of Soda	4 ounce
Citrate of Magnesia	4 ..
Tartaric acid	2½ ..
Cream of Tartar	2 ..
Epsom Salt	1 ..

The salt and soda to be well-dried and the whole well-mixed in mortar with pestle.

W. B. (S. A. 226.)

HAIR WASH to darken the hairs gradually.

Sulphate of iron (green, crushed) 1 dram

Rectified Spirit 1 Fl. ounce

Oil of Rosemary 10 to 12 drops

Pure water (Soft.) ¼ pint

Agitate them together until the solution and mixture is complete. Many persons substitute the strongest old ale for water as ordered above.

## A SAFE HAIR DRESSING.

The following is from the year Book of Pharmacy for 1872.

Cocoonut oil 20 oz.

Castor oil 3 pound.

Melt the cocoonut oil and add then the castor oil; agitate until they are thoroughly mixed and add strong alcohol 4 pint.

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

## HEALTH AND HYGINE.

## স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কথা।

কিন্তু রোগের সমুদায়তে বাধিত ওষধ উন্নয়ন করলেই স্বাস্থ্য ভাল থাকে না, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এবং রোগ মুক্তির জন্য জল, বায়ু, রৌদ্রও কম আবশ্যকীয় নহে। জল বায়ুর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে বহু গবেষণা হইয়া গিয়াছে, সে সম্বন্ধে এত প্রবন্ধে কিছু বলিতে চাই না। কিন্তু রৌদ্র বা সূর্য্য কিরণ যে ভয়ঙ্কর স্বাস্থ্য উদ্ধারের এবং স্বাস্থ্য রক্ষার অতি অপরিহার্য উপকরণ, সেট সম্বন্ধে কিছু বলা বার বাসনা অল্প এই প্রবন্ধের অবকাশ।

## THE SUN BATH.

ডাক্তার কেলস্‌ বলিয়াছেন যে, "The value of sun light in the maintenance and restoration of health although well recognized is seldom made practical utility in the treatment of the disease" অর্থাৎ সূর্য্যকিরণ স্বাস্থ্য রক্ষার এবং ভয়ঙ্কর স্বাস্থ্য উদ্ধারের অতি প্রযোজ্য উপায় হইলেও রোগ চিকিৎসায় কমটিং ইত্যাদি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। বাস্তবিকই তাই। সূর্য্য বন্ধ দ্বারা যে উৎকট পীড়া সমূহ আবেগ্য হইয়া থাকে, তাহা আমাদের আর্থাৎ অধিকাংশ সময় হইতে চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বীতি পদ্ধতি অনুসৃত হইতেছে। সমাজাত শিশুকে তখন সূর্য্যকিরণে যে ফেলিয়া বাখা হইত, তাহা প্রাচীন স্বাস্থ্য বিদগণের অজ্ঞতা এবং অবিবেচনার পরিচায়ক নহে, আবশ্যকীয় বিবেচনায়। প্রকৃতি এবং সমাজাত শিশু বোদ্রেই তাহাদের স্বাস্থ্যলাভ করিত। সূর্য্য স্বাস্থ্যের পক্ষে এত আবশ্যকীয় এবং হিত

কর বলিয়াই সূর্য্যপূজার ব্যবস্থা আর্থাৎ অধিগণ প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। উৎকট রোগ মুক্তির জন্য সূর্য্যপূজা, সূর্য্যার্থদান প্রভৃতির যে সকল ব্যবস্থা, তাহা ভীতিহীন করনা নহে অপিচ স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম মঙ্গলিক এবং হিতকর। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় যেন তাহা অবলম্বন বাখিয়া দেন।

সূর্য্য কিরণের প্রভাবে প্রাণী মাত্রেই যে কিরণ অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে, সাধারণের তাহা অবদিত নহে। রৌদ্রের অভাবে মৃত্যু, পক্ষ, পক্ষী, মাটি, পত্র, তরু, লতা অতি নিম্ন প্রাপ্ত তরু, নিবর্ণ ও কৃষ্ণ হইয়া পতন বা রৌদ্রহীন স্থানে বৃক্ষ লতা নিঃশব্দ, অন্ধিলে ততো নিকট শ্রোত্র্য হইয়া থাকে, ইহা সকলেই দেখিয়াছেন।

সুইডেনের রাজসু পক্ষতের গভীর উপত্যকায় যে সকল নরনারী বসতি করে, তাহাদের অবস্থা অতি করুণ। প্রায় সমস্ত নর-নরনারীই গণ্ডমালা রোগগ্রস্ত, প্রকুপ্ত-হীন অলস এবং অকর্মণ্য। এই সমস্ত গভীর উপত্যকায় সূর্য্য বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না, এই স্থানের তরু লতা ও পত্র পক্ষীরও এইরূপ অবস্থা। মাইগাগ গলগুগুস্তা, পক্ষপায় বিকলাঙ্গ, সৌন্দর্য্যহীন; পুরুষগণও তরুণ, উৎসাহ এবং বিবেকবিশীন। কিন্তু তাহার কিছু উচ্চ পর্ব্বত গাত্র ঘাতাদের বসবাস, তাহারা বুদ্ধিমান, রোগশূণ্য, কঠোর পরিশ্রমী। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে, ইহারা রৌদ্রপাইয়া অতি সশ্রম ও সুস্থকার্য্য থাকে। যে কোন ব্যক্তি যখন পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন যে, অতি অল্পকালময় নিম্নতলে বসবাস করিলে কতদূর শারীরিক ও মানসিক অবনতি ঘটিয়া থাকে। নির্জন কারাবাসীগণের অনেকেই উন্মাদ হইয়া উঠে, অনেকে যক্ষ্মা প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া জীবন বিসর্জন দিয়া

থাকে। রৌদ্রের উপকারিতা বহু হাস-পাতালে বারবার পরীক্ষিত হইয়াছে—"The value of the sun-light for the sick has been amply demonstrated by hospital experience which shows a much large percentage of recoveries in rooms abundantly exposed to the sun than in those excluded from its rays." অর্থাৎ হাসপাতালের যে সকল রোগীর গৃহ মধ্যে সূর্য্য কিরণ প্রবেশ করিতে পারিত, তাহারা অতি শীঘ্র রোগ মুক্ত হইতে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু যাহা-দিগকে এই রৌদ্র হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল, তাহারা উন্নতিলাভ কবিত্তে পারে নাই।

সেইজন্য বর্তমান যুগের আমাদের বাবু-বালকে বলিতেছি যে, রৌদ্রে কিছু রং মরলা হইয়া বায়ু বসিয়া পরিচাল্য নহে এবং বোদ্রের অভাবে বহু উৎকট ব্যাধি পরীরকে আক্রমণ করিয়া সমস্ত সৌন্দর্য্য পিপাসার অবদান করিয়া দিবে। প্রতিদিন কিয়ৎকণ করিয়া রৌদ্র সেবন স্বাস্থ্যরক্ষার অতি প্রয়োজনীয় উপায়।

এদেশের বহু যোগী পণ্ডি সূর্য্যকিরণে বসিয়া তপস্যার দাব্যকাল অতিবাহিত করিতে পারিতেন। এই সূর্য্য রশ্মিতে Energy অক্ষর থাকে। মানুষ, যাহা বা সূর্য্য কিরণে থাকিতে অভ্যস্ত, তাহা বা কঠোর পরিশ্রমী নীরোগ, কস্মাৎ। ইয়োরোপেও প্রাচীন কালে এই রৌদ্র সেবনের উপকারিতা অজ্ঞাত ছিল না। প্রটার্চ বলিয়াছেন যে, এথেন্সের জনৈক দার্শনিক পণ্ডিত ডাইওজেনিস তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে কয়েক ঘণ্টা করিয়া সূর্য্য কিরণে বিব্রত হইয়া পড়িয়া থাকিয়া তাহার নষ্টশক্তির পুনরুদ্ধার করিয়া লইতেন। এক সময় আলেকজান্ডার তাহার যদি কোন উপকার করিতে পারেন, সেই আশায় ডাইও

আর ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৯০ টাকা লইব না।

জানিসেয় নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, পণ্ডিতবর! যদি আমার দ্বারা আপনার কোন কার্য সাধিত হইতে পারে, তজ্জন্ম আপনার নিকট আসিয়াছি। উত্তরে ডাউজেনিস বলিয়াছিলেন, রাজন! কেবল! আমার রোত্র আড়াল করিয়া ছায়া করিবেন না।

“Only stand a little out of my sun”

ইহা হইতে বেশ উপলব্ধি হইবে। এই দীর্ঘজীবী প্রাচীন দার্শনিক রোত্র বা সূর্য্য কিরণকে কত স্নানান মনে করিতেন। Plini একজন ভূবন বিখ্যাত চিকিৎসক, তিনি বলেন, যে, রোমানগণও সূর্য্য কিরণ সেবনে অভ্যস্ত ছিল। প্রাচীন প্লিনি এবং যুবক প্লিনি উভয়েই রোমের আত্মদিশ পূর্ব কিরণকণ অতিশয়িত করিতেন।

জৈনক ফরাসী চিকিৎসক অনেক ব্যক্তিকে, যাহারা তাহাদের শিশু এবং বালক দিককে তাহার নিকট চিকিৎসিত হইতে আনিতেন, তাহাদিগকে বলিতেন যে, “Take these children to the country, feed them as well as you can, but above all, roast them—roast them in the sun” অর্থাৎ এই সকল বালককে পল্লী গ্রামে লইয়া যাও, বহুদূর পাল, ভাল আহারাদি দিও। একনের উপরে ইহা দিগকে ভাজিয়া ফেলও রোমের ভাজিয়া ফেলিও এই স্মৃতিচিকিৎসক শিশু চিকিৎসায় কেবল এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া অসংখ্য শিশুকে কন্ধ্যাবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই রূপ অসংখ্য প্রমাণ দেখান যাঁহাতে পারিত কিন্তু ইহাও যথেষ্ট বলিয়া বাহুলা ভয়ে বরত থাকিলাম। আনাদের ভদ্রলোকের সন্তান সন্ততি সর্বদাই রুগ্ন, শীর্ণ, তরল, কিন্তু আমাদের দেশের শ্রমজীবীগণের সন্তানগণ তেমন দুর্বল ও রুগ্ন নহে। তাহার কারণ, তাহারা সর্বদাই মুক্ত দেহে নীত তাপ সহ করিয়া

উষ্ণক বায়ুতে খেলা ধুলা করিয়া থাকে। আমরা আনাদের সন্তান দিগের গাত্রে রোত্র লাগিতে দিই না, অতঃপর কাপড়ের বস্ত্রাব জায়গা অষ্টে পৃষ্ঠে জামা কাপড় পরাইয়া গৃহ কোণে রাখিয়া থাকি, ছেলে বোঁড়ে ঘাটনে মলনাশ হইল বলিয়া চাঁৎকাব কাঁরতা ধরিয়া আনিয়া ঘরে পুরিয়া রাখি, কিন্তু এতদন্তেও শিশুগুলি রোগের ভাগ্য পক্ষণ কিছু দিন থাকিয়া অকালে মৃত্যুকে আশ্রয়ন করিতে বাধ্য হয়।

মানব দেহ একাধারে দুই ভাগে বিভক্ত। বায়ু একাধারে আশ্রয়কর আছে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। কিন্তু তাহা একাধারে বোঁড়ে সেবন করিলে যে কখনও তাহা পাতলা হয়, আগামী দাবের তাহা আমাদের প্রিয় ব্যক্তিকণকে ছান করিবার বাসনা বচিল। উপস্থাপনে বলিয়া রাখা ভাল যে “কাজের লোকের” বাস্তব সম্বন্ধে এক চিকিৎসা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করি বলিয়া আমাদের এক শ্রেণীর লোক অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে করেন, কিন্তু আমরা তাহা কবিতা, কারণ প্রকৃত “কাজের লোকের” রাস্তাট মূলদন রূপ, বাস্তব অভাবে কন্ধ্যা হইবে কেমন করিয়া? সেই জন্ত বাস্তব প্রমাণ “কাজের লোকের” অপ্রাসঙ্গিক নহে বরং অপ্রতিযোগ্য।

সম্পাদক।

## ধন তৃষ্ণার পরিণাম।

বায়ু প্রসন্নকুমার দত্তের নিবাস কলিকাতার অন্তর্গত অখিল মিস্ত্রির লেনেব ১৬ সংখ্যক ভবনে। তিনি এল. এ ক্লাস পর্য্যন্ত পাড়িয়া পাঠ শেষ করেন এবং রিগন স্কুলে নিয়ন্ত্রণীয় শিক্ষকপদে নিযুক্ত হন। কয়েকজন ছাত্রকে তাহাদের বাড়ীতে পড়াইয়া ২৫০০ টাকা উপার্জন করিতে আরম্ভ করেন। ইহার

পিতার সীতারাম ঘোষের ঘাটে একখানি বাড়ী আছে, অবস্থাও ভাল। তিনি আরও আর রক্তি করিবার জন্ত নূতন এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। শিয়ারানহ হৈশনে অতি প্রত্যবে নানারিক হইতে বহু মন্তের আর্মদানি হয়, বহুশত মন্তজীবী উপায় প্রতিদিন সমবেত হইয়া থাকে, প্রসন্ন কুমার প্রতিদিন শেষবাত্রে রাত্রি সময় উঠিয়া ঢাকা, কলিকাতা, গামাক একটা পরিয়াতে পুঁজিয়া মাছের হাটে যথেষ্টন এবং গামাক মাছের জালজালিমাৎ খাটাইতে নেন। তাহা দ্বারা মাছের কিছু কিছু মাটি দিতা। প্রসন্ন কুমার তাহা বিক্রয় করিতেন এবং তাহা মাছ মাটিতে পাড়িয়া থাকিত, তাহা বড়ো আনিয়া বাঁধিতে নিতেন। এই ব্যবস্থায় মাছের বেশ আয় হইতে লাগিল।

দীর্ঘকাল ধূতি নামিত না, কালি মলিন হইয়া তাহা পালদানে থাকিত; এই বেশে ফকের কাঁক কড়া হইত না, পুঁজিয়া তাহা বালক স্কুলের ডাক্তারী স্কুল একর জালিয়া দিগকে গামাক জালজাল ও ছেলে পড়ান ব্যবসায় চলিতে লাগিল।

তিনি অত্যন্ত এক নূতন ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। গমন্য বস্ত্র রাখিয়া অতি বেশে জলে ঢাকা বস্ত্র দিতে লাগিলেন। লোকে বলে, এতকালে তিনি নগদে ও অলঙ্কারে চমক দাঁকা মজুত করিয়াছিলেন। টাকা ও অলঙ্কার বাঁধিবাব জন্ত লোহার সিন্দুক রাখা উচিত মনে করেন নাই। সিন্দুক কিনিতে অনেক টাকা খরচ হইবে, এই পন্থায় মধো টাকা ও অলঙ্কার পাঁকিতেন।

গত পূর্ণ মঙ্গলবার প্রত্যুষে ৪ ঘটিকার সময় সীতারাম নিভা ব্যবসায় কাঁবাব জন্ত শিয়ারানহ মাছের হাটে গিয়াছিলেন। তখন ৫ জন চোর তাহার ঘরে হুকিয়া গিয়া পুঁজিয়া লইয়া প্রস্থান করে। এক একটা পরিয়া

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

১০০০ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার বা নগদ টাকা ছিল। প্রসন্নকুমার বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন এটা থলিয়া অপূজিত হইয়াছে। তিনি মধ্যাহ্নে চীৎকার করিয়া কান্নাকাতি করিলেন। সে শোক সধরণ কবিত্তে না পারিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। হাবপব আব গৃহে আসেন নাই। পুলিশ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অর্ধেক শোকে প্রসন্ন হয় ত আত্মহত্যা করিবে। পুলিশ প্রসন্নের বাড়ী গুজিয়া আবও ৭০ হাজার টাকা বা তথ্যুলোর অলঙ্কার গুলি খুজিয়া পাঠিয়াছে। ৭০ হাজার হাজার ঘরে মত, দে ৪ হাজার অপূজিত হইয়াছে কোন দারণ কবা বুঝা মনে করিয়াছে।!

যাহাদের টাকা নাই, তাহারা মনে করে, টাকাতাই হুখ। টাকাতাই কি সুখ প্রসন্ন-কুমার তাহা দেখাইয়া গেলেন। (সম্মানন)

## কৃষক সম্প্রদায় ও বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি।

(জীনবেজ বন্দ্যো)

এদেশে কৃষক বলিয়া এমন কোন জাতি নাই; কিন্তু সহরের বহু বালকদের ধারণা যে চাষা বলিয়া একটি জাতি আছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। জেলে, ধোনে, নাপিত, ধোপা, কামার, কুমার, পোদ, কলু, মণ্ডল প্রভৃতি যাহাদিগকে এখন মৈপীড়িত জাতি বলা হইতেছে, তাহাদের অধিকাংশই চাষ আবাদেব কার্যা করে বলিয়া চাষ। এই আখ্যা পাটয়া থাকে। এওঁবাতিত বাংলাব মুসলমান সম্প্রদায়ের বহুলোক চাষ আবাদেব কার্যা করে, তাহাবাও চাষ নাম অভিহিত—একণে বাংলাব হিন্দুমুসলমান চাষী সম্প্রদায় বড়ই নিপদগন্ত, তাহাদের দিন দিন যেদপ অবস্থা হইতেছে, তাহাতে অচিরে কোন নূতন বাবস্থা

না করিলে বঙ্গবাসীক উদরপূরণের জন্য অল্প প্রদেশের দিকে তাকাইয়া থাকিতেই হইবে। যে দেশ শস্ত শ্রামলা সুজলা সুফলা নামে পরিচিত, তাহাব অবস্থা এখন ক্রমে নিষ্ফলা নিষ্ফল হইতেছে—দোষ কাহার? দোষ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের, দোষ শিক্ষাপদ্ধতির। শিক্ষিত সম্প্রদায়, স্কুল কলেজে পাঠ করিয়া বাব হইয়া পড়িযেছেন ও পড়িয়াছেন, তাহাবা আব চাষ আবাদেব জীবিত ইচ্ছা করেন না, তাহাবা উপবেজের আফিসে কেরানীও কার্যা বড়ই সম্মানে চাক্ষ দেখেন। আব তাহাবা বঙ্গবাসী স্বাধীনভাবে চাষেব জীবিত ইচ্ছা নাই, তাহাদের সচিভ নাকালাপ করিতেও কুজিত, তাহাদের নিকট ঐ নিপীড়িত কৃষক সম্প্রদায় চাষা বা ছোট লোক বলিয়া বাখা হইয়া থাকে। দেশেব তথাকথিত নেতৃ সম্প্রদায়, যাহারা স্বদেশী আন্দোলনে খব উৎসাহ দেখাইয়া ছিলেন, যাহারা সমস্ত বিষয়ে আন্দোলন করিয়া দেশের মধ্যে নেতা হইয়া উঠিয়াছেন, Indian nation গঠন কবিত্তে বাস্ত, তাহারা কি একবার এদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিদেন?

এখন এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সচিভ কৃষক সম্প্রদায়ের মত মেলা মেলা হইবে, বড়ই Nation মণ্ডিত হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদের মধ্যে শ্রমিকা দান কবিয়া তাহাদের চবিত্ত গঠন কবিত্তে ও কৃষকগণের উন্নতি সাধন করিতে যত্নবান হইতে পারেন। তাহাতই দেশের ও দেশের উপকার করা হইবে, নিজেদের মনের উন্নতি হইবে। একটী চাষা যে জমিতে ১০ মন ফসল কবিত্তে পারিবে, এজন্য শিক্ষিত ব্যক্তি নিশ্চয় তাহা অপেক্ষা বেশী কবাটবে পারিবেন, কিন্তু বহু স্থানে এখন দেখা যাইতেছে যে, শিক্ষিত লোকের মধ্যে অনেক জানেন না যে, বাংলার কৃষি গুণাবলী পাওয়া যায়।

বাস্তবিক শিক্ষিতের মধ্যেই যদি এইরূপ, তাহা হইলে আর চাষাদের দোষ কি? ফলকথা কৃষিকাই এদেশে নাই।

দেশের নেতাবা Indian nation গঠন কবিত্তে যত কাঠার পরিশ্রম করিতেছেন, এদিকে পরিশ্রম করিলে দেশের মত উপকার হইত, কিন্তু কৃষি সম্বন্ধে তাহাদেরও অনিচ্ছতা সীমাবদ্ধ।

যে নিকট শিক্ষার প্রভাবে দেশময় আজ কাল হাজার হাজার পড়িতেছে, তাহাতে মধ্যবিদ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবস্থা ক্রমশঃ অধিক কঠিন হইয়া উঠিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার আরও বুদ্ধি হইতেছে। অভাব হইলে পুরণের চেষ্টাই চলিতেছে, কিন্তু অভাব হইবে তাহা অসম্ভব করিয়াও যাহাতে অভাব আসিয়া পৌছিতে না পারে, তাহার চেষ্টা ত দেখিতেছি না? কৃষক সম্প্রদায়কে প্রকৃত পথ দেখায়, এরূপ লোক বড়ই কম। তাহাদের মধ্যে গ্রামে যাহারা মাতবর, তাহাদের অধিকাংশই শিক্ষিত, হইলেও সর্বদাই গরিবের নিকট হইতে অসং উপায়ে অর্থ উপার্জন কবা তাহাদের কার্যা। ঐ মাতবরদের নিকট এইরূপেই কৃষকগণও অসং উপায় শিক্ষা করিতেছে ও ক্রমশঃ মালাবাজ হইয়া সর্বস্বান্ত হইতেছে। বাস্তবিক পূর্বনীয় ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলিয়াছেন যে, আটনের কলেজগুলি ধ্বংস হইলে দেশ—প্রকৃতপক্ষে উপকার করা হয়। খবট মূলে দেখা যাইতেছে যে, শিক্ষার সংশোধন অচিবেই আবশ্যক এবং তৎক্ষণাত বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির বিচার্যো স্বদেশীয়গণের আন্দোলন অপেক্ষা অধিক আন্দোলন প্রয়োজন। শিক্ষায় যদি নৈতিক উন্নতি না হয়, তাহা হইতে সে শিক্ষার দেশের উপকার হয় না।

### সম্রাটের ঘোষণা।

ভারত শাসনসংস্কার বিন ভারতসম্রাটের মজুরী হইয়া ভারত শাসনসংস্কার আইনে পরিণত হইল। এই মজুরী দান কাগজে ভারতসম্রাট তাঁহার ভারতীয় প্রজাদের প্রতি যে শুভবাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি এই আইনের কল্যাণে ভারতে মহাকল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া শুভাশা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ভারতসম্রাট রাজনৈতিক বন্দীদের যথাসম্ভব মুক্তি দিবার জন্য বড়লাট বাহাদুরকে আদেশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, আগামী বৎসর শতকরা প্রিন্স-অব-ওয়েলস দাড়াচর ভাবে শুভাগমন করিয়া ভারতে সামন্তরাজাদের মহাসম্মান প্রদীপ্তি এবং নতুন আইন মতে শাসনপদ্ধতি ভারতবর্ষে প্রবর্তিত করিয়া যাইবেন। সম্রাটের ঘোষণা বাণী ২৪শে ডিসেম্বর বৃন্দাবন হিষ্টরে বস্ত্রের লাট লর্ড রোণাল্ডেশ ব্রুক কলিকাতা টাউন হলের সিঁড়ি ধাপ হইতে মহাসম্মান-বোধে পঠিত হইয়াছিল। সম্রাট ঘোষণায় বলিয়াছেন :-

"It is my earnest desire at this time, that so far as possible, any trace of bitterness between my people and those who are responsible for my Government should be obliterated. Let those who in their eagerness for political progress have broken the law in the past, respect it in future. Let it become possible for those who are charged with the maintenance of peaceful and orderly Government, forget extravagances they have had to curb. A new era is open-

ing. Let it begin with a common determination among my people and my officers to work together for a common purpose. I therefore direct my viceroy to exercise in my name and on my behalf my royal clemency to political offenders in the fullest measure which in his judgment is compatible with public safety. I desire him to extend it on this condition to persons, who for offences against the state or under any special or emergency legislation are suffering from imprisonment or restrictions upon their liberty. I trust that this leniency will be justified by the future conduct of those whom it benefits and that all my subjects will so demean themselves as to render it unnecessary to enforce the laws for such offences hereafter."

এই আশাশ্রয় বাদিতে অদ্যে আনন্দ এবং আশাব্যবহৃত হয় মার্কি ২ ভগবান রাজাকে দীর্ঘজীবী করুন। এখন আমাদের অদৃষ্টে এই উদার ঘোষণা শুভ ও কার্যে পরিণত হইলেই মঙ্গল।

### গত যুদ্ধে জীবন ক্ষতি।

মিত্র পক্ষে মারা গিয়াছে

বেলজিয়ম	৪৫,০০০
আমেরিকা	১,১৪,০০০
ইংলণ্ড	৭,৬৯,০০০
গ্রীস	১২,০০০

ইটালী	৪,৯৪,০০০
রুমেনিয়া	৪০০,০০০
সর্ভিয়া	৩,৬৯,০০০
ফ্রান্স	১৩৯৮,৫১৫
	৩৬,০০,৫১৫

আইত হইয়াছে এক ফ্রান্সেবট ১১ লক্ষ লোক। সম্রাট শক্তিরে আইতের সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই। তথাপি নিশ্চয় ৬০ লক্ষের অধিক আইত হইয়াছে। এতদূর দূরত্ব আইত পূর্ণাঙ্গ। আইত হইয়াছে ৩০ লক্ষ পূর্ণাঙ্গ। কোরি আইত হইয়াছে, কে সামান্য কাপালিক হইয়া দিবার। সম্রাট,

বস্ত্রের কারাগার।

বস্ত্রের কারাগার বন্দী ১০০০ জন করে দীর্ঘ বাস করিতে পারে, এমন এমন স্থান আছে। বন্দী করে দীর্ঘ সংখ্যা ১০০০ জন। ব্রুকশো ৩০১১ জন "ব" বন্দী, ৩০১১ জন "ব" শ্রেণীর। কারাগারের মধ্যে শতকরা ৮৭০৯ জন নিবন্ধ, ১০০০ জনে দেখা পড়। জানে। করে দীর্ঘ শতকরা ৪০,০০ জন মুসলমান, ৩৭৭৭ জন হিন্দু। অপার বস্ত্রের কারাগারে এখন ৪০০ জন বাস কর। কারাগারে স্থানীয় বাস না বস ১৭৩। কারাগার সমুদ্রে একে বিচারালয় ১০৩৩ বার্তি আনন্দ আছে। কারাগারের মধ্যে শতকরা ৭০১৩ বার্তি ৬ মাস বসনা উদার অলকালের নিমিত্ত কারাগারে দণ্ডিত হইয়াছে।

### নতুন গ্রাহকগণের প্রতি।

জাহাজারী শেখ তাবান পদার্থ নবমের নতুন গ্রাহকগণ বাণিত মুদ্রা ২০০ এবং অতিরিক্ত ১০ আনা দিবে ১৯১৫ সালের মার্চের ১৩ তারিখ ৩ নম্বরের "কালের লোক" উপহাস পাঠবেন।

২০০—ছাত্রের জন্মাস পর্যন্ত ১১০ মূল্য লওয়া হইয়াছে, আর লইব না।



## সূচীপত্র ।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

গুরু খাত প্রস্তুত প্রণালী	৪১	ধ	কৃত্রিম বরগণ্ডী পীচ		
গর্ভিনী তত্ত্ব	৮৪, ১০৮	ধনতৃষ্ণার পরিণাম	১৮৬	উলের জিনিষ কাচিবার আরক	৫
গার্হস্থ্য জাতব্য বিষয়	৭৭, ৮৮, ১২৬, ১৭০	ধূমপান নিবারণের আইন	৪	পাউরুটী	৪
গলিত অঙ্গার	১২৫	ন		সীরাপ প্রস্তুত	৪
চ		নিমের গুণ	১৩	লেমন সীরাপ	৪
চয়ন	১৩, ৫১	নানি কথা	১০০	অরেঞ্জ সীরাপ	৪
চিনাবাদামের চাষ	১৭২	৩ নগেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ	১৫৬	বদা মধুর সীরাপ	৪
চিকিৎসা বিষয়ক প্রবন্ধ	১৩, ৪৫, ৫৬, ৬৩	নববল ও নিদ্রা	৭৮	পাইন এসেল	৪
	১৪১, ১৫২	নূতন কোম্পানী	১৬৭	রোজ সীরাপ	৪
চারের কথা	৮৩	Notes of Interest	১১, ৭৮, ১০২, ১০৬	কোল্ড ড্রন কাঠিবা অয়েল	৪
ছোট রকম চিনির কারখানা		প	১৫২, ১৬১, ১৭৮	ডে মার্কিনের তুলায় কাটা	৪
স্থাপনের ব্যয়	১৩১, ১৫১	প্রতিহিংসা	১৮৫	গরুর খাত	৪
চাউলের দর (পঞ্চাশ বৎসরের)	১৬৩	পারাগ্রাফ	১৭৮	জুতার তরল কালী	৪
জ		পিলিকার বুদ্ধি	১৭৮	রাজ পালিস	৪
জোকের দ্বারা আবৃত্তাওয়া নির্ণয়	১১২	প্রাণীজ খাত	৫৭, ৬৭	Crystalized Fruit	২
জলাতক রোগে আক্রমণ	১৬২	পরমাণু বুদ্ধির উপায়	১৩	সেট পাইডার বা সৌবৎ ১৭	২
জাপানী পাখার কাচ	১৫০	প্রাণ-বিজ্ঞান ও সভ্যতা	৬১	গোজ পাইডার	২
জাতা চিনি	১৬৪	পরাধির উত্তর	৭৬, ১০০, ১০৮, ১৫৩, ১৭২	দেওয়ালের ডকা জল মতন কলি প্রস্তুতি	১০
ট		পল্লীবাসীর প্রতি নিবেদন	৮০	টিকিটে মাথাইবার পদ	১২
টাকা রোজকার	১৭০	পাটের কথা	১৬৪	Embrocation বা মার্স	১২
Tricks of the boot Trade	১৩৫	প্রসিডেন্ট পন্টেক্সাবের কথা	১৬২	Maccasar Oil	১৫
ড		পন্টেক্সাবের কথা	১৬২	Star Hair Oil	১৫
Dyspepsia & Constipation treat-		পন্টেক্সাবের কথা	১৬২	Hair wash	১৫
ment of Homoeo	১৭১	প্রস্তুত প্রণালী—		কল সংরক্ষণ প্রণালী	১৫
ডাক পুন্দির মাগুন হাস	৭৮	অস্বাস্থ্য নাবিকের টোপ		জাম প্রস্তুত প্রণালী	১৫
ত		(আমেরিকান পদ্ধতি)	১৭৫	চৌবি জাম	১৫
তারের বদলে শামুক বাদ্য	৮৩	উৎকৃষ্ট লালকালা	৭৫	কাকানক সোপ	১৫
৩ জৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	১৬৭	বাইন চামড়া পালিস	৭৫	পাম সোপ	১৫
দ		আলুমিনম পালিস প্রণালী	৭৭	Economical fuel	১৫
দীর্ঘজীবন লাভের উপায়	৪	ল্যাকারিং	১৬৫	লগনের মাঝিন চুণ	১৫
দ্রব্যগুণ সংগ্রহ	৫, ৩৩	ঘনরোধক চুণ	১৬৬	মিসারিন জেলি	১৫
দেশী তুলা	২৭	কৃত্রিম যোমবার্তা প্রস্তুত	১৭৪	Fire proof wash	১৫
দেবদত্ত সম্পত্তির নামলা		ফুট সলট	৭, ১৮৫	আসল মোমের বাঁতি	১৫
(অবস্থা জাতব্য)	১৩৬	গুয়াটার প্রক টক	৬	ফ	
হুটী আপোস কথা	১৪৫	জেন্ডমিন এসেল	৭	Fishing secret	১৫
		জকী ক্রাব	৭	ব	
		কৃত্রিম স্টেট প্রস্তুত	৩	বিস্ময়কর তথ্যাবলী	৩৩, ১৫
				বিজ্ঞান গীতা	১৫
				বস্ত্র পরিষ্কারের কাচ	১৫

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের দ্বিতীয় /০ আনা ডাকমাণ্ডুল পাঠান।





## অবাস্থম তৈল পক্ষে অভুলনীর,      গুণে অবিভীর, নিরানন্দের আনন্দকর ।

সংবৎসরব্যাপী নিরানন্দের পর অবাস্থমীর শুভাশুভন হইবে। সাধার্ন  
কুটীরবাসী হইতে মুকুটধারী রাজ্যধিরাজ পর্যন্ত সকলেই সেই শুভমিমের  
প্রতীক্ষা করিতেছেন। বাহার বেদন সাধ্য তিনি সেইরূপ আনন্দের আরো-  
জন করিতেছেন। অবাস্থম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক। উৎসবের দিনে  
অবাস্থম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের আনন্দহানি হইবে, কারণে কোন সন্দেহ নাই।  
এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা। ডাকমাস্তুল ১০ আনা। ভিঃ পিতে ১১/০ আনা। উত্তর (১২ শিশি) ১৮০ আনা।

### সুরবলী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক মালিস।

চরিত বিব জনা বাহাদুরের রক্ত খামাশ হইয়াছে, শরীরে নান্য রোগের কষ্টের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া ভর সময়ে শিশিরের অধরায়  
হইয়াছে, শরীরের কান্তি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাহার। সুরবলী কষায় মালিসের বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবলী কষায় সেবন কালে বিশেষ  
কোন কষ্টের নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবলী কষায় সেবনে সুখের মুখের হাসি।  
১ শিশি ১৪০ টাকা। ভিঃ পিতে ২/০ আনা। ৩ শিশি ৪০০ টাকা। ভিঃ পিতে ৪৮/০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলা স্ট্রীট, — কলিকাতা।

## খোকসিনা      অদ্বিতীয় বৈদ্যাতিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক  
“খোকসিনা” ২৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিহারত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা,  
পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য চুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান  
করিবে।

### কষ্ট পাইবেন না

ইহা সত্যী কলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ম্মবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে  
উপকার করে। এত আশু কলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী  
আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৮০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য  
হইবে। প্যাকিং ভিঃপ স্বতন্ত্র।

এস, পি, চার্টার্ড এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্যালয় এবং

কৌর—গলসী, জেলা বর্ধমান।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য

অটুট রাখিতে

## ‘অস্থান’ অদ্বিতীয়

অস্থান সৃতিশক্তির হ্রাস, মাথাব্যথা, কার্যে অনমনোযোগিতা, অস্থান

হিষ্টিরিয়া, শরীরপ্রকার মানসিক বিকার, রক্তাচলা,

অকাল-পক্বতা, গুরুত্বহীনতা, পুরুষ-হানি, কাশ, কষ্ট

রোগ, বাত, ডায়াবিটিস বা বজ্রশূল, অগ্নিমান্দ্য, ওজন

অস্থান অস্বাস্থ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, প্রভৃতি রোগে অস্থান। সেরে নে অস্থান

অতিরিক্ত মানসিক বা শারীরিক গারশম ক্রমিত

দৌর্বল্য দূর হয়, দেহে নববলের সঞ্চার হয়। বহুকাল

রোগভোগে ক্ষীণ ও অকর্মণ্য বাড়িও স্বাস্থ্য সাধনা

অস্থান নির্মম পাইবেন, সুস্থ ও ক্ষতিকর। দাম অস্থান

এক টাকা ন’ আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড  
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড  
কলিকাতা

# কাজের লোকের পুস্তক ।

শিল্প শিক্ষা ।

ঐতিহাসিক চিত্রবস্ত্র প্রকাশিত ।

মূল ১০ ডাকমাণ্ডলাদি স্বতন্ত্র ।

অসংখ্য চাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত  
কালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । যেরে  
জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-  
প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত । মূল্য  
চাপা, ১০০ কপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ  
পত্র লিখুন ।

সিফ্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড ।

"কাজের লোক" সম্পাদক প্রণীত । কেনন  
করিয়া অল্প পুঁজিতে যেরে বলিয়া অস্ত্রাত  
কাজ ও চাকুরী পাকা পথেও উপাঙ্গন করিতে  
পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাষ্ট আছে, আরও  
অনেক গুঢ় রহস্য আছে নাহা কেহ কাজ-  
কেও লিখায় না । পুস্তক আর নাই, পুনরায়  
ছাপা হইতেছে ।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে  
পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, বাবসারী এবং  
ঘনাকাজীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা  
অনুরোধ করিতেছি । ইহা জিনিস প্রস্তুত-  
প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ  
আমেরিকার লোকে বলবৎ হইতে পারে,  
তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্তমান  
সময়ের উপযোগী করিয়াছি এই পুস্তক সংক-  
লিত । এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে  
পারে, তবে আমাদের জানীত এই পুস্তক-  
খানিই যেন ক্রয় করিবেন । মূল্য ২১  
টাকা তিন পি স্বতন্ত্র । কাপড়ে বান্ধান, পরিষ্কার  
অক্ষরে বিসাতে প্রকাশিত । যুকের  
অল্প মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে ।

বেকারের উপায় ।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত ।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে  
মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য আরম্ভ করা  
যায়, এই সকলের কলি সন্ধিও অতি সুসংগত  
সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক প্রকাশিত  
পত্র ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । একটু  
সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায়, কলি ক্রম  
করিয়া অল্পদিনে অবস্থা হইতে উন্নত করা  
সংসার চালানো হয়, এ পুস্তকে তাহা  
সন্নিবেশিত হইয়াছে । কোতুলীকাজ  
হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আশঙ্ক  
নাই, করাও উচিত নয় । কিন্তু প্রকৃতই  
কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অচাৰ্য  
করিবেন, পকেট সাইজ, ফ্লিপসকাপ  
১৬ পোজ সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান ।  
মূল্য ২০ আনা । তি, পি স্বতন্ত্র ।

ONE THOUSAND RECIPE

বিশালী পুস্তক, বহু সহস্রসাধ্য জিনিস  
প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ । তবে ইংরাজী  
পুস্তক । ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির হাতে  
জানিবার অনেক কথাই আছে । মূল্য ২১  
যুকের অল্প মূল্য বৃদ্ধি ।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয় । আমা-  
দের বেশী কলচাৰী নাই যে, সকলই এক  
কাথে উপস্থিত থাকিতে পারে । টাকা  
পাঠাইতে এবং আফিসে আফিসে যাব সমান,ই,  
অবিকল্প ভাবে লইলে সময় বাচান যায় ।  
সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের  
লোকের আচরণের সুবিধার জন্য আমরা  
এই পুস্তক বিভাগ স্থানিরাছি । বাহা আমা-  
দের নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ

করিয়া পাঠান যায় । এই বিভাগে কমিশন  
শেষে পুস্তক রাখা হয় । সে বন্ধকভুক্ত  
জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের  
লোক আফিস" এই টিকানার সম্মুখস্থ ।

কাজের লোক আফিস

১৭ নং অক্টোবর স্ট্রীট, কলিকাতা  
বহুবাজার, কলিকাতা ।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য  
বস্তুসমূহ । কিন্তু অনেকের দেখিরাছি, যখন  
কিছু দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য  
দ্রব্যের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই  
দ্রব্য চক্ষুর দিকে রক্ষা করিতে বান ; কিন্তু  
তাৎক্ষণিক হইবার মধ্য প্রকৃত মিথ্যে চসমা  
উৎকর্ষ দেখিল প্রত্যেক হইতে প্রস্তুত হয় ;  
তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই  
চক্ষুর দৃষ্টির দোষ দূরায় । আমরা চক্ষু  
পত্রীকার নিবন্ধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র জালিয়াছি ;  
চক্ষের বিবিধ অসুখাদিকে যেন এতদ্বারা তাৎক্ষণিক  
অবশ্য জানান হয় । প্রায় ৩০ বছরের অভ-  
লিভিত আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল  
কলেজের ব্যবস্থাপক চসমা প্রস্তুত করিয়া দিও  
মে, মাসিক ও কোণ,  
২ নং মালবারী স্ট্রীট, কলিকাতা

চিকিৎসা প্রকাশ ।

বাহালা ভাষায় অযোগ্য চিকিৎসকগণের  
দ্বারা পরিচালিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক  
মাসিক পত্র মঙ্গলবার প্রাত্যহিক পত্রী চিকিৎসা-  
সকের পক্ষে বহু অপারোপ্য । বার্ষিক মূল্য  
মডাক ২১ মার ।

ডঃ ডি. এন্, হালদার,

কাঁচাখাঙ্গ,

পোস্ট অফিসবোড়িয়া মেলা নদীয়া, ১

# বতি বিজয়

বা যৌন রক্ষক। ক্রিয়া, বায়বিক দৌরলা, শুক্রাণুনাশ, স্বপ্নদোষ নিবারক এবং কাস্তি পুষ্টি, শ্রুতি বল বীৰ্য্য বোধ ও অগ্নিবর্দ্ধক। মূল্য এক শিপি ১১০ টাকা। মাতলাদি যত্নে।

## প্রমেহ ধ্বংসক

এক দিন ব্যবহারে যন্ত্রণার দারি এবং সন্তাই কালেই আরোগ্যলাভ। এই ঔষধ সেবনে প্রস্রাবকালীন দারুণ ধ্বংস, প্রস্রাবক সপুষ্প-শোণিতক্ষরণ বেত বা হরিত্রা বর্ণের আব, কাপড়ে দাগ পড়া, মূত্রনালীতে ক্ষত ও তজ্জন্য অন্তঃ প্রস্রাব নিয়ত প্রস্রাবের বেগ অথচ বিন্দু বিন্দু প্রস্রাব ত্যাগ ও শিরঃ বর্ণনাদি উপসর্গ সকল প্রশমিত হয়। প্রদর প্রভৃতি স্থী-ব্যাধিও ইহাতে সম্বর ধূরীভূত হয়। মূল্য ২০০ টাকা, মাতলা পৃথক।

## বাঁটা পদ্মমধু

সর্বপ্রকার নেত্র রোগের মৌখিক, মূল্য প্রতি ড্রাম ১০ টাকা।

মকরমুখ ( স্বর্ণসিন্দূর ) তরি ৪৮

ঐ যড়ুণ তরি ... ৬৮

চাবনপ্রাণ সের ... ৩৮

শ্রীমদনানন্দ মোদক সের ... ৪৮

সালসার শ্রেষ্ঠ, স্বর্ণঘটিত রক্ত সালসা।

সর্বপ্রকার রক্ত বিকৃতির মৌখিক। মূল্য প্রতি শিপি ১১০, তিন শিপি ৩৮ টাকা।

বিনামূল্যে:—নেপোলিয়ান বোনাপার্টের গল্পনা-পুস্তক সম্বলিত ক্যাটলগ পাঠান হয়।

বিশুদ্ধ ভৈষজ্য ভাণ্ডার,

১২৫ নং বোবাজার স্ট্রীট, ( ক ) কলিকাতা।

সূর্য্যাকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ  
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২২ নং ক্যানিং স্ট্রীট, ( মূর্গীহাটা ) কলিকাতা।

১। আমরা স্থল পাঠ্য বাবতীয় ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত পুস্তক ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তন্মিত্র নানা প্রকার এটলাস, য়ে মানচিত্র, কামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথোপযোজ্য পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দি থাকি, সাধারণ ক্রেতাদিগকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখা পুস্তক তি, পি, ডাকে কিংবা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকা স্মৃতি করিয়া লিখিবেন।

(Published Annually)

THE

# London Directory

with provincial & foreign Sections,  
enables traders to communicate direct with

**MANUFACTURERS & DEALERS**

in London and in the Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom and the Continent of Europe. The names, addresses and other details are classified under more than 2,000 trade headings, including

**EXPORT MERCHANTS**

with detailed particulars of the Goods shipped and the Colonial and Foreign Markets supplied;

**STEAMSHIP LINES**

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate Sailings.

One-inch BUSINESS CARDS of Firms desiring to extend their connection or Trade Cards of

**DEALERS SEEKING AGENCIES**

can be printed at a cost of £ 1. 10. 0. for each trade heading under which they are inserted. Larger advertisements from £ 2 to £ 16.

A copy of the directory will be sent by parcel post for £ 2 nett cash with order.

**THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,**

25, Abchurch Lane, London, E. C. 4.

ENGLAND.

Business established 105 years.



# টাকা এদেশে খুব সস্তা নয় !

## কাজের লোক

### তাই একটি পয়সাও অপব্যয় করেন না।

এক ঘোণের হাওয়ার ঔষধ আজকাল পাওয়া ভ' যায়, কিন্তু সাবধান রোগী অর্পের ও ঘেহের অপব্যবহার নিবার্ণার্থ টিক, ঔষধটাই দেবে মুখে, ঠাউরে কিনেন। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামকা বা 'তা' কেনার খরচও বাঁচে।  
সকলপ্রকার বেহের জন্য, আজকাল সর্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে 'বে



একমাত্র ঘোষক। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, বাহ্যতে আরাম হয়, কিন্তু হিলিংগেবেব বিশেষ (১) প্রতি মাত্রায় ফল (২) ১দিনে মন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোপ্য। এই কথাগুলি যে অতি বখাব, তাহা আমাদের তালিকাগুকে বড় বড় ডাক্তারের প্রমাণস্বাক্ষরের মধ্যেই আছে—অন্য পর লিখে এই বড় ১৮০নি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ২৫০, ছোট (অর্ধেক) ১২০।

আর, লগিন এও কোং—যান্ত্রিক্যাক্চারিং কেমিস্ট্‌স্‌,

১৪৮ নং বহুবাজার স্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—“মিলিং” কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৬১৫, কলিকাতা।

## “কাজের লোকে” বিজ্ঞাপনের হার।

- ১। কল্যাণ চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন নইতে পারি না। পর লিখিয়া জানিতে হয়।
- ২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইকি প্রতি বার ১ টাকা ধরা হয়। সব ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

### সাধারণ পৃষ্ঠার হার :

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮ টাকা প্রতি মাসে	৭ টাকা প্রতি মাসে	৬ টাকা প্রতি মাসে
২ "	৫ " "	৫ " "	৪ " "
৩ "	৩ " "	৩ " "	২ " "
১ কলাম	৩ " "	২ " "	২ " "
২ "	১৫ " "	১৫ " "	১৫ " "

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিকল পর লিখিলে জানাইব।

কার্যাব্যক্ষ

“কাজের লোক”।

১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রীট, বহুবাজার, কলি কাতা।



## কেশের জন্যই কেশরঞ্জন

কারণ—ইহাতে কেশ কৃষ্ণিত, কোমল ও মন্থন হয়। কটা কুল কৃষ্ণবর্ণ হয়। কিছু দিন ব্যবহারে কেশের আলিতা বা টাকরোগ আরাম হয়।

পাণে—চুল উঠিয়া গেলে, মাথার টাক পড়িলে, অকালে চুল পাকিলে, চুল বিরক্ত ও বিবর্ণ হইলে, কেশরঞ্জন ব্যবহারে এ সব দুর্লক্ষণ দূরীভূত হয়।

কারণ—ইহা অত্যধিক অধায়ন, অধিক চিন্তা, সর্ববিধ শিরঃপীড়া, মস্তক-ঘর্ষণ, প্রভৃতি উপসর্গে অমোঘ পোষিকারক। ইহার ননোমদ যুগন্ধে চিত্তের প্রসুন্নতা ও মানসিক অবসাদ বিদূষিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১৯ এক টাকা মাত্র; প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৮০ ছয় আনা।  
৩ তিন শিশি ২১০ টাকা মাত্র; মাভুসাদি ... ৮০ বার আনা।

ব্রহ্ম অমৃতবল্লী কন্ডায়।

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা গারদ-বিশ সংক্রামিত হইয়া থাকে,—  
গায়ে হাতে ও পায়ে চাকা চাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ভক্তাব বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন,  
তবে আমাদের লিখুন,—আমরা আপনাকে “ব্রহ্ম অমৃতবল্লী কন্ডায়” পাঠাইয়া দিব। ইহার ব্যবহারে আপনি নির্দোষভাবে ও  
অল্প ব্যয়ে এই অস্বাস্থ্যকরোগের চীৎকার কবল হইতে পরিধান লাভ করিবেন। উপদংশ ও গারদ বিকৃতিতে ব্রহ্ম অমৃতবল্লী কন্ডায়  
স্বয়ংক্রিয় পায় কার্য করে। প্রতি শিশির মূল্য ২৯ দুই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৮০ বার আনা।

মীনপেঃ নাথ সেন ও পুত্র কবিরাজে  
আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮১ ও ১৯ নং লোরবারী স্ট্রিট, কলিকতা।

আপনার

## বাগান এবং শস্যক্ষেত্রের উন্নতির জন্য।

### নাইট্রেট অফ সোডা ব্যবহার করুন।

বিনাবিধ শস্য ক্ষেত্রে নাইট্রেট ব্যবহার শিক্ষার জন্য আবেদন করুন এবং নিম্নলিখিত পুস্তক সমূহের যে কোন একখণ্ডের জন্য আবেদন করুন—বিনামূল্যে এবং বিনা ডাকমাশুলে পাঠান যায়।

১। Improving the crops for bigger profits (অধিক লাভের জন্য শস্যের উন্নতি সাধন।)

২। Guide to manuring of Field and Garden crops (কৃষিক্ষেত্র এবং বাগানের কসলে সাগ দিবার গুণালী শিক্ষা।)

৩। Experiments on Tobacco (তামাক চাষে নাইট্রেট পরীক্ষা।)

৪। Prize Essays in the last competition (গত প্রতিযোগিতা পুরস্কার রচনার রচনাবলী।)

৫। Nitrate of soda as a Tea Fertilizer (নাইট্রেট অফ সোডা চাষের উৎকৃষ্ট সার।)

৬। Improvement of agriculture in India (ভারতে কৃষির উন্নতি।)

Delegte—

ডাইরেক্টর

CHILEAN NITRATE COMMITTEE,

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটি,

1. Royal Exchange Place, CALCUTTA.

১ নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকতা।









